রণভূমিতে

জয়শ্রী লস্কর



রণভূমিতে

জয়শ্রী লস্কর

পাণ্ডুলিপি

১এ, কলেজ রো, কলকাতা-৭০০ ০০৯

RANABHUMITE
The novel written by
Jayasree Laskar

প্রথম প্রকাশ ঃ জুলাই ১৯৫৭

প্রকাশক ঃ শুভেন্দু মিশ্র
৩৭৯/৭৫এ, যশোর রোড, কলকাতা ৭৪
দূরভাষ : ২৫৭৯-১৪৩০

প্রচ্ছদ ঃ ইন্দ্রনীল ঘোষ

অক্ষরবিন্যাস ঃ
ঘোষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস
১৯এইচ/এইচ/১২, গোয়াবাগান স্ট্রীট
কলকাতা-৬

মুদ্রণ ঃ রামকৃষ্ণ প্রিন্টার্স
বদ্রীদাস টেম্পল স্ট্রীট
কলকাতা-৪

লেখিকার নিবেদন

প্রথম জীবনে শিক্ষকতা করবার কালে মনে হত কোথায় যেন কোন ফাঁক রয়ে যাচ্ছে। আমার অজান্তেই, আমি যেন কোনখানে অপূর্ণ থেকে যাচ্ছি। পরবর্তীকালে বুঝতে সক্ষম হই, আমার এই সংশয়ের কারণ। আমি আমার কর্মজীবনে অবতীর্ণ হয়ে বাধ্যতামূলক ভাবে যা ব্যক্ত করছি তার বাইরেও আমি কিছু ব্যক্ত করতে চাই। কিন্তু কার কাছে? কিভাবে? এই দুই প্রশ্নের উত্তরসহ আপন মনের তাগিদে কিছু ব্যক্ত করবার আকুল আকাঙ্ক্ষাই আমাকে বাধ্য করেছে পরিবর্তে কিছু লিখতে।

এই পৃথিবীতে আপন মূল্যবোধ নিয়ে স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকবার অধিকার স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে সকলেরই আছে। তা সত্বেও বহু ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায়, ঘটনাচক্রের প্রভাবে কিংবা পরিস্থিতির বিপাকে পড়ে মানুষ বিশেষ করে নারী জাতীর অনেকে প্রতিবাদহীন জীবনকে মেনে নিয়ে অবহেলিত ও অসম্মানজনকভাবে জীবনযাপন করেন। কিন্তু কেন? বাস্তবিকই কি তারা আত্মমর্যাদার তোয়াক্কা করেন না? নাকি দুর্বলতা কাটিয়ে শক্তি সঞ্চয় করে নিজের যথার্থ মূল্যমান খুঁজে নিতে অসমর্থ তারা? অন্যের দ্বারা নিগৃহীত হয়ে বেঁচে থাকবার অর্থ আপনার দ্বারা আপনার মধ্যে স্থিত মনুষ্যত্বকে অবমাননা করা নয় কি? জন্ম ও মৃত্যু মানব জীবনের এই সীমিত কাল অবশ্যই অশান্তি, যন্ত্রণা ও ক্লেশ বর্জিতরূপে অতিবাহিত করা অসম্ভব নয়। প্রয়োজনে, মানুষের মধ্যে নিহিত শক্তি কখনো কখনো অবিশ্বাস্যভাবে অবিস্মরণীয় সহায়করূপে সময়োপযোগী নতুন পথ প্রদর্শন করে ফেলে।

এই পৃথিবীর বিপুল পরিব্যাপ্তির মাঝে প্রতিটি মানুষেরই কোথাও না কোথাও আবশ্যকতা থাকেই। কাজেই কোনো নির্দিষ্ট স্থানে নিজের মূল্য হারিয়ে গেলেও অন্যত্র নিজের অপরিহার্যতাকে খুঁজে নেওয়া অসাধারণরূপে কঠিন হতে পারে না। বাধ্য হয়ে নয়, জন্মসিদ্ধ অধিকারেই প্রত্যেক নারীও আপনার অবমাননা বিনা মহামূল্য জীবন পরিক্রমা সমাপন করতে অপারগ নয়। এই উপন্যাসের নায়িকার জীবনদর্শন আধুনিক নারী স্বাধীনতা ও নারী অধিকারের জ্বলন্ত প্রতিমূর্তি রূপে উপস্থাপিত।

এই কাহিনীর প্রধান চরিত্র শান্তশিষ্ট, নম্র স্বভাবের নয়না, জীবনের প্রয়োজন খুঁজতেই যুদ্ধ করবার সংকল্প নেয়। যেখানে তার মূল্য নেই, যেখানে

সে গ্রহণযোগ্য নয়, সেই ঠাঁই আঁকড়ে পড়ে থাকার কোন অর্থ থাকতে পারে না।

এই বিশেষ নারী চরিত্রের যুদ্ধ ক্ষেত্রে প্রবেশ, অবস্থান ও জয়-পরাজয়কে পাঠক-পাঠিকা কিভাবে গ্রহণ করবে জানি না। তবে আশা করব এই চরিত্র অনেক পাঠক-পাঠিকার অন্তর স্পর্শ করতে সক্ষম হবে।

এই উপন্যাসের রচনাকাল ১৯৯৮-২০০০। নানা কারণে এর পূর্বে এই পুস্তকটি প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। 'পাণ্ডুলিপি'র তরুণ প্রকাশক শ্রীশুভেন্দু মিশ্র এই পুস্তক প্রকাশের দায়িত্ব নিয়েছেন। শ্রীমিশ্রের সহযোগিতা ও সাহায্যের জন্য তাঁকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

কলকাতা

জয়শ্রী লস্কর

কাজরী

আনন্দস্বরূপ

কে

মা।

প্রবেশ

খুব তাড়াহুড়ো করে সকাল বেলার কাজ সারল নয়না। আজকাল সব কিছু এক নিমেষে শেষ করতে চায় নয়না। নিজের সংসারের কাজকর্ম নিজের সুবিধে মত ধীরেসুস্থে করলেও চলে। কিন্তু, নয়নার যেন ইদানীং তর সয় না। এত ছোটাছুটি করে নয়নার যা লাভ হয়, তা হল, নিজের জন্য একটু বাড়তি সময় পাওয়া। কিন্তু, এই অতিরিক্ত অবকাশ নিয়েই নয়না বিভ্রাটে পড়ে যায়। কেমন যেন অসহায় বোধ করে, অশান্তিতে অস্থির হয়ে ওঠে। তাহলে, দ্রুত গতি অবলম্বন করে চলে কেন নয়না? কি চায় নয়না? এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর খুঁজে পায় না নয়না।

সংসারে তেমন ঝামেলা নেই। স্বামী অরিন্দম, সাড়ে তিন বছরের টুকটুকে মেয়ে ডিম্পি আর ছয় মাসের শিশু অন্তু। এই নিয়েই নয়নার সংসার। কাজের পর, এগারটার মধ্যেই অন্তুকে চান করিয়ে, খাইয়ে, ঘুম পাড়িয়ে দেয় নয়না। তারপর, টানা তিন চার ঘণ্টা ঘুমোয় ছেলেটা। মেয়ে স্কুল থেকে ফেরে সাড়ে বারোটার পর। কাজেই, এই সময় নয়নার সম্পূর্ণ অবকাশ। নয়নার একান্ত নিজস্ব ফুরসত। স্বাধীন ভাবে নিজের খেয়ালে ব্যয় করতে পারে নয়না এই ক্ষণকে। কিন্তু, কথা হচ্ছে আপনার তরে অবাধে খরচ করবার পরিবর্তে, এই অবসর কাল থেকে পরিত্রাণ চায় নয়না। খুব অদ্ভুত মনে হলেও, ব্যাপারটা সত্য।

সম্মুখের বারান্দায় বসে এই কথাই চিন্তা করছিল নয়না। ভোরবেলা থেকে এত ব্যস্ততা প্রদর্শন করা হল কেন? তবে, কিছু একটা চায় নয়না। এটা ঠিক। এবং সেটা অতি সত্বর পেতে চায়। এটাও ঠিক। ইদানীং আর একটা বিষয়ও স্পষ্ট টের পায় নয়না। অন্তরের অভ্যন্তরে কোথাও কোনো প্রস্তুতি পর্ব চলছে যা নয়নাকে ভীষণ ভাবে প্রভাবিত করতে শুরু করছে।

প্রথমে ক্ষীণ আভাস, তারপর, ক্রমশ প্রকট হবার প্রয়াস। অতঃপর, নয়নার অন্তরের সায় সহযোগে সম্পূর্ণ রূপে প্রকাশিত হবার অভিপ্রায়ে ব্যতিব্যস্ত। আর, এই কারণেই বুঝি দ্রুত গতিকে প্রাধান্য দিয়ে চলে বর্তমানের নয়না। কিন্তু, মনের এই অস্বাভাবিক তোড়জোড়, এক সময় শান্ত হয়ে, নির্দিষ্ট সোপান লক্ষ্য করে অগ্রসর হতে চাইলেই, নয়না অস্থির হয়ে ওঠে। এ হতে পারে না? এ অসম্ভব! নয়না বিক্ষোভ করবে? বিদ্রোহ করবে? কার বিরুদ্ধে? কি উদ্দেশ্যে? নয়নার কি যুদ্ধ করবার শক্তি আছে? নয়না কি পারবে? নয়নার লড়াই করবার ক্ষমতা আছে কিনা সেটাও বুঝি বড় কথা নয়। আসল প্রশ্ন হল, নয়না তা করবে কেন? নয়নার মত সাধারণ ঘরের মেয়ের মাথায় এই ধরনের চিন্তাধারা স্থান পাবে কেন? যদি নয়নার যুদ্ধ করা অনুচিত, নীতি বিরুদ্ধ, তাহলে নয়না কি করবে? হ্যাঁ, কি করবে নয়না? দিশেহারা নামের এক চরম বিন্দুতে পৌঁছে, গতি সংবরণ করতে হয় নয়নাকে। সমস্ত আয়োজন

মুখ থুবড়ে পড়ে যায় সেখানে। কিংকর্তব্যবিমূঢ় নয়না অশান্তির কবলে হাবুডুবু খেতে শুরু করে।

এবড়ো থেবড়ো, পাথুরে রুক্ষ, শুষ্ক সবুজ বিহীন এক ভূমিখণ্ড, মধ্যপ্রদেশের এক অনুন্নত গ্রাম এই টিটাগাঁও। কয়েক বছর পূর্বে, এই বিদঘুটে এলাকাতে এক বিশেষ খনিজ সম্পদের সন্ধান পায় অনুসন্ধানকারীরা। যার ফলে, ভারত সরকারের উদ্যোগ বিভাগ, এই স্থানকে কেন্দ্র করে এক বিশেষ প্রকল্প তৈরী করতে সচেষ্ট হয়ে ওঠে। বিশেষজ্ঞের দল, বিভিন্ন বিভাগের ডজন ডজন ইঞ্জিনিয়ার ও অন্যান্য কর্মচারী সহ, সম্পূর্ণ সরকারী টিম নির্মাণকার্যে বহাল হয়। সরকারী সতর্কতা ও প্রচেষ্টার কোথাও কোনো ত্রুটি না থাকায়, এই প্রস্তরবৎ জমি ক্রমশঃ মসৃণ হয়েছে, কথা বলতে শিখেছে, মুখর হয়েছে।

সিভিল বিভাগের উদ্যমে প্রথমেই আবাসস্থলের নির্মাণকার্য আরম্ভ হয়েছিল। ক্রমে ক্রমে, বাজার হাট বসেছে, দোকান পাট হয়েছে, মানুষের দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় সব কিছুর গোড়াপত্তন হয়েছে। ভারত সরকারের একটি সফল উদ্যোগ সামান্য এই টিটাগাঁওকে ধীরে ধীরে সক্রিয় ও জনবহুল স্থানে রূপান্তরিত করেছে। হাসপাতাল স্কুল, ব্যাংক, পোষ্ট অফিস ইত্যাদি বিভিন্ন সুবিধা উপলব্ধি করতে সক্ষম এই অঞ্চলের বর্তমান আবসিকরা। তিন বছর পূর্বে, প্রথম পদার্পণ করে যে স্থান পরিদর্শন করেছিল নয়না, সেই স্থান বর্তমানে মোটামুটি ভাবে মানুষের বাসযোগ্য ভূমিতে রূপায়িত হয়েছে।

সারি সারি কোয়ার্টারের শেষেরটা নয়নাদের। নয়নার প্রতিবেশী মিসেস মূর্তি মাদ্রাজ যাওয়ায় নয়নার বেশ অসুবিধে হচ্ছে। সঙ্গীবিহীন হয়ে পড়েছে নয়না। বিশেষ করে এই সময়টায় খুব অস্বস্তি হয় নয়নার। শূন্য ঘরে নিজের মুখোমুখি হতে ভয় করে নয়নার। তাই বাইরে প্রকৃতির রূপ দর্শনে নিজেকে ব্যস্ত রাখতে চায়।

ঘরের সম্মুখে, রাস্তার দুই ধারে ইউক্যালিপটাসের সারি। দূরে জনকোলাহল বর্জিত এক রুক্ষ পাহাড়। এই সময় এখানে রোদ থাকে না। বদলে বেশ ফুরফুরে হাওয়া বয়। নির্মল বাতাসের স্নিগ্ধতা ও প্রাকৃতিক শোভা নয়নার মনকে বিপথে যেতে প্ররোচিত করবে না। এই আশা নিয়ে নয়না ঘরের বাইরে চলে আসে।

ছন্নছাড়া, কঠিন কঠোর প্রকৃতিকেও আপন করে নেয় মানুষ, আপন স্বার্থের খাতিরে। শহরের বহু উচ্চশিক্ষিত যন্ত্রশিল্পি ও শ্রমশিল্পি বিজ্ঞানী, সাগ্রহে এই ভূখণ্ডকে আপন কর্মক্ষেত্র রূপে বিবেচিত করেছেন। বিভিন্ন পদমর্যাদায়, বিভিন্ন ভাষাভাষির লোক এই অঞ্চলের সঙ্গে যোগসূত্র গড়ে এই স্থানকে আপন করে নিয়েছেন। তাই বাসগৃহ নির্মাণ কার্য অব্যাহত আছে। রাস্তার উল্টো দিকে বেশ কিছুটা জমি ছেড়ে বৃহৎ আকারের অট্টালিকা তৈরী হচ্ছে। বিরাট বিস্তৃত এলাকা জুড়ে বিশাল কোয়ার্টারের আকৃতিতে বড় বড় সাহেবদের আবাসস্থল প্রস্তুত হচ্ছে।

দূরে, আরো দূরে, নয়নার দৃষ্টি আরও দূরে চলে গেলে, নয়না সেই পাহাড়টা দেখতে পায়। ভীষণ শুকনো ও পাথুরে সেই পাহাড়ের গহ্বরে নাকি নাগ দেবতা বাস করে। বর্ষা কালেও যেখানে হরিদ্বর্ণের কোন আভাস চোখে পড়ে না। নয়না সেই গিরিগুহায় যায়নি

কখনো। দূর থেকে পর্যবেক্ষণ করেই মনে হয়েছে এই গিরিশিখরে কোন রহস্য লুকিয়ে আছে। বারান্দায় বসলে, এভাবে শুধু দৃষ্টির তত্ত্বাবধানেই নিজেকে সন্তুষ্ট রাখবার চেষ্টা করে নয়না।

সামনে কিছুটা জায়গা নিয়ে সিমেন্টে বাঁধান ছোট উঠোন। তারপর, সবুজ ঘাস আবৃত ছোট লন্। সেই লনের চার পাশে ফুল গাছ লাগিয়েছে নয়না। মধ্যে মধ্যে সাধারণ এই গাছ কয়টির রঙিন শোভাও বেশ আনন্দ দেয় নয়নাকে। নয়না মালী নয়। যত্ন নেবার প্রয়াস জারি রাখে, কিন্তু সত্যিকারের বাগানের পরিচর্যা বলতে যা বোঝায়, তা তো করে উঠতে পারে না। নয়নার ক্ষমতায় যেটুকু সৌন্দর্যের সৃষ্টি হয়, তাতেই নয়না খুশি। নয়না লক্ষ্য করল রজনীগন্ধার ঝোপের চার পাশে দুটো প্রজাপতি বেশ খেলা করছে। জমকালো রঙিন পাখনা মেলে, আনন্দে নেচে বেড়াচ্ছে। প্রজাপতি জোড়ার এই সুখ বেশীক্ষণ উপভোগ করতে পারল না নয়না। কোত্থেকে একটা মশা এসে জ্বালাতে শুরু করল। হাতে ও মুখে কামড় মেরেও নয়নাকে রেহাই দিতে চাইল না। মুখের সামনে ঘুরছে তো ঘুরছেই। উপায় না পেয়ে নয়না জায়গা বদল করে বসল। না, স্থান পরিবর্তন করেও শান্তি পেল না নয়না। এবারে একটা মাছি নয়নাকে বিরক্ত করতে শুরু করল। আশ্চর্য! এভাবে কি বসা যায় নাকি! নয়না উঠে লনের সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

বাঃ, আচ্ছা মজা তো! সবুজ রঙের একটা শুয়োপোকা, মনের আনন্দে নয়নার পপি গাছটার পাতা খাচ্ছে! নয়নার সাধের পপি গাছ, নয়না সহ্য করবে কেন? যাই হোক, নয়না বুঝি ক্ষমা করে দিল। একটা পাতাই তো খাচ্ছে! খাক। নয়না, শুয়োপোকা শুদ্ধ পাতাটা ছিঁড়ে দূরে ফেলে দিল।

মানুষ, জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণী। নয়না মানুষ হয়েও, সামান্য এই কীটদের সঙ্গে পেরে উঠছে না যেন। আশ্চর্য, এদের কাছেও কি নয়না অক্ষম! মশা, মাছি, শুয়োপোকা কি মহানন্দে নিজেদের স্বাধীনতার সুখ বজায় রাখতে নয়নাকে বিরক্ত করে যাচ্ছে।

প্রজাপতি দুটো নিজের খেয়ালে অন্য কোথাও উড়ে চলে গেল। কত নির্বিকার এরা। মানুষ ছাড়া জগতের অন্যান্য সকল প্রাণীই বুঝি স্ব-মতে চলতে সক্ষম। এই পৃথিবীতে একমাত্র মানুষই আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা মানুষের সঙ্গে, সংসারের সঙ্গে, সমাজের সঙ্গে। মানুষেরই তৈরী নিয়ম মানতে মানতে সারাটা জীবন পরাধীনভাবে বাস করে মানুষ। নয়নার তাই মনে হয়।

নয়নার অভাব কোথায়, কোন দিকের ঘাটতি নয়নার মনে অপূর্ণতার আভাস এনে দেয়। নয়না ধরতে পারলেও মেনে নিতে পারে না। সুন্দর ছোট্ট সংসার নয়নার। স্বামী ও দুই শিশু সন্তান আছে নয়নার। এদের নিয়েই তো নয়নার জীবন। তাহলে নয়না মাঝে মাঝে এমন উদাস হয়ে যায় কেন? উদাসীনতা ধরে রাখতে না পেরে অস্থির হয়ে ওঠে কেন? নয়না কি নিজের জন্য আলাদা কিছু ভাবে' পৃথক অন্য কোন সুখের কথা চিন্তা করে! না, তা কেন হবে? নয়না তো মানুষের তৈরী চিরাচরিত গণ্ডির বাইরে নয়। এভাবেই তো মানুষের জীবন চলে, চলতে থাকে। এক সময় বার্ধক্য এসে, জীবনের শেষ ক্ষণকে উপলব্ধি করবার সংকেত জানায়।

কি? কেমন আছেন? এক ভদ্রলোক রাস্তায় দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন। নয়না অন্যমনস্কতা কাটিয়ে তাকাল। পার্সোনাল ডিপার্টমেণ্টে নতুন এসেছেন ভদ্রলোক। নয়নার সঙ্গে তেমন পরিচয় নেই।

ক্লাবের এক পার্টিতে, অরিন্দম একদিন পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল। তারপর থেকে দেখা হলেই যেচে কথা বলেন। অবশ্য বাঙালী বলেই বোধহয় কথা বলবার আগ্রহ খুঁজে পান ভদ্রলোক।

ভাল। নয়না সংক্ষেপে জবাব দিল।

শুধু ভাল! সব সময় কি এত ভাবেন বলুন তো! আপনাকে দেখলেই মনে হয় আপনি কোন গভীর চিন্তায় মগ্ন।

না, তেমন তো নয়। নয়না অস্বস্তি নিয়ে বলল।

এদিকে নিশ্চয় কোন কাজেই এসেছিলেন ভদ্রলোক। নয়নাকে দেখে দাঁড়িয়ে পড়েছেন। ভদ্রলোককে কি ভেতরে ডাকা উচিত?

না, তা কেন করতে যাবে নয়না! এখন অফিসের সময়, এখন ভদ্রতা দেখাতে যাবে কেন নয়না! কিন্তু ভদ্রলোক যাচ্ছেন না কেন?

আপনি সারাক্ষণ কি এত চিন্তা করেন বলুন তো! ভদ্রলোক আবার বললেন।

নয়না অস্বস্তি নিয়ে হাসল। নয়নাকে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করবার মতো কোন সুযোগ হয়নি ভদ্রলোকের। আজকের মতো আরো দু-একবার নয়নার সঙ্গে রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলেছেন। কিন্তু, সেরকম ঘনিষ্ঠ আলাপ হয়নি কখনও। হবেই বা কেন।

কিছু মনে করলেন না তো! ভদ্রলোক আবার বললেন।

নয়না লাজুক হেসে বলল, না তা কেন, কাউকে দেখে মন্তব্য করবার মতো কিছু পেলে, মন্তব্য করতে পারেন বৈকি।

না, ঠিক তা নয়। আমার কথাটা শুধু আপনার প্রতি আমার মন্তব্য নয়। আপনাকে দেখলে সত্যি তাই মনে হয়। সব সময় অন্যমনস্ক ভাবে কিছু চিন্তা করেন আপনি।

নয়না আবার অস্বস্তি নিয়ে হাসল। ভদ্রলোক বিয়ে করেননি। ভদ্রলোকের বৌ বাচ্চা থাকলে, নয়না সেই সূত্র ধরে কথা বাড়াতে পারত। কথা খুঁজে পাচ্ছে না বলে আরো অস্বস্তি হচ্ছে নয়নার।

চলি! নয়নার অস্বস্তি দেখেই বোধহয় ভদ্রলোক যাবার অনুমতি চাইলেন। নয়না মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল।

নয়নার মধ্যে সত্যিই কি কোনও মন আছে! মন থাকলে তার চাহিদা কোথায়! নয়না তো কখনো কোন চাহিদা প্রকাশ করে না! একটা যান্ত্রিক নিয়মে চলছে নয়না। ভদ্রলোক হঠাৎ নয়নার প্রতি এই মন্তব্য করলেন কেন! মন থাকবে না কেন নয়নার? মন আছে বলেই তো নয়না চিন্তা করে! একটু বেশীই করে। যা ঐ ভদ্রলোকেরও নজর এড়ায়নি।

না, এসব ভাবলে তো চলবে না এখন। ডিম্পি স্কুল থেকে আসবে। ডিম্পির খাবার গরম করতে হবে। নয়না ভেতরে চলে এল।

মেয়ে স্কুল থেকে ফেরার সাথে সাথে মেয়েকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে ওঠে নয়না। মেয়ের বই খাতা খুলে, মেয়ের সেদিনের, অগ্রগতি ও অনগ্রগতির যাচাই পর্ব নিয়ে মেতে থাকে কিছুক্ষণ।

ডিম্পি এসে জানাল বাবা গিয়েছিলেন স্কুলে। তোমার বাবা স্কুলে গিয়েছিলেন! কেন? নয়না জিজ্ঞেস করল। আমি জানি না। আমি ক্লাস থেকে বাবাকে দেখেছি।

নিজের সন্তানদের প্রতিও অরিন্দমের কি তেমন টান আছে? নয়না ঠিক বোঝে না। কারণ পিতা ও সন্তানের মধ্যে ঘনিষ্ঠ ও অন্তরঙ্গ সম্পর্ক গড়ে ওঠার পরিবেশ সৃষ্টি হয় না এ বাড়ীতে। নয়নার মনে হয় ডিম্পিরও বাবার প্রতি তেমন আকর্ষণ নেই। মাতা ও পিতা যদি সন্তানদের সাথে সহজ ও আন্তরিক যোগসূত্র গড়ে তুলতে না পারে, তাহলে সন্তান, মাতৃত্বের ও পিতৃত্বের মূল্য বুঝবে কেমন করে?

ডিম্পি অবশ্য এখন অনেক ছোট। কিন্তু, ডিম্পির পিতা তো একজন পরিণত বুদ্ধির মানুষ। নয়না তো অন্য কিছু চায় না। সাধারণ মানুষের মত স্বাভাবিক ভাবেই বাঁচতে চায়। কিন্তু অরিন্দম যে এই অতি সহজ কথাটাও বুঝতে চায় না।

ঘুমন্ত অন্তুকে লক্ষ্য করে ডিম্পি বলল, মা দেখ ভাই হাসছে! উলে উলে বাবালে। ডিম্পি, নয়নার নকল করে ভাইকে আদর করল।

নয়না বলল, হ্যাঁ, ছোটরা ওরকম হাসে. তুমিও হাসতে।

ছোট্ট ডিম্পি ভাইয়ের মাথার কাছে দাঁড়িয়ে, ভাইয়ের গালে হাত বুলিয়ে দিল।

ওকে জাগিয়ে দিও না ডিম্পি। ঘুমোচ্ছে ঘুমোক। তুমি এস তোমার জামা কাপড় ছাড়িয়ে দিই।

মা আজ আমি দুটো গুড পেয়েছি।

ভাল, খুব ভাল। কাল আরো বেশী করে পাবে।

কেমন করে মা?

আরো ভাল করে লিখতে পড়তে পারলে।

মা তুমি শিখিয়ে দেবে?

হ্যাঁ, দেব। এবারে এস খেয়ে নেবে।

ছেলের পাশে, মেয়েও ঘুমিয়ে পড়েছে। নয়না, স্নেহ ও মমতা ভরে দুই সন্তানকে দেখছিল। মাতৃত্বের সুখটাই বুঝি অন্য রকম। মমতা ও স্নেহ, বাৎসল্য রসের এই দুই ধারা, প্রত্যেক মায়ের মনেই শান্তি ও আনন্দ প্রদান করতে বাধ্য। দুজনেই শিশু. কখন বড় হবে এরা! সে যুগ বুঝি বাকি। নয়না অবশ্য দিন গোনে না। তবে, জীবনের অধিকাংশ সময় এদের নিয়েই কেটে যাবে, এই আন্দাজ করতে পারে।

কাঁচ মিষ্টি দুটো মুখ। ছেলেটার রংটা একটু চাপা। তা হোক, তাতে কি। মেয়ের পর, ছেলে পেয়ে নয়না খুব খুশী হয়েছিল। এই ছেলেকে নয়না নিজের মনের মতো করে মানুষ

করবে। একজন সম্পূর্ণ মানুষের রূপ দেবে এই ছেলেকে। নয়নার নিজের রক্ত মাংসের তৈরী, নয়নার প্রথম সন্তান ডিম্পি হল নয়নার প্রথম আপনজন। নয়নার ছেলে অন্তু, নয়নার দ্বিতীয় আপনজন। ডিম্পি অন্তু, দুজনকেই মনের মতো করে গড়ে তুলবে নয়না।

কি হল! খেতে টেতে দেবে? নাকি, তোমার সন্তানদের দিকে মুগ্ধ দৃষ্টি রেখে আমিও পেট ভরাব!

নয়না, ডিম্পি অন্তুর পাশে শুয়ে ছিল। অরিন্দমের গলা পেয়ে উঠল।

অরিন্দম হাতমুখ ধুয়ে খাবার টেবিলে বসেছে। নয়না বলল, তুমি এসেছ আমি টের পাইনি।

টের পাবে কি করে অমন মশগুল হয়ে থাকলে!

নয়না জবাব দিল না। নীরবে ভাত বেড়ে দিল।

একটায় লাঞ্চ হয়, অরিন্দম এসেছে দেড়টায়। বোধহয় কোনো কাজে আটকা পড়েছিল। এ নিয়ে নয়না কোন প্রশ্ন তুলল না। অরিন্দম খেতে ভালবাসে। এ সময়টায় খিদেও পায় অরিন্দমের। খিদে পাবে নাই বা কেন? শক্ত সমর্থ জোয়ান মানুষ!

অরিন্দমকে দিয়ে নয়না নিজেরটাও বেড়ে নিল। এবারে দুজনে নিঃশব্দে খাবে। কোনো প্রয়োজনীয় কথা, হঠাৎ মনে পড়ে গেলে, দুজনের কেউ হয়ত মুখ খুলবে। তা না হলে এভাবে নীরবে ও নিঃশব্দেই খাওয়া পর্ব চলে। অবশ্য রান্নার কোন খুঁত থাকলেও অরিন্দম মুখ খোলে না।

আমার জন্য বসে না থেকে খেয়ে নিলেই হয়। আমার জন্য অপেক্ষা করবার কোন মানে হয় না। অরিন্দম গম্ভীর স্বরে বলল। খাবার সময় এই কথাটা প্রায়ই বলে অরিন্দম। নয়না পরিপাটি করে রান্না করল, তারপর নিজেই প্রথমে খেয়ে নিল। এটা কেমন করে হয়! অরিন্দম বাইরে কোথাও গেলে তখন আলাদা কথা। তখন নয়না শুধু শুধু অপেক্ষা করবে কেন।

কোন মানে হয় না এভাবে অপেক্ষা করবার। অরিন্দম আরেকবার বলল।

নয়না কিভাবে বোঝাবে, অরিন্দমের সঙ্গে খাবে বলে, অরিন্দমের সঙ্গ উপভোগ করবে বলে, নয়না বসে থাকে না।

ঘরে যখন দুজন মাত্র মানুষ, তখন সেই দুজনের এক সঙ্গেই খাওয়া উচিত। এই মনে করেই নয়না বসে থাকে। অপেক্ষা করে। কাল রাতেও অরিন্দম একই কথা বলেছিল। আমার জন্য বসে থাকবার কোন মানে হয় না।

রাতের বেলা অরিন্দমের মেজাজটা অন্য রকম থাকে। তাই নয়না কোন জবাব দেয়নি। কিন্তু, এখন একটা জবাব তো দেওয়া উচিত?

আমি খেয়েছি কি খাইনি এসব ভাববার প্রয়োজন কি তোমার?

ভাবব না মানে? কি বলতে চাও তুমি?

ঠিক আছে. আমি নাহয় কাল থেকে তোমার খাওয়ার পরেই খাব।

নয়নার কথা শুনে অরিন্দম বিরক্ত হল। বলল, এসব আদিখ্যেতার কোন মানে হয় না।

নয়না কোন আদিখ্যেতা করে না, শুধু ব্যাপারটা বাজে লাগে বলেই নয়না অরিন্দমের আগে খেতে পারে না।

বিয়ের পর পর অবশ্য, নয়না আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করত। ক্রমশঃ নয়নার মন পাল্টেছে। এখন দুজনেরই অভ্যাস হয়ে গেছে। নয়না, নয়নার নীতি মেনে চলে, অরিন্দম, অরিন্দমের ধারা।

খাওয়ার পর, ড্রইং রুমের ডিভানে এসে শুয়ে রয়েছে অরিন্দম। নয়না, টেবিল গুছিয়ে, রান্নাঘরের টুকটাক কাজ সেরে শোবার ঘরের দিকে গেল। এই সময়টা নয়নারও একটু বিশ্রাম নিতে ইচ্ছে করে। রান্না করা আর ডিম্পি অন্তুকে সামলান ছাড়া তেমন কোনো কাজ নেই নয়নার। ঘরের অন্যান্য কাজ সব রুক্মিনীই করে দিয়ে যায়। তবুও এই সময়টা আলস্য লাগে নয়নার।

এদিকে এস। অরিন্দম ড্রইংরুম থেকেই নয়নাকে ডাকল।

নয়নার এখন একটু শুতে ইচ্ছে করছে, তাই অরিন্দমের কথা গ্রাহ্য না করে নয়না শোবার ঘরের দিকে এগিয়ে গেল।

কি হল, ডাকছি শুনতে পাচ্ছ না! অরিন্দম আরেকবার ডাকল।

নয়না ড্রইং রুমের পর্দা সরিয়ে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বলল, কি বলবে বল।

এস! অরিন্দম বিশেষ একটা ইঙ্গিত দিয়ে নয়নাকে আবার ডাকল।

অর্থাৎ, নয়নাকে অরিন্দমের কাছে যেতে হবে। নয়না, দেওয়ালে টাঙানো ঘড়ির দিকে তাকাল। দুটো বাজতে পাঁচ মিনিট। দুটোর সময় অরিন্দমের চলে যাবার কথা।

অরিন্দম কি জন্য নয়নাকে কাছে ডাকছে, নয়না কি বুঝতে পারেনি! এক খিদে মিটেছে অরিন্দমের, এখন অন্য এক খিদের জন্য উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে অরিন্দম। অরিন্দমের এই অভ্যেসটা খুব খারাপ লাগে নয়নার। সময়ে অসময়ে, যখন তখন অরিন্দমের এই খিদে পায়। প্রথম প্রথম, অনিচ্ছা সত্ত্বেও নয়না আপত্তি করতে পারত না। মনে করত, ইচ্ছে না থাকলেও স্বামীর ইচ্ছেতে সায় দেওয়া উচিত। আজকাল নয়না একটু আধটু আপত্তি করে। যে কাজে মন থেকে সাড়া পায় না সে কাজ করা উচিত নয় মনে করে।

নয়না বিরক্তি নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

কি হল? সং এর মত দাঁড়িয়ে রইলে কেন? বাচ্চারা তো ঘুমোচ্ছে!

বাচ্চারা ঘুমোচ্ছে তো কি হয়েছে, বাচ্চারাই কি বাধা! অরিন্দম নামের পুরুষ মানুষটা পাঁচ মিনিট সময়ের জন্য নয়না নামের নারী শরীরের স্বাদ গ্রহণ করতে ইচ্ছুক। সামান্য সময়ে তাড়াহুড়ো করে, যেভাবে পারা যায়, সেভাবেই নিজেকে তৃপ্ত করবে।

নয়না বলল, আমার ভাল লাগছে না। আমি একটু শোব।

শোবেই তো, শোয়া ছাড়া আর কি কাজ তোমার! দুটোর সময় যেতে হবে আমায়, এস।

দুটো বাজতে তো দেরী নেই। তুমি যাও, সময় হয়ে গেছে। নয়না বলল।

নয়না! আমি ডাকছি তোমায়, আসবে না কেন? এবারে বেশ রাগত স্বরে বলল অরিন্দম।

নয়নাও এবারে সামান্য কঠিন হল। আশ্চর্য! অরিন্দম কাকে ডাকছে! নয়নাকে কি? নাকি, নয়নার শরীরটাকে! পাঁচ মিনিট পর অফিসে জরুরী মিটিং সত্বেও, এই সময়টুকু বিশ্রাম না নিয়ে অন্য কাজে ব্যবহার করতে চাইছে, একজনের শরীরকে নিংড়ে, পিষে আত্মতৃপ্তি পেতে চাইছে। কিন্তু, নয়নার শরীর তো সাড়া দিতে চাইছে না! আজকাল মনের সায় ছাড়া কোন কাজে উৎসাহ পায় না নয়না। অরিন্দম কি টের পায় না নয়না নামের এই নারীর একটা মন আছে! সেই মনটা ক্রমশঃ বদলে যাচ্ছে!

এসব ন্যাকামি একদম ভাল লাগে না আমার। আজকাল তুমি ভীষণ ন্যাকামি কর। অরিন্দম যাবার জন্য তৈরী হতে হতে বলল। এই আমি বলেই ডাকি। তা না হলে, কেউ ফিরেও চাইত না তোমার দিকে। অরিন্দম বিরক্তি নিয়ে বেরিয়ে গেল।

অরিন্দম আরেকদিনও বলেছিল, এই আমি বলেই ডাকি, কথাটা। কি মুস্কিল! অরিন্দম কি মনে করেছে, অরিন্দম নয়নাকে দয়া করছে! অরিন্দমের এই দয়ার পরিবর্তে নয়না কৃতজ্ঞতায় অবনত হয়ে থাকবে! কি ক্ষতি হবে নয়নার শরীরে অরিন্দমের নিস্পেশন না থাকলে! কি ক্ষতি হবে নয়নার শরীরটা যদি অরিন্দমের ভোগের বস্তু না হয় আর! কিছুই হবে না। বরং নয়না রক্ষা পেয়ে যাবে, পরিত্রাণ পাবে একটা অসহনীয় দায়বদ্ধতার হাত থেকে।

নয়নার কি উচিত অরিন্দমের এই ভুলটা ভাঙিয়ে দেওয়া? নয়না কি অরিন্দমকে বলে দেবে, যে ব্যাপারটাকে অরিন্দম নয়নার ওপর দয়া করছে বলে মনে করছে, সেই ব্যাপারটায় নয়নার কোন আগ্রহ নেই! অরিন্দমের এই দয়া না থাকলে নয়না বেঁচে যাবে, একটা অস্বাভাবিক মানসিক যন্ত্রণা থেকে রেহাই পাবে।

বিকেলের কাজ শেষ হলে, রুক্মিনী, ডিম্পি অন্তুকে পার্কে নিয়ে যায়। এক দেড় ঘণ্টা ঘুরিয়ে নিয়ে আসে। তারপর বাড়ী চলে যায়। নয়নার ইচ্ছে হলে নয়নাও সঙ্গে যায় কখনো কখনো। লোকের বাড়ীতে গিয়ে আড্ডা দেওয়া, গল্প করা এসব ঠিক পছন্দ করে না নয়না। তবুও মাঝে মধ্যে যায়। কলোনীতে যখন বাস করতে হচ্ছে, অন্ততঃ কয়েকজনের সঙ্গে সদ্ভাব ও ঘনিষ্ঠতা থাকা প্রয়োজন। তা না হলে আপদে বিপদে, নিজেরই অসুবিধে হবে। দু একজন ছাড়া, নয়নার বন্ধু স্থানীয় কেউ নেই এখানে। নয়নাই কারো সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়তে পারেনি। নয়নাব স্বভাবটাই একটু অন্য রকম, চট্ করে কারও সঙ্গে মিশতে পারে না। তবুও নয়না চেষ্টা করে, পছন্দ মতো কয়েকজনের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে।

রুক্মিণী ডিম্পি অন্তুকে নিয়ে পার্কে চলে যাবার পর, নয়না একটা চেয়ার এনে বারান্দায় বসল। এভাবে অলস ও বেকার জীবন কাটাতে অস্বস্তি হয় নয়নার। অরিন্দমকে বলেছিল, এখানকার স্থানীয় স্কুলে কোনও পদ খালি থাকলে নয়না শিক্ষকতা করতে চায়। অত শখের কোন প্রয়োজন নেই। বাচ্চা সামলাও, সংসার সামলাও। অরিন্দম জবাব দিয়েছে। কিন্তু, নয়নার

যে ভাল লাগে না। শুধু রান্নাঘর আর বাচ্চা নিয়েই কি মানুষের জীবন!

নয়না লক্ষ্য করল রাস্তায় সেই ভদ্রলোককে। এদিকেই আসছেন। নয়না যতদূর জানে এদিকে কোনও অফিস নেই। কোয়ার্টার ছাড়িয়ে বেশ কিছুটা দূরত্ব রেখে সব অফিস বিল্ডিং। এদের অফিস, মানে পার্সোনাল বিভাগের অফিস আরও দূরে। তাহলে এই ভদ্রলোক এদিক দিয়ে আসা যাওয়া করেন কেন? সকালে একবার দেখা হয়েছে, নয়না বাইরেই ছিল তখন। এখন আবার ভদ্রলোকের মুখোমুখি হতে লজ্জা করল নয়নার। নয়না কি উঠে ভেতরে চলে যাবে? ভদ্রলোক অনেকটা এগিয়ে এসেছেন, প্রায় নয়নাদের বাড়ীর সামনেই এসে পড়েছেন। এখন উঠে ভেতরে গেলে অভদ্রতা করা হবে। নয়নাকেও নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন ভদ্রলোক। লক্ষ্য যে করেন, তা তো ভদ্রলোকের কথাতেই বোঝা যায়! নয়না ঠিক করল অন্যমনস্ক থাকবার ভান করে মাটির দিকে চেয়ে বসে থাকবে, ভদ্রলোক নয়নাদের বাড়ীর সামনেটা পেরিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত।

কি ব্যাপার! একা বসে রয়েছেন?

কোনো মানে হয় না এভাবে যেচে আলাপ করবার। সকালে তো একবার আলাপ হয়েছেই, এখন আবার কেন! নয়না অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাকাল। নয়নার গেটের সামনে দাঁড়িয়ে ভদ্রলোক। নয়না কেন একা বসে রয়েছে তার কৈফিয়ৎ দিতে যাবে কেন নয়না! নয়নার ইচ্ছে নয়না একা বসে রয়েছে। নয়না ভদ্রতা করে সামান্য হাসবার ভান করল।

মিঃ ঘোষ বাড়ীতে না থাকলে আপনি বুঝি কাউকে বাড়ীতে ডাকেন না?

না, তা কেন? নয়না অস্বস্তি নিয়ে উঠে দাঁড়াল।

আসব! নয়না আমন্ত্রণ জানানোর আগে নিজেই অনুমতি চাইলেন ভদ্রলোক।

এ যে জোর করে আসা! নয়নার এখন কোনো স্বল্পপরিচিত লোকের সঙ্গে আলাপ করবার একটুও ইচ্ছে নেই। ভদ্রতা করবারও ইচ্ছে নেই। নয়না অনুমতি দেবার আগেই ভদ্রলোক গেট্ খুলে ভেতরে চলে এলেন।

আপনাকে দেখে কিন্তু মনে হয় না আপনি মানুষ পছন্দ করেন না।

কি আশ্চর্য, এভাবে বলছেন কেন? নয়না এবার সত্যি সত্যিই খুব লজ্জা পেল।

তাহলে আপনাকে এমন দেখাচ্ছে কেন?

নয়নার কি খুশী হওয়া উচিত ছিল ভদ্রলোক কে দেখে! ভদ্রলোক কি তাই মনে করেছেন!

বসতে বলবেন না?

এসে পড়েছেন যখন, বসবেন না কেন, চলুন ভেতরে। বাধ্য হয়েই নয়নাকে ভদ্রতা করতে হল।

খুব বিরক্ত হলেন তো! বসতে বসতে বললেন ভদ্রলোক।

না না, বিরক্ত হব কেন, মানুষ কি মানুষের ঘরে আসে না!

একজ্যাক্টলি! মানুষ তো মানুষের ঘরেই আসে। আসলে, সম্প্রতি আমার মধ্যে একটা ইচ্ছের জন্ম হয়েছে জানেন। সেজন্যেই এখানে আসা।

নয়না কথার অর্থ বুঝতে না পেরে অবাক হয়ে রইল।

কি, কিছু বুঝতে পারলেন না তো! আসলে আপনার সঙ্গে পরিচিত হতে চাইছি আমি। আপনার সঙ্গে খোলাখুলি পরিচয় না হলে আপনাকে জানব কেমন করে? বুঝব কেমন করে?

নয়না আরেক বার অবাক হল। নয়নাকে জানবার, বুঝবার কারণ কি?

এভাবে কি করে সময় কাটান বলুন তো?

আশ্চর্য! নয়না কি ভাবে সময় কাটায়, না কাটায় দিয়ে, এই লোকের মাথা ব্যাথা হবে কেন!

সব মানুষ এক রকম হয় না, তাছাড়া প্রত্যেক মানুষই নিজের স্বভাব ও রুচি অনুযায়ী বাস করতে পছন্দ করে। বিরক্ত হলেও নয়না ভদ্র ভাবেই জবাব দিল।

তা অবশ্য ঠিক। তবুও আপনাকে দেখলে মনে হয় আপনি অলস জীবন পছন্দ করেন না।

নয়নার বিরক্তি ক্রমশঃ বাড়ছে। যেচে এসেছেন, বসেছেন, ঠিক আছে। কিন্তু এই ধরনের প্রসঙ্গ তুলবার প্রয়োজন কি!

চা খাবেন তো! একটু বসুন আমি চা নিয়ে আসছি। নয়না চা আনবার ছুতো করে কিছুটা সময়ের জন্য রেহাই পেতে চাইল।

না, চা-ফার দরকার নেই। ওসব অফিসে হয়ে গেছে।

চাও খাবেন না। তাহলে নয়না এখন কি করবে? কি আলাপ করবে ভদ্রলোকের সঙ্গে!

আপনাকে দেখে একটু অন্যরকম মনে হয়। কেমন যেন নিজের মনের কোন ভাবনা নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। আজ ইচ্ছে হল একটু চেষ্টা করে দেখি আপনার মনের নাগাল পাওয়া যায় কিনা।

নয়না এবারে একটু সচকিত হয়ে চাইল। নয়নার মনের নাগাল পেতে এসেছেন! কি ধরনের নাগাল পেতে এসেছেন? এতক্ষণ ভদ্রলোকের দিকে সরাসরি চায়নি নয়না। এবারে সরাসরি চাইল। সতেজ সপ্রতিভ এক সুদর্শন যুবক। যুবক না হলেও, ত্রিশের ঊর্ধ্বে বয়স হবে না নিশ্চয়। সুঠাম স্বাস্থ্যের অধিকারী, বুদ্ধিদীপ্ত চক্ষুদ্বয়।

আপনার কোয়ার্টারটা বোধ হয় বেশী দূরে নয়? নয়না অন্য কথা না পেয়ে জিজ্ঞেস করল।

না দূরেই। টাইপ থ্রি, এখান থেকে অনেক দূরে।

তাই যদি, তাহলে এপথে আসা যাওয়া করেন কেন ভদ্রলোক। নয়না মনে মনে ভাবল।

রায়পুর যাবেন? যদি যান, তাহলে অরিন্দম বাবুকে বলে ব্যবস্থা করি।

নয়না খুব অবাক হয়ে বলল, হঠাৎ? কেন বলুন তো?

ওখানে স্থানীয় বাঙালীদের একটা সম্মেলন হচ্ছে। গেলে অনেকের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হবে। মোবাইল গ্রন্থাগার আছে। বাংলা নাটক হচ্ছে।

নয়না হাসল। বলল, না, আমার তেমন কোনও ভীষণ স্বজাতি বা স্বভাষা প্রেম নেই। আমি সব মানুষকেই মানুষ মনে করি।

অবশ্য, মানুষ হলে। শেষের কথাটা নয়না একটু জোর দিয়েই বলল।

ভাল। ভদ্রলোক বললেন।

কিছু চিন্তা করে আবার বললেন, আপনার নাম তো নয়না! মানে, স্যার কে একদিন ডাকতে শুনেছিলাম। নয়না গম্ভীর হয়ে মাথা নাড়ল।

আমি আপনাকে নয়না বলে ডাকতে পারি?

নয়না গাম্ভীর্যের মধ্যে, আর এক প্রস্থ কঠিনতা ঢেলে তাকাল। নয়না একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছে, ভদ্রলোক নয়নাকে কোন সম্বোধন করেন না। কলোনীর অনেকেই নয়নাকে মিসেস ঘোষ বলে সম্বোধন করে। যারা একটু কম বয়সী, তারা নয়নাকে ভাবি বা বৌদি বলে ডাকে। এই ভদ্রলোকও অনায়াসে নয়নাকে বৌদি বলে ডাকতে পারে। নয়নার থেকে ছোট না হলেও, অরিন্দমের চাইতে নিশ্চয় ছোট হবেন ইনি। কথা নেই বার্তা নেই, হঠাৎ নয়নাকে নাম ধরে ডাকবার বায়না কেন? নয়নার অবশ্য কিছু এসে যায় না। নয়নাকে কেউ নাম ধরেই ডাকুক, কিংবা অন্য কোনো সম্বোধন করেই ডাকুক। সে যাই হোক, কিন্তু ইনি হঠাৎ নয়নাকে নাম ধরে ডাকবার আব্দার করবেন কেন?

অবশ্যই আপনার অনুমতি পেলে, অন্যথায় নয়। নয়নার চেহারার পরিবর্তন দেখে ভদ্রলোক বললেন।

নয়না কোন জবাব দিল না।

ভদ্রলোক বললেন, আমার বয়স ত্রিশ। আপনি নিশ্চয় এখন ও ত্রিশের ঊর্ধ্বে ওঠেননি. পঁচিশ ছাব্বিশের বেশী নন নিশ্চয়। সেই সুবাদে আমি আপনাকে নাম ধরে ডাকতে পারি।

খুব অদ্ভুত মানুষ তো! নয়নার বয়সটাও আন্দাজ করে ফেলেছে! কিন্তু কেন?

আপত্তি থাকলে বলুন। কিংবা, যদি কিছু মনে করলেন, তাহলেও বলুন। আমি খোলা খুলি মানুষ। মনে যা এসেছে তাই বললাম।

যেচে এসে জোরজবরদস্তি করছেন ইনি, নয়না কি বলবে?

কি আশ্চর্য! কিছু বলুন! নয়নার কাছ থেকে কোন জবাব না পেয়ে, একটু অধৈর্য হয়েই বললেন ভদ্রলোক।

যদি আপনি আমার চেয়ে বয়সে বড় তাহলে নাম ধরে ডাকবেন। বাধ্য হয়েই নয়নাকে বলতে হল।

যদি কেন বলছেন? আমি তো শুধু আমার আন্দাজটাই বললাম। আসল সত্য তো আপনি বলবেন।

কি ভেবেছেন ভদ্রলোক! নয়নাকে নয়নার বয়সটাও বলতে হবে!

বলুন!

কি করবেন বলুন তো এসব জেনে? নয়না এবারে বিরক্তি ঢেলেই বলল।

আপনাকে জানতে চাই।

বয়স জানলেই কি মানুষ কে জানা যায়! আমার বয়স আপনার চাইতে পাঁচ বছর কম।

ভদ্রলোক কোন মন্তব্য করলেন না।

নয়না বলল, কি জানলেন, কি বুঝলেন বলুন এবারে।

ভদ্রলোকে হাসলেন, বললেন, তেমন কিছু বুঝলাম না। তবে, এই বয়সেই আপনি ভীষণ অন্য রকম।

আমার প্রতি আপনার এই ঔৎসুক্যের কারণ কিন্তু বুঝলাম না।

কারণ আবার কি থাকবে? মানুষ কি মানুষের সঙ্গে পরিচিত হয় না!

আজ আমি আপনার সাথে পরিচিত হতে এসেছি। আমি সুব্রত হালদার। এই প্রজেক্টের, পার্সোন্যাল বিভাগের সিনিওর অফিসার। আমার আদত বাড়ী বর্ধমান। গান শুনতে ভালবাসি, বই পড়তে ভালবাসি। একটু আধটু গিটার বাজাতে পারি। ক্রিকেট খেলাটা পছন্দ করি। ব্যাডমিন্টনটা ভাল খেলতে পারি। ভাল মানুষদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়তে পছন্দ করি।

অস্বস্থি বোধ ছাড়া নয়নার আর কোন প্রতিক্রিয়া হল না দেখে সুব্রত বলল, আপনি তো আমার পরিচয় জিজ্ঞস করতেন না, তাই নিজেকেই দিতে হল নিজের পরিচয়। সুব্রত হাসল।

নয়নার কি কিছু জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল? আসলে নয়না তেমন কোন উৎসাহ পাচ্ছে না বলেই বোধ হয় কিছু জিজ্ঞেস করবার প্রয়োজন মনে করেনি। তবুও, নয়নারও বোধ হয় কিছু জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল। স্বামীর কলিগ্‌ যখন। নয়না একটু বিব্রত ভাব নিয়ে তাকাল।

এবারে আপনার কিছু পরিচয় দিন। আমি যা জানি সেসব বাদ দিয়ে।

নয়না হাসল, বলল, আমার অনেক কিছুই তো আপনি আমার সাহায্য ছাড়াই জেনে ফেলেছেন, বাকীটাও না হয় জেনে নেবেন।

সব কিছু এভাবে জানা যায় না। মানুষের কথা মানুষের মনের মধ্যে গোপন থাকে। প্রকাশ না করলে, প্রকাশিত হয় না। আপনার আপত্তি থাকলে বলবেন না।

খুব অদ্ভুত তো এই ভদ্রলোক! যেচে যেচে নিজেকে জাহির করলেন। এবারে নয়নার ওপর দাবি খাটাচ্ছেন, নয়নার মনের কথা প্রকাশ করতে হবে! নয়না এসব কথায় বিরক্ত হতে পারে একথাও কি খেয়াল করছেন না! নয়নার কোন গোপন কথা থাকলে নয়না এখানে এই ভদ্রলোকের সামনে প্রকাশ করতে যাবে কেন!

আমার একটা প্রস্তাব ছিল আপনার কাছে।

নয়না সচকিত হয়ে তাকাল। এত সব অবান্তর কথার পর আবার কি বলতে চান ভদ্রলোক। কি প্রস্তাব দিতে চান?

মানে, আপনার আর আমার মধ্যে বন্ধুত্ব হতে পারে কি? লাজুক হেসে বলল, সুব্রত।

বন্ধুত্ব! নয়না খুব অবাক হয়ে উচ্চারণ করল।

হ্যাঁ, আমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব হতে পারে না কি? মানুষের জীবনে অন্ততঃ একজন বন্ধু থাকলেও মানুষ অনেকটা হাল্কা হতে পারে, প্রত্যেক মানুষেরই এমন একজন সাথীর প্রয়োজন যার কাছে মন খোলা যায়।

দাঁড়ান, দাঁড়ান, আপনি কিসে প্রমাণ পেলেন আমি বন্ধু বর্জিত?

নয়না ভেতরে কঠিন হলেও মুখে মোলায়েম হাসি রেখে বলল কথাটা।

আপনি বন্ধু বর্জিত কিনা জানি না। তবে আপনাকে দেখলে মনে হয় আপনার কোনও প্রয়োজন আছে।

খুব অদ্ভুত তো আপনি! শুধু মানুষের চেহারা দেখেই অনেক রকম ধারনা করে ফেলেন!

শুধু ধারণা নয়, আমার মনে হয় ব্যাপারটা সত্যি।

না, মিঃ হালদার, আমার কোন প্রয়োজন নেই। আপনি বোধহয় ভুলে গেছেন আমি এখানে আমার স্বামীর সঙ্গে বাস করি।

আমাদের দুই সন্তান আছে। নয়নার কণ্ঠস্বর বেশ কঠিন শোনাল।

না, না, আপনি ভুল বুঝবেন না। আমি সেরকম কিছু ভেবে বলিনি কথাটা। আপনার সব পরিচয় আমি জানি।

ঘোষদার সঙ্গেও আমার পরিচয় আছে।

তাহলে? নয়নার স্বরে বিরক্তি স্পষ্ট প্রকাশ পেল।

তাহলে অন্য কিছু নয়। আমি শুধু আপনার বন্ধুত্ব চাইছি। আপনার মতন বন্ধুর সংস্পর্শ পেলে আমি নিজেকে গর্বিত মনে করব।

আসলে আপনি মানুষটাই খুব আকর্ষণীয়।

কাউকে না জেনে, না বুঝে, তাকে আকর্ষণীয় বলে ধারনা করা যায় না। তা ছাড়া...নয়না আরো কিছু বলতে যাচ্ছিল, সুব্রত নয়নাকে থামিয়ে বলল, আপনাকে দেখেই আমার এরকম ধারণা হয়েছে। বললাম তো আমি খোলাখুলি মানুষ। আমার ইচ্ছে হল আপনার সঙ্গে আলাপ করতে, পরিচিত হতে, তাই চলে এলাম। আমি বলছি না আপনি আমার সঙ্গেই বন্ধুত্ব করুন। অন্য কারও সঙ্গেও এই সম্পর্ক গড়তে পারেন আপনি।

আসলে সংসারের নানান ঝামেলায় এসব নিয়ে ভাববার সময় পাই না। নয়না প্রসঙ্গটা এড়াতে চাইল।

সংসারের ঝামেলা ছাড়াও আপনার প্রচুর সময় থাকে।

আশ্চর্য! নয়নার প্রচুর অবসর সময় থাকে এসব ও জেনে ফেলেছেন! কি করে জানলেন এতসব? আর জানবেনই বা কেন?

এই যে আমরা দুজন এতক্ষণ আলাপ করলাম, কথা বললাম, আমাদের দুজনেরই বেশ কিছুটা সময় কাটল। তা না হলে, আপনি তো সেই বারান্দায় বসে বসেই সময় কাটাতেন।

আপনি আমাকে এভাবে লক্ষ্য করেন কেন বলুন তো? সলজ্জ ভঙ্গিতে বলল নয়না।

লক্ষ্য করি না, আপনি লক্ষ্যে এসে যান।

ভদ্রলোক যেচে আসাতে নয়না বিরক্ত হয়েছিল। কিন্তু, এখন মনে হচ্ছে ভদ্রলোক বোধহয় খারাপ নয়। সত্যিই খুব খোলা মনের মানুষ মনে হচ্ছে ভদ্রলোককে। সরল মনেই নয়নার কাছে এসেছেন।

চলি। খুব বিরক্ত করলাম নিশ্চয়। সুব্রত উঠে দাঁড়াল।

নয়না বলল, বসুন কিছু খেয়ে যান। প্রথম এলেন এখানে।

না, আজ থাক। এটাচি খুলে একটা প্যাকেট বাড়িয়ে দিল নয়নার দিকে। এটা রাখুন।

কি আছে এতে?

কয়েকটা বই ও ম্যাগাজিন। ইচ্ছে হলে পড়বেন।

আপনি আমার জন্য এত ভাবতে শুরু করেছেন কেন বলুন তো? অত্যন্ত অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে বলল নয়না। প্যাকেটটা নেবার জন্য হাত বাড়াচ্ছে না দেখে সুব্রত জিজ্ঞেস করল, রাখব? না, নিয়ে যাব?

বয়ে নিয়ে এসেছেন যখন, থাক। না হয় পড়বার চেষ্টা করব। নয়না হাত বাড়িয়ে প্যাকেটটা নিল।

চলি! সুব্রত দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

ধন্যবাদ সুব্রত বাবু।

ধন্যবাদ চাই না। আপনি একটু ফর্মে আসুন তাহলেই আমার ভাল লাগবে।

সুব্রতের বলবার ঢং দেখে নয়নার হাসি পেয়ে গেল। হাসি চেপে বলল, আমি কি ডিফর্মে সুব্রত বাবু? আর তাই যদি হই, তার বদল হলে আপনার ভাল লাগবে কেন বলুন তো?

সুব্রত সলজ্জ হাসল। বলল, কোন কারণ নেই, এমনিই।

আসবেন মাঝে মাঝে। নয়না আন্তরিক সুরেই বলল।

না, কথা দিতে পারছি না। যদি আবার কখনও ইচ্ছে হয়, তাহলেই আসব।

আসবেন সুব্রত বাবু। আপনি মানুষ ভালবাসেন। মানুষের প্রধান প্রয়োজনীয়তাকে মূল্য দেন। তাহলে আসতে বাধা কোথায়?

তাই বুঝি? আপনি দেখি মানুষ চেনেন! সুব্রত হাসল।

চিনতে শেখাচ্ছেন বোধ হয়! নয়নাও হেসে জবাব দিল।

চলি। যদি আজকের এই আগমন কে অপরাধ বলে মনে করেন, তাহলে ক্ষমা করে দেবেন।

কিছু মনে করিনি সুব্রত বাবু। সহজ সরল মানুষদের আমিও পছন্দ করি।

আমার সৌভাগ্য। চলি!

হ্যাঁ আসুন।

রাত্রিবেলা ডিম্পি অন্তু ঘুমিয়ে পড়লে, নয়নার আর কোন কাজ থাকে না। নয়নাও বসে খেয়ে ঘুমিয়ে পড়তে পারে কিন্তু তা পারে না নয়না। জেগে থেকে, অপেক্ষা করতে হয় নয়নাকে, গৃহস্বামীর ফেরার অপেক্ষায়। অরিন্দম অবশ্য এ ব্যাপারে নয়নার উপর বাধ্যতামূলক আইন রাখেনি কখনো। অরিন্দম প্রায়ই বলে, দরজাটা ভেজিয়ে রাখলেও কোন ক্ষতি নেই। বাইরের কোন লোক ভেতরে ঢুকবে না। অর্থাৎ অরিন্দমের যখন ঘরে ফেরার ইচ্ছে হবে, ফিরবে অরিন্দম। দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকবে।

নয়নার রাত জেগে বসে থাকবার প্রয়োজন নেই। নয়না সেটাই পারে না। অনেক দিন

চেষ্টা করেছে, দরজা খোলা রেখে এসে শুয়ে পড়েছে। কিছুক্ষণ পর আবার উঠে গিয়ে দরজা বন্ধ করে এসেছে। যদি অরিন্দম সারা রাত না ফেরে, তাহলে তো দরজা খোলাই থাকবে। দরজা খোলা রেখে ঘুমিয়ে পড়লে, কেউ ঢুকে পড়লে নয়না টের পাবে না। তার চাইতে এই ভাল. অরিন্দমের যখন ইচ্ছে ফিরুক, নয়না উঠে দরজা খুলে দেবে।

অরিন্দমের দেরীতে ফেরার কৈফিয়ৎ চাওয়ার কোন মানে হয় না। কারণ অরিন্দম মনে করে না, এই ব্যাপারে, নিজের স্ত্রীকে কৈফিয়ৎ দেবার প্রয়োজন আছে। প্রথম প্রথম নয়না, স্বামীকে অনুরোধ করত একটু তাড়াতাড়ি ফেরার জন্য। আমার জন্য জেগে থাকতে কে বলেছে তোমাকে. তুমি ঘুমোবেনা কেন? এখানে চোর নেই, সারা রাত দুয়ার খোলা থাকলেও কিছু এসে যাবে না। অরিন্দম এমনিই বলত। অর্থাৎ, অরিন্দমও নিজেকে পাল্টাবে না নয়নাকেও বাধ্য করবে না কোনো কষ্ট করতে। নয়না যদি কষ্ট করছে, তো নিজের ইচ্ছেতে করছে। সেখানে অরিন্দমের কোন দোষ থাকতে পারে না। এক্ষেত্রে মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় কি নয়নার!

অন্তুটা এখনও নয়নার দুধ খায়, তাই রাতের বেলা ক্লান্তি ধরে রাখতে পারে না নয়না। ঘুমে দুচোখ জড়িয়ে আসে। তবুও জোর করে জেগে থাকতে হয়। কি ভয়ানক শাস্তি নয়নার। শাস্তি নয় তো কি? কারও দয়ায় যেন বাস করছে নয়না! দয়াবান ব্যক্তি নিজের ইচ্ছে মতো পরিচালিত করছে নয়নাকে।

সাড়ে এগারটার পর অরিন্দম ফিরল। দুপুর দুটোর সময় বেরিয়ে এত রাতে ফেরা, কাঁচা দুটো বাচ্চা নিয়ে সারাদিন ঘরে একা থাকে নয়না। কোন প্রয়োজন, কিংবা কোন বিপদ আপদ, কত কিছু হতে পারে, সেদিকে কি খেয়াল আছে অরিন্দমের? অরিন্দমের জন্য ঘর বুঝি শুধু খাবার আর শোবার স্থান। এর বাইরে আর কোন সম্পর্ক থাকতে পারে না ঘরের সঙ্গে। ঘরের মানুষরা সব অযথা অপ্রয়োজনীয়।

ঘরের প্রয়োজনীয় জিনিষ সব রুক্মিনীকে দিয়েই আনিয়ে নেয় নয়না। বিয়ের পর, প্রথম এসে এসব ব্যাপারে অরিন্দমের ওপর নির্ভর করত নয়না। আজ এটা, কাল ওটা, এভাবে বলো না তো! একবারে লিস্ট বানিয়ে দিও, নিয়ে আসব। অরিন্দম বলত। নয়নাও সেভাবে দেবার চেষ্টা করত। নতুন সংসারে কারুরই অত নির্ভুল হিসেব থাকে না। নয়নারও ভুল হত, ঠিক দরকারের সময় হয়ত মনে পড়ত, অমুক জিনিষটা আনা হয়নি। তাই অরিন্দমের ও সুর পাল্টাল ক্রমশঃ। তোমার জন্য বার বার দোকানে ছুটতে পারব না। প্রথম প্রথম নয়না অরিন্দমকে বোঝাত, এসব আমার জন্য নয়, ঘরের জন্য, ঘরের মানুষদের প্রয়োজনের জন্য। তবুও অরিন্দম বুঝতে চাইত না। বলত, আমি অত পারব না। আলমারিতে টাকা রয়েছে, তোমার যা লাগে নিজে নিয়ে আসবে। না হলে অন্য কাউকে দিয়ে আনিয়ে নেবে। নয়না এখন পুরোপুরি স্বনির্ভর হয়ে গেছে। ঘরের সব কাজ নিজেই করে নেয়। কাজেই এখন আর অরিন্দমের ওপর নির্ভর করতে হয় না। কিন্তু! হ্যাঁ, এই একটা কিন্তুই তো নয়নাকে অস্থির করে তোলে।

নয়না শুয়ে শুয়েই লক্ষ করল, অরিন্দম বেশ টলছে। কেন যে এসব খায়! কি আনন্দ

পায় এসব খেয়ে! বিয়ের পর অরিন্দমের এসব দেখে নয়নার খুব কান্না পেত। নয়না কখনও মাতাল দেখেনি। বাড়ীর ভেতর কেউ মদ খেতে পারে, নয়না ভাবতেই পারত না। ধীরে ধীরে সব সয়ে গেছে নয়নার।

নয়না উঠে জিজ্ঞেস করল, খাবার দেব?

কি মনে কর তুমি? তুমি খেতে না দিলে এই অরিন্দম ঘোষের খাওয়া হবে না? দশটা লোক রেখে দিতে পারি আমি। আই হ্যাভ্ দ্যাট মাচ্ ক্যাপাসিটি। টলতে টলতে বলল অরিন্দম।

তুমি কি পার, না পার, ওসব জিজ্ঞেস করিনি আমি। এখন খাবে কিনা সেটাই জিজ্ঞেস করছি। নয়না শান্ত স্বরেই বলল।

খাব না আমি। খেয়ে এসেছি মাংস ভাত।

ভাল করেছ। তাহলে এবার শুয়ে পড় গিয়ে। লাইট নিভিয়ে দিও।

কেন? কেন শুয়ে পড়ব?

তাহলে শুয়ো না। নয়না বিছানায় উঠে শুয়ে পড়ল।

আজকাল বেশী নেশা হলে, অরিন্দম স্ত্রী ও সন্তানদের কাছে শুতে আসে না। এই সুবুদ্ধিটা আপনা থেকেই এসেছে অরিন্দমের মাথায়। তা না হলে নয়নার খুব অসুবিধে হত। প্রায়ই বিছানায় বমি করে ফেলত অরিন্দম।

নয়না বেড্ সুইচ অফ্ করে শুয়ে পড়ল।

এই! এই! না খেয়ে যে শুয়ে পড়লে বড়!

নয়নাকে এতক্ষণ জেগে অপেক্ষা করতে হল। এখন আবার নয়না খায়নি বলে অভিযোগ শুনতে হবে! এসব কি নয়নাকে ইচ্ছাকৃত শোনানো নয়!

কথা বাড়িয়ে তো লাভ নেই। নয়না মিথ্যে কথাই বলল, আমি খেয়ে নিয়েছি।

মিথ্যে বলছ তুমি! তুমি একটা মিথ্যুক।

কতক্ষণ ধৈর্য ধরে রাখবে নয়না! মানুষের সহ্য শক্তিরও একটা সীমা থাকে। বিরক্তি নিয়ে বলল, দিস্ ইজ্ টু মাচ্। এত রাতে এভাবে জ্বালাতে পার না তুমি। যাও শুয়ে পড়। আমার ঘুম পাচ্ছে।

ঘুমোও না তুমি, কে বারণ করেছে! এই অরিন্দম ঘোষ কখনও তোমাকে ঘুমোতে বারণ করে না।

অরিন্দম আরও কি সব বিড় বিড় করতে করতে, অন্য কামরায় চলে গেল। কিছুক্ষণ কাটল, কোনও সাড়া-শব্দ পাওয়া গেল না। একদিক দিয়ে নয়না বাঁচল। তা না হলে, এই নেশা ও গন্ধ নিয়ে, নয়নার শরীরের ওপর হামলা করলে নয়না সহ্য করতে পারত না। এমনিতেই আজ দুপুরবেলা বাধা পেয়েছিল অরিন্দম। ওই রাতের বেলা নয়নার ওপর ভীষণ ভাবে চড়াও হবার কথা ছিল, অরিন্দমের স্বভাব ও নিয়ম অনুযায়ী।

সকালবেলা, নয়নার, নাকের জল ও চোখের জল এক হয়ে যায়। ডিম্পিকে চান করান, খাওয়ান, স্কুলের জন্য তৈরী করান, অরিন্দমের ব্রেকফাস্ট, এক ফাঁকে অম্বুকে ফ্যারেক্স খাওয়ান, নিঃশ্বাস ফেলার সময় পায় না নয়না।

ডিম্পি স্কুলের ড্রেস পরে তৈরী। সাড়ে সাতটায় স্কুল। সাতটা কুড়িতে নিয়ে যায় নয়না। যাবার সময় নয়নাই পৌঁছে দেয় ডিম্পিকে। বেশী দূরে নয়, মিনিট সাতেকের পথ, নয়নার অসুবিধে হয় না। এক জায়গায় বসে খায় না মেয়েটা। ঘুরে ঘুরে, ভুলিয়ে ভালিয়ে, খাওয়াতে হয়।

অরিন্দম তৈরী হয়ে ডাইনিং টেবিলে এসে বসল। নয়না জিজ্ঞেস করল, তোমার খাবারটা কি দিয়ে দেব?

দাও, আমায় একটু তাড়াতাড়ি যেতে হবে।

নয়না ডিম্পিকে খাওয়াচ্ছিল, হাত ধুয়ে অরিন্দমকে খাবার দিল নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে। নয়নাকে এখন খুব স্বাভাবিক দেখাচ্ছে রাত্রিবেলার রাগ বা রাগের কোন চিহ্ন নেই।

অরিন্দমও এখন একজন ভদ্র মার্জিত সাহেব। গত রাতের উচ্ছৃঙ্খল কীর্তিকলাপের কোন প্রলেপ নেই চেহারায় ও ব্যক্তিত্বে। পোষাকের শৌখিনতা বরাবর মানে অরিন্দম। যে কাজেই যাক, টাই স্যুট পরে, পরিপাটি ভাবেই যায়।

অরিন্দম খেতে খেতে ডিম্পিকে লক্ষ্য করছিল। খুব টুক্ টুকে হয়েছে মেয়েটা। কচি আদুরে মুখটা ভীষণ আকর্ষণ করল অরিন্দমকে। মেয়েটাকে কোলে নিতে ইচ্ছে করল।

এই মেয়ে আয়, এদিকে আয়। অরিন্দম, মেয়েকে কাছে ডাকল।

না আমি আসব না, আমি এখন খাচ্ছি।

খেলে কি হয়েছে! এস, এদিকে এস!

যাও ডিম্পি বাবা ডাকছেন। নয়না মেয়েকে অরিন্দমের দিকে এগিয়ে দিল।

বাবাকে কতখানি পায় ডিম্পি! অরিন্দম দুপুরবেলা যখন খেতে আসে, ডিম্পি তখন ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। রাত্রিবেলা অরিন্দম যখন ফেরে তখন ও ডিম্পি ঘুমে অচেতন থাকে. এই সকাল বেলাটি ছাড়া বাবাকে পায় কোথায়?

বাবা তুমি কি খাচ্ছ?

ব্রেড খাচ্ছি. ডিম খাচ্ছি, অরিন্দম মেয়েকে তুলে কোলে বসাল।

ডিম্পি এখনও ভাল করে খেতে শেখেনি। খেতে খেতে, মুখের খাবার বার করে ফেলে। ডিম্পির মুখের খাবার অরিন্দমের কাপড় না আবার নষ্ট করে দেয়।

ওকে নামিয়ে দাও। ওর মুখে খাবার রয়েছে। তোমার কাপড় খারাপ করে দেবে.

দিক না, কি হয়েছে!

মেয়ে কাপড় নষ্ট করলেও কিছু হবে না! অরিন্দম তো এসব পছন্দ করে না! তা ছাড়া, ছেলে মেয়েকে আদর সোহাগও খুব একটা করে না অরিন্দম। আজ কি অরিন্দমের মধ্যে কোনও পরিবর্তন এসেছে! নয়না অরিন্দমের চেহারাটা লক্ষ্য করল। না, তেমন কোনো পরিবর্তন নেই। রোজকার মতই গাম্ভীর্য নিয়ে বসে রয়েছে। তবে, তার মধ্যে একটু খুশীর আভাস কি? মেয়েকে কোলে নেবার আনন্দ! নাকি, হঠাৎ করে পিতৃত্বকে অনুভব করবার সুখ!

ওকে নামিয়ে দাও, খাইয়ে দিই স্কুলের দেরী হয়ে যাবে।

দাও না! কোলে বসে থাকলে কি খাওয়ান যায় না! অরিন্দম স্নেহের পরশ মেখে মেয়েকে দেখছিল।

ওভাবে হয় না নামিয়ে দাও। নয়না আবার বলল।

অরিন্দম মেয়েকে নামিয়ে বলল, দাঁড়িয়ে খাও।

নয়নার অপেক্ষা করবার সময় নেই, সাড়ে সাতটার আগে মেয়েকে স্কুলে পৌঁছে দিতে হয়। ডিম্পি নামতেই, ছোট্ট এক গ্রাস ভাত মুখে ঢুকিয়ে দিল। মেয়ে অন্য কিছু খেতে চায় না বলে, এক মুঠো ভাতই খাইয়ে দেয়, মাখন ও আলু চটকে।

তোমার মেয়ে নাকি ফার্স্ট হয়েছে! অরিন্দম আনন্দ মিশ্রিত স্বরে বলল।

ঘরের খবর, আনন্দের বা দুঃখের যাই হোক, অরিন্দম বাইরে থেকে সংগ্রহ করে। বিয়ের পর থেকেই নয়না এটা লক্ষ্য করেছে। কারণ, ঘরের মানুষের সঙ্গে অরিন্দমের কথাবার্তা খুব কম হয়। যেটুকু সময় অরিন্দম ঘরে থাকে, সে সময়টুকুও অরিন্দম ঘরের মানুষদের এড়িয়ে চলে। খুব প্রয়োজনীয় কথা ছাড়া অন্য কোন কথা হয় না!

এই মেয়ে, তুই এত বড় হয়ে গেলি কি করে! একেবারে ফার্স্ট হয়েছিস! আনন্দের অতিশয্যে, অরিন্দম মেয়ের গাল টিপে দিল। ফলে, ডিম্পির মুখের ভাত, কিছুটা বেরিয়ে অরিন্দমের প্যান্টে পড়ল।

দিলে তো বাবার প্যান্টটা নোংরা করে! নয়না মেয়েকে বকুনি দিল।

থাক না, ওতে কিছু হবে না। ভেজা কাপড়ে মুছে নেব। অরিন্দমের মুড আজ অন্য রকম, তাই কোনো কিছুতেই বিরক্ত হচ্ছে না। এমনি হলে তো ভালই। নয়নাও অনেক অশান্তির হাত থেকে বেঁচে যায়।

তোমায় মেয়েটা খুব সুন্দর হয়েছে নয়না। এবারে খুব আন্তরিক স্বরে বলল অরিন্দম।

নয়নার মেয়ে! নয়না একা এনেছে ডিম্পিকে? নয়না রাগ চেপে অরিন্দমের কথাটা শোধরাল। বলল, শুধু আমার মেয়ে নয়, তোমারও।

তা তো বটেই। ডিম্পি আমারও মেয়ে। তাতে কোন ও সন্দেহ নেই। তবে, তুমি ওর দেখাশোনার সম্পূর্ণ ভার নিয়ে মালিকানাটা কব্জা করেছ কিনা, তাই তোমার মেয়ে বলতে ভাল লাগে।

এসব কি বলছে অরিন্দম। নয়না, মেয়ের মালিকানাটা কব্জা করেছে? অরিন্দম স্বয়ং পিতা হয়েও কোন রকম দায়িত্ব ও ঝামেলা নিতে অনিচ্ছুক বলেই না নয়না একাই সব করে! প্রচণ্ড রেগে গেলেও নয়না এখন মুখ খুলতে চাইল না। এখন মেয়েকে স্কুলে নিয়ে যেতে হবে। পরে কখনও সুযোগ বুঝে, প্রসঙ্গটা তুলে ঝগড়া করতে হবে।

অন্তু দেরীতে উঠেছে, তাই খাওয়ান হয়নি। রুক্মিনীর কোলে থাকতে চাইছে না অন্তু। কান্না শুরু করে দিয়েছে।

ডিম্পিকে খাইয়ে অন্তুকে কোলে নিল নয়না। একটু দুধ খাইয়ে যেতে হবে। তা না হলে কান্নাকাটি করবে অন্তু।

রুক্মিনীকে বলল, ডিম্পির ব্যাগ আর জলের বোতলটা দিয়ে দাও আমি আসছি। নয়না

অন্তুকে খাওয়াতে ভেতরে চলে গেল।

অরিন্দম মেয়েকে বলল--চল আজ আমি পৌঁছে দেব।

না, মা যাবে। মায়ের সঙ্গে যাব।

কেন! আমার সঙ্গে চল। আজ আমি নিয়ে যাব, আমার সোনা মেয়েটাকে।

না, মায়ের সঙ্গে যাব। ডিম্পি জেদ শুরু করল।

নয়না অন্তুকে শান্ত করে রুক্মিনীর কাছে দিয়ে ডিম্পিকে বলল, চল।

তুমি থাক। আজ আমিই নিয়ে যাচ্ছি ডিম্পিকে।

অরিন্দম ঘোষ বলছে এই কথা? নয়না অরিন্দমের দিকে অবিশ্বাস্য দৃষ্টি রেখে তাকাল।

চল। অরিন্দম মেয়ের হাত ধরে এগোতে চাইল।

না, আমি মায়ের সাথে যাব। ডিম্পি আবার জেদ শুরু করল। ডিম্পির জেদটা বড় কথা নয়। নয়না ইচ্ছে করলে, ডিম্পিকে জোর করে অরিন্দমের সাথে পাঠিয়ে দিতে পারে। কথা হচ্ছে, অরিন্দমের এই পরিবর্তনের কারণ কি?

জেদ করে না মামনি। চল আমি তোমাকে নিয়ে যাব। ভাই কাঁদছে তো, মা চলে গেলে আরও কাঁদবে।

অরিন্দম ঘোষ কবে থেকে এত কর্তব্যপরায়ণ বাপ হল! নয়নার অবিশ্বাস্য দৃষ্টিটা আরেকবার অরিন্দমের ওপর প্রতিফলিত হল। নয়নার চাহনি দেখে অরিন্দম বিব্রত বোধ করল। বলল, দুজনকে এক সঙ্গে সামলান মুশকিল। তুমি অন্তুকে দেখ, ডিম্পিকে আমি নিয়ে যাচ্ছি।

বাঃ! এত সুন্দর সমঝদার মানুষ কবে থেকে হল অরিন্দম ঘোষ! নয়নার মেজাজ গরম হল। অভিমান ও হল। কষ্ট বা অসুবিধে হলেও, নয়না একলা হাতেই দুজনকে সামলায় বরাবর। অরিন্দম কখনও এতটুকু সহানুভূতি দেখায়নি। সাহায্য করা তো দূরের কথা।

তোমার ছেলেটা ।কন্তু একদম তোমার মতো হয়েছে। অন্তুকে লক্ষ্য করে বলল অরিন্দম।

তখন থেকে তোমার মেয়ে, তোমার ছেলে করছে কেন অরিন্দম! নয়নার মেজাজ আবার গরম হল। কি ভেবেছে অরন্দিম? --তুমি বার বার ভুল করছ। বল আমাদের ছেলে, আমাদের মেয়ে।

অরিন্দম এবারে হাসল। বলল, প্রত্যক্ষ ভাবে আমি ওদের পিতা হলেও, পরোক্ষ ভাবে তো তুমিই ওদের সব। ওরা তো আমাকে চেনেই না।

নয়না এবারে আর আয়ত্বে রাখতে পারল না নিজেকে। বলল, তুমি কখনও চিনিয়েছ নিজেকে! চেনাবার দায়িত্ব নিয়েছ! --রাগ করছ কেন বলত! যা সত্য তাই তো বললাম। অরিন্দম অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে বলল!

যা যা মায়ের কালা বেটে। অরিন্দম ছেলেকে কোলে নেবার জন্য এগিয়ে গেল। এত কালো হয়েছে কেন বলত!

তোমার চাইতেও কালো!

নয়না আবার উত্তপ্ত হল। অরিন্দম আজ এমন করছে কেন? ছেলেকে কি আজ নতুন

দেখছে? ছেলে কালো হয়েছে বলে কি ছেলেকে ফেলে দিতে হবে!

রাগ করবার প্রকৃত সময় নয় এটা। তবুও, একটা জবাব নিশ্চয় দেবে নয়না। বলল, তোমার রূপটা সম্পূর্ণ পাওয়া উচিত ছিল বুঝি!

আশ্চর্য! কালোকে কালো বললাম, তা নিয়ে রাগ করবার কি হয়েছে।

নিজেকে কি মনে করে অরিন্দম! নিজের রূপ নিয়ে এত অহংকার! আপন ঔরসের সৃষ্টি নিজের ছেলের চাপা রংটাও সহ্য করতে পারছে না! কিন্তু এই সময় অরিন্দম এসব শুরু করল কেন! ডিম্পির স্কুলের দেরী হয়ে যাচ্ছে। নয়না উত্তপ্ত হতে না চাইলেও উত্তপ্ত হতে হচ্ছে নয়নাকে। রুক্মিনী কি মনে করছে? রুক্মিনী, বাংলা ভাল বুঝতে না পারলেও, কিছুটা নিশ্চয় বোঝে।

নয়না রুক্মিনীকে বলল অন্তুকে নিয়ে বাইরে যেতে। রুক্মিনী অন্তুকে নিয়ে চলে গেলে, অরিন্দম বলল, কালোকে কালো বলাটা কি অন্যায়?

না, অন্যায় কেন হবে। তবে এরকম কোন কথা নেই বাপ কন্দপকান্তি হলে, সন্তানকেও তাই হতে হবে। নয়না অন্তর্জ্বালা মেটাল।

মা কালো হলে, সন্তানও কালো হবে, এরকম কথাও নেই। অরিন্দমও বুঝি অন্তর্জ্বালা মেটাল।

খুব বাড়াবাড়ি করছ তুমি। ডিম্পি অন্তু যেমনই হোক, ওরা আমাদের সন্তান। ওদের অন্তর দিয়ে গ্রহণ করে, আদর ভালবাসা দিয়ে বড় করে তুলতে হবে।

কথাগুলো বলতে চাইল নয়না, কিন্তু বলল না। সময় বুঝি অনুকূল নয়। অনেক দিন পর অরিন্দম, স্ত্রী ও ছেলে মেয়ের সঙ্গে স্বাভাবিক ভাবে কথা বলল যদিও, কিন্তু এ ধরনের অপ্রিয় ও অনুচিত কথা বলবে কেন? আজকের সব কিছু নয়না হজম করল। অবসরক্ষণে নিয়ে, অরিন্দমের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করতে হবে বৈকি!

মা, চল না! ডিম্পি অস্থির হল স্কুলে যাবার জন্য।

হাঁ, চল, আজ তোমার দেরী হয়ে গেল।

মা, ম্যাডাম বকুনি দেবে?

না, বকুনি দেবে না আমি বলে দেব।

তুমি থাক। আমি যখন যাচ্ছি আমার সাথেই যাক না! অরিন্দম আর একবার নিজের ইচ্ছে প্রকাশ করল।

অরিন্দম কি প্রতিদিন এভাবে বাপের কর্তব্য করবে? না, কক্ষনো না। আজ বুঝি এমন রকম হবার সাধ হয়েছে অরিন্দমের। নয়নার কাজ, যা প্রতি দিন নয়নাকেই করতে হবে, সেই কাজ, হঠাৎ এক দিনের জন্য অরিন্দমের উপর ছেড়ে দিয়ে, রেহাই পেতে চাইবে কেন নয়না!

না, ডিম্পি তোমার সঙ্গে যাবে না। আমি নিয়ে যাব ডিম্পিকে। ভীষণ কঠিন শোনাল নয়নার গলার স্বর। অরিন্দম আর কিছু না বলে বেরিয়ে গেল।

একজন পুরুষের জীবনে, একজন নারীর প্রবেশ মাত্রই যে, সেখানে সুখ রচনা হবে। এমন কোনও কথা নেই। কিংবা, বৈবাহিক বন্ধনের দ্বারা, নারী ও পুরুষের মিলন হলেই যে, সে মিলন, আনন্দের মিলন হয়, মধুর মিলন হয় এ কথাও সত্য নয়। এসব জ্ঞান কি নয়নার নেই! নাকি ছিল না! একজন অপরিচিত পুরুষের জীবনে, একজন অপরিচিত নারী রূপে প্রবেশ করেছে নয়না। কয়েক মিনিটের দেখা সাক্ষাৎ ও আলাপ। এই সামান্য পরিচয়কে, নয়না পরিচয় বলে মানে না। অপরিচিত দুই মানুষ, হঠাৎ করে একত্রে বাস করতে শুরু করলে, সহজ ও স্বাভাবিক জীবন উপলব্ধি করতে সময় লাগবে বৈকি! এসব কথা কি নয়না বোঝে না! নাকি বুঝত না? বুঝত বলেই তো নয়না, কোনো আহামরি স্বপ্ন নিয়ে অরিন্দমের সঙ্গে ঘর করতে আসেনি। কোনও অকল্পনীয় সুখের আকাঙ্ক্ষা নিয়েও আসেনি নয়না। কিন্তু, বিয়েব পর এত স্পষ্ট ভাবে 'অসুখ' শব্দটার মুখোমুখি হবে, এটাও তো আশা করেনি নয়না।

নয়না আর অরিন্দম বিয়ের আগে একে অন্যকে জানত না বলেই কি ওরা সুখ রচনা করতে পারছে না! কিন্তু পরম্পরা অনুসারে, যুগ যুগ ধরে, এ ভাবেই তো বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়ে আসছে। বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে, দুই নর নারী আপন গৃহ নির্মাণ করে সেই গৃহে সুখ রচিত হয়, শান্তির প্রবেশ ঘটে। কিন্তু, সব ঘর কি সুখের ঘর! সব নীড় কি শান্তির নীড়!

বিবাহ নামের বন্ধনের দ্বারা দুই নর নারী প্রথমে একে অন্যের পরিচিত হবার চেষ্টা করে। উভয়কে জানবার ও বোঝবার সুযোগকে আশ্রয় করে অগ্রসর হয়। ধীরে ধীরে আত্মত্যাগ ও গ্রহণ, এই দুই প্রক্রিয়ার দ্বারা নিজেদের অজান্তেই একে অন্যের কাছে সম্পূর্ণ সমর্পিত হয়ে যায়। দ্বিতীয় ভূমিকা হিসাবে তখন দুজনে আপন গৃহের গরিমা বৃদ্ধির প্রচেষ্টায় রত হয়, শান্তি ও সুখ রচনা করবার প্রয়াসকে জারি রাখে। কেউ সফল হয়, কেউ হয় না।

নয়না সে প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে না। কিন্তু, নয়নার একলার চেষ্টায় তো কিছু হবার নয়। অরিন্দম নামের পুরুষটি যে একেবারেই উদাসীন ঘরের সুখ স্বাচ্ছন্দের প্রতি। ঘরের সুখ চায় না অরিন্দম। আপন সুখের আনন্দে, নিজস্ব গতিবিধির পরিচালনায়, এক স্বতন্ত্র নিয়মের নিয়ন্ত্রণাধীন অরিন্দম।

বিয়ে করেছিল অরিন্দম, তাই, এক মহিলা অরিন্দমের স্ত্রী। ঘরে স্ত্রী আছে, তাই ভরণ পোষণের দায়িত্ব নিয়েছে অরিন্দম। অরিন্দম স্বামী, তাই স্ত্রীর ওপর অধিকার ফলায় এবং ফলস্বরূপ সন্তানরা এসেছে।

ব্যস আর কিছু চায় না অরিন্দম। তার কোনো রকম দায়িত্ব বা কর্তব্য আছে বলেও মনে করে না অরিন্দম।

অরিন্দম রূপবান, নয়না রূপহীনা। শুধু এই কারণটাই কি নয়না ও অরিন্দমের দ্বারা সুখ রচনা করতে না পারার একমাত্র কারণ! নয়নার মনে হয়, দুজনের স্বভাবগত বৈষম্যটাও এক্ষেত্রে একটা প্রধান বাধা। নয়না অন্তরসর্বস্ব। অন্য দিকে অরিন্দম অন্তরবিহীন। নয়না অন্তরের নির্দেশে অন্তরের বায়না মেনে চলতে পছন্দ করে। হৃদয়ে পরশ নিয়ে, হৃদয়ের পরশ ঢেলে সুখ পেতে চায় নয়না। কিন্তু, অরিন্দমকে কখনো অন্তরের কোনও ভাবাবেগে

কাতর হতে, আকুল হতে, দেখেনি নয়না। বলতে গেলে, নয়না আজ পর্যন্ত অরিন্দমের অন্তরের হদিসই পায়নি।

আজকাল একটা কথা নিয়ে খুব চিন্তা করে নয়না। অরিন্দম নয়নাকে বিয়ে করল কেন? নয়না তো বিয়ের আগে অরিন্দমের শত্রু ছিল না! সেরকম হলেও একটা কথা ছিল, নয়না মনে করত, নয়নাকে শাস্তি দেবার জন্য নিয়ে এসেছে অরিন্দম। শাস্তি নয় তো কি! অরিন্দমের কাছ থেকে অবজ্ঞা ও অবহেলা ছাড়া আর কি পাচ্ছে নয়না! এসব কথা চিন্তা করলেই নয়না খুব উত্তপ্ত হয়ে ওঠে, অরিন্দমকে প্রশ্নটা করবার জন্য অস্থির হয়ে ওঠে। কিন্তু পরক্ষণেই কেমন যেন মিইয়ে যায়। মনে হয় এই প্রশ্নের উত্তর অরিন্দমের ও জানা নেই। কারণ যান্ত্রিক নিয়মে চলা মানুষরা, জীবনের সুখ দুঃখ নিয়ে মাথা ঘামায় না। দাম্পত্য জীবনের জটিলতা ও এই জটিলতা থেকে উদ্ভূত সমস্যা তাদের ওপর কোন প্রভাব ফেলে না।

নয়নার অবশ্য নিজের জন্য তত দুঃখ হয় না, যতটা হয় অরিন্দমের জন্যে। অরিন্দম সুপুরুষ, তাই অরিন্দমের পত্নী কোনও সুন্দরী রমণী হওয়াটাই বাঞ্ছনীয় হত। নয়নার প্রতি কটু মন্তব্য করুক অরিন্দম, তাতেও কিছু এসে যায় না। তবে, অরিন্দম যখন এমন ভাব দেখায় অরিন্দম যেন নয়নার ওপর দয়া বর্ষণ করছে, তখন নয়না সহ্য করতে পারে না। নয়না কারো দয়া নিয়ে বাঁচতে চায় না। এমন তো নয়, অরিন্দম নয়নাকে বিয়ে না করলে নয়নার জীবন অচল হয়ে যেত!

নয়না অরিন্দমের অপ্রিয়। এই সত্যটার ওপর ভিত্তি করে অরিন্দম নয়নাকে যা খুশী বলুক না। কিন্তু, নিজের ছেলের প্রতি এই ধরনের মন্তব্য করবে কেন অরিন্দম? অরিন্দমের অন্তর যতই কঠিন কঠোর এক লৌহখণ্ডই হোক না কেন, অরিন্দম তো এক একজন পিতা। পুত্রের গাত্র বর্ণ অসহনীয় হবে কেন? অন্তর্জ্বালা ব্যক্ত করবে কেন? অরিন্দম নামের পিতার এই অপরাধকে মার্জনা করবে না নয়না।

এক প্রস্থ নতুন অভিমান বুকে চেপে, দীর্ঘশ্বাস ফেলল নয়না।

নয়নাদের লেডিস ক্লাবের, এ মাসের পার্টি, আজ মিসেস রায়ের ঘরে। নয়না, যাবে না বলেই ঠিক করে রেখেছিল। কিন্তু সকালবেলা অরিন্দম এমন করল, নয়না না গেলে বুঝি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে।

কলোনীতে থাকতে হলে. সবার সঙ্গে মিলে মিশেই থাকতে হবে তোমাকে। সেবারের মতো অভদ্রতা করতে পারবে না তুমি। তোমার এসবে আমার মর্যাদা হানি হয়। সকাল বেলা প্রায় শাসনের ভঙ্গিতে বলেছিল অরিন্দম।

সেবার বলতে, মিসেস ভার্মার মেয়ের জন্ম দিনের পার্টি ছিল সেটা। শুধু মহিলাদের ডেকেছিল। অন্তুটার তখন তিন মাস বয়স ছিল। অতটুকু বাচ্চা নিয়ে কোথাও যাওয়া মানে, মা ও বাচ্চার, দুজনেরই ভোগান্তি। সে জন্যেই নয়না সেবার যায় নি। কিন্তু অরিন্দম এসব বুঝতে চায় না। অরিন্দমের কাছে নিজের প্রেস্টিজটাই আসল। সেবার নয়নার পার্টিতে না যাবার কারণটা যুক্তিপূর্ণ ছিল। সকাল বেলা অরিন্দম যখন প্রসঙ্গটা উত্থাপন করল, নয়না তখন ঝগড়া করতে পারত। কিন্তু, নয়না তা করবে না।

শুধু শুধু জল ঘোলা করে তো লাভ নেই। চলছে যেমন চলুক। দেখাই যাক না, অরিন্দম কি চায়, কত দূর কি করে।

রুক্মিনীর জিম্মায়, ডিম্পি অন্তুকে রেখে গেল নয়না।

দুজনেই শিশু। রুক্মিনীর তেমন বুদ্ধিশুদ্ধিও নেই। কোন বিপদ হলে রুক্মিনী কিছু করতে পারবে না। তাই মিসেস ভার্মাকে বলে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এল নয়না।

অন্তুর জন্য একটা ফ্যারেক্স নেবে, তাই আসবার পথে দোকানে ঢুকল। কলোনীর ভেতর মাত্র দুটো দোকান। তাই ক্রেতাদের ভীড় সর্বক্ষণ থাকে। দোকানে দুজন পরিচিত ভদ্রমহিলার সঙ্গে দেখা হল বলে কিছুক্ষণ দাঁড়াতে হল। কি কেমন আছেন, কি খবর ইত্যাদি, কয়েকটা ভদ্রতা সূচক কথা সেরেই চলে আসতে চাইল নয়না। মিসেস তলোয়ার বললেন, এত তাড়া কিসের মিসেস ঘোষ, একটু দাঁড়ান না!

আমার তাড়া মানে, বাচ্চা দুটোকে ঘরে রেখে এসেছি তো। নয়না ইতস্ততঃ ভাবে বলল।

তা, বাচ্চা দুটোকে তো শূন্য ঘরে ফেলে আসেন নি, রুক্মিনী নিশ্চয় আছে।

তা আছে, তবুও। নয়না আবার ইতস্ততঃ ভঙ্গিতে বলল।

মিসেস তলোয়ারের সাথে, মিসেস গর্গ ও ছিলেন। উনি বললেন, ইতনা জল্দি কেয়া মিসেস ঘোষ! থোরা রুকিয়ে না!

এরা দুজনেই উত্তর প্রদেশের, কিন্তু তা সত্বেও সুন্দর বাংলা বলেন। নয়নার ভালই লাগে দুজনকে। কিন্তু আজকে নয়নার তাড়া আছে তাই দাঁড়িয়ে গল্প করবার সময় নেই।

মিসেস তলোয়ার বললেন, এবার কিন্তু কোন বাহানা শুনব না মিসেস ঘোষ, রেগুলার ক্লাবে আসতে হবে।

নয়না আবার ইতস্ততঃ করে বলল, আমার ক্লাবে আসতে না পারার একটাই কারণ। বাচ্চাদুটো আর একটু বড় হলে আমার আর কোন সমস্যা থাকবে না।

মিসেস গর্গ বয়স্ক মহিলা। নয়নাকে তুমি করেই ডাকেন। বললেন, তুমি এক কাজ কর, রুক্মিনীকে পার্মানান্ট রেখে দাও। রুক্মিনী বাচ্চাদের খুব ভাল করে রাখে। তোমার কোন চিন্তা থাকবে না।

ওদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে, নয়নার নজর আরেকজনের উপর পড়ল। দোকানের ভীড়ের মধ্যে সুব্রত দাঁড়িয়ে। কিন্তু সুব্রত কি নয়নাকে লক্ষ্য করছে? নয়নার মনে হল তাই। সুব্রত বুঝি একটু বিশেষ ভাবেই নয়নাকে দেখছে? কিছু বলতে চায় কি সুব্রত? দোকানে দাঁড়িয়ে দশ জনের সঙ্গে কথা বলবার সময় নেই নয়নার।

আচ্ছা, ম্যায় চলতি হুঁ। বলে চলে আসতে চাইল নয়না।

এমন করছ কেন বলত? আমাদের সঙ্গে কথা বলতে খারাপ লাগলে যাও। তোমাকে আটকাব না।

মিসেস তলোয়ারের কথায় লজ্জিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল নয়না। আসতে পারল না।

কাল খাজুরাহ যাচ্ছ তোমরা? মিসেস গর্গ জিজ্ঞেস করলেন।

নয়নারা খাজুরাহ যাচ্ছে? হঠাৎ খাজুরাহ যাবে কেন। না, আমরা যাচ্ছি না। আপনি

বোধহয় অন্য কারও কথা বলছেন!

অন্য কারো কথা হতে যাবে কেন? কলোনীর সবাই জানে অরিন্দম ঘোষ কাল গাড়ী নিয়ে খাজুরাহ্ যাচ্ছেন। নয়না, অবাক হল। নয়না তো কিছু জানে না।

এত গরমে বাচ্চাদের নিয়ে অত দূরে যাবে? অসুবিধে হবে না? মিসেস তলোয়ার বললেন।

বাচ্চাদের নিয়ে অসুবিধে হবে নয়নার? নয়না যাচ্ছে কোথায় তাই জানে না। তো বাচ্চাদের অসুবিধের কথা ভাববে কেন? হয়ত অরিন্দম যাচ্ছে সেজন্যেই কথাটা এভাবে রাষ্ট্র হয়েছে, প্রচারিত হয়েছে। সত্যিই কি অরিন্দম ঘোষ খাজুরাহ্ যাচ্ছে! গেলেও যেতে পারে। নয়নার গৃহস্বামী কিছু জানায় না। নিজের কর্মসূচি, গতিবিধি, ইত্যাদি সব কিছু, স্ত্রীর কাছে গোপন রাখে অরিন্দম। কিন্তু বাইরের লোকেরা তো এসব জানে না। স্বামীর যদি কোথাও বেড়াতে যাবার পরিকল্পনা থাকে, স্ত্রীর অবশ্যই সেটা জানবার কথা। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে, পরিবার নিয়েই এ ধরনের ভ্রমন হয়।

এত গরমে, এখন এই প্রোগ্রাম না করলেও পারতে তোমরা। মিসেস গর্গ বললেন।

নয়না কখনো অভিনয় করেনি, মিথ্যেও বলেনি কখনো। তবুও চেষ্টা করল। ঢোক গিলে বলল, ওহ! সেদিন উনি বলছিলেন কোথাও বেড়াতে যাবার কথা। খাজুরাহতেই বোধ হয়।

তাই বল না! তুমি এমন করছ, যেন তুমি কিছুই জান না।

আসলে আমার তেমন ইচ্ছে নেই। মানে, এখনো ভাবিনি। এই সময় বাচ্চা নিয়ে অত দূরে যাওয়াটা বোধহয় ঠিক হবে না।

তুমি বলছ এ কথা। ওদিকে মিঃ ঘোষ তো সব ঠিক করে ফেলেছেন। সঙ্গে চৌধুরী পরিবারও যাচ্ছে।

যতটা বলেছে, বলেছে। আর পারবেনা নয়না মিথ্যে বলতে। এরা যা মনে করে করুক। নয়নার ঘরে ফিরতে হবে।

অন্তুটা নিশ্চয় কান্না শুরু করে দিয়েছে। ডিম্পির নিশ্চয় ক্ষিদে পেয়েছে।

দেখি কি হয়, বলে নয়না চলে এল।

দোকান থেকে বেরিয়ে আসতেই সুব্রত ডাকল, এই যে শুনছেন, আপনার সঙ্গে একটা কথা ছিল।

দোকানের ভীড়ে সুব্রতকে দেখেছিল নয়না, কিন্তু, দেখা হলেও যে কথা বলতে হবে তার তো কোন মানে নেই।

নয়না অনেকক্ষণ ধরে সহ্য করেছে এদের সবাইকে। এই যে পার্টিতে আসা, দোকানে দাঁড়িয়ে দুই ভদ্রমহিলার সঙ্গে কথা বলা, এখন আবার এই সুব্রতের, নয়নার সঙ্গে কথা বলবার আব্দার! দুপুর তিনটে থেকে নয়না যা করছে, শুধু সৌহার্দ রক্ষা করবার জন্য করেছে। নয়না, অন্তরের আহ্বান ছাড়াই এসব করছে। ভদ্রতার খাতিরে করেছে। এসবের অন্য কোনো মুল্য নেই নয়নার কাছে। নয়না, অন্তরের আহ্বান ছাড়াই এসব করছে। নয়নার অন্তর উদ্বিগ্ন, উতলা, দুশ্চিন্তাগ্রস্থ, দুটো শিশুর জন্য।

কেন মানুষ বোঝে না, নয়না একজন মা, দুটি কাঁচ শিশুর জননী নয়না। ওদের অবহেলা করে অন্য কাজে আগ্রহ দেখাতে পারে না।

সুব্রতকে উপেক্ষা করে নয়না এগিয়ে গেল।

মিসেস ঘোষ এক দিন আসবেন। বাচ্চার দোহাই দিয়ে, আর কত দিন ঘরের ভেতরে থাকবেন।

মিসেস তলোয়ারের গলা শুনতে পেল নয়না। কথাটা হজম করে পেছন ফিরে বলল, আমি না এলেও আপনারা আসবেন। এক পক্ষ এলেই তো হল! ওদের জবাব শোনার জন্য অপেক্ষা না করে এগিয়ে গেল নয়না। ঘরের সামনে পৌঁছে বাইলেনে ঢুকতেই, মটর বাইক নিয়ে পথ রোধ করে দাঁড়াল সুব্রত।

কি ব্যাপার, আপনি এমন করছেন কেন বলুন তো? খুব বিরক্তি নিয়ে বলল নয়না।

সুব্রত বাইক থেকে নেমে বিব্রত ভাবে বলল, না, মানে...

কি মনে করেন আপনি? আমি কি ছাড়া গরু? যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়াই? তাই যেখানে সেখানে ধরতে যান!

সুব্রত আর ও মিইয়ে গেল।

আর, ঐ একটা ব্যাপার, কোনো সম্বোধন ছাড়া যেখানে সেখানে ওভাবে আমায় ডাকবেন না। নয়নার রাগ ক্রমশঃ বাড়ছেই।

সুব্রত নিজের অপরাধটা বুঝতে পেরেছে। দোকানে, নয়নাকে ও ভাবে ডাকাটা উচিত হয় নি। আর সম্বোধনের ব্যাপারটায় নয়নার কাছ থেকে কোনো অনুমতি পায়নি বলে বিনা সম্বোধনেই ডাকতে হয়েছে নয়নাকে।

সুব্রত বিব্রত ভাবে বলল, খুব দুঃখিত। আপনাকে কথাটা বলেই চলে যাচ্ছি আমি।

আপনার কোনো কথা শোনার আগ্রহ নেই আমার। পথ ছাড়ুন।

আপনার আগ্রহ না থাকতে পারে, আমার আছে। সুব্রতও এবার রাগ প্রকাশ করল। মানে! নয়না রাগে ফেটে প[ড়]তে চাইল।

শুনুন, এখানকার গার্লস স্কুলে দুজন শিক্ষিকার প্রয়োজন। কাল ইন্টারভিউ হবে। আপনি আবেদন পত্র আর প্রয়োজনীয় সার্টিফিকেট নিয়ে, কাল সকাল দশটায় স্কুলে চলে আসবেন।

সুব্রতর কথা শুনে, নয়নার প্রতিক্রিয়া কি হল, সেটা দেখবার জন্য সুব্রত আর দাঁড়াল না। চলি! বলে চলে গেল।

সকালবেলা অন্তুর শরীরটা একটু গরম গরম ছিল। বাচ্চাদের অসুখ করলে নয়না খুব অস্থির হয়ে ওঠে। হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢুকল নয়না। ডিম্পি বিছানায় বসে খেলা করছে। অন্তু উপুড় হয়ে হামাগুড়ি দেবার চেষ্টা করছে। রুক্মিনী বিছানার সামনে টুলের উপর বসে রয়েছে।

মেমসাহেব এসে গেছেন! নয়নাকে দেখে উঠে দাঁড়াল রুক্মিনী।

সব ঠিক আছে তো! নয়না উদ্বেগ নিয়ে জিজ্ঞেস করল।

ঠিক থাকবে না কেন মেমসাহেব। অন্তুকে দুধ খাইয়ে দিয়েছি। ডিম্পি কলা বিস্কুট খেয়েছে। নয়না নিশ্চিন্ত হল। নয়না অন্তুকে কোলে নিয়ে বলল, ওদের ছেড়ে বাইরে গেলে

আমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারি না।

চিন্তার কোন কারণ নেই মেমসাহেব। আমার কাছে থাকলে ওদের কোনো কষ্ট হবে না।

জানি রুক্মিনী, তুমি ওদের যত্ন করেই রাখবে। তবুও মায়ের মন তো! নয়না হাসল।

আপনাকে চা দেব মেম সাহেব?

না, না, আমার কিছু লাগবে না। তুমি চা খেয়েছিলে তো?

হ্যাঁ মেম সাহেব।

ঠিক আছে এখন তুমি যাও। তোমার অনেক দেরী করে দিলাম।

কৈ বাত নহী মেম সাব।

গত মাসে অন্তুর অন্নপ্রাশন হয়ে গেছে। তারপর থেকে অন্তুকে, একটু একটু ভাত খাওয়ায় নয়না। ভাত ডাল সব্জি, সেদ্ধ করে, মিক্সিতে পিশে, চামচ দিয়ে খাইয়ে দেয়। অন্তু পছন্দও করে এই খাবারটা। ডিম্পি খুব দুষ্টু ছিল। কোন খাবারই ওর পছন্দ হত না। অন্তুর খাওয়া নিয়ে কোনও ঝামেলা নেই।

আজ অন্তুর শরীরটা ভাল নেই বলে, আজ আর ভাত খাওয়াল না। একটু ফলের রস খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিল।

ডিম্পির বুঝি আজ ঘুম নেই। খাওয়ার পর, বসে বসে, নিজের মনে ছবি আঁকছে। নয়না কিছুক্ষণ, টি. ভি. দেখে, শুয়ে পড়েছে।

অরিন্দম কি সত্যিই কাল খাজুরাহ যাচ্ছে? যাবার কথা ঘুনাক্ষরেও প্রকাশ করেনি অরিন্দম। অরিন্দম গেলে যাক না! নয়নার চিন্তা অন্তুকে নিয়ে। আজ পায়খানাও করেছে তিন বার। নয়না সন্ধ্যেবেলা জ্বর দেখেছিল একশর মতো। জ্বরটা বাড়লে নয়নার ভয় করবে। অরিন্দমের উপর জেদ করে পার্টিতে কেন যে গেল নয়না। পার্টিতে না গিয়ে অন্তুকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে পারত।

ডিম্পির চার মাস বয়সে একবার এমনি হয়েছিল। সামান্য জ্বর ও পায়খানা থেকে হুলুস্থুল কাণ্ড। মিনিটে মিনিটে পায়খানা, হাই টেম্পারেচার। অরিন্দম অবশ্য সেদিন যথেষ্ট করেছিল। সঙ্গে সঙ্গে বড় ডাক্তার নিয়ে এসেছিল। সময়ে ডাক্তার পাওয়া গিয়েছিল বলে, ডিম্পির অসুখটা আর বাড়তে পারেনি। সেদিন অরিন্দম বাড়িতে ছিল বলেই না এসব করতে পেরেছিল। তা না হলে নয়না কি করত? ডিম্পিকে সামলাত? না, ডাক্তারের কাছে ছুটত? ডিম্পির, সেদিনের নিস্তেজ, প্রায় বেহুশ অবস্থাটার কথা স্মরণে এলেই, নয়নার অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠে।

সেই থেকে নয়নার ভীষণ ভয়। ডিম্পি অন্তুর, সামান্য কিছু হলে ও, খুব ঘাবড়ে যায়। বিয়ের আগে, নয়না কখনো ছোট বাচ্চার সংস্পর্শে আসেনি। বলতে গেলে কোনো কচি বাচ্চাকে স্পর্শই করেনি। সেজন্যেই নয়নার আরো অস্বস্তি হয়। ডিম্পির জন্মের পর, নয়না, রাতের পর রাত ঘুমোত না। যদি ঘুমের মধ্যে ডিম্পির নাকে কাপড় পড়ে যায়! যদি, কচি হাতটা কোথাও চাপা পড়ে যায়। ইত্যাদি নানান দুশ্চিন্তায় ঘুমোত না নয়না।

বাইরে গাড়ীর আওয়াজ শোনা গেল। অরিন্দম কি জীপে ফিরল? অন্য দিন গাড়ীটা

অফিসের গ্যারেজে রেখে আসে অরিন্দম। কাল কি এই জীপ নিয়েই যাবার কথা? তাই জীপটা নিয়ে এসেছে অরিন্দম!

অরিন্দম কামরাতে ঢুকতেই ডিম্পি বলল, বাবা আমি ছবি আঁকছি।

অরিন্দম খানিকটা ঝুঁকে, মেয়ের অংকন প্রক্রিয়ায় ওপর দৃষ্টি বোলাল।

ভাল। সুন্দর হচ্ছে।

বাবা আমি ফুল আঁকছি।

খুব সুন্দর হয়েছে।

ঘুমন্ত ছেলের দিকেও একবার দৃষ্টি বোলাল। তারপর নিজের কামরায় চলে গেল।

অরিন্দম নামের পিতার কর্তব্য বুঝি এইটুকুনই। আর অরিন্দম নামের স্বামীর কর্তব্য? না, অরিন্দমের বিচারে বোধহয় স্বামীর কোনো কর্তব্য হয় না। নয়নার দিকে একবার চাইলও না অরিন্দম। কথা বলা তো দূরের কথা।

অরিন্দমের কামরা থেকে টুক টাক আওয়াজ আসছে। অরিন্দম কি কিছু করছে? একবার স্যুটকেশ খোলার শব্দও শোনা গেল। যা খুশি করুক অরিন্দম, নয়নার কি? নয়না কি ঝগড়া করতে যাবে? এই তুমি নাকি কাল খাজুরাহ যাচ্ছ! কোথায়? যাবার কথা বলনি তো! বলবে নয়না? না, নয়না কেন এসব জিজ্ঞেস করতে যাবে?

বেশ কিছুক্ষণ পর অরিন্দম নয়নাদের কামরায় এল। চান করে, পায়জামা পাঞ্জাবি পরেছে। নয়না শুয়ে শুয়ে দেখছিল। আজ অন্য রকম দেখাচ্ছে অরিন্দমকে। আজ কি পানীয় সেবা করা হয়নি! বোধহয়। সেজন্যেই সতেজ দেখাচ্ছে অরিন্দমকে। তাহলে অরিন্দম পারে? পানীয় সেবন না করেও থাকতে পারে অরিন্দম! নয়নার অবিশ্বাস্য লাগছে।

ডিম্পি ঘুমিয়ে পড়েছে। ও না হলে মেয়ের সঙ্গে কথা বলতে পারত অরিন্দম। এই ভান করেই যেন অরিন্দম দাঁড়িয়ে রয়েছে। নয়নার উপস্থিতিকে কতক্ষণ ধরে অগ্রাহ্য করবে অরিন্দম! নয়নারও জেদ চেপে গেল। দেখাই যাক না, অরিন্দম কতক্ষণ ধরে উপেক্ষা করতে পারে নয়নাকে! অরিন্দম মুখ না খুললে নয়নাও মুখ খুলবে না। নয়না নিঃশব্দে পড়ে রইল।

অদ্ভুত তোমার এই স্বভাবটা! সারাক্ষণ এভাবে বিছানায় পড়ে থাক কি করে? ডিসগাস্টিং

এই রাত্রিবেলা নয়না বিছানায় পড়ে না থেকে কি করবে? নয়নার কি বিশ্রামের প্রয়োজন নেই? কি মনে করে অরিন্দম! নয়না বলতে পারত তুমি যেমন ভাবছ, তেমন নয়, সারাক্ষণ শুয়েই না আমি। নয়না বলবে না। অরিন্দম যেমন খুশি মন্তব্য করুক না! মন্তব্য করলে তো কোনো ক্ষতি নেই। তবে, নয়না এসবের কোনো প্রত্যুত্তর দেবে না। যে মানুষ সারাদিন ঘরেই থাকে না, সেই মানুষের অভিযোগের কৈফিয়ৎ দিতে যাবে কেন নয়না!

খাবার টাপর দেবার বালাই যদি নেই, তো বল, শুয়ে পড়ছি।

খেতে চাইলেই দিতাম। নয়না বিছানা থেকে উঠল।

তোমার ভাব সাব দেখে তো মনে হয়না, খাবার দেবার ইচ্ছা আছে।

এস। নয়না রান্না ঘরে গেল।

রাত্রিবেলা খাবার তৈরী করে হট কেসে রেখে দেয় নয়না। গরম করবার ঝামেলা থাকে

না। অরিন্দম ফেরেও দেরীতে, তখন আর গরম করবার ধৈর্য থাকে না।

অরিন্দমকে খাবার বেড়ে দিয়ে নয়না দাঁড়িয়ে রইল।

ওভাবে দাঁড়িয়ে না থেকে নিজেরটা নিয়ে নিলেই পার।

নেব। নয়না সংক্ষেপে জবাব দিল।

নয়না নাই বা খেল, তাতে অরিন্দমের কি? রাত্রিবেলা, বেশীর ভাগ সময় নয়নার খাওয়া হয় না। খাবার কোনো প্রবৃত্তি হয় না বলে খায় না নয়না। এসব কি অরিন্দম জানে? জানাবার প্রয়োজনও মনে করে না নয়না। অরিন্দম নয়নাকে অবজ্ঞা করছে করুক। নয়না নিজের কোনো খুঁত রাখবে না। নয়নার কর্তব্য, ত্রুটিহীন থাকবে। নয়নার মধ্যে আজকাল, অন্য রকম একটা জেদের জন্ম হয়েছে। এই নতুন জেদের বশবর্তী হয়ে, স্বামীর প্রতি আরো বেশী কর্তব্যপরায়ণ হয়ে উঠেছে নয়না।

অরিন্দম খুব খিদে নিয়ে খাচ্ছে, তাই অন্য কোনো দিকে মনযোগ নেই। হঠাৎ বুঝি খেয়াল হল, নয়না দাঁড়িয়ে রয়েছে।

খাবেই যখন, আবার পরে খাবার কি হয়েছে? খেতে খেতে বলল অরিন্দম।

—ইচ্ছে।

নয়নার গম্ভীর সংক্ষিপ্ত জবাব শুনে, অরিন্দমও রেগে গেল। বলল, তোমার যা খুশি কর। খেলে খাও, না খেলে খেও না। অরিন্দমের খাওয়া প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল। নয়না আর একটু ভাত দিয়ে দিল পাতে।

আর চাই না আমার।

খাও না আজ তো তুমি সুস্থ, খাবে না কেন?

এ ধরনের আহ্লাদ আমার ভাল লাগে না।

কোনো আহ্লাদ নয়, তুমি যেমন খাও তেমনই দেওয়া হয়েছে।

খিদে বুঝি ছিল অরিন্দমের, আরো একটু মাছের ঝোল নিয়ে ভাতটুকু মেখে নিল।

অরিন্দমকে একটু অস্থির দেখাচ্ছে। অরিন্দম কি কিছু বলতে চায়? কিছু বলতে চাইলে বলুক না অরিন্দম। নয়না তো সেজন্যেই দাঁড়িয়ে আছে।

কাল একটু বাইরে যাব। অস্বস্তি কাটিয়ে বলল অরিন্দম।

নয়না কোনো জবাব দিল না। নির্লিপ্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

তিন চার দিন থাকব না। সুখন পিয়ন কে বলে দিয়েছি, এখানে শুতে। ড্রইং রুমে কার্পেটের ওপর ওর বিছানা করে দিও।

নয়না গম্ভীর হল। বলল, অন্তর শরীরটা ভাল নেই।

কি হয়েছে?

নয়না জানালে অন্তর অসুস্থতার কথা।

অসুখ করেছে ডাক্তার দেখাও। ডাক্তারের তো অভাব নেই।

আমার ভয় করছে।

আশ্চর্য! তোমার এ ধরনের ন্যাকামি দেখলে আমার গা জ্বালা করে। ছোট বাচ্চা থাকলে

অসুখ বিসুখ করে না। কোন মায়েরা তোমার মতো ভয়ে কুঁকড়ে যাচ্ছে!

ঘরে যা ওষুধ ছিল দিয়েছি। আজ সারাদিন কেমন যেন ঝিমিয়ে রয়েছে।

অসুখ করলে অসুস্থ দেখাবে না! অরিন্দম বিরক্ত প্রকাশ করল।

বললাম তো আমার ভয় করছে। ডিম্পির মতন যদি......

তোমার ঐ সমস্ত কু চিন্তা ছাড় তো! মা হয়ে এসব কু চিন্তা করবে কেন তুমি?

কু চিন্তা নয়, অসুখ বাড়তে পারে সেটাই বলছি আমি।

কি আশ্চর্য অসুখ বাড়বে কেন? বাড়লে ডাক্তার আসবে, ওষুধ দেবে।

নয়না বলতে চাইছিল তোমার কি না গেলেই নয়? সেটাই ব্যক্ত করতে পারছে না নয়না। বার বার অন্য কথা এসে যাচ্ছে।

ওদের নিয়ে বড় বেশী বাড়াবাড়ি কর তুমি আজকাল। অরিন্দম আবার বিরক্তি প্রকাশ করল।

তুমি কি যাবেই? অস্বস্তি ঝেড়ে বলেই ফেলল নয়না।

যাবই মানে? অরিন্দম হাতে গ্লাস নিয়ে উঠে দাঁড়াল।

না, মানে তেমন জরুরী না হলে, না গেলেও তো হয়।

কি চাও তুমি বলত! আমি আমার সব কাজ ফেলে, তোমার মুখের দিকে চেয়ে বসে থাকব!

ধৈর্যের ও তো একটা সীমা থাকে। আর কত সহ্য করবে নয়না। নয়না কোনো অন্যায় কথা বলেনি।

তুমি আমার মুখের দিকে চাও, বা না চাও, সেটা আমার কাছে বড় কথা নয়। আসল কথা হচ্ছে, ডিম্পি অন্তু তোমারও। ওদের প্রতি, তোমারও একটা দায়িত্ব আছে।

ছেলেমেয়ের সামান্য জ্বর হলেও কি আমার সব কাজ ফেলে, ছেলেমেয়ের সেবা করবার দায়িত্ব পালন করতে হবে!

তুমি কি জন্য রয়েছ? মা হয়েছ কি করতে? কচি খুকি তো নও তুমি! এইটুকু দায়িত্ব নিতে পার না! ঘর সংসার করলে, বাচ্চার দায়িত্ব থাকে, থাকবে। মায়ের দায়িত্ব এড়াতে চাইলে চলবে কেন।

নয়না দায়িত্ব এড়াতে চাইছে! কোন দায়িত্বটা করে না নয়না! অরিন্দম সেই সকালে বেরিয়ে যায়। দুপুরবেলা শুধু খেতে আসে। রাত্রিবেলা নিশাচরের মতো বাড়ী ফেরে। ছেলেমেয়ে কি এমনি বাড়ছে! আপনা আপনি প্রতিপালিত হচ্ছে!

এমন করে বলবে কেন অরিন্দম? খুব আঘাত পেল নয়না।

এসব বাহানা ছাড়। আসল কথা হল, আমি কোথাও যাই, এটাই তুমি সহ্য করতে পারছ না। তা ছাড়া, তোমার কথায় আমি আমার প্রোগ্রাম বন্ধ করে দেব, ভাবলে কি করে?

কি আশ্চর্য, নয়না এত সব ভাবতে যাবে কেন? নয়নাকে এত কথা শোনাচ্ছে কেন অরিন্দম?

আজকাল তোমার স্পর্ধা খুব বেড়েছে নয়না। একটু বুঝে শুনে কথা বলো।

নয়না স্পর্ধা দেখাচ্ছে? অসুস্থ ছেলের জন্য বাপকে বাড়ীতে থাকতে বলে? নয়নার মুখ চোখ লাল হয়ে উঠল।

ছোট থেকেই নয়না অপমান সহ্য করতে পারে না। আত্মঅবমাননার পরিস্থিতির উদয় হতে পারে বলে, আভাস পেলেই নয়না দূরে সরে যায়। এখানে দিনের পর দিন, অহেতুক অপমানের স্বীকার হচ্ছে নয়না। ডিম্পি অন্তুর মুখ চেয়ে, নয়না নীরবে থাকে। কিন্তু তাই বলে নয়না স্পর্ধা দেখাচ্ছে বলবে কেন অরিন্দম!

নয়না কোনো জবাব দেওয়ার প্রয়োজন মনে করল না। নীরবে টেবিল গুছিয়ে এসে শুয়ে পড়ল।

খানিকক্ষণ পর, অরিন্দম আবার এল। বলল, উঠে সবার কাপড়-চোপড় গুছিয়ে নাও। কাল সকাল সাতটায় যাব।

নয়না কোনও জবাব দিল না।

আমি কিছু বলছি কানে ঢুকছে না?

আমি কোথাও যাব না।

যাবে নাই যদি, তাহলে, তখন এমন করলে কেন? আমার একার যাওয়াটা সহ্য করতে পারছিলে না, তাই না!

তখন মনে হয়েছিল, তুমি না থাকলে, অন্তুকে নিয়ে আমার অসুবিধে হতে পারে। এখন মনে হচ্ছে না। যাও শুয়ে পড়। খুব শান্ত শোনাল নয়নার কণ্ঠস্বর।

অরিন্দম যদি, নয়নাকে অধিকার দিতে না চায়, তাহলে, না দিক। কিন্তু, তাই বলে তো নিজের অধিকার থেকে নিজেকে বঞ্চিত করতে পারে না। নয়না নামের মানুষটার ওপর সর্বপ্রথম যার অধিকার, সে হচ্ছে নয়না নিজে। এই অধিকারের জোরে নয়না, আত্মসম্মানকে অক্ষুণ্ণ রাখতে বাধ্য। নয়না তাই করবে। নিজের আত্মসম্মান বাঁচানার চেষ্টা করবে।

অরিন্দম আর নয়নার মাঝখানে যে একটা দেওয়াল রয়েছে, এই সত্যটা, নয়না, বিয়ের পর থেকেই টের পেয়েছে। এই দেওয়ালের নির্মাতা কে? কি উদ্দেশ্যে এই দেওয়াল নির্মাণ হল? ইত্যাদি প্রশ্নের সঠিক উত্তর খুঁজে পায়নি নয়না।

কয়েকটা কারণকে, সম্ভাব্য কারণ মনে হলেও যথার্থ কারণ বলে মনে হয় না নয়নার। অন্বেষণের প্রয়াসকে সক্রিয় রেখেও তো লাভ নেই। কারণ, অরিন্দম আর নয়নার মধ্যে যে দেওয়াল রচিত হয়েছে, সেই দেওয়াল আছে এবং থাকবে। এই সত্যটা যেন ক্রমশঃ বদ্ধপরিকর হচ্ছে নয়নার মনে।

নয়না কখনও, প্রবল বেগে ধাক্কা দিয়ে, এই বেড়া সরিয়ে ফেলবার চেষ্টা করেনি। মাঝে মধ্যে, কোনো ব্যাপারে উত্তপ্ত হয়ে উঠলে, সেই দেওয়ালে মৃদু টোকা দেয় নয়না। অরিন্দম সেটাও সহ্য করতে পারেনা। বিরক্ত হয়ে ওঠে। বিরক্ত হয়ে নয়নার ওপর অদ্ভুতভাবে চড়াও হয়। অরিন্দমের এই চড়াও হবার প্রক্রিয়াটা, নয়নার আত্মাকে অসম্মান করে। আত্মার অবমাননা নয়নাকে খুব অশান্তি দেয়।

নয়নাও তো মানুষ। ঘন ঘন, অশান্তিতে বিধ্বস্ত হলে, সক্রিয়তা হারিয়ে ফেলবে যে

নয়না। ফলে, তার প্রতিক্রিয়া তার বাচ্চা দুটোর ওপর গিয়ে পড়বে। অরিন্দম ও নয়নার সম্পর্ক যেমনই হোক। বাচ্চা দুটোর ওপর তার কোনও প্রভাব যেন না পড়ে। নয়না এটাই চায়।

শুয়ে শুয়ে এসবই ভাবছিল নয়না। সংসারের প্রয়োজনীয় কাজ ছাড়া, অরিন্দমের নিজস্ব কোনো কাজ নিয়ে মাথা ঘামাবে না। অরিন্দম যা করতে চায় করুক। বাধা দেবে না। আজকের ব্যাপারটা অবশ্য ঠিক বাধা দেওয়া নয়। ডিম্পিকে নিয়ে, একবার সংকটজনক অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিল, বলেই নয়না ভীত হয়ে উঠেছিল। মনে হচ্ছিল, কোনোও বিপদ হলে, অসহায়তার কবল থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারবে না।

নয়নাই বা এমন কেন? নিজেকে এত অক্ষম মনে করে কেন? অরিন্দমের ওপর নির্ভর না করে পারে না কেন নয়না? অন্তুর কিছু হলে, নয়না একা সামলাতে পারবে না কেন? কেন কিছু হতে যাবে অন্তুর? কিছু হবে না অন্তুর।

পরদিন রোববার। ডিম্পির স্কুল নেই বলে নয়নার ব্যস্ততা কম। কিন্তু অরিন্দম সকাল সাতটায় যাবে বলেছিল, তাই ভোরবেলায় উঠেছে নয়না। অরিন্দমকে বেড টি দিয়ে এসেছে। অরিন্দমের জল খাবার তৈরী করে রেখেছে। অরিন্দম চাইলে খেতে দেবে।

অরিন্দম উঠছে না দেখে, নয়না টুকটাক কাজ সেরে নিল। অন্তু জাগলে কাজ করতে মুস্কিল হবে নয়নার। শরীরটা সত্যি খারাপ অন্তুর। রাত্রিবেলা অনেকবার জেগেছে, ঘ্যান ঘ্যান করেছে। শরীরের কোথাও নিশ্চয় কোনও যন্ত্রণা হচ্ছে। জ্বরটা অবশ্য তেমন নেই। তবুও ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে হবে।

সাড়ে ছয়টা বেজে গেল অরিন্দম উঠছে না কেন? অরিন্দম কি যাবে না! নয়না চিন্তায় পড়ল, নয়নার ওপর রাগ করে, যাওয়া বন্ধ করেনি তো অরিন্দম! নয়না এমন কি বলেছে! অন্তুর জন্য থাকতে বলেছিল, অরিন্দম রাজী হয়নি। বাস্ হয়ে গেছে। রাগ করে যাওয়া বন্ধ করবার মতো কোনো ব্যাপার নয় এটা। নয়না কি উঠিয়ে দেবে অরিন্দমকে! তুমি সাতটায় যাবে বলেছিল ওঠ! তৈরী হয়ে নাও। বলবে গিয়ে!

নয়নার ধারণার সঙ্গে অরিন্দমের স্বভাব মেলে না। অরিন্দম সে রকম মানুষই নয়। নিজের কাজের ব্যাঘাত করে রাগ অভিমান করে না অরিন্দম।

অরিন্দম যথারীতি তৈরী হয়েই ডাইনিং টেবিলে এসে বসল। কিছু বানিয়েছ! নাকি এখনও তৈরী হয় নি।

বানাব না কেন? খাবার অনেকক্ষণ তৈরী করে রেখেছি, তুমিই দেরী করলে। নয়নাকে খুব স্বাভাবিক দেখাচ্ছে। গত রাতের তর্কাতর্কির কোনও চিহ্ন নেই।

নয়না ময়দা মেখে রেখেছিল। গরম গরম লুচি ভেজে দিল।

এত সকালে লুচি খাব!

খাও না। এতটা পথ যাবে, খিদে পাবে।

অরিন্দমের হিসেবে, অরিন্দমের গন্তব্য কোথায়, নয়নার জানবার কথা নয়। কিন্তু নয়না তো জানে অরিন্দম কতটা পথ যাবে। পথের খাবার বিশেষ করে, রাস্তার ছোট খাটো

দোকানের খাবার অরিন্দম একদম পছন্দ করে না।

অরিন্দম আর কিছু না বলে খেতে শুরু করল।

নয়না বড় ওয়াটারবোতলে ঠাণ্ডা জল ভরে রেখেছে। অরিন্দমকে বলল, মনে করে জলটা নিও।

অরিন্দম ওয়াটারবোতলের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করল। মনে মনে খুশী হল নয়নার সুবিবেচনায়। অরিন্দমও একটা স্কোয়াসের বোতলে জল নিয়েছে। কিন্তু এই এক বোতল জলে কিছুই হত না। অনেক দূর যেতে হবে অরিন্দমকে।

রাস্তার জন্য খাবার দিয়ে দেব? নয়না জিজ্ঞেস করল।

উম্!

খাবার নেবে সঙ্গে?

নয়না বুঝি কোন অবান্তর কথা বলল, এভাবে তাকাল অরিন্দম। পরক্ষণে মনে হল, অবান্তর কেন হবে, ঠিক কথাই বলেছে নয়না। পথে কি খিদে পাবে না অরিন্দমের! চৌধুরীরা হয়ত খাবার নেবে। অরিন্দমও নিয়ে যেতে পারে।

বানিয়েছ! থাকলে দিয়ে দাও কয়েকটা।

নয়না টিফিন বাক্সে, লুচি আলুর শুকনো তরকারি, আর আচার ভরে দিল।

গত রাত্রে নয়না বেশ রেগে গিয়েছিল। অরিন্দমের সঙ্গে তর্কও করে ছিল। যা নয়না সাধারণতঃ করে না। আজ নয়নাকে খুব স্বাভাবিক লাগছে। নয়নার ব্যবহারে কোনও খুঁত পাচ্ছে না অরিন্দম। সেজন্য অস্বস্তি হচ্ছে অরিন্দমের। গত রাত্রে অরিন্দম বোধহয় বেশী বাড়াবাড়ি করে ফেলেছিল।

চা দেব? নয়না জিজ্ঞেস করল।

হ্যাঁ, দাও। এসব খেয়ে চা না খেলে ভাল লাগে না।

ফ্লাস্কে চা বানিয়ে রেখেছিল নয়না। অরিন্দমকে দিয়ে, নিজেও এক কাপ ঢেলে নিল। নয়না আজকাল অরিন্দমের সঙ্গে বসে কিছু খায় না।

হঠাৎ বুঝি শখ্ হল, আমার সঙ্গে চা খাবার! অরিন্দম বিদ্রুপ মিশ্রিত স্বরে বলল।

না তোমার সঙ্গে খাব বলে খাচ্ছি না তো! ইচ্ছে হল এক কাপ চা খেতে—তাই।

নয়না কি আজ খুব বিবেচনা করে, মেপে মেপে কথা বলছে! অরিন্দমের তাই মনে হচ্ছে। আর সেই জন্যেই কেমন যেন লাগছে। নিজেকে অপরাধী মনে হচ্ছে।

নয়না চা টা শেষ করে, কাপটা রাখল টেবিলে। অরিন্দমকে একটা কথা বলা উচিত। বললে কি অরিন্দম খারাপ ভাববে? কিছু মনে করবে অরিন্দম?

ইতস্তত ভাব কাটিয়ে নয়না বলল, খাওয়া হয়ে গেলে সার্টটা পাল্টে নিও।

খানিক পর্বে অবিন্দম নয়নার ওপর সদয় ছিল। এই মুহূর্তে নয়নার কথাটা শুনে আবার তিক্ততা অনুভব করল।

তাই বিদ্রুপ করবার সুযোগটা ছাড়ল না। বলল, তুমি আবার কবে থেকে আমার পোষাকের খুঁত ধরতে শুরু করলে! নিজের খুঁতগুলো আগে দেখ!

নয়না বিদ্রুপটা গায়ে মাখল না। শান্ত স্বরে আবার বলল, সার্টে দাগ লেগে রয়েছে, পাল্টে নাও।

কোটের আড়ালের বাইরে অরিন্দমের সার্টের সামনের অংশটুকু কেবল নজরে পড়ছে। গলার কাছে, টাইয়ের নট্ এর ওপরে সার্টের কলারে দাগটা। নজরে পড়বার হিসেবে যথেষ্ট বড় লাল চিহ্নটা। এখন তো হোলি খেলার সময় নয়, যে, আবিরের ছোপে রঙিন হয়েছে অরিন্দমের জামা! দোল খেলার সময় হলে, লোকে এই চিহ্নকে আবিরের দাগ মনে করত। অরিন্দমের ধবধবে জামার একাংশ কিসের দ্বারা কলংকিত হয়েছে, স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। নয়নার সিঁথির থেকে এই রং স্থানান্তরিত হয় নি। হতে পারে না।

অরিন্দম, দৃষ্টির সুপরিচালনায়, ক্ষতচিহ্নটা ধরতে পারল।

সঙ্গে সঙ্গে, অরিন্দমের চেহারার রূপান্তর নয়নার দৃষ্টি এড়াল না। নয়না কোনো যাচাইয়ের ভঙ্গি দিয়ে অরিন্দমকে লক্ষ্য করছে না। অরিন্দমের চেহারার পরিবর্তনটা নজরে আসার সাথে সাথে, নয়না দৃষ্টি সরিয়ে নিল।

ধরা পড়ে যাবার পর, মানুষ যখন অযথা অবান্তর কৈফিয়ৎ দিয়ে নিজের দোষ ঢাকবার চেষ্টা করে, অরিন্দম প্রায় সেভাবেই বলল, কি করে লাগল বলত! কাল চৌধুরীর ছোট মেয়েটাকে কোলে নিয়েছিলাম। ও কিছু করে নি তো।

চৌধুরীর ছোট মেয়ের বয়স দুই কি তিন। ওকি করে এই দাগ লাগাবে? এ তো চকলেটের দাগ নয়? যাই হোক, নয়না, এ নিয়ে কিছু ভাবতে চাইছে না। অরিন্দমকে যে কথাটা বলা প্রয়োজন করেছিল নয়না। সেটা বলা হয়ে গেছে।

নয়নার চেহারার ভীষণ নির্লিপ্তভাবটা লক্ষ্য করে, অরিন্দম, অন্যভাবে, কারণ প্রদর্শন করবার চেষ্টা করল:

আসলে আমিই বোধহয় অন্যমনস্কতায় লাগিয়ে ফেলেছি। তোমার সিঁদুরের কৌটো কি খোলাই থাকে!

নয়নার সিঁদুরের কৌটো থাকে নয়নার ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ারে। অরিন্দম অনেক দিন থেকেই অন্য কামরার বাসিন্দা হয়েছে।

আজকাল নয়নার কামরায় ঢুকে, কোনো পরিচর্যা করে না অরিন্দম। একথা অরিন্দমও জানে, নয়নাও জানে। সে যাই হোক। নয়নার কোনও মন্তব্য না করা, ও নির্লিপ্ত ভাবটা অরিন্দমকে বেশী অস্বস্তিতে ফেলেছে। তার চাইতে নয়না যদি জেরা করত, ঝগড়া করত, অরিন্দম এতটা অপ্রস্তুতে পড়ত না।

নয়নার খারাপ লাগল। নয়না ইচ্ছাকৃতভাবে অরিন্দমকে লজ্জায় ফেলতে চায় নি। কথাটা অরিন্দমকে অপ্রস্তুতে ফেলতে পারে বলেও, ধারণা ছিল না নয়নার। অরিন্দম এই জামাটা পরেছিল কেন? অরিন্দম তো কখনও অপরিষ্কার জামা গায়ে দেয় না। অরিন্দম এই জামা গায়ে না দিলে নয়নার কাছে এই সব কিছুই অপ্রকাশিত থাকত। এই মুহূর্তের ঘটনাটা ঘটত না।

খাজুরাহো যাবার উচ্ছৃঙ্খলতায় কি এখন থেকেই নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে অরিন্দম!

মন সম্পূর্ণ অন্য খানে! তাই পোষাকের অপরিচ্ছন্নতাও আজ নজরে পড়েনি! নয়নার মনে হল, সত্যই তাই। অরিন্দম গতকাল থেকেই এই ঘরের বাইরে। তা, না হলে, অরিন্দম এত বড় ভুল করতে পারে না।

সার্টটা পাল্টে নিই, কি বল! অরিন্দম কোট খুলতে ব্যস্ত হল।

নয়না কোন মন্তব্য না করে ভেতরে চলে এল।

স্বামীর প্রতি কর্তব্য সেরে, নয়না এখন অন্য কাজে মনোনিবেশ করল। অন্তুকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। তাই ঘরের কাজ তাড়াতাড়ি সেরে ফেলতে হবে।

অরিন্দম স্যুটকেস হাতে নিয়ে ঢুকল। নয়না নিজের কাজেই ব্যস্ত রইল। অরিন্দমের দিকে তাকাবার প্রয়োজন মনে করল না।

ডাঃ দাসকে ফোন করে বলে দিয়েছি। নটা, সাড়ে নটা নাগাদ এসে, অন্তুকে দেখে যাবে। রুক্মিনীকে দিয়ে ওষুধ আনিয়ে নিও। নয়না শুনল, কিছু বলল না।

আমি ফোন করে খবর নেব। অরিন্দম আবার বলল।

যাবার সময় নয়নাকে আশ্বাস দিয়ে যাচ্ছে অরিন্দম। ফোন করে খবর নেবে।

নয়না ডিম্পির বিছানা ঝাড়ছিল, হাতে চাদরটা নিয়েই অরিন্দমের দিকে চাইল। নয়না যখন রয়েছে, তখন অরিন্দম কেন শুধু শুধু চিন্তা করবে? আর দূর থেকে অরিন্দমের ফোন করবার দরকার কি?

তুমি চিন্তা করো না। আমি ওদের যত্ন করে রাখব। ওদের মায়ের দায়িত্ব পালনে যেন কোন গাফলতি না হয়, সেদিকে খেয়াল রাখব। কথার শেষে একটা অদ্ভুত দৃষ্টিতে অরিন্দমের দিকে চেয়ে রইল নয়না।

শুধু চেহারায় নয়, গলার স্বরেও যেন [illegible]। অরিন্দম চমকে উঠল। এভাবে কখনো কথা বলে না নয়না। [illegible] অরিন্দম নিজের স্ত্রীর মুখখানা কখনো গভীর ভাবে লক্ষ করে না। এটা ঠিক। কিন্তু [illegible] চেহারাটা নজরে পড়ে! কিন্তু এই অদ্ভুত রূপ কখনও চোখে পড়েনি।

অরিন্দমের মনে হল, [illegible] এই দুই শক্তির [illegible] নয়নার স্বাভাবিক রূপ, [illegible] অরিন্দমের এই রূপান্তর [illegible] সাধারণ রূপান্তর নয়। নয়নার [illegible] রূপান্তর [illegible] এক মুহূর্তে অরিন্দমের ওপর প্রভাব ফেলতে শুরু করে দিয়েছে।

অরিন্দম আর কিছু বলতে না [illegible] অরিন্দম এই প্রথম নিজেকে অসহায় [illegible] অরিন্দমের [illegible] না। অন্য কিছু বলবার ক্ষমতা এখন নেই অরিন্দমের।

চলি। দেরী হলে চিন্তা করো না। এইটুকু বলে বেরিয়ে গেল অরিন্দম।

দেরী হলে নয়না চিন্তা করবে না। একথা মুখে বললেও [illegible] দিনের [illegible] তার চাইতেও বেশী সময় লাগতে পারে। [illegible] খবর না পেলে চিন্তা হবে বৈকি। নয়নার দুই সন্তানের [illegible]

পারে না! দেরী হবে কেন? তা ছাড়া অরিন্দমের কি উচিত ছিল না, কোথায় যাচ্ছে সেটা নয়নাকে জানিয়ে যাওয়া! যাক অরিন্দম। যেখানে খুশী যাক।

চিন্তা করো না বলে আশ্বাস দিলেই কি চিন্তা হবে না! অরিন্দম ঘরে থাকে না সেটা ঠিক। কিন্তু ঘরের বাইরে থাকলেও এই কলোনীর মধ্যে তো থাকে! যখন হোক অরিন্দম ফিরবে। এই ভরসা তো থাকে। কিন্তু শহরের বাইরে, দূরে কোথাও গেলে নয়নার চিন্তা হবে না কেন? দুটো শিশুকে নিয়ে একলা থাকতে ভয় করবে নয়নার, খুব অসহায় বোধ করবে।

ঘুম থেকে ওঠার পর থেকেই অন্তু ঘ্যান ঘ্যান করছে। কিছু খেতে চাইছে না। এমন কি নয়নার দুধও খেতে চাইছে না। জ্বরটাও বেড়েছে মনে হচ্ছে। থেকে থেকে জোরে কেঁদে উঠছে অন্তু। পেটে ব্যথা হচ্ছে না তো! নয়না একটু গ্রাইপ ওয়াটার খাইয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে ওয়াক করে বমি করে দিল অন্তু। নয়না ভীত হয়ে উঠল। কি করবে নয়না, ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবে! নটা বেজে গেছে, ডাক্তারবাবু তো এখনও এলেন না। নয়না, বিভিন্ন উপায় প্রয়োগ করে অন্তুকে শান্ত করতে পারছে না। নয়না অস্থির হয়ে উঠল। না, আর অপেক্ষা করা চলবে না। হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে অন্তুকে। কিন্তু এই রোদে কিভাবে নিয়ে যাবে? কারো কাছ থেকে সহায়তা চাইবে কি? কাউকে ফোন করে একটা গাড়ি আনিয়ে নেবে?

ও মা, মা, বিস্কুট খাব, টিম্পি [illegible] থেকে খিদে প্রকাশ করল। নয়না অন্তুকে ছেড়ে, টিম্পিকে একটু দম [illegible] দিতে পারছে না। বিস্কুটের ডাব্বাটা তাকের উপর। টিম্পির পক্ষে নামানো সম্ভব নয়, নয়না অন্তুকে নিয়ে বিস্কুটের ডাব্বাটা নামিয়ে খুলে দিল। নাও এখান থেকে নিয়ে খাও।

মা তুমি খাইয়ে দাও। [illegible] বলল।

না, আর দেরী করা চলবে না। নয়না তৈরী হয়ে নিল অন্তুকে হাসপাতালে নিয়ে যাবার জন্য। তাড়াতাড়ি নিজেই [illegible]

বুল্টুদা তুমি টিম্পিকে দেখ, [illegible] হাসপাতাল থেকে আসছি। ছেলেটা ভীষণ অস্থির করছে।

মেমসাহেব টিম্পি [illegible]

না না [illegible] টিম্পি কোয়ার্টারে থাক। দুজনকে নিয়ে গিয়ে ঝামেলা [illegible]

ঠিক তখনই [illegible] অনেক সাহায্য করী [illegible] পেয়েছিলাম।

ডাক্তারবাবু পরীক্ষা করে বললেন, ভয় কিছু নয়, [illegible] সময় হয়েছে। [illegible] চলছে।

[illegible] ওষুধ আনিয়ে খাওয়ান সব ঠিক হয়ে যাবে।

ডাক্তারবাবু—কাল থেকে কেমন যেন ঝিমিয়ে গেছে। থেকে থেকে জোরে কাঁদছে। সে জন্যেই আমার ভয় করছে।

অসুখ করলে ছোট বাচ্চারা বেশী কাহিল হয়ে পড়ে। শরীরে যন্ত্রণা হচ্ছে বলে কান্নাকাটি করছে।

ঠিক হয়ে যাবে তো ডাক্তারবাবু! আর বাড়াবাড়ি হবে না তো!

আপনি শুধু শুধু চিন্তা করছেন মিসেস ঘোষ। ওষুধ খাইয়ে দেখুন। আর সে রকম হলে আমি তো আছি। খবর দেবেন চলে আসব।

রুক্মিনীকে পাঠিয়ে ওষুধ আনিয়ে নিল নয়না। ওষুধ খাওয়ানোর পরও অন্তুর কোনও পরিবর্তন লক্ষ্য করল না নয়না।

নয়নার মনে হল, অন্তু আরও যেন ঝিমিয়ে যাচ্ছে। দৃষ্টিও খুব নিস্তেজ মনে হচ্ছে। ডাক্তার বললেই তো হল না কিছু হয় নি। নয়না ডাক্তারকে ফোন করল।

এখনো এক ঘণ্টাও হয়নি, একটু সবুর করুন না! ওষুধে কাজ হল কিনা, সেটা দেখবার জন্য সময় লাগবে।

একটু ধৈর্য ধরুন মিসেস ঘোষ। আর আধ ঘণ্টা পর ফোন করে জানান কেমন আছে।

নয়না অনেক বার খাওয়ানোর চেষ্টা করল। খাওয়াতে পারল না। কিছুতে আজ রুচি নেই অন্তুর। অস্থিরতা নিয়ে ঘ্যান ঘ্যান করতে করতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়ল।

একটু পরে ডাক্তারবাবু ফোন করে জানতে চাইলেন, অন্তু কেমন আছে। ঘুমোচ্ছে শুনে বললেন, তাহলে ঠিকই আছে।

যতক্ষণ ঘুমোয়, ঘুমোতে দিন। ঘুম থেকে উঠলে, আমাকে জানাবেন কেমন আছে। প্রয়োজন হলে না হয় একবার এসে দেখে যাব।

ঘুমন্ত অন্তুকে কোলে নিয়ে নয়না কাঠ হয়ে পড়ে রইল। সত্যিই কি দাঁত ওঠার জন্যই অসুস্থ হয়েছে অন্তু! অন্য কিছু নয় তো।

গতকাল তো তেমন কোনও উপসর্গ ছিল না। আজ হঠাৎ অসুখটা বাড়ল কেন! নয়না কি কোনও কুচিন্তা করেছিল! মা হয়ে, নয়না কুচিন্তা করতে যাবে কেন! অন্তু যে নয়নার প্রাণ। অন্তুকে নিয়ে নয়নার অনেক স্বপ্ন। এই শিশুটিকে নয়না, এক সম্পূর্ণ মানুষ রূপে দেখতে চায়, এক পূর্ণাঙ্গ পৌরুষের আকারে দেখতে চায়। এই শিশু একদিন নিখুঁত এক পুরুষের বেশে, মানুষের সমাজে গিয়ে দাঁড়াবে। স্ব-ব্যক্তিত্বের স্পর্ধায়, আপন শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করবে।

নয়নার মনের খবর কেউ রাখুক না রাখুক। নয়না তো রাখে। নয়না, প্রবল ব্যক্তিত্বশালী এক সম্পূর্ণ মানুষকে, আপন জন ভাবতে চায়। এক শ্রেষ্ঠ পুরুষকে, পরম আত্মীয়রূপে গ্রহণ করতে চায়। আপন আত্মার তৈরী, আপন রক্ত মাংসের তৈরী এই পরম আত্মীয়কে, নয়না মনের মতো করে গড়বে। যে অন্তুকে নিয়ে নয়নার স্বপ্নের শেষ নেই, সেই অন্তুকে নিয়ে নয়না অন্য কথা ভাবতে যাবে কেন। এসব কি অলক্ষুণে কথা চিন্তা করছে নয়না। অন্তুকে নিয়ে কুচিন্তা করতে যাবে কেন?

আজ ডিম্পির সব ভার রুক্মিনী নিয়েছে, চান করিয়ে দিয়েছে, খাইয়ে দিয়েছে। ডিম্পিও আপত্তি করেনি। রুক্মিনী যেমন ভাবে যা করতে বলছে, করছে। মা আজ ভাই কে ছেড়ে ওর দিকে মন দেবে না, বুঝে ফেলেছে।

অন্তকে নিয়ে নয়না খুব বিচলিত হয়ে পড়েছে সেটা ঠিক। কিন্তু, কোথায় যেন অন্য একটা ব্যথা অসম্ভব যন্ত্রণা দিচ্ছে নয়নাকে। ক্ষণে ক্ষণে বুঝি নয়নাকে অবশ করে ফেলতে চাইছে। নয়না উপশম চায়। এই জ্বালা সহ্য করবার শক্তি নেই নয়নার। কেন, এই কঠিন মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হল নয়না? এই গৃহে নয়নার অধিকারের মর্যাদা থাকলে, এই ভয়াবহ ব্যাধির স্বীকার হত কি নয়না? নয়নার অধিকার নেই? নয়না এই ঘরের ঘরনী নয়? তাহলে নয়নার পরিচয় কি? নয়নার সঠিক পরিচয় কি এই গৃহের গৃহকর্তার অজানা? অপরিচিত অবাঞ্ছিত রূপে, মানুষ কারো বাড়ীতে বাস করতে পারে না। নয়না পরিচয়হীনা। তাই নয়নার অধিকারের কোন মূল্য নেই এবাড়ীতে। পরিচয় পত্র চাই নয়নার। নয়নার পরিচয় লিখন হবে নয়নার দ্বারাই। হ্যাঁ, নয়না তাই করবে। আপনাকে প্রকাশ করবে, আত্মপরিচয় দেবে নয়না।

অন্ত ঘুম থেকে ওঠার পর, ইলেকট্রল সহ জল খাইয়ে, আরেক ডোজ ওষুধ খাইয়ে দিল নয়না। নয়নার মনে হচ্ছে এখনো সুস্থ হয়নি অন্ত। অন্তর স্বাভাবিক স্বরূপে ফিরে না আসা পর্যন্ত, স্বস্তি পাবে না নয়না।

ডাক্তার বাইরের দুধ খাওয়াতে বারণ করেছেন। তাই নয়না নিজের দুধ খাওয়াবার চেষ্টা করছে। অস্থিরতায় আর অশান্তিতে নয়নাই অসুস্থ হয়ে গেছে যেন। অন্ত স্বাভাবিক ভাবে খেতে শুরু না করা পর্যন্ত নয়না সুস্থ হবে না। শান্তি পাবে না। মা, দেখ ভাই হাসছে। ডিম্পি হঠাৎ বলল। ডিম্পির কথা শুনে নয়না অন্যমনস্কতা ভেঙ্গে তাকাল। অন্ত দুধ মুখে দিয়ে নয়নার দিকে চেয়ে হাসছে।

অন্ত আজকাল নয়নাকে দেখে হাসে। ডিম্পিকে দেখেও হাসে। অন্ত হাসতে শিখেছে অনেক দিনেই। আজকাল একটু আধটু কথা বলবারও চেষ্টা করে অন্ত। তা, তা। দা, দা। মা, মা। ইত্যাদি শব্দ উচ্চারণ করবার চেষ্টা করে।

মুখে দুধ নিয়ে মিটি মিটি করে হাসছে অন্ত। নয়না সজাগ হল। অন্ত দুধ খাচ্ছে। তাহলে সুস্থ হয়ে উঠেছে অন্ত!

ওলে, বাবালে, ভাইয়া হাসছে। ডিম্পি হাততালি দিয়ে ভাইকে নিজের দিকে আকর্ষণ করবার চেষ্টা করল।

দিদির সাড়া পেয়ে, অন্ত উঠে বসল। ডিম্পির হাতে একটা রঙিন ছবির বই। অন্ত, বইটা নেবার জন্য, তা, তা, বলে ডিম্পির দিকে হাত বাড়াল।

না, বাবা না, তোমাকে বই দেব না। ছিঁড়ে ফেলবে তুমি। ডিম্পি, মায়ের নকল করে ভাইকে বলল।

অন্ত এগিয়ে এল বইটা নেবার জন্য। বইটা ওর চাই। দিদি দিচ্ছে না বলে কান্না শুরু করে দিয়েছে।

নয়না বলল দিয়ে দাও ডিম্পি।

ভাই বইটা ছিড়ে দেবে মা।

আজ দিয়ে দাও কিছু হবে না, ছিঁড়লে তোমাকে আরেকটা এনে দেব।

না, আমার বই দেব না। ভাইকে অন্য বই দিচ্ছি। ডিম্পি অন্য একটা বই এনে অন্তুকে দিল।

তা, তা। দা, দা। ইত্যাদি, শব্দের প্রয়োগে. দিদির সঙ্গে গল্প শুরু করে, এতক্ষণ পর, নিজের স্বাভাবিক অস্তিত্বকে জাহির করল অন্তু।

নয়না ক্লান্তি নিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল, আনন্দের হাসি হাসল। সত্যিই. নয়না যেন, ভীষণ এক অসহায়তার কবল থেকে মুক্তি পেল।

বাব্বা আপনি পারেন ও। সেই সকাল থেকে, ঠায়, ছেলেকে নিয়ে বিছানায় বসে রয়েছেন। অসুখ করেছে ছেলের। কিন্তু, আপনাকে বেশী অসুস্থ দেখাচ্ছে মেমসাহেব।

রুক্মিনীর কথা শুনে নয়না ম্লান হাসল।

অন্তু দিদির সঙ্গে খেলতে শুরু করে দিয়েছে। ভাইয়ের আগ্রহ দেখে, ডিম্পি বিছানায় খেলনা এনে জড়ো করল।

মেমসাহেবের মুখে এতক্ষণ পর হাসি ফুটল! ডাক্তারবাবু ওষুধ দিয়েছেন, সে ওষুধ কাজ করতে সময় নেবে না!

ওষুধ খাবার সাথে সাথে তো অসুখ ভাল হয়ে যেতে পারে না! আপনি বেশী চিন্তা করেন মেমসাহেব।

রুক্মিনীর কথা শুনে, নয়না বলল মায়েদের ওরকম হয়।

ওকে দেখ রুক্মিনী। আমি একটু বাথরুম থেকে আসছি।

হাঁ, যান না। এখন অন্তু ভাল হয়ে গেছে। আর কোনও চিন্তা নেই

আমি তাহলে, একবারে চানটা সেরে আসি। খুব গরম লাগছে।

আজ চান করা হয়নি। চান না করলে খুব অস্বস্তি হয় নয়নার। অন্য দিনের থেকে কম সময় নিয়ে চান সারল নয়না।

এবারে কিছু মুখে দিন, সকাল থেকে তো উপোস। রুক্মিনী বলল।

হাঁ কিছু খাব

ভাত খাবেন না'

এখন আর ভাত খাব না, একটু চা করে দাও। পাঁউরুটি থাকলে টোস্ট করে নিয়ে এস।

রুক্মিনী চা আর ব্রেড নিয়ে এল নয়নার জন্য।

তুমি খেয়েছ রুক্মিনী?

খেয়েছি মেমসাহেব। আপনার অনুমতি না নিয়েই খেয়েছি। না খেয়ে কাজ করতে পারি না আমি।

ভাল করেছ রুক্মিনী। আজ অন্য বাড়ীর কাজে যাও নি তোমার?

যাব কেমন করে? আপনি তো হুশ হারাবার অবস্থায় ছিলেন। ডিম্পিকে দেখতে হল না!

আজকে অনেক করলে তুমি। তুমি ছিলে বলে, আমি আর ডিম্পির দিকে নজর দিইনি। ঠিক আছে, এবার তুমি যাও।

না মেমসাহেব, আমি আর যাব না। আপনি ভীষণ ভীতু মেমসাহেব, একা ভয় পাবেন। আমি আজ থেকে যাই।

থেকে যাবে? থাকো তা হলে। অসুবিধে হবে না তো?

না অসুবিধে কিসের? আজ আমার বাড়ীতে কেউ নেই। আমর মরদ, ছেলেকে নিয়ে পাশের গ্রামে গেছে।

তাহলে তো ভালই। থেকে যাও। আমি ও ভরসা পাব।

মেমসাহেব আপনাকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে। আপনি একটু বিশ্রাম নিন। আমি ওদের দেখব।

নয়নাও তাই চাইছিল। একটু ঘুমোলে আরাম পেত নয়না। ক্লান্তি আর অবসন্নতায় শরীর ভেঙ্গে আসছে বুঝি।

ছেলের জন্য দুধ গরম করে নিয়ে আসব?

না, আজ আর বাইরের খাবার দেব না। খিদে পেলে আমি খাইয়ে দেব।

অন্তু দিদির সঙ্গে খেলছে। খেলুক। খিদে পেলে আপনা থেকেই মায়ের কাছে চলে আসবে। দুধ খেতে চাইবে। নয়না নিশ্চিন্ত হয়ে শুয়ে পড়ল।

নয়না কি প্রয়োজনের অতিরিক্ত ভীত হয়ে পড়েছিল? আসলে, ঘরের মানুষটার অনুপস্থিতিই বোধ হয়, নয়নাকে বেশী অসহায় করে ফেলেছিল। নিঃসঙ্গতায় কাতর হয়ে উঠেছিল নয়না। নয়না জোর করলে, অরিন্দম কি থেকে যেত না? অরিন্দম থাকলেই বা কি হত? কি করত অরিন্দম?

যা হলো, তাই হতো। তবুও অরিন্দমের উপস্থিতিটা তো থাকত! অরিন্দমের অস্তিত্বটাই কি নয়নার ভরসা?

কিন্তু, কেন? অরিন্দম কি করে ঘরের জন্য? কিছুই তো করে না অরিন্দম। সব তো নয়নাই সামলায়। তবুও, পরোক্ষ ভাবে এ মানুষের উপর নির্ভর করে কেন নয়না? এই মানুষ নয়নার স্বামী বলে? নাকি এই মানুষ ডিম্পি অন্তুর পিতা, এই কারণেই নয়না অরিন্দমের উপর নির্ভর করে? নিজের অসহায়তার একমাত্র উপায় মনে করে।

কিন্তু, কেন? নয়নার কি বুদ্ধি বিবেচনা নেই? নয়নার কি ক্ষমতা নেই? সংসারের প্রতি, স্বামীর অবহেলা ও উদাসীনতা সত্ত্বেও, স্বামীর উপর নির্ভর করতে চায় কেন নয়না? অরিন্দম একজন পুরুষ বলে? নয়না একজন নারী বলেই, কি, নয়নাকে অরিন্দম নামের পুরুষের উপর নির্ভর করতে হবে! নয়নার মনোবল নেই? মনোবল থাকবে না কেন নয়নার? ও, মেমসাহেব উঠুন।

নয়না ঘুমিয়ে পড়েছিল। রুক্মিনীর ডাকে, ধড় ফড় করে উঠল। কি হয়েছে? অন্তুর কিছু হয়নি তো?

একজন এসেছেন।

কে?

আমি কেমন করে জানব? যান। বাবু বসে রয়েছেন।

নয়না, অন্তুর দিকে চেয়ে বিছানা থেকে নামল।

ও, ঠিক আছে। বোতলের ইলেকট্রিক জল খাইয়ে দিয়েছি।

নয়না বুঝল, ইলেকট্রল কে, ইলেকট্রিক বলছে রুক্মিনী।

ভাল করেছ। তাহলে ওদের দেখ। আমি আসছি।

নয়না, চুল ঠিক করে, বেশবাস গুছিয়ে বাইরের ঘরে এল।

নয়না ঢুকতেই, প্রায় মারমুখীর মতো, সুব্রত হালদার নয়না কে আক্রমণ করল। আপনার আক্কেল কি বলুন তো? কি মনে করেন নিজেকে?

নয়না খুব অবাক হয়ে চাইল। হঠাৎ এ ভাবে নয়নার উপর চড়াও হবার মানে কি? কি করেছে নয়না? সামান্য পরিচয়ের একজন ভদ্রলোক নয়নার কাছে এভাবে কৈফিয়ৎই বা চাইবেন কেন?

নয়নার শরীর মন আজ ভাল নেই। তাই বিরক্ত হলেও রাগ প্রকাশ করল না। বিস্ময় চেপে, শান্ত স্বরেই বলল, কিসের, আক্কেলের কথা বলছেন বলুন তো?

আপনাকে বলে আর কি করব, একটা সুযোগ ছিল, সেটাও হাত ছাড়া করলেন আপনি। খুব হতাশ দেখাল সুব্রতকে।

কি হয়েছে? কিসের অভিযোগ নিয়ে এসেছেন বলবেন?

কাল আপনাকে এত করে অনুরোধ করলাম। একবার না হয় যেতেন আবেদনপত্র নিয়ে। গেলেতো কোনও ক্ষতি হত না।

কিসের আবেদনপত্র? কোথায় যাবার কথা বলছে সুব্রত? নয়না কিছুই বুঝতে পারছে না।

তাই বলল, আপনি কি বলছেন আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

বুঝতে না পারার কিছু নেই এখানে। আমি কাল যা বলে ছিলাম, সহজ সরল বাংলা ভাষাতেই বলেছিলাম। নাকি, আমার গত কালকের কথাগুলো কোনো ফালতু লোকের মূল্যহীন কথা ভেবে বসে রয়েছেন?

গতকাল? কি হয়েছিল গতকাল? হ্যাঁ মনে পড়েছে। গতকাল পার্টি থেকে ফেরার পথে, বাইলেনের মুখে, নয়নার পথ রোধ করে, সুব্রত কি সব যেন বলছিল। স্কুলের চাকরীর কথা, ইন্টারভিউর কথা, নয়নাকে সেখানে উপস্থিত থাকবার কথাও বলেছিল বোধ হয়। এতক্ষণ পর নয়না, সুব্রতের রাগের কারণটা ধরতে পারল। ধরতে পেরেই, উত্তপ্ত হয়ে উঠল।

আমার কাছ থেকে কোনো কৈফিয়ৎ চাইবার আগে, আপনি নিজেকে কি মনে করেন, আগে সেটাই বলুন। নয়নার শরীরটা আজ দুর্বল, তবুও বেশ জোর দিয়েই বলল, নয়না।

সুব্রত রাগান্বিত দৃষ্টি দিয়ে নয়নার দিকে চাইল। কিছু মন্তব্য করল না।

আপনি অনুরোধ করেছিলেন বলেই যে, আমি আপনার অনুরোধ রাখব, এতটা নিশ্চিন্ত হলেন কি করে আপনি?

এমন তো নয় যে, আমি আপনার অনুগ্রহ পাবার জন্য খুব তৎপর হয়ে উঠেছিলাম। কিংবা, আমাকে একটা চাকরী পাইয়ে দেবার জন্য, নিত্য আপনার কাছে ধর্ণা দিতাম আমি। সেই কারণে, আপনি অনেক কষ্টে, আমায় এই সুযোগটা এনে দিয়েছিলেন এবং তা সত্ত্বেও, আমি এই সুযোগটা গ্রহণ করিনি! পরিস্থিতি যদি এমনি হত, তাহলে, আপনি এ ধরনের অভিযোগ আনতে পারেন। গতকাল, সেখানে আমার অনুপস্থিত থাকবার, তলব চাইতে পারেন। অন্যথায় নয়। শেষের কথাটা নয়না জোর দিয়ে বলল।

সুব্রত, অরিন্দমের কলিগ্। এভাবে রুক্ষ স্বরে কথা বলতে, নয়নার খারাপ লাগছে। অরিন্দম শুনলেই বা কি মনে করবে? কিন্তু নয়না কি করবে, সুব্রত অস্বাভাবিক আচরণ করছে, বলেই না, নয়নাকেও কঠিন হতে হয়েছে!

হ্যাঁ, আমিই অন্যায় করেছিলাম, কথাটা আপনাকে বলে। অপরাধ হয়েছে আমার। সুব্রত, রাগ ও অভিমান নিয়ে হাতজোড় করল।

নিজে যদি, অপরাধ করেছেন, তাহলে, আমাকে অপরাধী বানিয়ে আমার ওপর হম্বিতম্বি করছেন কেন?

অযৌক্তিক কথা নয়না সহ্য করতে পারে না। যে.কথাই হোক, যার সঙ্গেই হোক, নয়না যুক্তিসঙ্গত ভাবে বুঝিয়ে দেবেই। আসলে, ব্যাপারটা আপনি কিভাবে নিয়েছেন জানিনা। এতক্ষণ পর সুব্রতের রাগ একটু কমল। স্বাভাবিক স্বরে বলল কথাটা। নয়নার এই সমস্ত অপ্রয়োজনীয় কথা নিয়ে আলোচনা করতে একটুও ইচ্ছে করছে না। অস্থ অসুস্থ। নয়নার নিজেরও খুব ক্লান্তি লাগছে। নয়না কি বলবে আজ আপনি যান। আমার ভাল লাগছে না!

আসলে, আপনার প্রয়োজনের কথাটা ভেবেই প্রস্তাবটা দিয়েছিলাম। বিব্রত ভঙ্গিতে ব্যক্ত করল সুব্রত।

নয়না চট্ করে তাকাল সরাসরি তাকাল। একটু বিস্ময় নিয়েই তাকাল। নয়নার প্রয়োজন? কিসের প্রয়োজন নয়নার? সুব্রত আগেরদিনও নয়নার অন্য কোনো প্রয়োজনের কথা বলেছিল। আশ্চর্য! সুব্রত হঠাৎ নয়নার প্রয়োজন নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে কেন?

নয়নার কপাল কুঞ্চিত হলেও, ভদ্রতা রক্ষা করেই বলল। কিসের প্রয়োজন বলুন তো? আমার তো মনে হয় না আমি আমার কোনো প্রয়োজনের কথা আপনাকে বলেছি। কিংবা, আমার স্বামী, মিঃ ঘোষ, আমার কোনো প্রয়োজনের কথা আপনাকে বলেছেন!

আপনি রাগ করলেও করতে পারেন। বিরক্ত হলেও হতে পারেন। আপনার আবশ্যকতার উপর ভিত্তি করেই আপনাকে এই ইনফরমেশনটা দিয়েছিলাম।

স্কুলের চাকরীটা আমার দরকার, এই কথাই কি বলতে চান আপনি?

সুব্রত বলল, অযথা কথা বাড়াচ্ছেন আপনি। আমি কি কারণে, কি বলেছি, সেটুকু জ্ঞান আপনার আছে বলে মনে করি আমি। এনি ওয়ে, আপনি এভাবে অসহযোগিতা করলে, আমার পক্ষে আপনাকে সাহায্য করা সম্ভব নয়। উঠি। সুব্রত উঠে দাঁড়াল। নয়নাকে সাহায্য

করছে? নয়না কখন সাহায্য চাইল সুব্রতের কাছে!

আজ পর্যন্ত এই ভদ্রলোক যা করেছেন, নয়নার সঙ্গে আলাপ, গত কালকের প্রস্তাব দেওয়া, সব তো যেচেই করেছেন ভদ্রলোক।

তাহলে এভাবে বলবেন কেন? নয়নাকে ক্রমশঃ উত্তেজিত করে তুলছে সুব্রত। নয়না ভদ্রতা রক্ষা করতে চাইলেও পারছে না ভদ্রতা রক্ষা করতে।

বসুন!

নয়নার কঠিন কণ্ঠস্বর উপেক্ষা করতে না পেরেই বুঝি সুব্রত আবার বসল।

আপনি আমার আবশ্যকতাকে জেনেছেন এবং সাহায্যের হাত বাড়িয়েছেন সে জন্য অনেক ধন্যবাদ সুব্রতবাবু। তবে একটা কথা জেনে রাখুন। এই বাড়ীতে আমার একটাই পরিচয়। আমি একজন ভদ্রলোকের স্ত্রী। স্বামী ও সন্তান সহ, স্ত্রীর ভূমিকা পালন করি আমি। এর বাইরে আমার আর অন্য কোনো পরিচয় নেই। এখানেই আমার একটা প্রশ্ন, আপনি কি আমায় অন্য রকম মহিলা মনে করেন! এমন অনেক মহিলা আছেন, নিজের সংসারের বাইরেও তাদের একটা অন্য পরিচয় থাকে। বাইরে, এক আলাদা ভূমিকা পালন করে তারা সুখ অনুভব করে। আপনি কি আমাকে তাদেরই একজন মনে করেছেন! আর সে জন্যেই, উপযাচক হয়ে সাহায্য করবার জন্য এগিয়ে এসেছেন। তাই যদি হয়, তাহলে আপনার এই ধারণা ভুল সুব্রতবাবু।

সুব্রত নয়নার ওপর সরাসরি দৃষ্টি রেখে, নয়নার কথাগুলো শুনল। নয়না থামতেই, বলল, থামুন আপনি। ভীষণ বাজে কথা বলছেন আপনি। আপনার মুখে এসব শোভা পায় না। গতকালও, আপনি অনেক অপ্রাসঙ্গিক কথা বলেছিলেন।

থামব কেন বলুন তো! আপনি এত কিছু করতে চাইছেন, তার একটা কারণ নিশ্চয় থাকবে।

আমি যা বলেছি বা করেছি, তা, নিঃস্বার্থ ভাবেই বলেছি বা করেছি। আপনি বুদ্ধিমতি, আপনার নিশ্চয় সেটুকু বোঝার ক্ষমতা আছে। সুব্রতকে খুব গম্ভীর দেখাল।

নীতিজ্ঞানহীন লোকদের দেখলেই নয়না চিনতে পারে। সুব্রত কে দেখলে মনে হয় না, কোন অনৈতিক কাজ করতে পারে। বয়স যাই হোক, চেহারার মধ্যে একটা সৌম্য ভাব আছে। এই লোক অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে কখনোও কিছু করবে না। সেদিন চাটু্য করে বলেছিল নয়নার মনের নাগাল পাওয়া যায় কিনা দেখতে এসেছে। কিন্তু সত্যি সত্যিই কি সুব্রত নয়নার মন নিয়ে চিন্তিত? শুধু চিন্তিত নয় বোধ হয় নয়নার মন অধ্যয়ন করবার ও চেষ্টা করেছে, ও সফল হয়েছে। এবং এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে, নয়নার মনটা ব্যাধিগ্রস্ত। তাই সেই ব্যাধি নিরাময়ের উপায় বার করে নিয়ে এসেছে। আশ্চর্য তো!

নয়না জোর গলায় স্বামীর কথা বললেও, নয়না তো একা, ভীষণ একলা নয়না। প্রতিদিন শূন্য মনে, উদাস হয়ে, বারান্দায় বসে থাকে। এসব লক্ষ্য করেই কি নয়নার মনের গোপন খবর আঁচ করেছে সুব্রত! আর কি জানে সুব্রত! নয়নার অজানা, অন্য কোনো গোপন তথ্য ও জানে কি? নয়নার স্বামী, অনেক রাত পর্যন্ত বাইরে থাকে। কোথায় থাকে, কি করে,

এসব ও কি জানে? জানে বলেই কি নয়নার প্রয়োজনটা জানতে পেরেছে? নয়নার মনের একটা আশ্রয় চাই। এই সত্যটা, বর্তমান নয়নার জীবনের একটা পরম সত্য। অন্ততঃ, একটা কর্মভূমি পেলেও, নয়নার মনের শূন্যতা কিছুটা কমবে। এই কি ধারণা করেছে সুব্রত! সব মানুষ তো সমান হয় না! সুব্রতের মধ্যেও নিশ্চয় একটা মন আছে, সহৃদয়তা আছে। তাই অন্য মনের যন্ত্রণা বুঝতে পারে। তা না হলে, নয়নাকে বলবে কেন, আমি কি জন্য বলেছি আপনি কি বুঝতে পারেন নি!

আর্থিক প্রয়োজন নয়নার নেই, এটা কি সুব্রত জানে না!

নয়না অন্যমনস্ক হয়ে কিছু ভাবছিল। সুব্রত আর কি বলবে? যতখানি পেরেছে বলেছে। সুব্রত যাবার জন্য উঠে দাঁড়াল।

চলি। আপনাকে বিরক্ত করলাম।

নয়না অন্যমনস্কতা ভেঙ্গে বলল, বসুন। একটু বসুন।

নয়না ভেতরে গিয়ে, রুক্মিনীকে এক কাপ চা বানাতে বলল। সেই ফাঁকে অন্তুকেও একটু খাইয়ে দিল।

ডিম্পি বলল, মা, ভাই আর কাঁদছে না!

হ্যাঁ, তোমার ভাই ভাল হয়ে গেছে। আমার সোনা ছেলেটা ভাল হয়ে গেছে। অন্তু কে বুকে জড়িয়ে ধরল নয়না।

মার্মনি, তুমি কিছু খাবে?

না, মা, কিছু খাব না। আমি এখন খেলছি।

এখন আর খেলা নয়, বই নিয়ে বোস। আমি আসছি।

রুক্মিনী চা আর বিস্কুট নিয়ে এল। নয়না বলল, আর কিছু নেই?

আর কি দেব মেমসাহেব? ডিম ভেজে নিয়ে আসব?

তাই নিয়ে এস। চা-টা নিয়ে যাও আর একটু গরম করে নিয়ে এস।

নয়না, চা আর ওমলেট নিয়ে এল।

সুব্রত বিব্রত ভাবে বলল। এসব আবার করতে গেলেন কেন?

শুধু চা ই। অফিস থেকে সোজা এসেছেন, নিশ্চয় খিদে পেয়েছে। আজ আমার ছেলেটা অসুস্থ। তাই বিশেষ আপ্যায়ন করতে পারলাম না। খান।

এসবের প্রয়োজন ছিল না।

আপনি লোকের প্রয়োজন ধরতে পারেন আমি পারি না?

নয়নার আন্তরিক স্বরটায়, সুব্রতের জন্য ও কোনো স্বীকৃতি আছে বুঝতে পেরে খুশি হল সুব্রত।

কি হয়েছে ছেলের?

একটু অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। তাই আমি খুব দুশ্চিন্তায় ছিলাম। এখন একটু সুস্থ।

ডাক্তার! মানে ওষুধ আনা হয়েছে?

ডাক্তার বাবু সকালে এসেছিলেন।

আমি যদি কিছু করতে পারি। মানে, যদি মনে করেন আমাকে দিয়ে কিছু করান যায় বলুন?

না, এখন আর কিছু লাগবে না। এখন খেলছে আমার ছেলে।

ঘোষদা তো নেই?

হ্যাঁ নেই।

অরিন্দমের কথা বলতে অস্বস্তি হল নয়নার। কি বলতে, কি বলে ফেলবে নয়না। কারণ এরা হয়ত, নয়নার থেকে বেশী খবর রাখে অরিন্দমের। তাই সংক্ষেপে জবাব দিল। কোথায় গেছে? কার সঙ্গে গেছে? ইত্যাদি প্রসঙ্গ ওঠালে নয়নাই হয়ত বিপদে পড়ে যাবে।

কবে ফিরবেন?

সঠিক আমিও জানি না। এবারেও, যেটা সত্য সেটাই বলল নয়না। অরিন্দমের কথা মতো, নয়না যদি বলে তিন চার দিন পর ফিরবে, আর সুব্রত যদি সঙ্গে সঙ্গে বলে, না তো, উনি বলেছেন, এক সপ্তাহ পরে ফিরবেন। তখন নয়না খুব লজ্জা পেয়ে যাবে। লজ্জার থেকেও বেশী, অপমানিত বোধ করবে। এ ধরনের পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। তাই নয়নাকে সতর্ক থাকতে হবে।

সুব্রত চা শেষ করে উঠে দাঁড়াল। এবারে আসি।

নয়না, অন্যমনস্ক মনে কিছু ভাবছিল বুঝি। সুব্রতের কথা শুনতে পেল না।

সুব্রত লক্ষ্য করল, লজ্জা ও আনন্দের সংমিশ্রণে, এক অদ্ভুত ভাব নয়নার চেহারায়। সুব্রত নয়নার সমস্যাটা আঁচ করতে পেরেছে বলে কুণ্ঠাবোধ! সুব্রত সাহায্যের হাত বাড়াতে প্রস্তুত, তাই খুশি হয়েছে? হয়ত তাই।

সুব্রত আরেকবার বলল, আমি তাহলে আসি?

এবারে শুনতে পেল নয়না। সলজ্জ ভাবে উঠে দাঁড়াল। যাবেন? আসলে, আমার না খুব আশ্চর্য লাগছে জানেন। মানে, আপনি আমাকে; মানে, আমার মানসিক পরিস্থিতিটা এত স্পষ্ট করে বুঝলেন কি করে? আপনার সঙ্গে আমার তো তেমন পরিচয়ও নেই? তা সত্ত্বেও আপনি আমার মনটা এত পরিষ্কার করে পড়তে পারলেন। আপনি মানুষকে চিনতে চেষ্টা করেন, মানুষের কষ্ট বোঝেন, কষ্ট লাঘব করবার উপায় খোঁজেন। এটা কিন্তু, আপনার একটা মস্ত বড় গুণ। ইনফ্যাক্ট, আমি আপনার এই গুণ সম্বন্ধে অবগত হতাম না; যদি না...। আসলে, আপনার মধ্যে খুব বড় একটা হৃদয় আছে। আপনি একজন ভাল মানুষ সুব্রতবাবু।

ভীষণ অন্য রকম দেখাচ্ছে ভদ্রমহিলাকে। প্রথমদিন এনাকে দেখে সুব্রতের মনে হয়েছিল, ইনি একজন ভাল মানুষ। ভাল মানুষ অর্থে, যাদের মন স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন। যারা, ন্যায্য ও যথার্থতা দিয়ে সব কিছুর বিচার করে। কিন্তু, কিছুদিন পর মনে হয়েছে ভাল মানুষ হলেও এই মানুষের কোনো দুঃখও আছে।

তারপর থেকেই, সুব্রতের মধ্যে একটা অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছে। ভাল মানুষদের দুঃখ থাকতে যাবে কেন? দুঃখ মানুষের মধ্যে আপনা থেকে আসেনা। মানুষ বিপাকে পড়ে

দুঃখ তৈরী করে, নিজেকে ক্ষত বিক্ষত করে। এই মানুষও কি ক্ষত বিক্ষত হচ্ছে?

কাউকে দেখে, তার প্রতি কোনোও বিশেষ ধারণার জন্ম হলে, মানুষের চিন্তা ভাবনার মধ্যে সেই মানুষই অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় হয়ত। কিন্তু চট করে, কারও দুঃখ দেখে, এতটা ব্যাতিব্যস্ত হওয়া কি উচিত? সত্যিই, সুব্রত বোধহয় বেশী বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে। ভদ্রমহিলাকে খুব লজ্জায় ফেলে দিয়েছে সুব্রত।

ভদ্রমহিলাকে প্রথম দিন দেখে, সুব্রতের এও মনে হয়েছিল, ভদ্রমহিলা ঠিক সাধারণ নন। সাধারণ নন বলেই বোধহয়, সুব্রতের এই, উপযাচকের ভূমিকাটার, এত সুন্দর ব্যাখ্যা করলেন। সুব্রতর মধ্যে একটা বড় হৃদয় আছে! সুব্রত মানুষ! তাই কি? হলেও, হতে পারে। কিন্তু এই মুহূর্তে খুব অস্বচ্ছন্দ বোধ করছে সুব্রত। সুব্রত এখন যেতে পারলেই বাঁচে।

আমার ছেলেটা এখনও কোলের। ওকে ছেড়ে, চার পাঁচ ঘণ্টা বাইরে থাকার কথা ভাবতে পারি না আমি। তা না হলে, আপনার প্রস্তাবটা লোভনীয় ছিল। একটা কাজ আমার চাই। শেষের কথাটা বলবার সময়, নয়নার চেহারায় একটা অদ্ভুত ভাব ফুটে উঠল। কোনও ব্যক্তিত্বময়ী যেন প্রবল দৃঢ়তার সঙ্গে কোনো অটুট সত্যের ঘোষণা করল।

সুব্রত ও অবাক হয়ে তাকাল ক্ষণিক পূর্বের, লজ্জা ও আনন্দ মিশ্রিত রূপটায়, এখন বুঝি আরো অন্য কিছুর সংযোজন হয়েছে। ভদ্রমহিলাকে প্রায়ই দেখে সুব্রত। ভদ্রমহিলার চেহারাটা চেনা সুব্রতের। কিন্তু, এই মুহূর্তে, সেই পরিচিত রূপটা খুঁজে পাচ্ছে না সুব্রত। এখন, এই মানুষ যেন সম্পূর্ণ অন্য। ভদ্রমহিলার চেহারাটা এত আকর্ষণ করছে সুব্রতকে, সুব্রত দৃষ্টি ফেরাতে পারছে না। মানুষের বাইরের রূপের সঙ্গে, মানুষের অন্তরের আভ্যন্তরীন রূপটা যখন মিলে মিশে একাকার হয়ে যায়, তখনই বোধ হয় মানুষকে এমন স্বচ্ছ ও নির্মল দেখায়। সম্মুখে দণ্ডায়মান এই রমনীকে, অপরূপতার এক প্রতীক মনে হচ্ছে সুব্রতর, সুব্রত তাল হারিয়ে, মুগ্ধ নয়নজোড়ার অবাধ্যতা মানতে বাধ্য হচ্ছে। সুব্রতের অস্বাভাবিক দৃষ্টি প্রত্যক্ষ করে, নয়না অস্বস্তি নিয়ে বলল, আপনাকে আর আটকাব না।

সুব্রত দৃষ্টি অবনত করল। সুব্রত কি কোনো অন্যায় করল? না, তা কেন হবে। ভদ্রমহিলা সত্যিই সুন্দরী, সুন্দরকে প্রত্যক্ষ করা তো অন্যায় নয়। সুব্রতর মনে অন্য কোন ভাবনা ছিল না। আসলে এই ভদ্রমহিলা শুধু ভাল নয়, অন্য এক অপরূপতার ও অধিকারী। এই সত্যটা বুঝি, এই মুহূর্তেই প্রত্যক্ষ করল সুব্রত। সেজন্যেই সুব্রত একটু বেতাল হয়ে গিয়েছিল। সুব্রত তো চলে যেতেই চাইছিল। কিন্তু, 'আমার একটা কাজ চাই'। এই কথাটা কি জন্য বললেন ভদ্রমহিলা! কথাটা কি সুব্রতের জন্য কোনও আদেশ! বর্তমানে, স্কুলের কাজটা গ্রহণ করা সম্ভব নয়, তাই, সুব্রত যেন অন্য কোনও কাজ জোগাড় করে দেয়! নাকি, নিজের প্রয়োজনটা বুঝতে পেরে, নিজের জন্যেই বললেন কথাটা!

সুব্রত যাবার জন্য পা বাড়িয়েও আবার দাঁড়াল। নয়নাকে বলল, প্লিজ কিছু মনে করবেন না।

না, না, কিছু মনে করতে যাব কেন? আমি মানুষ পছন্দ করি সুব্রতবাবু। আপনি সত্যিকারের মানুষ। সুব্রত সলজ্জ ভঙ্গিতে হাসল। বলল, এতক্ষণ খুব খারাপ লাগছিল জানেন,

মনে হচ্ছিল, আপনি আমার উপর খুব বিরক্ত হয়েছেন।

বিরক্ত হয়েছিলাম। তবে, এখন আর রাগ নেই। আমার মতো একজন সাধারণ মানুষের জন্য আপনি এত গভীর চিন্তা করেছেন, সহায়তার হাত বাড়িয়েছেন, এ যে, অভাবনীয়। ধন্যবাদ সুব্রতবাবু। অনেক ধন্যবাদ।

সুব্রত বিব্রত ভাবে হাসল।

কারো মনের খবর জানা বা বোঝা, এত সহজ নয় সুব্রতবাবু। কারও মন বোঝার জন্য যথেষ্ট সময়ের প্রয়োজন। যথার্থ কারণ সংগ্রহ না করে, কারো সম্বন্ধে কোনো নিশ্চিত ধারণা পোষণ করা যায় না সুব্রত বাবু। আমি ভেবে পাচ্ছি না, আমার প্রতি আপনার ধারণাকে, এত সহজে সত্য বলে ধরে নিলেন কেন। শুধু আমার চেহারা দেখে নিশ্চয় নয়।

সুব্রত অস্বস্তি বোধ করল। কি জবাব দেবে সুব্রত?

আমার ভুল হয়ে থাকলে মাপ করে দিন।

না, না, আপনি মাপ চাইবেন কেন। আপনি একটা সত্যকে, সত্য বলে ঘোষণা করেছেন। আপনার বিবেক ও বিবেচনা আপনাকে যা করতে বলেছে, আপনি তাই করেছেন।

মার্জনা, আমি চাইছি সুব্রতবাবু। আমি আপনার সঙ্গে বেশ রূঢ় ব্যবহার করেছি।

সুব্রত কি করবে বুঝতে না পেরে বিব্রত ভাবে দাঁড়িয়ে রইল।

আপনার অস্বস্তি বোধ করবার কোনো কারণ নেই সুব্রতবাবু। কারণ, আমার প্রতি আপনার ধারণাটা মিথ্যে নয়।

সত্যকে আড়ালে রেখে তো লাভ নেই। নয়না সত্যকে অস্বীকার করবে কেন? কলোনীর মধ্যে কোনো খবর রাখ ঢাক থাকে না। নয়না অস্বীকার করতে চাইলেই তো, সত্য চাপা পড়ে যাবে না। নয়না অরিন্দমের সঙ্গে ঝগড়া করে, অনেক গোপন খবর সংগ্রহ করতে পারত হয়ত। নয়না করতে চায় না। কারণ নয়না এসবে আগ্রহী নয়।

সুব্রত অবাক হয়ে চাইল। নয়না, এত স্পষ্ট উক্তিতে সুব্রতের ধারণাকে সত্য বলে স্বীকার করে নেবে, আশা করেনি সুব্রত। এবারে আপনি যান সুব্রতবাবু। আমার ছেলেমেয়ে, অনেকক্ষণ থেকে মা ছাড়া।

নিশ্চয়, আমার তো অনেক আগেই চলে যাওয়া উচিত ছিল। চলি।

অন্তু, অনেকক্ষণ মায়ের সঙ্গ পায়নি, নয়নাকে দেখতে পেয়ে কোলে উঠতে চাইল। ছেলেকে কোলে নিয়ে আদর করতে ব্যস্ত হল নয়না। অন্তুর এখন আদর চাই না। অন্তুর এখন ক্ষিদে পেয়েছে। ঘুম পেয়েছে। মায়ের কোল ঘেষে, দুধ খেতে খেতে, ঘুমিয়ে পড়তে চায় অন্তু।

মা, হোম ওয়ার্ক করব? ডিম্পি বই খাতা খুলে জিজ্ঞেস করল।

একটু সবুর কর মামনি, ভাইকে ঘুম পাড়িয়ে, আসছি আমি। দেখিয়ে দেব। ডিম্পির পাশে না বসলে, ডিম্পি একা হোম ওয়ার্ক করতে পারে না।

মা আমার ঘুম পেয়ে যাবে।

ঘুমিওনা মামনি, এক্ষনি আসছি আমি। সুব্রত এলো বলে দেরী হয়ে গেল আজ। তা

নাহলে অনেক আগেই ডিম্পিকে নিয়ে বসতে পারত নয়না।

মেমসাহেব, কি দিয়ে, কি রান্না হবে বলে দিন। আপনি তো সারাদিন খাননি, তাড়াতাড়ি করে ফেলি, খেয়ে নেবেন। করবে? অন্তুকে ঘুম পাড়িয়ে আমি না হয় করতাম।

ওকে ঘুম পাড়িয়ে আপনি কত কি করবেন মেমসাহেব! এই তো, মেয়েকে বললেন, অন্তুকে ঘুম পাড়িয়ে ওকে পড়াবেন। নয়না হাসল। সত্যিই, একলা হাতে দুটো বাচ্চা নিয়ে সবদিক সামলান মুশকিল। আজ রুক্মিনী না থাকলে নয়নার খুব অসুবিধে হতো।

আমার হাতে খেতে আপনার আপত্তি নেই তো!

ও মা আপত্তি থাকবে কেন!

তাহলে, আমি যখন রইলাম, আমিই, এদিকটা করি না? আপনি মেয়েকে দেখুন।

তাহলে কর। তোমার যেমন ইচ্ছে কর। নটার মধ্যে খাওয়া দাওয়ার পাট চুকে গেল। ডিম্পি অন্তু ঘুমিয়ে পড়েছে। নয়নার ও ঘুম পাচ্ছে।

তুমি মেঝেতেই বিছানা করে নাও রুক্মিনী, আলাদা খাট তো নেই।

আমার জন্য ভাববেন না মেমসাহেব। একটা চাদর বিছিয়ে মেঝেতে শুয়ে পড়ব।

তা কেন করবে, বিছানা আছে। রুক্মিনীর জন্য তোষক, মশারী সব বার করে দিল নয়না।

আমি শুয়ে পড়ছি রুক্মিনী, সুখনের আসবার কথা আছে, এখানে শোবার কথা ছিল ওর। এলে, বলে দিও, আজ আর লাগবে না। কাল যেন আসে।

সুখনের আর আসবার দরকার নেই মেমসাহেব। যে কয়দিন সাহেব আসবেন না, আমিই থেকে যাব।

রাত্রি বাড়লেও ঘুম আসছিল না নয়নার। শুয়ে শুয়ে, নিজের কথাই ভাবছিল নয়না। অরিন্দমের অনুপস্থিতে নয়না নিজেকে এত অসহায় মনে করে কেন। অরিন্দম, বাড়িতে থাকলেও, নয়না কি অরিন্দমের সঙ্গ পায় না পেয়েছে? নয়না ও অরিন্দমের বিবাহিত জীবনের প্রথম দিন থেকেই নয়নার প্রতি বিরূপ ভাব অরিন্দমের। এ বাড়ীতে এসে নয়না যেন বিরাট বড় অপরাধ করেছে। নয়নার এই মারাত্মক অপরাধ সত্ত্বেও অরিন্দম নয়নাকে সহ্য করছে। এই রকমের মনোভাব অরিন্দমের। নয়না কোনো অন্যায় করেনি নয়না কেন অপরাধী হতে যাবে। সংসারের কোন কাজটা করে না নয়না? সুগৃহিনীর মতো সংসারের প্রতিটি কর্তব্য নীরবে পালন করে যাচ্ছে নয়না। অরিন্দমের অভিযোগ করবার মতো কোন সুযোগ রাখে না নয়না। রাত করে বাড়ী ফেরা নিয়েও, কোনও প্রতিবাদ করে না। বিয়ের পর, প্রথম কয়েক দিন খুব অস্বস্তি হয়েছিল নয়নার। অনেক রাত পর্যন্ত, ঘরে একা থাকতে ভয় করত। তাই, দু-এক বার বলেছিল, তুমি একটু তাড়াতাড়ি ফিরতে পার না? আমার কাজ থাকে। অরিন্দম জবাব দিত। প্রতিদিন, সুরা পান করে ঘরে ফেরাটা বুঝি কাজ? নয়না এই প্রশ্ন করতে পারত। শুধু এই প্রশ্ন কেন, আরো অনেক প্রশ্ন করতে পারত কিন্তু করেনি। কেন প্রশ্ন করবে নয়না? সে তো অযাচিত ভাবে এখানে আসেনি? স্ত্রীর অধিকারে এখানে

বাস করছে। নয়নার অধিকারের মর্যাদা হানি করছে অরিন্দম। এই ব্যাপারটাই সে মেনে নিতে পারছে না। কিছুতেই না।

পরে, ধীরে ধীরে, অনেক কিছু জানতে পেরেছে সে। কলোনীর, সেরা সেরা জুয়াড়ীদের তাসের আড্ডা বসে প্রতিদিন এবং সেই আড্ডায় সুরা পান করা প্রত্যেকের একটা অভ্যাস। অরিন্দম এই আড্ডায় নিয়মিত যাতায়াত করে।

মদ, তাস, জুয়া, এসবের সঙ্গে, কখনো পরিচিত ছিল না নয়না। মনে খুব কষ্ট হতো। তার স্বামী মদ খায়? জুয়া খেলে? কেমন যেন অদ্ভুত লাগত।

দিন যত অতিক্রান্ত হচ্ছে, অন্য একটা অস্পষ্ট সত্য, ক্রমশঃ আবরণ মুক্ত হয়ে, নির্ভুল ভাবে পরিস্ফুট হচ্ছে। নয়না আঁচ করতে পারছে, অরিন্দমের নেশা শুধু সুরা পানের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। নয়নার ঘাটাতে ভয় করে। কেঁচো খুড়তে, সাপ বেরিয়ে এলে, সেই সাপের ফণার, মুখোমুখি দাঁড়াবার ক্ষমতা হবে কি তার? অজানা অপরিচিত, কোনো ভয়ংকর সত্যকে, সহ্য করবার অসীম ক্ষমতাকে আয়ত্ত করতে পারবে কি নয়না?

ডিম্পি আসবার পর, নয়নার মনোব্যথা অনেকটা লাঘব হয়েছে। ডিম্পি শিশু হলেও, ঘরের একজন সদস্য। তারপর অন্তু এসেছে। স্নেহ, মমতা, আদর, ভালবাসা, অঢেল ব্যয় করতে পারে নয়না। দুই সন্তানের উপর ভালবাসা ঢেলে, সে তৃপ্ত।

কিন্তু, নয়না নামের রমনী তো, কেবল, একজন মা নয়! তার অন্য এক পরিচয়, এই রমনী একজন যুবতী নারী। মানুষের যৌবনকাল অন্তরের চাহিদায় আকুল হয়ে ওঠে। একটা নির্দিষ্ট বয়স সীমায় পৌঁছে, মানুষের অন্তর পরশ চায় প্রিয়জনের, প্রিয়তমের পরশে উত্তাল হৃদয়কে, শান্ত করতে চায়। কিন্তু, সুন্দর, স্বাস্থ্যবান স্বামী থাকা সত্ত্বেও নয়না যে ভীষণ একা। নয়নার জন্য কারো অন্তরের স্পর্শ কোথায়? এই কয়েক দিন নয়না নিজেকে বুঝিয়েছে। সব রকমের দুর্বলতা থেকে মুক্ত রাখতে হবে নিজেকে। যে অভাব বোধে নয়না কাতর হয়, সেই অভাববোধ থেকে, নিজেকে সম্পূর্ণ দূরে সরিয়ে রাখতে হবে। মনকে, শক্ত ও বলশালী করে তুলতে হবে।

ছয়দিন পর বিকেলের দিকে অরিন্দম ফিরল। নয়না অন্তু ডিম্পিকে পার্কে পাঠিয়ে নিজেও বার হচ্ছিল। পার্কের, খোলা জায়গায় অন্তু হাঁটবার চেষ্টা করে, অন্য বাচ্চাদের সঙ্গ পায়। ডিম্পিও বাচ্চাদের সঙ্গে খেলা করে। নয়নাও আজকাল বিকেলে পার্কে চলে যায়। অন্য কোনো ভদ্রমহিলাকে পেলে গল্প করে, না হলে বাচ্চাদের সঙ্গেই কাটিয়ে দেয় বিকেলটা।

বার হবার সময়, অরিন্দমকে ড্রইংরুমে বসে থাকতে দেখে অবাক হল নয়না। সম্পূর্ণ মানুষটা যেন ধূলায় ধূসর। অত্যন্ত ক্লান্ত দেখাচ্ছে অরিন্দমকে। কি আশ্চর্য! এমন দেখাচ্ছে কেন অরিন্দমকে? এতটা পথ কি অরিন্দমই ড্রাইভ করে এসেছে? ড্রাইভার নেয়নি সঙ্গে? এই প্রশ্নগুলো অতি স্বাভাবিক প্রশ্ন। যা সহজে অরিন্দমের কাছে রাখতে পারত। কিন্তু, নয়না রাখবে না। প্রয়োজনের বাইরে নয়না যাবে না। তাই, প্রয়োজনের ভিত্তিতেই জিজ্ঞেস করল, তুমি কখন এলে?

অরিন্দম শ্রান্ত দৃষ্টি নিয়ে চাইল শুধু। কিছু বলল না।

কিছু খাবে? দেব? মানে জল বা সরবত? নয়না আবার জিজ্ঞেস করল।

—এক গ্লাস জল দাও।

নয়না জল এনে দিল।

একটু বিশ্রাম নাও। খুব পরিশ্রান্ত দেখাচ্ছে তোমাকে। তারপর না হয় স্নানটান করবে।

অরিন্দম কিছু বলল না।

যদি কিছু খেতে চাও, বানিয়ে দিচ্ছি। আমি পার্কে যাচ্ছিলাম। ডিম্পি অন্তু ওখানেই আছে।

এবারেও অরিন্দম নীরব রইল। কোনো জবাব দিল না।

অরিন্দম জবাব দিক, বা না দিক। নয়না, নয়নার কর্তব্য করবে। অরিন্দম সাড়া দিক, বা না দিক। নয়না যে কর্তব্য করছে, তার প্রমাণ তো থাকবে।

নয়না পার্কে গেলে, রুক্মিনী ঘরে যাবে। সন্ধ্যে হয়ে যাচ্ছে, রুক্মিনীর না আবার দেরী হয়ে যায়। অরিন্দম কিছু বলছে না কেন?

নয়নাই বা আর কত প্রশ্ন করবে?

তুমি যাও। অরিন্দম দাঁড়িয়ে সার্টের বোতাম খুলতে খুলতে বলল।

মাথার চুল উস্কো-খুস্কো বিধ্বস্ত, ধুলার প্রলেপে মাখামাখি। গাত্রবর্ণ তামাটে, রুগ্ন রুক্ষ, গালভর্তি দাড়ি, কেমন যেন দেখাচ্ছে অরিন্দমকে। খাজুরাহের শিল্পকলা পরিদর্শন করতে গিয়ে এই হাল করেছে শরীরের। খুব করে সাবান ঘষে চান করতে হবে, তবে যদি আসল রূপটা ফেরে। নয়না দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুধু ভাবলই কথাগুলো। বলা তো যাবে না। মানে নয়না বলবে না। স্যুটকেস খুলে নোংরা জামাকাপড় বার করল অরিন্দম।

এসব তো পরে করলেও হয়, এখন চান করে বিশ্রাম নিক না অরিন্দম।

অন্তু কেমন আছে?

সাত দিন পর অন্তুর কথা মনে পড়েছে। নয়না অভিমান চেপে বলল, ভাল।

নিয়ে এস ওদের। অনেক দিন দেখি নি।

অন্তরের টান? না রক্তের টান? যে টানই হোক, নয়নার অন্তর স্পর্শ করল কথাটা। পিতা, সন্তানদের দেখবার আকুলতা প্রকাশ করেছে। স্ত্রীর জন্য, কোনো দরদ না থাকুক, সন্তানদের কাছে পেতে চাইছে অরিন্দম, এটাও তো কম নয়।

অন্তু, ডিম্পিকে নিয়ে এসে নয়না খাবার তৈরী করল। নিশ্চয় খিদে পেয়েছে অরিন্দমের। তা না হলে এত শুকনো দেখাবে কেন! অরিন্দম চান সেরে, পাজামা পাঞ্জাবী পরে, অনেক দিন পর বুঝি নয়নাদের বড় বিছানায় বসেছে। অন্তু কোলে, ডিম্পি পাসে। নয়নার খুব ভাল লাগল দেখে।

ডিম্পির হাতে একটা নতুন বই। জন্তু-জানোয়ারের ছবিগুলো মন দিয়ে দেখছে ডিম্পি। বইটা নিশ্চয় অরিন্দম এনেছে। তাহলে অরিন্দম নামের পিতৃত্বের মধ্যেও স্নেহ মমতা আছে!

তুমি নাহয় খেয়ে নিতে, এখানে এনে দেব? নয়না জিজ্ঞেস করল।

কি দেবে?

চাউমিন বানালাম। তাড়াতাড়ি হয়ে গেল।

দাও, এখানেই এনে দাও।

নয়না খাবার আর চা নিয়ে এল। কাপ ডিশ রেখে অন্তুকে উঠিয়ে নিল।

বা, বত্র, বা, বত্রা। অন্তু বাবার কাছেই থাকতে চাইছে, তাই চেঁচাতে শুরু করল।

নয়না বলল, না এখন বাবা নয়, বাবা খেয়ে নিক। তারপর যাবে বাবার কাছে। এমন মায়া মিশিয়ে, অন্তর ঢেলে বলল নয়না কথাটা, অরিন্দম ও একটু বিবশ না হয়ে পারল না।

অন্তু কান্না শুরু করে দিয়েছে।

অরিন্দম বলল, থাক না উঠিয়ে নিলে কেন।

ওখানে থাকলে গরম চায়ে হাত দিতে চাইবে। তোমার খাবার খেতে চাইবে। তোমার হয়ে যাক। তারপর নিও।

ডিম্পি বলল, মা আমিও খাব।

হ্যাঁ, তোমারটা টেবিলে রেখেছি। নিয়ে নাও। আমি ভাইকে নিয়ে ও ঘরে যাচ্ছি। তা না হলে, ভাই ও খাবার জন্য বায়না ধরবে।

সারা সন্ধ্যেটা, ডিম্পি অন্তু কে নিয়ে বিছানায় কাটাল অরিন্দম। আজ বুঝি বাইরে যাবে না। যাবে কি করে, অসম্ভব কাহিল হয়ে পড়েছে যেন অরিন্দম।

অনেক দিন পর নয়না একটু শান্তি পেল। নয়নাকে পৃথক করে, কোনঠাসা করে রাখুক অরিন্দম, ক্ষতি নেই। বাচ্চা দুটোকে নিয়েই না হয় মেতে থাকুক অরিন্দম। সন্তানরা কি পিতাকে আনন্দ দেয় না! পিতা কি সন্তানের মায়ায় ঘরকে আপন ভাবে না!

বাবা আমাকে দাও। ডিম্পি বায়না ধরল।

অরিন্দম, অন্তুর কচি হাতটা নিয়ে খেলা করছে। চুস, হাত বন্ধ কর। অরিন্দম নিজের হাত দিয়ে কিছু দিল অন্তুকে। বন্ধ কর খোল কিছু নেই।

বাবা আমাকে। ডিম্পি আবার আব্দার ধরল.

হ্যাঁ, দুজন কে দিচ্ছি। এবারে, তোমার হাত দাও।

অনেক দিন পর অরিন্দমকেও খুশি খুশি দেখাচ্ছে।

নয়না মনে মনে, ভগবানের কাছে প্রার্থনা করল, ভগবান এভাবেই ঘরে বন্দী করে রেখ মানুষটাকে। বাইরের, অপরিচ্ছন্ন জগতে আর যেতে দিও না, এটুকু কৃপা করো ভগবান।

রাতের খাওয়া শেষ করে অরিন্দম আবার, বাচ্চাদের বিছানায় উঠে বসল। অন্তু ঘুমিয়ে পড়েছে। ডিম্পি বাবার পাশে বসে কিছুক্ষণ জেগে থাকল, তারপর ঘুমিয়ে পড়ল। অরিন্দম, টি. ভি. তে নিউজ দেখে শুয়ে পড়েছে।

অরিন্দম কি নিজের কামরায় যাবে না! নয়নার ও তো ঘুম পাচ্ছে। নয়না কি বলবে, এখন ওঠ, নিজের কামরায় যাও?

না, নয়না, বলবে না। বললে, অরিন্দমের আলাদা কামরায় বাস করাটাকে, নয়নার দ্বারা স্বীকৃতি দেওয়া হবে। কারণ, নয়না তো কখনো বলে নি, এই কামরা ছেড়ে তুমি অন্য

কামরায় যাও। টুকটাক কাজ আর কতক্ষণ করবে নয়না। অন্তুর জন্য একটা সোয়েটার বুনছিল। সেটাও গতকাল শেষ হয়ে গেছে। অরিন্দম নিজের কামরায় চলে না যাওয়া পর্যন্ত, নয়নাকে বসে থাকতে হবে। একটা ম্যাগাজিন নিয়ে পড়বার ব্যার্থ প্রয়াস করল নয়না। হঠাৎ খেয়াল হল, অরিন্দম নাক ডাকছে। ঘুমিয়ে পড়েছে অরিন্দম।

ঘুমোক। কিন্তু, নয়না কোথায় শোবে? ড্রইংরুমে গিয়ে ডিভানে শুয়ে পড়বে! না, ওখানে শোবে না নয়না। অরিন্দম যদি কোনো সংকল্প নিয়ে উঠে আসে!

আজকাল নয়না, কেমন যেন হয়ে গেছে। নয়নার জন্য, অরিন্দমের মধ্যে কোন খিদের লক্ষণ আঁচ করতে পারলেই আড়ষ্ট হয়ে যায় নয়না। ভয় করে না। কিন্তু, মনটা প্রবল ভাবে বিতৃষ্ণার স্বীকার হয়ে যায়। অরিন্দম গভীর ঘুমে অচেতন। রাত ক্রমশঃ বাড়ছে। নয়না আর কতক্ষণ জেগে বসে থাকবে। অরিন্দমের পাশে ডিম্পি ঘুমোচ্ছে। তারপর অন্তু। নয়না, লাইট নিভিয়ে, অন্তুর পাশে দেওয়াল ঘেষে শুয়ে পড়ল।

প্রায় এক সপ্তাহ পর ফিরল অরিন্দম। কয়েকটা প্রয়োজনীয় কথা ছাড়া, নয়নার সাথে আর কোনো কথাই বলল না। খুব কান্না পেয়ে গেল নয়নার। কেন এত অবহেলা নয়নার? নয়না অসুন্দর এই খুঁতটাই কি একমাত্র কারণ? আজকের সন্ধ্যাটা কি সুন্দর ভাবে, ডিম্পি অন্তুর সঙ্গে, অন্তুর মাতামাতি করে কাটাল অরিন্দম। সাথে নয়নার জন্য ও খানিকটা অন্তর থাকলে, কোনো ক্ষতি তো হতো না। নয়না কেন দেওয়াল ঘেষে শুয়ে রয়েছে? নয়না কি অরিন্দমের পাশে অরিন্দমকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে থাকতে পারত না! এটাই তো স্বাভাবিক ছিল।

সকালবেলা ডিম্পিকে স্কুলে পৌঁছে দিয়ে এসে, অরিন্দমকে খাবার দিচ্ছিল নয়না। অরিন্দমকে আজ খুব গম্ভীর দেখাচ্ছে। খাবার বেড়ে দিয়ে, নয়না অরিন্দমকেই লক্ষ্য করছিল অরিন্দমের চেহারায় কোনো পরিবর্তন এসেছে কিনা, বোঝবার চেষ্টা করছিল। গতকাল, হঠাৎ, অপ্রত্যাশিত ভাবে, এক সুন্দর ঘরোয়া পরিবেশ রচনা করেছিল এই মানুষটি। এই ঘরে, সেই সুন্দর ঘরোয়া পরিবেশের সৃষ্টি কি আজও হবে? ডিম্পি অন্তুর টানে, অরিন্দম সময়ে বাড়ী ফিরবে? ওদের দুজনকে নিয়ে মেতে থাকবে।

নয়না অরিন্দমকে দেখছিল। হঠাৎ চোখা চোখি হলো। অরিন্দম, অস্বস্তি নিয়ে দৃষ্টি সরিয়ে নিল। নয়না অরিন্দমের দিকে চেয়ে কি কোনো অন্যায় করেছে। কেন এমন করে অরিন্দম! অরিন্দমের এই ধরণের আচরণ খুব কষ্ট দেয় নয়নাকে। দুপুর বেলা আমি খাব না। আমার জন্য রান্না করো না। অরিন্দম, গাম্ভীর্য বজায় রেখে বলল।

কথাটা শেল হয়ে বুকে লাগল নয়নার। নয়নার ক্ষীণ আশা ছিল, অরিন্দম বোধ হয় বদলাতে শুরু করেছে। দুপুর বেলা না খাওয়া মানে, সমস্ত দিনের জন্য ঘরে অনুপস্থিত থাকা। বাইরের সমস্ত জৈবিক কাজ সেরে গভীর রাতে ঘরে ফেরা। কষ্ট চেপে ম্লান মুখে দাঁড়িয়ে রইল নয়না। কোনো মন্তব্য করল না।

নয়নার উচিৎ ছিল জিজ্ঞেস করা, কেন? ঘরে খাবে না কেন? তাহলে, কোথায় খাবে? কিন্তু নয়না এসব জিজ্ঞেস করবে না। তার একটা অভিমান বোধ, নয়নাকে এসব ব্যাপারে

মুখ বন্ধ রাখতে বাধ্য করে।

যা বলে অরিন্দম, তাও তো সম্পূর্ণ করে বলে না। দুপুর বেলা আমি খাব না বলেই কথাটার সমাপ্তি টানা হলো। সঙ্গে বলা যেত না কোথায় এবং কেন খাবে? নয়নার ভীষণ লাগে এসব। অরিন্দম মনে করে, নয়নার কোন অধিকার নেই এসব জানবার। ব্যথা হজম করল নয়না।

অরিন্দমের ক্লান্তি এখনো সম্পূর্ণ মুছে যায়নি। খাজুরাহ ভ্রমণের ধকল, চেহারায় সুস্পষ্ট। নয়না বলল, শরীর ভাল না থাকলে দুপুরবেলা একটু বিশ্রাম নিয়ে যেও। ঘরে না খেলে, না খাক অরিন্দম। কিন্তু বিশ্রাম নিতে তো দোষ নেই।

রুক্মিনী আজ তাড়াতাড়ি চলে গেছে। ডিম্পি অন্তু ঘুমোচ্ছে। ওরা জাগলে দুধ খেতে দেবে বলে দুধ গরম করে রাখল নয়না। তারপর, নিজেও তৈরী হয়ে নিল। দুজনকে নিয়ে পার্কে যাবে।

অরিন্দমের কামরায়, অরিন্দমের কাপড় রাখতে গিয়ে অবাক হলো নয়না। অরিন্দম ঘুমোচ্ছে। কখন এলো অরিন্দম! নয়না ঘড়ি দেখল চারটে দশ। এসময় অফিস ছেড়ে বাড়ীতে থাকবার কথা নয় অরিন্দমের। অসম্ভব পরিশ্রান্ত দেখাচ্ছে অরিন্দমকে। শরীরটা কি বেশী খারাপ করেছে? অরিন্দমের, শ্রান্ত ক্লান্ত চেহারাটা দেখে মায়া হলো নয়নার। নয়না কি একটু হাত বুলিয়ে দেবে? মাথায়, গালে, মুখে? নয়নার কি কর্তব্য নয় অরিন্দমের একটু সেবা করা! সে কি আদর সোহাগ দিয়ে বেঁধে রাখতে পারে না অরিন্দমকে? তার কি সে ক্ষমতা নেই? নাকি, ভালবাসতে জানে না? ভালবাসতেই তো চায় নয়না। নয়নার অন্তরের স্পর্শ পেলে হয়ত অরিন্দম তার চিরাচরিত নিয়ম পরিবর্তন করতে সমর্থ হতো। অরিন্দমের মাথার কাছে বসে, তাকে একটু আদর করবে নয়না! এই সুদর্শন পুরুষ নয়নার স্বামী, নয়নার সন্তানদের পিতা। নয়নার কেন অধিকার থাকবে না।

না, না। নয়না পারবে না। হঠাৎ তার অভিমান বোধটা, ভয়ংকর তীব্র হয়ে উঠল। এই লোক কেবল, নয়না নামের মানুষটাকে অপমান করে না, অবহেলা করে না, তার নারীত্বেরও অমর্যাদা করে এই লোক। ঘরে বিবাহিত স্ত্রী থাকা সত্বেও, নির্বিকারচিত্তে বিনা দ্বিধায়, অন্য নারীর সঙ্গে সম্পর্ক রাখে এই পুরুষ। প্রবল বিতৃষ্ণা নিয়ে নয়না ফিরে এল।

তিন দিন ভীষণ জ্বরে ভুগল অরিন্দম। কঠিন ধাঁচের ফ্লু নিয়ে বিছানায় পড়ে রইল। নয়নার, দিবারাত্রির সেবা শুশ্রূষা ও ত্রুটিহীন কর্তব্যপরায়ণতা, অরিন্দমকে সময়ের পূর্বেই সুস্থ করে তুলল। কিন্তু, তার জন্য এতটুকু কৃতজ্ঞতা নেই অরিন্দমের, নেই এতটুকু সহানুভূতি। সুস্থ হয়ে ওঠার পরদিন থেকেই পুরনো স্বভাবে ফিরে গেল অরিন্দম। কি করবে নয়না? কি করতে পারে? প্রতিবাদ করবে নয়না? তুমি এমন করতে পার না। এসব তোমার অন্যায়। আমার প্রতি, তোমার সন্তানদের প্রতি। বলবে নয়না? চেপে ধরবে অরিন্দমকে? আত্মমর্যাদা রক্ষার খাতিরে?

কিন্তু, কেন? একজন অতিশিক্ষিত ব্যক্তিকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে হবে কেন, তিনি, কোথায় কিভাবে, কার অমর্যাদা করছেন? অরিন্দমের নিজের বিবেক বুদ্ধি নেই?

বিবেচনা বোধ নেই?

নয়নার রূপ যদি অরিন্দমের যন্ত্রণা, তাহলে নয়নাকে বিয়ে করেছিল কেন অরিন্দম? নয়নার রূপ যেমনই হোক, অরিন্দমের অগোচরে ছিল না। বিয়ের আগে নয়নাকে চাক্ষুষ দেখেছে অরিন্দম।

আসলে, নয়না অসুন্দর, এই কথাটা বাহানা রূপে ব্যবহৃত করে অরিন্দম। নয়নার তাই মনে হয়। অরিন্দম ঘোষ নিজেকে পাল্টাতে চায় না। তার স্বভাব ও চরিত্র বিয়ের আগে যেমন ছিল, এখনও তাই। পরিবর্তন চায় না অরিন্দম। বিয়ের আগে ঘরে স্ত্রী ছিল না, এখন স্ত্রী আছে। নয়না আসবার পর, এটাই বাড়তি লাভ, অতিরিক্ত প্রাপ্তি অরিন্দমের। অন্তর, হৃদয়, এসবের ধার ধারেনা অরিন্দম।

অন্তরের সম্পর্ক, প্রেম, ভালবাসা, ইত্যাদি ভাবনাবাচক উপাদেয় বস্তুর প্রতি কোন রুচি নেই অরিন্দমের। তাই নয়নার নীরব প্রতিবাদ অরিন্দমের মনে কোন দাগ কাটে না।

কিন্তু, অরিন্দম নিজে কি সচেতন নয়, নিজের অপকর্মের প্রতি! ভদ্র শিক্ষিত, রুচিবান এক ব্যক্তি, নৈতিক জ্ঞান হারাবে কেন? অসংযত ভাবে বিপথগামী হবে কেন? অরিন্দম কি সচেতন ভাবে অচেতন?

শিক্ষিত লোক মাত্রেই যে, নীতিজ্ঞান সম্পন্ন হতে হবে এই বিচার ধারাকে অরিন্দম গ্রাহ্য করে না। আত্মসুখের তাগিদে, নিজস্ব নীতি প্রয়োগ করে অরিন্দম। অরিন্দম আত্মতুষ্টিকে প্রাধান্য দেয় বেশী। আত্মসুখের সামগ্রী বা উপকরণ যেমনই হোক, অরিন্দম ব্যবহার করে। লোক চক্ষুর আড়ালে নয়, লোক সমাজের গোচরেই, অরিন্দম নিজের কার্যসিদ্ধি করে আত্মতৃপ্তি উপভোগ করে। নয়নাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করতে চায় না অরিন্দম। তাই, নয়নার জন্য বাহানাটা প্রয়োগ করে।

অরিন্দমের মতে অরিন্দম যা করছে, সব স্বাভাবিক ভাবে করছে এবং নয়নাও যেন এই সমস্ত ব্যাপারকে, অস্বাভাবিক মনে না করে। নয়নার তাই মনে হয়।

নয়না যে হাঁপিয়ে উঠেছে। নিজের জন্য দুর্ভাবনা করতে করতে, নয়না পাগল হয়ে যাবে। অরিন্দমের অস্বাভাবিকতাকে নয়না কিভাবে মেনে নেবে? এ হয় না। এভাবে দিনের পর দিন চলতে পারে না। আত্মসম্মান খুইয়ে বাঁচতে পারে না নয়না। একটা উপায় চাই নয়নার। কি করবে নয়না? সে কি অরিন্দমের কাছ থেকে ডিভোর্স নিয়ে নেবে? ডিভোর্সের কথা ভাবতেও কেমন যেন লাগে। ডিম্পি অন্তু, ওদের বাবা, এই নিয়েই তো নয়নার সংসার, সেখানে ডিম্পি অন্তুর বাবাকে বাদ দেবে কি করে নয়না! এই সংসার ছেড়ে কোথাও যাবার কথা ভাবতে পারে না নয়না। তাহলে কোথায় যাবে নয়না?

মায়ের কাছে চলে যাবে! ডিম্পি অন্তুকে নিয়ে বাপের বাড়ীতে গিয়ে থাকবে!

না। বাপের বাড়ী যেতে পারবে না নয়না। সেখানেও নয়নার যাবার উপায় নেই। অভিমানী নয়না আত্মসম্মানকে তুচ্ছ করে দুটো বাচ্চা নিয়ে মায়ের কাছে যেতে পারবে না। নয়নার আত্মাভিমান নয়নাকে কখনো সায় দেবে না বাপের বাড়ী যেতে। তাহলে কি চিরকাল অশান্তি নিয়েই বাঁচতে হবে নয়নাকে।

মানুষ স্বভাবের শুধু দাস নয়। স্বভাবের ক্রীতদাস মানুষ। তাই মানুষের স্বভাবের পরিবর্তন হয় না। তাই সুস্থ হয়ে ওঠার পরদিন থেকেই অরিন্দম, পুনরায় নিজের চিরাচরিত নিয়ম পালন করতে শুরু করল।

সেরে ওঠার পর, একদিনের তরেও পান ক্রিয়া থেকে নিজেকে বিরত রাখতে চাইল না। অতিরিক্ত মাত্রায় পান করে, রাত বারটায় বাড়ী ফিরল অরিন্দম।

ভীষণ ভাবে টলছিল অরিন্দম। নয়না, দরজা খুলে সরে আসতেই পড়ে যাচ্ছিল। নয়না হাত বাড়িয়ে না ধরলে পড়ে যেত অরিন্দম। নয়না, ধরে এনে সোফায় বসিয়ে দিল অরিন্দমকে। চোখ মুখ লাল টকটকে। খুব অসুস্থ দেখাচ্ছে অরিন্দমকে। সে উঠবার চেষ্টা করেও পারছে না। আবার বসে পড়ছে।

প্রচণ্ড রাগ চড়ে গেল নয়নার। এই অবস্থায় কিছু বলা উচিত নয়, তবুও মুখ না খুলে পারল না নয়না।

এমন করছ কেন তুমি? বুঝতেই তো পারছ তোমার পক্ষে এখন ওঠা সম্ভব নয়।

কথা বলবার ক্ষমতা নেই অরিন্দমের। হাতের ইসারায় দেখাল, বমি করবে।

বমি করলে বেসিনে যাও। ঘর নোংরা করো না, নয়না বিরক্তি নিয়ে বলল।

অরিন্দম সে চেষ্টাই করছে কিন্তু পারছে কোথায়?

নয়না অন্তরবিহীন নয়। নয়নার অন্তরে দরদ আছে। অরিন্দমকে ধরে ধরে, বেসিনে নিয়ে এল।

বেশ কিছুক্ষণ বমি করবার পর, অরিন্দম আরাম পেল। মুখ ধুয়ে পাখা চালিয়ে শুয়ে পড়ল।

এই অবস্থায় অরিন্দম নিশ্চয় আর খাবে না। তাই খাওয়া দাওয়ার পাট আর নেই। নয়না শুয়ে পড়লেও পারে। কিন্তু, অরিন্দমকে এই অবস্থায় ফেলে নয়না শুতে পারে না। যতই দোষ করুক মানুষটা সুস্থ নয়। নয়না বসে রইল।

লেবুর রস মিশিয়ে এক গ্লাস জল দেবে? অরিন্দম অসহায়ের মতোই বলল।

নয়না জল নিয়ে এল। উঠবার ক্ষমতা নেই অরিন্দমের। নয়না ধরে উঠিয়ে জল খাইয়ে দিল।

জল খাইয়ে নয়না সরে আসছিল, অরিন্দম নয়নার একটা হাত চেপে ধরল। নয়না হাতটা ছাড়িয়ে নিতে পারল না। রুগ্ন দুর্বল, অসহায় অরিন্দম নয়নার হাত চেপে ধরে স্বস্তি পেতে চাইল বোধ হয়।

নয়না ও কিছুক্ষণ চেয়ে রইল। তারপর খুব শান্ত স্বরে বলল, এমন করে, এসব করে কি সুখ পাও বলবে?

অরিন্দম জড়িয়ে জড়িয়ে, বলল, আজ একটু বেশী হয়ে গেছে।

কম বেশীর কথা নয়। কেন তুমি এসব খাবে? হঠাৎ প্রচণ্ড রেগে চেঁচিয়ে উঠল নয়না।

তুমি জান না। তুমি বোঝ না! দিনের পর দিন তুমি নিজে নিজেকে অপমান করছ! নিজের অমর্যাদা করছ। নিজেকে ধ্বংস করছ। আমার বুঝি আজ ধৈর্যের বাঁধ ভেঙেছে।

যত জোর সম্ভব, গলার স্বরের মাত্রা বাড়িয়ে দিয়েছে। অরিন্দম ফ্যাল ফ্যাল করে নির্জীবের মতো চেয়ে রইল শুধু।

এসবের কারণ কি আমায় বলবে? নয়না অরিন্দমের হাত থেকে নিজের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে অরিন্দমের দু কাঁধে দু হাত রেখে অরিন্দমকে ঝাঁকাতে শুরু করল।

এই সমস্ত কিছুর কারণ যদি আমার এই কুৎসিত রূপটা, তাহলে আমাকে বিদায় করে দাও তুমি। আমায় আর কখনও দেখনা। চির বিদায় করে দাও আমায়।

এই প্রথম নয়না দুচোখে অশ্রুধারা নিয়ে অরিন্দমের সামনে আক্ষরিক প্রতিবাদ করল।

অসুস্থ অরিন্দম, আরো অসহায় হয়ে উঠল। নয়নার এই অস্বাভাবিক রূপ অরিন্দম কখনও দেখেনি।

বল তুমি। আজ তোমায় বলতে হবে। নয়না বুঝি আজ অরিন্দমকে ছাড়বে না।

অরিন্দমের কথা বলবার ক্ষমতা নেই। জড়িয়ে জড়িয়ে বলল, অভ্যেস। পারি না।

ক্ষণিকের জন্য হঠাৎই ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল নয়না। পরক্ষণেই বুঝি চাপা অভিমানটা উথলে উঠল। অভিমানী যে নয়না। ভীষণ অভিমানী।

পরদিন সকালে, যথারীতি ব্রেকফাস্ট খেতে বসেছে অরিন্দম। চেহারায়, ক্লান্তির ছাপ ছাড়া অন্য কোনও চিহ্ন নেই। নয়না লক্ষ্য করল। গত রাতের জন্য কোনো অনুশোচনা বোধ আছে কি অরন্দিমের মুখবলয়ে? নেই বোধ হয়। অরিন্দমের মধ্যে কোন পরিবর্তন না থাকতে পারে। কিন্তু নয়নার মধ্যে পরিবর্তন এসেছে। অন্য দিনের মতো অভিমান দাবিয়ে রাখেনি নয়না। অভিমানী নয়না, আজ, অভিমানিনীর বেসেই অরিন্দমের সামনে দাঁড়িয়ে। তাই চেহারা বিষম থমথমে। প্রয়োজন ছাড়া নয়না স্বামীর সঙ্গে কথা বলে না। আজ তাও বলবে না ঠিক করল।

নয়না, নীরবে অরিন্দমকে খাবার পরিবেশন করে অন্য কাজে ব্যস্ত হলো। যে কাজ, সে সময় নয়নার না করলে চলে।

তোমার যদি ইচ্ছে না হয়, এসব কোরনা। খেতে খেতে হঠাৎ বলল অরিন্দম। নয়না চট করে ঘুরল। কঠিন দৃষ্টি রেখে চাইল।

---তোমার এই সমস্ত সেবা না হলেও চলে আমার। অরিন্দম আবার বলল।

কি বলতে চাইছে অরিন্দম? নয়না ইচ্ছে করলে নয়নার অভ্যেস বদলাতে পারে। কিন্তু অরিন্দম তার অভ্যেস বদলাবে না। এই কি? নয়নার সেবা বলতে নয়নার খাবার তৈরী করা, অরিন্দমকে খাবার বেড়ে দেওয়া, ইত্যাদি না করলেও অরিন্দমের কিছু এসে যায় না। গত রাতে নয়না প্রতিবাদ করেছিল। সেই প্রতিবাদের উত্তর কি এসব?

প্রথমে খুব অবাক হয়ে অরিন্দমকে দেখল নয়না। তারপর, খুব শান্ত স্বরে নিজের বক্তব্য রাখল।

শুধু এইটুকুই তো, যোগাযোগ রেখেছ তুমি আমাদের সঙ্গে। তাও যদি ছিন্ন করতে চাও, উঠিয়ে নিতে চাও, নিয়ে নাও।

পারলে নিজেকেও সরিয়ে, অন্যত্র নিয়ে যাও। তোমার সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্যুত করে, সম্পূর্ণ আলাদা করে দাও আমাদের। এই ঘর তোমার। এই ঘরের গৃহকর্তা তুমি। গৃহকর্তা আমাদের সংস্রব পরিত্যাগ করবার সংকল্প করে যদি, অবাঞ্ছিতের মতো আমরা তিনজন এই ঘরে বাস করতে যাব কেন। লেট আস্ লিভ্ দিজ প্লেস।

অরিন্দম নীরবে খেয়ে উঠে গেল। নয়নার কথার কোনও মন্তব্য করল না।

অরিন্দম কি সাংঘাতিক বিপদে ফেলেছে নয়নাকে। অরিন্দম যদি, আর ঘরে না ফেরে? অরিন্দমের অবশ্য নয়নার মতো জেদ নেই। কিন্তু অভ্যেস গুলো তো মারাত্মক। এই অভ্যেস গুলোকে যদি আরো কড়া মাপের অভ্যেস করে তুলতে চায় অরিন্দম!

দুপুরে অবশ্য খেতে এল অরিন্দম। নীরবে খেয়ে চলে গেল।

কি শাস্তি নয়নার। বিয়ে করে এমন মারাত্মক শাস্তি ভোগ করতে হবে জানলে নয়না কি বিয়ে করত!

বিকেলে নয়না আর বের হলো না। বাচ্চা দুটোকে নিয়ে ঘরেই রইল। অশান্তিতে তোলপাড় হচ্ছে নয়নার মন। এরপর, অরন্দিম কি আরও মারাত্মক কিছু করবে? তা না হলে, নির্বিকার চিত্তে বলল কি করে, নয়নার সেবা না হলেও চলবে? ভয়ে অশান্তিতে নয়নার শোচনীয় অবস্থা। অরিন্দম যা বলেছিল, বলেছিল। কিন্তু নয়না অত অভিমান জাহির করে, এত কিছু না বললেও পারত। নয়নার নিজেকেই ধিক্কার দিতে ইচ্ছে করল।

কিন্তু না। অরিন্দম সে রকম কিছুই করল না। নয়নাকে খুব অবাক করে দিয়ে, সন্ধ্যের পরই, ঘরে ফিরে এল সেদিন। জামা কাপড় ছেড়ে জল খাবার খেলো। বাচ্চা দুটোকে নিয়ে কিছুক্ষণ হৈ হুল্লোড় করল। রাত হলো। খেয়ে শুয়ে পড়ল।

সেদিনের পর থেকেই অরিন্দম নতুন নিয়ম মেনে চলতে শুরু করল। অফিসের পর সোজা বাড়ি চলে আসে অরিন্দম। কখনো ডিম্পি অন্তুকে নিয়ে বেড়িয়ে আসে। কখনও বা স্কুটার নিয়ে শুধু অন্তুকে নিয়ে বেরচ্ছে। রাজ্যের খেলনা কিনে নিয়ে আসছে। সপ্তাহে দু-তিনবার বাজারে গিয়ে ব্যাগ বোঝাই মাছ-তরকারী নিয়ে আসছে।

ঘরের প্রয়োজনীয় সবই করছে অরিন্দম। কিন্তু, নয়নার ব্যাপারে বুঝি অটল, অনড়। নয়নার সঙ্গে মধুর সম্পর্ক গড়া আবশ্যক মনে করেনি। তা, না করুক। নয়না সেজন্য কিছু মনে করছে না।

মানুষটার যে অভাবনীয় পরিবর্তন হচ্ছে এটাই যথেষ্ট। নয়না এতটা আশা করে নি।

সব চাইতে আনন্দের কথা, অরিন্দম পানীয় সেবন করা প্রায় বন্ধ করে দিয়েছে। মাঝখানে শুধু এক দিন বোধহয় গ্লাসে একটু ঢেলে নিয়েছিল।

সময় বয়ে যাচ্ছে। দিন অতিক্রান্ত হচ্ছে। নয়না উদ্বিগ্ন, এভাবেই থাকবে তো অরিন্দম! বর্তমানের এই জীবন ধারাকে মেনে চলবে! নয়না মনে মনে প্রার্থনা করে। ঠাকুর একটু সদয় হও। আমার জন্য আমার কিছু চাই না। শুধু এই মানুষের সুমতি হোক। এভাবেই রেখ অরিন্দমকে।

সুমতি কি সত্যিই হচ্ছে? নয়নার বুঝি অবিশ্বাস্য লাগছে। তাহলে ঠাকুর আছেন। অরিন্দম

ঘোষ স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসছে। আজকাল, প্রয়োজনীয় কথাবার্তার বাইরে, নয়নার সাথে অতিরিক্ত, অন্য বাক্যালাপও হচ্ছে অরিন্দমের। যেমন, অরিন্দম বলে, আমার সার্টের বোতাম টা লাগিয়ে দিও তো। কিংবা নিজের কামরা থেকে চেঁচান, আমার রুমাল পাচ্ছিনা। কখনও বা অফিস যাবার ব্যস্ততার মধ্যে নয়নাকে বলছে, তোমার গুণধর পুত্র আমার কলমটা আবার হারিয়ে ফেলেছে। একটু চোখে চোখে রেখ ওকে।

নয়না ও অরিন্দমের মাঝে, পূর্বে কখনো এধরনের কথাবার্তা হতো না। এসব খুব স্বাভাবিক কথা। কিন্তু এই ঘরের গৃহস্বামী ও গৃহিনীর এসব স্বাভাবিক ব্যাপার ঘটবার সুযোগ হয়নি কখনও।

অরিন্দমের চেহারাতেও বুঝি খুশির ঝলক এসেছে। নয়না দূর থেকে লক্ষ্য করে, দেখে আনন্দ পায়। মনে মনে, বলে, থাকো তুমি। এভাবেই থাকো। আমায় কিছু দেবার ইচ্ছে না হলে, দিও না। আমি কিছু মনে করব না।

তবে একটা ব্যাপার নয়না খেয়াল করেছে, সন্ধ্যে সাতটা আটটা বাজলেই অরিন্দম যেন কেমন অস্থির হয়ে ওঠে। কি করবে, না করবে, বুঝতে পারে না যেন। কখনও, কামরার মধ্যেই পায়চারী শুরু করে দেয়। কখনও বা, খুব অন্যমনস্ক ভাবে কিছু চিন্তা করে। নয়নার মনে হয় বহুদিনের অভ্যেস পরিত্যাগ করা এত সহজ নয়। সে কারণেই অরিন্দম এই সময়টা অস্থির হয়ে ওঠে। এত দিনের নেশা হঠাৎ করে ছেড়ে দিলে, শরীর ও মনে তার প্রতিক্রিয়া হবে বৈকি। ঘরে একটু আধটু খেতে পারে অরিন্দম। নয়না কি বলবে? একটু আধটু খাও, ওতে কিছু হবে না।

না, বলাটা বোধহয় উচিত হবে না। তার চাইতে অরিন্দম যা করছে সেই ভাল। নয়না কিছু বলতে গেলে, আবার হিতে বিপরীত না হয়ে যায়।

নব বিধি অনুসারে জীবন প্রণালী ক্রমশঃ অভ্যেস হয়ে যাচ্ছে অরিন্দমের। নয়না স্থৈর্য শক্তি হারিয়ে ফেলছে যেন।

অস্থির, চঞ্চল, বিচলিত নয়না। অরিন্দম নতুন নিয়মাধীনে থাকবে তো! দিনগুলো তাড়াতাড়ি অতিবাহিত হোক। সমাপ্তি হোক বছরের। অরিন্দমের সব পুরনো অভ্যেস বিস্মৃতির আড়ালে চলে যাক। অরিন্দম রপ্ত করে নিক, নব অধ্যায়ের জীবনধারাকে। নয়নার জীবনেও বুঝি আশার আলো প্রজ্বলিত হচ্ছে। নয়নার ঘরেও সুখ আসছে! সুখ আসবে না কেন। এত সুন্দর একজন মানুষ, নীতিজ্ঞান হারাবে কেন। নিশ্চয় কোথাও কোনও ভুল ছিল। সেই ভুল বুঝতে পেরে অরিন্দম এখন নিজেকে সংশোধিত করছে।

নয়নার মনের দুশ্চিন্তা, ক্রমশঃ দূর হচ্ছে। অরিন্দমের, রাতে মাতাল হয়ে ফেরার অভ্যেসটার ইতি হয়েছে বলে, এখন আর, সেই ভয়ংকর পরিস্থিতিকে প্রত্যক্ষ করতে হয়না নয়নাকে। অরিন্দম আজকাল ঘরেই থাকে। তাই নয়না অরিন্দম, দুজনে দুজনের কাছে অনেক সহজ হয়ে গেছে।

মেঘলা দিনের স্যাঁতসাঁতে ঘরে বুঝি, বহুদিন বাদে সূর্যকিরণ প্রবেশ করেছে। ঘর উজ্জ্বল, আলোকিত। সেই আলোকধারার স্পর্শে, নয়না পুলকিত, তৃপ্ত।

মন সুস্থ থাকলে মানুষ সক্রিয় থাকতে বাধ্য। নয়নাও ইতিমধ্যে, বাইরের কয়েকটা কাজের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছে। টিটাগাঁওর বঙ্গীয় সমাজের তত্ত্বাবধানে, গত বছর একটি গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়েছিল। সর্বসম্মতিক্রমে নয়নাকে সেই গ্রন্থাগারের সম্পাদিকার পদে নিযুক্ত করা হয়েছে। কোনও মাইনে পত্র নেই অবশ্য। তা না থাক। নয়না তো একটা নিয়মিত কাজ পেল। প্রতি দিন, চারটে থেকে পাঁচটা, এক ঘণ্টা বই নিয়ে মেতে থাকতে পারবে।

টিটাগাঁওর, চিল্ড্রেন্স ক্লাবের প্রেসিডেন্টের পদটাও নয়নাকে দেওয়া হলো এবার। নয়না অবশ্য আপত্তি করেছিল। কিন্তু গণ্যমান্য অনেকে নয়নার এই আপত্তি শুনল না। শুধু তত্ত্বাবধান করা ছাড়া অন্য বিশেষ কাজ নেই। প্রতিদিন ক্লাবে উপস্থিত না থাকলেও চলবে। ক্লাবের উন্নতি ও ক্লাবের বার্ষিক উৎসব হয়ে গেল। নয়নার জয়জয়কার। নিজের প্রশংসা শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা হয় নয়নার। অরিন্দম, নয়নার এই নতুন ভূমিকা নিয়ে কোনও মন্তব্য করেনি।

অন্তুটা আজকাল অতি দুরন্ত হয়েছে। নয়না হাঁপিয়ে ওঠে। সামলাতে পারে না। আগামী মাসে তিন বছর পূর্ণ হবে। নয়না ঠিক করে রেখেছে স্কুলে ভর্ত্তি করে দেবে। ডিম্পিও এবার ক্লাশ থ্রি তে উঠবে। দেখতে দেখতে বাচ্চাদুটো বড় হয়ে গেল।

কিন্তু, এই কি বড় হওয়া! আরও অনেক বড় হতে হবে যে ওদের। নয়নাকে, আরও অনেক, অনেক কঠিন ধৈর্যশক্তির পরীক্ষা নিতে হবে। সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে হবে নয়নাকে। তবেই না, সুষ্ঠ ভাবে প্রতিপালিত করতে পারবে সন্তানদের! সফলতার আনন্দ উপলব্ধি করতে পারবে! ডিম্পি অন্তু, নবীন মানব মানবীর বেশে সমাজে প্রবেশ করবে। নয়না বুড়িয়ে যাবে। জীবনের অন্তিম ক্ষণের অপেক্ষা করবে। এই তো মানুষের জীবন। আর অরিন্দম! অরিন্দম কি বুড়ো হবে না? কেন বুড়ো হবে না অরিন্দম! অরিন্দম ও বৃদ্ধত্বে পৌঁছে যাবে তখন। অরিন্দম কি তখনও নয়নাকে দূরে সরিয়ে রাখবে? কাছে টেনে নেবে না? আশ্চর্য! কেন নয়নাকে দূরে সরিয়ে রাখবে অরিন্দম। অরিন্দমের কি পরিবর্তন হবে না! গত দু-তিন বছরে অনেক পরিবর্তন হয়েছে অরিন্দমের। পরবর্তীকালে আরও হবে। নয়না রূপসী সুন্দরী নাই বা হলো। নয়নার মধ্যে কি মানুষকে আকর্ষণ করবার কিছুই নেই? অরিন্দম কি তাই মনে করে?

*   *   *

মহিলা সমিতির মাসিক পত্রিকার জন্য নয়না একটি প্রবন্ধ লিখছিল। কিন্তু অন্তুর যন্ত্রণায় শেষ করে উঠতে পারছিল না। এই টেবিলে উঠছে, এই বিছানা থেকে লাফ দিচ্ছে, বল ছুড়ে মারছে, তড় তড় করে রেলিং বেয়ে ছাদের কাছে চলে যাচ্ছে। অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে নয়না। নয়না অন্তুর কান ধরে নিয়ে এসে নিজের কাছে বসাল।

এখানে বসে লেখ। আমিও লিখছি।

না আমি লিখব না।

কথা না শুনলে আমি মারব অন্তু।

মারবে, বাবাকে বলে দেব।

বলে দিস। নে এবারে লেখ।

আমি শুধু 'এ' লিখব।

তাই লেখ।

এ, বি, সি। এই তিনটে অক্ষর লিখেই উঠে গেল অন্তু। অসম্ভব চঞ্চল হয়েছে। নয়না কাঁহাতক পারবে। যাক, যেখানে খুশি যাক। নয়না আর দৌড়তে পারবে না। নয়নার লেখাটা শেষ করতে হবে।

মা, অন্তু জানালার কাচ ভেঙ্গেছে। ডিম্পি ভেতর থেকে চেঁচাল।

না আর হবে না। লেখা বন্ধ করে নয়নাকে উঠতে হলো। ঘরে আর রাখতে পারছে না অন্তুকে। কিছুক্ষণ পার্কে থাকুক। নয়নাও স্বস্তি পাবে। দুজনকে দুধ খাইয়ে তৈরী করে দিল।

আমি পাক্কে যাচ্ছি। অন্তু এখনো পার্ক শব্দটা উচ্চারণ করতে পারে না। পার্ককে পাক বলে।

নয়না বলল, দাঁড়াও, আমি তৈরী হয়ে নিই। তারপর যাবে।

আমি একা যাব।

এক চাঁটা মারব। যাওয়াচ্ছি তোমাকে একা।

মা, জান, কাল অন্তু দীপকে মেরেছিল। ডিম্পি নালিশ করল।

আচ্ছা! আজকাল এসব অভ্যেস ও হয়েছে! আবার যদি কাউকে মার, তাহলে পুলিশ ধরে নিয়ে যাবে বুঝলে।

আমি পুলিশকে মারব।

পুলিশকে মারলে তোমাকে অন্ধকারে ভূতের ঘরে রেখে দেবে? ভূত শব্দটা শুনলে ভয় পায় অন্তু। অরিন্দম বুঝি আজকাল খুব ভূতের গল্প বলে ছেলেমেয়েকে।

ভূতকে মাব্ব আমি।

আবার অন্তু! কান ধর! বল, আর কখনো কাউকে মারব না।

না, ধব্ব না।

অন্তু! কান ধর। নয়না একটু চেঁচালে অন্তু ভয় পায়। তাই তাড়াতাড়ি কানে হাত দিল।

বল, আর কখনও কাউকে মারব না।

মাব্ব না। অন্তু বলল।

ভাল ছেলে:

আমি ভূতকে এক ঘুষি মাব্ব।

আবার অন্তু। তা হলে তুমি থাক ঘরে। আমি আর দিদি পাক্কে যাচ্ছি।

অরিন্দম আজ সকাল সকাল ফিরল। ঘরে ঢুকেই অন্তুর গালটা টিপে দিল। ভীষণ আদুরে হয়েছে অন্তুর চেহারাটা।

রং শ্যামলা হলেও খুব মিষ্টি হয়েছে দেখতে।

অন্তু গালে হাত বুলিয়ে সরে দাঁড়াল। গাল তিপবে না। মা, মারবে। বলল।

আচ্ছা তিপব না। অরিন্দমও মজা করে বলল।

আজ কি অনিস্ট করা হয়েছে শুনি? আজ কি ভেঙ্গেছে এই দুষ্টু ছেলেটা?

বাবা, অন্তু আজ জানালার কাঁচ ভেঙ্গেছে। ডিম্পি নালিশ করল।

তাই নাকি? তাহলে তো পুলিশকে খবর দিতে হয়। ধরে নিয়ে যাক অন্তুকে।

আমি পুলিশকে মাব্ব। ভূতের কাছে নিয়ে যাব।

অরিন্দম ছেলেকে কোলে উঠিয়ে নিল। দু-গালে চুমু খেল। লোককে মারলে কি হয় জান? হাত নষ্ট হয়ে যায়। নস্ত হলে কি হবে?

তুমি আর কখনও কাউকে মারতে পারবে না। পড়াশোনা করেছ?

অন্তু মাথা নাড়ল।

চা দেব? নয়না জিজ্ঞেস করল।

অরিন্দম বলল, না, এখন আর চা খাব না। সন্ধ্যেবেলা মুখোপাধ্যায়, সাহেবরা আসবেন, তখন একবারে খাব।

মিঃ মুখোপাধ্যায় অরিন্দমের বস্ নতুন বদলী হয়ে এসেছেন।

ডিম্পি চল, ঘুরে আসি।

কোথায় যাব বাবা?

বাজার থেকে ঘুরে আসি।

এস চুল ঠিক করে দিই। অরিন্দম মেয়েকে কাছে ডাকল। ডিম্পি কাছে যেতেই, আঙ্গুল দিয়ে মেয়ের চুল ঠিক করা হলো।

তারপর পকেট থেকে রুমাল বার করে মেয়ের মুখ মুছে পরিষ্কার করে দেওয়া হলো। অন্তু কোলে। অন্তুকেও হাত দিয়ে পরিপাটি করে নিল।

দুজনকে যত্ন করে পরিপাটি করে রাখে নয়না। তা সত্বেও, অরিন্দম, এমনি করে। এসব অন্য কিছু নয় অবশ্য। ছেলে মেয়ের প্রতি অরিন্দমের আদরই। ছেলে মেয়েকে আদর করবার ধারাটাই এমনি অরিন্দমের। নয়নার ভাল লাগে।

নয়না মুগ্ধ হয়ে অরিন্দমের স্নেহ মমতার প্রক্রিয়া লক্ষ্য করে। নয়না অন্তর ঢেলে আদর করে ডিম্পি অন্তুকে। নয়নার মনে হয় অরিন্দমের আদর বুঝি নয়নার আদরের চাইতেও মূল্যবান। অরিন্দম ডিম্পি অন্তুকে আদর করলে, নয়নার অন্তর ভরে যায়। অরিন্দমেরও হৃদয় আছে। হৃদয়ের তাপ উত্তাপ আছে। এই সত্যটা অনুভব করে আনন্দ পায় নয়না। বাবা, মা যাবে না আমাদের সঙ্গে? ডিম্পি জিজ্ঞেস করল।

অরিন্দম, কখনও কোথাও যাবার জন্য নয়নাকে ডাকে না। কোনও বিশেষ পার্টি বা অনুষ্ঠান, যেখানে, পরিবারের সকলের এক সঙ্গে যাওয়া উচিত, সেরকম জায়গা ছাড়া নয়না অরিন্দমের সাথে কোথাও যায় না।

মা চল না। ডিম্পি বায়না করল।

অরিন্দম একবার তাকাল নয়নার দিকে। কিছু বলল না।

নয়নার ইচ্ছে হলো বলে—আমি যে খারাপ, তাই তোমার বাবা আমায় সঙ্গে নিতে চান না। না থাক। এ ধরনের অভিমান এখন করবে না নয়না। ডিম্পি অন্ত আরও বড় হোক, তখন নয়না নিজের অভিমান প্রকাশ করবে।

মা, তল না। এবারে অন্তও বায়না শুরু করল।

অরিন্দম কি অস্বাচ্ছন্দ বোধ করছে ছেলেমেয়ের সামনে? নয়নার তাই মনে হলো।

নয়না বলল, আমার কাজ আছে বাবা। আমি এখন যেতে পারব না। তোমরা যাও।

অরিন্দম আবার তাকাল। মাঝে মাঝে নয়নার চেহারায় একটা অদ্ভুত নীরব ভাষা লক্ষ্য করে অরিন্দম। সেই ভাষার নিশ্চয় কোন নাম আছে, অরিন্দম জানে না বলে পড়তে পারে না। এখন, এই মুহূর্তেও, সেই ভাষার অভিব্যক্তি স্পষ্ট নয়নার চেহারায়। অভিমান কি? যা নয়না স্ব-দর্পে প্রকাশ করছে? অরিন্দম বুঝতে পারে না।

অরিন্দম নয়নাকে কখনও ডাকে না, এটা ঠিক। কিন্তু নয়নাই বা কখনও আগ্রহ প্রকাশ করে না কেন?

নয়না বুঝি করবে না। করতে চায় না। আর সে কারণেই, নয়নার চেহারায় এই অদ্ভুত ভাব ফুটে ওঠে। অরিন্দমের তাই মনে হলো।

বাইরে এসে স্কুটার স্টার্ট করতে গিয়ে নয়নার মুখচ্ছবিটা চোখের সামনে ভেসে উঠল। ডিম্পিকে পাঠিয়ে নয়নাকে ডেকে আনতে চাইল অরিন্দম। তারপর কি ভেবে নিজেই ভেতরে এল।

নয়না রান্নাঘরে ছিল। পায়ের শব্দ শুনে বেরিয়ে এল।

নয়নাকে দেখে অরিন্দম বলতে চাইল, তুমিও চল। কিন্তু মুখ খুলতে পারল না। কেমন যেন আটকে গেল।

নয়না জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাইল। অরিন্দম কিছু বলতে চাইছে যেন।

নয়না জিজ্ঞেস করল, কিছু বলবে? কিছু চাই?

হ্যাঁ, না, কিছু না বলে অরিন্দম চলে গেল।

নতুন লোক আসবেন। তাও আবার অরিন্দমের বস্। আপ্যায়ন করতে হবে বৈকি। নয়না ছোট ছোট করে পনীর কেটে, বেসন দিয়ে মেখে রাখল। ওরা এলে গরম গরম পকোড়া ভেজে দেবে। দুধ ঘন করে একটু কাস্টার্ড পুডিং বানাল। আপেল, কলা, আঙ্গুর মিশিয়ে দেবে তাতে। মুগ ডালের পাঁপড় ছোট করে কেটে রাখল। ভেজে, কাজু ফ্রাইয়ের সঙ্গে মিশিয়ে দেবে।

এর আগে, মিঃ ত্যাগরাজন ছিলেন অরিন্দমের বস্। মাদ্রাজের মানুষ। দু'একবার এসেছিলেন ভদ্রলোক। অবশ্য মিসেস কখনও আসেননি। মিসেস ছেলেমেয়ে নিয়ে মাদ্রাজেই থাকতেন। কখনও ছুটিছাটায় এলেও নয়নার সঙ্গে পরিচয় হয়নি। অরিন্দম বোধহয় প্রয়োজন মনে করেনি পরিচয় কারয়ে দেবার।

মিঃ ও মিসেস মুখোপাধ্যায়কে কি অরিন্দম ডেকেছে? নাকি, ওনারা আপনা থেকেই আসবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন? বাঙালী বলে হয়ত, ওরা নয়নার সঙ্গে পরিচিত হতে চাইছে।

সে যাই হোক। নয়না এত শত ভেবে কি করবে? এলে, নয়না যথাসাধ্য আপ্যায়ন করবে। বাস্।

অরিন্দম একগাদা মিষ্টি নিয়ে এল অতিথিদের জন্য। সন্ধ্যে সাতটা নাগাদ এলেন স্বামী-স্ত্রী। ভদ্রলোকের বয়স পঞ্চাশের উর্ধ্বে হবে, ভদ্রমহিলাও মধ্যবয়স্ক। কিন্তু, এই বয়েসেও দুজনকেই দেখতে অপূর্ব। বিশেষ করে ভদ্রমহিলার রূপের বুঝি তুলনা হয় না। গৌরবর্ণের নিখুঁত কোন প্রতিমা মনে হলো নয়নার, ভদ্রমহিলাকে দেখে।

নয়না হাতজোড় করে নমস্কার করল দুজনকে।

ভদ্রমহিলা নয়নাকে গভীর ভাবে লক্ষ্য করলেন। নয়না অস্বস্তি পেলেও স্বাভাবিক থাকবার চেষ্টা করল। অরিন্দমও বুঝি অস্বচ্ছন্দ বোধ করল ভদ্রমহিলার যাচাইয়ের ভঙ্গি দেখে।

যাচাই পর্বের সমাপ্তি টেনে ভদ্রমহিলা খুব অস্বাভাবিক একটা মন্তব্য করলেন।

বাহ্, খুব সুন্দর তো আপনার স্ত্রী। ভেরী এ্যানচান্টিং! অপূর্ব!

নয়না মরমে মরে গেল। আর কারো কাছে এই মন্তব্যের মূল্য যেমনই হোক, অরিন্দমের কাছে, এই মন্তব্য অস্বাভাবিক ও অবাস্তব নিঃসন্দেহে। ভীষণ অস্বস্তিতে পড়ে গেল নয়না। সলজ্জ হয়ে উঠল।

এস। আমার পাশে বোস। ভদ্রমহিলা আন্তরিক স্বরে নয়নাকে কাছে ডাকলেন।

আমি কিন্তু তোমাকে তুমি বলেই ডাকব। বয়সে অনেক ছোট তুমি। প্রায় আমার মেয়ের বয়সী।

নিশ্চয়। নয়না সলজ্জ হেসে বলল।

আমরা এসেছি প্রায় একমাস হলো। অরিন্দম কিন্তু আমাদের ডাকেনি। তাই, আজ আমরা স্বইচ্ছেতেই এলাম। ভদ্রমহিলা আবার বললেন।

কি ব্যাপার সুন্দরী বৌ বলে কি আড়ালে লুকিয়ে রাখতে চান! সর্বসমক্ষে বার করলে যদি নজর লেগে যায়! এবারে ভদ্রলোক অভিযোগ করলেন।

না না। সেরকম কিছু নয়। আসলে আপনারা আসবেন কিনা। ম্যাডাম এখানে থাকবেন কিনা, ইত্যাদি কথা ভেবে ডাকিনি। অরিন্দম ইতস্ততঃ ভাবে জবাব দিল।

কি যে বলেন না, অরিন্দমবাবু! আমরা লোকের সঙ্গে মিশতে ভালবাসি। বিশেষ করে, এই অবাঙালী স্থানে যে কয়জন বাঙালী আছে তাদের সাথে পরিচিত হব না কেন?

মুখার্জী সাহেবের কথায় অরিন্দম লজ্জা পেল। নিজের দোষ ঢাকতে বলল, আপনারা আজ না এলেও, আমি একদিন আপনাদের নিয়ে আসতাম স্যার। আপনারা এসেছেন আমি খুব খুশি হয়েছি স্যার।

এই মেয়ে, তুমি কি ধরনের বলতো? একবার আসতে পারনি? মিসেস মুখার্জী নয়নাকে চেপে ধরলেন।

নয়না যেতে পারত না কেন। অনায়াসে যেতে পারত। ডিম্পি অন্তুকে নিয়েও যেতে পারত। কিন্তু নয়নার ব্যাপার যে আলাদা। অরিন্দমের অনুমতি ও আগ্রহ ছাড়া, নয়না কোথাও যেতে পারে না। কিন্তু বাইরের লোককে তো এসব বলা যায় না। তাছাড়া, এনারা এখানে

নতুন এসেছেন। এই খবরটাও অরিন্দম নয়নাকে জানায়নি। নয়না, প্রতিবেশী মিসেস মূর্তির কাছে শুনেছে, অরিন্দমের বিভাগে নতুন জেনারেল ম্যানেজার এসেছেন।

নয়না ইতস্ততঃ করে বলল, যাওয়া হয়ে ওঠেনি।

কেন? বী ফ্র্যাংক এণ্ড ফ্রেণ্ডলি। বলে ভদ্রমহিলা নয়নাকে জড়িয়ে ধরলেন।

এদের দুই মেয়ে। দুই মেয়েরই বিয়ে হয়ে গেছে। বর্তমানে আমেরিকার বাসিন্দা। ভদ্রমহিলা অধ্যাপিকা। কোলকাতার বেথুনে পড়ান। মুখার্জী সাহেবের বদলী হওয়াতে অসুবিধে হবে। দুজনকে দু'জায়গায় থাকতে হবে।

নয়না চা জলখাবার দিল।

এসব নিয়ে যাও। হাতের খাবার থাকতে দোকানের মিষ্টি কেন? আমরা দুজনেই ঘরের তৈরী খাবার পছন্দ করি।

অনেকক্ষণ কথাবার্তা হলো। ডিম্পি অন্তুকেও দুজনের খুব পছন্দ হলো।

আমার বড়মেয়ের ছেলেও তোমার ছেলের বয়সী। এত দুষ্টু কল্পনা করতে পারবে না। গত বছর স্বামী-স্ত্রী দুজনেই আমেরিকা ঘুরে এসেছেন। তাই অন্তুকে দেখে নাতীর কথা মনে হচ্ছে।

তোমাদের ছেলেমেয়ে অনেক শান্ত।

নয়না বলল, ঠিক শান্ত নয়। এরাও কম যায় না।

আমাদের দস্যি দুটোর তুলনায় এরা কিছুই না।

আগামী রোববারে নয়নাদের যাবার জন্য নিমন্ত্রণ জানিয়ে সাড়ে নটায় উঠলেন দুজনে।

দশটার মধ্যে ডিম্পি অন্তু ঘুমিয়ে পড়ে। নয়না তাড়াহুড়ো করে ভাত বসিয়ে দিল। এরা দুজন খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ুক। পরদিন সকালে ডিম্পির স্কুল আছে। অরিন্দম না হয় পরে, যখন ইচ্ছে খাবে।

অতিথিদের বিদায় দেবার পর অরিন্দম ড্রইংরুমেই বসেছিল। বোধহয় পেপার ম্যাগাজিন কিছু পড়ছে। তাই নয়না আর ডাকল না। দেরীতে চা জলখাবার খেয়েছে। এখন নিশ্চয় ভাত খাবে না।

ডিম্পি অন্তু ঘুমিয়ে পড়লে নয়নাও একটু গড়াল। অরিন্দম যখন খেতে চাইবে উঠবে।

নয়না ঘুমিয়েই পড়েছিল হঠাৎ খেয়াল হল খাবার পাট চুকেনি। এগারটা বাজতে চলেছে আর কত রাতে খাবে অরিন্দম।

নয়না উঠে অরিন্দমকে ডাকতে এল।

এস। যা খাবে খেয়ে নাও বলতে যাচ্ছিল নয়না। অরিন্দম ঘুমোচ্ছে দেখে আর ডাকল না। কিন্তু অরিন্দম ঘুমিয়ে পড়ল কেন? খাবার ইচ্ছে না থাকলে নয়নাকে বলা উচিত ছিল। নয়না শুধু শুধু জেগে রইল।

নয়নার সাড়া পেয়ে অরিন্দম চোখ মেলে চাইল।

অরিন্দমকে অসম্ভব গম্ভীর দেখাচ্ছে। কেন? নয়না কোনো কারণ খুঁজে পেল না। সন্ধ্যেবেলা খুব খুশি ছিল অরিন্দম। অতিথিরা চলে যাবার পরও অরিন্দমের চেহারায় খুশির

আমেজ লেগে ছিল।

অরিন্দম জেগে রয়েছে বলে, নয়না খাবার কথা বলল।

এস। যা খাবে খেয়ে নাও।

তোমার কি এই একটাই কাজ? খেতে দেওয়া ছাড়া আর অন্য কোনও কাজ নেই তোমার?

অকস্মাৎ এই বেসুরো আওয়াজ কেন অরিন্দমের কণ্ঠে? খুব অবাক হলো নয়না। বিয়ের পর থেকে গত সাত আট বছর ধরে তো এই চলছে। নয়নাই খেতে ডাকে। নয়নাই খেতে দেয়। দুজনের মধ্যে অন্তরঙ্গতা না থাকলেও, এই কাজটা নয়নাই করে আসছে বরাবর। তাহলে হঠাৎ এই অদ্ভুত অভিযোগ কেন অরিন্দমের?

নয়নাও খানিকটা বিরক্ত হলো। বিরক্তি নিয়েই বলল, আমার অন্য কাজ থাক না থাক, খেতে তো আমি দিই। অনেক রাত হয়েছে। খেয়ে নাও।

খাবার ব্যাপারটাকে এত প্রাধান্য দাও কেন তুমি?

এবারে নয়নাও রেগে গেল। বলল, না খেলে খেও না। খাবে না বলে একবার বললেই পারতে। নয়না চলে আসছিল। অরিন্দমের পরবর্তী কথা শুনে আবার দাঁড়িয়ে পড়ল।

অরিন্দম অত্যধিক কঠিন স্বরে বলল, খুব বাড়াবাড়ি করছ তুমি।

নয়না বুঝে উঠতে পারছে না, অরিন্দম হঠাৎ এভাবে রেগে উঠেছে কেন। অকারণে রাগ দেখালে নয়নাই বা কেন সহ্য করবে। নয়নারও রাগ চড়ে গেল। বলল, তুমিই বা আজ হঠাৎ এমনি বেতালের কথা বলছ কেন। আমি কোনও বাড়াবাড়ি করিনি। বরং তুমিই বাড়াবাড়ি করছ অযথা।

অরিন্দম বিরক্তি মেখে চাইল।

খেলে এস। না খেলে আমি শুয়ে পড়ছি। নয়না চলে এল। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল ডাইনিং রুমে।

অরিন্দমের রাগের কোনও কারণ খুঁজে পেল না নয়না। এ বাড়ীতে নয়না যা করছে, করে আসছে, সব নিজের মর্যাদা রক্ষা করবার জন্য করছে। নয়না নিজেকে ছোট করতে চায় না। নয়নার তরফের কোনও খুঁত রাখবে না নয়না। মধ্যে এই ভাবটা না থাকলে, কি দায় পড়েছে নয়নার, অরিন্দমের অপমান সহ্য করবার? অহেতুক ভাবে অপমান করল নয়নাকে। সন্ধ্যেবেলা অতিথিদের ডেকেছে অরিন্দম নিজে। নয়নাকে অতিথিদের সামনে ডেকেছে অরিন্দম নিজে। নয়না তার ক্ষমতা অনুযায়ী আদর যত্ন আপ্যায়ন করেছে। কোথাও কোনও ত্রুটি রাখেনি।

গোমড়া মুখে এসে বসল অরিন্দম। নয়না এতদিনে বুঝে ফেলেছে, অরিন্দম খিদে সহ্য করতে পারে না। আজ তেমন খিদে না থাকলেও, একেবারে উপোস দিতে চাইছে না। তাই রাগ নিয়েও এসেছে। অন্য লোক হলে বোধহয় না খেয়ে কাটিয়ে দিত আজকের রাতটা। যদিও নয়না ভেবে পাচ্ছে না রাগের কারণ কি।

নয়না ভাত বেড়ে দিল। অন্যদিনের তুলনায় কমই দিল।

অরিন্দম ভাত মাখতে মাখতে কয়েকবার কঠিন দৃষ্টি নিক্ষেপ করল নয়নার প্রতি। নয়না ভ্রুক্ষেপ করল না। যা খুশি করুক অরিন্দম। অরিন্দমের খাওয়া হয়ে গেলেই নয়না চলে যাবে। নয়না নীরবে বসে রইল।

সব কিছুর একটা সীমা থাকে। নীরবতা ভঙ্গ করে অরিন্দম উচ্চারণ করল।

আশ্চর্য! অরিন্দম আজ এমন করছে কেন? কিসের সীমা উল্লঙ্ঘন করল নয়না?

অপ্রাসঙ্গিক কারণ নিয়ে নয়নাকে খোঁচা দিলে, খোঁটা দিলে বা ঝগড়া করলে, নয়না রাগ প্রকাশ করে না। নীরবে হজম করে। কিন্তু বার বার অযথা উত্তপ্ত করলে, নয়না কতক্ষণ মুখ বুজে থাকতে পারে? কিন্তু রাত অনেক হয়েছে বলে নয়না আর কথা বাড়াতে ইচ্ছে করল না। প্রচণ্ড রাগে ফুলে উঠল শুধু।

কটা হাত-পা গজাল শুনি? অহঙ্কারে এখন তো মাটিতে পা পড়বে না। লোকের প্রশংসা শুনতে খুব ভাল লাগে তাই না? লাগবে নাই বা কেন? তুমি তো প্রশংসার কাঙাল। এক নাগাড়ে কথাগুলো বলল অরিন্দম। বলে যেন মনের আশ মেটাল। কি কারণে অরিন্দম এত সব বলছে? নয়না হতবুদ্ধি হয়ে হাঁ করে চেয়ে রইল।

না, এত বলার পরেও অরিন্দমের বুঝি আশ মেটেনি। তাই মুখে বিদ্রূপের হাসি রেখে, আবার বলল, তাহলে শেষ পর্যন্ত মান্যতা পেলে? তুমিও সুন্দরী!

নয়না এখন কোন মতে বিছানায় উঠতে পারলে বাঁচে। সন্ধ্যেবেলার কথা নয়না ভুলে গেছে। অরিন্দমই স্মরণ করিয়ে দিল। তাহলে এই কথা! মিসেস মুখার্জী নয়নাকে দেখে যে মন্তব্য করেছিলেন সন্ধেবেলা সেটাই সহ্য করতে পারছে না অরিন্দম! আর সেজন্যেই অযথা অকারণকে কারণ বানিয়ে নয়নার ওপর রাগ প্রকাশ করছে? অদ্ভুত মানুষ তো! নয়নার প্রশংসা হলে অরিন্দমের তো খুশি হওয়া উচিত? নয়না তো অরিন্দমের স্ত্রী!

রাগে অভিমানে বিতৃষ্ণায় নয়না খুব নির্লিপ্ত হয়ে গেল।

তাই বল, এত ভনিতা না করে প্রথমে বললেই তো পারতে? লোকের মন্তব্য নিয়ে এত ভাববার কি হয়েছে? আপনার স্ত্রী অসুন্দর। মিসেস মুখার্জী, এই কথাটা বললে বুঝি তুমি আনন্দ পেতে? শিক্ষিত ও মার্জিত লোকেরা চট করে ভদ্রতার বিরুদ্ধে কথা বলতে পারে না যাই হোক, তা নিয়ে অত রাগ করার কি হয়েছে তোমার?

রাগ করিনি আমি। তোমার অহঙ্কারটা শুধু দেখছি।

কি অহঙ্কার দেখালাম আমি বলত! কি হয়েছে আজ তোমার! অনাবশ্যক ভাবে ঝগড়া করছ? তুমি সুন্দর, আমি অসুন্দর। আমাদের মধ্যেকার এই সত্য চিরকাল স্পষ্ট থাকবে। কখনও অসত্য হবে না। মানুষের কথায় বদলে যাবে না।

অরিন্দম খাওয়া শেষ করে উঠে গেল। নয়নাকে আর কিছু বলল না।

কি চায় অরিন্দম? অরিন্দমের মতো, পৃথিবী শুদ্ধ মানুষ নয়নাকে অপমান করুক? নয়না কিছু বুঝতে পারছে না। মস্তিষ্কে কোনও গণ্ডগোল নেই তো অরিন্দমের! নিজের কাছে নয়নার মূল্য নেই বলে, অন্যলোকের কাছেও নয়নার কোনও মূল্য থাকবে না!

কি অদ্ভুত লোক তার স্বামী? কোনো একদিক দিয়ে এই লোকের মস্তিষ্ক টিলে আছে।

নয়নার জন্য কেউ কোন মন্তব্য করল, নয়নার কোনো প্রতিক্রিয়া হলো না, অরিন্দমের গায়ে লাগল। খানিক আগে কি ঘুম পেয়েছিল নয়নার। নিদ্রাদেবী এখন নয়নাকে ছেড়ে পালিয়েছে।

এসব উদ্ভট চিন্তা করে আর কি করবে। ডিম্পির দিকে পাশ ফিরে জোর করে ঘুমোবার চেষ্টা করল।

কে? চমকে উঠল নয়না। পাশে কেউ শুয়ে রয়েছে মনে হচ্ছে। নিঃশ্বাসের শব্দ পাচ্ছে নয়না। ঘরে আর অন্য কোন তৃতীয় ব্যক্তি নেই। অরিন্দমই কখন নিঃশব্দে এসে নয়নার পাশে শুয়ে রয়েছে। কিন্তু, নয়না টের পেল না কেন?

নয়না সরবার চেষ্টা করল, কিন্তু কোথায় সরবে? ডিম্পির শরীরের সংলগ্ন হয়ে রয়েছে নয়না। আর সরবার জায়গা কোথায়? হঠাৎ অরিন্দম কেন এই বিছানাতে এসেছে? প্রবল অস্বস্তিতে সিঁটিয়ে রইল নয়না।

নয়নার বুক ধুক্ ধুক্ করতে শুরু করল। নয়নার পাশে অরিন্দম! বহুদিন পর? প্রায় অন্তুর জন্মের পর থেকেই বুঝি নয়না আর অরিন্দম একত্রে এক বিছানায় শোয় না। নয়না বুঝি ভুলতেই বসেছে, অরিন্দমের নয়নার পাশে শোবার অধিকার আছে।

অরিন্দম যে এই বিছানায় একেবারেই শোয় না তা নয়, যদিও ডিম্পি অন্তুর সাথে খেলা করতে করতে কখনো এই বিছানাতেই ঘুমিয়ে পড়ে অরিন্দম। নয়না তখন অন্তুর পাশে, দেওয়াল ঘেঁষে শুয়ে থাকে। কিন্তু এভাবে নয়নার শরীরের সংলগ্ন হয়ে তো আজকাল শোয় না অরিন্দম! আজ হঠাৎ নয়নার পাশে শোবার মানে কি? নয়না নিঃশব্দে পড়ে রইল।

তুমি যে ঘুমোওনি, আমি জানি। অরিন্দম নীরবতা ভঙ্গ করল।

অনেকদিন পর ইচ্ছে হল সুন্দরী বৌয়ের পাশে শুতে। অরিন্দম আবার বলল।

তাহলে এই কথা? তখনের রাগ এখনও যায়নি? সেই কথার জের এখনও রয়েছে। আর সেজন্যেই এখানে এসেছে অরিন্দম? খুব বাড়াবাড়ি করছে অরিন্দম। কিছু বলা উচিত নয়নার।

এক কাজ কর তুমি, 'আমার বৌ নয়না, অসুন্দর কুৎসিত এবং এটাই শেষ কথা।' এই লাইনটা লিখে, পোষ্টার ছাপিয়ে নাও। তারপর, পুরো কলোনীতে বিলিয়ে দাও, তাহলে তোমাকে আর কেউ বিরক্ত করবে না। তোমার বৌকে সুন্দরী বলবার সাহস পাবে না।

ওসব ছাড়। তখন তো আমি ঠাট্টা করেছিলাম। অরিন্দম কি হাসছে? নয়নার তাই মনে হলো। অরিন্দমের গলার স্বরেও রাগের কোন চিহ্ন নেই।

ঠাট্টা করেছিল অরিন্দম? নয়নাকে হেনস্থা করে? অপমান করে? অপমান করে না, এভাবে চলতে পারে না। এর একটা বিহিত করতে হবে। নয়না নীরবে সবকিছু সয়ে যায় বলেই বোধহয়, অরিন্দম নয়নাকে লাঞ্ছিত করবার উৎসাহ পায়।

তোমার অহঙ্কারটা দেখতে এলাম। অরিন্দম আবার বলল।

উঃ অসহ্য! এই মাঝরাতে অরিন্দম এসব কি আরম্ভ করেছে। নয়না কোথায়, কিসের অহঙ্কার দেখাল!

লোকের কথায় আমার কিছু এসে যায় না জান। আমি যা, আমি তাই মনে করি নিজেকে।

তোমার দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই। লোকের বিচারে আমি কখনও গর্বিত বোধ করব না। আমি সর্বদা নিজের বিচারে চলি। অনেক রাত হয়েছে এবারে ঘুমোতে যাও।

অহঙ্কার নেই তোমার? তুমি যে নিজের বিচারে চল, এটাই তো তোমার অহঙ্কার? নিজের প্রতি এত কঠিন বিচার করলে কি করে তুমি? এই বয়সেই নিজেকে এত শক্ত করে ফেলেছ তুমি! ইনফ্যাক্ট, তোমার ধৈর্যের কাছে আমার আজ হার হয়েছে। আমি অপেক্ষা করছিলাম তোমার ধৈর্যের বাঁধ ভাঙ্গার দিনটির জন্য, কিন্তু আজ আর পারলাম না।

এখন এই মাঝরাতে এসব আলোচনা কেন? অরিন্দম কোন গুরুত্বপূর্ণ কথাই বলছে মনে হচ্ছে, কিন্তু কোনও গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার উদ্দেশ্যে এই সময়টা নির্ধারিত করল কেন অরিন্দম? নয়না জবাব দিল না। সিঁটিয়ে রইল।

এই! কেন তোমার ইচ্ছে করে না বলবে? তোমার এই সুন্দর শরীর স্বতঃস্ফুর্ত যৌবন! এভাবে উপোস করে কি করে থাক বলত? তাও, ফর এ আনলিমিটেড পিরিয়ড?

কথাগুলো শেষ করে, অরিন্দম নয়নার শরীরের ওপর একটা হাত রাখল।

নয়নার ভেতরে কম্পন শুরু হলেও, নিজের গাম্ভীর্য বজায় রাখবার চেষ্টা করল। অরিন্দমের হাত সরিয়ে বলল, ঘুমোতে যাও অনেক রাত হয়েছে।

আমারও একটা জেদ ছিল। তুমি কতদিন এভাবে থাকতে পার দেখব বলে। কিন্তু আজ আর পারলাম না। এই! অনেকদিন হয়ে গেছে। আমার মনে হচ্ছে এক যুগ, এস। অরিন্দম নয়নাকে জড়িয়ে ধরল।

নয়না দু'হাতে অরিন্দমের বন্ধন থেকে নিজেকে সরাবার চেষ্টা করে বলল, একটু আক্কেল রেখ। ছেলেমেয়েরা রয়েছে।

ওরা ঘুমচ্ছে।

ঘুমোলে কি হয়েছে? জাগতে পারে না?

তাহলে ওঘরে চল।

না!

না! কি? আজ আমি কিছু মানব না। চল ওঘরে।

নয়নার বুকের ভেতর অসম্ভব দাপাদাপি শুরু হয়ে গেছে। একি আরম্ভ করল অরিন্দম এতদিন তো ঠিক ছিল।

যাও, শুতে যাও। নয়না আরেকবার চেষ্টা করল অরিন্দমকে সরাবার।

না আজ শোব না। আমি অনেকক্ষণ থেকে অপেক্ষা করছি। সেই সন্ধ্যে থেকে। তুমি বড় বেরসিক। চল।

হুকুম করছে কি অরিন্দম? অরিন্দমের হুকুম মানতে হবে নয়নাকে?

অরিন্দম নয়নাকে পাঁজাকোলা করে উঠিয়ে নিজের কামরায়, নিজের বিছানায় নিয়ে এল।

অকস্মাৎ অরিন্দমের এই ব্যবহারে, নয়না হকচকিয়ে গেলেও, স্বাভাবিক থাকবার ভান করে বলল, কি যে কর না তুমি! ভাল লাগে না। এই মাঝরাতে তোমার ভীমরতি ধরেছে।

নয়না উঠে বসবার চেষ্টা করল।

কোন ভীমরতি ধরেনি। আমার সুন্দরী বৌকে আজ আমার চাই। অরিন্দম জোর করে নয়নাকে শুইয়ে দিল। নিজের ওষ্ঠদ্বয় নিয়ে, নয়নার ওষ্ঠদ্বয়ে স্পর্শ করাতে গেল।

না! প্রবল আপত্তি নিয়ে সরে যেতে চাইল নয়না।

এমন করছ কেন বলত নয়না? আমরা কি একে অপরের কাছে অপরিচিত? নাকি, এসব নতুন আমাদের কাছে? অরিন্দম নিজের মুখটা আবার বাড়িয়ে দিল। নয়না যথাসাধ্য শক্তি প্রয়োগ করে, অরিন্দমকে সরাবার প্রচেষ্টায় রত হল। ভেজাল শব্দটায় যে নয়নার অসম্ভব ঘৃণা। অরিন্দমের এই মুখ, ঠিক এভাবে, অন্য কারো উদ্দেশ্যেও উতলা হয়। অরিন্দমের এই আকুলতা তো শুধু নয়নার তরে নয়।

সর! আমায় যেতে দাও। নয়না কঠিন হয়ে, উঠে বসবার প্রয়াস করল।

বাড়াবাড়ি করছ নয়না।

বাড়াবাড়ি নয়। তুমি সরে যাও। আমায় উঠতে দাও।

তুমি জেদ করলে তো হবে না। আজ আমার চাই। অরিন্দম জোর করে আবার নয়নাকে নিজের বাহুবেষ্টনীতে নিয়ে নিল।

না। পারবে না নয়না। এ যে অসম্ভব! মন ছাড়া, শুধু শরীরটাকে সমর্পণ করতে পারবে না। এই মুহূর্তে অরিন্দম শুধু নয়নার শরীরটা চাইছে। নয়নার মনের প্রতি কোন আকর্ষণ নেই অরিন্দমের। অবমাননা নামের এক বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড দিয়ে নয়নার মনকে চেপে রাখা হয়েছে।

বিয়ের পর, প্রথমদিকে নয়না আত্মসমর্পণ করেছে। সেই আত্মসমর্পণ ছিল অনেক কিছু না জেনে, না বুঝে আত্মসমর্পণ করা। নয়নার যে আপত্তি করা উচিত, এই কথাটা নয়নার সীমিত জ্ঞানে বোধগম্য ছিল না তখন। নিজের রুচি অভিরুচি সম্পর্কেও মূল্যবোধ ছিল না নয়নার। অরিন্দম নয়নার স্বামী। তাই অরিন্দমের সবরকম অধিকার আছে। এই মনে করত নয়না। কিন্তু বর্তমান নয়নার মনের অনেক পরিবর্তন হয়েছে। নয়না মনে করে আত্মসম্মান খুইয়ে, আত্মসমর্পণ করা উচিত নয়। অন্তরের স্বীকৃতি ব্যতিরেকে, নিজের শরীর, কোনও পুরুষের সামনে উন্মোচন করতে পারবে না নয়না। সে পুরুষ নয়নার স্বামী হলেও নয়। আত্মমর্যাদা রক্ষা করবে না নয়না? নয়নার অধিকার নেই আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ রাখবার?

আত্মরক্ষার বিভিন্ন প্রক্রিয়া প্রয়োগ করেও অসফল নয়নার মধ্যে অতর্কিতে কোন পাশবিক শক্তির সঞ্চার হল, এক ঝটকায় অরিন্দমকে সরিয়ে উঠে বসল নয়না। কিন্তু, কোনো পুরুষের শক্তির সঙ্গে পারবে কেন? অরিন্দম তখন ভয়ানক ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে, কার্যসিদ্ধিতে বার বার বাধা পেয়ে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে। প্রয়োজনে অরিন্দমই বা বল প্রয়োগ করবে না কেন? নয়নাকে চিৎ করে শুইয়ে, নয়নার দুই বাহু প্রবল বেগে চেপে ধরল, নিজের পুরুষ্টু দুই হাতে। তারপর জ্বলন্ত দৃষ্টি রাখল নয়নার উপর।

কি মনে কর তুমি আমাকে? আমি লোলুপ? লালসার শিকার? মেয়েমানুষের শরীর ভোগ করবার কাঙাল? না। মোটেও তা নয়। মেয়েমানুষরা আমার রূপে পাগল হয়ে আমার

প্রতি আকৃষ্ট হয়, উত্তপ্ত হয়, আকুল হয়ে ওঠে। কিন্তু আমি উত্তপ্ত হই না। আমি আমার রুচি অনুসারে পছন্দ করি। আই হ্যাভ মাই ওন্ চয়েজ। লালায়িত নারীদের নয়, ওয়ান হু অ্যাট্রাক্টস মী। যে আমাকে প্রলুব্ধ করতে পারে, আমি কেবল তার প্রতি আকৃষ্ট হই। এণ্ড, বাই এনি মিন্স আই মাস্ট গেট হার।

এসব কি বলছে অরিন্দম? কি উৎকট পরিস্থিতিতে পড়েছে নয়না। অরিন্দম নয়নার স্বামী। স্বামীর কাছ থেকে অন্য কিছু চায় না নয়না। শুধু একটা শব্দকে অনুভব করতে চায়। বিয়ের পর থেকেই এই প্রয়াস চালিয়ে আসছে নয়না। অন্তরের ভাষা উপলব্ধি করতে ইচ্ছুক নয়না। অন্তরের আভ্যন্তরীন সুগন্ধের সুবাস কামনা করে নয়না। ভালবাসতে চায় নয়না। ভালবাসা পেতে চায় নয়না।

এই পুরুষের পৌরুষের, আসল দম্ভ নিজের সুদর্শন রূপ, সেই রূপে আকর্ষিত হয়ে আত্মসমর্পণ করতে হয় নারীদের। এই মানুষ কখনও নত হয় না, অহমিকার দাপটে কোনও নারীর কাছে নিজেকে হেয় করে না।

এতদিন আমাদের যা হয়েছে, আমরা স্বামী স্ত্রী বলে হয়েছে। কিন্তু আজ আমার অভিপ্রায়ের তাড়নায় এসেছি আমি। অরিন্দম ঘোষ স্বয়ং আকুতি নিয়ে এসেছে তোমার দ্বারে। যা অরিন্দম ঘোষ পূর্বে কখনও করেনি।

কেবল কথায় নয়, অরিন্দমের টকটকে রক্তবর্ণ মুখমণ্ডল থেকেও যেন ঠিকরে বার হচ্ছে অহঙ্কারের স্পর্ধা। অরিন্দমের সম্পূর্ণ মুখাকৃতি যেন আত্মাভিমানের প্রতীক। প্রবল শক্তিশালী কোন আভ্যন্তরীন চাপ আপন ক্রিয়া-কৌশলের দ্বারা অরিন্দমকে বাধ্য করছে এই কঠিন অহং ভাবকে প্রতিপন্ন করতে। অরিন্দমের সমগ্র মুখাকৃতিতে, প্রতীয়মান কেবল একটাই ভাষা।

অরিন্দমের সঙ্গে নয়নার আচরণে যদি কোথাও বিসদৃশ আছে, তো সে নয়নার মারাত্মক অভিমান বোধ থেকে সৃষ্টি হয়েছে। এখন পর্যন্ত অরিন্দমের প্রতি নয়না যদি কোনও দুর্ব্যবহার করেছে, অভিমান শব্দটাকে বিতাড়িত করা অসম্ভব বলে করেছে।

নয়নার অনুচিত আত্মসমর্পণেই হোক, কিংবা অন্য কারণেই হোক, ডিম্পি অন্তু এসেছে। ডিম্পি অন্তুকে পেয়েছে নয়না। সেজন্য কৃতজ্ঞ নয়না। ডিম্পি অন্তুর পিতা অরিন্দম। ডিম্পি অন্তুর পিতাকে কখনো অসম্মান করেনি নয়না। স্বামীকেও অসম্মান করতে চায় না নয়না। শ্রদ্ধা, ভক্তি, ভালবাসা স্বামীর প্রতি থাকবে না কেন। কিন্তু, একটা শব্দ যে নয়নাকে অতিষ্ঠ করে তোলে। জগতের সব কামনা বাসনা চুলোয় যাক নয়নার। সংসারের যাবতীয় সুখ থেকে বঞ্চিত থাকুক, মনের শান্তি ক্রমশঃ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাক, তবুও, নয়না এই শব্দকে আঁকড়ে থাকবে। এই শব্দের বেড়াজাল থেকে নয়নাকে যদি কেউ রক্ষা করতে পারে সে অরিন্দম। এখনও, এখনো যদি অরিন্দম অন্তরের সান্দ্র পরশ দেয়, হৃদয়ের আবেগে নয়নাকে আহ্বান জানায়, নয়নাকে স্পর্শ করবার আকুলতায় আপন হৃদয়দ্বার উন্মুক্ত করে, নয়না অরিন্দমের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়বে। অভিমানের পলেস্তারা দ্রুতগতিতে সরিয়ে, অরিন্দমের সব দোষত্রুটিকে মার্জনা করে দেবে। শুধু ভালবাসাকে অনুভব করবার মতো সামান্য দান যদি থাকত অরিন্দমের, কোথাও কোন আপত্তি করত না নয়না। এই মুহূর্তে সর্বান্তকরণে আত্মসমর্পণ

করত নয়না।

কিন্তু অরিন্দমের যে এখন অন্য রূপ। অরিন্দমের এই রূপ নয়নার অপরিচিত ছিল। অরিন্দম যে অন্য ভূমিকায় নিজেকে প্রকাশ করল।

একজনের অহঙ্কারের চূড়ান্ত মূর্তি, অত্যাশ্চর্য স্পর্ধা, অদমনীয় দর্প, আরেকজনের অহংবোধকে জাগ্রত করে তুলল। যেহেতু অরিন্দমের মনে স্পৃহা নয়নার জন্য, তাই নয়নাকে কৃতজ্ঞতা বোধে অবনত হতে হবে। শুধু নয়না বলে নয়। অরিন্দমের মনোবাঞ্ছা অনুসারে, প্রত্যেক নারীকে, অনুরাগের বশবর্তী হয়ে নয়, অরিন্দমের দম্ভের বশবর্তী হয়ে, আত্মসমর্পণ করতে হবে।

অরিন্দম তো শুধু নয়নাকে অপমান করছে না, সমগ্র নারী জাতের অবমাননা করছে। না, পারবে না নয়না এই অসাধ্য সাধন করতে। অরিন্দমের কোনো শক্তি নয়নাকে বশ করতে পারবে না।

নয়না ভালবাসার কাছে নিজেকে সমর্পণ করতে রাজী। আশ্রয় চায় নয়না অন্তরে। অন্তর ঢেলে দেবে নয়না সেখানে, প্রাচুর্যের সীমাহীন পরশ এনে দেবে। কিন্তু কোনও অহঙ্কারের কাছে নিজের আত্মবিসর্জন দেবে না।

নয়নার দুই বাহু, অরিন্দমের দুই সবল শক্ত হাতের চাপে অবশ হয়ে যাচ্ছে বুঝি। নয়না যন্ত্রণা সহ্য করতে পারছে না। অরিন্দম এমনভাবে নয়নাকে আটক করেছে, নড়বার ক্ষমতা নেই নয়নার। খুব কষ্ট হচ্ছে নয়নার, দু'চোখ জলে ভরে গেছে। তা সত্বেও নির্লিপ্ত থাকতে সচেষ্ট নয়না। কিন্তু অরিন্দম কি স্বাভাবিকতা হারিয়েছে? একি করছে অরিন্দম? নয়নাকে এভাবে চেপে রেখেছে কেন? রক্তিম চক্ষু দ্বয়ের জ্বলন্ত দৃষ্টির ছ্যাঁকা আর কতক্ষণ ধরে দেবে?

যাও! অবশেষে বুঝি স্বাভাবিক হল অরিন্দম। নয়নাকে রেহাই দিল।

এই মানুষের বিচারে বুঝি মানুষ ভয়ঙ্কর কঠিন কঠোর হতে পারে। কিন্তু নরম কোমল হৃদয়ের দ্বার খুলে ভালবাসা শব্দকে বাইরে বার করা সম্ভব নয় মানুষের পক্ষে। এই মানুষের অভিধানে প্রেম শব্দ বিলুপ্ত। অন্তরবিহীন এক নির্দয় মানুষ এই অরিন্দম ঘোষ।

নিজের বিছানায় এসে নিঃশব্দে অনেকক্ষণ কাঁদল নয়না।

একবার। শুধু একবার, তোমার অন্তরের পরশ দিয়ে আমায় বুকে টেনে নাও অরিন্দম! জন্মদাতা রূপে শুধু একবার আমার মধ্যে ভালবাসার জন্ম দাও! শুধু এইটুকুই আমার অভিমান অরিন্দম। অন্য কোনও কিছু আমি চাই না। আমি কোনও প্রশংসার কাঙাল নই অরিন্দম। তোমার কোমল হৃদয়ে প্রবেশ করবার অনুমতি দাও আমায়। আমার তীব্র অভিমান ভেঙ্গে ফেলার এই একমাত্র অস্ত্রটির প্রয়োগ তোমার দ্বারা হোক, শুধু এই আমার চাওয়া অরিন্দম।--

অরিন্দম কি কখনও এই কথাগুলো বলবার সুযোগ দেবে নয়নাকে?

কেন দেবে না? সুযোগ দিতে বাধ্য অরিন্দম। তা না হলে নয়না নিজের মনকে কার কাছে ব্যক্ত করবে? অব্যক্ত বেদনা নিয়ে কত কাল গুমরে থাকবে নয়না!

আমি অসুন্দর অরিন্দম। তার চাইতেও বড়, আমি অভিমানী অরিন্দম। তুমি অসুন্দরকে

সহ্য করতে পার না। মানুষের অভিমানকেও কি সহ্য করতে পার না।

এই কথাগুলো অরিন্দমকে বলতে পারলে নয়না শান্তি পেত। কিন্তু সেরকম সুযোগ কখনো কি আসবে?

সারারাত প্রবল অশান্তি ও অস্বস্তিতে কাটল নয়নার। হঠাৎ এ কি করে বসল নয়না? এত কঠিন হতে কে বলেছিল নয়নাকে? অরিন্দমের সাথে যা ব্যবহার করল নয়না, তার কি কোন প্রতিক্রিয়া হবে না? সেই প্রতিক্রিয়ার ফল ভোগ করতে হবে না নয়নাকে?

সারা রাত অনুশোচনায় দগ্ধ হলো নয়না। ডিম্পি অন্তু এখনও অনেক ছোট। অরিন্দম যদি জেদের বশে, আরো অন্য ভয়ঙ্কর কিছু করে বসে? নয়নাকে আরও অসহায় করে তোলে? কি করবে নয়না?

না, এটা ঠিক করেনি নয়না। নয়না কেন অহংকার দেখাতে গেল? এর ফলে কি কিছু হবে না? অরিন্দমের অদ্ভুত জ্বলন্ত দৃষ্টিটা বার বার মনে পড়ছে। নয়না খুব ভীত হয়ে উঠল। ডিম্পি অন্তু এখনও শিশু নয়নার সমস্ত জীবন পড়ে রয়েছে। অরিন্দম ক্ষেপে গিয়ে যদি এমন কিছু করে বসে, যার ফলে নয়নার জীবন ভয়াবহ হয়ে উঠতে পারে, ভবিষ্যত অন্ধকার হয়ে যেতে পারে। নয়না আত্মসমর্পণ করতে অস্বীকার করে কি যুদ্ধক্ষেত্র রচনা করল? পুরুষ মানুষের দম্ভ, সে যে কারণেই হোক, সেই দম্ভের কাছে কোনও নারীর জেদ কি টিকতে পারে? নয়না কোমল মনের এক নরম নারী। পারবে নয়না অরিন্দমের জেদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে! নয়না, অরিন্দমের আহ্বানকে অস্বীকার করে কিসের আমন্ত্রণ জানাল অরিন্দমকে?

ভীষণভাবে ভেঙ্গে পড়ল নয়না। ডিম্পি অন্তুর সুখটা আসল নয়নার কাছে। ঘরের শান্তি বজায় রেখে, নির্বিঘ্নে ডিম্পি অন্তুকে প্রতিপালন করাটাই একমাত্র উদ্দেশ্য নয়নার। অরিন্দম যদি ঘরে অশান্তি রচনার অভিপ্রায় নিয়ে মেতে ওঠে, নয়নার কি সাধ্য হবে অরিন্দমের সঙ্গে মোকাবিলা করবার?

কিন্তু, কি এমন করল নয়না? শুধু অপমান ও অবমাননার স্বীকার হতে চাইল না, এই তো! মানুষের আত্মমর্যাদা বোধ থাকাটা কি অনুচিত? নিজের আত্মসম্মানকে অক্ষুণ্ণ রাখা কি যুক্তিসঙ্গত নয়? নয়না কোন অহংবোধের দাপট দেখাতে চায়নি। কেবল অমর্যাদার সম্মুখীন হতে চায়নি নয়না।

কিন্তু, অরিন্দম কি এভাবে সব কিছুর বিচার করবে? অরিন্দম যাচাই করতে যাবে না, বিচার করতে যাবে না, নয়নার প্রকৃত দোষ হয়েছে, কি হয়নি। অহংকারী ব্যক্তিরা অহংকার বজায় রাখতেই তো জেদ করে। অরিন্দম কি জেদের বশে নয়নাকে ছারখার করে দেবে?

সারা রাত ঘুমোতে পারল না নয়না, অশান্তিতে, ভয়ে, অস্থির হয়ে অতিবাহিত করল সারারাত!

সকালবেলা ডিম্পিকে স্কুলে পৌঁছে দিয়ে এল নয়না। অরিন্দমের খাবার তৈরী করে রাখল। অরিন্দমের মুখোমুখি হতে অস্বস্তি হবে নয়নার। হলেও নয়না অরিন্দমকে খুশী রাখবার চেষ্টা করবে। কিন্তু অরিন্দম যদি আর খেতেই না আসে? এই টেবিলে যদি আর কখনও না বসে? নয়নাকে সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করে, যদি বাইরে অন্য কোথায় খাবার ব্যবস্থা করে?

তখন কি করবে নয়না?

অরিন্দম অবশ্য সেরকম কিছুই করল না। যথাসময়ে, পরিপাটি হয়ে টেবিলে এসে বসল। প্রয়োজনের অতিরিক্ত গাম্ভীর্য ছাড়া, আর কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করল না নয়না। লজ্জা করছিল নয়নার। অরিন্দমের দিকে তাকাতে পারছিল না। অরিন্দমের খাবারের প্লেট প্রতিদিনের মতই বাড়িয়ে দিল। অরিন্দম নয়নার প্রতি সম্পূর্ণ অমনোযোগী। এত বেশী গম্ভীর কেন অরিন্দম? তার চাইতে নয়নাকে ভর্ৎসনা করত অরিন্দম, ঝগড়া করত নয়নার সঙ্গে। নয়না কি খুব মারাত্মক অপরাধ করেছে গত রাতে? ভীষণ ভয় করছিল নয়নার। নয়না কি অরিন্দমের সম্মুখে গিয়ে দাঁড়াবে? অরিন্দমকে জড়িয়ে ধরে বলবে আমার অন্যায় হয়েছিল কাল? অরিন্দমের চরণ ছুঁয়ে বলবে আমায় ক্ষমা করে দাও।

নয়নার মধ্যে যে এত ভীতু একটা মন আছে নয়নাও বুঝি জানত না। এই মুহূর্তে নয়না অরিন্দমের সঙ্গে একটা সহজ চুক্তি করতে চায়, মৈত্রী স্থাপন করতে চায়। যার ফলে এই ঘরের শান্তি অটুট থাকবে।

কিন্তু হঠাৎ করে তো এসব করা যায় না। অরিন্দম সামান্য আস্কারা দিলেও নয়না এখন আত্মসমর্পণ করবে।

যুদ্ধ চায় না নয়না। যুদ্ধ করবার শক্তি নেই নয়নার।

একটু নুন দাও। অরিন্দম ডিমের পোচ খাচ্ছিল, তাতে বুঝি নুন কম হয়েছে। তাই খুব স্বাভাবিক স্বরেই অরিন্দম নুন চাইল।

নয়না নুনের পট্ এগিয়ে দিল।

খাওয়া শেষ করে অরিন্দম অফিসে চলে গেল।

আসন্ন কোনও বিপদের আশঙ্কায় নয়না আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু না, সেরকম কিছুই হলো না। অরিন্দম, অরিন্দমের মতনই রইল। প্রয়োজন ব্যতিরেকে, আগেও নয়নার সঙ্গে কথাবার্তা হতো না। এখনও তাই।

নয়নার দ্বারা এত বড় প্রত্যাখ্যানের কোন প্রতিক্রিয়া হলো না কেন বুঝল না নয়না। উপরের শান্ত স্থির জলের তলায় কোন শক্তিশালী স্রোত, গোপনে আক্রমণের তোড়জোড় করছে কিনা, সেটা অবশ্য নয়না জানে না। নয়না অকস্মাৎ একটা অপরাধ করে ফেলেছে। তার জন্য ক্ষমা চাইতেও প্রস্তুত ছিল নয়না। কিন্তু সে সুযোগ আর হলো না নয়নার। অরিন্দম অন্য রকম হলো না।

রোববারে মুখার্জী সাহেবের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করা হল, সপরিবারে। কোথাও কোন গাফিলতি নেই অরিন্দমের। এই বাড়ীতে অরিন্দমের জন্য যেটা স্বাভাবিক, সেভাবেই চলছে অরিন্দম।

অস্তুকে স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছে নয়না। বেজায় খুশী অস্তু। প্রতিদিন দিদির সাথে স্কুলে যায়। সকালবেলা নয়নাই পৌঁছে দিয়ে আসে দুজনকে। অস্তুর বারটায় ছুটি, ডিম্পির দেড়টায়। অস্তুকে নয়না নিয়ে আসে। ডিম্পি আজকাল একাই আসে। অস্তুকে আনবার জন্য স্কুলে

গিয়েছিল নয়না। স্কুলে গিয়ে শুনল, স্কুলের ফাংশনের জন্য বাচ্চাদের তৈরী করা হবে। তাই ছুটির পর একঘণ্টা করে থাকতে হবে, এক সপ্তাহের জন্য।

ঘর, সাত আট মিনিটের পথ, এক ঘণ্টা স্কুলে কি করবে, পরে আবার আসবে, বা রুক্মিণীকে পাঠিয়ে দেবে ভেবে নয়না ফিরে আসছিল। দূর থেকে সুব্রতকে দেখতে পেল। স্কুলের দিকেই আসছে সুব্রত। স্কুলের তত্ত্বাবধানের ভার পার্সোনাল ডিপার্টমেন্টের ওপর। তাই স্কুলের কাজেই হয়ত যাচ্ছে সুব্রত। মাঝে মাঝে সুব্রতর সঙ্গে দেখা হয়, পথে ঘাটে। সেই সেদিনের পর ঘরে আর আসেনি।

সুব্রত নয়নার মনের কষ্ট ধরতে পেরে, সেই কষ্ট দূর করবার উপায় বাতলে দিয়েছিল একদিন। মনের দুঃখ সাময়িক ভাবে ভুলে থাকলেও যে, মনের যন্ত্রণা থেকে কিছুটা রেহাই পাওয়া যায়, এই সত্যটা বুঝি নয়না বুঝত না। তাই শূন্য মনে, উদাস হয়ে, দৃষ্টিকটু ভাবে বারান্দায় বসে বসে সময় কাটাত। এখন এসব ভাবলে হাসি পায় নয়নার। খুব লজ্জাও করে। সুব্রত নয়নাকে কি ভাবত কে জানে।

এখন নয়না একজন সক্রিয় মহিলা। এখন অলস ভাবে, অবসর সময় অতিবাহিত করবার কথা ভাবতে পারে না।

কেমন আছেন? মুখোমুখি পড়ে যাওয়ায়, সুব্রতই প্রশ্ন করল।

খারাপ থাকতে দিলেন কোথায়? নয়না ঠাট্টা করে বলল।

আমি আবার কি করলাম?

কিছু করেননি। আপনার খবর বলুন।

আমার একই নিয়মে দিন চলে। সুব্রত বলল।

হ্যাঁ ভাল কথা, আপনি যে নিয়ম করে বইগুলো পাঠান তার জন্য ধন্যবাদ সুব্রতবাবু। আপনার সঙ্গে তো দেখা সাক্ষাৎ হয় না, তাই আপনাকে ধন্যবাদ জানানোর সুযোগ হয় না।

ও কিছু না। আপনি বই পড়তে ভালবাসেন। তাই বই পেলে পাঠিয়ে দিই। এখানে তো বাংলা বই পাওয়া যায় না। কারো মারফত হঠাৎই হাতে এসে যায়।

সে জন্যেই ধন্যবাদ সুব্রতবাবু।

আহা, থামুন তো তখন থেকে শুধু ধন্যবাদ জানাচ্ছেন! এখন তো আপনার অফুরন্ত সময়, একটা কাজ করে দেবেন?

নয়না হাসল। বলল, আমার সময় ও অসময়ের কথাও জেনে ফেলেছেন? বাড়ীতে তো আসেন না?

আমি সব কথার কৈফিয়ত দিই না। আমার বিবেচনায় যেটা সঠিক বলে মনে করি সেটাই বলি। বলুন পারবেন কিনা?

কি কাজ বলবেন তো? আমার উপযুক্ত কাজ হলে পারব না কেন?

আমি সব সময় আপনাকে, আপনার উপযুক্ত কাজ দেবারই প্রয়াস করি। বলে ফেলে সুব্রত কথা ঘোরাবার চেষ্টা করল। এবারে আমাদের এখানে তেমন ঠাণ্ডা পড়েনি কি বলেন?

নয়না একটু সজাগ হল। নয়নার উপযুক্ত কাজ? পুরনো কোনও কথার প্রসঙ্গ নিয়ে বলল কি সুব্রত কথাটা? সেই স্কুলের চাকরীটার প্রসঙ্গে কি? সে কাজটাও নয়নার উপযুক্ত ছিল? এটাই কি বোঝাতে চাইছে সুব্রত?

সুব্রত হঠাৎ যেন ব্যস্ত হয়ে উঠল, বলল, আগামী মাসে আমাদের অফিসার্স ক্লাবের জন্য একটা কুইজ কম্পিটিশনের আয়োজন করেছি। আপনাকে উত্তর সহ প্রশ্নপত্র তৈরী করে দিতে হবে। পারবেন?

সুব্রত যেভাবে বলছে কাজটা সেরকম সহজ নয়। ভেবে চিন্তে প্রশ্ন তৈরী করতে হবে।

বিজ্ঞান, গণিত, সাহিত্য, সাধারণ জ্ঞান, কারেন্ট এফেয়ার্স, রাজনীতি ইত্যাদি সব বিষয়ের ওপর প্রশ্ন থাকবে। মোট পঞ্চাশটা প্রশ্ন তৈরী করতে হবে। পারবেন তো?

চেষ্টা করব।

চেষ্টা নয়, করে দেবেন। সুব্রত দাবী করছে যেন।

নয়না হাসল। করে দিতে পারি, তবে, পরে আবার খুঁত বার করে নিন্দে করবেন না তো।

যেখানে খুঁত থাকা সম্ভব বলে মনে করি, সেখানে আমি কোন কিছু দাবী করি না।

নয়না হাসল। নয়নার কোন খুঁত থাকতে পারে না। সেজন্য নয়নার কাছে দাবী করছে, এই কথাই কি বলল সুব্রত?

কেন বই পাঠিয়ে দেব?

না প্রয়োজন হবে না।

ঠিক আছে চলি। সুব্রত বাইকে উঠে বসল।

নয়না জিজ্ঞেস করল, কবে নাগাদ দিতে হবে?

বললাম তো আগামী মাসে হবে অনুষ্ঠানটা, তার আগে দিয়ে দেবেন।

সুব্রত বাইক ঘুরিয়ে নিলে নয়নাও যাবার জন্য এগোল।

বাইক স্টার্ট করবার মুহূর্তে একবার পেছন ফিরে চাইল সুব্রত। তারপর মুখে একটা অন্য রকম হাসি নিয়ে বলল, আজকাল বাগানে ফুল থাকে না কেন?

প্রশ্নটা করেই সুব্রত ভট্ ভট্ শব্দ করে চলে গেল।

কোন বাগানের কথা বলল সুব্রত? নয়নাদের বাড়ীর সামনে যে কয়েকটা ফুল গাছ আছে, ঐ গাছ কয়টাকে উল্লেখ করে বলল কি? কিন্তু, ঐ সামান্য কয়েকটা ফুলগাছ তো বাগানের মর্যাদা পেতে পারে না? তাহলে সুব্রত হঠাৎ এই কথা বলল কেন? পাগল আছে এই ভদ্রলোক। কি কথা ধরে, কি কথা বলেন উনিই জানেন।

নয়না অন্যমনস্ক হয়ে হাঁটছিল। সহসা মুখ চোখ গরম হয়ে উঠল। আজকাল বাগানে ফুল থাকে না কেন? এই কথাটার মাধ্যমে সুব্রত কি, অন্য কোনো অর্থ প্রকাশ করতে চাইল? আজকাল নয়নাকে আর বারান্দায় দেখতে পাওয়া যায় না! এই কথাটাই কি বলতে চাইল সুব্রত? নয়নার মাথাটাই বুঝি খারাপ হয়েছে। এসব কি যা তা ভাবছে নয়না? সুব্রত অরিন্দমের কলিগ্। সুব্রত হঠাৎ কলিগের স্ত্রীর প্রতি এই ধরনের মন্তব্য করতে যাবে কেন?

সুব্রত মানুষটা অন্য রকম। সুব্রতর মধ্যে কোন সংকীর্ণতা থাকতে পারে না। হাঁটতে

হাঁটতে একটা কথা মনে পড়ে যাওয়ায় নয়নার আবার খটকা লাগল। মিসেস মুখার্জীর একটা কথা মনে পড়ে গেল নয়নার। মিসেস মুখার্জী সেদিন বলেছিলেন, 'নয়না, তোমাকে দেখতে আসবার একটি প্রধান কারণ হলো, ঐ সুব্রত হালদার। জান ও কি বলেছে? শহরের সুখ সুবিধা বর্জিত এই জঙ্গলে আর কিছু না থাক, তিনটি অসাধারণ বস্তু আছে। এক, এই জঙ্গলে এখনও খাঁটি দুধ পাওয়া যায়, কোনও গোয়ালা দুধে জল মেশান পছন্দ করে না। দুই, আমাদের দেশের, সর্বধর্মের ও সর্বভাষার সমন্বয় খুঁজে পাওয়া যায় এই স্থানে। তিন, হচ্ছ তুমি। তুমি নাকি এক অত্যাশ্চর্য অসাধারণ এখানে।'

সেদিন নয়না গুরুত্ব দেয়নি কথাটায়। এখন মনে হচ্ছে, সুব্রতর দিক দিয়ে বক্তব্যটার কোন তাৎপর্য ছিল। আশ্চর্য লোক তো! নয়নাকে এভাবে অসাধারণ সাব্যস্ত করে. প্রচার কার্য চালানোর কি প্রয়োজন ছিল? নয়না হঠাৎ অসাধারণ হতে যাবে কেন? এই কথার কৈফিয়ত চাইতে হবে সুব্রতের কাছে।

অন্যমনস্কতা নিয়েই ঘরে এসে পৌঁছল নয়না। কিন্তু, ঘর খোলা কেন? নয়না যাবার সময় তালা লাগিয়ে গিয়েছিল। অরিন্দমের কাছে অবশ্য একটা আলাদা চাবি-তালা থাকে। কিন্তু অরিন্দম এ সময় আসবে কেন?

ঘরের পর্দা সরিয়ে ভেতরে ঢুকতেই প্রবল অস্বস্তি পেল নয়না। অরিন্দম ডিভানে বসে রয়েছে। উল্টোদিকে সোফায় একজন সুন্দরী ভদ্রমহিলা। হ্যাঁ, সুন্দরীই। নয়না সুন্দরী নয় বলে প্রকৃত সুন্দরীদের সুন্দরী বলতে কুণ্ঠা বোধ করবে, নয়না এমন মানুষ নয়। অরিন্দম একবার নয়নার দিকে চেয়ে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল। নয়না এই মহিলাকে চেনে না। দেখেনি কখনও। এই কলোনীতে থাকে কিনা তাও জানে না। অনেক বিরাট ব্যাপক এলাকা নিয়ে এই কলোনী। নয়না কি কলোনীর সবাইকে চেনে! তবে, অরিন্দম নিশ্চয় চেনে। না চিনলে, এই ভদ্রমহিলা এখানে আসবেন কেন? অরিন্দমের উচিত, নয়নার সঙ্গে ভদ্রমহিলার পরিচয় করিয়ে দেওয়া। অরিন্দম বুঝি তা চায় না। কিন্তু নয়না তো অস্বচ্ছন্দ বোধ করছে। অস্বস্তি নিয়ে বিব্রত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকতে স্বস্তি পাচ্ছে না নয়না।

আসুন না। বসুন! ভদ্রমহিলা আপ্যায়ন করলেন নয়নাকে। যেন নয়নাই অতিথি এখানে।

নয়না বসবে? বসা কি উচিত? এই মহিলা কে? একটা পরিচয় তো আছে এনার? পরিচয় না জানলে নয়না এখানে বসতে যাবে কেন?

নয়নার অপ্রস্তুত ভাব দেখে ভদ্রমহিলা বললেন, আপনি বোধ হয় আমাকে চিনতে পারেননি? আমি শর্মিলা চৌধুরী, ফাইন্যান্সের বিপ্লব চৌধুরী আমার স্বামী।

বাস! শুধু এইটুকুই পরিচয়? এই পরিচয়টাই তো যথেষ্ট পরিচয়। কোনও ভদ্রলোকের স্ত্রী এই ভদ্রমহিলা।

না, নয়নার এত পরিচয়ের দরকার নেই, শুধু নামটা শুনেই, নয়না যা জানবার জেনে ফেলেছে। ভদ্রমহিলা স্বগর্বে নিজের পরিচয়টা দিলেন কেন? এই পরিচয়টা তো ভদ্রমহিলার একমাত্র পরিচয় নয়? এই পরিবেশে তো নয়ই।

এই পরিচয়ের কি কোন মূল্য আছে এই পরিবেশে? নয়নাও কি এখন নিজের পরিচয়

দেবে? মেকানিকেলের ওমুক আমার স্বামী? বলবে নয়না? না, নয়না কি সেরকম মানুষ?

বসুন না! নয়নার অস্বাচ্ছন্দ্য দূর করবার জন্যেই বোধ হয়, ভদ্রমহিলা আবার বললেন।

অরিন্দম নির্লিপ্ত হয়ে মেঝের দিকে চেয়ে বসে রয়েছে।

না, এখন আর বসব না। আপনি বসুন। নয়না ভেতরে চলে গেল। একদম ভেতরে, শোবার ঘরে।

শর্মিলা চৌধুরী? এই কি সেই? বছর দু'তিন আগে, যার সঙ্গে অরিন্দম খাজুরাহ্ পরিদর্শন করতে গিয়েছিল? কে যেন বলেছিল চৌধুরীদের ট্রান্সফার হয়ে গেছে, তবে এই শর্মিলা এখানে কেন?

প্রায় মিনিট দশেক বাদে অরিন্দম ভেতরে এল।

এ রকম গেঁয়োপনা করলে কেন বলত? একজন ভদ্রমহিলা এসেছিলেন, একটু বসে কথা বলা যেত না?

নয়না জবাব দিল না।

খেতে দিলে দাও আমার তাড়া আছে।

এখন বারটাও বাজেনি। এটা খাবার সময় নয়। অরিন্দম যখন খেতে চাইছে নয়না দেবে না কেন? নয়না, অরিন্দমের খাবার বেড়ে দিল।

অরিন্দম খেতে খেতে ঘড়ি দেখছিল। সত্যিই বুঝি খুব তাড়া অরিন্দমের। নয়না ঝোল বেড়ে দেবার জন্য বাটি আনতে গেল। অত আদিখ্যেতার আর প্রয়োজন নেই। যা দেবে, পাতেই দিয়ে দাও। খুব বিরক্ত স্বরে বলল অরিন্দম।

অরিন্দমের কিসের তাড়া নয়না বুঝতে পারল না। এই শর্মিলার সঙ্গেই কি কোনো এপয়েন্টমেন্ট করেছে? কিন্তু এখন তো অফিসের সময়! অরিন্দম কি অফিস বাদ দিয়ে অন্য কোনো প্রোগ্রাম করেছে?

অরিন্দম প্রায় গোগ্রাসে গিলে খাওয়া শেষ করে বেরিয়ে গেল।

সন্ধ্যেবেলা ঘরে ফেরার পর অরিন্দম নিজের বিছানায় শুয়ে পড়েছে। ডিম্পি অন্তুকেও, আজ কাছে ডাকল না। রাত্রিবেলা খেতেও এল না।

কি হয়েছে অরিন্দমের? বিরহ ব্যথা? নাকি, বিচ্ছেদ ব্যথা? কিসের যন্ত্রণায় ও শোকে অরিন্দম কাতর হয়ে শয্যা গ্রহণ করল! পরদিন অবশ্য ব্যাপারটা খোলসা হলো। রুক্মিণী, বিকেলে কাজে আসেনি বলে নয়না পরদিন বকছিল রুক্মিণীকে 'তুমি এভাবে বিনা নোটিসে অনুপস্থিত থাকলে আমার অসুবিধে হয়। না এলে তুমি আমাকে জানিয়ে যেও।'

বকুনি দিয়ে আর কি করবেন মেমসাহেব? ইচ্ছে করে কি আসিনি? ঐ বাড়ীতে দেরী হয়ে গেল। ঐ বাড়ীতে মেহমান এসেছিল চৌধুরী সাহেবের জেনানা। গেলেন পাঁচটার পর খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকতেই তো চারটে বেজে গেল। এই সাহেবের গাড়ীতেই গেলেন আপনার সাহেবই পৌঁছে দিলেন মেমসাহেবকে ইস্টিশনে।

এই সাহেব মানে অরিন্দম, নয়না বুঝতে পেরেছে। নয়না জিজ্ঞেস করল, একা এসেছিলেন?

একা নয় তো কি! এই জেনেনা একটু অন্য রকম আছে। লোকের বাড়ীতে উঠেছেন, তা সত্বেও না বলে কয়ে, দুপুরবেলা কোথায় চলে গিয়েছিলেন। খেতে এলেন চারটের পর।

রুক্মিণী আরও কিছু বলছিল, কিন্তু নয়নার আর শোনার প্রবৃত্তি হলো না। সরে এল নয়না।

অরিন্দমের কে এই মহিলা? যার জন্য নয়নাকে এভাবে অপমান করবে অরিন্দম? এই মহিলার সঙ্গে কথা না বলে, গল্প না করে গেঁয়োপনা করেছিল নয়না! খাবার সময় তর সইছিল না। এই মহিলার সঙ্গ উপভোগ করবার জন্য নয়নার উপর অযথা বিরক্ত হয়ে উঠেছিল! তারপর বিদায় দিয়ে এসে শোকশয্যা গ্রহণ?

দু'তিন বছর পূর্বে, এরা ট্রান্সফার হয়ে চলে যাবার পরই কি অরিন্দমের মধ্যে পরিবর্তন এসেছিল? সন্ধ্যের পর ঘরে ফিরে আসত, একটা নির্দিষ্ট সময়ে খুব উদাস হয়ে যেত?

না। নয়না এত কিছু চিন্তা করবে কেন? চিন্তা শুরু করলেই তো নয়নার অশান্তি বাড়বে, যন্ত্রণা হবে। অশান্তি যন্ত্রণা যতক্ষণ অস্পষ্ট থাকবে, ততক্ষণ মনের কষ্টের পরিমাণও কম থাকবে, সোচ্চারে প্রকাশ হয়ে পড়লেই তো মনকে আয়ত্তে রাখা যাবে না।

তাহলে কি নয়নার ধারণা সম্পূর্ণ ভুল ছিল? অরিন্দমের মধ্যে পরিবর্তন এসেছে, অরিন্দম নিজেকে সংশোধন করছে, এসব সত্য নয়?

অরিন্দম পাল্টায়নি। অরিন্দম নামের নায়কের, নায়িকার বাসস্থান বদল হয়েছিল। তাই নায়িকার সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত ছিল অরিন্দম। গত দু'তিন বছর, অরিন্দম নিজের মধ্যে পরিবর্তন আনার নিমিত্ত যা করেছে, তা ছিল মনের কষ্ট ভুলে থাকবার প্রচেষ্টা মাত্র।

নায়িকাকে বিস্মৃতির আড়ালে রেখে দেয়নি অরিন্দম। নায়িকা হাতের কাছে বিরাজ না করলেও, নায়কের মনে বিরাজমান ছিল। কি অপমান নয়নার! অরিন্দম, নীরবে নিঃশব্দে নয়নাকে অপমান করে গেছে, নয়না ঘুনাক্ষরেও টের পায়নি। এক ভয়ঙ্কর অন্তর্জ্বালা নয়নাকে নতুন করে অশান্তির কবলে ফেলে দিল। কি অসহ্য এই অন্তর্জ্বালা! কি মারাত্মক কঠিন, দুর্বিসহ, এই অসহনীয়তাকে সঙ্গে নিয়ে বাস করা!

অফিসার্স ক্লাবের কুইজ প্রোগ্রাম সুচারু রূপে সম্পন্ন হয়ে গেল। প্রশ্নপত্র নয়নারই তৈরী। নয়নাকে বিচারক মণ্ডলীর একজন সদস্য করা হয়েছিল। তাই, নির্দিষ্ট দিনে সুব্রত নয়নাকে নিয়ে যাবার জন্য গাড়ী পাঠিয়েছিল। নয়না এতটা কবতে চায়নি। কিন্তু নয়না আপত্তি করবে কোথায়? সুব্রতর টিকিটাও দেখা গেল না। অলক্ষ্যে থেকেই বুঝি সব কিছুর পরিচালনা করল সুব্রত। নয়না চাইছিল সুব্রতর সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ হোক। দেখা হলে দু'একটা প্রশ্নের উত্তর চাইবে নয়না। কিন্তু, সুব্রত বুঝি ইচ্ছে করেই নয়নার সম্মুখে এসে দাঁড়াচ্ছে না। অলক্ষ্যে, অগোচরে থেকে, আড়ালে কারও জন্য কিছু করবার মানে কি? সুব্রত সহজভাবে সব কিছু করলে নয়নাও অনেকটা সহজ হত।

লোকের উপকার গ্রহণ করতে বড় লজ্জা করে নয়নার। মনে হয়, নিজের হাত পা মস্তিষ্ক থাকতে, অন্যের সাহায্য নেবে কেন নয়না! ছোটবেলা থেকেই, নিজের পরিচালনায়

বড় হয়েছে নয়না। এখন হঠাৎ অন্যের দ্বারা পরিচালিত হতে যাবে কেন?

সুব্রত নয়নার উপকার করেছে পরোক্ষভাবে। নয়না সুব্রতর ভূমিকা বুঝতে পেরেছে, সুব্রতর উপকার গ্রহণ করবার পর। সে কারণেই নয়না সুব্রতের উপর ক্ষিপ্ত হয়ে আছে। সুব্রত যদি নয়নাকে সরাসরি এসে বলত, আপনার জন্য এই কাজগুলো জোগাড় করেছি করবেন কি? তাহলে নয়নার আত্মসম্মানে লাগত না। নয়না কি ডেকে বলে দেবে আপনি আমাকে আর দয়া দেখাবেন না? কি ভেবেছে সুব্রত? অলক্ষ্যে থেকে নয়নাকে লক্ষ করবে? নয়নার জন্য চিন্তা ভাবনা করবে?

নয়না কিছু বুঝতে পারবে না! কিন্তু নয়নারও তো ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় আছে। নয়না কিছু টের পাবে না কেন?

সেদিন সন্ধ্যেবেলা বাচ্চাদের ক্লাবে এসে উপস্থিত সুব্রত। নয়নার উপস্থিতি আঁচ করেই এসেছে কিনা বুঝতে পারল না নয়না।

নয়না, নয়নার টেবিলে বসে কিছু কাগজপত্র দেখছিল। হলঘরের এক কোণে নিজের কাজের সুবিধের জন্য এই ব্যবস্থা করেছে নয়না। সুব্রত নয়নাকে দেখে এগিয়ে গিয়ে সামনে দাঁড়াল।

নয়না একবার দেখে দৃষ্টি সরিয়ে নিল।

আপনি কিন্তু একজন সুদক্ষ পরিচালিকা। সেদিন কুইজ অনুষ্ঠানটা এত সুন্দরভাবে সঞ্চালন করলেন! তাই অভিনন্দন জানাতে এলাম। মুখে হাসি নিয়ে ঠাট্টার ভঙ্গিতে বলল, সুব্রত।

সেদিন নয়না একা কিছু করেনি। সঙ্গে আরও দুজন ছিল। তাহলে নয়নাকে এসব বলবার মানে কি? নয়নার রাগ চড়ে গেল। আপনাকে কে বলল আমি আমার কাজের সুখ্যাতি চাই? এখন কি কারণে এসেছেন? আপনি যে কাজ দিয়েছেন, সেটা সুষ্ঠ ভাবে হচ্ছে কিনা যাচাই করতে এসেছেন?

সুব্রত বিব্রত ভাবে বলল, আপনার রাগের কারণটা কিন্তু ধরতে পারলাম না।

নয়না ভীষণ গম্ভীর। গাম্ভীর্য নিয়েই আবার বলল, না হয় আপনার কিছু ক্ষমতা আছে। তাই বলে মানুষকে দয়া ভিক্ষে করে আনন্দ উপভোগ করবেন কেন?

আশ্চর্য কিন্তু! আপনি এমনি এমনি রাগ করছেন। সুব্রত বলল।

না! আমি চাই না আমার ব্যাপারে কেউ হস্তক্ষেপ করুক। ভীষণ কঠিন শোনাল নয়নার কণ্ঠস্বর।

নয়না সত্যিকারের রেগে উঠেছে আঁচ করতে পেরে সুব্রত অস্বস্তিতে পড়ে গেল। অভিমানও হলো বুঝি।

ঠিক আছে আপনি যখন আমাকে সহ্য করতে পারেন না। আর কখনো আপনার সম্মুখে এসে উপস্থিত হব না। সুব্রতর কথায় অভিমান স্পষ্ট ব্যক্ত হলো।

উপস্থিত হওয়াটা বড় কথা নয়। সুব্রতবাবু। এভাবে দয়া ও করুণা বর্ষণ করবেন না আমার ওপর। আমি যখন মানুষ, আমারও দুঃখকষ্ট থাকতে পারে। হয়ত দুর্ভাগ্য নিয়েই

জন্মেছি। আমার জীবনে অশান্তিও হয়ত আছে। কিন্তু এসব আপনার চক্ষুশূল হবে কেন? লেট মাইসেল্‌ফ বী এ্যাডজাস্টেড উইথ মাই ওন প্রবলেমস। লেট মাইসেল্‌ফ বী দ্যা মাষ্টার অফ মাই ওন ফেট্।

কথাগুলো বলে ফেলার পর নয়নাও খুব অস্বস্তি পেল। নয়না কি খুব উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল? হঠাৎ এত সব বলতে গেল কেন সুব্রতকে?

সুব্রত নয়নার রাগের প্রকৃত কারণ ধরতে পারল না। তাই কোন জবাবও দিল না। কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে থেকে বেরিয়ে এল।

ভদ্রমহিলার সহসা এভাবে ক্ষেপে ওঠার কোন কারণ খুঁজে পেল না সুব্রত। ভদ্রমহিলার একটা অসাধারণ গুণ আছে, যে কাজই হোক খুব সুনিপুণ ভাবে সম্পন্ন করেন। তাই খুব পরিশ্রম হয় ভদ্রমহিলার। সুব্রত চাইছিল কিছু দায়িত্ব নিজের হাতে নিয়ে ভদ্রমহিলার কাজের চাপ একটু লাঘব করতে। সে উদ্দেশ্য নিয়েই সুব্রত এসেছিল। কিন্তু ভদ্রমহিলা বুঝি ভুল বুঝলেন। সুব্রত বেশ দুঃখ পেল নয়নার ব্যবহারে।

সুব্রত চলে যাবার পর নয়নারও খুব খারাপ লাগল। অনুতপ্ত বোধ করল। মুখে হাসি নিয়ে এসেছিল সুব্রত মুখ কালো করে গেল।

মানুষ, রাগ বা অভিমান সঠিক স্থানে প্রকাশ করতে না পারলে, অন্যের উপর চড়াও হয়ে নিজের জ্বালা মেটায় কি? নয়না কি আজ তাই করল! নয়নার রাগ বা অভিমান অরিন্দমের উপর। অরিন্দমের কাছে রাগ অভিমান প্রকাশ করে মনের জ্বালা মেটাতে পারে না। তাই, সুব্রতকে কাছে পেয়ে সুব্রতর ওপর জ্বালা মেটাল!

নয়নার আত্মমর্যাদার জলাঞ্জলি হয়েছিল এ বাড়ীতে ঢোকার সাথে সাথে। আত্মসম্মানকে খুইয়ে বেঁচে থাকবার অর্থ কি? লোকের দয়ায় বেঁচে থাকা নয় কি? সত্যিতো সেভাবে বিচার করলে নয়না তো অরিন্দমের করুণা ও দয়াতেই বেঁচে আছে। অরিন্দম যাই করুক, নয়নাকে ঘর থেকে বার করে দেয়নি। অরিন্দম নামের আর্থিক সঙ্গতির উপর নির্ভর করেই তো নয়না বেঁচে আছে।

তাহলে নয়না কিসের অহঙ্কার দেখাল সুব্রতকে? কারও দয়া ও করুণা চায় না বলল কেন?

সুব্রত যা করেছে মানুষের অন্তর দিয়ে করেছে। নয়নার উচিত হয়নি সুব্রতকে অপমান করা। অনুশোচনায় বেশ মুষড়ে পড়ল নয়না। আত্মকেন্দ্রিক মানুষরা বুঝি এমনি। নিজের চিন্তাধারার বাইরে কিছু বোঝে না।

রোববার ছিল সেদিন। অরিন্দম ছেলেমেয়েকে সঙ্গে করে বাজারে গেল। ডিম্পি অন্তর স্কুলের কিছু প্রয়োজনীয় জিনিষ আনবে। নয়না কিছুটা রান্না সেরে বসেছিল। হঠাৎ খেয়াল হলো সুব্রতকে একটা ফোন করা যায়। এর আগে নয়না কখনও সুব্রতকে ফোন করেনি। অবশ্য, কখনও করেনি বলে, যে ফোন করা যায় না তাতো নয়। এতদিন নয়নার প্রয়োজন হয়নি। তাই করেনি।

নয়না নম্বর খুঁজে ডায়াল করল। সুব্রত ফোন ওঠাল।

নয়না বলল, আমি নয়না বলছি।

ওহ্, কি জন্য বলুন তো? আগ্রহ প্রকাশ পেল না সুব্রতর কণ্ঠে।

খুব রাগ করে আছেন আমার ওপর তাই না?

হঠাৎ আপনার ওপর রাগ করতে যাব কেন? সুব্রত বিস্ময় নিয়েই বলল।

নয়নার মনে হলো সুব্রত অভিমান করে বলল কথাটা। তাই আবার বলল, হ্যাঁ সুব্রতবাবু আপনি আমার ওপর রাগ করেছেন।

অন্যকিছু বলবার থাকলে বলুন। খুব গম্ভীর শোনালো সুব্রতর গলা।

নয়না সামান্য হাসল। অন্য কিছু মানে, আমার আপনার কাছে মাপ চাওয়া উচিত। এত করেছেন আমার জন্য! কোথায় আমার কৃতজ্ঞ থাকা উচিত আপনার কাছে। তার বদলে আমি সেদিন কেমন ব্যবহার করেছিলাম!

সুব্রত এসবের ধারে কাছেও গেল না। বলল, অন্য কিছু বলবার থাকলে বলুন।

আপনি একদিন আসবেন সুব্রতবাবু?

না। খুব কঠিন স্বরে বলল সুব্রত।

নয়না, সুব্রতের সরাসরি প্রত্যাখ্যানে অস্বস্তি পেল। তবুও নিজেকে সান্ত্বনা দিল এই ভেবে যে, সুব্রত কথাটা বলে সেদিনের রাগ ও অভিমান প্রকাশ করল।

রাগ ভেঙ্গে ফেলুন সুব্রতবাবু। বললাম তো আমি মাপ চাইতে প্রস্তুত। আসবেন একদিন।

না। আসা সম্ভব নয়।

কেন? মনে আছে সুব্রতবাবু আপনি একদিন বন্ধুত্বের প্রস্তাব দিয়েছিলেন?

সে কখন কি করেছি না করেছি তা নিয়ে বর্তমানে কৈফিয়ৎ দিতে যাব কেন? তাছাড়া সব সময় তো মানুষের মনোভাব একরকম থাকে না।

তা নাই বা হল। ঠিক আছে, এমনি আসবেন।

না, আসব না। আপনি আর কিছু বলতে না চাইলে ফোন রেখে দিন। সুব্রতর অসম্ভব কঠিনস্বর নয়নার বুকে বিঁধল।

এখানে নয়নার আপনজন কে আছে? এই সুব্রতর সঙ্গেই তো একটু অন্তরঙ্গতা হয়েছে। সুব্রতর কথা শুনে খুব অভিমান হলো। অভিমান নিয়েই বলল, তাহলে আপনিও মনে করেন আমি মানুষটা সত্যিই অবহেলা পাবার যোগ্য?

আপনি কি, বা কেমন, তা নিয়ে আমার মাথা ব্যথা হবে কেন?

ভেতরে ভেতরে অত্যন্ত ভেঙ্গে পড়েছিল নয়না। তবুও কথা চালিয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু এবারে আর কান্না চাপতে পারল না।

সুব্রত নয়নার কে? কেউ না। তাহলে সুব্রতর কড়া কথায় নয়না ভেঙ্গে পড়ল কেন?

না আসুন। আসতে হবে না। আসবেন না। কান্না নিয়ে কোন রকমে উচ্চারণ করে ফোন রেখে দিল নয়না।

শূন্যঘরে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল নয়না। বহুদিনের অভিমানী মনটা, যা এতদিন চাপা ছিল সুব্রতর সামান্য কথায় চৌচির হয়ে গেল।

কিন্তু সুব্রত কে? সুব্রত তো কেউ নয় নয়নার। সুব্রত কি কোন আপনজন নয়নার? অরিন্দমের কাছ থেকে আঘাত পেতে পেতে নয়নার মনটা কি ক্রমশঃ স্থানান্তরিত হয়ে অন্য জায়গায় আশ্রয় খুঁজছিল? সত্যিই কি নয়না সুব্রতর কাছে আশ্রয় চায়?

না! তা কেন হবে। নয়না কেবল বন্ধুত্ব চেয়েছিল সুব্রতর কাছে। সুব্রত আপত্তি করলেও করতে পারে। নয়নার আঘাত পাবার কোন কারণ নেই।

নয়নার কি অন্য কোন পরিচিত জন নেই এখানে? মিসেস মালতী মুর্তী নয়নার বান্ধবীর মতোই। সুনিতা রাও! সুমনা! এরা সব নয়নার সমবয়স্ক। এদের সঙ্গে নয়না খোলাখুলি আলোচনা করে, অবসর সময় কাটায়। এদের সঙ্গ ভালই লাগে নয়নার।

অরিন্দম আগ্রহ নিয়ে কোনো পরিবারের সাথে অন্তরঙ্গতা করতে চায়নি কখনো। কিন্তু তাই বলে, নয়না যে একবারে নিঃসঙ্গ, তা তো নয়। তাহলে নয়না হঠাৎ সুব্রতর কাছে আশ্রয় চাইতে যাবে কেন?

সুব্রত কি কিছু মনে করল, নয়না হঠাৎ ফোন করল বলে? না, সুব্রত সমঝদার লোক। কিছু মনে করবে না। নয়নার খারাপ লেগেছে সুব্রতের আজকের আচরণ। সুব্রত নয়নার সাথে কখনও অভদ্র ভাবে, রুক্ষ ভাবে কথা বলেনি। খুব অভিমান হল সুব্রতর উপর।

নয়নার অভিমান অরিন্দমের কাছে মর্যাদা পায় না বলে কি, নয়নার মনও অভিমান, অন্যখানে স্থানান্তরিত হতে চাইছে? নয়না কি ভিখিরী? এক জায়গায় অভাবী বলে, যেখানে সেখানে হাত পেতে, সেই অভাব দূর করবার উপায় খুঁজবে? তাই কি?

পৃথিবীর সব মানুষ কি সুখী? সবার জীবনে কি প্রাপ্তিযোগ থাকে? সবার মনোবাঞ্ছা কি পূর্ণ হয়? নাই বা থাকল নয়নার মনের মানুষ। নাই বা রাখল কেউ নয়নার মনের খবর। তাতে কি? নয়না কি একা বাঁচতে পারে না!

কেন পারবে না! সুব্রত কি মনে করেছে নয়নার মনোবল নেই? নয়নার শক্তি নেই? সুব্রতর সহায়তা ছাড়া নয়নার চলবে না! অনেকক্ষণ কাঁদার পর নয়না শান্ত হলো। নয়না যখন নির্দোষ, নয়নার যখন কোন অপরাধ নেই, নয়না কেন দুঃখকে সাথী করবে। যা পায়নি তার জন্য হা-হুতাশ করবে কেন নয়না?

একটু পরে মালবিকা এল। নয়না স্বাভাবিক হয়ে গেছে ততক্ষণে। মালবিকা আসাতে খুশি হল নয়না। নয়না বলল, বোস।

না বসব না। একটা কথা বলতে এলাম। বিকেলে আমার সঙ্গে একটু যাবে?

কোথায়? আজ তো রোববার।

রোববার হয়েছে তো কি হয়েছে, কর্তার সঙ্গে তো সারাদিন কাটাবে না?

তা নয়। কোথায় যাবে?

আমার কর্তা ট্যুরে গেছেন। কিছু প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র আনতে হবে, তাই একটু নতুন বাজারে যাব।

ঠিক আছে যাব।

আসলে অতদূরে একা যেতে ভাল লাগে না জান। তা ছাড়া সবাইকে তো বলা যায়

না। রোববারের দোহাই দিয়ে কেউ বার হতে চায় না রোববারে।

নয়নাকে কি কোন খোঁচা দিল মালবিকা? নয়নার ঘরে, রোববারের কোন বিশেষত্ব নেই বলে? অন্যদের ঘরের মতো, নয়নার ঘরে রোববার, কোনো বিশেষ খুশী উপহার দেয় না বলে? রোববার ও অন্যান্যদিন, নয়নার কাছে সমান। তাই নয়নার কোনও দোহাই থাকবে না বলেই মালবিকা নয়নাকে সঙ্গী করতে চাইছে! নয়নার মাথাটাই বুঝি খারাপ হয়েছে আজকাল। কি সব আবোল তাবোল ভাবতে শুরু করে।

কি হল যাবে তো?

হ্যাঁ যাব।

তাহলে তুমি তৈরী থেক। আমি ঠিক সাড়ে চারটায় আসব। চলি।

বোস না। একটু চা খেয়ে যাও।

আজ থাক। অন্যদিন হবে। মালবিকা চলে গেল।

অরিন্দম একগাদা বাজার নিয়ে এল। তিন রকমের মাছ, মাংস, রাজ্যের সব্জি। বাজার করতে খুব ভালবাসে অরিন্দম। তা বাসুক। কিন্তু নয়না কি এভাবেই সারাজীবন কাটাবে? অরিন্দম বাজার করে আনবে, আর নয়না রান্না করবে! নয়নার আর অন্য কোন চাহিদা নেই? ডিম্পি অন্তু বড় হয়ে একদিন ওদের নিজস্ব জীবনে প্রবেশ করবে। তারপর নয়না কি করবে?

মুখার্জী সাহেবরা আসবেন। ওদের দুপুরে খেতে বলে এলাম। প্রচুর এলাহী বাজার করবার কৈফিয়ৎ দিল অরিন্দম।

নয়না জ্বলে উঠল। অরিন্দম কাউকে নিমন্ত্রণ করবে এবং সে কারণেই বাজারে গেছে। এই কথাটা নয়নাকেও জানানো উচিত ছিল। দুপুর এগারটার সময় বাজার এনে বললেই তো হলো না, অমুককে খেতে বলেছি! রান্না করা কি এতই সহজ! এত তাড়াতাড়ি নয়না পারবে? খবরটা অগ্রিম জানা থাকলে নয়না কিছুটা এগিয়ে থাকতে পারত।

নয়নার চেহারায় পরিবর্তন দেখে অরিন্দম বিরক্ত হলো।

মুখটা ওরকম করবার কি হয়েছে? লোকের ঘরে কি লোক খেতে আসে না? নাকি বাইরের লোককে কেউ নেমন্তন্ন করে না!

তুমি আমায় সকালে বলতে পারতে।

সকালে বলবার কি হয়েছে।

আগে বলতে হয়। কারণ রান্না তো আমাকেই করতে হবে।

ইচ্ছে না থাকলে কোর না। আমি হোটেল থেকে নিয়ে আসব।

এসবে আরো রেগে যায় নয়না। নয়নার রাগ ও প্রতিবাদকে অগ্রাহ্য করে, অবজ্ঞা করে, অন্য পথে এগোতে চায় অরিন্দম। মুখার্জী সাহেবরা খাবেন বলে নয়না রাগটা স্থগিত রাখল। নয়নার অসুবিধে হলেও নয়না সব করে নেবে। কিন্তু অন্য কেউ হলে বলত, ঠিক আছে তাই কর, হোটেল থেকেই খাবার নিয়ে এস।

খুব অদ্ভুত তুমি। অরিন্দম বিরক্তি নিয়ে আবার বলল।

নয়না অদ্ভুত? নয়না অরিন্দমের অস্বাভাবিকতা মানতে অসুবিধে বোধ করছে, তাই অদ্ভুত।

মা, হালদার আংকলও আসবেন। ডিম্পি বলল।

হালদার আংকল মানে সুব্রত! নয়না কপাল কুঞ্চিত করল।

ওদের বাড়ীতে বসেছিল সুব্রতবাবু। ব্যাচেলার মানুষটিকে সবাই ডেকে ডেকে খাওয়ায়। আমিই বোধহয় কখনো ডাকিনি। তাই একসঙ্গে বলে দিলাম। অরিন্দম এবারেও কৈফিয়ত দিল। সুব্রতকে কি জন্য ডাকা হয়েছে তার কৈফিয়ত। ডাকুক অরিন্দম যাকে খুশী ডাকুক। ঘরে তো রাধুনী আছেই।

নয়না আর কি করবে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রান্না সেরে নিল।

দুপুরবেলাটা খুব হৈ হৈ করে কাটল। সুব্রত নয়নার সঙ্গে স্বাভাবিক ব্যবহারই করল। নয়নার রান্নার প্রশংসা করল। ডিম্পি অন্তুর সাথে খেলাধুলো করল। কয়েকটা মজার মজার জোকস্ শোনাল। নয়না যে সকালবেলা ফোন করেছিল, সেকথা একবারও উল্লেখ করল না। না করুক। নয়নার কি? নয়নার হঠাৎ ফোন করাটাকে, কোন অপরাধ বলে ভেবে বসে আছে যদি সুব্রত, তাহলে ভাবুক। সে তো সত্যিই কোনো অপরাধ করেনি।

মিসেস মুখার্জী এবার আড়াই মাস থাকবেন। গরমের ছুটিতে এসেছেন। নয়নার লাভ হলো। মাঝে মধ্যে ওনার ওখানে গিয়ে সময় কাটাতে পারবে। বিকেলের চা পর্ব শেষ করে একবারে সন্ধ্যের পর গেলেন অতিথিরা। নয়নার খুব ভাল লাগল। অনেকদিন পর ঘরে আনন্দ উৎসব হলো যেন।

ডিম্পি অন্তু ছাড়া, ঘরের মধ্যে নয়না আর কার সাথে কথা বলে। মালবিকা না এসে পড়ে, সেজন্য একটু অস্বস্তি ছিল নয়নার। কারণ অতিথিদের ঘরে রেখে নয়না বাইরে যেতে পারত না। মিসেস মুখার্জী আগামী কাল নয়নাকে যাবার জন্য বলে গেলেন। আরো কয়েকজন মহিলাকেও ডেকেছেন।

সন্ধ্যের পরও মালবিকা আর এল না। একদিক দিয়ে ভালই হল। সারাদিন পরিশ্রম করেছে নয়না, তাই এখন আর বাইরে যেতে ইচ্ছে করছিল না।

মালবিকাকে নিয়ে অত মাথাব্যথা নেই নয়নার। নয়না সুব্রতর কথাই ভাবছিল। সকালবেলা নয়নাকে ওভাবে অবজ্ঞা করে আবার এল কেন? নয়নার খুব বলতে ইচ্ছে করছিল: এখন এলেন কেন? আমার ডাকটা, ডাক ছিল না তাই না? অরিন্দমবাবু একবার ডাকতেই চলে এলেন?

নয়না আজকাল কেমন যেন হয়ে গেছে। কেউ কিছু বললেই চট্ করে মনে লেগে যায় নয়নার। আগে তো নয়না এমনি ছিল না! আজকাল কি খুব বেশী সংবেদনশীল হয়ে যাচ্ছে নয়না? স্বামীর ব্যবহারে, স্বামীর কাছ থেকে আঘাত পেতে পেতেই কি নয়না অনুভূতিপ্রবণ হয়ে যাচ্ছে? ছোটোবেলায় কেমন ছিল নয়না? শৈশব কালের কথা তেমন মনে নেই। তবে, আদর ভালবাসার পরিমাণ নয়নার ভাগে খুব কম জুটত এইটুকু মনে আছে। ঘরের সবাই কি নয়নাকে একটু এড়িয়ে চলত! অবহেলা ও অবজ্ঞায় দূরে ঠেলে

দিত। নয়নার তাই মনে হত। তাই ছোট থেকেই অভিমানী ছিল নয়না।

কিন্তু এখন তো নয়না বোধবুদ্ধিহীন নয়। নয়নার পরিণত মস্তিষ্ক দিয়ে নয়না বুঝতে পারবে না কেন, নয়নার মধ্যে মানুষের উপযুক্ত গুণ আছে কি নেই?

নয়নার স্বভাব, নয়নার আচরণ, নয়নার জ্ঞান বুদ্ধি, নয়নার চরিত্র এসবের কোথাও কি কোন অস্বাভাবিকতা আছে? নাকি নয়না কোনও দিক দিয়ে অমানবিক? তাহলে নয়না মানুষের ন্যায্য সম্মান পাবে না কেন?

সুব্রত বুঝি নয়নার মাথাটাই বিগড়ে দিয়েছে। নয়না এসব চিন্তা করবে কেন? নয়নার দৃঢ়তা হারালে চলবে কেন। নয়না কারও ব্যবহার বা মন্তব্যে বিচলিত হবে না। নয়না সঙ্কল্পে অটুট থাকবে। নয়নার ডিম্পি অন্তু আছে। ডিম্পি অন্তুর বাইরে অন্য চিন্তা করতে যাবে কেন নয়না?

মিসেস মুখার্জী নয়নাকে যেতে বলেছিল। তাই ডিম্পি অন্তুকে রুক্মিণীর সঙ্গে পার্কে পাঠিয়ে, সেও তৈরী হচ্ছিল। মালবিকা এসে হাজির হলো। কাল আসতে পারলাম না ভাই। লোক এসেছিল। আজ এলাম। চল, যাবে তো!

নয়না বলল, আজ আমি যেতে পারব না। তুমি বরং অন্য কাউকে নিয়ে যাও।

কেন পারবে না কেন?

একটু কাজ আছে মালবিকাদি।

তোমার আবার কি কাজ? কর্তা তো এখন ফিরছেন না। ফিরলেও তোমার সঙ্গে তো তেমন ইয়ে নেই, মানে তোমাকে তো কর্তার সাথে ঘুরতে দেখি না।

নয়নার কাজ আছে, নয়না যেতে পারবে না। এখানে অরিন্দমকে টানবার দরকার কি? মালবিকা কি ইচ্ছে করে অরিন্দমের কথা বলছে! নয়নাকে খোঁচা দেবার জন্য! কালও বলেছিল রোববারে অন্য কাউকে পাওয়া যায় না। তাই নয়নার কাছে এসেছে। কিন্তু মালবিকা তো এমন ছিল না। মালবিকা নয়নার বন্ধুর মতোই ছিল তাহলে কি মালবিকাও বদলে যাচ্ছে?

নয়না একটু গম্ভীর স্বরে বলল, আজ আমি যেতে পারব না।

কেন তোমার অসুবিধেটা কি শুনি? কর্তা তো ফেরে সেই গভীর রাতে।

কি আশ্চর্য, মালবিকা এমন করছে কেন আজ? নয়নাকে কি উত্তপ্ত করতে চাইছে মালবিকা। কিন্তু নয়না কোন রকম অপ্রাসঙ্গিক কথা নিয়ে আলোচনা করতে চায় না। এরা নয়নার স্বামী সম্বন্ধে যা জানে জানুক। নয়না কোন মন্তব্য করবে না। অরিন্দম অনেক দিন থেকে গভীর রাতে ফেরার অভ্যেসটা বর্জন করেছে। তা সত্বেও, নয়না মালবিকার ভুল সংশোধন করল না।

মেয়েদের কাজ কি কেবল স্বামীর সঙ্গেই থাকে? কি ধরনের কথা বলছে মালবিকা আজ?

তুমি আজ যাও মালবিকাদি। আমার কাজ রয়েছে। কি কাজ সেটা নাই বা জানলে।

নয়না ক্ষণিকের জন্য অন্যমনস্ক হয়ে গেল। মালবিকাকে, নিজের একজন হিতৈষী বান্ধবী মনে করত নয়না। আজ থেকে বুঝি মালবিকা আর নয়নার এই সম্পর্কটার সমাপ্তি হল।

অরিন্দমবাবু কি আজকাল বদলে গেছেন?

মালবিকা কি আজ কোন পরিকল্পনা নিয়ে এসেছে! নয়নাকে অপমান করবার পরিকল্পনা! কারো কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিয়ে মানুষ আনন্দ উপভোগ করে নয়না জানত। কিন্তু, মালবিকাও কি এমনি? লোকের দুঃখ কষ্ট কে আনন্দের সামগ্রী মনে করে! বল না নয়না! মালবিকা আবার আগ্রহ প্রকাশ করল।

নয়নার মুখ থেকে কি শুনতে এসেছে মালবিকা? নয়না নিজের স্বামীর নিন্দে করবে এই কি চাইছে মালবিকা? নাকি, নয়না স্বামীর চরিত্রের দাগ ঢাকবে, কোনটা আশা করছে মালবিকা?

বলতে না চাইলে বলো না।

মালবিকার আচরণে নয়নার কতখানি ক্ষয়ক্ষতি হলো এই আন্দাজ কি আছে মালবিকার।

মালবিকা অন্য কোন প্রশ্ন তোলার আগেই নয়না এই পাট শেষ করতে চায়। তাই বলল, ওনার সঙ্গে দেখা হলে, জিজ্ঞেস করে জেনে নিও তুমি যা জানতে চাও। আমি এখন বাইরে যাব।

নয়নার নির্লিপ্ততা দেখে মালবিকা আর কোন উৎসাহ পেল না বোধ হয়।

ঠিক আছে। আজ যখন হবে না, তাহলে কাল। কাল ঠিক চারটাতে আসব।

না মালবিকাদি আমি আর যাব না। আমাকে আর ডেক না।

নয়নার স্বামী বদ। মালবিকার স্বামী সৎ। এই তুলনা করতেই কি এসেছে মালবিকা। নয়না দুঃখী মালবিকা তা নয়। এই সুখটুকু পেতেই কি এসেছে মালবিকা!

কি হলো নয়না?

না কিছু না। তুমি যাও।

মালবিকা চলে যাবার পরও নয়না অনেকক্ষণ বসে রইল। উদাসভাবে। লোকে এমন করে বললে মন খারাপ হয়ে যায়। আজ মালবিকা বলেছে। কাল অন্য কেউ বলবে। অরিন্দমের কথা সকলেই জানে। নয়নাকে অপমান করবার সুযোগ পেলে, করবে না কেন? নয়না স্বামীর দ্বারা অবহেলিত, লাঞ্ছিত তাই নয়না দুঃখী। নয়নার এই ব্যথাকে প্রতিপন্ন করে, আনন্দ উপভোগ করবার মওকা পেলে লোকে ছাড়বে কেন?

নয়নাকে কি, এই অসম্মান ও অপমান নিয়েই সারা জীবন বেঁচে থাকতে হবে? নয়নার কি কোন উপায় নেই? এই অবমাননা থেকে নিজেকে মুক্তি দেবার? কোনও ক্ষমতা নেই নয়নার? নয়না কি এখান থেকে চলে যেতে পারে না? ডিম্পি অন্তুকে নিয়ে অন্য জায়গায় বাস করতে পারে না নয়না? নয়না দূরে সরে গেলে তো কেউ সুযোগ পাবেনা নয়নাকে নিয়ে এই সমস্ত চচা করবার?

কিন্তু কোথায় যাবে নয়না। আলাদা থাকব বললেই তো আলাদা থাকা যায় না। অরিন্দম ছাড়া, নয়না ডিম্পি অন্তুর প্রতিপালন কি করে করবে? ওদের খাওয়াবে কি? নয়না পারবে রোজগার করতে? নয়না উচ্চশিক্ষিতা, কর্মঠ, উপার্জন ক্ষমতা থাকবে না কেন নয়নার।

কয়েকদিন ধরে এসবই চিন্তা করল নয়না। একটা চাকরী পেলে অনেক কিছুর সুরাহা হয়। কিন্তু এখানে চাকরী করা চলবে না। অন্য কোথাও চাকরী যোগাড় করতে হবে। অন্য

জায়গায় নয়নাকে চাকরী দেবে কে? চেষ্টা করবে নয়না। প্রয়োজনেই তো মানুষ উপার্জন করে। একটা চাকরী পেলেই বা, নয়না কি পারবে দুটো বাচ্চা নিয়ে একা থাকতে? অরিন্দম কি রাজী হবে ডিম্পি অন্তুকে অন্য জায়গায় পাঠাতে?

সে দেখা যাবে, পরে কি হয় না হয়। চাকরীর খোঁজখবর করলে তো ক্ষতি নেই। দৈনিক পত্রিকাগুলোতে নজর রাখতে শুরু করল নয়না। নিজের উপযুক্ত কোন কাজের বিজ্ঞাপন দেখলেই আবেদনপত্র পাঠাতে শুরু করল।

বাচ্চাদের ক্লাবের হল ঘরে নয়না একটা কোচিং সেন্টার খুলেছে। অরিন্দমের অনেক আপত্তি সত্বেও নয়না সক্ষম হয়েছে। নিজের জেদ বজায় রাখতে পেরেছে।

আমি তোমার সংসারের, কিংবা, তোমার ছেলে-মেয়ের অবহেলা করে তো কিছু করছি না! যুক্তি দেখিয়েছে নয়না।

আমার প্রেস্টিজ নেই? আমার স্ত্রী টিউশনি করে পয়সা রোজগার করবে? অরিন্দম বলেছে।

নয়না প্রচণ্ড জ্বলে উঠেও দপ্ করে নিভে গেছে। নিভে যাওয়াটাই বুঝি শ্রেয়। কারণ যে কোন প্রকারেই হোক নয়নাকে নয়নার পথে এগোতে হবে।

অরিন্দমের প্রেস্টিজ? নয়না বাচ্চাদের পড়ালে অরিন্দমের মান হানি হবে? সম্মানে লাগবে? নয়নার কোন প্রেস্টিজ নেই? অরিন্দম যে দিনের পর দিন, নয়নাকে অসম্মান করে যাচ্ছে, সেদিকে খেয়াল নেই অরিন্দমের?

ভূতে পেয়েছে তোমাকে। যত সব আজগুবি চিন্তাধারা তোমার। অন্যদের বৌরা কি করে? ক্লাবে যাও পার্টিতে যাও। আড্ডা দাও। গল্প কর। এখন তোমার বাচ্চারা কচি শিশু নয়, বড় হয়ে গেছে। এখন তোমার বাধা কোথায় এসবে?

বাচ্চারা আর কচি শিশু নয় বলেই তো নয়না উদ্বিগ্ন হয়ে উঠছে ক্রমশঃ। এর পর যে আরও বড় হবে ওরা। আরো পরিণত হবে! তখন কি করবে নয়না? কি নিয়ে থাকবে?

অরিন্দমের এসব কথার জবাব দেয়নি নয়না। অরিন্দম বলছে বলুক।

নয়না জানে শুধু ক্লাব আড্ডা দিয়ে নয়না সারা জীবন কাটাতে পারবে না। নয়নার পথ নয়নাকেই খুঁজে নিতে হবে।

নয়নার কোচিং ক্লাসের এক মাস হলো আজ। প্রথম মাসে বারজন ছাত্রছাত্রী ছিল। আজ আরো এগারজন এসে ভর্তি হয়েছে। এই কাজে নয়নার নিশ্চয় পারদর্শিতা আছে। তা, না হলে দ্বিতীয় মাসেই, ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বার থেকে তেইশে উঠবে কি করে!

ক্লাশ শেষ হয়ে যাবার পরও নয়না বসেছিল। টেবিলে প্রথম মাসের উপার্জন বাইশ শ টাকা। মাত্র বাইশ শ? এত অল্প আয় হলে চলবে না। আরো চাই নয়নার। আরো অনেক। ডিম্পি অন্তুর, বর্তমান চাহিদা যেভাবে পূর্ণ করে অরিন্দম, নয়নাকেও সেভাবে ওদের চাহিদা পূর্ণ করতে হবে। কোন অভাব রাখবে না নয়না ডিম্পি অন্তুর। কোন খেদ যেন ওদের না থাকে। ওদের বাবা যেরকম স্বচ্ছলভাবে ওদের প্রতিপালন করতেন, নয়নাও ঠিক সেভাবেই ওদের প্রতিপালন করবে। আরও অনেক রোজগার করতে হবে নয়নাকে। পারবে নয়না। পারতে হবে নয়নাকে। যেভাবে পরিশ্রম করা যায়, করবে নয়না।

ডিম্পিটা ক্লাস সিক্সে উঠবে। অন্তু ক্লাশ টুতে। এরপর আরও বড় হবে ওরা। ওদের খরচ ও চাহিদা আরও বাড়বে। নয়নাকে সেভাবেই প্রস্তুত হতে হবে।

হল ঘরের মধ্যেই এক কোণে পার্টিশন দিয়ে, নয়না নিজের জন্য একটু আলাদা বসবার স্থান করে নিয়েছে। তিন চারটে ক্লাশ এক সঙ্গে নিতে পারে না নয়না। তাই মাঝে মাঝে একটু বিশ্রাম নেয় এখানে।

দরজা খোলাই ছিল। পর্দা সরিয়ে সুব্রত এসে দাঁড়াল দরজার মুখে।

নয়না একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দৃষ্টি সরিয়ে নিল। কি অপরাধ করেছিল নয়না সুব্রতর প্রস্তাবে রাজী হয়েছে বলে জানিয়ে! সুব্রতর বন্ধুত্ব দেরীতে হলেও স্বীকার করতে চায় নয়না। এইটুকুই বলেছিল নয়না। কলেজ ইউনিভার্সিটিতে নয়নার কি ছেলে-বন্ধু ছিল না! নয়না কি বন্ধুত্ব গড়তে জানে না? নয়নার কি সে ক্ষমতা নেই? বন্ধু মানে বন্ধুই। একজন মেয়ে বান্ধবী যেমন, ঠিক তেমনই। সুব্রত কি অন্য কিছু মনে করেছে নাকি? নয়না একজন বিবাহিত মহিলা বলে কি নয়নার ছেলে বন্ধু থাকতে পারে না।

আসব! নয়নাকে নীরব দেখে সুব্রত অনুমতি চাইল।

খুব অভিমান হলো নয়নার। কিছুই বলবে না। কি মনে করে সুব্রত নিজেকে?

আমাকে তো জানেনই আমি অনুমতির ধার ধারি না। সুব্রত ভেতরে ঢুকে নয়নার উল্টোদিকের চেয়ারে বসে পড়ল।

নয়না টেবিলের দিকে চেয়ে বসে রইল।

অপরাধ হলে মাপ করে দিন। সুব্রত ইতস্ততঃ করে বলল।

নয়না তবুও জবাব দিল না। যেমন ছিল তেমনি রইল।

কথায় কথায় এত রাগ করেন কেন বলুন তো?

হঠাৎ আপনার উপর রাগ করতে যাব কেন? উচ্চস্বরে বলতে চাইল নয়না। কিন্তু অভিমানে গলার স্বর বার হল না।

শুনলাম একটা রোজগারের পথ বার করেছেন, তাই দেখতে এলাম। সুব্রত বেশ ঠেস্ দিয়ে বলল।

কেউ ঠেস্ দিয়ে কথা বললে, নয়না সহ্ করতে পারে না। চুলোয় গেল নয়নার অভিমান।

আপনার কি অন্য কোন কাজ নেই, শুধু আমাকে দেখাটাই কি আপনার কাজ? বলে ফেলেই বুঝতে পারল, 'আমাকে দেখাটাই' বলা উচিত হয়নি। কিন্তু সংশোধন করবার সুযোগ পেল না।

পরক্ষণেই সুব্রত জোর গলায় বলল, যদি তাই তো কি করবেন আপনি? আমি আমার ইচ্ছেতে যা খুশী করতে পারি।

না! পারেন না। নয়নাও উচ্চস্বর পরিবেশন করল।

কেন? না কেন? আমার সে অধিকার আছে। আমি কারো অধীনে পরাধীনভাবে বাস করি না। আমি স্বাধীন।

সুব্রতবাবু!

অত রাগবার কোন কারণ নেই। সেদিন ফোনে একটু ঠাট্টা করলাম তাও বুঝতে পারলেন না। আমি তো জানতাম, আমি একটু পরে আপনার ওখানে যাচ্ছি। তাই, যাব না, বলে ঠাট্টা করেছিলাম। সেটা কে যে আপনি এত গুরুতর ব্যাপার মনে করে এতদিন ধরে রাগ পুষে রাখবেন কে জানত?

আপনি জানতেন আপনি আসবেন বলে। আমি? আমি কি জানতাম? তা সত্বেও আপনি ওরকম করবেন কেন?

তখন জানতেন না, খানিক পরে তো টের পেলেন, আমি স্বয়ং এসে পড়েছি। সুব্রত হাসতে শুরু করল।

তো! আপনি এলেন, বা না এলেন, তাতে আমার কিছু যায় আসে না। নয়না উঠে দাঁড়াল।

একটু বসুন! সুব্রত অনুনয়ের সুরে বলল।

নয়না না বসে দাঁড়িয়ে রইল।

আপনি খুব তাড়াতাড়ি রাগ করেন। এই একটা খারাপ গুণ ছাড়া, আপনার আর কোন খারাপ গুণ নেই।

সুব্রতবাবু, আমার নিজের প্রশংসা শোনার কোন আগ্রহ নেই আমার।

আমারও কারো প্রশস্তি গাইবার রুচি নেই। এনিওয়ে, এভাবে কত রোজগার করবেন? টিউশনিটা অতিরিক্ত আয় হতে পারে মানুষের, কিন্তু সম্পূর্ণ আয় হতে পারে না। আই মীন আপনার এই নতুন পন্থাটা কি কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে? নাকি, শুধু অবসর সময়ের দোসর?

বাইরের লোকের প্রতি আপনি বড় বেশী আগ্রহান্বিত সুব্রতবাবু। কে, কি জন্য কি করছে, এত গভীরভাবে নাই বা ভাবলেন।

হ্যাঁ আমি একটু সেরকমই।

আপনার এসবে অন্য লোকের অসুবিধে হয় সুব্রতবাবু।

অসুবিধে হলেও জবাবটা দিন।

না, জবাব দিতে আমি বাধ্য নই।

সুব্রত নিরাশ হল। কেউ জবাব দিতে না চাইলে সুব্রত জোর করতে পারে না।

আপনি নিজের প্রতি কতখানি সচেতন জানি না। তবে, সম্প্রতি আপনার মধ্যে একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করছি। শুধু আমি নয়, হয়ত আপনার পরিচিত সকলেই আপনার এই পরিবর্তন লক্ষ্য করেছেন। ইদানীং আপনি যেন কোন সংকল্প নিয়ে চলছেন এবং এই সংকল্পে আপনি অটুট, এমনি দেখায় আপনাকে আজকাল।

নয়না কোন জবাব দিল না।

আপনার এই রোজগার করবার পথটা যদি আপনার সংকল্প রক্ষা করবার সূচনা হয়, তাহলে বলব, আপনি খুব ছেলেমানুষী করছেন।

ইট ইজ টু মাচ সুব্রতবাবু। আপনার কাছে হাত জোড় করছি। আপনি আমার জন্য এত ভাববেন না।

সুব্রত নয়নার কথার প্রসঙ্গে না গিয়ে বলল, প্রতিবাদের বিকল্প অভিমান নয়। প্রতিবাদের পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া অনুযায়ী প্রতিবাদ করতে হয় মানুষকে। তবেই প্রতিবাদ ফলপ্রসূ হয়। আপনার সম্মুখে প্রশস্ত নদী পার হবার নৌকোটা কোন কারণে অকেজো হয়েছে হয়ত। আপনি নৌকোটা ঠিক করে পুনরায় চালু করবার চেষ্টা না করে, জঙ্গল অভিমুখে রওয়ানা হয়েছেন। জঙ্গলে পৌঁছবেন, কাঠ কাটবেন, কাঠ বয়ে আনবেন, নৌকো তৈরী হবে তারপর আপনি আপনার যাত্রা পুনরায় শুরু করবেন। এত সব করতে গেলে আপনার সমস্ত জীবনেও কুলোবে না।

প্রচুর জ্ঞান আপনার সুব্রতবাবু। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে আপনি অপাত্রে এই জ্ঞানদান করছেন।

বাজে কথা ছাড়ুন। এই সমস্ত ছেলেমানুষী না করে, আপনি ঘোষদার মধ্যে পরিবর্তন আনবার ব্যাপারে একটু ভাবুন। আপনাকে তো অক্ষম মনে হয় না। কেন আপনি এই দায়িত্ব নিচ্ছেন না? ঘোষদা অন্য দিক দিয়ে খুবই ভাল লোক। অফিসের কাজে-কর্মে যথেষ্ট সুনাম ঘোষদার। এই বয়সেই তিনটে প্রমোশন হাসিল করেছেন, শুধু নিজের কর্মক্ষমতার জোরেই।

আমায় কোন উপদেশ দেবেন না সুব্রতবাবু। আমি মনে করি, আমি আমার নিজস্ব বুদ্ধি বিবেচনাতে চলতে সক্ষম। তা ছাড়া, আমার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে আপনি অযথা মাথা ঘামাচ্ছেন।

কোন উপদেশ নয়, আপনার যা করা উচিত, সেটাই আপনাকে বলা হচ্ছে। এবারে একটু উঠে পড়ে লাগুন, সময় বয়ে যাচ্ছে!

সুব্রতবাবু! ইট ইজ এনাফ। আমি বলেছি আমি আপনার উপদেশ চাই না।

উপদেশ হলে উপদেশই। আপনি মানতে বাধ্য। সুব্রতও রাগত স্বরে বলল।

খুব দয়া আপনার তাই না? মানুষকে সহানুভূতি দেখাতে খুব ভালবাসেন। তাই না? ধন্যবাদ সুব্রতবাবু। আপনার উপদেশ মনে রাখব। খুব শ্লেষ ঢেলে কথাগুলো বলে নয়না চলে এল।

যে মানুষ দুঃখী সে মানুষের জীবনে অশান্তি থাকবেই। অশান্তির কারণগুলো বার বার চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে খোঁচা দিলে, রাগ হয় না! সুব্রত এসব কি আরম্ভ করেছে?

কিন্তু, নয়নার যতই রাগ হোক। সুব্রত যা বলছে সব ঠিক কথাই বলছে। আরো আশ্চর্য লাগছে নয়নার, সুব্রত নয়নার মনের ভাবনা চিন্তাকে এত স্পষ্ট করে পড়তে পারে কি করে? নয়না একটা উপার্জনের পথ খুঁজছে! এই ব্যাপারটা পর্যন্ত আন্দাজ করেছে সুব্রত? সবচেয়ে বড় কথা যেটা, সেটা হল, নয়না নিজে কেন অরিন্দমকে শোধরানোর দায়িত্ব নিল না। এই কথাটারও স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছে সুব্রত। নয়নারই বুঝি সবচাইতে প্রথম এবং প্রধান দায়িত্ব ছিল অরিন্দমকে স্বাভাবিক ও পরিচ্ছন্ন পথে ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করা। কিন্তু নয়নার মধ্যে কি কোনও প্রচেষ্টা ছিল না অরিন্দমকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনবার? নয়না

কঠিন কঠোর হয়ে প্রতিবাদ করলে অরিন্দমের মধ্যে কি কোন প্রতিক্রিয়া হত না? পরিবর্তন আসত না? প্রতিবাদ না করে নয়না কি নিজের অভিমানকে প্রাধান্য দিয়ে এসেছে এতদিন? অরিন্দম একদিন স্বেচ্ছায় নয়নার অভিমান ভাঙ্গাবে। নয়না কি সেই আশা বুকে চেপে বসে রয়েছে? কিন্তু সে আর কখন হবে? সময় যে বয়ে যাচ্ছে! সেই শুভক্ষণ আসবে কখন? সুব্রতর বিবেচনায় বুঝি এখনও সময় শেষ হয়ে যায়নি। নয়না উঠে পড়ে লাগলে নয়না সার্থক হলেও হতে পারে।

সুব্রত নয়নার জন্য এতসব চিন্তা করেছে অন্তর ছাড়া নয় নিশ্চয়? নয়নার জন্য সুব্রতর আন্তরিকতা আছে বলেই করেছে। তাহলে নয়নারও কোন শুভাকাঙ্ক্ষী আছে! সুব্রতর ওপর যতই বিরক্ত হোক নয়না, সুব্রত নয়নার ব্যাপারে নিঃস্বার্থ। নয়নার জন্য সুব্রতর সমবেদনা, সহানুভূতি ও উপদেশ, সুব্রতর মানবিকতা বোধের উৎকৃষ্ট উদাহরণ। সুব্রত একজন যথার্থ মানুষ। তাইতো এতটা খুঁটিয়ে, নয়নার দুঃখ-দুর্দশাকে যাচাই করেছে। পরিত্রাণের উপায় বার করবার পরিকল্পনা করছে।

নয়না কি সত্যিই পারত প্রতিবাদ করে, ঝগড়া করে অরিন্দমকে ফেরাতে! শর্মিলা চৌধুরীর সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কটা এখনো জীবিত কিনা নয়না জানে না। কিন্তু নয়নার সঙ্গে আন্তরিক মধুর সম্পর্ক গড়বার কোন আগ্রহ নেই অরিন্দমের। স্বামী স্ত্রীর, কোন নিয়মটা মানছে অরিন্দম নয়না! শুধু ডিম্পি অন্তর পিতামাতা ছাড়া, দুজনের আর কি সম্পর্ক আছে! শারীরিক সম্বন্ধ কবে থেকে উঠে গেছে! সেই মুখার্জী সাহেবরা প্রথম যেদিন নয়নাদের বাড়ীতে এসেছিলেন, সেদিন রাতে বহুদিন পর, আচমকা নয়নার পাশে এসে নয়নাকে চেয়েছিল অরিন্দম। নয়না আপত্তি করায় অরিন্দম ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল। তারপর অরিন্দমের সেই অদ্ভুত জ্বলন্ত চাহুনীর ছেঁকা ও প্রচণ্ড অহংকারের দাপটে নয়নাকে রেহাই দেওয়া।

তারপর কত বছর কেটে গেছে। কোথায়? অরিন্দম তো আর একদিনও এল না নয়নার কাছে! নয়নার অন্তরে যে চাপ চাপ অভিমান জমে রয়েছে, সেই অভিমানের খোঁজ করতে আর তো এল না অরিন্দম!

সুব্রত কি ভেতরের খবর জানে? কিছুই জানে না সুব্রত। তাই মনে করেছে, নয়নার দ্বারাই সব কিছু সম্ভব।

মানুষ যতদিন না নিজের ভুলের প্রতি, সচেতন ভাবে সচেতন না হবে, ততদিন পর্যন্ত মানুষ নিজেকে শোধরানোর কথা চিন্তা করতে পারে না। অরিন্দম যে সচেতন ভাবে অচেতন!

নয়না রান্না ঘরে ব্যস্ত ছিল। হঠাৎ পেছন থেকে এসে কেউ জড়িয়ে ধরল নয়নাকে। নয়না চমকে চাইল। মালবিকাকে দেখে গম্ভীর হল নয়না। গতকালই, মালবিকা নয়নাকে অপদস্থ করেছিল। আজ আবার এসেছে কেন?

কি করছিস? এখনও তেমন বেলা হয়নি পরে রান্না করিস। খুব আন্তরিক স্বর মালবিকার। একেবারে তুই বলে সম্বোধন করল নয়নাকে।

কি ব্যাপার এত আহ্লাদের কারণ কি? নয়না গাম্ভীর্য রক্ষা করেই জিজ্ঞেস করল।

আহ্লাদ নয়, যাকে ভালবাসি তাকে সবসময় ভালবাসি।

ছাড় আমাকে। ওভাবে চেপে ধরে রাখলে অসুবিধে হয়।

মালবিকা নয়নাকে ছেড়ে দিয়ে বলল, কাল আমার আচরণে খারাপ লেগেছিল তাই না?

নয়না জবাব দিল না।

বসতে বলবি না!

তোমার বসতে ইচ্ছে করলে বোস না! বাইরের ঘরে গিয়ে বোস। আমি রান্নাটা চাপিয়ে আসছি। তবে কোথাও যেতে পারবে না।

তোর রাগ কমেনি দেখছি! বসব না। আগে তোর রাগ ভাঙ্গাই তারপর বসব।

আসলে কি জানিস নয়না, অনেক দিন ধরে কতকগুলো প্রশ্ন আমাকে খুব অশান্তি দিচ্ছিল। এই প্রশ্নগুলোর জবাব তুই ছাড়া অন্য কেউ দিতে পারবে না।

ওসব ভনিতা ছাড়। কোন দরকারে যদি এসেছ তাহলে বল। তা না হলে আমি কাজ করছি।

তুই আমার প্রিয় বান্ধবী নয়না। তোর মনে কি আমি আঘাত দিতে পারি? আমার গতকালের কথায়, তুই কতখানি কি মনে করেছিস জানিনা। কাল আমি যা বলেছিলাম, তার পেছনে আমার একটা উদ্দেশ্য ছিল। গতকাল আমি তোর মনের কিছু খবর বার করবার চেষ্টা করেছিলাম। তুই আপনা থেকে তো কখনো তোর কর্তার বিষয় কিছু বলবি না।

এসব আলোচনা আমার ভাল লাগে না মালবিকাদি। তোমরা হয়ত এসব চর্চা করে আনন্দ পাও। কিন্তু আমার একটুও রুচি হয় না। আমার স্বামীর দোষ-ত্রুটি হয়ত আছে। থাকলেও সে আমার ব্যাপার। তোমাদের ধারণায় হয়ত আমার দুঃখ-কষ্ট আছে। থাকলে, সেও আমার ব্যাপার আমি বুঝব।

ওরকম করে বলিস না নয়না। তোর দুঃখ কি আমাদের দুঃখ নয় নয়না? তোর আর তোর স্বামীর সম্পর্ক কি এখনো সহজ সরল হয়নি? এখনও কি সেই আগের মতোই আছিস তোরা? পথের কাঁটা তো অনেকদিন দূর হয়েছে। এখনও কেন তুই নিজের অধিকার ও দাবীকে যথাযথ কাজে লাগাবিনা? অরিন্দমবাবু কি এখন পাল্টেছেন? মালবিকা একনাগাড়ে প্রশ্নগুলো করে নয়নার দিকে চাইল। নয়নার মধ্যে বিশেষ কোন প্রতিক্রিয়া হল না দেখে বলল, অত ডিটেল্‌সে বলতে হবে না। শুধু 'হ্যাঁ' বা 'না'তে জবাব দে নয়না।

যেটা তোমায় আনন্দ দেবে সেটাই ধরে নাও না?

আমাকে ভুল বুঝিস না নয়না। তোর মনের কথা একটু আঁচ করবার জন্যেই কাল ওভাবে বলেছিলাম। তুই মাঝে মাঝে এত গম্ভীর হয়ে যাস। তাই কিছু জিজ্ঞেস করতে ভয় করে। আমি তোর বন্ধু নয়না। বল! জবাব দে! মালবিকা নয়নাকে জড়িয়ে ধরল।

অন্তরের স্পর্শ বোঝে নয়না। নয়না, যার কাছে অন্তরের স্পর্শ পায়, সেই নয়নার আপনজন। অন্তরে পরশ পেয়ে নয়নার অভিমান উথলে উঠল। তবুও প্রাণপণ চেষ্টায় নিজেকে সংযত রাখবার প্রযত্ন করল. ভেতর থেকে বহুদিনের চাপা কান্না উদ্গীরণ হতে চাইল। কিন্তু না, নয়না কাঁদবে না।

বল নয়না? মালবিকা নয়নাকে চেপে ধরল।

আমার স্বামী আমাকে ভালবাসে না, হল! নাও এবারে ছাড় আমাকে। নয়না মালবিকার হাত সরিয়ে নিজেকে মুক্ত করতে চাইল। মালবিকা নয়নাকে ছেড়ে সরে দাঁড়াল। অত সহজ ও স্বাভাবিক স্বরে কি করে বললি রে? তোর লজ্জা করল না বলতে? কেন ভালবাসবেন না তোকে? হঠাৎই খুব উত্তেজিত হয়ে উঠল মালবিকা।

এটা রান্নাঘর মালবিকাদি। তুমি এসময়ে, এসব কথা জিজ্ঞেস করতে আসবে জানলে, তৈরী হয়ে ড্রইং রুমে বসে অপেক্ষা করতাম।

এত অভিমান করিস কেনরে নয়না? এত অভিমান করতে নেই। চল ড্রইং রুমে গিয়ে বসি।

মালবিকা নয়নাকে জোর করে ড্রইং রুমে নিয়ে এল।

কাল সারারাত ঘুমতে পারিনি জানিস! তুই কাল আমায় কি মনে করলি, সেই লজ্জায় ও অনুশোচনায় সারা রাত জেগে কাটিয়েছি। তাই, এই সকাল বেলাতেই চলে এলাম। আমার গতকালের ব্যবহারের জন্য মাপ চাইছি নয়না। বিশ্বাস কর, তোকে ছোট করা আমার উদ্দেশ্য ছিল না। তোর মনের খবর হাতড়ানোর চেষ্টা করা ছাড়া অন্য কোন প্রবৃত্তি ছিল না আমার।

বিশ্বাস করলামই তুমি আমায় কিছু গর্হিত কথা বলে ফেলেছিলে। কিন্তু আমাকে আঘাত দেওয়া তোমার উদ্দেশ্য ছিল না। তাই আমার কাছে মাপ চাইছ। কিন্তু অন্যরা তো তা করবে না! কাজেই লোকেদের এই ধরনের কথা বলাও থাকবে, আমাকেও শুনতে হবে। এই আমার ভাগ্য।

নয়না! এত সহজে ভাগ্যকে মেনে নিবি না। তোর মধ্যে কি নেইরে? কিসের অভাব তোর? তোর মত কটা মেয়ে আছে এই দুনিয়ায়? তবুও তোর জন্য স্বামীর ভালবাসা থাকবে না কেন? আসলে তুই নিজেও অনেকখানি দায়ী নয়না। আমার মনে হয় তাই। অনেক পুরুষের অনেক রকমের দোষ থাকে। বিয়ের পরও পুরুষের দোষ-ত্রুটি থাকলে, ওসব শোধরানোর ভার পত্নীর ওপর গিয়ে পড়ে। তুই কি কখনও উঠে পড়ে লেগেছিলি? তুই শুরু থেকে শক্ত হলে জল এত ঘোলা হত না। তুই অরিন্দমবাবুর স্বভাবে পরিবর্তন আনতে পারলি না কেন? তোর কি ক্ষমতা নেই? না, তোর কোন শক্তি ছিল না! তুই কি গ্রামের অশিক্ষিত মেয়ে? আমার মনে হয় তুই প্রথম থেকেই একটু ঢিলে দিয়েছিলি। তাই এখন হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে সব কিছু।

নয়না কথাগুলো শোনার পর একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, এসব থাক মালবিকাদি। তুমি যাও।

থাকবে কেন? এত বড় একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, অথচ তোর মধ্যে তার প্রতিক্রিয়া হবে না। এটাতো বিশ্বাস করা যায় না। তুই কি অরিন্দমবাবুকে ভয় পাস নয়না? বল নয়না! বলতে হবে তোকে। তোর মধ্যে প্রতিবাদ করবার ক্ষমতা না থাকলে আমাদের বলতিস। তোর পেছনে আমরা আছি। আমরা সব একজোট হয়ে প্রতিবাদ করতাম। কিন্তু তোর কাছ থেকে কোন সাড়া না পেলে, আমরা গায়ে পড়ে তো কিছু করতে পারি না! মিসেস চৌধুরী

এখান থেকে চলে যাবার পর, তোর নীরবতা দেখে আমরা মনে করেছিলাম তুই ধীরে ধীরে অরিন্দমবাবুকে নিজের সঙ্গে মানিয়ে নিচ্ছিস। কিন্তু, ইদানীং তোর মধ্যে ভয়ংকর একটা উদাসীনতা তোর উচ্ছ্বলতার মাঝেও নজরে পড়ছে। যা আমাকে অসম্ভব চিন্তিত করে তুলেছে। তাই বাধ্য হয়েই আমি তোর কাছে এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছি। আমি তোর মুখ থেকে আসল সত্য জানতে চাই।

অনেক বলে ফেলেছ মালবিকাদি এবারে যাও। আমি তোমার গতকালের কথায় কিছু মনে করিনি। আমাকে নিয়ে শুধু শুধু ভেবে কি করবে? এতখানি যে ভেবেছ আমার জন্য, যথেষ্ট ভেবেছ।

তুই শুধু আমার বন্ধু নোস নয়না, তুই আমার ছোট বোনের মত। তোর মতন মেয়েকে কোন পুরুষ অকারণে হেনস্থা করছে। এই ব্যাপারটা সহ্য করতে পারছিনারে। এই অস্বাভাবিকতার কোন কারণ খুঁজে পাচ্ছি না। বার বার আমার একটা কথাই মনে হচ্ছে, তুই নীরবে সব মেনে নিয়েছিস, প্রতিবাদ করিসনি। কিন্তু, কেন?

আমার কাজ আছে মালবিকাদি। তুমি এবারে যাও।

না যাব না। কথা যখন উঠলই, খোলাখুলি আলোচনাই করব আজ। তোর যদি এমন কোন কথা থাকে, যা অন্য কাউকে বলা যায় না। তা আমাকে বলতে পারিস। মালবিকা নয়নাকে আবার জড়িয়ে ধরল।

ছাড় মালবিকাদি। আমার সব কাজ পড়ে রয়েছে।

থাক তোর কাজ পড়ে। আমি তোর কথা না শোনা পর্যন্ত তোকে ছাড়ব না। তুই এত অভিমান করিস কেন বলত? মনকে চেপে রাখলে আরও কষ্ট হয় জানিস! কারো না কারো কাছে মনকে খুলতে হয়।

তোমরা যেরকম ভাবছ, সেরকম কোন মারাত্মক কোন কষ্ট আমার নেই। কেউ যদি আমায় ভালবাসতে না চায় আমি কি করব? ভালবাসা কি জোর করে কারো কাছ থেকে আদায় করা যায়?

ভালবাসার কথা পরে। আগে বল তুই এসবের কোন বিরোধিতা করিসনি কেন? করলেও এমন নিস্তেজ ভাবে করেছিস, যা অরিন্দমবাবুর ওপর কোন প্রভাব ফেলতে পারেনি। তুই তার স্ত্রী, তোর অধিকার নেই স্বামীর অপকর্মের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর? তোর ন্যায্য অধিকার রয়েছে। প্রতিবাদ করলে তুই তোর অধিকারের বাইরে যেতিস না?

মারপিট, ঝগড়া, পাড়ার লোক ডেকে হুলুস্থুল করে, প্রতিবাদ করাটাই কি প্রতিবাদ মালবিকাদি?

না সেরকম কেন করবি। তুই তোর নিজের মত করে বিরোধ করবি।

আমি প্রতিবাদ করিনি কে বলল তোমায়? আমি নিরপরাধী। কোথাও কোন দোষ নেই আমার। একজনের স্ত্রী হবার সব রকম যোগ্যতা আমার আছে। এই কথাটা আকার ইঙ্গিতে প্রকাশ করেছি, প্রমাণ দিয়েছি এসবের। একজন শিক্ষিত ব্যক্তি এতদিন ধরে একসঙ্গে বাস করেও কি বুঝতে পারেননি আমি কি বা কেমন? একজনের পত্নীরূপে যোগ্য সম্মান

পাবার সব রকম যোগ্যতা আমার আছে। তাহলে আমি আমার যথার্থ মর্যাদা পাব না কেন? আমি যথার্থ মর্যাদা পাবার যোগ্য এবং আমার যোগ্য সম্মান আমার চাই। এই কথাটা ঢাক-ঢোল পিটিয়ে জাহির না করলেও, আমি প্রকাশ করেছি বহুবার। এসবই ছিল আমার প্রতিবাদ। নীরব হলেও তীব্র ছিল আমার প্রতিবাদ। কিন্তু, তার কাছে এসবের কোন মূল্য নেই মালবিকাদি।

তো কি চান উনি? আমি একদিন কথা বলব?

না, মালবিকাদি। তুমি এসবের মধ্যে নিজেকে জড়াবে কেন? আমার ব্যাপার আমিই সামলাব।

তুই আর কবে সামলাবিরে? দিন যে বয়ে যাচ্ছে। অভিমান চাপতে চাপতে ভীষণ কঠিন হয়ে যাচ্ছিস তুই। এবারে আমাদের কিছু করতে হবে।

তোমরা কি করবে? জোর করে আমার জন্য ভালবাসা আনবে এই মানুষের মনে? এই লোক ভালবাসতে জানে না। যার অন্তরে ভালবাসা থাকে, সে কোন অপরিচ্ছন্নতাকে স্পর্শ করতে পারে না মালবিকাদি। অন্তর যার শুদ্ধ, সে কখনও বাইরের নোংরা ঘাঁটবার কথা চিন্তা করতে পারে না। হৃদয় যার স্বচ্ছ, সে ভালবাসা বুঝবে না কেন? অন্দরের সুখ ছেড়ে, বাইরে সুখের জন্য কাতর হবে কেন? তার মধ্যে অন্তর নেই মালবিকাদি। তাই কারো মনের খবরের জন্য আগ্রহী নন তিনি। বাইরের রূপটাই, এই মানুষের কাছে প্রধান। আমি অসুন্দর, তাই আমার প্রাপ্যটাও তিনি সেভাবেই দেন।

নয়না! একথা বলবি না, একদম বলবি না। কে বলে রে তুই অসুন্দর? কার এত বুকের পাটা হয়েছে তোকে অসুন্দর বলে?

তুমি রাগলে তো হবে না। তুমি আমাকে জান বলে তোমার মনে হচ্ছে আমি সুন্দর। কিন্তু তিনি আমাকে জানলেন কোথায়? বুঝলেন কোথায়? উনি শুধু আমার শরীরের সাথে পরিচিত।

নয়না!

বলতে বাধা কোথায় দিদি, তুমি যখন প্রসঙ্গ ওঠালেই, একজনের কাছে নাহয় বললামই। হঠাৎই খুব উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল নয়না। নিজের কথা এভাবে কারো কাছে প্রকাশ করেনি নয়না। না এসব বাইরে প্রকাশ করবে কেন নয়না।

নিজেকে সংযত করে বলল, কিছু মনে কর না মালবিকাদি।

মালবিকা নয়নাকে বুকে টেনে নিয়ে বলল, বলেছিস ভাল করেছিস। তোর মনটা হালকা হল। আমি কারো কাছে বলব না।

যা বলবি শুধু আমার কাছেই থাকবে।

না মালবিকা, আমি বলি, বা না বলি, লোকে কি বোঝে না?

কিন্তু নয়না এভাবে তো চলতে পারে না?

আমি কিছু জানি না দিদি, আমাকে আর কিছু জিজ্ঞেস কর না।

তুই আমাদের ওপর কিছু ভার দে, আমরা কিছু করতে পারি কিনা দেখি।

না দিদি, এখানে কারো কিছু করবার নেই। আমার স্বামী আমাকে সবকিছু দিতে প্রস্তুত। কেবল মন ছাড়া। মন দেওয়াটা মানুষের নিজস্ব ব্যাপার। এখানে কারো হাত নেই। আমারও নেই। আমি আমার অধিকারে অনেক কিছু দাবী করতে পারি, আশা করতে পারি, জোর করে আদায় করতে পারি। কিন্তু আমার ভালবাসা পাবার অধিকার থাকলেও আমি জোর করে ভালবাসা আদায় করতে পারি না। কারো মনে কারো জন্য ভালবাসার উদয় না হলে, মানুষ কাউকে ভালবাসতে পারে না।

তা হলে কি করবি তুই? এভাবে নিঃসঙ্গ হয়ে সারা জীবন কাটিয়ে দিবি!

না, তা কেন? আমার ডিম্পি অন্তু নেই? ওরা বড় হবে না? ওদের নিয়েই আমার বাকী জীবন কেটে যাবে। সবার ভাগ্যে কি সব রকমের সুখ থাকে?

তুই এইটুকুতে সন্তুষ্ট থাকতে পারবি? তোর মনে অন্য কোন চাহিদা থাকবে না?

আমার মনের কথা জিজ্ঞেস কর না। আমার দুঃখ আছে, থাকবে, এক্ষেত্রে আমি নিরুপায়।

তুই অন্য কোন চেষ্টা করবি না?

কি যে বল না দিদি, বার বার একই কথা বলছ তুমি। কি চেষ্টা করতে বল আমায়? আমি কি আমার স্বামীর কাছে ভিক্ষে চাইব? ওগো আমায় ভালবাস। আর সঙ্গে সঙ্গে উনিও আমায় ভালবাসতে শুরু করে দেবেন? তা হয় না দিদি। যদি কোনদিন উনি তার মনে আমায় ঠাঁই দিতে চান, আমায় আপন বলে গ্রহণ করতে চান, আমার কোন আপত্তি থাকবে না। আমি তার সন্তানদের মা। সন্তানদের নিয়েই আমি থাকব। যদি কখনো ওনার মনে পরিবর্তন আসে, আমাকে কাছে টেনে নেন, আমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়েছে মনে করব।

এই বয়সেই সবকিছু ভাগ্য বলে মেনে নিবি?

নয়না এবার খুব করুণ হাসি হাসল। বলল, ঠিক মেনে নিইনি। তোমরা বুঝবে না। এবারে যাও দিদি। তোমারও তো কাজ রয়েছে! আমার দুঃখ-কষ্ট নিয়ে পড়ে থাকলে হবে? এই যে আমার জন্য এত চিন্তা করলে, আমার ব্যথাকে অনুভব করলে, এতেই আমি খুশী। আমি কৃতজ্ঞ। আর কি করবে তোমরা।

অরিন্দমবাবুকে একটু বোঝাতে পারি না আমি? উনি নিশ্চয় আমার কথার গুরুত্ব দেবেন।

না, না দিদি, ওসব করতে যেও না। তাহলে উনি মনে করতে পারেন, তুমি আমার প্রতিবেশী বলে আমি তোমার সাহায্য নিয়েছি। তাছাড়া, তুমি বা অন্য কেউ, আমার হয়ে ওনার কাছে কিছু বললে, আমার মনে হবে আমি নিজেকে ছোট করলাম। আমার সম্মানে লাগবে। আর কিছু পারি, না পারি, নিজের আত্মসম্মান বজায় রাখব না কেন?

মালবিকাকে অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে বিদায় করল নয়না। মালবিকা নয়নাকে বোঝে। নয়নার দুঃখ অনুভব করে, নয়নার মনের কষ্ট ভীষণভাবে অনুভব করে বলেই, অস্থির হয়ে উঠেছে মালবিকা।

মালবিকাকে গতকালই মন থেকে সরিয়ে ফেলেছিল নয়না, আজ আবার মালবিকাকে নিজের অন্তরে প্রবেশ করাল। মালবিকা অন্তর দিয়ে নয়নার অন্তর স্পর্শ করেছে। নিঃসন্দেহে মালবিকা নয়নার একজন আপনজন, অতি আপনজন। মালবিকার এই উদারতায় নয়না কৃতার্থ।

নয়না মনে মনে একটা সঙ্কল্প করেছে সেটা মালবিকার কাছে প্রকাশ করতে গিয়েও করল না নয়না। নয়নার এই সঙ্কল্পের কথা শুনে মালবিকা কি মনে করত কে জানে?

নয়না ডিম্পি অন্তুকে নিয়ে, অন্য জায়গায় আলাদা বাস করবার পরিকল্পনা করেছে। আর সে কারণেই মরিয়া হয়ে একটা চাকরী খুঁজছে। কেমন যেন সংকোচ হল মালবিকাকে কথাটা বলতে।

সঙ্কল্পটা নিয়েও নয়না মনে মনে স্বস্তি পাচ্ছিল না। নয়নার উদ্দেশ্য সিদ্ধি হবে কি? অভিলাষ পূর্ণ হবে? নয়না কি পারবে?

অরিন্দম আপত্তি করবে নিঃসন্দেহে। নয়না কি, অরিন্দমের বিরোধিতা করতে সক্ষম হবে? অরিন্দমের বিরুদ্ধে যাওয়াটা কি উচিত হবে? অরিন্দমকে অগ্রাহ্য করে, নয়নাকে অগ্রসর হতে হবে। নয়নার দুর্বল মানসিকতা অকস্মাৎ এত শক্ত কঠিন হয়ে উঠতে পারবে কি? এসব চিন্তা করলে নয়না খুব বিচলিত হয়ে ওঠে। কারো পরামর্শ ছাড়া একলা এত বড় একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া কি উচিত হবে! নয়না কি মা বাবাকে লিখে জানাবে। পরিস্থিতির বিপাকে পড়ে, নয়না বাধ্য হয়ে একটা সিদ্ধান্ত নিতে চাইছে। উচিত অনুচিত বিবেচনা করে, অবিলম্বে পত্রযোগে যেন নয়নাকে পরামর্শ দেন তারা।

কিন্তু, নয়নার মা ও বাবা দুজনেরই যেন, নয়নার প্রতি তেমন আগ্রহ নেই। বিয়ের পর নয়না তিনবার বাপের বাড়ী গিয়েছে। কিন্তু প্রতিবারই কেমন যেন অন্তরশূন্য ব্যবহার পেয়েছে। যাবার সময় অরিন্দম পৌঁছে দিয়েছিল। পৌঁছে দিয়ে অরিন্দম থাকেনি। নিজের বাড়ীতে চলে গিয়েছিল। কয়েকদিন থেকে নিজের কর্মস্থলে ফিরে এসেছিল। ফেরার সময় নয়নার দাদা পৌঁছে দিয়ে গিয়েছিল। পৌঁছে দিলেও হাবে ভাবে বুঝিয়ে দিয়েছে, নয়নার জন্য ছুটি নিতে হয়েছে, এতটা পথ কষ্ট করে আসতে হয়েছে।

নয়নার মাঝে মাঝে কেমন যেন অদ্ভুত মনে হয় নিজেকে। সত্যিই কি নয়নার মধ্যে এমন কোন মারাত্মক অভাব বিরাজ করছে, যার দরুন শুধু অরিন্দম কেন, স্বয়ং নয়নার জন্মদাতা ও জন্মদাত্রীও নয়নাকে আপন ভাবতে অস্বীকার করতে চায়!

বাপ মায়ের পাঁচ সন্তানের মধ্যম সন্তান নয়না। একদিকে বড়দের দল, অন্যদিকে ছোটদের দল, বাপ মায়ের মন আকর্ষণ করে বাপ মায়ের আদর কেড়ে নিয়েছিল। নয়না মাঝখানে বেচারীর মত প্রতিপালিত হয়েছে। এসব কারণেই কি, নয়নাও বাপের বাড়ীর প্রতি কোন গভীর টান অনুভব করে না।

পরিণত বয়সে পৌঁছে, বাল্যকালের স্মৃতি, শৈশবের স্মৃতি, মানুষের মনে পড়ে। নয়নারও মনে পড়ে ছোটবেলার স্মৃতি, কিন্তু সবখানেতে যেন নয়না একাই বাস করত নিজের একাকিত্ব নিয়ে। নয়নার ভাইবোনেরা কি, একে অন্যের প্রতি আন্তরিক ছিল না? যদি আন্তরিক ছিল, তাহলে, ভাইবোনদের নিয়ে শৈশবের কিংবা বাল্যকালের, কোন মধুর ক্ষণকে কেন মনে পড়ে না নয়নার? দাদা বরাবরই একটু অন্য স্বভাবের ছিল। নিজের স্বভাবের বিশিষ্টতা বজায় রাখতে নিজেকে সবার কাছ থেকে আলাদা করে দূরে সরিয়ে রাখত দাদা। দিদি? দিদিও যেন কেমন, শুধু নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকত। ঘরের মধ্যে নিজের কাজকর্ম, পড়ার টেবিল

নিয়ে নিজেকে সীমিত রাখত। বাইরে বান্ধবীদের নিয়ে মেতে থাকত। তাই নয়না নামের বোনটার দিকে নজর দেবার সময় পেত না। ছোড়দা খেলতে ভালবাসত। তাই খেলা ও বন্ধুবান্ধব নিয়েই সারাক্ষণ মেতে থাকত। নয়নার পর, আরো দুই বোন ছিল। শিশু বয়সেই মারা যায় ওরা। নয়নার মনে ওদের কোনও ছবি নেই। ওদের কথা কেবল শুনেছে নয়না। নয়নার চার বছর বয়সেই ওরা গত হয়েছিল। এর পর শিল্পী। বাড়ীর সকলের ছোট বলে, ওর 'আদরটা সম্পূর্ণ অন্য রকম ছিল। শিল্পী এটা পারবে না, শিল্পীকে এসব বলা চলবে না, শিল্পী এসব খাবে না, ইত্যাদি নানান খুঁটিনাটি বৈশিষ্ট নিয়ে, শিল্পী পুরোপুরি একটা পৃথক অস্তিত্ব নিয়ে বড় হয়েছে।

নয়নার কোন চারিত্রিক বিশেষত্বের অভাবে, নয়নার ভাইবোনেরা নয়নার সংস্রব পছন্দ করতনা, না, নয়না কারো নাগাল পেত না, সেই বয়সে এই সমস্ত ভাবনা নিয়ে গবেষণা করবার চিন্তা শক্তি ছিল না নয়নার। কিন্তু, এখন, এই পরিণত বয়সে চিন্তা করলে মনে হয়, নয়নার জন্মদাত্রী দায়ী ছিলেন। তিনি সব সন্তানদের সমান বলে প্রতিপন্ন করে, সবার মধ্যে সদ্ভাব ও মিল গড়ে তুলবার পরিবর্তে, সকলকে, সকলের সঙ্গে তুলনামূলকভাবে বিশিষ্ট বা অবিশিষ্ট রূপে মেপেছেন এবং সেই অনুযায়ী মূল্য নির্ণয় করে প্রত্যেককে বড় করেছেন। নয়নার দুর্ভাগ্য, মধ্যম সন্তান বলে কারো দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেনি নয়না।

পাহাড়ের গা বেয়ে অবিস্তীর্ণ পাথুরে পথে ধাবিত হচ্ছে জলধারা। ঘন সবুজে আবৃত বিশাল জঙ্গল, তারই আনাচে কানাচে পথে, ফাঁক খুঁজে, তরল পদার্থের নিরন্তর ক্ষরণ, ব্যস্ত নিম্নগামী সলিল স্রোত। প্রকৃতির কি অপরূপতা, সৃষ্টি কর্তার কি বিস্ময়কর করিৎকর্মতা! সামান্যকে কি অসামান্য করে গড়ে তুলতে পারেন বিধাতা। নয়না পাথুরে নদীটার মধ্যে অবস্থিত এক প্রস্তর খণ্ডের উপর বসে সম্মুখের জলপ্রপাতটা লক্ষ্য করছিল। কি অপূর্ব শোভা! আজ এখানে না এলে, নয়না কি এই মনোমুগ্ধকর দৃশ্য পরিদর্শন করতে পারত!

পৃথিবীর কোন কোণে, কোন অদৃশ্য সৌন্দর্য লুকিয়ে থাকে মানুষ কি জানতে পারে? সৌন্দর্য থাকে সর্বত্র, মানুষকে শুধু অন্বেষণ করতে হয়, আহরণ করতে হয়।

পরিষ্কার স্বচ্ছ জলের নীচে, গোলাকৃতি ডিম্বাকৃতি বিভিন্ন আকারের ও কালো সাদা লাল বিভিন্ন বর্ণের পাথরের স্তূপ। জলের তলার, প্রস্তর রাশি ও নয়নাকে বেশ প্রলুব্ধ করল। পদযুগলে শীতল জলের আরামদায়ক স্পর্শ অনুভব করবার সাথে সাথে, নয়নার পদযুগল, অশান্ত সলিলে আবৃত প্রস্তর রাশির সঙ্গে খেলতেও শুরু করে দিল।

অনেকদিন পর খুব ভাল লাগছে নয়নার।

মালবিকা নয়নাকে খুঁজতে বেরিয়েছিল। দূর থেকে নয়নাকে দেখতে পেয়ে চেঁচাল, এই যে শ্রীমতী! এখানে একা একা বসে কি করা হচ্ছে শুনি? কার ধ্যানে মগ্ন?

মালবিকার সাড়া পেয়ে নয়নাও চেঁচাল,

ধ্যান নয় গো সখী,

বসে আছি একটুকরো অসামান্য ভাললাগা নিয়ে।

কোন যুগে জন্মেছিলাম এই পৃথিবীর বুকে,

হারায়ে ফেলেছিনু নিজেরে,

আহা! কত কাল পর পরশিলাম একটুখানি ভাল লাগা।

হয়েছে উঠে এস। আর কবিত্ব করতে হবে না। আমি খুঁজে মরছি, উনি এখানে বসে কবিতা রচনা করছেন! চল! ওদিকে চা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।

মালবিকা জোর করে নয়নাকে উঠিয়ে নিয়ে এল।

আমি কর্তার সঙ্গে একটু ঘুরতে গেলাম, আর সেই ফাঁকে তুই একা একা এত দূরে চলে এলি? এই নির্জন জায়গায় কেউ আসে? তাও একলা!

নয়না হাসল। বলল, তুমি কি আমার পাহারাদার মালবিকাদি?

থাম! তোর বেড়ানোর ইচ্ছে হয়েছে বললেই পারতিস। আমি কর্তার সাথে না গিয়ে তোর সাথেই ঘুরতাম।

আমাকে এত বেরসিক ভাবলে কেন মালবিকাদি? তোমাদের রসভঙ্গ করে আমি তোমার সঙ্গ চাইব কেন।

হয়েছে। এভাবে আর জ্বালাস না আমাকে। তোকে দেখতে না পেয়ে কতখানি দুশ্চিন্তা হচ্ছিল জানিস?

আমার জন্য শুধু শুধু এত ভেব না মালবিকাদি।

ভাবব না মানে? এরকম জঙ্গলে কেউ আসে! যদি কিছু হত? কেউ টের পেত?

কি হত? জন্তু-জানোয়ারের কথা বলছ? আমার মৃত্যু এত সহজে হবে না মালবিকাদি। আমাকে আরো অনেক কঠিন ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে হবে।

বড় বড় কথা একদম বলবি না। একটু আগে যা ভয় পাইয়ে দিয়েছিলি, আর একটু হলে আমি অরিন্দমবাবুর কাছে গিয়েই তোর উধাও হয়ে যাবার কথা বলতাম।

নয়না হাসতে শুরু করেছে।

সব সময় ওভাবে হাসবি না নয়না।

তুমি যদি ওর কাছে গিয়ে এই কথা বলতে, ও তোমায় কি বলত জান? বলত, ওমা তাই নাকি, এত খুব সুখবর! কিন্তু বাচ্চা দুটোকে নিয়ে গেল না কেন? এদের নিয়ে এখন আমি কি করি?

নয়না! মারব এক চাটা।

অরিন্দমদের অফিসার্স ক্লাবের সব সদস্যারা মিলে পিকনিকে এসেছে। যে যার মত করে দল বেছে নিয়ে বসেছে, গল্প করছে, খেলছে। একমাত্র নয়নাই বুঝি বিচ্ছিন্ন এক আলাদা অস্তিত্ব এখানে। মালবিকা নয়নার একাকিত্বকে খুব ভাল করে বোঝে। তাই, নয়নাকে দেখতে না পেয়ে খুঁজতে বেরিয়েছিল।

চা জল খাবারের পর্ব সমাপ্ত হবার পর খেলা শুরু হল। নয়না যাতে আবার কোথাও চলে না যায়, তাই মালবিকা নয়নাকে নিজের কাছেই বসাল।

নয়নার অবশ্য খেলতে আপত্তি নেই। তাই মালবিকার পাশেই বসল।

ওয়ার্ড মেকিং খেলা হবে। দুই দলের নির্বাচিত সদস্যারা গোল হয়ে বসে রয়েছে। নয়না পরে এসেছে তাই অতিরিক্ত।

নয়নাকে মালবিকার পাশে দেখে, মিসেস ভার্মা আপত্তির সুর তুললেন, ওমা! নয়না তোমাদের দলে থাকবে কেন? থাকলে আমাদের দলে থাকবে। না মিসেস ভার্মা, নয়না আপনাদের দলে যাবে না। অলরেডি আপনাদের দলে প্রচুর জ্ঞানী লোকের সমাবেশ হয়েছে। তাই নয়নাকে আমরা ছাড়তে পারি না। তা ছাড়া, একজন অতিরিক্ত লোক আমরা না হয় নিলামই। মালবিকা মিসেস ভার্মার কথার প্রত্যুত্তর দিল।

না, তা হবে না। অতিরিক্ত লোক নিতে হলে, তোমরা রাধুনী মধুকে নাও, সুখন পিয়নবে নাও। কিন্তু নয়নাকে নিতে পারবে না মিসেস ভার্মা রুখে দাঁড়ালেন।

দুই মহিলার ঝগড়া থামাতে সুব্রত এগিয়ে এল।

কি কেস? কি নিয়ে এত বচসা আপনাদের? সুব্রত জিজ্ঞেস করল। তারপর, সব বৃত্তান্ত শুনে বলল, মিসেস ঘোষকে কেটে দু'টুকরো করে, আপনাদের দুজনকে তো দেওয়া যাবে না। বদলে, এক কাজ করা যেতে পারে। নয়না ঘোষ আর সুব্রত হালদার, এই দুই অতিরিক্তকে আপনাদের দু'দলে ঢুকিয়ে দিতে পারেন।

হ্যাঁ, সেই ভাল। এক দলে একজন বেশী কেন থাকবে? মিসেস ভার্মা বললেন।

মালবিকা শেষ পর্যন্ত নয়নাকে নিল। সুব্রতকে বিপরীত দলে পাঠিয়ে দিল।

নয়না মিটি মিটি হাসছে। নয়নার হাসি দেখে সুব্রত বলল, আপনি ওভাবে হাসবেন না তো! সমস্যার হাল বার করবার মুরোদ নেই। সমস্যা তৈরী করে আবার মজা দেখছিলেন: আপনার নজরটা বড় সীমিত, সমাধান জলজ্যান্ত সম্মুখে রয়েছে, তা সত্বেও তুলকালাম কাণ্ড ঘটতে দিচ্ছিলেন।

সেদিন বাচ্চাদের ক্লাবে সুব্রতর সঙ্গে নয়না বেশ খারাপ ব্যবহার করেছিল। তারপর সুব্রতর সাথে আর দেখা হয়নি নয়নার। নয়না মনে মনে ঠিক করে রেখেছিল সুব্রতর সঙ্গে দেখা হলে সেদিনের ব্যবহারের জন্য মাপ চেয়ে নেবে। কিন্তু এখন আবার সুব্রত এসব বলছে কেন? নয়না আবার কি সমস্যা খাড়া করল? নয়নাকে দু'পক্ষ চাইছে এটা কি নয়নার দোষ? আর সুব্রতকে দিয়ে সমস্যার হাল বার করা যেতে পারে বলে, চিন্তা করতে যাবে কেন নয়না?

হয়েছে আর মুখ গোমড়া করে থাকতে হবে না স্বাভাবিক ভাবে খেলুন। এবারেও কি নয়নাকেই বলল সুব্রত? হ্যাঁ তাই তো মনে হচ্ছে। বড় বেয়াদব আছে তো সুব্রত। এত লোকের সামনে নয়নাকে এত কথা শোনাবে কেন?

নয়না রাগ ও অভিমান মিশিয়ে বলল, আপনার মতো জ্ঞানী গুণী নই বাবা আমি। সব সময় নিজের সঙ্গে তুলনা করে অন্যের বিচার করবেন না।

সুব্রত হাতজোড় করে বলল, ঠাট্টা করাও যদি অপরাধ হয় তাহলে মাপ চাইছি।

হয়েছে, এবারে কি তোরা ঝগড়া করবি? নে শান্ত হয়ে বোস, খেলা শুরু হচ্ছে। মালবিকা নয়নাকে বকুনি দিল।

আমি মোটেও কারো সঙ্গে ঝগড়া করছি না। নয়না বলল।

শান্তি, শান্তি। লেট আস স্টার্ট দ্যা গেম। সুব্রত আবার নয়নার উদ্দেশ্যে হাতজোড় করল।

অল সেট, রেডি! মালবিকা শুরু করল, এ. বি. সি. ডি. ই. এফ.

মালবিকা 'এফ' অক্ষরে আসতেই সুব্রত বলল, স্টপ।

অর্থাৎ 'এফ' অক্ষর দিয়ে শব্দ তৈরী করতে হবে মালবিকাকে। মালবিকা বলল, এফ. ও. এক্স.—ফক্স।

অত সোজা শব্দ বানালে চলবে না। আপনারা কেউঁ, এল. কে. জি.র বাচ্চা নন। সুব্রত প্রতিবাদ করল।

ওমা! বাচ্চা বুড়ো দিয়ে আবার কি কথা? মনে যা আসবে তাই তো বলল! মালবিকা সুব্রতর ওপর রাগ প্রকাশ করল।

মিসেস রায়, মালবিকার হয়ে বলল, আমাদের প্রত্যেককে একটা অভিধান এনে দেওয়া উচিত ছিল সুব্রতবাবু।

ঠিক আছে এবারে মাপ করে দিচ্ছি। এর পরের থেকে যা বলবেন একটু পরিণত মানুষের মত বলবেন।

সেটা দেখা যাবে। এবারে আপনি বলুন? এক্স অক্ষর দিয়ে বলতে হবে আপনাকে। মালবিকা ফক্স বলেছিল, মালবিকার শব্দের শেষ অক্ষর দিয়ে সুব্রতকে নতুন শব্দ বানাতে হবে।

সুব্রত বলল, এক্স ই আর ও এক্স,—জেরোক্স।

এবারেও এক্স? জেরোক্স শব্দের অন্তিম অক্ষর, এক্স। তাই আবার এক্স দিয়ে নতুন শব্দ তৈরী করতে হবে।

এক্স দিয়ে শব্দ তৈরী করতে অসুবিধে হয় সুব্রতবাবু! মালবিকা আপত্তির সুর তুলল।

খেলেতে এসেছেন আবার অসুবিধে কিসের? যা অক্ষর আসবে তা দিয়েই বলতে হবে। এখন আপনার টার্ন নয়, আপনার নেক্সট্।

মালবিকার পাশে নয়না বসেছে, নয়নাকে দেখিয়ে সুব্রত বলল, আপনি বলুন এক্স দিয়ে!

একটু আগে নয়না অন্য কোন বিশেষ চিন্তায় ব্যস্ত ছিল, তাই এখন মাথাটা কেমন যেন শূন্য মনে হচ্ছে। এক্স অক্ষর দিয়ে কোন শব্দ মনে পড়ছে না যেন। তবুও চিন্তা করে 'এক্সমাস' শব্দটা বলল।

সুব্রত নয়নার দিকে চেয়ে বলল, সাধারণ শব্দ ছাড়া অন্য কিছু বলা যায় না তাই না?

সুব্রতবাবু, এভাবে অবজেকশন করবেন না। শব্দ যাই হোক, শুদ্ধ হলেই তো হল। তাছাড়া, আপনিই বা কি এমন অসাধারণ শব্দ বলেছেন? জেরক্স শব্দটা অতি সাধারণ শব্দ। মালবিকা সুব্রতর খুত ধরল।

এভাবে ঝগড়া করে খেলা যাবে না। সুব্রতর দলের মিঃ উপাধ্যায় বললেন।

ঝগড়া কে করছে? আমরা? না কি আপনাদের দলের সুব্রত? মালবিকা রাগ প্রকাশ করল।

আহা, সুব্রতবাবু একটু বুঝিয়ে দিলেন বলে ঝগড়া করা হল? মিসেস ভার্মাও যে কম

নন, তার প্রমাণ দিলেন মিসেস ভার্মা।

মিসেস ভার্মা প্লিজ, নিজের দলের দোষ ঢাকবেন না। মালবিকা আবার বলল।

দেখলেন সুব্রতবাবু? আমি আপনার দোষ ঢাকছি?

কি মুস্কিল। লেডিসদের সঙ্গে বসলেই ঝগড়া শুরু হয়, লেডিসরা বড় সীমিত।

এই সুব্রতবাবু হচ্ছেটা কি? লেডিসরা সীমিত? মালবিকা আবার রুখে দাঁড়াল।

না, না, আর কোন মন্তব্য করব না এই কান ধরছি। সুব্রত সত্যি সত্যিই দু'কানে হাত রাখল।

মিসেস মুর্তী আপনি এত মাইণ্ড করেন কেন বলুন তো? সুব্রত তো ঠাট্টা করছে। মিসেস উপাধ্যায় মালবিকাকে বললেন।

সুব্রতবাবু ঠাট্টা করছেন? তাহলে আমরাও ঠাট্টা করছি।

মালবিকার দলের মিসেস রায়ের কথা শুনে, সকলে হেসে উঠলেন।

নয়নার একবার 'ওয়াই' এল, ইয়ার্ড বলে রেহাই পেল নয়না।

নয়না খেলছে ঠিকই কিন্তু মনোযোগ দিতে পারছে না। অন্যমনস্ক হয়ে নয়না অরিন্দমকে লক্ষ্য করছিল।

অরিন্দমরাও গোলাকৃতি হয়ে বসেছে। নয়নাদের থেকে কিছুটা দূরে অরিন্দমদের দলটা। মাঝখানে বেশ দূরত্ব থাকলেও অরিন্দম আর নয়না একজন আরেকজনের সম্মুখে বসে রয়েছে। সেজন্যেই বুঝি নয়না অরিন্দমকে লক্ষ্য করছে। হাতে বিয়ারের গ্লাস নিয়ে অরিন্দম তাস খেলায় মগ্ন। এমনি মশগুল অরিন্দম একবারের জন্যও মুখ তুলছে না। মুখ তুলে চাইলে ঠিক নয়নার সঙ্গে চোখাচোখি হত। অরিন্দম আর নয়নার বিয়ের আট বছর পূর্ণ হবে আরো তিন মাস পর। অরিন্দমের বয়স চৌত্রিশ হবে। কিন্তু এখনও কি সপ্রতিভ তরতাজা। দেখলে ছাব্বিশ সাতাশ বছরের বেশী মনে হয় না। কি অটুট স্বাস্থ্য, কি সচল সক্রিয়তার অধিকারী এই সুদর্শন পুরুষ। না জানলে কে বলবে এই অটুট ব্যক্তিত্বের মধ্যে কোনও খুঁত আছে।

এই সুন্দর মানুষটার মধ্যে এই অস্বাভাবিকতা কেন হল? অরিন্দম যদি কোনো সুন্দরী অবিবাহিত যুবতীর প্রেমে পড়ত, বিয়ের পরও যদি পড়ত, তাহলেও নয়না একটা যুক্তি খুঁজে পেত। কিংবা, শর্মিলা চৌধুরীর সঙ্গে অরিন্দমের প্রেম যদি বিয়ের আগে থেকে থাকত, তাহলেও নয়না একটা যুক্তি খাড়া করে নিজেকে সান্ত্বনা দিতে পারত। কিন্তু একজন বিবাহিত মহিলার প্রেমে পড়া, কেমন যেন অদ্ভুত লাগে নয়নার। নয়নার আরো অস্বাভাবিক মনে হয়, এই ভেবে যে, এই ভদ্রমহিলার নিজের স্বামীর সঙ্গেও কোন অসদ্ভাব নেই। ভদ্রমহিলার স্বামী প্রতিবাদ করেন না? অন্য একজন পুরুষের সাথে স্ত্রীর অবৈধ সম্পর্ককে মেনে নিলেন কি করে ভদ্রলোক!

অরিন্দম ভদ্রলোকের উপরওয়ালা বলে কি? অরিন্দম হলই বা ঐ ভদ্রলোকের বস্, তাই বলে নিজের স্ত্রীকে ছেড়ে দেবেন অন্য পুরুষের হাতে? এসব চিন্তা করলে কেমন যেন লাগে নয়নার। মাথা ঠিক রাখতে পারে না।

ডিম্পিদের দলটা বল খেলতে ব্যস্ত। অন্তুও খোলা জায়গা পেয়ে মনের সুখে ছোটাছুটি করছে। এদিকটা অত এবড়ো খেবড়ো নয়, তাই বাচ্চাদের ছোটাছুটি করতে অসুবিধে হচ্ছে না। অন্তু বুঝি কাউকে মারল। ছেলেটা অন্তুর হাতের চড় খেয়ে কেঁদে উঠল। অন্তুও মেরেছে! বলে সঙ্গের বাচ্চারা চেঁচিয়ে উঠল।

এই একটা ভয়ানক খারাপ স্বভাব হয়েছে অন্তুর, চট করে হাত তোলা। অন্তু আগে এমন ছিল না। আগে নিজেই মার খেত। বাচ্চারা খুব জোর চেঁচাচ্ছে। অন্তুর বিরুদ্ধে নালিশ করবার জন্য অনেকেই ক্ষেপে উঠেছে। নয়না কি উঠবে? হ্যাঁ, নয়নার বোধহয় ওঠা উচিত। অন্তুকে শাসন করা উচিত।

নয়না উঠতেই যাচ্ছিল, তার আগে অরিন্দম উঠে পড়ল। বাচ্চাদের মাঝখানে গিয়ে কিছু বলল। তারপর অন্তুকে কোলে উঠিয়ে অন্যদিকে চলে গেল। অরিন্দম কি খুব রেগেছে ছেলের উপর? মারবে না তো অন্তুকে? নয়না চিন্তায় পড়ে গেল। অরিন্দমের প্রেস্টিজটা যে খুব বড়। লোকসমাজে নিজের প্রেস্টিজ ডাউন করতে চায় না। ছেলে অন্য কারো ছেলের গায়ে হাত দিয়ে অরিন্দমকে অসম্মান করল, তার রাগবারই কথা। নয়না লক্ষ্য করল, অন্তুকে মার দেবার পরিবর্তে, অন্তুর গালে, চুমুর ওপর চুমু খাচ্ছে অরিন্দম। কিছু বললও বুঝি ছেলেকে, দূর থেকে শুনতে পেল না।

কে বলে অরিন্দমের অন্তর নেই? অরিন্দমের অন্তর আছে। তবে সেই অন্তর শুধু বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সাড়া দেয়।

অরিন্দম অন্তুকে ছেড়ে দিলে অন্তু দৌড়ে মায়ের কাছে এল।

মা, রুমাল দাও।

তোমাকে রুমাল দিয়েছিলাম না! কি করলে?

জানি না। পাচ্ছি না।

হারিয়ে ফেলেছ!

জানিনা।

নয়না ব্যাগ খুলে অন্য রুমাল বের করে দিল। বলল, এটা পকেটে রাখ। হারাবে না।

আমি হাতে রাখব। বাবা বলেছে হাতে রাখতে, মুখ মুছতে।

ঠিক আছে। আর হারিও না।

হারাব না।

তুমি ওকে মারলে কেন? তোমাকে বারণ করেছিলাম না, কারো গায়ে হাত দেবে না!

আগে আমায় মেরেছিল।

তাই বলে তুমিও মারবে?

আমি তো কাঁদিনি! ও কাঁদল কেন?

আর ওরকম কর না।

করব না। অন্তু চলে গেল।

এই যে মহারাণী! বলুন?

কি বলব? সুব্রত নয়নাকেই প্রশ্নটা করেছে বুঝতে পেরে, জিজ্ঞেস করল নয়না।

আশ্চর্য মাইরি! এভাবে কি খেলা হয় নাকি? সুব্রত খুব রেগে গেল নয়নার ওপর।

মিসেস ঘোষ আপনি খুব এ্যাবসেন্ট মাইণ্ডেড, একটুও মন দিচ্ছেন না আপনি। মিসেস ভার্মাও অভিযোগ করলেন।

নয়না লজ্জা পেয়ে স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করল।

এর আগের বার আপনি আপনার ছেলের সঙ্গে কথা বলছিলেন বলে, মিসেস মালবিকা আপনার হয়ে প্রক্সি দিয়েছিলেন। কিন্তু তাই বলে, প্রতিবার তো তা হবে না। খেলবার ইচ্ছে না থাকলে আপনি চলে যান। সুব্রত আর একবার নয়নার ওপর বিরক্ত প্রকাশ করল।

বলুন? ওভাবে চুপ করে রইলেন কেন?

নয়না অস্বস্তি নিয়ে জিজ্ঞেস করল কি?

মালবিকা বলল, তোমায় ডাবলিউ দিয়ে বলতে হবে, বল।

নয়না বলল, উইকেট।

ওটা হয়ে গেছে। হয়ে যাওয়া শব্দ রিপিট্ করা চলবে না। মিঃ উপাধ্যায় বললেন।

হয়ে গেছে? তাহলে উইস্‌ডম।

এটাও হয়ে গেছে। বিরোধী দলের লোকেরা চেঁচাল।

ওয়ারিওর।

এটাও রিপিটেড ওয়ার্ড। এভাবে পুরনো শব্দের অনুকরণ করলে মার্ক্স ডিডাক্ট করা হবে।

সব যদি হয়ে গেছে, তাহলে নয়না কোনটা বলবে। মিসেস ভার্মার কথায় নয়না বেশ অসহায় বোধ করল।

ডব্‌লিউ দিয়ে কি ওয়ার্ড নেই? থাকবে না কেন। কিন্তু নয়নার দু'একটা শব্দ ছাড়া কিছুই মনে আসছে না।

এত সময় দেওয়া চলবে না আপনাকে। পারলে বলুন নাহলে সারেণ্ডার করুন, আপনার জন্য খেলার চার্মটাই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। সুব্রত সরাসরি বলল।

কি ভেবেছে সুব্রত নয়নাকে এভাবে অস্বস্তিতে ফেলছে কেন? নয়না কি সত্যি সত্যিই কিছু জানে না? নয়নার মাথাটা কোন কারণে শূন্য হয়ে গেছে বলে নয়না মনে করতে পারছে না।

একটু ভাবুন মিসেস ঘোষ। ভেবে বলুন। মিসেস কুলকার্ণি বললেন।

না, ভাবাভাবির জন্য আর সময় দেওয়া চলবে না। সুব্রত এবারে কড়া নির্দেশ দিল।

খুব লজ্জা করছে নয়নার। কেন যে কিছু মনে আসছে না! একটু আগে অন্য কিসব ভাবছিল বলেই কি মস্তিষ্কটা বিগড়ে গেছে? তাহলে কি নয়নাকে সারেন্ডার করতে হবে? আত্মসমর্পণ করতে পারে, কিন্তু, তার প্রতি সুব্রতর আচরণটা সহ্য করতে পারছে না। নয়না হেরে গেলে সুব্রত খুব খুশী হবে। আর সুব্রতও যেন সেটাই চাইছে। এই জন্য নয়না খেলা ছেড়ে উঠতে পারছে না। একটা জেদ নিয়ে যেন বসে আছে।

নয়নার এক পাশে মালবিকা। অন্য পাশে সুব্রত। নয়না মালবিকার দিকে চাইল। মালবিকাও বুঝি অসন্তুষ্ট নয়নার আজকের অক্ষমতায়। নয়না দৃষ্টি সরিয়ে নিল। নয়না বাধ্য হয়ে অভিধানের কোন নির্দিষ্ট পাতাগুলোতে যাবার প্রচেষ্টা করল। মাটির দিকে চেয়ে নয়না ভাবছিল। হঠাৎ নজরে পড়ল, নয়নার বাঁপাশে মাটিতে সুব্রতর হাতে কিছু লেখা রয়েছে। লেখাটা পড়তে চাইল নয়না। সুব্রতর হাতের তালুতে, লাল কালিতে লেখা ইংরেজীর তিনটি অক্ষর—ডবলিউ, ও, ই, এই তিনটি অক্ষর দিয়ে একটা শব্দ তৈরী করা যায়। কিন্তু সুব্রত কি ইচ্ছে করে, শুধু নয়নার জন্য এভাবে লিখে রেখেছে? তাই হাতটা এমনভাবে রেখেছে, যাতে, নয়না ছাড়া আর কারো নজরে না পড়ে। ভীষণ চমকে উঠল নয়না। এমন করবে কেন সুব্রত।

আর পাঁচ সেকেণ্ডের বেশী সময় আপনাকে দেওয়া যাবে না। সুব্রত গুনতে আরম্ভ করল, এক, দুই,

নয়নাকে দয়া করছে সুব্রত? নয়না বলবে না, কি করবে সুব্রত!

তিন। মালবিকা বলল, ওকে ছেড়ে দিন আজ ওর মুড নেই।

মুড না থাকলে খেলতে আসা কেন? এতটা সময় বরবাদ করবার কোন মানে হয় না। আবার সুব্রতর অসন্তুষ্ট ভাব প্রকাশ পেল।

অদ্ভুত তো! সুব্রত এমন করছে কেন? সুব্রত কি চাইছে নয়না সুব্রতর দয়া গ্রহণ করুক?

বিশ সেকেণ্ড হয়ে গেছে নয়না, আজ সারেণ্ডার করে ফেল। মালবিকা বলল।

নয়না আর দ্বিধা না করে, বলে ফেলল, ডবলিউ, ও, ই—ও।

বাপরে বাপ! এখন থেকে একটু সতর্ক থাকবেন। মানুষকে জ্বালিয়ে মারেন আপনি। এনি ওয়ে আমরা সকলে আজ অনেক ধৈর্যের পরীক্ষা দিলাম। সুব্রত হাঁপ ছেড়ে বাঁচার ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়াল।

নয়না সারেণ্ডার করতেই চেয়েছিল সুব্রত উত্তপ্ত না করলে, লজ্জা পেলেও নয়না সারেণ্ডার করত।

ডবলিউ, ও, ই,—'ও' মানে দুঃখ-দুর্দশা। এতক্ষণ ধরে চিন্তা করে এই শব্দটাই খুঁজে পেলেন? কোন দুঃখের জগতে চলে গিয়েছিলেন? সুব্রত আবার খোঁচা দিল নয়নাকে।

যাই হোক আমাদের উদ্ধার করেছেন শব্দটা বলে। এবারেও সুব্রতই বলল কথাটা।

দুঃখকে শত্রু ভেবে দূরে সরিয়ে রাখতে হয়। বলে নয়নার পাশ থেকে সরে অন্যত্র গিয়ে বসল সুব্রত।

মিঃ রায়, সুব্রতর কথা স্পষ্ট শুনতে পাননি বোধহয়, তাই জিজ্ঞেস করলেন, কি হালদারবাবু কাকে আবার শত্রু বানালেন?

আমি কাউকে শত্রু বানাই না। আমি মিত্রতা পছন্দ করি। লোকে না চাইলেও আমি লোকের মিত্র থাকতে চাই। সুব্রত বলল।

আরে বাপরে অভিমান যে বড়! কে আপনার মিত্রতা পছন্দ করে না? মালবিকা ঠাট্টা করল।

সুব্রত নয়নার দিকে একবার চেয়ে, শুধু হাসি দিয়ে মার্লবিকার কথার জবাব দিল। ভাবখানা এই, যে বোঝার বুঝেছে।

নয়না সুব্রতর দিকে চাইল। সুব্রত কি নয়নার ওপর অভিমান করে বলল কথাটা? সুব্রতর অভিমান করবার কারণ কি? নয়না দেরীতে হলেও সুব্রতের প্রস্তাবে সম্মত বলে জানিয়েছিল। সুব্রতর নয়নার সঙ্গে বন্ধুত্বের প্রস্তাব নয়নার দ্বারা স্বীকৃত না হওয়ার জন্য তো ওদের সম্পর্কটা কোথাও আটকে নেই। অনেক দিনেই, তার আর সুব্রতর মধ্যে একটা সম্পর্কের সৃষ্টি হয়েছে। এই সম্পর্কের নাম বন্ধুত্ব ছাড়া আর কি? সেই বন্ধুত্বের দাবীতেই তো সুব্রত নয়নার ওপর অধিকার ফলায়।

খেলা শুরু হবার পর থেকে ঠাট্টাচ্ছলে হলেও, নয়নাকে ভর্ৎসনা করছিল বলে নয়না ভেতরে ভেতরে রেগে গিয়েছিল। এখন নয়নার আর রাগ নেই। বরং সুব্রতর অভিমানটা ভালই লাগল। একদিন বলে দিতে হবে সুব্রতর অভিমান করবার কোন কারণ নেই।

দুজনের বন্ধুত্বের শুভারম্ভ সেদিন থেকেই হয়েছিল বোধহয়, যেদিন সুব্রত প্রথম নয়নাদের বাড়ীতে এসেছিল। সেই বন্ধুত্ব এখন ক্রমশঃ গভীর হচ্ছে।

সুব্রত নয়নার পাশ থেকে উঠে গিয়ে এমন জায়গায় বসেছে। যা ঠিক নয়নার উল্টোদিকে। যার ফলে, নয়না সামনে দৃষ্টি রাখলেই সুব্রতর সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে যাচ্ছে। সেজন্যেই নয়নার একটু অস্বস্তি হচ্ছে।

যাই হোক নয়না এখন খেলাতে মন দেবার চেষ্টা করল। হারজিতের জন্য উৎসাহী নয় নয়না, শূন্য মস্তিষ্কটা যাতে সচল থাকে সেই প্রয়াস চালিয়ে যাবে নয়না। অতি সাধারণ শব্দগুলো পর্যন্ত মনে না পড়ায় লোকের কাছে সাংঘাতিক ভাবে অপদস্থ হচ্ছে। সেজন্যেই খারাপ লাগছিল নয়নার।

এ্যালবো, উইলো, ওয়ারেণ্ট, টেরিটরি। আবার শব্দ রাশি ঘুরে ঘুরে আসছে। ইতিমধ্যে, বাইশজনের মধ্যে বারজন সারেণ্ডার করে ফেলেছে। তাই গোলাকৃতিটা অনেক ছোট হয়ে গেছে।

এবার নয়না খুব সতর্ক। দু'বার চট্ করে জবাব দিয়েছে। নয়না ঠিক করে রেখেছে, আরো দু'তিন বার খেলে সারেণ্ডার করে দেবে। কারণ, আর কেউ জানুক না জানুক, নয়না জানে নয়না চিটিং করেছে। সুব্রত সাহায্য না করলে নয়নার তো তখনই আউট হবার কথা। বেইমানী করে জিততে রাজী নয় নয়না।

সম্মুখে চাইতেই আচমকা প্রবল বেগে কোথায় ধাক্কা খেল বুঝি নয়না। এক অদ্ভুত দৃষ্টির সঙ্গে চোখাচোখি হল নয়নার।

একি করছে সুব্রত? সুব্রত পাগল হয়ে যায়নি তো?

খেলা শেষের পথে। তাই সকলেই খুব মনোযোগ দিয়ে খেলছে। একা সুব্রত ভীষণ ভাবে অন্য কিছুতে মনোনিবেশ করেছে।

নয়নার দিকে এভাবে চেয়ে রয়েছে কেন সুব্রত? এ কেমন চাহনি সুব্রতর? নয়না সঙ্গে সঙ্গে নিজের দৃষ্টি সরিয়ে নিলেও, সুব্রতের অদ্ভুত দৃষ্টির সত্যতা যাচাই করবার জন্য পুনরায়

সুব্রতের ওপর দৃষ্টি রাখল।

সুব্রতর দৃষ্টিতে নয়না কি আজ প্রথম নারী? নয়নাকে কখনো দেখেনি সুব্রত? এত বিমুগ্ধ নয়নে অবলোকন করছে কেন সুব্রত? আশ্চর্য! সুব্রত দৃষ্টিটা সরিয়ে নেবার কথাও বুঝি ভুলে গেছে। কোনও অপরূপাকে হঠাৎ প্রত্যক্ষ করে, বিস্ময়ে শুধু হতবাক নয়, ক্রমশঃ যেন বিবশ বিহ্বল হয়ে যাচ্ছে সুব্রত।

সুব্রতর মাথায় কোন গণ্ডগোল হয়েছে। নয়না এখান থেকে উঠে না গেলে সুব্রত স্বাভাবিক হবে না।

আমি আর খেলছি না সারেণ্ডার করলাম। নয়না উঠে দাঁড়াল।

শেষ পর্যন্ত সারেণ্ডার করলেন। সুব্রতই, তৎক্ষণাৎ স্বাভাবিকত্বে ফিরে, স্বাভাবিক স্বরে নয়নাকে খোঁচা দিল।

কি ভেবেছে সুব্রত? নয়না কঠিন দৃষ্টি নিয়ে সুব্রতকে কিছু বোঝাবার চেষ্টা করে, অন্যদিকে অন্য মহিলাদের দলে গিয়ে বসল।

এই দলের সঙ্গে নয়নার জমবে না, সকলের শুধু মুখ চেনা, কারও সঙ্গে কখনো বা দু'একটা কথা বললেও, নয়নার কারো সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা নেই।

কোনও জোরদার রসাল গল্প হচ্ছিল বোধ হয়। অনেকেই হেসে লুটোপাটি খাচ্ছে। নয়না এককোণে নীরবে গিয়ে বসেছে। নয়নার দিকে কারও নজর নেই। নিজেরা নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত। তাতে নয়নার কিছু এসে যায় না।

কারো সঙ্গে কথা বলতে ভাল লাগছে না। সুব্রতর কথাই ভাবছিল।

কি হয়েছে সুব্রতর? সকলের দৃষ্টির আড়ালে হলেও, সুব্রত নয়নার জন্য এই দৃষ্টি রাখবে কেন? আর কোন দ্বিতীয় ব্যক্তি সুব্রতর এই ভাষা প্রত্যক্ষ করুক না করুক, নয়না তো করেছে? এই ভাষা অন্তরের ভাষা, অন্তরের গভীরতম স্থান থেকে উদ্গীরণ হয় এই ভাষা। এই ভাষার একটাই নাম হয়। মস্তিষ্ক বিকৃতি হয়নি তো সুব্রতর? নয়না নামের এক রমণীর প্রয়োজন ও দুঃখ নিরাময়ের উপায় অন্বেষণ করতে করতে, একদম চরম উপায় খুঁজে বার করেছে? কি কারণে সুব্রত এমন করবে? নয়না কোনও অবিবাহিত যুবতী নয়! একজনের বিবাহিত পত্নী ও দুই সন্তানের মা নয়না। সুব্রত কি ভুলে গেছে এসব?

খুব উত্তেজিত হল নয়না। সুব্রতর এই পাগলামীর সমাপ্তি টানতে হবে। সুব্রতর বন্ধুত্বকে মেনে নিয়েছে নয়না। এই পর্যন্ত ঠিক আছে। কিন্তু, তার বাইরে অন্য সম্পর্কের কথা সুব্রতের মাথায় আসবে কেন?

মিসেস সিঙ্ঘানিয়া! আমাদের কলোনীর শ্রীকৃষ্ণকে দেখেছেন? মিসেস আয়েঙ্গার বললেন।

মিসেস সিঙ্ঘানিয়া কথা বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করলেন, কে? কার কথা বলছেন?

কে আবার? ঐ যে বসে রয়েছে! কি ভদ্র, কি মার্জিত! যেন ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানেন না। মিসেস আয়েঙ্গার অঙ্গুলির নির্দেশনায় কাউকে দেখালেন বুঝি।

ও! অরিন্দম ঘোষের কথা বলছেন? আবার নতুন কাউকে ধরেছেন নাকি?

নয়না ওদের কথা মন দিয়ে শুনছিল না। একটু আধটু কানে আসছিল। ওসব শোনার আগ্রহ ছিল না। হঠাৎ অরিন্দমের নামটা কানে আসায় সজাগ হল নয়না।

এই, বলুন না! আবার কারো সঙ্গে চালাচ্ছে নাকি অরিন্দম ঘোষ? কেউ জিজ্ঞেস করলেন।

সঙ্গে সঙ্গে নয়নার চোখ মুখ কান গরম হয়ে গেল।

ওরা নিজেদের আলোচনায় এমনি মশগুল, নয়না যে এখানে এসে বসেছে কেউ খেয়াল করেনি। কিন্তু নয়না তো শুনতে পাচ্ছে! নয়না কি উঠে অন্যত্র চলে যাবে?

কেন অন্যের সঙ্গে চালানোর কি প্রয়োজন, শর্মিলা চৌধুরীর রিপ্লেসমেণ্ট তো অনেক দিনে এসে গেছে? সেখানেই কনটিনিউ করতে পারেন।

শর্মিলা চৌধুরীর রিপ্লেসমেণ্ট মিসেস সেনাপতি?

নয়তো কি? হাসির রোল উঠল মহিলাদের মধ্যে।

কি যে বলেন, মিসেস সিঙ্ঘানিয়া? রিপ্লেসমেণ্ট কি সব সময় সঠিক হয়? মিসেস সেনাপতি দেখতে সুন্দর নয়। আমাদের শ্রীকৃষ্ণ যে শুধু রাধিকাকে চান। সুন্দরী না হলে রাধিকার পার্টটা মানায় বুঝি? আবার হাসির রোল উঠল।

আরে বাবা, সুন্দর অসুন্দর দিয়ে কি কথা? রিপ্লেসমেণ্ট ইজ রিপ্লেসমেণ্ট। আর একজন মহিলা সংযোজন করলেন।

নয়নার মুখ চোখ ফেটে কি রক্ত বেরিয়ে পড়বে? কেমন যেন অস্থির লাগছে নয়নার। নয়না কি অসুস্থ হয়ে পড়ল?

কি যে বলেন না আপনারা? মিসেস সেনাপতি স্বামী অন্ত প্রাণ। উনি হঠাৎ রাধিকার রোল করতে যাবেন কেন? আজ পিকনিকেও এলেন না, শুধু স্বামী এখানে নেই বলে।

শ্রীকৃষ্ণ কি কৌশিশ করেছিলেন নাকি? মিসেস শোধী জিজ্ঞেস করলেন।

আবার হাসির রোল উঠল।

কৌশিশ করলেও ভীষণভাবে রিফিউস্‌ড হয়েছেন বোধ হয়। মিসেস আয়েঙ্গার বললেন।

বে-চা-রা। মিসেস সিঙ্ঘানিয়া খুব আত্মতৃপ্তি নিয়ে শেষ রসটুকু পরিবেশন করলেন।

আচ্ছা, ওনার স্ত্রী কিছু বলেন না!

স্ত্রী আবার কি বলবে, এরা হল অন্য ধরনের পুরুষ। এদের ঘরেরও চাই, বাইরেরও চাই। গাছেরটাও খাবে, মাটিরও কুড়োবে।

বৌ সহ্য করে কি করে?

সহ্য করতে হয়। যার যেমন কপাল।

নয়না এখানে এসে বসল কেন? এখানে আসার চাইতে ভাল ছিল, সুব্রতর সেই অদ্ভুত দৃষ্টিকে সহ্য করে বসে থাকা। এখন, এখান থেকে উঠবে কেমন করে নয়না? নয়নার যে মরে যেতে ইচ্ছে করছে।

একজনের ঘরের কেচ্ছা কীর্তি, অন্যদের মনে রস সঞ্চার করবার উপাদেয় বস্তু। এদের তো দোষ নেই, এরা স্বাভাবিক নিয়মে, খোরাক সংগ্রহ করে, অবসর কাল বিনোদন করছে। নয়না এখানে না এলে নয়নার শ্রবণেন্দ্রিয় হয়ত রক্ষা পেত, কিন্তু এদের মন বিনোদনের

আসর তো চলতই। এমনি করে, আরো কত স্থানে, নয়নার স্বামীর কীর্তিকলাপ, লোকের আনন্দের খোরাক হয় নয়না কি তা জানে?

নয়না আজকাল অনেক অখাদ্য হজম করতে শিখে ফেলেছে। তাই, এই মুহূর্তেও বিশেষ অসুবিধে হল না। নয়না গুম্ হয়ে অবনত মস্তকে বসেছিল।

এই! এই! চুপ হো যাও। হঠাৎ কারো সতর্ক বাণী শোনা গেল। কানাঘুষো হল ফিসফিসিয়ে। তারপর সব চুপ। নয়নার মনে হল, রসে বিভোর থাকলেও, এদের কারো দৃষ্টি নিশ্চয় নয়নাকে প্রত্যক্ষ করেছে।

এই যে মিসেস ঘোষ কখন এলেন? আসুন না এদিকে এসে বসুন? নিজের লজ্জা ঢাকতে মিসেস সিঙঘানিয়া নয়নার সাথে স্বাভাবিক আলাপ জমানোর চেষ্টা করলেন।

নয়না কিছু বলল না। একবার চেয়ে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল।

কেমন আছেন মিসেস ঘোষ? মিসেস আয়েঙ্গার জিজ্ঞেস করলেন।

এই প্রশ্নটা পছন্দ হল নয়নার। এই প্রশ্নটার উত্তর দিয়ে, সরাসরি উঠে চলে যেতে পারবে নয়না। এতক্ষণ নয়না সহজভাবে উঠতে পারছিল না।

নয়না নির্লিপ্ত দৃষ্টি নিয়ে সবাইকে একবার নিরীক্ষণ করল, তারপর উঠে দাঁড়াল।

আমি কেমন আছি, না আছি, তাতো আপনারাই ভাল জানবেন। আমার চাইতে বেশী জানবেন।

আবার স্থান পরিত্যাগ করতে হল নয়নাকে। কোথায় যাবে নয়না? কার কাছে গিয়ে একটু বসবে? স্বস্তি নিয়ে কারো পাশে দু'দণ্ড বসবারও কি জায়গা নেই? নয়না ছাড়া আর কারো মধ্যে তো কোন অস্বস্তি নেই! সকলে স্বচ্ছন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে উঠেছে এই মুক্ত গগন তলে, আজকের এই আনন্দানুষ্ঠানের ভাগীদার রূপে। প্রকৃতির এক অন্য উৎকৃষ্ট রূপের মাঝে নিজেদের সমর্পণ করে উচ্ছল আকুল হয়ে উঠেছে প্রত্যেকে। এই মধুর উন্মুক্ত পরিবেশে নয়নার কেন ঠাঁই হল না!

কোথায় কি দোষ করেছে নয়না? কি অপরাধ নয়নার? এই পৃথিবীতে জন্ম নেওয়াটাই কি নয়নার অপরাধ হয়েছে?

স্বচ্ছ পরিষ্কার জলের নীচে লাল বাদামী রঙীন, বিভিন্ন আকারের পাথরকুচি। নয়না জলে হাত দিয়ে এক টুকরো পাথর তুলে নিল।

কি সুন্দর প্রস্তর খণ্ডটা! কি মোলায়েম, কি মসৃণ? আকৃতিটাও কি অদ্ভুত সুন্দর! কিন্তু এই পাথরটা বরাবরই কি এমনি ছিল? এই বস্তুর, আসল মূল রূপটার সঙ্গে কি বর্তমান বস্তুটির কোন সাদৃশ্য আছে? বিভিন্ন নৈসর্গিক প্রক্রিয়ার দ্বারা, স্ব অস্তিত্বের, অসামঞ্জস্যতা ও অসমতার পরিবর্তন হয়নি? যার ফলে, এক টুকরো সাধারণ পাথরের মধ্যে এই অদ্ভুত সৌন্দর্য ফুটে উঠেছে? নৈসর্গিক প্রক্রিয়ার সহযোগে কি অসাধারণ রূপান্তর! তাই তো! নয়না মুগ্ধ হয়ে পাথরটা দেখছিল।

নয়না পারে না নিজের কোন রূপান্তর ঘটাতে? বর্তমান নয়নাকে শুধু অরিন্দম কেন, নয়না নিজেও বুঝি সহ্য আর করতে পারছে না।

নয়না মুক্তি চায় অপমান ও লাঞ্ছনা থেকে। নয়না আত্মমর্যাদা অক্ষুন্ন রেখে বাঁচতে চায়। নয়না সর্ব খুঁত বর্জিত করে আপনাকে নবরূপে প্রকাশ করতে চায়। যেখানে অবমাননা অবহেলা নয়নার ধারে কাছে ঘেঁষবার সাহস পাবে না।

আপন বিশিষ্টতার গুণে আত্মসম্মান বজায় রাখতে সক্ষম হবে নয়না। এমন পরিস্থিতি কি আসতে পারে না। যেখানে অপমান ও অসম্মানের স্বীকার হয়ে, অস্বস্তিতে কুঁকড়ে, যেতে হবে না তাকে।

পারবে না নয়না নিজেকে নতুন ভূমিকায় অবতীর্ণ করতে? কেন পারবে না? পারতে হবে নয়নাকে। নয়নার জন্য কোন নৈসর্গিক উপায় না থাক, স্নেহ মমতার প্রলেপ না থাক, অন্য কারো সহায়তা না থাক, নয়না তো রয়েছে নয়নার জন্য! পারবে না কেন নয়না এক নব নির্মাণ কার্যের শুভারম্ভ করতে!

শান্ত স্নিগ্ধ জল রাশির দিকে স্থির নেত্র রেখে কয়েক ফোঁটা জল ফেলল নয়না। কি ভয়ঙ্কর ক্ষমতা নয়নার! কি অসামান্য শক্তি! নিজের ধৈর্য শক্তির পরিচয় নিজের কাছেও বুঝি অজানা ছিল। অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে, সত্যিই কি নয়না এত কঠিন হয়ে উঠেছে?

নয়নার অজান্তেই নয়না শক্তি সঞ্চয় করেছে। আত্মসুখের তাড়নায় নয়, আত্ম অবমাননার সমাপ্তি ঘোষণা করবার তাগিদে এক ভীষণ লড়াই লড়েছে নয়না গত কয়েক বছর। আপনার সাথে যুদ্ধ করেছে নয়না। ভীত দুর্বল, অসহায় নয়নার, মোকাবিলা হয়েছে নির্ভীক বলশালী নয়নার সাথে। অবশ্যই, অসহায় নয়না পরাস্ত হয়েছে নব শক্তির কাছে।

উনত্রিশ বছরের এক রমণী, অপরাহ্নের এক অপরিচিত লগ্নে, অচেনা প্রকৃতির বুকে দাঁড়িয়ে, পাথুরে নদীটার ক্ষীণ জলধারাকে সাক্ষ্য রেখে বহুদিনের অব্যক্ত, গচ্ছিত অভিমান নীরবে ব্যক্ত করল। একটা কঠিন সিদ্ধান্ত নিয়ে নিল।

দোমনা করে তো কোন লাভ নেই। সঙ্কল্প যখন নেওয়া হয়েছে, সেই অভিলাষ পূরণ করবার উদ্দেশ্যে সিদ্ধান্ত নিতে হবে বৈকি। না আর দেরী করবে না নয়না। নয়না আপনাকে গড়বে। রচনা করবে নবরূপে।

এই! এই নয়না! দূর থেকে মালবিকার কণ্ঠস্বর শুনতে পেল নয়না।

তুই এত পাগলাটে বলে জানতাম না। মালবিকা নয়নার সামনে এসে বলল।

নয়না নীরবে সামান্য হাসবার চেষ্টা করল, কিছু বলল না।

তুই কি মনে করেছিস আমি কি তোকে খোঁজার ঠিকা নিয়ে রেখেছি? আজ সারাদিনে কতবার এমন করলি তুই? আমাকে কত বার তোকে খুঁজতে দৌড়তে হল খেয়াল আছে?

নয়না ম্লান হাসল।

ও রকম করুণ হাসি হাসলে আমি মাপ করে দেব না। এই বিকেলে এই জায়গায় কেউ আসে? জানিস না চিতা ও ভালুক এই সময় জল খেতে নীচে নেমে আসে!

আসতই না হয়।

ওভাবে, হেঁয়ালী করে কথা বলবি না নয়না। আমার ভয় করে। নে ওঠ। মালবিকা নয়নার হাত ধরে ওঠানোর চেষ্টা করল।

ছাড় মালবিকাদি।

কেন ছাড়ব কেন, যাবি না? কি পাগলামি করছিস?

পাগলামি কিসের চল। নয়না উঠে দাঁড়াল।

নয়নাকে শুকনো শুকনো দেখাচ্ছিল। তাই মালবিকা জিজ্ঞেস করল কি হয়েছে?

মালবিকা সকাল থেকেই লক্ষ্য করেছিল নয়নাকে কেমন যেন উদভ্রান্ত অস্থির মনে হচ্ছে আজ। কিছু হয়ে থাকলে বল নয়না?

নয়না খুব জোর গলায় হাসতে শুরু করল, বলল, আমাদের দুজনের কথাবার্তাই হয় না। তো ঝগড়া হতে যাবে কোন দুঃখে।

তাহলে?

তাহলে কিছুই না। আমার, পাহাড় জঙ্গল, পাথুরে নদী নালা, এসব খুব ভাল লাগে। অদ্ভুত একটা ভাললাগা মনটাকে নাড়া দেয়।

আজ নিশ্চয় তুই উল্টোপাল্টা কিছু চিন্তা করেছিস। দুঃখ-দুর্দশা মানুষের থাকে। কিন্তু এসব নিয়ে বেশী চিন্তা না করে, মনে শান্তি আনবার চেষ্টা কর। সমস্যা সমাধানের উপায় খোঁজ। আমরা সকলে তোর পাশে আছি নয়না।

তোমরা আমার পাশে নেই, আমি কখন বললাম মালবিকাদি? তোমরা আছ বলেই তো আমি এখনও আমার মধ্যে প্রাণ খুঁজে পাই মালবিকাদি।

হ্যাঁ নয়না, এই কথাটা সর্বদা মনে রাখবি। নে এবারে তাড়াতাড়ি পা চালা, ওদিকে নিশ্চয় সবাই আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে।

দুপুরের খাবার পাট চুকতেই, নয়না নিজেকে আড়াল করে নিয়ে দূরে সরিয়ে নিয়ে এসেছিল। ডিম্পি অন্তুর জন্য নয়না আজ দুশ্চিন্তা মুক্ত ছিল। কারণ, আজ পিতা অরিন্দম অত্যন্ত সজাগ ও সতর্ক থাকায়, নয়না নিজের কাঁধে কোন দায়িত্ব নেয়নি। চারটে থেকে নয়না একলা ঘুরে বেড়াচ্ছে। অস্থির মনটাকে পরিচালিত করবার দিশা খুঁজে না পেয়ে মরিয়া হয়ে উঠেছিল। অবশেষে এই গোধূলি বেলায় শ্রান্ত মনকে শান্ত করতে সক্ষম হল নয়না।

সারাদিনের আনন্দ ও হুলুস্থুলের মধ্য দিয়ে পিকনিক শেষ হবার পথে। আজকের আনন্দ অনুষ্ঠানের অন্তিম আসর বসেছে। এখন কেউ নিজস্ব গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, এখন সকলে মিলে একসঙ্গে আনন্দ করা হবে। আজকের পিকনিকে উপস্থিত সকলে এক জায়গায় গোল হয়ে বসেছে। তাই গোলাকৃতিটা মস্ত বড় দেখাচ্ছে। অন্তুকে পাশে নিয়ে অরিন্দমও বসেছে। নয়না লক্ষ্য করল। ডিম্পি কাছেই অন্য বাচ্চাদের সাথে খেলা করছে।

নয়না আর মালবিকাও অনুষ্ঠানের অংশগ্রহণকারী রূপে যোগ দিল। আজকের পিকনিকের উদ্যোক্তা প্রদীপবাবু নয়না ও মালবিকাকে স্বাগত করে বললেন আসুন, আপনারা দেরী করে ফেলেছেন। আমাদের অন্তিম আসর শুরু হয়ে গেছে।

এখানে সকলকে কিছু না কিছু, পরিবেশন করতে হবে। সবাইকে আনন্দ উপহার দিতে হবে। সুমধুর কণ্ঠের সঙ্গীত হোক, সুশৃংখলিত কণ্ঠের আবৃত্তি হোক, কিংবা অন্য কিছু। যে

যার পছন্দ অনুযায়ী খুশী পরিবেশন করে আমাদের আনন্দ দেবেন। সুব্রত আবৃত্তি করছিল বোধহয় নয়না বসবার ক্ষণেই কানে এল, এ ধরণীতল কঠিন কঠোর, এ নহে তোমার শয্যা।

সুব্রত কি ইচ্ছে করে নয়নার জন্য বলল লাইনটা! না তা কেন হবে, সুব্রত সম্পূর্ণ কবিতাটাই তো আবৃত্তি করছে।

প্রত্যেকেই কিছু না কিছু আনন্দ দান করছে। জবাবে করতল ধ্বনি বেজে উঠছে সুউচ্চ সুরে। বাহ, খুব সুন্দর, ইত্যাদি প্রমাণ পত্রও দেওয়া হচ্ছে।

অরিন্দমও খুব রসিয়ে রসিয়ে কয়েকটা জোকস বলল। সবাই খুব উপভোগ করল। অনেকে হেসে লুটোপুটি।

নয়নারও সময় আসবে, নয়নাকেও কিছু বলতে হবে এই সমারোহে। কিছু বলতে পারবে না বলে আপত্তি করতে পারবে না। নয়নার নিজেরই খারাপ লাগবে।

মালবিকা একটা পুরনো হিন্দী গান শুরু করল। আ যা সনম মধুর চাঁদনী...।

নয়না গান গাইতে পারে না। না হয় কয়েক লাইন আবৃত্তি শোনাবে। কিন্তু কোন কবিতা আবৃত্তি করবে। কিছুই যে মনে পড়ছে না। স্মরণে আসবে না কেন, স্মরণে আনতে হবে। দুপুরবেলার মিইয়ে যাওয়া, সিঁটিয়ে থাকা, স্তিমিতনয়না, এখন সম্পূর্ণ বদলে গেছে যেন।

ভীষণ সক্রিয়তা অনুভব করছে নয়না। হঠাৎ যেন খুব ব্যস্ত হয়ে উঠল নয়না।

দুপুরবেলা ওয়ার্ডমেকিং খেলবার সময় সুব্রত যে অদ্ভুত অস্বাভাবিক প্রশ্নটা রেখেছিল। সেই প্রশ্নের জবাব দেওয়া কি উচিত নয় নয়নার? সুব্রত নীরব ভাষায় আকুল হয়ে নয়নার কাছে স্বীকৃতি চাইছিল। নয়নার কাছ থেকে জবাব না পেয়ে সুব্রত যদি মনে করে নয়না সুব্রতর ভাষা স্বীকার করে নিয়েছে? এই বুঝি প্রকৃত সময়, সুব্রতর প্রশ্নের জবাব দেবার। ভবিষ্যতে যদি, আর কখনও সুযোগ না আসে সুব্রতর মুখোমুখি হবার?

যদিও নয়না কৃতজ্ঞ, ভীষণভাবে কৃতজ্ঞ সুব্রতর কাছে। নয়নার মতন, স্থবির নির্জীব মানুষটাকে সুব্রত জাগিয়ে তুলেছে। নয়নার প্রয়োজনকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে। সত্যিই নয়না জেগে উঠেছে। এতদিন বুঝি শরশয্যায় গভীর নিদ্রা মগ্ন ছিল। মারাত্মক কঠিন কষ্ট সত্বেও সজাগ হবার কথা মাথায় আসেনি নয়নার। নয়নাকে সচেতন করে তুলেছে সুব্রত। সুব্রত নামের অনুপ্রেরণা নয়নাকে নিজের পথ খুঁজে নিতে সাহায্য করেছে। নয়নারও অধিকার আছে জীবন উপভোগ করবার। আত্মবিশ্বাস মানুষের আসল শক্তি। এই শক্তির জোরেই মানুষ মনোবল ফিরে পায়। অসম্ভবকে সম্ভব করে তোলে। এই অতি সত্যকে বুঝতে শিখল নয়না সুব্রতর দ্বারাই।

নয়নার জন্য সুব্রতব দানের কোন তুলনা হয় না। নয়না সুব্রতর মতন বন্ধু পেয়ে কৃতজ্ঞ। কিন্তু তাই বলে সুব্রতর সেই অস্বাভাবিক ভাষাকে কেন সমর্থন করবে নয়না?

অজানা কোনও অনুভূতি নিয়ে, নয়না বুঝি বাস্তবিকই খুব ব্যস্ত হয়ে উঠল।

এই ক্ষণেই কি নয়নার নব নির্মাণ কার্যের সূচনা হবে? নয়নার সঙ্কল্প অনুযায়ী কার্যসিদ্ধির পথে অগ্রসর হবে নয়না:

আই এম দ্য মাস্টার অফ মাই ফেট, আই এম দ্য কেপ্টেন অফ মাই সোল। কথাটা

বুঝি আবার মনে পড়ল নয়নার। নয়নার জন্য নয়না আছে, থাকবে।

মিসেস ঘোষ এবারে আপনি একটা রবীন্দ্র সঙ্গীত শোনান!

নয়নার মস্তিষ্কে এই মুহূর্তে কোন সঙ্গীত নেই। এই ক্ষণে এক নব প্রণয়নের উদ্দেশ্যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে চাইছে নয়না।

নয়না একবার সুব্রতর দিকে চাইল। সুব্রত আর পাঁচজনের মত স্বাভাবিক ভাবে বসে রয়েছে। তাতে নয়নার কিছু আসে যায় না। নয়না নয়নার কাজ সেরে নেবে।

করেছি গ্রহণ বন্ধু তোমার দান দয়া রূপে
পরশ পেয়েছি তোমার, অন্তরে।
আবেগে আবেশে নত মস্তকে, করেছি গ্রহণ বন্ধু
তোমার দান প্রেরণা রূপে।

নব চেতনার উন্মাদনায় দিশা খুঁজে পেল মন,
নতুন ভোরের আলোয়, পুলকে আলোকে
আকুল হল এই নব জাগরণ।
করেছি গ্রহণ বন্ধু তোমার দান আশা রূপে।

আজ এই বেলা শেষে, মিনতী আমার,
অশেষ সীমাহীন চির চলমান নহে,
সীমারেখা থাক এইখানে।
অকৃত্রিম মধুর সুবাসে তোমার,
পরিপূর্ণ চিত্ত মোর।
বিদায় বন্ধু! চির বিদায়! এই ক্ষণে।

প্রবল অস্বস্তি হলেও নয়না বলতে পেরেছে। সাজিয়ে গুছিয়ে সুন্দর করে বলবার সময় নয় এটা। নয়না নিজের বক্তব্য প্রকাশ করেছে এটাই যথেষ্ট। অনেকের মনঃপূত হল না। প্রদীপবাবু বললেন আপনার কাছ থেকে রবীন্দ্রনাথের কোন অংশ শুনতে পাব আশা করেছিলাম। ঠিক আছে, তোলা রইল আমাদের পাওনাটা। আবার কখনো হবে।

মিসেস রায় জিজ্ঞেস করলেন, কার কবিতা গো?

নয়না অস্বস্তি ভরা হাসি নিয়ে চাইল শুধু। পরবর্তী শিল্পী একটি সিনেমার গান শুরু করে দেওয়ায় নয়না রেহাই পেয়ে গেল। সুব্রতর দিকে চাইতে লজ্জা করছিল নয়নার। সুব্রত কি কিছু মনে করল? সুব্রত যদি যথার্থ মানুষ হয়, তাহলে নয়নার ভাষা নিশ্চয় বোধগম্য হবে সুব্রতের। তবে এভাবে বক্তব্য রাখাটা কি খুব নাটুকে হল? কেন নাটুকে হবে? সুব্রতও এভাবে এক সম্মিলিত জন সমাবেশের মাঝখানে, সকলের অলক্ষ্যে নিজের প্রশ্নটা রেখেছিল। নয়নাও তাই করেছে। সকলের অগোচরে না হলেও, শুধু সুব্রতর উদ্দেশ্যে নয়নার বক্তব্য এই তথ্য তো কারো কাছে বিদিত নয়।

পিকনিকের দিনটি ছিল, নয়নার জীবনের টার্নিং পয়েন্ট। নয়নার জীবনপথ পরিবর্তনের সঠিক ও যোগ্য দিন ছিল সেটা। কোন অলৌকিক পরিচালক এই দিনটিকে, নয়নার নতুন পথ পরিক্রমার প্রথম দিন রূপে ধার্য করে রেখেছিল বুঝি।

পরদিন থেকে নয়না নিজের মধ্যে একটা অদ্ভুত শক্তি অনুভব করতে শুরু করল। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই অদম্য শক্তি নিহিত থাকে। এই অন্তর্নিহিত শক্তির প্রকাশ চাই। মানুষের আত্মবিশ্বাস ও সক্রিয়তা, মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তিকে জাগিয়ে তোলে। প্রয়োজনের খাতিরে, নিজের এই অদমনীয় শক্তিকে আয়ত্ত করতে সমর্থ হয় মানুষ।

যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হবে নয়না। যুদ্ধে জয় পরাজয়ের চিন্তা এখন নয়। এখন চাই আসন্ন লড়াইয়ের মুখোমুখি হবার সাহস ও সহনশীলতা।

ইতিমধ্যে, বহু জায়গায় আবেদন পত্র পাঠিয়েছে নয়না। বিভিন্ন স্কুলে, কলেজে, সরকারী বেসরকারী বহুস্থানে দরখাস্ত পাঠিয়েছে। কারো না কারো কাছ থেকে জবাব নিশ্চয় আসবে। একটা নতুন বিজ্ঞাপন নয়নাকে আকর্ষণ করল। জব্বলপুরের নিকটে, মনসুদা নামে এক গ্রামে, একটি নতুন কলেজ স্থাপিত হয়েছে। অবিলম্বে অর্থনীতির লেকচারার চাই। যোগ্য প্রার্থী পেলে সাত দিনের ভেতরেই নিয়োগ পত্র দেওয়া হবে।

এর মধ্যে একটা কাজ পেয়ে গেলে নয়নার সুবিধে হবে। কারণ, ডিম্পি অন্তুর নতুন বছরের ক্লাশ শুরু হয়ে গেলে, এই বছর আর যাওয়া সম্ভব নাও হতে পারে। এই বিজ্ঞাপনটা দেখে, সঙ্গে সঙ্গে আবেদন পত্র পাঠিয়ে দিল নয়না। নয়নার এখানে বেশী উৎসাহী হবার, আর একটা কারণ হল, কলেজটি এক মিশনারী সংস্থার নিয়ন্ত্রণে চলছে। এখানে থাকলে কোনও রাজনীতির বেড়াজালে জড়িয়ে পড়বার সম্ভাবনা থাকবে না। রাজনীতিকে বড় ভয় করে নয়নার। দেশের বড় বড় রাজনীতিজ্ঞের রাজনীতি হোক, কিংবা ছোটখাটো গ্রাম্য রাজনীতিই হোক, সব রকম রাজনীতির থেকে দূরে সরে থাকতে ভালবাসে নয়না। আসন্ন যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে, বর্তমানে যে কঠিন কাজটার সম্মুখীন হতে হবে নয়নাকে, তা হল, অরিন্দমকে রাজী করান। অরিন্দম আপত্তি করবেই। এতে কোন সন্দেহ নেই। নয়না অরিন্দমের কাছে না থাকলেও চলবে। কিন্তু সন্তানদের বাইরে পাঠাতে রাজী হবে না অরিন্দম। ডিম্পি অন্তুকে ছেড়ে থাকতে পারবে না অরিন্দম। নয়না অরিন্দমকে অখুশী না করে, রাজী করাবার ব্যবস্থাও ভেবে রেখেছে। বাকী সব নয়নার ক্ষমতা ও পরিস্থিতির উপর নির্ভর করছে।

বিভাগীয় পদোন্নতির জন্য ইন্টারভিউ হবে তাই অরিন্দমের ডাক পড়ল হেড অফিস দিল্লীতে। দশ দিনের জন্য অরিন্দম দিল্লী চলে গেল। অরিন্দম যাত্রার পূর্বদিন পর্যন্ত নয়না চেষ্টা করেছে, অরিন্দমকে বলতে, 'শোন, এর মধ্যে আমারও একটা ইন্টারভিউ আসতে পারে, আমিও একটু বাইরে যাব।' কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর বলতে পারে নি।

অরিন্দম চলে যাবার পরদিনই মনসুদা গ্রাম থেকে ইন্টারভিউ লেটার এল। দুদিন পর ইন্টারভিউ। প্রার্থী মনোনীত হলে, সঙ্গে সঙ্গে নিয়োগপত্র দেওয়া হবে ও সাতদিনের মধ্যে চাকরীতে বহাল হতে হবে। মাইনে চার হাজার। এ যে অভাবনীয়, আশাতীত নয়নার জন্য। জব্বলপুর বড় শহর। অনেক বড় বড় স্কুল আছে সেখানে। কোথাও না কোথাও ডিম্পি

অন্তুর স্কুলের ব্যবস্থাও করে নেবে নয়না। চেষ্টা করলে মানুষের পক্ষে সব কিছুই সম্ভব হয়। অবশ্য, ডিম্পি অন্তুর ভর্তির ব্যবস্থা করা পরের কথা, আগে তো নয়নার চাকরীটা হোক। কিন্তু অরিন্দমের অনুমতি ছাড়া জব্বলপুরে যাবে কেমন করে? নয়নার কি যাওয়া উচিত?

নয়না তো এখন ঘর ছেড়ে কোথায়ো যাচ্ছে না। এখন শুধু ইণ্টারভিউ দিতে যাবে, তারপর আবার ফিরে আসবে। মনস্থ যখন করেই ফেলেছে নয়না, তখন আর পিছুটান রাখবে কেন? অরিন্দম কি মনে করবে,না করবে, অত ভাবতে যাবে কেন? কিন্তু দুটো বাচ্চা নিয়ে ট্রেনে অত দূর যাবে কি করে নয়না? এখন পর্যন্ত নয়না কখনো একলা কোথাও যায়নি। অনেক চিন্তা ও বিবেচনা করবার পর, নয়না স্থির করল সঙ্গে রুক্মিনীকে নিয়ে যাবে, তাহলে অসুবিধে হবে না নয়নার। তাই করল নয়না। রুক্মিনীকে রাজী করিয়ে সঙ্গে নিল। নয়না যতটা অসুবিধেতে পড়বে মনে করেছিল, তেমন কিছুই নয় ব্যাপারটা। প্রথমে গিয়ে একটা হোটেলে উঠল নয়না। নির্দিষ্ট দিনে, রুক্মিনীর জিম্মায় ডিম্পি অন্তুকে রেখে, একটা অটো নিয়ে ইণ্টারভিউ দিয়ে এল নয়না। প্রথম অভিযানের প্রথম পদক্ষেপে, নয়নার ভাগ্য নয়নাকে সহায়তা করল। নয়নাকে মনোনীত করল কলেজ কর্তৃপক্ষ। কিন্তু মাত্র সাতদিনের ভেতর চাকরীতে যোগ দেওয়া সম্ভব নাও হতে পারে। তাই নয়না নিজের অসুবিধার কথা চিন্তা করে আরো সাত দিন সময় চেয়ে নিল।

ডিম্পি অন্তুর স্কুলের ব্যবস্থা করতেও অসুবিধে হল না। প্রথমে একটা স্কুলে খবর নিল নয়না। সেখান সিট নেই বলে হল না। পরবর্তী স্কুলে খবর নিতে গিয়ে নয়না বিফল হল না। ডিম্পি অন্তুকে যাচাই করে ও রেজাল্ট দেখে শহরের এক বিখ্যাত স্কুলের প্রিন্সিপাল, ডিম্পি অন্তুকে ভরতি করতে রাজী হলে গেলেন। নয়না নিজের অসুবিধের কথা জানিয়ে কিছুদিনের সময় চেয়ে নিল ও একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দুজনকে ভর্তি করবে বলে জানিয়ে এল।

পরবর্তী প্রয়োজনীয় কাজ হল, থাকবার একটা নিরাপদ স্থান যোগাড় করা। কিন্তু, এই নতুন শহরে নয়না কাকে চেনে? কোথায় ঘর খুঁজবে? চট করে কোথাও, থাকাটা সমীচীন হবে না। কিন্তু, এদিক দিয়েও নয়নার ভাগ্য নয়নাকে সঙ্গ দিল। নয়না কলেজের প্রিন্সিপালকে ফোন করে এই বিষয়ে সাহায্য চাইতে, উনি সঙ্গে সঙ্গে ওদের সংস্থার হস্টেলে দুটো কামরা ঠিক করে দিলেন নয়নার জন্য। এও জানালেন, হস্টেল শহরের মধ্যেই, তাই বাচ্চাদের স্কুলে আসা যাওয়ার কোন অসুবিধে হবে না।

সেখানে অন্য জায়গার তুলনায় অনেক নিরাপদে ও শান্তিতে থাকতে পারবে নয়না।

নয়নারা জব্বলপুর থেকে ফেরার দুদিন পর, সন্ধেবেলা, একপ্রস্থ খুশী নিয়ে দিল্লী থেকে ফিরল অরিন্দম। অরিন্দমের পরবর্তী প্রমোশন পাকা হয়ে গেছে। তবে ট্রান্সফার হয়েছে। অন্য প্রজেক্টে যেতে হবে অরিন্দমকে।

অনেকদিন পর বাবাকে পেয়ে, ডিম্পি অন্তু খুব খুশী। ডিম্পি অন্তু সমানে ওদের ট্রেনে চড়ার কথা, জব্বলপুর যাত্রার কথা বলে যাচ্ছে। অরিন্দম ক্লান্ত ছিল বলে মন দিয়ে শুনছিল

না, কিংবা শুনলেও, সত্যি সত্যিই ওরা জব্বলপুরে গিয়েছিল বলে বিশ্বাস করেনি বলে কোনো জবাব দিচ্ছিল না। শুধু, হুঁ, হাঁ করে যাচ্ছিল।

অরিন্দম চান টান সেরে ফ্রেশ হবার পর, নয়না একটু তাড়াতাড়িই সবাইকে খেতে দিয়ে দিল।

এখন ছেলেমেয়ে বড় হয়ে গেছে। তাই রাতের খাওয়ার পাটটা সবাই মিলে এক সঙ্গেই হয়। ডিম্পি অন্তুর মিষ্টি কথাবার্তার সঙ্গে খাবার টেবিলে বসতে আজকাল ভালই লাগে অরিন্দমের। অন্য দিক দিয়ে নয়না ও অরিন্দম, ওদের নিস্ক্রিয়তা থেকে রেহাই পায়।

নয়না, ডিম্পি অন্তুকে তাড়াতাড়ি খাইয়ে, প্রায় জোর করেই উঠিয়ে দিল। অরিন্দম একবার বিরক্ত প্রকাশ করে বলেছে এমন করছ কেন? আস্তে ধীরে খেতে দাও না ওদের। নয়না বলল দুজনেরই ঘুম পেয়েছে যাক শুয়ে পড়ুক গিয়ে।

অরিন্দমের খাওয়া শেষ হবার একটু আগে, নয়না, তার প্রসঙ্গটা সরাসরি উত্থাপন না করে, অন্য ভাবে কথা শুরু করল। যাতে, কথার ফাঁকে নিজের চাকরী পাওয়া ও ডিম্পি অন্তুকে নিয়ে আলাদা থাকবার প্রস্তাবটা ঢুকিয়ে দিতে পারে। একবার প্রস্তাবটা প্রকাশ হয়ে পড়লে, নয়না ধীরে সুস্থে অরিন্দমকে রাজী করাবে।

তোমার ট্রান্সফার মানে তো আবার সেই জঙ্গলে যেতে হবে সবাইকে।

তোমার মুখ চেয়ে তো আমায় হেড অফিস দিল্লীতে ট্রান্সফার করবে না। আমরা ইঞ্জিনিয়ার মানুষ, প্রজেক্টেই আমাদের থাকতে হবে।

না, সেকথা নয়। আমি বলছিলাম ডিম্পি অন্তুর তো একটা ভবিষ্যৎ আছে, ওরা শহরের কোনও ভাল স্কুলে পড়বার সুযোগ পাবে না কখনো?

কেন? প্রজেক্টে যারা থাকে তাদের ছেলেমেয়েরা কি পড়া শোনা করে না? সেখান থেকে বি. এ., এম. এ পাশ করে না কেউ? অরিন্দম ভুরু কুঞ্চিত করে বলল।

সবাই যা করে, আমাদেরও কি তাই করতে হবে?

কি বলতে চাও তুমি? অরিন্দম বিরক্তি নিয়ে চাইল।

ওদের আমি শহরের স্কুলে পড়াব। বেশ দৃঢ়তার সঙ্গে বলল নয়না।

কোনও অবাস্তব আজগুবি আব্দার করলেই তো হবে না! তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করতে, আমি এখন চাকরী ছেড়ে শহরে যাব? তারপর কি করব? ভ্যারাণ্ডা ভাজব? খাবে কি তোমরা?

না, না, তুমি চাকরী ছাড়তে যাবে কেন? তোমার যাবার প্রশ্ন আসবে কেন? আমি যাব। আমি ওদের নিয়ে থাকব। এবারেও বেশ দৃঢ়তার সঙ্গেই বলল নয়না।

ভীষণ ক্রুর একটা চাউনী দিয়ে নয়নাকে কিছুক্ষণ নিরীক্ষণ করল অরিন্দম। তারপর বলল, তোমার মাথাটা একেবারে খারাপ হয়ে গেছে। কাল একবার হাসপাতালে গিয়ে দেখিয়ে এস মাথাটা। ওদের নিয়ে তুমি শহরে থাকবে? কোন শহরে? আমার শ্বশুর বাড়ীর কোন লোক তোমাদের দেখাশোনার ভার নেবে শুনি?

যেখানেই যাই, ওদের দুজনকে ভাল করে মানুষ করব, এই কথা দিচ্ছি তোমায়। তাছাড়া, আমাদের দেখবার জন্য কোন লোকের প্রয়োজন হবে বলে ভাবছ কেন?

অনেক হয়েছে। এই যে বললে, তুমি ওদের ভাল করে মানুষ করবে, তাতেই তোমার দ্বারা অনেক বড় কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। যত সব অবাস্তর বায়না!

অরিন্দমের বিদ্রুপ মিশ্রিত ভীষণ চেহারাটা দেখে, নয়না চট করে কোন জবাব দিতে পারল না।

সামনে শূন্য থালা নিয়ে, ধৈর্য ধরে নয়নার কথাগুলো শুনেছে অরিন্দম, এই যথেষ্ট করেছে অরিন্দম। এই হাতে গ্লাস নিয়ে উঠে দাঁড়াল অরিন্দম।

কাল থেকে জিনিষ গোছাতে শুরু কর। এক সপ্তাহের মধ্যে অর্ডার এসে যাবে।

জিনিষ গুছিয়ে দেব আমি। কিন্তু আমরা তোমার সঙ্গে যাব না। খুব নির্লিপ্ত স্বরে বলে, নয়নাও চেয়ার সরিয়ে উঠল।

তো কোথায় যাবে শুনি? কার বাড়ীতে? আমি তো আক্কেল হারিয়ে ফেলিনি। আমার ছেলে মেয়েদের নিয়ে তোমার আজগুবি প্রস্তাবকে সমর্থন করব?

আমি যাব। জব্বলপুরে আমার একটা চাকরী ঠিক হয়েছে। ডিম্পি অন্তু আমার সঙ্গেই থাকবে। ওদের ছুটি হলে তোমার কাছে চলে আসবে।

চাকরী? কে দিল তোমায় চাকরী? খুব তীক্ষ্ণ এবং কঠিন একটা দৃষ্টি রাখল অরিন্দম নয়নার উপর।

কেউ দেয় নি। আমি যোগাড় করেছি। নয়না জব্বলপুরে গিয়ে ইণ্টারভিউ দিয়ে এসেছে, সে কথা বলল।

দুদিন ঘরে ছিলাম না বলে, তলে তলে এত সব করেছ? এত সাহস কোথায় পেলে তুমি?

তলে তলে নয়। তুমি এখানে থাকলেও এমনি হত। আর, এটা আমার সাহস নয় চেষ্টা।

রাত অনেক হয়েছে। এবারে, এই সমস্ত অবাস্তব কল্পনা ছেড়ে শুতে যাও। আমার ঘুম পেয়েছে। অরিন্দম বেসিনের দিকে এগিয়ে গেল।

হ্যাঁ ঘুমতে যাচ্ছি। তবে আমার কথাটা আমি তোমায় জানিয়ে রাখলাম। আমরা, এবার আর তোমার সঙ্গে যাচ্ছি না।

কি মনে করেছ তুমি? আমার সন্তানদের নিয়ে তুমি ছিনিমিনি খেলতে চাইছ, আমি সানন্দে সায় দেব তাতে?

ছিনিমিনি খেলা নয়, এটা আমার একটা পরিকল্পনা, ডিম্পি অন্তুকে সুন্দর করে মানুষ করে তোলার।

পেছনে অন্য কেউ নেই তো তোমায় ওস্কে দিচ্ছে? এবারে খুব শ্লেষ নিয়ে বলল অরিন্দম।

নয়না কোন জবাব দিল না।

তোমার যেতে ইচ্ছে হলে তুমি একা যাও। যেখানে খুশী যাও। কিন্তু ডিম্পি অন্তুকে নিয়ে কোন কথা আমি শুনব না।

নয়না অপমানটা গায়ে মাখল না।

আমার যাওয়াটা বড় কথা নয়। আমি যেখানেই থাকি না কেন, আমি চাই ডিম্পি অন্তু শহরের স্কুলে পড়বে।

অন্যাদের বাচ্চারা এখানে পড়ছে না? তোমার বাচ্চারা কি স্পেশাল কিছু যে অন্যত্র গিয়ে পড়তে হবে তাদের?

অন্যাদের সঙ্গে কোন তুলনা আমি চাইছি না। আমি চাই ডিম্পি অন্তু কোনও বড় স্কুলে পড়বে। আজকালকার শিক্ষাপ্রণালী অন্য রকম। বড় শহরে থাকলে আধুনিক সুযোগ সুবিধার নাগাল পাওয়া যায়। বাচ্চারা নিজস্ব পছন্দ অপছন্দ বুঝতে পারে, বিভিন্ন দিকে, বিভিন্ন ভাবে প্রভাবিত হয়ে তাদের মানসিকতার বিকাশ ঘটে। মোট কথা, মনের মত করে বাচ্চাদের মানুষ করতে অসুবিধে হয় না শহরে। এখানে স্কুলসর্বস্ব জীবন। নির্দিষ্ট গণ্ডির বাইরে যাবার তো উপায় নেই।

অনেক জ্ঞান তোমার। অনেক জেনে ফেলেছ তুমি। তাই আমার ছেলেমেয়েকে নিয়ে অভিজ্ঞতা শুরু করতে চাইছ।

শহরের কি জান তুমি? কটা শহর ঘুরেছ শুনি? অরিন্দমের কণ্ঠস্বরে বিদ্রুপ স্পষ্ট।

অনেক কিছুই হয়তো জানিনা আমি। তাই এখন থেকে জানবার চেষ্টা করব। নির্লিপ্ত স্বরে বলল নয়না।

বৃথা তর্ক করোনা। তুমি অনেকক্ষণ থেকে তর্ক করে যাচ্ছ নয়না! আমি ধৈর্য ধরে শুনছি মনে করেছ। কিন্তু আসলে তা নয়। এতক্ষণ ধরে আমি তোমার স্পর্ধাটার পরিমাপ করছিলাম। ইট ইজ নাউ টাইম টু স্টপ নয়না। যাও এখন বিছানায় যাও। আমাকেও রেহাই দাও।

নয়নার স্পর্ধা যাচাই করছে অরিন্দম? অরিন্দমের মুখে নিজের ব্যবহৃত এই শব্দটা শুনে একদিন নয়না খুব অপমানিত বোধ করেছিল। কিন্তু, আজ মনে কিছু করল না। অরিন্দম যেমন খুশী মন্তব্য করুক। নয়না অটল থাকবে।

যাও। শুধু শুধু অশান্তি ডেকে এনো না। অরিন্দম আরেকবার বলল।

না, অশান্তি নয়। আমি যাবই।

নয়না—প্রচণ্ড রাগে ফেটে পড়তে চাইল অরিন্দম।

অত রেগে যাচ্ছ কেন তুমি? আমি তো তোমার কাছে কোনদিনও কিছু চাই নি। আজ চাইছি। তুমি আমায় অনুমতি দাও।

নয়না অনুনয়ের সুরে বলল।

প্রয়োজন হলে আমি আমার ছেলেমেয়েকে হোস্টেলে রেখে দেব। তোমার এত চিন্তা কিসের শুনি?

চিন্তা তো আমারই। ওরা দুজনে হোস্টেলে চলে গেলে আমি কি নিয়ে থাকব? ওরা ছাড়া আমার জীবনটা বড় শূন্য হয়ে যাবে। প্লিজ তুমি অমত করোনা।

অরিন্দম বিরক্তি ও রাগ নিয়ে নয়নার কথা শুনছিল ঠিকই। কিন্তু সঙ্গে, নয়নার মধ্যে একটা পরিবর্তনও লক্ষ্য করছিল।

নয়নার মধ্যে সেই ভীত ও সিঁটিয়ে থাকা ভাবটা যেন আর নেই। অভিমানী চেহারাটা ম্লান বিষণ্ণ। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রবল দৃঢ়তা ও আত্মপ্রত্যয় নিয়ে কথাগুলো বলছে নয়না। এ যেন অন্য কোন নয়না কথা বলছে। তাই অরিন্দমও খানিকটা চিন্তিত হল। সত্যি সত্যি নয়না চলে যেতে চাইছে কিনা বুঝতে চেষ্টা করল।

এই টুকুন আমায় দাও। আর কখনো আমি তোমার কাছে হাত পাতব না। এবারেও ভীষণ আকুতি ঢেলে বলল নয়না।

আমার ছেলেমেয়ের কোন কষ্ট আমি বরদাস্ত করব না। অরিন্দম শেষ অস্ত্রটা প্রয়োগ করবার ভঙ্গিতে বলল।

শুধু তোমার ছেলেমেয়ে কেন হবে? ওরা আমার নয়? আমি ওদের মা। মায়েরা সন্তানদের মঙ্গল ছাড়া অন্য কিছু চিন্তা করে না। তোমায় কথা দিচ্ছি, ডিম্পি অন্তুকে কোনও কষ্ট দেব না আমি। ওদের নিয়ে আমার স্বপ্ন একটাই। ওরা দুজন যাতে মানুষের মতন মানুষ হতে পারে সেই চেষ্টাই করব আমি। সফল হব কিনা জানি না। তবে প্রয়াস চালিয়ে যাব। যদি কোন কারণে সফল হতে না পারি, আমায় লাথি মেরে ঘর ছাড়া করে দিও তখন।

এ যে সতিাই অন্য নয়না মনে হচ্ছে। এই নয়নাকে কি অরিন্দম চেনে? আত্মবিশ্বাসে ভরপুর এই ব্যক্তিত্বময়ী বুঝি অনড় নিজের কঠিন সংকল্পের প্রতি। কারও দ্বারা, কোনও ভাবে প্রভাবিত হবে না, বিচলিত হবে না এই রমণী। কিছুতেই না। অরিন্দমের তাই মনে হল।

অরিন্দম বলল, দেখা যাবে চিন্তা করে। এবারে আমাকে রেহাই দাও। অরিন্দম শোবার ঘরের দিকে এগিয়ে গেল।

নিজের সংকল্পে অটুট বলে, অরিন্দমকে রাগিয়ে, বিরক্ত করে, অখুশী করে নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধি করবে না নয়না। অরিন্দমের অনুমতি আদায় করবে নয়না, তারপর অগ্রসর হবে। তাই বলল, না দেখা যাবে নয়। তুমি স্পষ্ট করে বল। আমি সেভাবেই তৈরী হব।

খুব অধৈর্য হয়ে উঠেছে নয়না। তাই অরিন্দমও বেশ বিচলিত বোধ করছে। এত দৃঢ়তার সঙ্গে কথা বলতে কখনো দেখেনি নয়নাকে। নয়নার যুক্তিগুলো একেবারে ফেলনা নয়। শহরের স্কুলে পড়াশোনা করলে, বাচ্চাদের মানসিতার বিকাশ অন্যভাবে হয়। তাই বলে অরিন্দম চট করে নয়নার কথা মেনে নেবে কি করে? কিন্তু আজ নয়নাকে অগ্রাহ্য করতেও পারছে কোথায় অরিন্দম। অবজ্ঞা করে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেও পারছে না অরিন্দম। বিফল হচ্ছে প্রতি পদে।

কিসের অহংকার দেখাচ্ছ তুমি বলত? কিসের দাপটে এমন করছ তুমি? আমি থাকতে, তুমি আমার বাচ্চাদের দায়িত্ব নিতে চাইবে কেন? অরিন্দম আবার নয়নাকে দাবানোর চেষ্টা করল।

এভাবে বলছে কেন অরিন্দম? অরিন্দম কবে বাচ্চাদের দায়িত্ব নিয়েছে? সে যাক, এখন নয়নার মন খারাপ করবার সময় নয়। যে করেই হোক অরিন্দমের কাছ থেকে অনুমতি আদায় করতে হবে নয়নাকে। তাই বলল, দায়িত্ব তো আমারই। ওদের এতটা বড় করলাম

আমি। এর পরের দায়িত্বও আমার। একটু সময়ের জন্য কিছু ভাবল বুঝি, তারপর আবার বলল, আমার কথাগুলোর গুরুত্ব তোমার কাছে হয়ত নেই। তাই এসব মূল্যহীন তোমার বিচারে। কিন্তু আমার কাছে এসবের মূল্য আছে।

আজ এমন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়েছে কেন নয়না? এই ঘর ছেড়ে সত্যিই কি যেতে চাইছে নয়না? সন্তান-অন্ত-প্রাণ এই রমণীর। সন্তানদের সুষ্ঠু ভাবে মানুষ করবার চেষ্টা করবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু একলা পারবে কি? সম্ভব হবে কি করে? হঠাৎ এত বড় একটা সংকল্প নিল কেমন করে? এতটা আত্মবিশ্বাস কোথায় পেল? অরিন্দম কিছুতেই বুঝতে পারছে না।

নয়না অরিন্দমের জবাব শোনার জন্য দাঁড়িয়ে আছে দেখে, বলল, দেখা যাবে।

দেখা যাবে নয়, বল তুমি। প্রায় কাঁদ কাঁদ হয়ে বলল নয়না।

তোমার অনুমতি না পেলে আমি ভীষণভাবে ভেঙ্গে যাব। অসম্ভব আকুতি নিয়ে অরিন্দমের দিকে চেয়ে রইল নয়না।

অরিন্দমও বুঝি আজ বার বার হোঁচট খাচ্ছে। কিছুতে এই প্রসঙ্গ ও নয়নাকে এড়িয়ে, চলে আসতে পারছে না।

নাটক কত দিন চালাতে পার দেখা যাবে, বলে, অরিন্দম নিজের কামরার দিকে এগিয়ে গেল।

দেখো। তোমার সুযোগ সুবিধে হলে মাঝ মাঝে গিয়ে ওদের দেখে আসবে। ওদের ছুটি হলে, ওদের আমি তোমার কাছে নিয়ে আসব।

কোনও গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা দুজনের মধ্যে কখনও হয় না। কচ্চিত কখনো যদি, দুজনের কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়, অরিন্দম, নয়নাকে দাবিয়ে রাখবার চেষ্টাকে অব্যাহত রাখে। ফলে, নয়না রাগ করে তর্ক বিতর্ক করলেও এক সময় স্তিমিত হয়ে যায়। প্রচণ্ড অভিমান নিয়ে হলেও নীরবে সব মেনে নেয়। কিন্তু আজকের নয়নাকে প্রত্যক্ষ করে অরিন্দম স্থির থাকতে পারছে না। বার বার অনুমতি চাইছিল নয়না। দৃঢ় প্রতিজ্ঞ নয়না, শেষ পর্যন্ত অরিন্দমের কাছ থেকে অনুমতি নিয়েই ছাড়ল। নাছোড়বান্দার মত অরিন্দমের মত আদায় করে নিল নয়না।

অরিন্দম সারা রাত ঘুমোতে পারল না। নয়না হঠাৎ এত বড় একটা সিদ্ধান্ত নিল কেন? অরিন্দমকে একবার জানায় নি পর্যন্ত। সে জন্যই অরিন্দমের বেশি অশান্তি হচ্ছে। এটা কি কোনও কথা হল? ডিম্পি অন্তু ঘরে থাকবে না, অন্যত্র থাকবে! ডিম্পি অন্তুকে ছেড়ে অরিন্দম থাকতে পারবে কিনা সেটা আলাদা কথা। কিন্তু নয়না হঠাৎ এত কঠিন একটা সিদ্ধান্ত নেবে কেন? আর নিলই বা কি করে? নয়নার দৃঢ়তা, নয়নার আত্মপ্রত্যয়, নিঃসংকোচে নিজের সিদ্ধান্তকে অরিন্দমের সামনে তুলে ধরা, ইত্যাদি ব্যাপারগুলো প্রমাণ করছে, নয়না অটল অনড়।

অরিন্দমের বৌ মানে তো সাদা মাটা এক রমণী। নীরবে নিঃশব্দে বাচ্চা নিয়ে সংসার করে। কখনো কোন কথা নিয়ে তর্ক বিতর্ক করলেও সেটা সাময়িক। কখনো উগ্র ছিল না

নয়না। আজকের নয়নাও উগ্র নয়। অরিন্দম অনেক ভাবে বেকায়দায় ফেলবার চেষ্টা করেছে, উত্তপ্ত করবার প্রয়াস করেছে, তা সত্ত্বেও, নয়না একবারও উত্তপ্ত হয়নি। বরং খুব ঠাণ্ডা মাথায় অরিন্দমকে যা বলবার, যা বোঝাবার, বলেছে বুঝিয়েছে। অরিন্দমকে ভীষণ বিচলিত করে তুলল নয়না।

রুক্মিনীকে সঙ্গে নিয়ে দুদিনেই সব জিনিষ গুছিয়ে নিল নয়না। মিস্ত্রি এসে বড় বাক্স তৈরী করে দিয়েছে। হিসেব করে সেই বাক্সে জিনিস গুছিয়ে রেখেছে নয়না। নিজের সঙ্গে শুধু দুটো সুটকেস নিয়ে যাবে নয়না। ডিম্পি অন্তু আর নিজের কিছু কাপড় ছাড়া নয়না আর কিছু নেবে না। বাকী সব অরিন্দমেরই সঙ্গে যাবে।

অরিন্দমের প্রমোশনের অর্ডার এসে যাওয়ায়, অরিন্দমের বস্ মুখার্জী সাহেব অরিন্দমকে রিলিজ করে দিলেন। নতুন প্রজেক্টে যত শীঘ্র সম্ভব জয়েন করতে হবে। নয়নাও মনসুদাতে টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দিয়েছে, জয়েন করতে আসছে বলে। যোগাযোগটা এমনি হল, নয়না আর অরিন্দমের, নতুন চাকরীর জয়েন করবার দিনটা পড়ল একই দিনে।

অরিন্দম বিরক্ত হল। বলল, আমার হয়েছে যত জ্বালা। উদ্ভট যত সব মানুষের পাল্লায় পড়ে, নতুন কর্মস্থলে পৌছতে দেরী হয়ে যাচ্ছে। তাই হেড অফিসে বার বার কৈফিয়ৎ দিতে হচ্ছে। জান, আমার প্রমোশন হয়েছে অবিলম্বিত প্রয়োগের ভিত্তিতে এখন পৌছতে দেরী করলে আমি মুখ দেখাব কি করে শুনি?

ওমা, তুমি কেন বিলম্বে পৌছবে সেখানে? নয়না আকাশ থেকে পড়ল।

দেরী হবে না আমার? এই গণ্ড পাণ্ডকে পৌছে দিয়ে আসতে হলে সময় লাগবে না? আগে জানা থাকলে তাও একটা ব্যবস্থা করা যেত।

কি অশ্চর্য! আমার জন্য কিছু করতে হবে না তোমাকে। আমি বরাবরই আমার কাজগুলো নিজে করি। খুব শান্ত স্বরে বলল নয়না।

তোমার ন্যাকামী ছাড়। পরশু সকালে জীপ যাবে। তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নিও। সকাল সকাল রওনা হলে রাত্রি দশটা এগারটা নাগাদ জব্বলপুরে পৌছে যাব। তোমাদের জন্য আরও দুদিন পিছিয়ে যেতে হবে আমাকে।

তুমি অযথা ব্যস্ত হচ্ছ। তুমি ঠিক সময়ে এখান থেকে চলে যেতে পারবে। কারো কাছে কোনও কৈফিয়ত দিতে হবে না তোমাকে। আমি আমাদের ট্রেনের টিকিট কাটিয়ে রেখেছি। রুক্মিনী যাবে সঙ্গে। তোমার দুশ্চিন্তার কারণ নেই।

খুব শান্ত স্বরে অরিন্দমকে আশ্বাস দিল নয়না।

আত্মবিশ্বাসে ভরপুর বর্তমান নয়নার কাছে ডিম্পি অন্তু হয়ত ভালই থাকবে। নিজের অসুবিধে হলেও এই রমণী নিজের সন্তানদের কোন কষ্টের ধারে কাছে ঘেঁষতে দেবে না। কিন্তু নয়না যা করছে, তাতে অরিন্দমকে ছোট করে যাচ্ছে। অরিন্দমকে অবজ্ঞা করে, অগ্রাহ্য করে নয়না চাকরী যোগাড় করেছে, আলাদা থাকবার বন্দোবস্ত করেছে, এসব কি অরিন্দমকে অসম্মান করবার জন্যেই করছে নয়না?

যাবার আগের দিন মালবিকা এল। হুট করে এত বড় একটা দায়িত্ব নিলি, পারবি তো

নয়না? কারো পরামর্শ নেবারও প্রয়োজন মনে করলি না।

নয়না হাসল। কারো পরামর্শ নিয়ে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় না মালবিকাদি। নিজের আত্মবিশ্বাস নিয়ে কিছু করব বলে ঠিক করে ফেলেছি ব্যাস। কষ্ট হলেও আমি করব। করতে হবে আমায়।

অত বেপরোয়া হোস না নয়না। এখনও সময় আছে ভেবে দেখ।

ভাববার আর কিছু নেই মালবিকাদি। এই আমার নতুন পথ। এই পথে সুস্থ মনে বাঁচতে পারলে বাঁচব, নচেৎ নয়।

সত্যিই চলে যাচ্ছিস নয়না? অভিমানে এতবড় ফয়সালা করে ফেললি? পারবি তো নয়না? মালবিকা নয়নাকে জড়িয়ে ধরল।

তোমরা সবাই মিলে আমার মধ্যে শক্তি যুগিয়েছ, হয়ত পারব মালবিকাদি।

মালবিকা কিছুক্ষণ কান্নাকাটি করে, নয়নাকে কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ দিয়ে চলে গেল।

যাবার সময় যত এগিয়ে আসছে, তত খারাপ লাগছে নয়নার। ডিম্পি অন্তুকে অরিন্দমের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে যাচ্ছে না তো নয়না? অরিন্দম পারবে তো ডিম্পি অন্তুকে ছেড়ে থাকতে! ডিম্পি অন্তুর মায়া ছেড়ে একা বাস করতে পারবে তো অরিন্দম?

অরিন্দম ডিম্পি অন্তুকে নিয়ে বাইরে গেছে। নয়না ড্রইং রুমে বসে বাক্স গুনে গুনে লিস্ট তৈরী করছিল। এ কি ধরণের ব্যবহার? মারমুখির মত ঘরের ভেতরে প্রবেশ করে সুব্রত বলল।

নয়না চমকে, পিছনে ফিরে সুব্রতকে দেখে বলল, ওহ্, আপনি? ভয় পাইয়ে দিয়েছিলেন সুব্রত বাবু।

সুব্রত নয়নার কথা গ্রাহ্য না করে বলল, এসব কি শুনছি? এভাবে কোথাও যাওয়া হতে পারে না।

হতে পারে না আবার কি? সুব্রত বললেই কি নয়না যাওয়া বন্ধ করে দেবে নাকি? নয়না বিরক্তি মেশান অবাক দৃষ্টিটা রাখল সুব্রতের ওপর।

দুনিয়াটা অত সহজ নয়। একা, দুটো বাচ্চা নিয়ে নতুন জায়গায়, অভিভাবক ছাড়া বাস করা যায় না। সুব্রত আবার বলল। সুব্রত তো বরাবরই নয়নার হিত চায়, সেজন্যই হয়ত এসব বলছে সুব্রত মনে করে নয়না হেসে জবাব দিল, এমন কিছু অসম্ভবও নয় সুব্রত বাবু, মনের জোর থাকলে সব কিছুই পারা যায়।

না, এভাবে একা কোথাও থাকা চলবে না। সুব্রত ঢোকার পর থেকেই একটু উত্তেজিত হয়ে কথা বলছিল।

কিন্তু এবারে যে পুরোপুরি আদেশের সুর। নয়না অবাক হয়ে চাইল। সুব্রত এমন অদ্ভুত ভাবে কথা বলছে কেন?

মানে? কি বলতে চাইছেন আপনি? আমি কোথায় থাকি না থাকি সেটা আমার ব্যাপার।

আপনি অযথা ভাবছেন কেন? শুধু শুধু চিন্তা করবেন কেন?

চিন্তা তো আমাকেই করতে হবে নয়না. তুমি একা এত বড় সিদ্ধান্ত নিতে পার না।

ভীষণ চমকে সুব্রতের দিকে চাইল নয়না। সুব্রত আজ সরাসরি নয়নার নাম ধরে ডাকল এবং তুমি বলে সম্বোধন করল।

তাহলে সুব্রতের সেই পাগলামী এখনও কমেনি? নয়না উত্তপ্ত হয়ে উঠল। অবশ্য পরক্ষণেই নিজেকে স্থির রাখবার সিদ্ধান্ত নিল। আপনি অত্যন্ত পাগলামী শুরু করেছেন সুব্রত বাবু। যান ঘরে যান। ঘরে গিয়ে চিন্তা করে দেখুন আপনি খুব ভুল করছেন। কারণ আমার ব্যাপারে আপনার কিছুই করনীয় নেই। এটা খুব খাঁটি সত্য কথা।

আছে নয়না। আই এম ইন লাভ নয়না। আমি তোমায় ছেড়ে থাকতে পারব না নয়না।

সুব্রতবাবু আপনি বোধহয় বদ্ধ উন্মাদ হয়ে গেছেন। কি বলছেন আপনার খেয়াল নেই।

না, আমি মোটেই উন্মাদ নই। আমি সেন্টপার্সেণ্ট সুস্থ। বিশ্বাস কর নয়না, আমি ভালবাসি।

এভাবে, যেখানে সেখানে যাকে তাকে ভালবাসা যায় না সুব্রতবাবু। আপনি বোধহয় ভুলে গেছেন আমি একজন বিবাহিত স্ত্রী ও দুই সন্তানের মাতা।

সো হোয়াট? বিবাহিত হলে কি ভালাবাসা পেতে পারে না মানুষ? নাকি, বিবাহিত মানুষকে ভালবাসা যায় না?

এসব আবোল তাবোল চিন্তা ছাড়ুন আপনি। এখন বাড়ী যান। নয়নাও রাগান্বিত স্বরে বলল।

নয়না, বারবার আমায় সরিয়ে দেবার চেষ্টা করো না। আমি তোমায় পেতে চাই নয়না। আই এম রেডি টু মেরী ইউ, উইথ ইওর চিল্ড্রেন।

এ কি বলছেন সুব্রতবাবু? আমার স্বামী বর্তমান। কাকে কি প্রস্তাব দিচ্ছেন ভেবে দেখেছেন? নয়না ধৈর্য ধরে রাখতে না পেরে চেঁচাল।

স্বামী? স্বামী তো কেবল নামেই। আইনের দ্বারা অনায়াসে তার স্বামীত্বের অধিকার থেকে তুমি মুক্তি পেতে পার নয়না। আই ওয়ান্ট টু সি ইউ এ্যাজ এ হ্যাপি উম্যান। তোমায় আমি সুখী দেখতে চাই নয়না।

অনেক হয়েছে সুব্রতবাবু। যান এবারে বাড়ী যান। এক অস্বাভাবিক মহিলা আমি। আমার অসহায়তা দেখে আপনার মনে দয়া ও করুণার উদ্রেক হয়েছে। আমি আপনার অনেক দয়া ও করুণা গ্রহণ করেছি। সেকথা আমি আপনাকে জানিয়েছি। এর চাইতে বেশী কিছু গ্রহণ করতে পারব না। মাপ করবেন।

নয়না আমি তোমার কোন কথা শুনব না। তুমি অরিন্দম বাবুকে ডিভোর্স দিয়ে দাও।

না সুব্রতবাবু। আমার সে রকম আগ্রহ নেই। আমার সন্তানরা তাদের পিতার স্নেহ মমতা থেকে বঞ্চিত হোক আমি চাই না।

আমার কথা একটু চিন্তা কর নয়না।

নয়না খুব অস্বস্থি বোধ করছে।

আমি ভালবাসি একথা মিথ্যে নয়। তোমার বোঝা উচিত ছিল, বোঝনি তুমি?

পিকনিকের দিন, সুব্রতের দৃষ্টিতে নয়নার জন্য এক পবিত্র ভাবনা ছিল। এক সত্যকে অব্যক্ত ভাষায় প্রকাশ করেছিল সুব্রত সেদিন। এসব বুঝবে না কেন নয়না। কিন্তু নয়না কি করতে পারে? নয়নার এখানে কোন দায়িত্ব থাকবে কেন? নয়নার মনে তো সেরকম কোনও ভাষা নেই। নয়না যে পথের সন্ধান পেয়েছে, সেই পথেই চলতে চায়। কিন্তু সুব্রত এমন ভেঙ্গে পড়েছে কেন? নয়না কি ভাবে বোঝাবে সুব্রতকে?

আমি তো একা নই সুব্রতবাবু। একা হলে, আমার প্রতি আপনার মনের ভাবনাটাকে সায় দেওয়া যায় কিনা চিন্তা করে দেখতাম। এখন আমি অপারগ। তা ছাড়া, আপনি যে এত বড় একটা কাজ করে ফেলেছেন জানব কি করে? আমি টের পেলে আপনাকে সাবধান করতাম সুব্রতবাবু।

কিসের সাবধান করতে নয়না? কারো সতর্কবাণী মানুষের ভাবনাকে মুছে ফেলতে পারে না।

নয়না ম্লান চেহারা নিয়ে মেঝের দিকে চেয়ে রইল। সুব্রত এই ধরনের কোন বিপদে ফেলতে পারে বলে ধারণা ছিল না নয়নার।

আমি কি করব বলুন সুব্রতবাবু। আপনার প্রস্তাবে আমি রাজী হতে পারব না। কোন দিনও নয়। আপনি নিজেকে বোঝাবার চেষ্টা করুন। যা হয়েছে তা ক্ষণিকের কোনো মোহবশতঃ হয়েছে। সুন্দর দেখে একটা মেয়েকে বিয়ে করুন। সব ভুলে যাবেন।

আমায় ভুলিও না নয়না, তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচতে পারব না।

ভাল কথায় সুব্রতকে বোঝান যাবে না বুঝতে পেরে, নয়না নিজের সুর পাল্টাল।

সুব্রতবাবু এটা ভদ্রলোকের বাড়ী। এখানে কোন নাটক তৈরী করতে পারেন না আপনি। এখন বাড়ী যান। কঠিন স্বরে কথাটা বলে ফেলেই অন্তরে মোচড় অনুভব করল নয়না।

বিয়ের পর অশান্তিতে আক্রান্ত হয়ে বিধ্বস্ত হচ্ছিল নয়না। সুব্রত এগিয়ে না এলে নয়নাকে রক্ষা করত কে? সুব্রত নয়নাকে অন্তর দিয়ে চিনেছে, নয়নার বেদনাকে অনুভব করেছে, নয়নার ব্যথা দূর করবার উপায় বাতলে দিয়েছে। নয়না যে আজ এক সক্রিয় মানুষের ভূমিকা পালন করতে উৎসাহিত হয়েছে, তার কারণ তো সুব্রতই। সুব্রতের দৌলতে নয়না, আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছে। তাই সুব্রতকে কড়া কথা বলে আঘাত দিতে চায় না নয়না। সুব্রত যেন আঘাত না পায়। তাই আবার সুর পাল্টাতে হল নয়নাকে।

মানুষের জীবনে অনেক অঘটন ঘটে সুব্রতবাবু। এই ঘটনাকেও কোন অঘটন হঠাৎ ঘটেছিল ভেবে ভুলে যান। আমি আপনার কাছ থেকে যতটুকু পেয়েছি। তার তুলনা নেই সুব্রতবাবু। আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ। ভীষণ ভাবে কৃতজ্ঞ।

নয়না, আমি এসব শুনতে আসিনি। তুমি আপাততঃ যাওয়া বন্ধ কর। তারপর একটা ব্যবস্থা আমি করবই। তোমাকে আমি সুখী করব।

সুব্রতবাবু আমাকে এভাবে অপ্রস্তুতে ফেলবেন না। আপনি যা বলছেন তা কোনদিনও সম্ভব হতে পারে না। আমি যে পথ বেছে নিয়েছি সে পথে চলতে দিন। যুদ্ধ করতে শেখালেন

আপনি। এবারে দেখুন যুদ্ধ করতে পারি কিনা।

নয়না কাউকে আঘাত দিতে চায় না। কাউকে কষ্ট দিতে চায় না এটা সত্য। কিন্তু তাই বলে সুব্রতের এই অবাস্তব প্রস্তাবকে সমর্থন করতে যাবে কেন।

আমাকে একটু বুঝতে চেষ্টা কর নয়না। আমি যা করেছি বা করতে চাইছি, সেটা তোমার প্রতি আমার দয়া নয়। ইট ইজ লাভ নয়না। আমি তোমাকে ভালবাসি বলে তোমাকে তোমার যোগ্য সম্মান দিতে চাই আমি।

অসম্ভব করুণ দেখাচ্ছে সুব্রতকে। কষ্ট হচ্ছে নয়নার। মারাত্মক কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু নয়না যে নিরুপায়।

আমার নিজস্ব ব্যক্তিস্বাধীনতায় কি চলবার অধিকার আমার নেই সুব্রতবাবু? আপনার মনে হচ্ছে আমি একা চলতে পারব না। কিন্তু আসলে আমি তো ঠিক একা নই সুব্রতবাবু। আমার ছেলেমেয়ে রয়েছে আমার সাথে। ওরা অপরিণত হলেও, ওরা দুজনেই আমার সাহস। ওদের নিয়েই আমি চলব। প্লিজ, আমাকে আমার মতন চলতে দিন। আপনার মনে আমার মত মানুষের জন্য যে ভাবনার উদয় হয়েছে, তাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করতে পারলে আমারও ভাল লাগত। আমি খুশী হতাম। কিন্তু আমি অক্ষম সুব্রতবাবু।

নয়না চলে যাচ্ছে শোনার পর থেকে সুব্রত পাগলের মত হয়ে গেছে। যে করেই হোক নয়নার যাওয়া স্থগিত করতে হবে, এই আশা নিয়েই সুব্রত এসেছিল, কিন্তু নয়না যে সুব্রতের প্রতি সম্পূর্ণ অন্য ধারণা পোষণ করে আছে সুব্রত জানত না।

সুব্রত মনে করেছিল নয়নাও বুঝি সুব্রতকে মনে ঠাঁই দিয়েছে। তাহলে সেদিন পিকনিকের কবিতা সুব্রতের উদ্দেশ্যেই ছিল!

সেদিনই, সুব্রতের কাছ থেকে শেষ বিদায় নিয়েছিল নয়না। খুব অভিমান হল সুব্রতর।

ঠিক আছে যাও। তোমার যখন এত আপত্তি, আমি তো তোমাকে জোর করতে পারি না।

আপত্তির কথা নয় সুব্রতবাবু। আপনি বুঝতে চেষ্টা করুন, এ হতে পারে না, এ হয় না। আমি আমার স্বামীর কাছ থেকে যোগ্য সম্মান পাই নি বলে অন্য কারো ভালবাসায় সাড়া দিতে পারি না। আমার মধ্যে কর্ত্তব্যবোধ আছে, দায়িত্ব বোধ আছে। তা ছাড়া আমি আমার স্বামীর সন্তানদের তাদের পিতার নাম দিয়েই বড় করতে চাই।

সুব্রত নত মুখে নয়নার কথাগুলো শুনছিল। নয়না থামলে বলল, আমি অপেক্ষা করব নয়না। যদি কখনও তোমার মনে আমার ঠাঁই হয়।

না সুব্রতবাবু। যথেষ্ট হয়েছে। আর কোন পাগলামী করতে পারবেন না আপনি। কয়েক দিনের ছুটি নিয়ে বাড়ী যান। বাড়ীতে গিয়ে বলুন আপনার জন্য মেয়ে দেখতে, মেয়ে পছন্দ হলে একবারে বৌ নিয়ে ফিরবেন।

কোনদিনও হবে না নয়না। আমার দ্বারা অন্য কোন মেয়েকে বিয়ে করা সম্ভব হবে না।

ভীষণ অভিমানী দৃষ্টি নিয়ে নয়নাকে কিছুক্ষণ নিরীক্ষণ করে ফিরে গেল সুব্রত।

মানুষ কি কেবল দুঃখ ও অশান্তির থেকে পরিত্রাণ না পেলেই অসহায় বোধ করে? সুখকে গ্রহণ করতে না পারলেও অসহায় বোধ করে মানুষ। সুব্রত সুখের প্রস্তাব নিয়েই এসেছিল। নয়না এই সুখ গ্রহণ করতে চাইল না। সুব্রতের প্রস্তাবে সাড়া দিতে না পেরে নয়না কেন অন্য কাউকে ভালবেসে বিয়ে করতে পারবে না? কিন্তু নয়না তো শুধু নিজের স্বার্থ দেখতে চায় না। কর্তব্যবোধ নয়নাকে স্বার্থপর হতে দেবে না। নয়না কর্তব্যহীন ও দায়িত্বহীন হতে পারবে না কখনো। নয়না নিজের মধ্যে কোন খুঁত রাখতে চায় না। অরিন্দম নয়নার প্রতি দুর্ব্যবহার করছে করুক। নয়না নিজেকে ত্রুটিহীন রাখবে।

সুব্রত চলে যাবার পরও নয়না অনেকক্ষণ নীরবে বসে রইল।

বিকেলে সব মালপত্র নিয়ে ট্রাক চলে গেল অরিন্দমের নতুন কর্মস্থলের উদ্দেশ্যে। রাত্রিবেলা গেষ্ট হাউস থেকে বিছানা নিয়ে আসা হল। খাবারও গেষ্ট হাউস থেকেই এল।

মেঝেতে ঢালা বিছানা করা হয়েছে। ছেলেমেয়েকে মাঝখানে রেখে অরিন্দম নয়না দু'পাশে শুয়েছে।

অরিন্দমের মনে একটা ক্ষীণ আশা ছিল, নয়না কোন অজুহাত দেখিয়ে যাওয়া বন্ধ করবে। কিন্তু নয়নার ভাবগতিক দেখে সেই আশাও নিভে যাচ্ছে ক্রমশ। অরিন্দম ভেতরে ভেতরে খুব অস্থির হয়ে উঠেছে। নয়না যা করতে চাইছে তা তো জেদই। কিন্তু এই জেদের মানে কি? চাকরী একটা পেলেই তো হল না। দুটো বাচ্চা নিয়ে একলা থাকা কি সম্ভব? হলই বা হষ্টেলের সংলগ্ন কোয়ার্টারে থাকবে। শুধু দুটো স্যুটকেস নিয়ে বেরিয়ে পড়লেই তো হল না? এতো আর কয়েক দিনের জন্য কোথাও বেড়াতে যাওয়া নয়। সংসারের যাবতীয় প্রয়োজনীয় জিনিষের দরকার পড়বে না? পারবে নয়না একলা হাতে, খাট বিছানা, গ্যাস স্টোভ, বাসন-কোসন,ডিম্পি অন্তুর বই খাতা সব যোগাড় করতে? কি করে পারবে? অরিন্দমকে ডাক পড়বেই, তখন অরিন্দমও ছেড়ে কথা কইবে না।

নয়নার দুচোখেও ঘুম নেই। একটা নতুন অশান্তিতে কষ্ট পাচ্ছিল। কাল থেকে পিতা ও সন্তানদের মধ্যে যে বিচ্ছেদ সৃষ্টি হবে, এই বিচ্ছেদের জন্য কি নয়নাই দায়ী নয়? অরিন্দমের মন খারাপ লাগলেও অরিন্দম মানিয়ে নিতে পারবে। কিন্তু ডিম্পি অন্তুর কষ্ট হবে না? ওরা কি বাবার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকবে না? বাবাকে কাছে পেতে চাইবে না? অন্তুটা আজকাল বড় বেশী বাপের নেওটা হয়ে উঠেছে! উঠতে বসতে বাবাকে চাই। নয়না অবশ্য বেশ কয়েকদিন ধরে দুজনকে বোঝাবার চেষ্টা করেছে। তোমাদের বাবার অন্যত্র বদলী হয়েছে তো! সেখানে ভাল স্কুল নেই। তাই তোমরা আমার সঙ্গে থাকবে। সেখানকার স্কুলে পড়বে।

ডিম্পি অন্তুকে ভাল স্কুলে পড়ানোই যে একামাত্র উদ্দেশ্য নয় নয়নার, এই কথাটা কি একবারও আঁচ করতে পারেনি অরিন্দম? আঁচ করতে পারলে বোধহয় খুশী হবে। আপদ বিদায় হল মনে করবে।

কিন্তু অরিন্দমের খাওয়ার অসুবিধে হবে না! অসুবিধে কেন হবে রান্নার লোক রেখে দেবে অরিন্দম। তা না হয় রেখে দেবে। কিন্তু শূন্য ঘর পেয়ে অরিন্দম যদি অন্য কিছু করবার সংকল্প করে, অন্য কোন নারীকে অবাধে প্রবেশ করবার সুযোগ করে দেয়? কিংবা ঘরে

নতুন ঘরনী এনে তাকে যদি মান্যতা দিতে শুরু করে? নয়নাকে যদি আর স্বীকার করতে রাজী না হয়? বুকটা কি দুরু দুরু করতে শুরু করল নয়নার? নয়না কি ভীত হয়ে উঠল? না, তা কেন হবে? যেরকম পরিস্থিতিই উদয় হোক না কেন, নয়না মোকাবিলা করবে? অরিন্দম যদি চরম কোন ঘটনা ঘটিয়ে ফেলে, প্রতিবাদ করবে? নিজের দাবী নিয়ে গিয়ে সামনে দাঁড়াবে? না, নয়না তা করবেনা। তখন নিজের ভাগ্যকে মেনে নেবে।

এখানে কি কোন অভাব ছিল? বাচ্চাদের শহরের স্কুলে পড়াবে? এটা তো একটা বাহানা ছাড়া কি? আসলে অরিন্দমকে জব্দ করতে চায় নয়না। অরিন্দমকে জব্দ করে, অরিন্দমের দ্বারা যে অন্যায় হচ্ছে, তার প্রতিবাদ করতে চাইছে নয়না।

বাইরে অরিন্দমের যে একটা আলাদা জগৎ আছে, সেটাই সহ্য করতে পারে না নয়না। বাইরে কিছু থাকলই বা অরিন্দমের, তাতে নয়নার কি? নয়নাকে কোনও দিক দিয়ে বঞ্চিত করে নি অরিন্দম? কোন সুখটা দেয়নি অরিন্দম নয়নাকে? একজন পদস্থ অফিসারের স্ত্রীর, যা যা প্রাপ্য, সব দিয়েছে অরিন্দম। স্বামী স্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও, আজকাল একটা ব্যাপারে ওদের সম্পর্ক স্বামী-স্ত্রীর মতন নয়, তার জন্য অরিন্দম দায়ী নয়।

নয়না নিজেই অরিন্দমকে প্রত্যাখ্যান করে সরে গেছে। অরিন্দমও দেখতে চায় কিসের এত অহংকার এই রমণীর। তাই অরিন্দমেরও জেদ চেপেছে এই রমণীর অহংকারের শেষ দেখতে চায়।

সকাল সকাল ডিম্পি অন্তুর চান খাওয়া শেষ করিয়ে, তৈরী করিয়ে রেখেছে দুজনকে, আর এক ঘণ্টা পর ট্রেন। নয়নাও তৈরী হয়ে বসে রয়েছে। একটু পরে রুক্মিনী এল ছোট একটা টিফিন বাক্স নিয়ে। মালবিকার খুব খারাপ লাগছে বলে মালবিকা আর দেখা করতে আসেনি। রুক্মিনীর হাতে কিছু খাবার বানিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছে। নয়নাও ব্রেড বিস্কুট কেক ইত্যাদি কিছু শুকনো খাবার সঙ্গে নিয়েছে।

অরিন্দম খুব উদাস হয়ে বসে ছিল। ওদের স্টেশনে পেঁছে দিয়ে, নিজের গন্তব্যের উদ্দেশ্যে রওনা হবে অরিন্দম। অরিন্দমকেও অনেকটা পথ যেতে হবে। অন্ধ্রপ্রদেশের মধ্যবর্ত্তী এক অঞ্চলে।

অরিন্দমের জন্য খারাপ লাগছে নয়নার। ছেলেমেয়েকে ছেড়ে কখনও থাকে নি অরিন্দম। পারবে তো অরিন্দম থাকতে?

তুমি ওদের দুজনের জন্য কোনও দুর্ভাবনা রেখ না মনে। ওরা দুজন ভাল থাকবে। আমি মায়ের দায়িত্ব ঠিক মতন পালন করব। তোমার চিন্তার কোন কারণ নেই। নয়না অরিন্দমকে শেষ আশ্বাস দিল।

অরিন্দম শুনল। কোনও মন্তব্য করল না। যেদিন থেকে নয়না জব্বলপুরে চলে যাবার কথা জানিয়েছে অরিন্দমকে, সেদিন থেকে বুঝি নয়না খুব মেপে কথা বলতে শুরু করেছে। যা কিছু বলছে, শুধু ডিম্পি অন্তুকে নিয়ে বলছে। অবশ্য এটাও ঠিক, এই মহিলা নিজের কথা খুব কম বলে অরিন্দমের কাছে। তাহলেও, এখন সম্পূর্ণ এক নতুন জায়গায় বাস করতে যাচ্ছে, সেখানে কি জিনিষপত্র কেনার জন্য ও যোগাড় করবার জন্য, লোকের প্রয়োজন

হবে না? অরিন্দমকে কি বলা যেত না, তুমি কয়েক দিনের জন্য এসো। আমাদের একটু কেনকাটা করে দিয়ে যাও। নতুন স্থানে গিয়ে কত অসুবিধার সম্মুখীন হবে এটা কি বুঝতে পারছে না নয়না? নয়না যা খুশী করুক। কিন্তু, ডিম্পি অন্তুর যদি কষ্ট হয়, সেজন্যেই দুশ্চিন্তা হচ্ছে অরিন্দমের।

আমি পৌঁছে ঠিকানা পাঠিয়ে দেব। মাঝে মাঝে চিঠি দিও। ডিম্পি অন্তু খুশী হবে। নয়না আবার বলল।

আবার ডিম্পি অন্তুর কথা। কেন বলা যেত না, আমি ঠিকানা দেব চিঠি দিও। সেভাবে বললে বুঝি নিজের চাহিদা প্রকাশ হয়ে পড়ত। অরিন্দমের চিঠির প্রত্যাশা করে নয়না এই কথাটা বলেছে প্রমাণ হয়ে যেত।

নটা বাজতে দশ মিনিট। ঠিক নটার সময় রওনা হবে নয়নারা। অরিন্দম ছেলের মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, একদম দুষ্টুমি করবে না। একা একা কোথাও যাবে না।

যাব না। দিদি যাবে একা একা?

অরিন্দম হেসে বলল, না দিদিও যাবে না।

তবে দিদিকে বলছনা কেন?

অরিন্দম আবার হাসল। দিদি তোমার মত দুষ্টু নয়। দিদিকে বলতে হয় না।

এই মেয়ে, ভাইকে একটু চোখে চোখে রাখিস? তোদের মা, তোদের স্কুলে ভর্তির কাজটা পর্যন্ত সেরে এসেছে। তা না হলে, অন্য কোথায়ো হোস্টেলে রেখে দিতাম তোদের। অরিন্দম বলতে চাইছিল এখনও রাখা যায়। কারণ অরিন্দমের জেদটাও এখন বেশ চড়াও হয়ে উঠেছে। এই মহিলা কত দূর কি পারে সেটা দেখতে চায় অরিন্দম। অহংকারের দাপট কতদিন চলবে? এক সময় তো মুখ থুবড়ে পড়বে। তখন অরিন্দমকে ও দেখে নেবে। অরিন্দমের মনোভাবটা এমনই।

ঠিক তখনই আফিস থেকে ফোন এল। খুব জরুরী কাজে অরিন্দমকে একবার অফিসে যেতে হবে। হেড অফিস থেকে গুরুত্বপূর্ণ খবর এসেছে। অরিন্দম খুব অস্বস্তিতে পড়ল। এখনি সবাইকে নিয়ে রওনা হবার কথা অরিন্দমের। অরিন্দম গাড়ীতে যাচ্ছে। একটু দেরীতে গেলেও কিছু হবে না। কিন্তু ওরা ট্রেনে যাবে। ঠিক সময়ে পৌঁছে না দিলে ট্রেন মিস করবে।

অরিন্দমের অস্বস্তি দেখে নয়না বলল, ষ্টেশনে গিয়ে আর কি করবে তুমি? ষ্টেশনে পৌঁছেই তো ট্রেনে চাপবে ডিম্পি অন্তু। তুমি বরং অফিসেই যাও। কিজন্য ডেকেছে খবর নাও।

এই মহিলা কি সত্যিই বুঝতে পারছে না অরিন্দম কতখানি অসহিষ্ণু হয়ে পড়েছে? এই মহিলা কি ধরে নিয়েছে অরিন্দম সব কিছু মেনে নিয়েছে? মোটেও তা নয়। অরিন্দম বার বার বাধা পাচ্ছে বলে কিছু বলতে পারছে না। বাধার কারণটা অবশ্য অরিন্দমকে মানতে হবে। আজকাল নয়নার চেহারায় একটা নতুন ভাবধারা লক্ষ্য করছে অরিন্দম। নয়নার মধ্যে সেই বিশেষ ভাবটা প্রত্যক্ষ করলেই অরিন্দম কেমন যেন মিইয়ে যাচ্ছে কিন্তু তাই বলে ষ্টেশনেও যাবে না অরিন্দম? ডিম্পি অন্তুকে এখান থেকেই বিদায় দাও, আর ষ্টেশন থেকেই

বিদায় দাও, কথা একই। অরিন্দমের বিরক্তি দেখে নয়না আবার বলল।

যাও। তাহলে একাই যাও। রাগত স্বরে অরিন্দম, ডিম্পি অন্তুর দিকে মনোনিবেশ করল।

বাইরে জীপে মালপত্র তোলা হয়ে গেছে। ডিম্পি অন্তু বাবার কাছ থেকে বিদায় নিয়েগাড়ীতে উঠে বসেছে। রুক্মিনীকেও গাড়ীতে উঠতে বলল নয়না।

তাহলে আসি আমরা খুব শান্ত স্বরে নয়না শেষ কথাটা বলল অরিন্দমকে।

অরিন্দম অসহায়ের মত দাঁড়িয়েছিল। নয়নার কথাটায় আরো অস্বস্তি পেল। কারণ, অন্ততঃ এক জায়গায়, নয়নাকে অপদস্থ করে রাগ দেখানোর সুযোগ পাবে মনে করেছিল অরিন্দম। টাকা পয়সা চাই না নয়নার? টাকা ছাড়া কি করে চলবে? টাকা তো অরিন্দমের কাছ থেকেই চাইতে হবে? এই কথা ভেবে অরিন্দম আত্মতৃপ্তি পাচ্ছিল। কিন্তু নয়না শেষ বিদায় নিয়ে গাড়ীতে উঠছে কেন? টাকা নেবে না! আর্থিক সঙ্গতি না থাকলে কি করে চলবে? চাকরী একটা পেলেও তার মাইনেটা তো আহামরি কিছু নয়। আর মাইনে নিশ্চয় আগাম দেয়নি নয়নাকে। কাজেই অরিন্দমের পয়সা ছাড়া চলবে কি করে? এদিকে দিয়ে অরিন্দম খুব উদার। স্ত্রী পুত্র কন্যার জন্য অঢেল খরচ করে অরিন্দম। কিন্তু নয়না 'আসি' বলে গাড়িতে উঠে বসল কেন? অরিন্দম টাকা গুছিয়ে পকেটে রেখেছে। দশ হাজারের ড্রাফ্‌ট আর ক্যাশ দশ হাজার। ঠিকানা পেলে আবার পাঠিয়ে দেবে। কিন্তু নয়না টাকা চাইল না কেন? টাকা ছাড়া চলবে কি করে ওদের?

নয়নাও নিজের মত করে সব কিছু গুছিয়ে রেখেছে। বিয়ের আগে তিন চার মাসের জন্য একটা স্কুলে লীভ ভ্যাকেন্সিতে ঢুকেছিল নয়না। সে কয়েক মাসের মাইনে বার হাজার টাকা, যা এখন পর্যন্ত খরচ করা হয়নি বলে জমান ছিল। একটা ব্যাংক একাউন্ট খুলে ব্যাংকে রাখবে রাখবে করেও রাখা হয়নি। সেই বার হাজার আর কোচিং ক্লাশের বাইশশ টাকা। মোট চোদ্দ হাজার দুশো টাকা নিয়েছে নয়না সঙ্গে। এই নতুন যাত্রার আর্থিক সংগতি এই চোদ্দ হাজার দুশো টাকাই। ডিম্পি অন্তুর স্কুলে ভর্তির টাকা দিতে হবে। জিনিষপত্র কেনাকাটা আছে। আরো কত রকমের খরচ এসে যেতে পারে। এই টাকায় হবে কি? নয়না কোনো বিপদে পড়বে না তো নতুন জায়গায় গিয়ে? এসব ভাবলে নয়নার বুক দুরু দুরু করে। পরক্ষণেই নিজেকে শক্ত করে নেয় নয়না।

এতদিন পর হঠাৎ নয়নার ওপর ভীষণ অভিমান হল অরিন্দমের। সব কিছু ত্যাগ করে যাচ্ছে এই রমণী, অরিন্দমকে, অরিন্দমের ঘরকে, অরিন্দমের টাকাও কি চাই না এই রমণীর? টাকার প্রয়োজন নেই?

ড্রাইভার গাড়ী স্টার্ট করছিল। অরিন্দম বলল, দাঁড়াও ড্রাইভার সাহেব, এক মিনিট।

নয়না খুব উর্দ্ধগ্রীব হয়ে চাইল। কিছু বলতে চায় কি অরিন্দম!

অরিন্দম পকেট থেকে টাকার বাণ্ডিলটা বার করে নয়নার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, এসবের কি প্রয়োজন নেই?

ওঃ! টাকা দেবে! দাও! ডিম্পি অন্তুর জন্য খরচ করব! নয়না হাত বাড়িয়ে টাকা নিল। অরিন্দম টাকা না দিলে নয়না চাইত না। টাকা দেওয়াতেও প্রত্যাখান করল না। সম্পূর্ণ

অজানা অপরিচিত এক পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে যাচ্ছে নয়না। টাকার প্রয়োজন কখন কিভাবে হবে নয়না জানে না। তাই অরিন্দমের টাকাকে প্রত্যাখ্যান করল না নয়না।

ডিম্পি অন্তুর হাত চেপে ধরল অরিন্দম। বুকের ভিতরটা মোচড় দিয়ে উঠল। একটা অজানা ব্যাথা গত কয়েকদিন ধরে অনুভব করছিল অরিন্দম। এই মুহূর্তে সেই ব্যথাটা প্রবল হলে উঠল। হাহাকারে আর্তনাদ করে উঠল অরিন্দমের মনটা। ডিম্পি অন্তু কাছে থাকবে না, অরিন্দমকে ছেড়ে কোথায় চলে যাচ্ছে ওরা।

গাড়ীটা চলে যাবার পরও, শূন্য রাস্তার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল অরিন্দম।

গাড়ী ছাড়বার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত, এক অপরিচিত বাসনার প্রভাবে খুব সজাগ হয়ে উঠেছিল অরিন্দম। অরিন্দমের খুব ইচ্ছে করছিল ডিম্পি অন্তুর সাথে নয়নাকেও খানিকটা জড়িয়ে ধরে।

নয়না অরিন্দমের কাছ থেকে যখন টাকা নেয়, তখনও খুব লোলুপ হয়ে উঠেছিল অরিন্দমের মনটা। ভীষণ ইচ্ছে করছিল, নয়নার হাত দুটো চেপে ধরতে।

এতদিন একসঙ্গে, একই ঘরে দুজনে বাস করেছে। কিন্তু, অরিন্দমের মনে এই আকুলতা তো কখনো জাগেনি? অরিন্দমের নিজেরও খুব আশ্চর্য লাগল ব্যাপারটা।

কলোনী ছাড়িয়ে গাড়ীটা বাইরে আসবার সাথে সাথে, নয়নার দুচোখ জলে ভরে গেল। কয়েক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল। গত কয়েকদিন যাবৎ, নয়নার ওপর একটা অস্বাভাবিকতা ভর করেছে নয়না টের পেয়েছে। এই অস্বাভাবিকতার নাম অন্য কিছু নয় অবশ্য। এই অস্বাভাবিকতা এক অসাধারণ শক্তি। এই শক্তির জোরেই নয়না যা করল এবং করতে যাচ্ছে। এই শক্তি নয়নার মধ্যে ছিল না। এই অসামান্য শক্তি আয়ত্ত করতে হয়েছে নয়নাকে। যুদ্ধক্ষেত্রে অবতরণ করবার উদ্দেশ্যে এই অকল্পনীয় ক্ষমতা অর্জন করতে হয়েছে নয়নাকে। তা না হলে নয়না কি পারত দু'টো বাচ্চা নিয়ে ঘর ছাড়তে?

নয়নার এই অসামান্য ক্ষমতা ও শক্তি খানিক পরেই ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যেতে পারত, অরিন্দম যদি শুধু একবার নয়নাকে এই দুঃসাহসিক কার্যে অবতরণ করতে বাধা দিত। অন্তর দিয়ে কাছে টেনে নিয়ে নযনার এই অভিযান বন্ধ করে দিত। কিন্তু সেরকম কিছুই হল না।

গাড়ী ছাড়বার সময় অন্তু কেঁদে ফেলেছিল। বাবা তুমিও চল বলে জেদ ধরেছিল।

ডিম্পির চোখ দুটোও ছল্ ছল্ করছিল। কাঁদ কাঁদ হয়ে বলেছিল, বাবা কাল আর কেডবেরি চকলেট এনো না। আমরা তো থাকব না।

অরিন্দম কান্না ও অভিমান চেপে নয়নার দিকে একটা অদ্ভুত দৃষ্টি রেখে দুজনকে বুকে চেপে ধরেছিল। সেই সময়ে নয়নার মানসিক স্থিরতা দুর্বলতম অবস্থায় পৌঁছে গিয়েছিল। অরিন্দমের সামান্য আন্তরিকতা পেলে নয়নাও কান্নায় ভেঙ্গে পড়ত। কিন্তু অরিন্দম নয়নার জন্য আন্তরিকতা খরচ করবার পরিবর্তে নিজের ভীষণ অভিযোগপূর্ণ দৃষ্টিটা রেখেছিল তখন নয়নার ওপর। কেন? অরিন্দম এই দৃষ্টি রাখবে কেন নয়নার জন্য? নয়নার অন্তর বিদ্ধ করেছে সে দৃষ্টি। নয়না কি শখ করে কোনো আনন্দ উৎসবে যোগ দিতে যাচ্ছে? অরিন্দম কি সত্যিই বুঝতে পারেনি নয়না এই কয় দিনে কি অমানুষিক কষ্ট করেছে? নয়নার আত্মকের

এই অভিযানের মূলে তো অরিন্দমই। অরিন্দম কেন নয়নার মধ্যে অভিমান শব্দটা ঢুকিয়ে দিয়েছিল? সেই অভিমানকে আরো কড়া মাপের প্রতিপন্ন করবার প্রয়াসই না নয়নাকে এই অস্বাভাবিক শক্তি সঞ্চয় করতে হয়েছে।

অরিন্দম কেন বুঝতে চেষ্টা করছে না, নয়নার মধ্যে অভিমান নামের বেলুনটা ক্রমশঃ স্ফীত হচ্ছে, অসম্ভব পুষ্ট হয়ে এক অস্বাভাবিক আকৃতি ধারণ করতে চলেছে। অরিন্দম যদি এই বেলুনকে বিদীর্ণ করবার দায়িত্ব না নেয়, তাহলে নয়নার মানসিক প্রক্রিয়া বেপরোয়া হয়ে ভয়ানক কঠিন হয়ে যেতে পারে।

অরিন্দম কি মনে করেছে? এই সমস্ত কিছুর জন্য নয়নাই দায়ী? নয়নাকে যে অনেক কিছু জলাঞ্জলি দিতে হয়েছে। জলাঞ্জলি দিয়ে কঠিন নির্লিপ্ত হতে হয়েছে নয়নাকে। নয়না অরিন্দমের ঘরে একাকিত্ব অনুভব করত। কিন্তু বাচ্চাদের নিয়ে একলা বাস করে নি কখনো। নয়না কতখানি অক্ষম অরিন্দম জানে না? সেই অক্ষমতাকে জোর জবরদস্তি করে দূরে ঠেলে নিজেকে এক মানুষের ভূমিকায় রূপান্তর প্রক্রিয়া ঘটাতে নয়নার কষ্ট হয়নি। অরিন্দম অদ্ভুত দৃষ্টি পরিবেশন করে নয়নাকে বাধা দেবে কেন? অরিন্দমের কি অধিকার আছে নয়নার পথ রোধ করবার?

নয়না শক্ত কঠিন হয়ে নিজেকে আয়ত্তে না রাখলে, নয়নাও কাত হয়ে যেতে পারত। কারণ, ডিম্পি অন্তুর কষ্ট নয়নাও সহ্য করতে পারে না।

গাড়ী ষ্টেশনে পৌঁছতেই আরেক মূর্তিমান বাধা প্রত্যক্ষ করল নয়না। এক উন্মাদ বুঝি জীবনের সর্বস্ব খুইয়ে একমাত্র আশার আলোর প্রত্যাশায় বিষণ্ণ বদনে অপেক্ষা করছে।

এভাবে প্রতি পদক্ষেপে বাধা পেলে নয়না অগ্রসর হবে কি করে? কি ভেবেছে সকলে?

আশ্চর্য! সুব্রত কি মনে করেছে? নয়নার শেষ কথার পরও, নয়নাকে অস্বস্তিতে ফেলবে কেন সুব্রত?

আপনি সত্যি পাগল হয়ে গেছেন সুব্রতবাবু। আগে জানতে পারলে, আপনাকে মেণ্টাল হাসপাতালে ভর্তি করাবার ব্যবস্থা করে আসতাম। কঠিন স্বরে বলতে হল নয়নাকে, বলে নিজের ব্যস্ততায় ঝাঁপিয়ে পড়ল নয়না।

ট্রেন এসে পড়েছে। মাত্র দশ মিনিটের জন্য থামবে এখানে।

ড্রাইভার নির্দিষ্ট কামরা খুঁজে মালপত্র উঠিয়ে দিল। রুক্মিনীর সঙ্গে ডিম্পি অন্তুকেও ট্রেনে উঠিয়ে দিল নয়না। আর তিন চার মিনিট সময় আছে ট্রেন ছাড়বার। নয়নাকেও উঠতে হবে।

সুব্রতর যেন হুশ নেই। ফ্যাল ফ্যাল করে নয়নাকে দেখছে তো দেখছেই।

আপনি ভুল করেছেন সুব্রতবাবু, ভীষণ ভুল করেছেন। নিজের প্রতি অন্যায় করছেন। আমি কেউ নই সুব্রতবাবু, আমি এক মূল্যহীন অস্তিত্ব। আমার জন্য এত কষ্ট পাবার মানে হয় না। ফিরে যান সুব্রতবাবু। নয়না ট্রেনের পা দানিতে পা রেখে বলল।

নয়না আমি অপেক্ষা করব। নিস্তেজ চেহারাটার মধ্যে যতখানি জোর আনা সম্ভব, তা

এনে বলল সুব্রত।

না! আপনি অপেক্ষা করবেন না সুব্রতবাবু। এবারে আপনি একটা বিয়ে করবেন। আমার দিব্যি রইল্।

আর, একটা কথা মনে রাখবেন, কারো বিবাহিত স্ত্রীর প্রতি এই ধরনের মনোভাব পোষণ করা উচিত নয়। নয়না ট্রেনে উঠে দরজার হাতল ধরে দাঁড়াল।

নয়না কিছু বলে যাও। সুব্রত বুঝি আর্তনাদ করল।

এসব ভুলে যান সুব্রতবাবু। আপনার অবস্থা দেখে আমার নিজেকে অপরাধী মনে হচ্ছে।

আমি অপেক্ষা করব নয়না!

সুব্রত বুঝি সত্যিই অপ্রকৃতস্থ হয়ে গেছে। সুব্রতকে কিছুতেই স্বাভাবিক রূপে ফিরিয়ে আনতে পারছে না, তাই নয়নারও খুব খারাপ লাগছিল। ঠিক কি বললে সুব্রত শান্ত হবে বুঝতে পারছিল না নয়না।

কি চান আপনি বলবেন সুব্রতবাবু? এই ট্রেনের তলায় মাথাটা পেতে দেব আমি? ভীষণ কঠিন হয়ে বলল নয়না।

এই কথাতে বুঝি সামান্য কাবু হল সুব্রত। মাথা নত করে আঙ্গুলের নখ খুটতে শুরু করল।

আমার কথাটা রাখবেন সুব্রতবাবু, আপনি বিয়ে করবেন। এবার খুব মোলায়েম স্বরে বলল নয়না।

না তা কখনো সম্ভব না। অভিমানী দৃষ্টি নিয়ে বলল সুব্রত।

একি ধরনের গোঁ ধরেছে সুব্রত? নয়না কি আর করতে পারে? ট্রেনের সিগন্যাল হয়ে গেছে। এক্ষনি ট্রেন ছেড়ে দেবে।

নতুন জায়গায় আমার কষ্ট হবে, আমি একলা, আমি দুঃখী, ইত্যাদি কথা ভেবে, আবার জব্বলপুরে এসে উপস্থিত হবেন না আমার দুঃখ ও কষ্ট দূর করতে! আপনার মনটা অত্যন্ত নরম সুব্রতবাবু। মানুষের দুঃখ দুর্দশা দেখলে খুব তাড়াতাড়ি কাতর হয়ে যান আপনি। কিন্তু তাই বলে এই ধরনের অস্বাভাবিক গোঁ ধরে বসে থাকতে পারেন না আপনি।

ট্রেনটা ছেড়ে দিল নয়নার কথা শেষ হবার আগেই।

নয়না বেশ জোরে চেঁচিয়ে বলল, আপনার নতুন জীবন শুরু করবেন। সুখী হবার চেষ্টা করবেন এই আমার শেষ কথা।

ট্রেন গতি বাড়িয়ে এগিয়ে গেল। নয়না নয়নাব সিটে এসে বসল। কিন্তু জানালা দিয়ে তাকাতে সাহস পেল না।

কেন এমন অবুঝের মত করে সুব্রত। নয়নার মধ্যে দুর্বলতা প্রবেশ করলে চলবে না! সুব্রত ধীরে ধীরে নয়নাকে ভুলে যাবে। আউট অফ সাইট আউট অফ মাইন্ড। ক্রমশঃ সুব্রতের মন থেকে নয়না নামটা মুছে যাবে। সেখানে অন্য কোন নারীর প্রবেশ ঘটবে। ভগবান এই যেন হয়। সুব্রতের যেন সুমতি হয়। নয়না মনে মনে ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানাল।

ডিম্পি জিজ্ঞেস করল কি হয়েছে মা? কাঁদছ কেন?

কিছু হয়নি। এই জায়গা ছেড়ে যাচ্ছি তো, তাই খারাপ লাগছে। নয়না মুখে হাসি আনবার চেষ্টা করল।

মা, আঙ্কল কেন এসেছিলেন? ডিম্পি আবার জিজ্ঞেস করল।

কোনো কাজে হয়ত এসেছিলেন। নাও এবার চুপ করে বোস। অনেকটা পথ যেতে হবে।

মা আমরা দুজনে লুডু খেলি? অন্তু জিজ্ঞেস করল।

হ্যাঁ খেল না। খেললে সময় কেটে যাবে।

দুটো মাঝারী আকারের কামরা। দুটো খাটিয়া, এক চিলতে রান্নাঘর। ছোট বাথরুম ও পায়খানা। আলো বাতাস ঢোকার জন্য দুটো করে জানালা ব্যাস আর কি চাই? এই যথেষ্ট। বিনা চেষ্টায়, বিনা পরিশ্রমে, এত সুন্দর আস্তানা পেয়েছে নয়না।

ও মা, মা, টিভি কোথায়? আমরা কার্টুন দেখব না।

দেখবে বাবা আমরা নতুন এসেছি তো ধীরে ধীরে সব হবে আমাদের। অন্তুকে সান্ত্বনা দিয়েছে নয়না।

দোতালা দীর্ঘ আয়তনের বাড়ী। নয়নাদের কামরা দুটো হস্টেলের সংলগ্ন, সামনে ব্যাল্কনী। হস্টেলে মিশনারী সন্ন্যাসীরা থাকেন। নয়নার ঘর পছন্দ হয়েছে।

পরদিন সন্ধের পর নয়নারা পৌঁছেছে। হস্টেলের পরিচারিকা এসে চা বিস্কুট দিয়ে গেছে। রাতের খাবারও পাঠিয়ে দেবে বলেছে। অসম্ভব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল নয়না। এই ধরনের অন্য রকমের পরিশ্রম তো কখনো করেনি। মনের জোরটাও বুঝি কমে আসছে। হঠাৎ জেদ করে চলে আসাটা কি ঠিক হলো? পরক্ষণেই মনকে শক্ত করল নয়না। না, একবার যখন নেমে পড়েছে, তখন অন্য কথা চিন্তা করবে কেন? দুর্বল হলে চলবে না।

ক্লান্তি ধরে রাখতে না পেরে, শুধু খাটিয়াটার মধ্যেই একটু গড়িয়েছিল নয়না। না, এখন এভাবে আয়েশ করা চলবে না। বেরোতে হবে। উঠে পড়ল নয়না।

ডিম্পি অন্তুকে রুক্মিনীর জিম্মায় রেখে, কিছু প্রয়োজনীয় জিনিষ পত্র নিয়ে নেমে এল। বিছানার সরঞ্জাম, রান্নাঘরের কিছু আসবাবপত্র, কিছুটা চাল ডাল সব্জি।

নয়না ফিরে দেখল, রুক্মিনী কামরা দুটো ধুয়ে মুছে ঝক্ ঝক্ করে রেখেছে। ঘর অপরিষ্কার ছিল না। তবুও ঝাড়ু পোছা না হলে নয়নার মনটা খুঁত খুঁত করে। নয়না একটা স্টোভ নিয়ে এসেছে, তবে গ্যাস সিলিণ্ডারের ব্যবস্থা করতে পারেনি। বড় শহরে, ছোট ছোট সিলিণ্ডার পাওয়া যায় নয়না শুনেছিল। আগামী কাল সেই ছোট সিলিন্ডারেরই খোঁজ করবে।

রুক্মিনী জানাল, হস্টেলের পরিচারিকা জানিয়ে গেছে গ্যাস সিলিণ্ডারের প্রয়োজন হলে কিছুদিনের জন্য ধার দিতে পারবে ওরা। এতো খুবই সুসংবাদ। রুক্মিনীকে পাঠিয়ে তখনি সিলিন্ডার নিয়ে এল নয়না। ডিম্পি অন্তুকে বাইরের খাবার খাওয়ান পছন্দ করে না। ঘরের সেদ্ধ ভাত হলেও, সেটাই ভাল মনে করে নয়না।

রাত্রিবেলা ডিম্পি অন্তুকে সেদ্ধ ভাতই খাওয়াল নয়না। হস্টেলে পরিচারিকা খাবার নিয়ে এসেছিল, নয়না আর রুক্মিনী তাই খেল। খাওয়ার পর, বিছানায় শরীরটা এলিয়ে দিয়ে স্বস্তির

নিঃশ্বাস ফেলল নয়না। একটা দিন তো কাটল।

ডিম্পি অন্তুর স্কুল ঠিক হয়েই আছে। শুধু বাহ্যিক শিষ্টাচার সেরে, পয়সা জমা করে ভর্তি করতে হবে। আগামী কাল এই কাজটা করে ফেলতে পারলে, একটা জরুরী কাজ সারা হবে। নয়না নিশ্চিন্ত হতে পারবে। ইন্টারভিউ দিতে এসে, স্কুলের প্রিন্সিপালের সঙ্গে দেখা করে, ডিম্পি অন্তুর স্কুলের কাজটা এগিয়ে রেখে খুব ভাল করেছিল নয়না। ভাগ্যিস বুদ্ধিটা মগজে এসেছিল তখন।

পরের দিনই, শহরের এক নামী স্কুলে ভর্তি হয়ে গেল। ডিম্পি অন্তু। কিন্তু সমস্যা হল, ওদের স্কুলে পৌঁছে দেওয়া ও স্কুল থেকে নিয়ে আসা নিয়ে।

নয়নার দশটা থেকে ক্লাশ। ওদের স্কুল সাড়ে আটটায় শুরু হয়, তাড়াহুড়ো করে কাজ সেরে নয়না সকাল বেলা দুজনকে পৌঁছে দিয়ে আসতে পারে। কিন্তু দেড়টায় ছুটির পর নিয়ে আসাটা নিয়ে সমস্যা বাধল।

প্রথম দিন রুক্মিনীকে স্কুলের গেটের সামনে দাঁড় করিয়ে কলেজে গেল নয়না। রুক্মিনীকে বলে এসেছে, 'আমি যদি ফিরতে পারি ফিরব, তা না হলে, ওদের ছুটির পর একটা রিক্সা নিয়ে তুমিই ওদের নিয়ে এস'।

প্রচণ্ড বুক কাঁপুনি নিয়ে নয়না, ক্লাসগুলো সেরেছিল সেদিন। রুক্মিনী পারবে তো? পথ যদি হারিয়ে ফেলে। নতুন লোক বুঝতে পেরে রিক্সাওয়ালা যদি অন্য জায়গায় নিয়ে যায়? শেষ ক্লাসটা করে নয়না আড়াইটেতে ফিরল।

ঘরে গিয়ে একবারে দেখে নিতে চাইল নয়না, ওরা ফিরেছে কিনা। না ফিরলে, সোজা স্কুলে যাবে। এমনিতে অন্য কোন অসুবিধে নেই অবশ্য। শুধু নয়নার কলেজটা শহর থেকে বেশ দূরে হওয়ায়, যাতায়াতে অনেক সময় চলে যায় এটাই সমস্যা। ঘরে ফিরে নয়নার ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। রুক্মিনী যে এতটা পারবে নয়না ভাবতে পারে নি।

দুজনকে নিয়ে এসে, হাত মুখ ধুইয়ে একেবারে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছে রুক্মিনী। রুক্মিনীর প্রতি কৃতজ্ঞতায় নয়নার চোখে জল এসে গেল। রুক্মিনীকে জড়িয়ে ধরল নয়না।

না পারার কি আছে মেমসাহেব? কার বুকের পাটা হবে আমায় ঠকিয়ে অন্য পথে নিয়ে যাবার? রুক্মিনী সলজ্জ হেসে বলেছে। প্রয়োজনে সবার দ্বারাই সব কিছু সম্ভব হয়। কিন্তু রুক্মিনীর পক্ষে এতটা সম্ভব বলে বিশ্বাস করতে পারছে না যেন নয়না।

খুব ভয় পেয়েছিলেন মেমসাহেব?

নয়না অবিশ্বাস্য দৃষ্টিটা মুছে ফেলে বলল, পারবে না কেন তুমি রুক্মিনী, আমি শুধু শুধু দুশ্চিন্তা করছিলাম। হ্যাঁ, ভয় একটু পেয়েছিলাম। তুমি তো শহরের কিছু জান না।

কাল যে রাস্তা ঘাট সব দেখিয়ে দিয়েছিলেন মেমসাহেব। আমি মনে রেখেছিলাম।

ভাল করেছে রুক্মিনী। ভীষণ ভাল লাগছে তোমাকে। নয়না আরেকবার রুক্মিনীকে জড়িয়ে ধরল।

ছাড়ুন মেমসাহেব। আপনিও তো খেটে খুটে এলেন, এবারে হাতমুখ ধুয়ে খাওয়া দাওয়া করুন।

হ্যাঁ রুক্মিনী খাব। খিদে পেয়েছে। তুমি খেয়েছ তো রুক্মিনী?

ওমা, আপনি খান নি তো আমি কি করে খাই?

তাতে কিছু এসে যায় না রুক্মিনী। তুমি আমার জন্য বসে থাকবে কেন? আমি কাজে যাই, আমার দেরী হতে পারে। তুমি খেয়ে নিও। এস আমরা খেয়ে নি। তিনটে বাজতে চলেছে এখনও না খেয়ে বসে রয়েছ বোকার মত।

রুক্মিনী নয়নার মুখের দিকে অবাক হয়ে কিছু পর্যবেক্ষণ করল। তারপর বলল, আপনি অন্য রকম মেমসাহেব।

কি রকম? খুব খারাপ তাই না?

হ্যাঁ। আপনি তো খারাপই। রুক্মিনী মিটি মিটি হাসতে শুরু করেছে।

ইয়ার্কি হচ্ছে না! দাও, কি দেবে দাও, ভীষণ ভিদে পেয়েছে আমার।

মেমসাহেব তো কখনো রুক্মিনীর কাছে খাবার চান না। রুক্মিনীর খুব মায়া হল, তাড়াতাড়ি মেমসাহেবকে ভাত বেড়ে দিল। নয়না খেতে খেতে অন্যমনস্ক হয়ে গেল। রুক্মিনী তো চিরদিন থাকবে না। তখন কি করবে নয়না।

নয়নার কলেজের প্রিন্সিপাল মাদার সোফিয়া অদ্ভুত ভাল মানুষ। নয়নাকে ভীষণ স্নেহ করেন। সব সময় খবরাখবর নেন। কোনও কিছুর দরকার হলে, বিনা সংকোচে ওনাকে জানাতে বলেছেন। ডিম্পি অন্তর, স্কুলে যাবার সমস্যার কথা শুনে, সঙ্গে সঙ্গে স্কুল বাসের বন্দোবস্ত করে দিলেন। ওদের পরিচিত জনের বাস। ভয়ের কোনও কারণ নেই। নয়না ভরসা করতে পারে।

সকাল সাড়ে সাতটায় ঘরের সামনে বাস এসে দাঁড়ায়। নয়না বা রুক্মিনী ওদের বাসে তুলে দেয়। দুপুর বেলা ছুটির পরও বাড়ীর সামনে ছেড়ে দিয়ে যায় বাস না আসা পর্যন্ত রুক্মিনী দাঁড়িয়ে থাকে।

প্রথম প্রথম রুক্মিনীকেও বাসে তুলে দিত নয়না। বাসের কন্ডাক্টার বলেছে, আপনারা শুধু শুধু ভয় করেন। ভয় বা চিন্তার কোন কারণ নেই। আমরা নিজেদের দায়িত্বে নিয়ে যাই, ছুটির পর আবার ছেড়ে দিয়ে যাই। আমাদের এই দায়িত্বে কোথাও কোন গাফলতি হবে না।

তবুও প্রথম প্রথম নয়না ভয়ে ভয়ে থাকত। ধীরে ধীরে ভয় কেটে গেছে নয়নার। শুধু, নয়নার বাচ্চারা তো বাসে করে স্কুলে যাচ্ছে না। কত দূর দূর থেকে বাচ্চারা এই বাহনের সাহায্যেই তো স্কুলে আসা যাওয়া করে।

এত পরিশ্রম নয়না আগে কখনও করে নি। এত কঠিন খাটুনি খাটতে হতে পারে বলে কোন ধারণা ছিলনা নয়নার। পরিস্থিতির বিপাকে পড়ে সব করতে হচ্ছে নয়নাকে।

রুক্মিনীর হাত পাকা হচ্ছে দিনের পর দিন। আজকাল ঘরের কাজ রুক্মিনীই সামলায়। রান্না-বান্না বাজার হাট, ডিম্পি অন্তর পরিচর্যা ও দেখাশোনা সব রুক্মিনী করে। ফলে নয়না কিছুটা রেহাই পেয়েছে। সন্ধ্যেবেলা শুধু ডিম্পি অন্তর পড়াশোনাটা একটু দেখিয়ে দেওয়া ছাড়া, নয়না অন্য কোনও কাজ করে না। করে না মানে, করবার অবসর থাকে না নয়নার।

সকাল বেলা ডিম্পি অন্তুকে স্কুলে পাঠিয়ে খানিকটা রান্না সেরে, কলেজে যাবার জন্য তৈরী হতে হয়। তারপর ফেরে সেই বিকেলে। তাই বিকেল আর সন্ধের মাঝখানের সময়টুকু ছাড়া নয়নার আর অবকাশ থাকে না।

এই অবসরটুকুও নয়না কাজে লাগিয়ে দিল। হস্টেলের সিস্টারদের সহযোগিতায় ছাত্রী যোগাড় করে কোচিং ক্লাশ শুরু করে দিল নয়না। নয়নার ভবিষ্যৎ নয়নার অজানা। কখন কি ভাবে, কোন, পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হবে নয়না জানে না। নিজের আয় বর্দ্ধিত করে ভবিষ্যতের জন্য কিছু সঞ্চয় করে রাখলে ক্ষতি কি?

অরিন্দম দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। প্রতি মাসে নিয়মিত টাকা পাঠায় অরিন্দম। তবুও নয়না পুরোপুরি অরিন্দমের উপর নির্ভর করতে চায় না। নয়না যখন এতটা করতে পারছে, তাহলে নিজের রোজগার বাড়াতে পারবে না কেন?

অরিন্দম নতুন কর্মস্থলে পৌঁছে ডিম্পি ও অন্তুর জন্য দুলাইনের চিঠি সহ ঠিকানা পাঠিয়েছিল। নয়নাও ডিম্পি অন্তুর জবাব সহ নিজের ঠিকানা পাঠিয়ে দিয়েছিল। অরিন্দম ফোন নম্বর চেয়ে পাঠিয়েছিল। কিন্তু নয়নার পক্ষে ফোন নম্বর দেওয়া সম্ভব হয়নি। নয়নার কলেজের প্রিন্সিপালের কামরায় ফোন আছে, অরিন্দম ইচ্ছে করলে সেই নম্বরে যোগাযোগ করতে পারত। কিন্তু অরিন্দমের ফোন নম্বর চাওয়ার উদ্দেশ্য নিশ্চয় নয়নার সঙ্গে কথা বলার জন্য নয়। অরিন্দম, ডিম্পি অন্তুর সাথে কথা বলতে চায় বলেই নম্বর চেয়েছে। সিস্টারদের হোস্টেলে ফোন আছে। কিন্তু নতুন এসেই ফোনের সুবিধা চাইল না নয়না। তাই অরিন্দমের সঙ্গে ডিম্পি অন্তুর যোগাযোগ হয়নি অনেকদিন।

নয়না ক্রমশঃ একটা শৃঙ্খলিত গণ্ডির নিয়ন্ত্রনাধীন করে ফেলেছে নিজেকে ও নিজের নতুন সংসারকে। প্রায় ছায় মাস অতিক্রান্ত হতে চলল এই স্থানে। অরিন্দম একবার এসে ছেলেমেয়েকে দেখে যেতে পারত। অরিন্দমের মনে কি ডিম্পি অন্তুকে দেখবার বাসনা জাগেনি? জাগবে না কেন, নিজের ইচ্ছে কে দমিয়ে রেখেছে অরিন্দম। নয়নার ধারণা, অরিন্দম নয়নার ওপর রাগ করে জব্বলপুরে আসছে না। প্রতি মাসে নিয়মিত টাকা পাঠায় অরিন্দম। টাকা প্রত্যাখান করে না নয়না। অন্য কোন যোগাযোগ নেই অরিন্দমের সঙ্গে। কেবল, টাকার মাধ্যমে সম্পর্কটা জীবিত আছে যেন। নয়নার কি ইচ্ছে করে না অরিন্দমের খবর জানতে? কিন্তু কোথায় কিভাবে খবর নেবে নয়না? শুধু প্রয়োজনীয় দু একটা কথা দিয়েও তো চিঠি লিখতে পারে অরিন্দম। সেখানে নয়নার নামটা উল্লেখ না থাকলেও চলবে। নয়না অরিন্দমের খবর পেত। সেই চিঠির সূত্র ধরে, নয়নাও না হয় দুলাইন লিখে ডিম্পি অন্তুর কুশল সংবাদ দিত। কিন্তু কোথায়, সেরকম কিছুই তো হচ্ছে না। তাই, প্রতি মাসে মানিঅর্ডার ফর্মটা পেলে, অরিন্দম সুস্থ আছে মনে করে, নয়না নিশ্চিন্ত হয়। অরিন্দম নির্বিকার সত্ত্বেও, নয়না মধ্যে মধ্যে ডিম্পি অন্তুকে দিয়ে চিঠি পাঠায়। সেসব চিঠির উত্তর অবশ্য দেয় অরিন্দম। নয়নাকে বাদ দিয়ে অন্য কথা লিখে অরিন্দম। লিখুক তাতে নয়নার কি? নয়না তো কোন দোষ করেনি।

রুক্মিনীর ব্যাপারেও নয়নাকে সজাগ হতে হল। রুক্মিনী আছে বলেই না নয়না দিন

কাটাচ্ছে। কিন্তু রুক্মিনীর তো এতদিন থাকবার কথা নয়। ওরও সংসার আছে। স্বামী ও পুত্র আছে। রুক্মিনী হয়ত লজ্জায় কিংবা নয়নার অসুবিধে হবে বলে কিছু বলছে না। কিন্তু নয়নার তো উচিত ওকে পাঠিয়ে দেওয়া।

একদিন নয়নাই কথাটা পাড়ল রুক্মিনীর কাছে।

রুক্মিনী বাড়ির জন্য মন খারাপ করে না তোমার? বাড়ি যাবে না তুমি? তোমার ঘরের লোকেরা নিশ্চয় চিন্তা করছে।

আমার আবার ঘর মেমসাহেব? রুক্মিনী করুণ স্বরে বলল।

কেন তোমার ঘর নেই? তোমার ছেলে? তোমার স্বামী? তোমার মন কেমন করে না ওদের জন্য? তাছাড়া তারাই বা কি মনে করবে? অনেক দিন হয়ে গেছে রুক্মিনী, এবারে তুমি ফিরে যাও। আমার স্বার্থে তোমাকে আটকে রাখতে পারি না।

তাড়িয়ে দেবেন মেমসাহেব?

না, না। ছিঃ ছিঃ, তাড়িয়ে দেব কেন? তুমি ইচ্ছে করলে চলে যেতে পার, সেটাই বলতে চাইছি আমি। তোমার বোধহয় চলে যাওয়া উচিত।

আপনার আপত্তি থাকলে চলে যাব মেমসাহেব। তা না হলে, এখানে আপনার সঙ্গে থাকতে ভাল লাগছে মেমসাহেব।

ছেলের জন্য মন খারাপ করে না? স্বামী কিছু বলবে না?

নয়নার কথা শুনে রুক্মিনী উদাস হয়ে বলল, আমার আবার স্বামী! আমার মরদ অন্য জেননা নিয়ে থাকে মেমসাহেব। আমি থাকলেও কি, না থাকলেও কি।

ওহ্, এসব জানতাম না আমি। কিছু মনে কর না। অপ্রস্তুত ভাব নিল নয়না।

আমি আবার কি মনে করব মেমসাহেব। আপনি জানতেন না বলেই জিজ্ঞেস করেছেন।

তোমার মরদ না হয় অন্য খানে থাকে, কিন্তু তোমার বেটা তো আছে!

বেটা অভী বড়া হো গয়া। অপনা ধান্দা করতা হেয়। তিন বার ইস্কুলে দখিলা করে দিয়েছিলাম মেমসাহেব, স্কুল থেকে ছাড়িয়ে দিয়েছে। দিমাক নাই পড়তে পারে না। এখন শেঠের দোকানে কাজ করে।

তবুও ছেলে তো রুক্মিনী, মন কেমন করবে না?

বেটা বড় হয়ে গেলে, বেটার জন্য মন খারাপ করে আর কি করব মেমসাহেব? বেটা কি সব সময় আমার সঙ্গে থাকবে নিজের ধান্দা ফেলে? তার চেয়ে এই ভাল মেমসাহেব, আমি আপনার এখানে ভাল আছি।

তুমি কি আমার সঙ্গে থেকে যেতে চাও রুক্মিনী?

আপনি চাইলে মেমসাহেব। রুক্মিনী উৎসাহ নিয়ে বলল।

চিন্তা করে বল রুক্মিনী।

আমি আর কি চিন্তা করব মেমসাহেব। আপনি দয়া করলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

আমি কোনও দয়া করিনি রুক্মিনী। তোমাকে আমার স্বার্থেই নিয়ে এসেছিলাম।

যে কারণেই নিয়ে আসুন মেমসাহেব, আপনি নিয়ে এসেছেন তাই আমি খুশী। লোকের

কাজ করেই তো আমার দিন চলবে। আপনার এখানে না করলে, অন্য কোথাও করতাম। কাজ না করলে আমি খাব কি?

তুমি পাঁচ বাড়ীতে কাজ করে সাত আটশ টাকা রোজগার করতে, আমি কিন্তু তোমাকে অত টাকা দিতে পারব না।

টাকার কথা আসছে কেন মেমসাহেব, আমি কি কখনো কিছু বলেছি। আপনি খেতে পরতে দিচ্ছেন এই তো যথেষ্ট। তার বাইরেও খুশী হয়ে কিছু দিচ্ছেন। আর কি চাইব আমি? আপনি আমায় কিছু না দিলেও আমি কিছু বলব না।

না, তা কেন? টাকা দেব না কেন? তোমার কাজের ন্যায্য মাইনে যা হয়, তার বাইরে আর কিছু দিতে পারব না, এটাই বলছিলাম।

আপনি যা ভাল বুঝবেন, তাই করবেন মেমসাহেব। আমার আপত্তি থাকবে না। আপনার সঙ্গে থাকবার লায়েক সমঝেছেন আমাকে। এতো আমার ভাগ্য আছে মেমসাহেব। আমার তগদির মেমসাহেব, আপনার মত ভাল মেমসাহেবের ঘরে থাকবার সুযোগ পেয়েছি আমি।

তুমি থাকলে আমার তো ভালই রুক্মিনী। তোমার কোনও অসুবিধে না হলে থেকে যাও।

রুক্মিনী অনেকক্ষণ থেকে উস খুস করছিল নয়নার পা দুটো জড়িয়ে ধরবার জন্য। নয়নার অনুমতি পাবার সঙ্গে সঙ্গে উঠে নয়নার পা জড়িয়ে ধরল।

আপনি ভগবান আছেন মেমসাহেব। ছল্ ছল্ চোখে বলল রুক্মিনী।

খেটে খাওয়া পরিশ্রান্ত চেহারাটা একটা অদ্ভুত অভিমান লক্ষ্য করল নয়না। কিসের অভিমান রুক্মিনীর? নয়নার ওপর অভিমানের কোন কারণ নেই। তাহলে কিসের অভিমান রুক্মিনীর? অকারণে লাঞ্ছিত হবার, অপমানিত হবার অভিমান কি রুক্মিনীর চেহারায়? স্বামীর কাছে ন্যায্য সম্মান না পাওয়ার কষ্ট চেপে অন্যের কাছে আশ্রয়ের প্রত্যাশী রুক্মিনী। এই মুহূর্তে নয়নার কাছে আশ্রয়টা পেয়ে চাপা অভিমানটা আরও প্রকট হতে চাইছে কি?

মেমসাহেব আপনি বহুত আচ্ছা আছেন। করুণ চাহনী রেখে রুক্মিনী আবার বলল।

পা ছাড় রুক্মিনী। আমি ভালটাল নই। বললাম তো আমার স্বার্থে তোমাকে এনেছিলাম। এখন তোমাকে রাখতেও চাইছি নিজের স্বার্থের খাতিরে। রুক্মিনীকে সরিয়ে নয়না উঠে দাঁড়াল।

রুক্মিনী আর নয়নার পার্থক্য কোথায়? নয়না যেমন স্বামীর কাছে অমর্যদা পেয়েছে, রুক্মিনীও তেমনি অবহেলিত। নয়না যেমন স্বামীর কাছে লাঞ্ছিত হয়ে সরে গিয়েছিল, একটা প্রকৃত আশ্রয় খুঁজছিল নিজের জন্য। রুক্মিনীও তেমনি স্বামীর কাছে লাঞ্ছিত হয়ে সরে গিয়েছিল, একটা প্রকৃত আশ্রয় খুঁজছিল নিজের জন্য. নয়না শিক্ষিত তাই নিজের শিক্ষার বিনিময়ে একটা কর্মক্ষেত্র যোগাড় করে নিজেকে একটা সম্মান জনক আশ্রয় দেবার চেষ্টা করেছে। রুক্মিনী শিক্ষিত নয়, তাই নিজের পরিশ্রমের বদলে কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকতে চেয়েছে। এই প্রভেদ ছাড়া, নয়না আর রুক্মিনীর মধ্যে অন্য কোনও প্রভেদ নেই। বরং মিলটাই বেশী। নয়না ও রুক্মিনীর, দুজনের কেউই অপমান সহ্য করতে না পেরে প্রতিশোধ স্পৃহাতে মেতে ওঠে নি। স্বামীর প্রতি বিতশ্রদ্ধ হয়ে পাল্টা জবাব দিতে চায়নি। দুজনেই শুধু নীরব অভিমান

নিয়ে সরে পড়েছে।

হঠাৎ নয়নার মধ্যে পরিবর্তন লক্ষ্য করে রুক্মিনী জিজ্ঞেস করল, মেমসাহেব কি খারাপ ভাবলেন? আপনি আমার চাইতে উমরে ছোট হলেও, অন্য দিক দিয়ে তো অনেক বড় মেমসাহেব, আপনার প্যার্ ছুঁতে পারি না আমি?

নয়না হঠাৎ খুব রেগে উঠল। রুক্মিনী তখন থেকে, মেমসাহেব মেমসাহেব করছে কেন? কোন সাহেবের মেম নয়না? যে সাহেব প্রতি পদে, নয়নাকে অপমান করতে চায়, হেনস্থা করতে চায়, সেই সাহেবর মেম হতে যাবে কেন নয়না? নয়না কোনও সাহেবের মেম নয়। কখনও কারও মেম ছিল না। তাহলে তাকে মেমসাহেব বলে সম্বোধন করা হবে কেন? সে কি নিজস্ব পরিচয়ে চলতে পারে না? তার পরিচয়টা কি খুব নিম্ন মানের? একজন উচ্চশিক্ষিতা মহিলা, একজন শিক্ষিকা এসব কি নয়নার পরিচয় নয়? তাহলে কোন পুরুষের নামের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করে নিজের পরিচয় দিয়ে যাবে কেন নয়না?

কি হল মেমসাহেব হঠাৎ গুস্‌সা করলেন কেন আমার ওপর?

গুস্‌সা করব কেন রুক্মিনী? গুস্‌সা করিনি, তবে আমাকে আর মেমসাহেব বলে ডেক না।

তাহলে কি বলে ডাকব মেমসাহেব?

না, রুক্মিনী আমাকে আর ঐ নামে ডেকো না। এখন থেকে আমায় দিদি বলে ডেক তুমি।

রুক্মিনীকে হঠাৎ খুব আপনজন মনে হল নয়নার। রুক্মিনীর হাত দুটো জড়িয়ে ধরে বলল, যাও একটু চা কর। চা খেতে ইচ্ছে করছে।

না, চা দেব না। অন্য কিছু খান। আজকাল আপনি খুব বেশী চা খেতে শুরু করেছেন। চা বেশী খেলে শরীর খারাপ করে।

নয়না হেসে বলল, সত্যিই তাই । কেন হচ্ছে বলত?

আসলে, ইদানীং আপনি খুব ব্যস্ত থাকেন কিনা। ছেলেমেয়েকে হরলিক্স দিচ্ছি আপনাকেও তাই বানিয়ে দিচ্ছি।

না, রুক্মিনী, একটু চা-ই দাও। অন্য সময় দেখা যাবে, অন্য কিছু খেতে পারি কিনা।

ও মেমসাহেব! আমার মুখপোড়া মরদের কথা জিজ্ঞেস করলেন। ঐ মানুষটার জন্য আমার মন খারাপ করে না কিনা জিজ্ঞেস করলেন। আপনার সাহেব তো অনেক দিন আসেননি মেমসাহেব। সাহেবের জন্য আপনার মন কেমন করে না? রুক্মিনী রান্নাঘর থেকে চেঁচাল।

সময় হলে আসবে রুক্মিনী। অত চেঁচাচ্ছ কেন।

নিজের জেননার কাছে আসবেন, তো সময় অসময় আবার কি? আপনার, বা সাহেবের ইচ্ছে করে না?

নয়নার হাসি পেয়ে গেল রুক্মিনীর বলবার ভঙ্গি দেখে। বলল, ইচ্ছে দাবিয়ে রাখি আমরা। এবারে যাও, ডিম্পি অন্তুকে নিয়ে এস। আর কতক্ষণ খেলবে ওরা, সন্ধ্যে হয়ে আসছে।

হ্যাঁ, মেমসাহেব এই তো যাচ্ছি।

আমায় আর ঐ নামে ডেকো না বললাম না।

ভুল হয়ে গেছে মেমসাহেব বলে, জিহ্বা বার করে নিজেকে সংশোধন করে বলল, আর ভুল হবে না দিদি।

ছোট বেলায়, মালদা থেকে নয়নাদের এক মাসী আসতেন নয়নাদের বাড়ীতে। অপূর্ব সুন্দরী ছিলেন ভদ্রমহিলা। সেই মাসী যখনই আসতেন মা খুব দুঃখ করে বলতেন, বেচারীর কপাল মন্দ। এত রূপ নিয়েও স্বামীর সোহাগী হতে পারল না। আরো পরে, নয়না একটু পরিণত হবার পর বুঝতে পেরেছিল, সেই মাসীর স্বামী, অর্থাৎ মেসোর, অন্য কোনো নারীর সঙ্গে সম্পর্ক আছে। নয়নার মা বলতেন, অন্য মেয়ে মানুষের দোষ, অনেক পুরুষের একটু আধটু থাকে। তাই বলে তো স্বামীকে তুচ্ছ করা যায় না। মেয়েদের স্বামীই সব। সেই মাসী মন প্রাণ দিয়ে পতির সেবা করতেন। সদা পতিদেবকে সন্তুষ্ট রাখবার চেষ্টা করতেন এই ভেবে, যে, পত্নির সেবায় তৃপ্ত হয়ে একদিন নিশ্চয় ঘরের স্ত্রীর প্রতি আগ্রহ বোধ করবেন ঘরের পুরুষ। কিন্তু মাসীর সেবায় সেই মেসো টলেনি। বয়সকাল পর্যন্ত নিজের নেশায় অটল ছিলেন। গৃহে,গৃহিনী ও গৃহিনীর গর্ভজাত সন্তান-সন্ততি থাকা সত্ত্বেও তিনি নির্বিকার চিত্তে, নিয়মিতভাবে, পরকীয়া প্রেম চালিয়ে গেছেন। উঃ কি অসহ্য! নয়না অপরিণত বয়সে ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝত না। কিন্তু এখন যে নয়না হাতে কলমে টের পাচ্ছে মেয়েদের কি অসহনীয় অপমান সইতে হয় এই ধরণের অবস্থার সম্মুখীন হলে। রাজা-রাজড়াদের কথা আলাদা ছিল। তাদের বহু নারী ভোগ করবার অধিকার ছিল। একটা যুগ ছিল, যখন বহু বিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল এই দেশে, নারী জাতি সম্পূর্ণভাবে সমর্থন না করলেও মেনে নিয়েছিল এই প্রথাকে। একজন পুরুষের বহু পত্নি থাকলেও সামাজিকভাবে স্বীকৃতি ছিল তাদের। পত্নির ন্যায্য সম্মানে বাস করত তারা। নয়না বা রুক্মিনীর মত অসম্মানের জীবন ছিল না তাদের।

উপপত্নিকে আদর ও সম্মান করা হবে, ঘরে আসল পত্নির অনাদর ও অসম্মান করে। এই অস্বাভবিকতা কি অন্য যুগেও ছিল? অন্য যুগের নারীরা দুর্বল ছিল, তাই অনেক অবমাননা সহ্য করে স্বামীর ঘর করত।

কিন্তু আজকের যুগে, সাধারণ ঘরে, এই অস্বাভাবিকতা থাকবে কেন? এই যুগেও, এই অস্বাভাবিকতাকে প্রশ্রয় দেওয়া হয় বলেই পুরুষ মানুষ, নৈতিক জ্ঞান হরিয়ে বেপরোয়া হয়ে ওঠে। আজও বহু নারী, নিজের চূড়ান্ত অপমানকে মেনে নিয়ে, নীরবে গৃহিণীর ভূমিকা পালন করে, পরোক্ষভাবে পুরুষের এই অনৈতিকতাকে প্রশ্রয় দেয় বলেই, পুরুষ মানুষ এই অতিরিক্ত আত্মতৃপ্তির সুযোগ ছাড়ে না। তাই কি?

নয়নার ঘুম আসছিল না। সমাজের এই মারাত্মক সমস্যাটার সমাধান খুঁজে না পেয়ে অস্থির হয়ে উঠেছে নয়না।

এই সমস্যা তো শুধু, নয়না, রুক্মিনী আর মালদার মাসীর নয়। এই সমস্যা নিয়ে বহু নারী দিনের পর দিন ঘর করে যাচ্ছে। সুখ অসুখ নিয়ে মাথা ঘামাতে চায় না তারা। দিন কেটে যাচ্ছে তাদের। আত্ম অবমাননার ধার ধারে না তারা। আত্মমর্যাদাবোধে অযথা

নিজেকে জর্জরিত করতে চায় না তারা। অনেকে বিবাহ বিচ্ছেদের সার্টিফিকেট নিয়ে পরিত্রাণ পেতে চায়। কিন্তু, বিবাহ বিচ্ছেদ ছাড়া আর কি কোনো উপায় নেই এই সমস্যা সমাধানের? ঘটা করে বিয়ে করে, দ্বৈত ভূমিকায় ঘর বাঁধবার পরিকল্পনা নিয়ে গৃহ নির্মানের শুভ সূচনা করে, সেই গৃহ ভেঙ্গে ফেলবার তো কোন মানে হয় না।

অরিন্দম কি চায়? অরিন্দম কি ঘর ভেঙ্গে ফেলতে চায়? অরিন্দমের তো কোনও সমস্যা ছিল না। অরিন্দম গৃহ কর্তার ভূমিকা পালন করে যাচ্ছিল নির্বিবাদে। সমস্যা নয়নার ছিল, তাই নয়না ঘর ছেড়ে দূরে চলে এসেছে। দূরে চলে এলেও নয়না ঘর ভাঙ্গতে চায় না। নয়না একটা সমাধান চায়। কিন্তু কি ভাবে উপায় বার করবে?

অরিন্দম কি নিজের অপরাধের প্রতি চিরকাল অচেতন থাকবে? সত্যিই কি অরিন্দম নিজের অপরাধের প্রতি সচেতন নয়?

নিজের ভুল বুঝতে পারলে মানুষ কি শোধরায় না? ডিম্পি অন্তুর পিতা অরিন্দম। ডিম্পি অন্তুর পিতা যিনি, তিন সর্ব দোষক্রটি বর্জিত থাকবেন। এটাই চায় নয়না।

আশার আলো দেখতে পায় নয়না। ডিম্পি অন্তুর খাতিরে হলেও অরিন্দমের মধ্যে পরিবর্তন আসবে। ডিম্পি অন্তু ক্রমশঃ বড় হচ্ছে। নয়নার বিশ্বাসও ক্রমশঃ গাঢ় হচ্ছে।

ডিম্পি অন্তুর গরমের ছুটিতে ওদের বাবার কাছে নিয়ে গিয়েছিল নয়না। অরিন্দম ছেলে মেয়েকে দেখতে জব্বলপুরে আসেনি বলে, নয়নাও যে জেদ করে বসে থাকবে তাতো নয়। ডিম্পি অন্তুকে, ওদের পিতার কাছে নিয়ে গেছে।

অনেকদিন পর ছেলেমেয়েকে কাছে পেয়ে অরিন্দম খুশী হয়েছে। তবে নয়নার প্রতি কোনও আগ্রহ প্রকাশ করেনি অরিন্দম। নয়নার সঙ্গে অরিন্দমের সম্পর্ক আগে যেমন মাপা ছিল, তেমনিই রইল।

অরিন্দম খেতে ভালবাসে, তাই নয়নাও , ভাল ভাল ব্যঞ্জন রান্না করে খাইয়েছে অরিন্দমকে। অরিন্দম আপত্তি করেনি। আবার আগ্রহও প্রকাশ করেনি।

নয়নার প্রতি আগ্রহ না থাকুক অরিন্দমের, ডিম্পি অন্তুকে, এতদিন পর কাছে পেয়ে অরিন্দম খুশী হয়েছে, নয়না তাতেই খুশী। যদি নয়নার এই যুদ্ধকে অযথা বলে ঘোষিত করে নয়নাকে জোর করে রণভূমি থেকে উঠিয়ে নিয়ে যেত তখন আলাদা কথা হত।

অরিন্দম সেরকম কিছু করবার কথা চিন্তা করতে পারে কিনা তাও নয়না জানে না। মনে করে ঘরের শান্তি রক্ষার খাতিরে অরিন্দমের উচিত নয়নাকে যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে সরিয়ে আনা। এই লড়াইকে অরিন্দম আদৌ লড়াই বলে ভাবছে কিনা, তাও অবশ্য নয়না বুঝতে পারছে না। তাই যুদ্ধের ফলাফল নিয়ে সে এখন চিন্তা করবে না।

তবে এই এক বছরে অরিন্দমের মধ্যে কোন পরিবর্তন আসেনি সেটাও বিশ্বাস করে না নয়না।

তাই একবছর পরে ঘরে এসে, আকুল হয়ে একটা জিনিষই খুঁজছিল নয়না।

ঘরের বাইরে অরিন্দম কোথায় কি করে নয়নার জানবার কথা নয়। মানুষের স্বরূপ বদল হলে মানুষের স্বভাবে ও আচরণে তা প্রকাশ পাবেই। তাই নয়না দূর থেকেই অরিন্দমকে

লক্ষ্য করত। অন্তরের আকুলতা নিয়ে লক্ষ্য করত।

অরিন্দম না জানুক, নয়না জানে নয়নার মন কতখানি তৃষিত। অরিন্দমের স্বভাবের সামান্য পরিবর্তন ও নয়নাকে সীমাহীন তৃপ্তি দিতে সক্ষম হতে পারে।

সতের আঠার বছরের একটা ছেলে রেখেছে অরিন্দম। নাম তিলু। সারাদিন থাকে। রাত্রিবেলা অরিন্দমের খাওয়ার পর চলে যায়।

ছেলেটা ঐ দেশীয়। ভাল হিন্দী জানে না। নয়না চেষ্টা করে একটু আধটু হিন্দী শিখিয়ে দিয়েছে।

নয়না কাজ ছাড়া থাকতে পারে না। তাই তিলুকে শেখানো ও নয়নার সময় কাটান দুটো এক সঙ্গেই হয়েছে।

সব সময় রান্নায় তেতুলের জল দেওয়া ও মারাত্মক ঝাল দেওয়া বন্ধ হওয়ায় অরিন্দমও খুশী হয়েছে।

খেতে বসে তিলুর প্রতিই মন্তব্য করেছে অরিন্দম, তাহলে তুইও শিখতে পারিস? আমি ভেবেছিলাম তুই, তেলেগু, তেতুল আর লঙ্কা ছাড়া জীবনে আর কিছুই শিখতে পারবি না।

তিলু সলজ্জ হয়ে নয়নার দিকে চেয়েছে।

ডিম্পি বলেছে বাবা তুমি শেখাতে পারনি।

কে বলল, আমি শেখাতে পারি না? দিনে কতবার ইমলি নাকো, মির্চি নাকো, বলি ওকে জিজ্ঞেস কর।

নাকো মানে কি বাবা?

তেলেগু হিন্দিতে, নাকো মানে 'না' হয়।

ও তো হিন্দি জানত না বাবা, তাই বুঝতে পারেনি।

জানত না আবার কি, এখন কি করে বোঝে তাহলে?

আসলে তোমার শেখানোর ক্যাপাসিটি নেই বাবা। এখন মায়ের কাছ থেকে একটু আধটু শিখেছে বলে বুঝতে পারে।

তা হলেও হতে পারে অবশ্য। অরিন্দম হেসে বলেছে।

নয়না যে কষ্ট করে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হল অরিন্দমের ওপর তার প্রতিক্রিয়া কি কিছুই হয়নি? এই চিন্তা মন থেকে নিশ্চিহ্ন করতে পারেনি নয়না।

নয়নাকে পরিতুষ্ট করতে সক্ষম হবে কি বর্তমান অরিন্দমের স্বভাব চরিত্র? অরিন্দম কি ডিম্পি আন্ত ও নয়নার জন্য ব্যথিত ছিল এতদিন? ইত্যাদি প্রশ্নগুলোর সঠিক উত্তর না পাওয়া পর্যন্ত নয়না স্বস্তি পাবে না। নয়না অরিন্দমকে বোঝার চেষ্টা করছে, কিন্তু সফল হচ্ছে না যেন।

নয়নারা থাকাকালীন অরিন্দম সন্ধেবেলা বিশেষ বার হত না। মাঝে মধ্যে কখনো, একাই পানীয় নিয়ে বসত। এই স্থানে কি টিটাগাঁওর মত অন্য রকম আড্ডা বসে না? এখানকার মানুষরা কি অন্য রকম? অরিন্দম কি এসবে আর উৎসাহ বোধ করে না? কোনো বন্ধুবান্ধব নেই অরিন্দমের? তাহলে কি করে সময় কাটে অরিন্দমের?

এই প্রশ্নগুলোও তোলপাড় করে। এই প্রশ্নগুলোর উত্তর বাইরের কারো কাছ থেকে সংগ্রহ করতে চায় না নয়না। নিজের জ্ঞানবুদ্ধি দিয়েই অরিন্দমকে যাচাই করে বুঝতে চায় নয়না।

শূন্য ঘরে, একলা বাস করার কষ্ট নয়না বোঝে। সারাদিন অফিস করে, সন্ধ্যেবেলা ঘরে ফিরে আসবার পর, কতখানি মন খারাপ হতে পারে, নয়না খুব ভাল করেই অনুভব করতে পারে। কিন্তু নয়না কি করবে? নয়না তো ইচ্ছে করে অরিন্দমের কাছ থেকে সন্তানদের দূরে সরিয়ে নেয়নি? আর নিজেকে দিতেও তো অরাজী নয় নয়না। অরিন্দম যেদিন চাইবে, সেদিনই আত্মসমর্পণ করতে রাজী। তবে তার তরফের একটাই শর্ত, নয়নার অভিমান ভাঙ্গিয়ে কাছে টেনে নিতে হবে। কিন্তু অরিন্দমের মধ্যে সে ধরনের কোনও আগ্রহ লক্ষ্য করেনি নয়না। তাই নয়নাও নিজেকে গুটিয়ে রেখেছিল।

নয়না জেদ করে বাচ্চাদের নিয়ে চলে যাবার সময়, অরিন্দম অন্তরের জোর খাটিয়ে নয়নাকে বাধা দেয়নি। সেভাবে বাধা দিলে, নয়নার কি সাধ্য হত ঘর ছেড়ে অন্যত্র গিয়ে বাস করা? নয়নারা অরিন্দমের সঙ্গে থাকতেও, নয়নার প্রতি কোন আগ্রহ ছিল না অরিন্দমের, এখনও নেই।

তাহলে কি অরিন্দমের মনে শর্মিলা চৌধুরী এখনো বিরাজ করছে? কিন্তু শর্মিলা চৌধুরী তো এখন বহু দূরে চলে গেছে। মিঃ চৌধুরী এখন গোয়াতে বদলী হয়েছেন। এতদূর থেকে কি এই ধরনের সম্পর্ক জিইয়ে রাখা যায়? শর্মিলার পরিবর্তে অন্য কারো সঙ্গে কোনও সম্পর্ক গড়েনি তো অরিন্দম? কি যা তা ভাবছে নয়না! নিজের স্বামীকে নিয়ে এসব কথা কেউ চিন্তা করে? নয়না বুঝি ধৈর্য ধরে রাখতে পারছে না। অরিন্দমের মধ্যে নিখুঁত রূপ দেখবার জন্য অস্থির হয়ে ওঠে নয়না।

মানুষের মধ্যে পরিবর্তন আসে, তবে সেই পরিবর্তন আনবার জন্য সময়ের প্রয়োজন হয়। এই সাধারণ কথাটাও বুঝতে চাইছে না যেন নয়না। অরিন্দমের আরও সময় লাগবে, নিজেকে পরিবর্তিত করবে অরিন্দম।

একদিন নিশ্চয় অরিন্দম নিজের ভুল বুঝতে পারবে। নিজের সংশোধিত রূপকে অনুভব করতে শিখলেই, একটা বিশেষ অভাব বোধে অবশ্যই কাতর হয়ে উঠবে অরিন্দম। সেই অভাব দূর করবার জন্য তখন নয়নার ডাক পড়বে। নয়নাকে এভাবে দূরে সরিয়ে রাখতে পারে না অরিন্দম। এমন একটা দিন আসতে বাধ্য, যেদিন অনুশোচনায় দগ্ধ হয়ে, অন্তরের আকুলতায় নয়নাকে কাছে টেনে নেবে অরিন্দম।

এই আশাই নয়নাকে সান্ত্বনা দিয়ে যাবে, চলবার শক্তি যুগিয়ে যাবে।

অভিমান নিয়ে, দূরে সরে গিয়ে যে বিরোধ করল, এখন পর্যন্ত প্রত্যক্ষ ভাবে তার কোনও প্রতিক্রিয়া হল না। তা না হোক। নয়না তার পথেই এগিয়ে যাবে।

অরিন্দম নয়নার অমসৃণ সম্পর্ক মসৃণ হোক বা না হোক, তার লক্ষ্যে পৌঁছতে হবে। নয়না মরিয়া, নয়না দৃঢ়, নয়না কঠিন, নয়না একনিষ্ঠ নিজের লক্ষ্যে পৌঁছতে—ডিম্পি অন্তুকে সুন্দর করে মানুষ করে তুলতে হবে।

প্রতিক্ষণে, প্রতি ঘণ্টায়, সময় অগ্রবর্তী হয়। প্রতিদিন নির্বিকারভাবে, আপন নিয়মে অগ্রসর হতে থাকে সময়। কালের গতি কারো ধার ধারে না। আপন বেগে বেয়ে চলে।

সময়ের সাথে সাথে, নয়নাও বেশ খানিকটা এগিয়ে গেল।

নয়না, নয়নার আলাদা সংসারের সমস্ত দায়িত্ব, নিজের কাঁধে চাপিয়ে একনাগাড়ে বেশ কয়েকটা বছর অতিক্রান্ত করে ফেলল।

প্রতি বছর, শুধু দেড় দু'মাসের জন্য পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ হয় অরিন্দমের। এই নিয়মকে স্বাভাবিক নিয়ম রূপে মানতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে অরিন্দমও। প্রতি বছর, এই দু'মাসের জন্য অধীরভাবে অপেক্ষা করে অরিন্দম। প্রথম প্রথম নয়নার ক্ষমতা দেখে অরিন্দম আশ্চর্য হয়ে যেত। অবাক হয়ে ভাবত নয়নার মতন একজন সাধারণ নারীর পক্ষে এতটা কি করে সম্ভব হচ্ছে? আজকাল অরিন্দম আর অবাক হয় না। এই রমণীর মধ্যে কোনো অসাধারণত্ব আছে বলে স্বীকার করে নিয়েছে অরিন্দম। নয়না ঘর ছেড়ে চলে আসবার পর, অরিন্দমের মনে নয়নার জন্য প্রচণ্ড রাগ ও বিতৃষ্ণা বুঝি বহুদিনে উধাও হয়ে গেছে। এখন নয়নাকে দেখলে অরিন্দমের অন্যরকম লাগে। কোন অপরিচিত নারী মনে হয় নয়নাকে।

গত কয়েক বছরে নয়নার মধ্যে অভাবনীয় পরিবর্তন এসেছে। নয়নার মধ্যে আত্মবিশ্বাসে ভরপুর এক ব্যক্তিত্বময়ীকে প্রত্যক্ষ করে অরিন্দম। বিয়ের পর থেকেই যার প্রতি প্রবল অনীহা ছিল যাকে হেনস্থা করে, অবজ্ঞা করে তৃপ্তি পেত তার প্রতি আজকাল অন্যরকম মনোভাব পোষণ করে অরিন্দম। বর্তমানের নয়নাকে, অবহেলা করবার পরিবর্তে, সমীহ করতে ইচ্ছে করে অরিন্দমের।

ছেলেমেয়ে নিয়ে বাড়ীতে এলে, অরিন্দম কেমন যেন মিইয়ে যায়। নয়নার তুলনায় নিজের ব্যক্তিত্বকে নিম্নমানের মনে করে সিটিয়ে থাকে।

যতদিন যাচ্ছে, ডিম্পি অন্তু তত প্রস্ফুটিত হচ্ছে। অরিন্দম, ডিম্পি অন্তুর বর্তমান রূপটায় খুব সন্তুষ্ট। কি সপ্রতিভ ও তরতাজা হয়েছে অরিন্দমের ছেলেমেয়ে। দুজনের অত্যন্ত ভদ্র, মার্জিত ও রুচিপূর্ণ ব্যবহারে অরিন্দম মোহিত হয়ে যায়। ডিম্পি অন্তুর এই অভাবনীয় সৌন্দর্য অরিন্দমকে অভিভূত করে।

ডিম্পি স্কুলের শেষ পরীক্ষা দেবার উপযুক্ত হয়েছে ভাবাই যায় না যেন। অরিন্দম যেন বিশ্বাস করতে পারছে না, অরিন্দমের মেয়ে স্কুলফাইন্যাল পরীক্ষা দিচ্ছে।

নয়নারা এসেছে এক সপ্তাহ হয়েছে। ডিম্পি অন্তুকে কাছে পেয়ে, আনন্দ ও হৈহুল্লোড়ে এক সপ্তাহ কিভাবে কাটল, অরিন্দম টের পেল না। নয়নার সঙ্গেও কথা বলতে ইচ্ছে করে। কিন্তু, ঠিক সুবিধে করতে পারে না। আসলে বহু দিনের অনভ্যাসে নয়নার সামনে ঠিক সহজ হতে পারে না বোধহয় অরিন্দম।

ইদানীং ব্যক্তিত্বময়ী রূপ ছাড়াও নয়নার মধ্যে কঠিন এক নির্লিপ্ততা লক্ষ্য করা যায়। নয়নার এই নির্লিপ্ত ভাবটা দেখলে আরো অসহজ হয়ে যায় অরিন্দম, কথা হারিয়ে ফেলে।

পয়লা বৈশাখের দিন, মাংস পোলাও, মাছের কালিয়া, কোর্মা, চাটনি ইত্যাদি অনেক

কিছু রান্না করল নয়না।

নয়নারা এলে, চারজন একসঙ্গেই খায়। অফিসের কাজের জন্য অরিন্দমের ফিরতে দেরী হল সেদিন। ডিম্পি অন্তুর বাড়ন্ত বয়স। ওরা খিদে সহ্য করতে পারে না। দুটো বাজতে নয়না ওদের খাইয়ে দিয়েছে।

অরিন্দম ফিরল আড়াইটের পর। নয়না ড্রইংরুমে বসে পত্রিকা পড়ছিল। অরিন্দম ঢুকতেই বলল, এস, হাত-মুখ ধুয়ে খেয়ে নাও।

ঠিক হুকুমও নয়, আদেশও নয়, অনুরাগ ভরা কথাও নয়, তবুও নয়নার এই সাধারণ কথায়ও অরিন্দম খানিকটা বিবশ হয়ে গেল। অগ্রাহ্য করতে পারল না। খুব পরিশ্রান্ত ছিল বলে অরিন্দম ঠিক করে রেখেছিল একটু বিশ্রাম নিয়ে তারপর খাবে। কিন্তু নয়নার কথা অমান্য করতে পারল না বলে, হাত-মুখ ধুয়ে টেবিলে এসে বসল।

অনেক বেলা হয়ে গেছে তাই ওদের দুজনকে খাইয়ে দিলাম। নয়না খাবার বেড়ে দিতে দিতে বলল।

তো কি হয়েছে? ওরা ছেলেমানুষ, শুধু শুধু এতক্ষণ বসে থাকবে কেন?

খাবার গরম করে অরিন্দমকে দেবার পর, রঘুর প্রতি মনোযোগ দিল নয়না।

এই রঘু আয় তোরটা নিয়ে নে, বললাম বেলা হয়েছে খেয়ে নে, তা তো শুনবি না।

রঘুকে খাবার দিয়ে অন্য কাজে ব্যস্ত হল নয়না।

টেবিলে বিশেষ বিশেষ ব্যঞ্জনগুলো লক্ষ্য করে, অরিন্দমের জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করল, আজ কি কোনও স্পেশাল দিন? ডিম্পি অন্তুর কারো জন্মদিন নয়তো? নয়নার নির্লিপ্ততা দেখে জিজ্ঞেস করবার সাহস পেল না।

নয়নাও নিশ্চয় খায়নি। এখন কাজ করবার দরকার কি? রান্নাঘরের সেল্‌ফ গোছানোর সময় কি এটা? খেয়ে নিলেই পারে নয়না।

তোমার খিদে পায়নি, আগে খেয়ে নাও না? বলতে চেষ্টা করল অরিন্দম, পারল না।

কাজের ফাঁকে নীরবে অরিন্দমের খাওয়ার তদারকিও করা হল। এমন করলে অরিন্দমের অস্বস্তি হয়। অরিন্দমের যা লাগবে অরিন্দম নিজের হাতে তা নিয়ে নিতে পারে। কিন্তু এই রমণী তা করতে দেবে না।

অরিন্দমকে শেষ ব্যঞ্জনটা পরিবেশন করে, নয়না নিজের খাবারটা বেড়ে নিল।

আজকাল কি ডায়েটিং করে নয়না? অরিন্দম লক্ষ্য করেছে নয়না খুব সামান্য খাবার নেয় পাতে। এইটুকুন একটা খাওয়া হল নাকি? এত কম খাবে কেন? অরিন্দম অবাক হয়ে শুধু তাকাল, কিছু বলতে পারল না।

অরিন্দমের খাওয়া শেষ হবার আগেই নয়নার খাওয়া হয়ে গেল।

নয়না হাত ধুতে বেসিনে চলে গেল। তারপর ভেতরে গিয়ে শুয়ে পড়বে। এখানে এটাই যেন নিয়ম করেছে।

কাজ হয়ে গেল তো আর কারো সঙ্গে কোন কথা নেই। বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়া। নয়না কি ইচ্ছে করে এমন করে? অরিন্দমকে এড়ানোর জন্য?

এরকম করলে, অরিন্দম তো কোনদিন নাগালই পাবে না নয়নার। অরিন্দম ব্যস্ত হয়ে উঠল। অন্য কথা না হোক, কোন দরকারী কথাও কি বলতে পারবে না অরিন্দম? অরিন্দম কয়েকদিন থেকে চেষ্টা করছে, ডিম্পি সম্বন্ধে নয়নার সঙ্গে কিছু আলোচনা করতে। কিন্তু সুযোগ পাচ্ছে কোথায় অরিন্দম। কাজের পর ক্লান্তি ধরে রাখতে না পেরে শুয়ে পড়ে হয়ত। এসব অরিন্দম বোঝে। কিন্তু তাই বলে অরিন্দমকে কথা বলবার সুযোগ দেবে না কেন!

রঘু, খাওয়া হয়ে গেলে টেবিলটা পরিষ্কার করে রাখিস।

রঘুর জন্য কথাটা বলে, অরিন্দমের মুখ ধোয়া শেষ হবার আগেই নয়না ভেতরে চলে গেল।

রাতের খাওয়াও সকলে একসঙ্গেই খেল। গল্প, হাসি, ঠাট্টা সহযোগে অনেকক্ষণ ধরে খাওয়ার পাট চলল।

হাসি ঠাট্টার মাঝেও বুঝি নয়না নিজের ব্যক্তিত্বের স্খলন হতে দেয় না। হাসলেও খুব মেপে হাসে। অরিন্দমের তাই মনে হল।

নতুন বছর বলে অরিন্দম মিষ্টি নিয়ে এসেছিল। খাওয়ার পর সেই মিষ্টি দিয়ে মধুরেণ সমাপয়েৎ হল। নয়না অবশ্য মিষ্টি খেল না। মিষ্টি না খাক, অরিন্দমকে একটু কথা বলবার সুযোগ দিলেই চলবে। অরিন্দম সেই চেষ্টাই করবে। আজ নববর্ষ। আজ থেকে নয়নার সঙ্গে কথা বলা শুরু করবে।

ডিম্পি খাওয়া শেষ করে টি.ভি. দেখতে চলে গেল। অন্তর ঘুম পেয়েছে বলে অন্তও শুতে চলে গেল। নয়না অন্য কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। অরিন্দম একা ডাইনিং টেবিলে বসে কি করবে? বাধ্য হয়ে উঠতে হল অরিন্দমকে।

একটু পরে খাবার জল নেবার ছুতো করে আবার এল অরিন্দম। নয়না তখনও রান্নাঘরের টুকটাক্ কাজ সারতে ব্যস্ত।

অরিন্দম ফ্রিজ খুলে জল নিতে নিতে বলল, তোমার এসব কাজ তো রঘুই করতে পারে।

পারবে না কেন!

ব্যাস, এইটুকুই জবাব নয়নার। এর চাইতে বেশী আর কিছু বলতে চাইল না।

এখানে তোমার কাজ করবার প্রয়োজন কি? রান্নাবান্না রঘু করতে পারে। তুমি বিশ্রাম নিলেই পার। বলতে চাইল অরিন্দম কিন্তু নয়নার গাম্ভীর্য দেখে আর সাহস পেল না।

রঘু, জগ ধুয়ে জল রেখে আসিস। রঘুকে বলল নয়না।

কোথায় ম্যাডাম?

সাহেবের ঘরে।

সে তো রেখেছি ম্যাডাম। রঘু বলল।

জল যদি রাখা আছে ঘরে, তাহলে অরিন্দম আবার জল নিতে এসেছে কেন নয়না বুঝল না।

জল রাখা আছে তো কি হয়েছে অরিন্দম আসতে পারে না রান্নাঘরে? ঘরে জল নেই

বলে জল নিতে এসেছে অরিন্দম, এমন ভাবল কেন নয়না। আশ্চর্য তো! এত হিসেব করে কেন নয়না? অরিন্দম বিরক্ত হলেও, মুখে হাসি নিয়ে বলল, একটু ঠাণ্ডা জল খেতে এলাম।

নয়না অরিন্দমের কথার কোন মন্তব্য না করে রঘুকে বলল, রঘু কাল একবার নদীর ধারে যাস, ছোট মাছ পেলে নিয়ে আসিস।

রাতের শেষ কথাটা বলে নয়না ভেতরে যাবে এখন। অরিন্দমের তাই মনে হল। তাহলে অরিন্দম কষ্ট করে আবার ডাইনিং রুমে এল কেন? অরিন্দম নয়নার সঙ্গে কথা বলবার উদ্দেশ্য নিয়েই এসেছিল। অরিন্দম কি বলবে, নয়না একটু বোস। এই ডাইনিং রুমেই না হয় একটু বোস। তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।

এত শীঘ্র কাজ সারছে নয়না, অরিন্দমের মনে হল, অরিন্দমের গ্লাসের জল শেষ হতে না হতে, নয়না অনেক কাজ সেরে নিয়েছে।

না, আর ইতস্ততঃ করলে চলবে না। অরিন্দম যা বলতে চায় বলবে না কেন?

ডিম্পিটা দেখতে দেখতে টুয়েল্‌ভ ক্লাশের পরীক্ষা দিতে চলল। অস্বস্তি কাটিয়ে বলল অরিন্দম।

হ্যাঁ। অতি সংক্ষিপ্ত জবাব দিয়ে নয়না ভেতরে চলে গেল।

অরিন্দম হতাশ হয়ে নিজের কামরায় চলে এল।

নয়না কেন এমন করে অরিন্দম বুঝতে পারে না। অরিন্দমকে তো অশ্রদ্ধা করে না নয়না। এখানে যে কয়দিন থাকে, অরিন্দমের প্রতি সব কর্তব্য নিখুঁতভাবে করে। পরোক্ষভাবে হলেও অরিন্দমের খুব যত্ন নেয়। অরিন্দমের কথা ভেবেই, ডিম্পি অন্তুকে প্রতি বছর নিয়ে আসে এখানে। এসব কি অরিন্দম বোঝে না? সবই যদি করে, তাহলে অরিন্দমকে এড়িয়ে চলতে চায় কেন? অরিন্দমের সঙ্গে গলাগলি বা অন্তরঙ্গতা না করুক নয়না, অরিন্দমকে কথা বলবার সুযোগ দেবে না কেন? নিজের প্রয়োজনে নিজে কথা বলে। তেমনি অরিন্দমের প্রয়োজন থাকতে পারে না?

খুব অদ্ভুত তো? নয়না যে এমনভাবে বদলে যাবে কে জানত? ইদানীং অন্য এক বাসনাও অরিন্দমকে অস্থির করে তোলে। মাঝে মাঝে, খুব ইচ্ছে করে নয়নার সান্নিধ্যে একটু বসতে। নয়না তো অন্য কেউ নয়, অরিন্দমের বিবাহিত স্ত্রী। অরিন্দমের এই ঘর তারও। অরিন্দম তার স্বামী! তাহলে নয়নার কোন ইচ্ছে থাকবে না কেন?

অরিন্দম বসে বসে চিন্তা করে, এই রমণীর স্বভাব, আচরণ, ব্যক্তিত্ব সব কিছু বদলে গেছে। কিন্তু নয়নার চেহারাও কি বদলে গেছে? মানুষের চেহারার কি রূপান্তর হয়? তা কি কখনো হয় নাকি? নয়নার মুখাকৃতি পাল্টাবে কেন? তাহলে অরিন্দমের আজকাল এমন হচ্ছে কেন, নয়নাকে দর্শন করবার জন্য অস্থির হয়ে ওঠে অরিন্দম। নয়না কিছুক্ষণ চোখের আড়ালে থাকলেই অরিন্দম বিচলিত হয়ে খুঁজতে শুরু করে নয়নাকে! আগে তো এমন হোত না।

সেদিন দুপুরবেলা ডিম্পির মাথায় তেল মাখিয়ে দিচ্ছিল নয়না। নয়না চেয়ারে বসেছিল, ডিম্পি নীচে মায়ের পায়ের কাছে। মা ও মেয়ের অন্তরঙ্গ ভঙ্গিতে বসে থাকার দৃশ্যটা

অরিন্দমের খুব ভাল লেগেছিল।

ডিম্পি দেখতে সুন্দর তাতে তো কোন সন্দেহ নেই। দুদিন পর এক সুন্দরী যুবতী হয়ে যাবে ডিম্পি। ডিম্পির সঙ্গে নয়নাকেও বুঝি অন্য রকম দেখাচ্ছিল। অরিন্দম পর্দার আড়াল থেকে দেখে দাঁড়িয়ে পড়েছিল।

নয়নাকেই বেশী করে দেখছিল অরিন্দম। এক অদ্ভুত মাধুর্যে ছেয়ে ছিল নয়নার মুখটা। ডিম্পির সাথে বুঝি কোন হাসির কথা হচ্ছিল। সামান্য দাঁত বার করে ভীষণ মিষ্টি একটা ভঙ্গি নিয়ে ডিম্পিকে কিছু বলছিল নয়না। হঠাৎ চোখাচোখি হয়ে যাওয়ায় অরিন্দম সরে এসেছিল।

অরিন্দমের আর একটা ব্যাপারও খুব অদ্ভুত মনে হয়। আজকাল একটু বেশী সময় নিয়ে নয়নার দিকে চেয়ে থাকতে ইচ্ছে করে অরিন্দমের। অদ্ভুত হলেও ব্যাপারটা সত্যি। এই রমণী তো অরিন্দমের বিবাহিত স্ত্রী। তবুও এমন কেন হবে? অথচ নয়নার সঙ্গে খোলসা করে কথাবার্তা বলতেও আড়ষ্টতা বোধ করে অরিন্দম। হ্যাঁ, অরিন্দমই সহজ হতে পারে না নয়নার সামনে। নয়না অরিন্দমকে কথা বলবার সুযোগ দেয় না, এটা তো একটা বাহানা। নিজের ব্যর্থতার বাহানা। কিন্তু, কারণ কি এসবের?

নয়না মনে মনে আর একটা পরিকল্পনা করে রেখেছে। সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী অগ্রসর হওয়া উচিত হবে কিনা সেটা নিয়েই সমস্যায় পড়েছে। নয়না যুদ্ধক্ষেত্রে অবতরণ করেছিল একা। তাই সংঘর্ষও করতে হবে একলাকেই। সেনাপতি ও সেনাবাহিনী বিহীন লড়াই করছে নয়না। এই লড়াই কতদিনের নয়না জানে না। যুদ্ধ সমাপ্তির পর নয়না জয়ের মুকুট পরবে না পরাজয়ের গ্লানিতে জর্জরিত হবে, তাও নয়নার অজানা। নয়নার জ্ঞানে, নয়নার কাছে যেটুকু বিদিত, তা হচ্ছে, নয়না রণক্ষেত্রে প্রবেশ করে ফেলেছে, তাই যুদ্ধ সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত নয়নাকে লড়ে যেতে হবে। কিন্তু, সমস্যা হল, নয়না দিশা পরিবর্তন করে অন্য পথে অগ্রসর হতে চায়। ভিন্ন পথ অবলম্বনের এই রণনীতি গ্রহণযোগ্য কিনা সেটা বুঝতে পারছে না নয়না।

নয়নাকে সুপরামর্শ দেবার কেউ নেই। কার কাছে পরামর্শ চাইবে নয়না?

বর্তমান জীবন পদ্ধতি নয়নাকে সন্তুষ্ট করতে পারছে না। বড় একঘেয়ে লাগছে নয়নার। প্রতিদিন কলেজে যাওয়া, একই বিষয় পড়ান আর ভাল লাগছে না নয়নার। তাই চাকরী ছেড়ে ভিন্ন প্রণালীতে পথ-পরিক্রমা করতে চায় নয়না।

বাবার কাছে চিঠি লিখতে পারে নয়না, এই বিষয়ে পরামর্শ চাইতে পারে, কিন্তু সেখানেও কেমন যেন সংকোচ বোধ করে। জব্বলপুরে চাকরীতে যোগ দেবার কিছু দিন পর, বাবার কাছে চিঠি দিয়েছিল। জব্বলপুরের কাছে একটি কলেজে কাজ পেয়েছে এবং ডিম্পি অন্তুকে নিয়ে আপাতত সেখানেই থাকবে জানিয়েছিল।

নয়নার বাবা সেই চিঠির জবাব দিয়েছিলেন এইভাবে,—'কোনো অল্প বয়সী স্ত্রীর পক্ষে দুইটি শিশু সন্তান লইয়া একলা বাস করা সম্ভব নয়, নিরাপদও নয়। অনেক ধরনের বিপদ-আপদ অতর্কিতে আসিয়া উপস্থিত হইতে পারে। অরিন্দম তোমার এই অদ্ভুত ব্যবস্থায় রাজী

হইল কি করিয়া বুঝিলাম না। যাহাই হউক, তুমি যখন বাচ্চাদের নিয়া আলাদা বাস করিবার সিদ্ধান্ত নিয়াছ তখন সব দায়িত্ব তোমারই। সাবধানে থাকিও। চিঠি লিখিয়া কুশল খবর জানাইও। ডিম্পি অন্তুকে আদর দিও। তোমার জন্য আশীষ রইল।'

ব্যাস, এইটুকুনই জবাব ছিল বাবার। নয়না কেন হঠাৎ চাকরী করতে চাইল, দূরে আলাদা বাস করবার সিদ্ধান্ত নিল, এসব জানবার কোন কৌতূহল ছিল না বাবার। এর পরের চিঠিতে বাবাকে একবার জব্বলপুরে আসবার জন্য লিখেছিল নয়না। নয়নার বাবা, নয়নার সে চিঠিরও জবাব দিয়েছিলেন। তবে জব্বলপুরে নয়নার কাছে আসবার ইচ্ছা বা অনিচ্ছা, কোনটাই প্রকাশ করেননি। এই প্রসঙ্গটা সম্পূর্ণ এড়িয়ে গিয়েছিলেন।

তাই মা বাবার কাছে সাহায্য চাইতে কেমন যেন লাগে নয়নার। একদিকে মা বাবা বিরক্ত হতে পারে ভেবে সংকোচ বোধ করে, অন্যদিকে অভিমানের চোখে মা বাবার কাছে যেতেই ইচ্ছে করে না নয়নার। সাহায্য চাওয়া তো দূরের কথা।

কিন্তু, সব জায়গায় অভিমান করলে চলবে কি করে? স্বামীর ওপর অভিমান! মা বাবার ওপর অভিমান! এত অভিমান করা কি ভাল? নয়না কি নিজেকে মানিয়ে নিতে পারে না? কেন পারবে না? নয়না সবার সঙ্গে মিলে মিশে বাস করতে চায়। তবে, নিজেকে অসম্মান করে কিছু করতে পারে না। নয়নার সম্মান রক্ষা করবার দায়িত্ব বুঝি একলা নয়নার। নয়নার সুখ-দুঃখ নিয়ে কেউ মাথা ঘামাতে চায় না। সেটাই সমস্যা।

অরিন্দম ও নয়নার বাবা-মা যদি নয়নার ওপর একটু সদয় থাকত, নয়নাকে বুঝত, তাহলে তো নয়নার এত কষ্ট হত না! এখানেই তো নয়নার অভিমান।

অভিমান ও জেদকে সাথী করে চলবার জন্য যতখানি মনোবলের প্রয়োজন তা নয়নার ছিল না। নয়না ক্রমশঃ আয়ত্ত করেছে এই শক্তিকে। পর্যাপ্ত পরিমাণে ক্ষমতা অর্জন করে মানসিক প্রস্তুতিকে সুস্থির রেখেছে। কিন্তু বদলে নয়নাকে কি ভয়ানক অসহায়তার সম্মুখীন হতে হয়েছে, তা তো নয়না ছাড়া কেউ জানে না। গত ছয় বছর ধরে কেবল মনোবলের জোরেই নয়না অনেক কিছু করে ফেলেছে ঠিক। কিন্তু অসহায়তার কবল থেকে রক্ষা পায়নি। প্রতি পদক্ষেপে নিঃসহায় বোধ করেছে। একলা বাস করবার কষ্ট, নিঃসঙ্গতার কষ্ট, নয়নার পথরোধ করেছে। নয়নাকে সচল হতে হয়েছে, নিজের মনের জোরকে ফিরিয়ে আনতে হয়েছে। অসহায়তাকে দূরে ঠেলে সক্রিয় হতে হয়েছে। এইভাবেই চলছে নয়না। আপনার আপনি হয়ে এগোচ্ছে। তাই এমন একটা কিছু করতে চায় নয়না, যেখানে একাকিত্বের দুঃসহনীয় যন্ত্রণা নয়নাকে ব্যতিব্যস্ত করবার সুযোগ পাবে না।

ডিম্পি কলেজে ভর্তি হয়ে গেলে নয়না অনেকটা হাল্কা বোধ করবে। কিছুটা দায়িত্ব মুক্ত হবে নয়না। ডিম্পি এখন বড় হয়েছে অনেক কিছু বুঝতে ও জানতে শিখেছে। কিন্তু তবুও আগামী পাঁচ বছর ডিম্পির জন্য চূড়ান্ত সময়। এই পাঁচ বছর নির্বিবাদে পেরিয়ে গেলে নয়না মুক্তি পাবে। ডিম্পির শিক্ষা মোটামুটি আকারে সমাপ্ত হয়েছে বলে ধরে নিতে পারবে নয়না।

কিন্তু, এই তো শেষ নয়। নয়নার যে আরও অনেক ধৈর্য চাই। চাই আরও অনেক

সহনশীলতা। ডিম্পির পর, অন্তর দায়িত্ব নেই নয়নার? অন্তর মধ্যে একজন মানুষের আকার এনে দেবার দায়িত্ব তো নয়নারই। অন্তু একজন সম্পূর্ণ মানুষের রূপ নিয়ে সমাজে প্রবেশ করবে, তবেই না নয়নার মাতৃত্বের কর্তব্য সমাপ্ত হবে। কেবল মাতৃত্বের কর্তব্য কেন, নয়না সকল দায়িত্ব মুক্ত হবে তখন। তারপর নয়না বেঁচে থাকুক, কিংবা মরে যাক, কারো কিছু এসে যাবে না।

আসলে চাকরী করতে আর ভাল লাগছে না। কলেজের সহকর্মীরা কলেজ পর্যন্তই সীমাবদ্ধ। নয়না আগ্রহ করে কারো সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়াতে চায়নি। মাঝে মাঝে কলেজের সহকর্মীরা এলে, নয়না ভদ্রতা করে, গল্প করে, চা খাওয়ায়, ব্যাস এই পর্যন্তই। নয়না নিজের কথা প্রকাশ করেনি কারো কাছে। কর্মজীবনে প্রবেশ করে যাদের সঙ্গে পরিচিত হয়েছে, তারা সকলেই জানে সন্তানদের ভবিষ্যত উজ্জ্বল করবার উদ্দেশ্যেই নয়না এই আত্মত্যাগ করছে। স্বামীকে ছেড়ে আলাদা বাস করছে। সুব্রত নয়নার মনে যে ভয় ধরিয়ে দিয়েছিল, সেই ভয় নয়নার অন্তরে তখনও গেঁথেছিল। সুব্রতর মত আবার অন্য কোন লোক যদি নয়নার গোপন প্রয়োজনীয়তার খবর পেয়ে, সুব্রতর মত যেচে দানসামগ্রী নিয়ে হাজির হয়, তাহলে বড় অস্বস্তি হবে নয়নার। তাই সাবধানতা অবলম্বন করে, নিজেকে কঠোর শাসনে রেখেছে নয়না। কোন ভাবেও যেন নয়নার অন্তরবেদনাকে আঁচ করতে না পারে কেউ।

আসলে একঘেয়েমীর কবল থেকে মুক্তি পেতে চায়, একটু পরিবর্তন চায়। যে পরিবর্তন, জীবনের অনেক কিছু বদল করে দিতে পারে।

কর্মভূমি বদল হলেও নয়না একটু আনন্দ পেতে পারে। এসব কথা ভেবেই চাকরী ছেড়ে একটা ছোটখাট ব্যবসা শুরু করবার পরিকল্পনা করেছে নয়না। ব্যবসা করলে একাকিত্ব ভুলে আরও পাঁচজনকে সঙ্গে নিয়ে কিছু গড়বার আনন্দে মেতে থাকতে পারবে নয়না। চাকরী মানেই তো পরাধীন জীবন। এই ছয় বছর ধরে চাকরী করে নয়নার যে খারাপ লেগেছে তা নয়। মাদার সোফিয়া খুবই ভাল মানুষ। কিন্তু চাকরী ক্ষেত্রে তো নয়নার বস্। একটু দেরী হলেও মাদারের কাছে গিয়ে কৈফিয়ৎ দেওয়া, শরীর ভাল না লাগলেও আগ বাড়িয়ে ছুটির জন্য আবেদন করা, ইত্যাদি ব্যাপারগুলো নয়না ঠিক বরদাস্ত করতে পারে না। এখন একটু স্বাধীনতা চায়। তাই স্বাধীনভাবে ছোটখাট ব্যবসা করতে চায়।

এখন প্রশ্ন আসছে, চাকরী ছেড়ে এসব করা উচিত হবে কিনা, আর ব্যবসা শুরু করলে কোথায় করবে? গত ছয় সাত বছর ধরে এই জব্বলপুর শহরে বাস করলেও, এই শহরকে ঠিক আপন বলে মনে হয় না নয়নার।

ডিম্পির এক বন্ধুর বাবা সুবিমল বোস নয়নাকে একটা প্রস্তাব দিয়েছিলেন। জব্বলপুরে কয়েক লক্ষ বাঙালী বাস করেন। আপনিও এখানকার পার্মানেন্ট বাসিন্দা হয়ে যান। কর্তাকে বলুন এখানেই একটা বাড়ী করে ফেলতে।

নয়নার কর্তা? অরিন্দম যখন নয়নার স্বামী, তখন নয়নার কর্তাও। নয়নার কর্তার কাছে নয়না যে একজন মূল্যহীন অস্তিত্ব। নয়নার সুখ-দুঃখ নিয়ে নয়নার কর্তার কোন চিন্তা নেই। এসব তো সুবিমলবাবু জানেন না; কিন্তু, ডিম্পি অন্তু বড় হয়ে যাওয়ার পরও যদি নয়নাকে

আলাদা বাস করতে হয়, তখন তো একটা ঘরের প্রয়োজন হবে। নয়না থাকবে কোথায়? ছোটখাট একটা ঘর হলে মন্দ হয় না। কিন্তু এই জব্বলপুরে নয়না একা বাস করতে পারবে কি?

অনেক চিন্তা-ভাবনা ও বিবেচনা করে নয়না স্থির করল, তার জন্মস্থান গৌহাটি শহরে ফিরে যাবে। সেখানে ছোটখাট কিছু শুরু করবে। সুযোগ-সুবিধা হলে একটা বাড়ীও করা যাবে।

অরিন্দম যখন নয়নার জন্য কোন চিন্তাই করতে চায় না, তখন নয়না অরিন্দমের ভরসায় থাকতে যাবে কেন? নিজের চেষ্টায় যেমন ভাবে পারে জীবন ধারণ করবে। ডিম্পি কলেজে চলে গেলে হস্টেলে থাকবে। তখন অন্তুকে নিয়ে গৌহাটিতে চলে যাবে নয়না। অন্তুর পরবর্তী পড়াশোনা গৌহাটিতেই হবে। অরিন্দমের অনুমতি নেবে না। কারণ নয়নারা জব্বলপুরে থাকাকালীন অরিন্দম, ডিম্পি অন্তুর পড়াশোনার ব্যাপার নিয়ে কিছু জিজ্ঞেস করেনি কখনো। কখনো আগ্রহ বা উৎসাহ নিয়ে কোন মন্তব্যও করেনি। সব যেন নয়নার দায়িত্ব, নয়নারই করা উচিত এই ভাব অরিন্দমের। হতে পারে, নয়না একদিন জেদ করে বলেছিল, ডিম্পি অন্তুকে বড় স্কুলে পড়াতে চায়, সুন্দর করে মানুষ করতে চায়, সেই কথার ওপর রাগ, জেদ বা অভিমান করে অরিন্দম কিছু বলে না। হয়ত, অরিন্দমও দেখতে চায় নয়না সত্যি সত্যি নিজের কথা রাখতে পারে কিনা। সেজন্যেই নির্বিকার থাকবার ভান করছে অরিন্দম।

যে কারণেই হোক, অরিন্দম উদাসীনতা দেখিয়েছে বলে, নয়নাও ডিম্পি অন্তুর ব্যাপারে অরিন্দমের সঙ্গে পরামর্শ করেনি কখনো। এখনো করবে না। নয়নার কষ্ট ও অভিমান অরিন্দম যখন বুঝল না, তখন নয়নাও আপন ইচ্ছার বাইরে যাবে কেন? নয়না নিজের নীতি মেনে চলবে।

অরিন্দম গত কয়েক বছর নিয়মিত খরচের টাকা পাঠিয়েছে নয়নাকে। সেই টাকা নিতে আপত্তি না করার আর একটা কারণ হল, নয়না তো অরিন্দমের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেনি? তবে টাকা নিতে আপত্তি করবে কেন? তাছাড়া একা থাকলে অন্য কথা ছিল। ডিম্পি অন্তু অরিন্দমের সন্তান, ওদের খরচের টাকা অরিন্দম দেবে না কেন?

ফলে, নয়নার চাকরীর সম্পূর্ণ মাইনে জমা হয়েছে ব্যাংকে। বর্তমানে নয়না প্রায় পাঁচ লাখ টাকার মালিক। এই অর্থ আজকালকার বাজারে কিছুই না। তবুও সামান্য ছোটখাট কিছু শুরু করতে পারবে নয়না এই অর্থের সাহায্যে। তাছাড়া অরিন্দমের পাঠান টাকাও সবটা খরচ হয়নি। তারও কিছুটা জমা রয়েছে। অরিন্দমের টাকা অবশ্য নয়না নিজের জন্য ব্যয় করবে না। কোনদিন যদি অরিন্দম নিজের টাকার হিসেব চায়, নয়না তখন হিসেব শুদ্ধ বাকী টাকা ফেরত দিয়ে দেবে।

অরিন্দমের প্রতিবেশী মিঃ চতুর্বেদী অন্য বিভাগে কাজ করেন। অফিসে অরিন্দমের কাছে কোন কাজে এসেছিলেন। যাবার সময় বললেন, আপনার স্ত্রী এসেছেন, কোথায়, আপনি তো একদিনও নিয়ে এলেন না?

অরিন্দম লজ্জা পেয়ে বলল, ঐ আর কি, হয়ে ওঠেনি।

আপনার স্ত্রী গতকাল এসেছিলেন আমাদের বাড়ীতে। আপনার স্ত্রী ভদ্রমহিলা একেবারে অন্যরকম মশাই। আলাপ করে খুব ভাল লাগল।

চতুর্বেদী চলে যাবার পরও অরিন্দম বসে বসে নয়নার কথা ভাবছিল।

নয়না চতুর্বেদীর বাড়ী গিয়েছিল অরিন্দম জানে না। জানবার কথাও নয়। নয়না বোধহয় এসবও নিজের কর্তব্য মনে করেছে। কয়েকদিনের জন্য অরিন্দমের এখানে এসে, যেমন সংসারের সব দায়িত্ব ও কর্তব্য নিজের হাতে তুলে নেয়, তেমনি অরিন্দমের প্রতিবেশীদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ ও আলাপ পরিচয় করাটা নিজের কর্তব্য মনে করেছে।

অরিন্দম ঘরে একলা থাকে। কলোনীর সবার পরিবারের সঙ্গে অরিন্দমের আলাপ পরিচয় নেই। আলাপ পরিচয় রাখা সম্ভবও নয়। কলিগ বা অন্যান্য কর্মচারীদের সঙ্গে কাজের মাধ্যমে অফিসেই দেখা হয়ে যায়। নির্দিষ্ট কয়েক পরিবার ছাড়া, অরিন্দমের অন্য কারো সাথে তেমন ঘনিষ্ঠতা নেই। অরিন্দমের স্ত্রী এসেছে, তাই অরিন্দমের পরিচিত মহলের লোকজনদের সঙ্গে নয়নার পরিচয় করিয়ে দেওয়া উচিত ছিল বোধহয়। চতুর্বেদীর অভিযোগ শুনে তাই মনে হল। এসব স্বাভাবিক ভদ্রতা। কিন্তু, অরিন্দম যে ইদানীং স্বাভাবিক কাজকর্মগুলো করতে অস্বাভাবিক অস্বস্তি বোধ করে। এই কাজগুলো সময়ে করেনি বলেই কি অরিন্দম অস্বাচ্ছন্দ বোধ করে? কিন্তু অরিন্দম নয়নার বর্তমান কালটা কি খুবই অসময়? অরিন্দম কি বুড়ো হয়ে গেছে? নাকি নয়নাই বুড়ী হয়ে গেছে? ছেলেমেয়ে আগের চাইতে অনেক বড় হয়ে গেছে সেটা ঠিক, কিন্তু তাই বলে প্রথম জীবনে নয়না অরিন্দমের মধ্যে যা হয়নি, তা এখন হতে পারবে না কেন?

চতুর্বেদী আরো কি সব বলেছিল যেন, নয়না নাকি ভাঁপের সন্দেশ, আর অন্য কোনও বাঙালী খাবার তৈরী করে পাঠিয়েছিল। খুব সুস্বাদু ছিল খেতে। নিজের স্ত্রীর এই সমস্ত গুণাবলীর কথা অরিন্দম জানে না। জানবে কেমন করে? তাই, খুব অস্বস্তি নিয়ে চেয়েছিল চতুর্বেদীর দিকে।

আপনি নিয়ে এলেন না ওনাকে, উনি নিজেই এসে আমাদের সঙ্গে পরিচিত হলেন, আমাদের খুব ভাল লেগেছে। আমার স্ত্রী তো মুগ্ধ, এমন মানুষ নাকি হয় না।

চতুর্বেদী দ্বিতীয়বার কথাটা বলায়, অরিন্দম একটু হোঁচট খেয়েছে। নয়নার প্রতি অরিন্দমের ব্যবহারে, কোথাও বুঝি কোন দায়িত্বহীনতা প্রকাশ হয়ে পড়েছে।

অরিন্দম মনে মনে ঠিক করে নিল, সন্ধ্যেবেলা, অরিন্দমের অন্য প্রতিবেশী সুব্রমনিয়ম সাহেবের ঘরে নিয়ে যাবে নয়নাকে। তাই অফিস থেকে একটু তাড়াতাড়ি ফিরল।

চলো নয়না, পাশের সুব্রমনিয়ম সাহেবের ঘর থেকে ঘুরে আসি। নয়নাকে এই কথা বলতে খুব অস্বস্তি হবে অরিন্দমের। অস্বস্তি হলেও আজ বলবে অরিন্দম। যারা দূরে থাকে তাদের কথা আলাদা। কিন্তু, পাশের বাড়ীর লোকের সঙ্গে, স্ত্রীর পরিচয় করিয়ে না দিলে ভাল দেখায় না। অরিন্দমকে অদ্ভুত মনে করবে সবাই। অরিন্দম এখানে ট্রান্সফার হয়ে এসেছে একবছর হয়েছে, এর আগে যেখানে ছিল, কর্ণাটকের কাছে, সেখানেও নয়না নিজে নিজেই অরিন্দমের প্রতিবেশীদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করেছিল।

অরিন্দম গাড়ী রেখে গেট খুলে ভেতরে প্রবেশ করতে যেতেই, নয়নাকে দেখতে পেল, সুব্রমনিয়মের মিসেসের সাথে, সুব্রমনিয়মের ঘর থেকে বেরোচ্ছে নয়না। পরশু চলে যাবে, তাই বুঝি নয়নার খুব তাড়া। প্রতিবেশীদের প্রতি কর্তব্যগুলোও সেরে নিচ্ছে।

অরিন্দম জোর করে, অস্বস্তি কাটিয়ে স্বাভাবিক হবার প্রয়াস করতে চাইল, কিন্তু পারল না। নয়না তার নিজের স্বভাব অনুযায়ী নিজের কাজ সেরে অরিন্দমকে নিরাশ করে দিল।

অরিন্দম হতাশ বদনে ঘরে ঢুকে ড্রইংরুমে বসে রইল। ডিম্পি অন্তু বোধহয় ঘরে নেই। কারো সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। খানিক পরে নয়নাও এসে ঢুকল, অরিন্দমের দিকে এক পলক চেয়ে সোজা ভেতরে চলে গেল।

রঘুর হাতে চা জলখাবার পাঠিয়ে দিয়েছে নয়না। বেশ অভিমান হল অরিন্দমের। কেন? চা-জলখাবার নয়না নিয়ে আসতে পারত না? দুজনে একসঙ্গে বসে চা খেলে, কথাবার্তা বললে কি ক্ষতি হত?

সত্যিই কি নয়নার ওপর অভিমান করছে অরিন্দম? অরিন্দমের কি অভিমান করা সাজে? বিশেষ করে তার ওপর, যার অভিমানকে অরিন্দম কখনো মর্যাদা দেয়নি? কিন্তু, একসময় কি হয়েছে, না হয়েছে, দিয়ে সব কিছুর বিচার হয় না।

অরিন্দম এখন সমঝোতা চায়। নয়নার সঙ্গে সহজ ও অন্তরঙ্গ হতে চায়।

চা শেষ করার পরও, অরিন্দম অনেকক্ষণ মন খারাপ করে বসে রইল। তারপর উঠে রঘুর কাছ থেকে ব্যাগ চেয়ে বাজারের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে গেল। এই বাড়ীতে প্রত্যক্ষ ভাবে কিছু হবার নয় যখন, তখন অরিন্দমও আরেকজনের মত পরোক্ষভাবেই কর্তব্য সারবে।

অরিন্দম গাড়ী নিয়ে যায়নি। জিনিষ কিনতে কিনতে ব্যাগ ভারী হয়ে গেল। গরমে, ঘামে, ভিজে অরিন্দম বাজার নিয়ে এল। ঘর তখনো ফাঁকা মনে হল। ডিম্পি অন্তু ফেরেনি। ওরা দুজন বাড়ীতে না থাকলে নয়নার সামনে অসুবিধায় পড়ে যায় অরিন্দম। অরিন্দম সহজ হবার চেষ্টা করলে কি হবে? নয়নার তরফ থেকে কোন সহযোগিতা পায় না অরিন্দম। ভীষণ কঠিন নির্লিপ্ত ভঙ্গিটা দিয়ে অরিন্দমকে দূরে সরিয়ে রাখে।

অরিন্দম রান্নাঘরে বাজার রেখে এল। সেখানে কাউকে দেখতে পেল না। বাকীরাও কি ঘরে নেই? খালি ঘর ছেড়ে নয়না ও রঘু দুজনেই নিশ্চয় বাইরে যাবে না।

কাউকে না পেয়ে নিজেই ফ্রিজ খুলে এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল খেল। তারপর নিজের কামরায় প্রবেশ করতেই খুব অবাক হল। অরিন্দমের পড়ার টেবিলে এক হাত রেখে, ভর দিয়ে নয়না দাঁড়িয়ে রয়েছে। চোখাচেখি হওয়ায় নয়না দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল। অরিন্দম পারল না দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে। নয়নাকে ভীষণ অন্য রকম লাগল অরিন্দমের। নয়নার গাত্রবর্ণের সঙ্গে শাড়ীর রংটা এত সুন্দর মানিয়েছে!

খানিক পূর্বে সুব্রমনিয়মের বাড়ীতে যখন দেখেছিল তখন এমন লাগেনি তো? এখন বোধহয় চান করা হয়েছে, এর্কপিঠ খোলা চুলে, এক উদাসী অভিমানী কোন কিছুর প্রত্যাশায় দাঁড়িয়ে রয়েছে যেন। অপূর্ব লাগল অরিন্দমের।

গত রাতেই অরিন্দম একটা চেষ্টা নিয়েছিল। নয়না, অরিন্দমের সাথে সহযোগিতা করতে

চাক বা না চাক, অরিন্দম এগিয়ে যাবে, নয়নাকে কাছে ডাকবে।

রাতের সেই মনোবল বুঝি আবার ফিরে পেল অরিন্দম। নয়নাকে নিজের কামরায় দেখে অরিন্দম খুব উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। নয়নাকে নিজের কামরায় প্রত্যাশা করেনি। অরিন্দমের ভীষণ ইচ্ছে করল নয়নার পাশে গিয়ে, দুহাতে নয়নাকে কাছে টেনে নিতে। বহুদিনের অনভ্যাস হলেও, কাজটা করতে ইচ্ছে হল। কিন্তু অনভ্যাস কোথায়, অরিন্দমের কখনো অভ্যেস ছিল না এই কাজ করার। অরিন্দম কখনো আন্তরিকভাবে নয়নাকে আলিঙ্গন করেনি। অরিন্দম সম্পূর্ণ অনভ্যস্ত এই কাজে। বিছানা ছাড়া, আর কোথাও এই রমণীকে স্পর্শ করেনি অরিন্দম।

অরিন্দম নিজের উত্তেজনাকে আয়ত্বে রাখতে না পেরে, খুব আন্তরিক সুরে নয়না! বলে ডাকল।

ঠিক তখনই অরিন্দমের পালঙ্কের তলা থেকে ঝাড়ু হাতে রঘু বেরিয়ে এল।

অরিন্দমের মুখে নিজের নামটা শুনে নয়না একটু চমকে অরিন্দমের দিকে দৃষ্টি রেখেছিল। কারণ নিজের নামটা বহুদিন কারো মুখে উচ্চারিত হতে শোনেনি নয়না। পরক্ষণেই আবার রঘুর প্রতি মনোনিবেশ করল। ঘর ঝাড়ু দেবার সময় ঘরের আনাচে কানাচে সর্বত্র ঝাড়ু দিবি, টেবিলের তলা, খাটের তলা ইত্যাদি স্থানগুলোকে ঝাড়ু লাগানোর যোগ্য নয় বলে মনে করিস কেন? এসব রোজ বলবার কথা নয়, তুই তোর নিজের দায়িত্বে সব সাফ করবি।

রঘু বাধ্য ছেলের মত মাথা নেড়েছে।

তাহলে এমনি ঢোকেনি নয়না, অরিন্দমের কামরা পরিষ্কার করতে এসেছে! চলে যাবে বলে সব রকমের কর্তব্য, পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে পালন করে যাচ্ছে!

নে এবারে টেবিলটা সাফ কর। রঘুকে আর একবার তদারকি করা হল!

নয়নার আদেশ পালন করতে রঘু অরিন্দমের টেবিলের সব বই নীচে নামিয়ে নিল।

অরিন্দম উত্তেজনা বশত হঠাৎই নয়নাকে ডেকে ফেলে এখন লজ্জিত ও অপ্রস্তুত ভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

রঘু টেবিলের সব বই নামিয়ে একটা একটা করে মুছে যত্ন করে গুছিয়ে রাখছে।

সকালবেলা রঘুকে অরিন্দমের কামরাটা সাফ করতে বলেছিল নয়না। ঠিক মতন পরিষ্কার হয়েছে কিনা পরিদর্শন করতে এসে নয়নার চোখে রঘুর অনেক গাফিলতি ধরা পড়েছে। তাই কাজগুলো পুনরায় করতে হচ্ছে রঘুকে, নয়নার দৃষ্টির সামনে।

জুতোর র‍্যাক থেকে সব জুতো নামিয়ে মুছে রেখেছে। ওয়ার্ডরোবের দরজার হাতলে কোন দাগ লেগেছিল, সেটা সাবান জল দিয়ে মুছে নিশ্চিহ্ন করেছে। খাটের তলায় একটা সিগারেটের প্যাকেট পড়েছিল, সেটা বার করতে গিয়ে, খাটের তলায় জমে থাকা ধুলো নয়নার নজরে পড়ে গেল বলে রঘুকে খাটের তলাও আবার ঝাড়ু দিতে হল।

প্রতিদিন ঠিক মতন ঝাড়ু দিলে এত ধুলো জমতে পারে না। বলে, নয়না নিজেই ঝাঁটা হাতে খাটের তলা থেকে বেরিয়ে আসা ধুলো সরিয়ে এক কোণে রেখে দিল।

নে ঝটপট করে নে। বই গোছানো হয়ে গেলে পুরো কামরাটা একবার ঝাড়ু দিয়ে

দিস। এই ময়লাগুলো নিতে আবার ভুলবি না।

রঘুকে কথাগুলো বলে ফিরে আসছিল নয়না। হঠাৎ মনে পড়ল, অরিন্দম একবার নয়নাকে ডেকেছিল, কিন্তু কিছু বলেনি। কিছু বলতে চায় কি অরিন্দম?

দরজার মুখে এসে দাঁড়িয়ে গেল নয়না।

আধখোলা সার্ট ও নগ্নপায়ে তখনো অস্বস্তি নিয়ে দাঁড়িয়ে অরিন্দম।

নয়না জিজ্ঞেস করল, কিছু বলবে?

অনেক কিছু বলতে চায় অরিন্দম। কিন্তু, এই মুহূর্তে বুঝি সব কথা হারিয়ে গেল অরিন্দমের। সম্মুখে দণ্ডায়মান রমণীর কোন বিশেষত্ব অরিন্দমকে মূক করে দিল।

অরিন্দম ঘোষ এক সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি। বৈভব, প্রতিপত্তি, সম্মান, ব্যক্তিত্ব সব মিলিয়ে এক মূল্যবান ও আকর্ষণীয় ব্যক্তি। এই অরিন্দম ঘোষ, সামনে দাঁড়িয়ে থাকা রমণীর স্বামী। কিন্তু তা সত্ত্বেও, নিজের অধিকার ও কর্তৃত্ব ফলাতে পারছে না। অধিকার ও কর্তৃত্ব ফলানো দূরে থাকুক, সামান্য দুটো কথাও বলতে পারছে কোথায়! নিজেকে কেমন যেন নিস্তেজ মনে হচ্ছে।

নয়না দরজার মুখে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে দেখে, অরিন্দম ইতস্ততঃ করে বলল, হ্যাঁ, না, কিছু না।

নয়না ফিরে গেলে, অরিন্দম মনে মনে বলল, তোমায় আজ খুব সুন্দর দেখাচ্ছিল নয়না।

কেন পারে না অরিন্দম? কেন এমন অক্ষম হয়ে যাচ্ছে অরিন্দম? নিজের অক্ষমতা বার বার এভাবে বাধা দিলে, নয়না অরিন্দমের সম্পর্ক জোড়া লাগবার পরিবর্তে ক্রমশঃ ভেঙ্গে যাবে। দুজনে দুজনের কাছ থেকে আরো দূরে সরে যাবে।

নয়না একক হস্তে এক বিশাল দায়িত্ব নিয়েছে। নিষ্ঠার সঙ্গে সেই দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। অরিন্দমকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে জেদই করছে নয়না। কিন্তু অরিন্দমের কি উচিত নয়, নয়নাকে সহায়তা করা! নয়নার সাথে খানিকটা ঘনিষ্ঠ না হলে, অরিন্দম কিভাবে সাহায্য করবে? এতদিনে অরিন্দম বুঝে গেছে নয়না নামের মানুষটা কেবল অভিমানী নয়, অহংকারীও। নিজের অহংকারকে খাটো করে কারো কাছ থেকে কিছু গ্রহণ করে না নয়না। স্বামীর কাছ থেকেও নয়।

নয়না ভেতরে এসে ঠাণ্ডা জল ও বরফ বার করে লেবুর সরবত বানাল। রঘুকে ডেকে অরিন্দমের জন্য এক গ্লাস সরবত নিয়ে যেতে বলল।

রঘু ট্রে শুদ্ধ গ্লাসটা ওঠাবে, কি ওঠাবে না, ভেবে ইতস্ততঃ করছিল। নয়না বলল, কি হল? হাতদুটো সাবান দিয়ে ধুয়ে নিবি তো? নাকি ঐ নোংরা হাতেই ট্রে ধরবি!

রঘু বুঝতে পারছিল না, রঘু যখন নোংরা ঘাঁটছে, তখন সরবতের গ্লাস সাহেবের ঘরে পৌঁছানোর জন্য রঘুর ডাক পড়ল কেন? গ্লাসটা তো মেমসাহেবই সাহেবের ঘরে পৌঁছে দিয়ে আসতে পারেন।

তখনই ডিম্পি অস্ত এসে যাওয়ায় রঘুকে আর হাত ধুতে হল না। ডিম্পিকে দিয়ে অরিন্দমের সরবত পাঠিয়ে দিল নয়না।

অন্তু গরম থেকে রেহাই পাবার জন্য পাখার স্পিড বাড়িয়ে পাখার নীচে বসে বলল, মা আমাকেও দাও, আমিও খাব।

খাবে না কেন? সবার জন্যেই তো বানালাম। এই নাও। নয়না অন্তুর দিকে গ্লাস বাড়িয়ে দিল।

মা, জান, আজ লাইব্রেরীতে আরেকজনের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছে। ছেলেটির নাম খালিদ মামুদ। আমার ক্লাসেই পড়ে।

ভাল মানুষের সঙ্গে মিশবে, বন্ধুত্ব গড়বে, তবেই না আত্মপ্রত্যয় বাড়বে।

আমিও এখন থেকে এখানে পড়াশোনা করব মা!

কেন? তোমার জব্বলপুরের স্কুল কি ভাল নয়?

স্কুল ভাল হবে না কেন? এখানের স্কুলেও তো অনেকে পড়ছে, এখানেও আমার অনেক বন্ধু আছে মা। ওদের সঙ্গ আমার ভাল লাগে। এখানে কত বড় মাঠ, কি সুন্দর পার্ক। সামনে কি বিশাল পাহাড় দেখা যায়। এসব আমার ভাল লাগে। এখানে থাকলে আমি গাড়ি চালান শিখে ফেলব। আমার বন্ধুরা সবাই গাড়ী চালাতে পারে।

অন্তু কি এই স্থানকে জব্বলপুরের সাথে তুলনা করে, এই স্থানকে উৎকৃষ্ট ভাবতে শুরু করেছে? আসলে, বয়সের ধর্ম অনুসারে এখানে যে জিনিষগুলো অন্তুকে আকর্ষণ করে, জব্বলপুরে সেসব জিনিষের অভাব বোধ করতে শুরু করেছে বোধহয় অন্তু। অন্তু কি মনে মনে কোন আশা নিয়ে নয়নাকে এসব বলছে? না, না, অন্তুর সেরকম কোন আশা থাকলে নয়না তো পূরণ করতে পারবে না। জব্বলপুরে ছেলেমেয়েকে অনেক রকম আনন্দ দিতে পারে না নয়না। এটা সত্য। অনেক কিছু থেকে বঞ্চিত হয় ডিম্পি অন্তু সেখানে। নয়না তার ক্ষমতায় যথাসাধ্য দেবার চেষ্টা করলেও, সব কিছু কি দিতে পারে?

ডিম্পি অন্তু ওদের বাবার সঙ্গে বাস করলে কতখানি আনন্দ পেত, তা কি নয়না জানে না? কিন্তু নয়না তো ওদের বাবাকে দিতে পারবে না সেখানে।

মা, কিছু বল না। তুমি শুধু চুপ করে থাক।

আর কটা বছরই তো বাবা। এই তো ক্লাশ এইটে উঠবে এবার। তারপর দেখতে দেখতে আরো তিন চার বছরও কেটে যাবে। এত ভাবছ কেন?

ওখানে তো এখন দিদিও থাকবে না মা, আমি একা একা কি করব? তুমি আমাকে একা কোথাও যেতে দাও না।

তুমি এখনও সেরকম বড় হওনি অন্তু। আর একটু বড় হও, তখন সব ঠিক হয়ে যাবে।

মা, সবাই তো বাবার সঙ্গেই থাকে। আমরা কেন বাবার সঙ্গে থাকি না?

এতগুলো বছর তো কাটিয়ে দিলে বাবা। তাছাড়া, এই যে ছুটিতে আসছ বাবার কাছে ভাল লাগছে না? কত আনন্দ করছ! তুমি যদি সব সময় এখানে থাকতে, তাহলে এই আনন্দ উপভোগ করতে পারতে না।

তুমি সব সময় শুধু অন্যরকম কথা বল। অন্তু অসন্তুষ্ট চিত্তে বলল।

যাও এবারে হাত মুখ ধুয়ে জামাকাপড় ছাড়। ভীষণ ঘেমে গিয়েছ। নয়না প্রসঙ্গ

পাল্টানোর চেষ্টা করল।

এখানে কত বিশাল বিস্তৃত ভূমি নিয়ে বাবাদের টাউনশিপ, দেখলেই ভাল লাগে অন্তুর। বাবার বাংলোটাও কি সুন্দর! কত বড়! সামনে কি সুন্দর লন, কি অপূর্ব ফুলের বাগান, ফোয়ারা। পেছনেও কি মস্ত উঠোন, বাথ টাব, দোলনা। অন্তুর খুব আনন্দ হয় এখানে এলে। জব্বলপুরে সেই দুটো কামরার মধ্যে, পড়া, খাওয়া, ঘুমোন। এখানে এলে অন্তুর মনে হয়, ছোট ঝুপড়ির বদ্ধ পরিবেশ থেকে মুক্ত গগন তলে এসেছে অন্তু। আনন্দে ছুটে বেড়াতে ইচ্ছে করে সর্বত্র।

অন্তু মন খারাপ করে বসে রয়েছে দেখে, নয়না বলল, মন খারাপ করে না বাবা, সবার ভাগ্যে কি সব কিছু একরকম হয়? এখানে আবার আসবে। প্রতি বছরই তো আসবে। তাহলে মন খারাপ করছ কেন।

অন্তু জানে মায়ের কাছে কিছু বলেও লাভ নেই। অন্তুর মা, একটু ওমনিই। যা বলেন, তাই করতে হয় অন্তুদের। অবশ্য মায়ের কথা অমান্য করবার কথাও ভাবতে পারে না অন্তু।

যাও ফ্রেশ হয়ে নিয়ে বাবার সাথে গল্প কর গিয়ে। শুধু কালকের দিনটাই তো? পরশু তো চলে যাবে। নয়না আবার বলল।

ছোটবেলায় এতটা বুঝত না অন্তু। আজকাল বাবাকে ও বাবার ঘর ছেড়ে যেতে খুব কষ্ট হয় অন্তুর। মন খারাপ করে খুব। মা যে কেন এখানে থাকতে চান না!

বাজার ছিল। তা সত্বেও অরিন্দম আবার মাছ তরকারী নিয়ে এসেছে। নয়নাই ঝট্‌পট্ মাছ কেটে রান্না করে নিল।

এদিকের গরমটা অদ্ভুত। সহ্য করা যায় না। নয়না সব কাজ শেষ করে, আর একবার চান করে নিল। তারপর রঘুকে বলতে এল ভাত বসিয়ে দিতে।

রঘু কিছু রান্না করছিল। নয়না জিজ্ঞেস করল আবার কি রান্না হচ্ছে?

রঘু এক গাল হেসে বলল, স্যুপ বানাচ্ছি মেমসাহেব। সাহেব বললেন বানাতে। দিদি আর দাদাবাবু খাবেন।

ঠিক আছে বানাও। মনে আছে তো কি করে বানাতে হয়?

স্যুপ কি করে তৈরি করতে হয়, নয়না একদিন শিখিয়ে দিয়েছিল। তাই জিজ্ঞেস করল মনে আছে কিনা।

মনে আছে মেমসাহেব।

ছেলেটা বাঙালী। রান্না অত ভাল না জানলেও মোটামুটি করে। নয়না এসে এবারে একটু পাকাপোক্ত করে দিয়েছে।

ঠিক আছে। হয়ে গেলে ভাত বসিয়ে দিও অন্তুটা তাড়াতাড়ি খায়।

দেব মেমসাহেব।

আজ যেভাবে দেখিয়ে দিলাম, সেভাবেই সাহেবের ঘর পরিষ্কার করবি। কোথাও কোন ধুলোবালি যেন জমে না থাকে।

করব মেমসাহেব।

করব বলেই তো খালাস। এরপর আমি তো আর দেখতে আসব না?

রঘু হাসতে শুরু করেছে। না, মেমসাহেব করব। সাহেবকে জিজ্ঞেস করবেন করি কিনা।

সকালবেলা যা বলেছিলাম মনে আছে?

কি বলেছিলেন মেমসাহেব?

এর মধ্যেই ভুলে গেলি?

আসলে আপনি অনেক কিছু বলেন তো? তাই, ঠিক কোন কথাটার বিষয়ে জিজ্ঞেস করছেন, বুঝতে পারছি না।

কোন ডালে কি ফোড়ন দিবি বলেছিলাম না?

হ্যাঁ মেমসাহেব মনে আছে, মুসুর ডালে কালো জিরে, পেঁয়াজ কুচি, শুকনো লঙ্কা, তেজপাতা।

হ্যাঁ এই তো মনে রেখেছিস। এভাবে মনে করে সব করবি।

মুগ ডালে আদা বাটা দিতে বলেছিলেন তাই না? রঘু জিজ্ঞেস করল।

অরিন্দম কোন কাজে রান্নাঘরে এসেছিল। নয়না আর রঘুর কথাবার্তা শুনে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল।

রঘুকে শেখান পড়ান হচ্ছে। সাহেবের রান্না পরিপাটি করে তৈরী করে দেবার জন্য, রন্ধন শাস্ত্রে শিক্ষা গ্রহণ করছে রঘু।

অরিন্দম একলা মানুষ যা হোক কিছু একটা খেলেই হল। এত পরিপাটি করে রান্না করবার প্রয়োজন কি? বাঙালী বলে কি চিরকাল বাঙালীদের মতই খেতে হবে? মা ঠাকুরমারা যেমন করতেন?

রঘু ছুটিতে গেলে, অরিন্দম নিজেও কখনো কখনো রান্না করে। পেঁয়াজ রসুন টমেটো কেটে, বেশ করে কাঁচা লঙ্কা দিয়ে মাছের ঝোল বানিয়ে ফেলে। সঙ্গে পেঁয়াজ আর শশা কেটে নেয়, ব্যাস, আর কি চাই। অরিন্দমের অমৃত মনে হয়। কখনো বা চাল-ডাল মিশিয়ে সেদ্ধ করে তাতে দু'চামচ ঘি মিশিয়ে নেয়, সঙ্গে দুটো ডিম ফাটিয়ে ভেজে নেয়। ব্যাস এই রান্না আরো বেশী অমৃত মনে হয় অরিন্দমের। কাজেই এত পরিপাটি করে, হিসেব করে রান্না করবার কি প্রয়োজন?

সাহেবকে দেখে রঘু থেমে গেল। নয়নাও অস্বস্তি পেল, রঘুকে যা বলছিল তা অরিন্দম শুনতে পেল বলে।

কিন্তু অরিন্দম এখানে এসেছে কেন? নয়নাকে কি কিছু বলতে চায়? সন্ধ্যেবেলাও অরিন্দমকে দেখে মনে হয়েছিল, কিছু বলতে চায় অরিন্দম।

তাই নয়না এবার সরাসরি জিজ্ঞাসু দৃষ্টি রাখল অরিন্দমের ওপর।

নয়নার আগ্রহ আছে বুঝতে পেরে অরিন্দম বলল, বলছিলাম কি, আরো তিন-চার দিন পরে গেলে হয় না? আগামী রোববারে আমার একটা অফিসিয়াল মিটিং আছে ওদিকে। আমাকেও যেতে হবে। সবাই মিলে একসঙ্গে যাওয়া যেত।

আগামী রোববার মানে আরো পাঁচদিন। আরো পাঁচদিন থাকা সম্ভব নয়। শুক্রবারে

নয়নাকে কলেজে জয়েন করতে হবে।

নয়না বলল, তুমি এস রোববারে। আমরা পরশুই যাব।

অরিন্দম বুদ্ধি করে, একসঙ্গে যাবার পথ একটা বার করল, তাও সফল হল না। অরিন্দমের কোনও অফিসিয়াল কাজ ছিল না। দু'তিন দিনের ছুটি নিয়ে এই ব্যবস্থা করবে ঠিক করেছিল।

অরিন্দম গেলে গাড়ী নিয়ে যেত। দশ বারো ঘণ্টার পথ। নয়নার সঙ্গে খোলাখুলি অনেক কিছু আলোচনা করা যেত। ডিম্পির ক্যারিয়ার সম্বন্ধেও আলোচনা করা যেত। এসব ছাড়া, সবাই মিলে একটু ঘোরাও হত।

নয়না আজকাল এমনভাবে কথা বলে, দ্বিতীয়বার আর কিছু বলা যায় না। একবারে সব নাকচ করে দেয়, অরিন্দমকে অনুরোধ করবার কোন অবকাশ না দিয়ে। খুব গম্ভীর হয়েও জবাবটা দিল না নয়না, অথচ গলার স্বরের দৃঢ়তায়, স্পষ্ট প্রমাণ হল, এই কথার কোন নড়চড় হবে না।

রান্নাঘরের শ্রী-টা অক্ষুণ্ণ রাখিস। রান্নাঘর এটা। এখানে খাদ্যবস্তু পাক করা হয়। আবর্জনা রাখবার জায়গা নয়, এটা মনে রাখিস। নয়না আবার রঘুর প্রতি মনোনিবেশ করল।

আপনি এত চিন্তা করছেন কেন মেমসাহেব? আমি সব ঠিক করে রাখব। রঘু বলল।

ঠিক করে রাখবি? এসে যা দেখেছিলাম তেমন যেন আর না হয়।

হবে না মেমসাহেব, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

অরিন্দম বলবার চেষ্টা করল, ঠিক আছে, পরশুই না হয় যাওয়া যাবে সবাই মিলে।

তার আগে নয়না জিজ্ঞেস করল, তুমি রোববারে ক'টার সময় আসবে? কোথায় উঠবে?

অরিন্দমকে বলবার সুযোগ না দিয়ে নয়না চট করে বলে ফেলল।

গত ছয় সাত বছরে অরিন্দম মাত্র দু'বার গিয়েছিল জব্বলপুরে, দুবারই হোটেলে উঠেছিল। তখন অরিন্দমের রাগ ছিল, তাই হোটেলে উঠেছিল। এখন অরিন্দমের রাগ নেই, এখন অরিন্দম অন্য কোথাও উঠতে যাবে কেন? কিন্তু নয়না, অরিন্দম কোথায় উঠবে জিজ্ঞেস করবে কেন? অরিন্দমের মন খারাপ হয়ে গেল। দেখি কি করি বলে চলে এল।

খেতে বসে অন্তু আব্দার করল, বাবা জোক্স বলো!

না আজ ভাল লাগছে না। অরিন্দম অনিচ্ছা প্রকাশ করল।

অরিন্দমের চেহারায় বিমর্ষ ভাব দেখে নয়না চিন্তায় পড়ল, অরিন্দমের কি মন খারাপ? নয়না আর অরিন্দমের সম্পর্ক যেমনই হোক, অরিন্দমকে হাসিখুশী না দেখলে নয়নার ভাল লাগে না। নিজেকে অপরাধী মনে হয়।

নয়নাই একটা পুরনো জোক্স মনে করে বলতে শুরু করল, উদ্দেশ্য বাচ্চাদের সঙ্গে অরিন্দমও যাতে একটু সক্রিয় হয়ে ওঠে।

নয়না শুরু করতে না করতেই অন্তু বলল, সেই পুরনো জোক্স মা। প্যারিসের ডিনারে নেহেরুজীর চামচ চুরি করা, এটা শুনব না। অন্য জোক্স বল।

অন্তুর বলবার ধরনের অরিন্দমও সামান্য হাসল।

ডিম্পি, স্যুপ মুখে দিয়ে বলল, ভাল হয়নি, তুমি বানালে না কেন মা?

নয়না সামান্য চেখে বলল, ভাল হবে না কেন? বেশ ভাল হয়েছে। ফলে দাঁড়িয়ে থাকা রঘুর কালো মুখ খানিকটা উদ্ভাসিত হল।

কর্ণ ফ্লাওয়ার আর মাখনের পরিমাণ সামান্য বেশী হয়েছে। তা নাহলে ঠিক ছিল। নয়না আবার বলল।

ডিম্পি চামচে নিয়ে দেখাল, দেখ, একদম ভাতের মাড় মনে হচ্ছে।

নয়নার স্বভাবটাই এমনি, কাউকে আঘাত দিতে চায় না। ডিম্পির কথায় রঘুর মন খারাপ হতে পারে ভেবে নয়না আবার বলল, একটু পাতলা করলে তোর স্যুপ অপূর্ব হতরে রঘু!

আমি বানাতে চাইলাম, না, শ্রীমান বললেন, ওনার নাকি এই বিদ্যে খুব ভাল করে রপ্ত হয়েছে, তাই আমি আপত্তি করলাম না। অরিন্দম বলল।

তুমি স্যুপ বানাতে পার বাবা? অন্তু জিজ্ঞেস করল।

আমি পারি না মনে করিস নাকি? কাল, মিক্স ভেজিটেবিল স্যুপ বানাব। খেয়ে দেখিস, তারপর বলিস কেমন হয়েছে।

আলু ফুলকপি দিয়ে বড় মাছের ঝোল রেঁধেছে, তা সত্বেও ছোট মাছের চচ্চড়িও একটু রেঁধেছে নয়না। কারণ, অরিন্দম ছোট মাছের চচ্চড়ি খেতে খুব ভালবাসে।

তোর স্যুপ ভাল না হোক, আজকের ডালটা কিন্তু দারুণ হয়েছে রঘু। অরিন্দম ডাল আর পোস্ত বড়া দিয়ে খেতে খেতে বলল।

অন্তু বলল, বাবা রঘু এখানে নেই, ভেতরে গেছে।

অরিন্দম বুঝি অন্যমনস্ক হয়ে খাচ্ছিল, তাই রঘু সামনে নেই খেয়াল করেনি।

ওহ, নেই বুঝি, এলে বলতে হবে ওর ডালটা খুব সুন্দর হয়েছে। ওর স্যুপ ভাল হয়নি বলে তোরা ওর মনে কষ্ট দিল।

ওকে খুশী করবার জন্য মিথ্যে বলবে তুমি? ডাল ভাল হয়েছে?

না, এটা মিথ্যে নয়, ডালটা সত্যি অপূর্ব হয়েছে। তোরা ডাল খাচ্ছিস না কেন, খেয়ে দেখ! আমার মনে হচ্ছে সব ভাত ডাল দিয়েই খেয়ে নিই। কিন্তু তা তো করা যাবে না। এই জিনিষটাও আমার অত্যন্ত প্রিয় জিনিষ, বলে চচ্চড়ির বাটিটা পাতে ঢেলে নিল অরিন্দম।

মুখে সামান্য দিতেই অরিন্দম আবার আনন্দ মিশ্রিত স্বরে চেঁচাল, আরে বাহ্ঃ! এও যে দেখছি অপূর্ব হয়েছে। নে তোরাও খা, খেয়ে দেখ, আজ রঘু সত্যিই অদ্ভুত সুন্দর রান্না করেছে।

অন্তু বলল, এত ছোট মাছ খেলে আমার গলায় কাঁটা লেগে যাবে। ডিম্পি বলল, ফ্রাই হলে খেতাম। অত তেল মসলা আমি খাই না।

আরে, এসব অন্য মসলা নয় রে, সর্ষে। এর ঘ্রাণটাই আলাদা। এর গন্ধেই অর্ধেক খাওয়া হয়ে যায়।

রঘু প্লেটে গরম ভাত নিয়ে এল।

ভাত পরে দিবি, আগে শোন তোর আজকের রান্না ফার্স্টক্লাশ হয়েছে। কোন বিখ্যাত নামী দামী হোটেলের কুকও তোর কাছে হেরে যাবে। তোর ডাল আর মাছের চচ্চড়ি আনোখা হয়েছে।

অন্তু বলল, বাবা, নামী-দামী হোটেলে এসব পাওয়া যায় না। ডাল ফ্রাই, ফিস ফ্রাই পাওয়া যায়।

তাই তো বলছি, ডাল ফ্রাই ও ফিস ফ্রাইয়ের সঙ্গে এসবের তুলনা হয় না।

নয়না মনে মনে খুশী হল, অন্যদিক দিয়ে না হোক, খেয়ে তো তৃপ্তি পাচ্ছে অরিন্দম!

অরিন্দম বাঁ হাত দিয়ে রঘুর পিঠ চাপড়ে বলল, সত্যিই রঘু খুব ভাল রেঁধেছিস তুই।

রঘু নিজের প্রশংসা শুনে বিব্রত বোধ করছিল, অরিন্দমের পিঠ চাপড়ানিতে আর স্থির থাকতে পারল না, বলল, আমি আজ রাঁধলাম কোথায় সাহেব? সব তো মেমসাহেবই বানালেন।

অরিন্দমের আনন্দ একটু থিতিয়ে গেল। নয়নার দিকে এক পলক চেয়ে বলল, ওহ!

বাবা আজ তোমার মাথার ঠিক নেই। উল্টোপাল্টা কাজ করছ।

উল্টোপাল্টা আবার কি? যেই রাধুক, রান্না ভাল হয়েছে তাই বললাম। কেউ ক্রেডিট নিতে চাক বা না চাক।

অরিন্দম সামান্য গম্ভীর হয়ে বলল, আমরা খেতে বসেছি বলে কি শুধু খাবার গল্পই হবে? ডিম্পি তোর কথা বল, তোর জীবনের লক্ষ্য কি? মানে তুই কি পড়তে চাস? এর পর কি পড়বার ইচ্ছে তোর?

ইচ্ছে আবার কি? এনট্রান্স পরীক্ষা দেব, তারপর চান্স পেলে পড়ব।

সব রকম পরীক্ষা দিস। তবেই না সব জায়গায় সুযোগ পাবার চান্স থাকবে?

কি বলছ বাবা? আমি এখন সারা দেশ ঘুরে ঘুরে পরীক্ষা দেব নাকি? এত কষ্ট করতে পারব না আমি।

কষ্ট কিসের? আমি তোকে নিয়ে যাব, যেখানে যেখানে পরীক্ষা হবে সব দিবি তুই।

শুধু পরীক্ষা দিলেই তো হবে না বাবা, আমায় তৈরী হতে হবে। এত সব পড়তে গেলে আমার মাথা গুলিয়ে যাবে।

ঠিক আছে অত না দিলি, মেইন মেইন কয়েকটা তো দিবি? আজকাল অনেক ধরনের প্রফেশনাল লাইন আছে। সবচেয়ে প্রথমে আই. আই. টি.-র পরীক্ষা তো দিবিই।

না, বাবা, ইঞ্জিনিয়ারিং আমার ভাল লাগে না। তার চাইতে সাধারণ লাইন ভাল। মাস্টার ডিগ্রী নিয়ে কিছু করা যাবে।

সাধারণ লাইনে গেলে কোন লাভ হয় না রে? অবশ্য তোর যদি সেরকম কোন এইম না থাকে তাহলে আলাদা কথা।

বললাম তো বাবা পরীক্ষা দেব, তবে শুধু ম্যাডিকেলের জন্যই।

নয়না এখানে কোন মন্তব্য করতে চায় না। অরিন্দম, ডিম্পি অন্তুর সঙ্গে কোনও বিষয়ে আলোচনা করলে, নয়না কোন মন্তব্য করে না। এই ব্যাপারে, অরিন্দমের পিতৃত্বকে ছাড়

দিয়েছে। অরিন্দম, ছেলেমেয়ের সঙ্গে যেমন ভাবে আলোচনা করতে চায় করুক। নয়না কোথাও বাধা দেবে না। অরিন্দমেরও অধিকার আছে, নিজের সন্তানদের সাথে ওদের ভবিষ্যৎ নিয়ে কথাবার্তা বলবার। ডিম্পির ব্যাপারটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অবশ্যই এই বিষয়ে আলোচনা করবে অরিন্দম।

ধ্যাৎ, তখন থেকে শুধু একটার পেছনেই পড়েছিস কেন বলত? তোর মাথা ভাল। যে কোন পরীক্ষাতে বসতে পারিস তুই। সেকথাই বলছি আমি।

বাবা শুধু বসলে হয় না, মাথা থাকলেও খাটতে হয়। তাই আমি স্থির করেছি একটা পরীক্ষাই দেব, তাই এক জায়গাতেই খাটব। হলে হবে, না হলে না হবে।

এমন একরোখা পানা করছিস কেন বলত? অন্য কোনও চান্স নিবি না? অরিন্দম বিরক্ত হল।

আমার ইচ্ছে নেই বাবা।

কি ইচ্ছে নেই? কিসের ইচ্ছে নেই? আজকাল, কেউ শুধু একটা পরীক্ষা দিয়ে বসে থাকে না। বর্তমান যুগ হল প্রতিযোগিতার যুগ। তাই সবাই চেষ্টা করে, প্রয়াস জারি রাখে। এক জায়গায় বিফল হলে, অন্যত্র সফল হবার প্রয়াস।

বাবা, দিদি ধরেই নিয়েছে ও ডাক্তার হয়ে যাবে। অন্তু মন্তব্য করল।

ধরে নিলে তো হল না। লাক ফেবার না করলে কারো কিছু হয় না।

হ্যাঁ বাবা, লাক্। আমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন থাকলে আমার হবে, নচেৎ নয়।

তুমি এমন করছ কেন বলত? খুব রাগত স্বরে অরিন্দম বলে উঠল।

নয়না, ডিম্পি, অন্তু তিনজনেই মনে করছে অরিন্দমের এই রাগ ডিম্পির ওপর এবং কথাটা ডিম্পিকেই বলেছে। কিন্তু অরিন্দমের বিরক্তিপূর্ণ দৃষ্টিটা নয়নার ওপর স্থির থাকায়, তিনজনেই বুঝল অরিন্দমের রাগ নয়নার ওপর। নয়না এক পলক চেয়ে দৃষ্টি সরিয়ে নেবার পর, আরেকবার ব্যাপারটার সত্যতা যাচাই করল।

দিস ইজ টু মাচ। সব কিছুর একটা সীমা থাকে। এবারেও নয়নাকে উদ্দেশ্য করেই কথাটা বলল অরিন্দম।

নয়না নিঃশব্দে খাচ্ছিল। হঠাৎ নয়নাকে এভাবে আক্রমণ করবার কোন কারণ খুঁজে পেল না নয়না।

অনেকের অনেক অহংকার দেখা যাচ্ছে। বলে অরিন্দম খাবারের প্লেট ঠেলে সরিয়ে রাখল।

নয়না বুঝে উঠতে পারছে না কি করল নয়না। তাই খুব অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, কি করলাম আমি?

কি করনি তুমি? আবার বলছ কি করলাম।

আশ্চর্য, বলবে তো কি করেছি!

প্রচণ্ড রেগে উঠেছে অরিন্দম বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু রাগের কারণ কি? নয়নাকে দোষী বানিয়ে এমন করবার মানে কি?

অরিন্দম উঠে দাঁড়াল কেন, অরিন্দম আর খাবে না? অর্ধেক খাওয়া ছেড়ে উঠবে কেন? নয়না খুব বিচলিত বোধ করতে শুরু করল। খুশী মনে খাচ্ছিল অরিন্দম, এখন রাগ করে, অর্ধেক খাওয়া ছেড়ে উঠলে নয়নার খুব খারাপ লাগবে।

নয়না শান্ত স্বরে বলল, বোস, খেয়ে নাও।

বাবা, মা কি করেছে? মাকে এমন করছ কেন? অন্তু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল।

ডিম্পির মনে হচ্ছে, নিশ্চয় কোন মারাত্মক ঘটনা ঘটেছে। যার জন্য বাবা এত রেগে উঠেছে। কিন্তু ঘটনাটা কি বুঝতে পারছে না ডিম্পি।

রাগে রক্তবর্ণ হয়ে উঠেছে অরিন্দমের চেহারা।

প্রেসার বেড়ে যায়নি তো? নয়না ভীষণ ঘাবড়ে গেল। নয়না জানে, নয়না নির্দোষ। কিন্তু অরিন্দমের মধ্যে এই অদ্ভুত ক্রোধের সৃষ্টি যখন তাকে কেন্দ্র করে হয়েছে, তখন পরিস্থিতি সামলাতে হবে তাকেই।

মাপ চাইছি আমি। আমার অন্যায় হয়েছে। এবারে খেয়ে নাও। নয়না অভিমান চেপে বলল।

ডিম্পি অন্তু আশ্চর্য হয়ে মায়ের দিকে চাইল। মা হঠাৎ মাপ চাইবেন কেন? কি অপরাধ মায়ের?

অরিন্দম তবুও স্বাভাবিক হল না। চেয়ারের মাথায় বাঁ হাত রেখে, এঁটো হাতটা শূন্য ঝুলিয়ে রেখে, ভীষণ রাগান্বিত চেহারাটা নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

পায়ে হাত রেখে ক্ষমা চাইতে হবে কি? অরিন্দমকে স্বাভাবিক করবার জন্য নয়না আবার বলল।

বাবা তুমি না খেলে আমরা কেউ খাব না। আমার খুব খিদে পেয়েছিল, তবুও খাব না। ডিম্পি এখন বড় হয়েছে, তাই বুদ্ধি করে বলল কথাটা। যদি বাবা শান্ত হন।

বাবা খাও না! এমন কেন করছ? অন্তুও একটু কাঁদ কাঁদ স্বরে, বাবাকে শান্ত করবার প্রক্রিয়া ব্যবহৃত করল।

হঠাৎই নয়নার ওপর খুব রেগে গিয়েছিল অরিন্দম, কিন্তু কি কারণে সেটা বুঝতে পারছে না অরিন্দম। নয়না ক্ষমা চাইবে বলেও ভাবেনি। যাই হোক, নয়নার মাপ চাওয়ায় রাগ একটু হ্রাস পেল। সঙ্গে ডিম্পি অন্তুর আকুতি ভরা অনুরোধ। অরিন্দম আবার চেয়ারে বসে খাবারের প্লেট কাছে টেনে নিল।

নয়নার ভয়ানক কষ্ট হচ্ছিল। আচমকা, বিনা কারণে এভাবে অপমান করবার মানে কি? নয়না নিজের অপমান ও অবহেলা সহ্য করতে পারে না। সেজন্যেই কঠিন পথে পা বাড়িয়ে দূরে সরে গেছে।

লোকের কাছে অপমানিত হবার মত কোন কারণ রাখে না নয়না। অরিন্দমের এখন নয়নাকে অপমান করবার কোন কারণ ছিল কি? তবুও কেন অপমান করল?

যাই হোক আপাতত রাগ কমেছে। হয়ত ক্ষমা চাইল বলেই অরিন্দম স্বাভাবিক হল। কিন্তু বিনা কারণে মাপ চাইতে হলো বলে কান্না পাচ্ছে নয়নার। কোন মতে ভাত নাড়াচাড়া

করে বসে রইল। এখন হঠাৎ উঠে গেলে, অরিন্দমের মধ্যে অন্য কোন প্রতিক্রিয়া হতে পারে। তাই সবার খাওয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত বসে রইল নয়না।

অরিন্দমের ওপর প্রচণ্ড অভিমান হলেও, নয়না মনে মনে অরিন্দমের রাগের কারণ খুঁজছিল।

ডিম্পিকে সব কটা পরীক্ষায় বসবার কথা বলছিল অরিন্দম। ডিম্পি বাবার কথায় রাজী হচ্ছিল না। বার বার বলছিল ও শুধু একটা পরীক্ষা দেবে। ডিম্পির অবাধ্যতায় অরিন্দম রেগে গেছে। রাগ করাটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। কিন্তু রাগটা ডিম্পির ওপর বর্ষণ না করে নয়নার ওপর বর্ষণ করা হল কেন? নয়না কোন মন্তব্য করা তো দূরের কথা, চোখ তুলেও তাকায়নি। নিঃশব্দে নিজের পাতের দিকে চেয়ে খাচ্ছিল নয়না। এটাই কি অপরাধ?

অরিন্দম হয়ত চাইছিল নয়নাও কিছু বলুক। অরিন্দমের কথার সাথে কথা মিলিয়ে ডিম্পিকে রাজী করাক। এই কি? আন্দাজে মনে হল, রেগে যাবার এটাই হয়ত কারণ।

তাই সামান্য মুখ খুলল নয়না, নেপথ্যেই।

আজকাল ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার অনেক ধরনের সুবিধা হয়েছে ঠিক, কিন্তু সঙ্গে ছেলেমেয়ের নিজস্ব পছন্দ অপছন্দও আছে। কারো যদি শুধু একদিকে উৎসাহ ও আগ্রহ থাকে, তাকে জোর করে দশ রকমের পরীক্ষা দেবার জন্য বাধ্য করা যায় না। কিরে ডিম্পি? তোরও এই মত তাই নয় কি?

হ্যাঁ মা সেরকমই ভাবছি আমি। শুধু মেডিকেলের পরীক্ষাগুলো দেব। সেটাই বোধহয় আমার জন্য ভাল হবে।

ঠিক আছে তোর মতামতটা জানলাম, বুঝলাম। কিন্তু তোর বাবা যখন চাইছেন, আরো কয়েকটা পরীক্ষাও না হয় দিস।

মা তুমিও বলছ এমনি?

কাজে লাগলে লাগল, না লাগলেও ক্ষতি তো হবে না কিছু। তাছাড়া পরীক্ষা যত দিবি, তত তোর অভিজ্ঞতা বাড়বে।

সকলের খাওয়া শেষ হলে নয়নাও উঠে পড়ল। রঘুকে সব গুছিয়ে রাখতে বলে ভেতরে চলে গেল।

ডিম্পি বলল, মা তুমি খেলে না কেন? রাগ করলেন বাবা আর খাওয়া হল না তোমার।

নয়নার রাগের কারণ ডিম্পি বুঝবে না। তাই বলল, যতটা খেতে পেরেছি খেয়েছি।

অরিন্দমের এখন অনুশোচনা হচ্ছে। অযথা, অকারণে, বোকার মত নয়নার ওপর চোটপাট দেখাল। হঠাৎ নয়নাকে এভাবে অপদস্থ করল কেন নিজেরই অবাক লাগল অরিন্দমের। আসলে সকাল থেকে বহুবার চেষ্টা করেছে অরিন্দম নয়নার সঙ্গে সহজ হতে, স্বাভাবিক ভাবে কথা বলতে, কিন্তু নয়না কোন না কোন কায়দা করে অরিন্দমকে এড়িয়ে সরে পড়েছে। সেজন্যে অরিন্দম ভেতরে ভেতরে নয়নার ওপর ক্ষিপ্ত ছিল। নয়না অরিন্দমকে একটু সহযোগিতা করলে অরিন্দম রাগ করত না। নয়না অরিন্দমের কথায় নাক গলাতে চায়নি। কারণ, ডিম্পির ভবিষ্যতের বিষয়ে একটা নির্দিষ্ট নির্ণয় নিশ্চয় নেওয়া হয়ে গেছে। নয়না ডিম্পিকে এতটা বড় করেছে, এরপর ডিম্পি কি পড়বে, না পড়বে, নিজের বুদ্ধি

বিবেচনা দিয়ে তার একটা পরিকল্পনা নিশ্চয় করে রেখেছে। অরিন্দম ছেলেমেয়ের পড়াশোনার ব্যাপারে কোনদিনও নাক গলায়নি, ছেলেমেয়ের মানসিকতা কেমন তাও জানে না। তাই হঠাৎ করে উপদেশ দিতে যাওয়াটা তো বোকামী। নয়না তার মতন করে সব কিছু ঠিক করে রেখেছে বলে, অরিন্দমের উপদেশের প্রতি কোন মন্তব্য না করে নিঃশব্দে শুনেছে শুধু।

সাহেব উঠুন! অরিন্দম একলা, শূন্য প্লেট নিয়ে বসে রয়েছে দেখে, রঘু অরিন্দমকে উঠতে বলল।

হ্যাঁ উঠছি! অরিন্দম অন্যমনস্কতা ভেঙ্গে উঠল।

ব্যাপারটা খুব খারাপ হল। বিনা অপরাধে নয়না অরিন্দমের কাছে মাপ চাইল। মাপ চাওয়া উচিত ছিল অরিন্দমের। এমন তো নয় যে এখন বিছানায় গিয়ে নয়নাকে পেয়ে জড়িয়ে ধরে, অরিন্দম নিজের অপরাধ স্বীকার করে মাপ চেয়ে নেবে। নীরবে রাগ করেছে নয়না। নীরবে অরিন্দমের দুর্ব্যবহারের প্রতিবাদ করছে। কিন্তু কেন? না হয় আজ অরিন্দমের সঙ্গে ঝগড়াই করত নয়না।

পরদিন সকালবেলা অরিন্দমের মনটা ভীষণভাবে ভেঙ্গে দিয়ে ডিম্পিরা চলে গেল। অরিন্দম নিজের ইচ্ছেতে জোর করেই স্টেশনে গেল। অরিন্দমের মনে হল, স্টেশনে না গেলেই নয়না খুশী হত।

এই বিদায়ের দিনটিতে নয়নারও খুব খারাপ লাগে। নিজের জন্য নয়, অরিন্দমের জন্যেই খারাপ লাগে। আবার একবছরের জন্য অরিন্দম একা হয়ে যাবে। একা থাকবে।

মাঝে মধ্যে এস, ডিম্পি অন্তু খুশী হবে। ট্রেনে ওঠার সময় নয়না বলল। এই কথাটা আজকাল বলে নয়না। এবার অতিরিক্ত একটা লাইন যোগ করল। তোমার হয়তো কষ্ট হয়, এত দূরে আসতে, তবুও এস। ডিম্পি অন্তুর সাথে মিলিত হলে তোমারও ভাল লাগবে।

অরিন্দম অন্যান্য বারের মত এবারেও কোন জবাব দিল না। তবে এবারে একটা হাহাকার বোধ, অরিন্দমকে খুব অসহায় করে তুলল। নয়না কি নিজের জন্য কখনো ডাকবে না অরিন্দমকে? তার কাছ থেকে কখনো সাহায্য চাইবে না? নয়না বলতে পারত না, তুমি ডিম্পির পরীক্ষার সময় এস, আমি একা পারব না।

অরিন্দম ঠিক করে রেখেছিল, নয়না যাবার আগে, মাপ চেয়ে নেবে। কিছু মনে করো না নয়না, রাত্রিবেলা আমার মাথার ঠিক ছিল না, আমি কি বলতে কি বলে ফেলেছি তোমাকে। এইটুকুন বলবে ভেবেছিল। কিন্তু শুধু ভাবাই সার। নয়নার সামনে মুখ খুলতে পারল না।

জব্বলপুরে ফিরে এসে, আবার গতানুগতিক জীবনে অভ্যস্ত হয়ে গেল নয়নারা। ডিম্পি অন্তুর পরীক্ষা না হওয়া পর্যন্ত নয়না ব্যস্ত রইল। ওদের পরীক্ষা সমাপ্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে নয়না গৌহাটিতে, পুরনো বান্ধবী সুলেখার কাছে চিঠি দিল। নয়নার জন্য একটা ছোট ফ্ল্যাট ঠিক করে দেবার জন্য লিখল।

অরিন্দম এবার একবার এলোও না। কোন চিঠিপত্রও দেয়নি। নয়না, ডিম্পি অন্তুকে দিয়ে মাঝে মাঝে ফোন করে খবর নিয়েছে।

শুধু টাকা পাঠানোর কর্তব্য ছাড়া, অন্য কোন কর্তব্য সম্বন্ধে ইচ্ছাকৃত অসচেতন থাকতে

চাইল বোধহয় অরিন্দম। নয়না অরিন্দমের ঘর থেকে ফিরে এসে খুব আশা করেছিল, অরিন্দম এবার নিজের পরিবর্তিত বেশে জব্বলপুরে আসবে। শুধু ডিম্পি অন্তুর কাছে নয়, নয়নার কাছেও আসবে অরিন্দম। নয়নার এই ধারণাই হয়েছিল এবার। কিন্তু নয়নার এই ধারণা সত্য হল না।

ডিম্পি অল ইণ্ডিয়া লেভেলের সব কটা এন্ট্রান্স পরীক্ষা দিচ্ছে। মধ্যপ্রদেশ, পশ্চিমবাংলা, আর আসাম এই তিন রাজ্যে, রাজ্য স্তরে পরীক্ষা দেবার যোগ্যতা থাকায় এই রাজ্যের পরীক্ষাগুলোও দেবে।

পশ্চিমবঙ্গ ও আসামের পরীক্ষা দুটো ছাড়া বাদ বাকী সব পরীক্ষার কেন্দ্র জব্বলপুর নির্বাচিত করা হয়েছিল বলে, আর অন্য কোথাও নিয়ে যেতে হল না ডিম্পিকে। জব্বলপুরেই সব কটা পরীক্ষা দিল। তারপর কলকাতার পরীক্ষাটা দিয়ে দিলে গৌহাটি চলে যেতে পারবে নয়না। ডিম্পির গৌহাটির পরীক্ষাটা হয়ে গেলে নয়না নিজের কাজ করবে।

বহু বছর পর গৌহাটি এল নয়না। এত বিস্তৃত হয়ে ছড়িয়ে গেছে শহরটা, তাই পরিচিত শহরটা যেন আর চেনাই যাচ্ছে না। এত মানুষ এই শহরে আস্তানা গেড়েছে ভাবাই যায় না। চারদিকে লোকজনের গিজ গিজ ভীড়, অজস্র দোকানপাট, উঁচু উঁচু বহুতল বাড়ী, মাত্র কয়েক বছরে, এই শহরের এত আমূল পরিবর্তন হবে কল্পনা করেনি নয়না।

মায়ের বাড়ীতেই উঠল প্রথমে। ডিম্পির পরীক্ষার পর দিন, দুজনকে মায়ের কাছে রেখে সুলেখার বাড়ীতে গেল নয়না ফ্ল্যাট দেখতে। সুলেখার স্বামী শ্রীধরবাবু, দুটো ফ্ল্যাট ঠিক করে রেখেছিলেন। দুটো ফ্ল্যাটই দেখাল নয়নাকে।

সুলেখা বলল, দেখ তোর পছন্দ হয় কিনা। তুই যেরকম খুঁতখুঁতে।

শহরের বাইরেও কাতারে কাতারে বাড়ী ঘর হয়েছে। তারই ফাঁকে ফাঁকে ফ্ল্যাট রূপে এই আবাসস্থলের নির্মাণ হয়েছে। এই জায়গাগুলো এককালে শহরের বাইরে অবাঞ্ছিত জঙ্গল ছিল। এখন এই স্থানসমূহ শহরে গুরুত্বপূর্ণ এলাকা রূপে পরিগণিত হচ্ছে। মানুষ কোনও স্থানকে পরিত্যক্ত বা অপ্রয়োজনীয় ভাবতে চাইছে না আজকাল। যেখানে, যেমন জমি হোক, মানুষ নিজের স্বার্থে কাজে লাগাচ্ছে। যে স্থানসমূহ আগে শহরের কিনারা বা সীমানা ছিল, সেই স্থানসমূহ এখন শহরের মধ্যস্থলে পড়ছে যেন। দুটো বাড়ীই নতুন, ছোট তিন কামরার ফ্ল্যাট। কোন কারণে বিক্রি করে দিতে চান মালিক। নয়না আর দেরী করল না। দুটোর মধ্যে যেটা অপেক্ষাকৃত আধুনিক ডিজাইনের মনে হল, কাগজপত্র সব রেডী করে সেটা কেনার ব্যবস্থা করে ফেলল।

শ্রীধরবাবু নিজে একজন উকিল, তাই কাজটা শীঘ্রই হয়ে গেল।

আইনের সব কাজ সেরে... শ্রীধরবাবু নয়নাকে চাবি দিয়ে দেবেন। এখন থেকে নয়না ছোট তিন কামরার একটা ফ্ল্যাটের মালিক। ভাবতে অবাক লাগলেও ব্যাপারটা সত্য। তাই কেমন যেন রোমাঞ্চ লাগছিল নয়নার। নয়না একলা কখনো, কোন কিছুর মালিক হবে বলে কল্পনা করেনি কখনো।

সুলেখার বাড়ীতে বসে চা খাচ্ছিল নয়না। চা খেতে খেতে, শ্রীধরবাবুকে ধন্যবাদ জানাল।

আপনি এত করলেন শুধু ধন্যবাদ জানালে খুব কম জানানো হবে।

বাহ, আর কি জানাবেন? আমি একটি বাড়ী ঠিক করে আপনাকে খবর দিলাম। আপনার পছন্দ হল, তাই কিনে নিলেন। এখানে আমার তেমন কোন ক্রেডিট নেই।

তবুও, আপনার কিছু পাওনা রইল। একটা ভাল উপহার দিতে হবে আপনাকে।

আবার উপহার দিতে যাবি কেন নয়না? তুই কি মনে করিস তোর এই কাজটা করায় ওর কোন লাভ হয়নি? নিজের কমিশন ঠিকই আদায় করে নিয়েছেন উকিলবাবু। সুলেখা বলল।

এই! এই! এসব কথা আসছে কেন? শ্রীধরবাবু স্ত্রীর কথার প্রতিবাদ করলেন।

এসব কথা আসছে কেন আবার কিঃ? তুমি কি তোমার ভাগ নাওনি?

তা, এখন মালিক খুশী হয়ে যদি কিছু দিতে চান আমি নিতে অস্বীকার করব কেন?

তাহলে শুধু নয়নার জন্য তো তুমি কিছু করনি? আর তা যদি করতেও, তুমি কোন প্রতিদান চাইতে পার না।

ছিঃ ছিঃ, প্রতিদান চাইব কেন? একটা কেন, তোমার বন্ধুর জন্য হাজারটা কাজ করে দিতে পারি আমি। উনি উপহারের কথা ঘোষণা করলেন কিনা, সেজন্যেই আমি উৎসুক হয়ে উঠেছিলাম। মানে, উপহারটা কিভাবে দিতে চান উনি, সেটাই জানতে চাইছিলাম। কাইণ্ডে? ক্যাশে? না অন্য কিছু...।

কথা শেষ না করে শ্রীধরবাবু নয়নার ওপর কৃত্রিম মুগ্ধ দৃষ্টি রাখলেন।

এই সুলেখা তোর সামনে এমন করবেন কেন তোর বর? নয়নাও কৃত্রিম রাগ নিয়ে বলল।

সুলেখা হাসতে শুরু করল। বলল, তুই কি দিয়ে কাৎ করলি তুই জানিস।

শ্রীধরবাবু হাতজোড় করে বললেন, অপরাধ হলে মার্জনা চাইছি। একটু ঠাট্টা করছিলাম।

না, না, সেকি রাগ করব কেন?

তাহলে আপনি খুশী তো?

হাণ্ড্রেড পার্সেন্ট শ্রীধরবাবু।

তাহলে এই নিন চাবি ধরুন। শ্রীধরবাবু নয়নার দিকে চাবি বাড়িয়ে দিলেন।

নয়না চাবি হাতে নিয়ে ধন্যবাদ জানাল।

তাহলে খাওয়ার ব্যাপারটা কখন হবে?

আগে আমি ঘরে যাই, ঘরে বাস করতে শুরু করি, তারপর ওসব হবে।

সে আপনার যেমন খুশী, তবে হয় যেন। আমি একটু পেটুক আছি জানেন তো।

সে দেখা যাবে আপনি কত খেতে পারেন। নয়নাও হেসে জবাব দিল।

সুলেখা জিজ্ঞেস করল তুই কি এখানে থাকবার জন্য এই ঘর কিনেছিস?

আর কিসের জন্য কিনব?

তুই এত ছোট ঘরে থাকতে পারবি? শুনেছি তোর স্বামীর ব্যাপার স্যাপার সব আলাদা।

বিরাট বাংলো তোদের।

কি যে বলিস না সুলেখা, না পারার কি আছে। তুই কি শুনেছিস না শুনেছিস, জানি না। ঘর নিয়েছি থাকবার জন্যেই।

সত্যিই নয়না? আমি মনে করেছিলাম বড়লোকের শৌখিনতা তোর এসব। আজকাল বড়লোকরা তো এই করে, এক এক শহরে, এক একটা ফ্ল্যাট কিনে রেখে দেয়।

তাই বুঝি, তাহলে তুই কোন কোন শহরে কটা ফ্ল্যাট করলি আগে বল? তাছাড়া, আমায় হঠাৎ বড়লোকদের সঙ্গে তুলনা করছিস কেন? সেটাও বুঝতে পারছি না।

তোকে কি জানিনারে নয়না? তোর শ্বশুরমশায় তো বিরাট লোক ছিলেন। মানে, গুণে, আর্থিক ক্ষমতায়, সব দিক দিয়ে বিখ্যাত ছিলেন উনি।

তোর স্বামীও তো শুনেছি বিরাট চাকুরে। তাই বিলাসব্যাসনে জীবন কাটানোই স্বাভাবিক তোদের জন্য।

আচ্ছা, এখন ওসব কথা বাদ দে তো। দেখছেন তো আপনার স্ত্রীকে? কে কত অঢেল সম্পত্তির মালিক তার হিসেব করছে। আরে বাবা, সব চাইতে আগে শ্রীধর উকিলের কত টাকা সেটা হিসেব করুক না সুলেখা!

ধ্যাৎ, উকিল মানুষের আবার টাকা হয় নাকি। শ্রীধরবাবু লজ্জা মিশ্রিত স্বরে বললেন।

তাহলে কি হয় শ্রীধরবাবু?

মিথ্যে দিয়ে কেনা হয় কিনা, তাই ওসব টাকা নয়, ওসব ঢাকা, মানে ঢেকে রাখা হয়। গোপনে।

নয়না হাসতে হাসতে বলল, তার মানে, আপনাদের টাকার হিসেব শুধু আপনারই জানবেন। কাউকে জানতে দেবেন না।

এই, তার মানে স্বীকার করছ, মিথ্যা বলা ছাড়া আর অন্য কোন গুণ নেই তোমার! সুলেখাও এবারে স্বামীকে খোঁচা দিল।

দেখছেন আপনার বান্ধবীকে? আমি যেন শুধু মিথ্যেই বলি।

নয়না একটা রফা করে দেবার উদ্দেশ্যে বলল, প্রয়োজনে বলেন, এমনি বলেন না।

শ্রীধরবাবু হাসলেন, কি করব বলুন আমার পেশাটাই এমনি।

এবারে শুনুন, আপনাদের কাছে আমার আর একটা আর্জি আছে। যদি কিছু মনে না করেন, তাহলে সেটা পেশ করতে পারি কি?

বিনা দ্বিধায়। বলুন না কি বলবেন?

বল না নয়না কি বলতে চাস, অত সংকোচ করছিস কেন? সুলেখাও বলল।

তোরা কিছু মনে করবি না তো?

বলত কি বলতে চাস!

আসলে আমার ছেলেকে এখানে ভর্তি করতে চাই, যদি ভাল কোন স্কুলে ওর ভর্তির ব্যবস্থা হয়, মানে, শ্রীধরবাবু আপনি যদি এই ব্যাপারে কোন সাহায্য করেন খুব ভাল হয়। নয়না ইতস্ততঃ ভাব নিয়ে বলল।

কিরে? ছেলেকেও এখানে পড়াবি? সত্যিই থাকবি এখানে? সুলেখা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল।

হ্যাঁরে, ভাবছি এদিকে কিছুদিন বাস করব। আমার কর্তা জঙ্গলে বাস করেন বলে, ছেলেমেয়ের পড়াশোনার সুবিধার জন্য কয়েক বছর জব্বলপুরে কাটালাম। এবার এদিকে কিছুদিন থাকি।

কি ধরনের স্কুল হলে ভাল হয়?

নয়না জানাল জব্বলপুরে মিশনারী স্কুলে পড়ত অন্তু। এখানেও সেরকম কোন স্কুল হলে ভাল হয়।

মিশনারি স্কুলগুলোতে চট করে ভর্তি করান যায় না জানেন। ওদের ডিমাণ্ড খুব বেশী।

নয়না বলল, আমার ছেলের রেজাল্ট বরাবরই ভাল।

রেজাল্ট ভাল থাকলেও, সবসময় খুশী হয় না ওরা। দেখি কি করতে পারি, আমার এক ক্লায়েন্ট আছে, খ্রীষ্টান। তাকে দিয়ে কোন সুবিধা করতে পারি কিনা। মিশনারি স্কুল ছাড়া অন্য স্কুল চলবে না?

অন্য স্কুল মানে? মিশনারীদের ডিসিপ্লিনটা আমার বড় ভাল লাগে। তাই অন্য প্রাইভেট স্কুলের চাইতে মিশনারী কনভেন্টগুলো বেশী প্রেফার করি আমি।

এখানকার কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের প্রিন্সিপ্যাল আমার সহপাঠি ছিলেন। আপনি যদি ইচ্ছুক থাকেন, তাহলে হয়ে যেতে পারে। আপনার ছেলের পিতা কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে চাকরি করছেন। সেদিক দিয়েও কোন আপত্তি তুলতে পারবে না, ওরা আপনার ছেলেকে নিতে বাধ্য।

জব্বলপুরে নয়না নিজেই সব কিছুর ব্যবস্থা করেছিল। এই শহর, নয়নার পরিচিত শহর। তবুও কেমন যেন ভরসা পাচ্ছে না নয়না নিজের ওপর। নয়নার সেই শক্তি কি ফুরিয়ে গেল? বার বার মনে হচ্ছে, শ্রীধরবাবু কিছু একটা করে দিলেই বুঝি বেঁচে যাবে। এমনি একটা মনোভাব নয়নার।

ছোটবেলা কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়েই পড়ত অন্তু। কিন্তু গত পাঁচ ছয় বছর ধরে কনভেন্টে পড়েছে, এখন চট্ করে অন্য রকম স্কুলে পড়লে অসুবিধে হতে পারে। অবশ্য কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ে পড়লে ভবিষ্যতের জন্য ভাল। কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারা পরিচালিত অল ইণ্ডিয়া লেভেলের এনট্রান্স পরীক্ষা দিতে পারবে। যা ডিম্পি দিতে পারেনি।

কি হল? আপনার আপত্তি থাকলে বলুন। যেমন করে পারি আপনার ছেলেকে মিশনারীদের স্কুলে ভর্তি করে দেব।

আপত্তি করতে চাইল না নয়না। রাজী হয়ে গেল। পরদিন সুলেখা আর শ্রীধরবাবুর সঙ্গে কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের প্রিন্সিপ্যালের সাথে দেখা করে অন্তুর ভর্তির ব্যবস্থা করে ফেলল।

নতুন ফ্ল্যাটের জন্য প্রয়োজনীয় কিছু জিনিষপত্র কিনে কামরাগুলো গুছিয়ে রাখা, এরপর এলে যাতে নিজের ফ্ল্যাটে উঠতে পারে, তাই শ্রীধরবাবুর সহায়তায় একটা গ্যাস সিলিণ্ডারের ব্যবস্থা করে রাখা, ইত্যাদি কাজগুলো পাঁচদিনের মধ্যে শেষ করে নিল নয়না। তারপর ফেরার

টিকিট কেটে নিল।

মাত্র পাঁচদিন থেকেই চলে যেতে চায় শুনে নয়নার মা অসন্তুষ্ট হলেন। এতদিন পর এসে এত তাড়াতাড়ি যাবি কি? আরও কিছুদিন থাক, পরে অরিন্দম এসে নিয়ে যাবে। না হলে, তোর দাদা দিয়ে আসবে।

নয়না বলেছে, না মা, আমার কাজ আছে, আমায় যেতে হবে।

নয়নার দাদা বলেছে তোর আবার কি কাজ? একটা ছোট কলেজে পড়াস, তাও এখন নিশ্চয় সামার ভ্যাকেশন চলছে।

জবাবে বলতে ইচ্ছে করেছিল নয়নার, ছোট বড় দিয়ে কি কথা? কাজ কাজই। সব কাজই নিজের দায়িত্ব নিয়ে করতে হয়। না বলে বলল, আমার কাজ কেমন সেসব তোরা বুঝবি না দাদা।

বুঝব না মানে? না বোঝার কি আছে। এখন তো অরিন্দমের ওখানেও যাচ্ছিস না। সেখানে গেলেও না হয় বুঝতাম নিজের ঘরের জন্য মন কেমন করছে, তাই তাড়াতাড়ি যেতে চাস।

বললাম তো, সত্যিই তোরা বুঝবি না দাদা।

আবার বলে বুঝব না? খুব লায়েক হয়েছিস মনে হচ্ছে আজকাল। অরিন্দম কিছু বলে না? একটা ছোট চাকরী করবার জন্য, ঘর ছেড়ে, তোকে অত দূর যেতে দিল কি করে সেটাই তো আমরা এখনও বুঝলাম না। তাছাড়া, একা এভাবে আসা যাওয়া করবি কেন? অরিন্দমের ছুটি না থাকলে সঙ্গে অন্য কাউকে পাঠিয়ে দিত।

এই সমস্ত প্রশ্নের জবাব এখন দেবে না নয়না। সময়ে জিজ্ঞেস করলে নয়না সঠিক জবাব দিত। হয়ত সাহায্যও চাইত, কিন্তু এখন নয়না তার সমস্যা নিয়ে কিছু বলবে না।

লেখাপড়া শিখে ঘরে বসে না থেকে কাজ করছি, এখানে কারো কিছু বলবার থাকবে কেন। তাছাড়া, কোন কাজই ছোট হয় না দাদা। একটা শিক্ষাকেন্দ্রে পড়াই আমি। এই কাজ অসম্মানের হতে পারে না, তাই এই কাজ ছোট বলেও ভাবি না আমি।

দাদা বললেন, সেভাবে বলিনি কথাটা। ঘর ছেড়ে, অত দূরে গিয়ে চাকরী করবার মত কোন আহামরী কাজ নয় সেটা, এই কথাই বলতে চেয়েছিলাম। সে যাক, এসে যখন পড়েছিস, কিছুদিন থেকে যা। অরিন্দম না এলে, আমিই না হয় পৌঁছে দিয়ে আসব।

নারে দাদা, আমায় যেতে হবে। তোরা কিছু মনে করিস না।

মা, বাবা, দাদা, সবার কথা অগ্রাহ্য করে নয়না জোর করে চলে এল।

নয়না, স্বামী সোহাগিনী আহ্লাদিনী পত্নী নয় কারো, যে দিনের পর দিন বাপের বাড়ীতে বসে আয়েশ করবে আর নয়নার সব কাজ পতিদেব সামলাবে। নয়না পত্নী পরে। তার আগে, একজন কর্তব্যপরায়ণ মানুষ। দায়িত্বের বোঝা বয়ে চলতে হয় নয়নাকে। জব্বলপুর ছেড়ে অন্যত্র বাস করবার পরিকল্পনা করেছে নয়না। ডিম্পি হস্টেলে চলে যাবার পূর্বে নয়নাকে সেখানকার পাট শেষ করতে হবে। ডিম্পি অনুকে নিয়ে কিছুদিন অরিন্দমের কাছে থাকতে হবে।

এই সমস্ত দায়িত্ব নয়নাকে কেউ দেয়নি। নয়না নিজে, নিজের তরে এই দায়িত্বগুলো তৈরী করেছে সেটা ঠিক। নয়নাকে সময় ও পরিশ্রম খরচ করে দায়িত্বগুলো পালন করতে হয়। নিজেরই তৈরী বলে এই দায়িত্বসমূহকে উপেক্ষা করতে পারে না নয়না।

গত কয়েক মাস ধরে, চিনচিন একটা ব্যথা অন্তরের কোথাও বাজত, নয়না টের পেত। টের পেলেও নয়না তেমন গা করেনি। এই ব্যথা সাময়িক এবং সময় হলে এই ব্যাধি থেকে নিষ্কৃতি পাবে মনে করত। কিন্তু এবার জব্বলপুরে ফিরে এসে নতুন করে, প্রবল ভাবে এই ব্যাধিতে আক্রান্ত হল যেন নয়না।

'অরিন্দম তো আর এল না' নামের বেদনা নয়নাকে কি মুক্তি দেবে না? এই ব্যাধি থেকে উপশম পাবার কি কোন উপায় নেই? নয়নার অন্তর আর কতকাল এই বেদনাকে সইবে?

নিজের কাঁধে এত রকমের ঝামেলা সাধ করে নেয়নি নয়না। স্বামী ও পুত্রকন্যাসহ সুখে বাস করতে চায় নয়না। অরিন্দম, ঘরের সুখ সম্বন্ধে উদাসীন ছিল। তাই, অরিন্দমকে ঘরের সুখ ও শান্তি সম্বন্ধে সচেতন করতে চেয়েছিল নয়না।

পরোক্ষভাবে এক যুদ্ধক্ষেত্র তৈরী করে, যুদ্ধ করে যাওয়ার অর্থ একটাই ছিল নয়নার কাছে। অরিন্দম নয়নার এই যুদ্ধকে সমাপ্ত করে, নয়নার ন্যায্য সম্মান দিয়ে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। নয়না ও অরিন্দমের ঘরে শান্তি ও সুখ আসবে। নয়নার যুদ্ধ করা সফল হবে।

ঘরের অন্দর মহলের সুখ রচনা করবার বিভিন্ন প্রক্রিয়া থাকে, অরিন্দম সেই বিভিন্ন প্রক্রিয়া উপেক্ষা করে ঘর করত। নয়না অরিন্দমের এই ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট ছিল না। অরিন্দম অন্যত্র, অন্য সম্পর্ক গড়ে, ঘরের বাইরে অন্য সুখে অভ্যস্ত থাকলেও অরিন্দমের ধারণায়, নয়নার প্রতি অরিন্দমের অবহেলা তেমন গুরুতর হয়ত ছিল না। তাই অরিন্দমের হিসেবে নয়নার অসন্তুষ্ট থাকবার কোন কারণও হয়ত ছিল না। এই কারণেই, নয়নার অভিমানকে পাত্তা দিতে চাইল না অরিন্দম। উল্টে, নয়নার অভিমানকে জেদ ও অহঙ্কার মনে করে অরিন্দমও নিজের জেদকে শক্তিশালী করে নয়নার যুদ্ধের শেষ প্রত্যক্ষ করবার অভিপ্রায়ে অপেক্ষা করতে চাইল। অরিন্দমও দেখতে চায় নয়না কতখানি কি করতে পারে।

এই মনোভাব কি অরিন্দমের? কিন্তু নয়না তো সত্যি সত্যিই সেরকম কোন জেদ করেনি। নয়নার বিরোধ ও বিক্ষোভের দ্বারা অরিন্দমের চেতনা ফিরে আসুক, এই চেয়েছে। এতদিন অরিন্দম নয়নার প্রতি যে অবিচার করেছে, সেটা বুঝতে শিখুক অরিন্দম এবং বর্তমান নয়নার জন্য সুবিচার করবার ব্যবস্থা স্বরূপ, অরিন্দম ও নয়নার ঘরে সুখ আনবার প্রত্যাশী হয়ে উঠুক অরিন্দম। তাহলেই নয়নার যুদ্ধ করা সফল হবে, নয়না জয়ী হবে। এই চেয়েছে নয়না।

নয়না সম্মান ও ভালবাসাকে সঙ্গে করে বাঁচতে চায়। নয়না চায় অরিন্দমও বুঝুক এই দুটো শব্দ ব্যতিরেকে ঘরে সুখ বা শান্তির প্রবেশ ঘটতে পারে না। নয়না চাইছিল অরিন্দম আপনা থেকে নিজের ভুল বুঝতে শিখুক। তাই তো নয়না এত বছর ধরে অপেক্ষা করল। কিন্তু অরিন্দম তো নির্বিকার। গতবার অরিন্দমের অনেক ব্যবহার অন্য রকম ও স্বাভাবিক মনে হয়েছিল নয়নার।

সেই থেকে. নয়নার মধ্যে একটা ধারণা প্রায় বদ্ধমূল হতে যাচ্ছিল, অরিন্দম পাল্টেছে, নয়না ও অরিন্দমের সম্পর্ক যেমন হওয়া উচিত, অরিন্দম তেমন করবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। নয়নার সেই বিশ্বাস কি ভ্রান্ত ছিল? তাই কি গত এক বছর ধরে অরিন্দম এমন নিশ্চুপ হয়ে রয়েছে?

ডিম্পি, বোর্ডের পরীক্ষা শেষ করে জয়েন্ট এনট্রান্স পরীক্ষা দিল। অরিন্দম একবার খবর নিল না পর্যন্ত! অথচ, নয়নারা অরিন্দমের ওখান থেকে আসবার আগের দিন, অরিন্দম আপনা থেকে ডিম্পির বিষয়ে আলোচনা করেছিল, উৎসাহ দেখিয়েছিল। ওসব কি শুধু দেখানোর উদ্দেশ্যে করেছিল অরিন্দম? মনের কোনও সাড়া ছাড়াই? ডিম্পি অন্তুকে কি ভালবাসে না অরিন্দম? ডিম্পি অন্তু কি একলা নয়নার? ডিম্পি অন্তুর ভবিষ্যৎ নিয়ে অরিন্দমের চিন্তা থাকবে না কেন? অরিন্দম কিসের ভরসায়, ডিম্পি অন্তুর সমস্ত দায়িত্ব নয়নার ওপর ছেড়ে দিয়েছে?

নয়না কি খুব পটু কোন সবজান্তা মহিলা? নয়না ভুল করতে পারে না? নাকি, অরিন্দম সেটাই চাইছে, নয়না কোথাও ভুল করুক। নয়না মুখ থুবড়ে পড়ে যাক। নয়না দিশেহারা হয়ে নাস্তানাবুদ হোক। অরিন্দম তখন মাঠে অবতরণ করবে। নয়নার বেয়াদবির শোধ নেবে, নয়নার বেপরোয়া ভাবের মোকাবিলা করবে? কিন্তু অরিন্দম যদি সত্যি সেরকম কিছু ভেবে থাকে, তাহলে বলতে হবে, ডিম্পি অন্তুর ভবিষ্যৎ নিয়ে অরিন্দমের কোন চিন্তা নেই। অরিন্দম নয়নার সঙ্গে নিজের জেদ বজায় রাখতে গিয়ে ছেলেমেয়ের ভবিষ্যৎ নিয়ে ছেলেখেলা করছে।

অরিন্দম কি চিন্তা করছে না করছে তা দিয়ে তো নয়নার চলবে না। নয়নার যুদ্ধ করবার সাথে সাথে, অন্য এক দায়িত্ব নয়নার কাঁধে এসে পড়েছে। সেই দায়িত্বে নয়নাকে অনড় অটল অবিচলিত থাকতে হবে। ডিম্পি অন্তুর ভবিষ্যৎ নিয়ে নয়না কোন ছেলেখেলা করতে পারে না। নয়নাকে অবশ্যই ডিম্পি অন্তুর পরবর্তী জীবনের সুখ শান্তির কথা স্মরণে রেখে এগোতে হবে। অরিন্দম এই ব্যাপারে নয়নাকে সহায়তা না করলেও, নয়নাকে সবল ও সক্রিয় থাকতে হবে। নিজের কর্তব্য করে যেতে হবে। অরিন্দমের কাছে হেরে গেলেও, নিজের কাছে হার স্বীকার করতে পারবে না নয়না। ডিম্পি অন্তুকে মানুষ করবার ভার নয়নার ওপর। নয়নাকে অবশ্যই সফল হতে হবে এই গুরুত্বপূর্ণ কাজে। নয়না প্রাণপণ চেষ্টা করে যাবে। ডিম্পি অন্তুর পিতার কোন ভূমিকা ছাড়াই, ডিম্পি অন্তুকে পূর্ণাঙ্গ মানুষের বেশে সমাজে পদার্পণ করাবে নয়না।

জব্বলপুরে ফিরে এসে ডিম্পিকে লেখা অরিন্দমের চিঠি পেল নয়না। ডিম্পি কোথায় কোথায় কি কি পরীক্ষা দিল না দিল ইত্যাদি ডিম্পিকে দিয়ে লিখিয়ে অরিন্দমকে জানিয়েছিল নয়না। অরিন্দম সেজন্য খুশী হয়েছে জানিয়েছে। সঙ্গে এও জানিয়েছে, অরিন্দমের আবার পদোন্নতি হয়েছে ও অন্ধ্রপ্রদেশের পঞ্চশীলাতে ট্রান্সফার হয়েছে। নয়নার জন্য কোন কথা ছিল না সে চিঠিতে।

তাহলে কি নয়না সত্যিই হেরে গেল অরিন্দমের কাছে? অরিন্দম নয়নাকে উপেক্ষা

করে, ক্রমশঃ নয়নার একলার সংসারকে স্বীকৃতি দিয়ে যাচ্ছে যেন। দিনের পর দিন, নয়নার সংস্পর্শকে অবজ্ঞা করে, নির্বিকার হয়ে ভাবে অরিন্দমের দূরে সরে থাকার অর্থ তো এই দাঁড়ায়! নয়না ঘরে না থাকলেও চলে অরিন্দমের। নয়নার জন্য কোন ভাবে, কোন দিক দিয়েই চিন্তিত নয়। নয়নার অভাব বোধে কাতর নয়। অরিন্দম বিকারশূন্য, অবিচলিত, ব্যস্ততা রহিত, নয়নার ব্যাপারে।

বাবা নতুন জায়গায় বদলী হয়েছে শুনে, ডিম্পি অন্তু বাবার কাছে যাবার জন্য অস্থির হল। নয়না জব্বলপুরের পাট শেষ করে, তারপর অরিন্দমের ওখানে ছেলেমেয়েকে নিয়ে যেতে চায়।

তাই ডিম্পি অন্তুকে একসঙ্গে জানিয়ে দিল নিজের পরিকল্পনা। জব্বলপুরের চাকরী ছেড়ে দিয়ে একটা ছোটখাট ব্যবসা শুরু করতে চায় নয়না।

অন্তু শুনে খুশীতে চেঁচিয়ে উঠল। চাকরী ছেড়ে দেবে মা! তাহলে এখন থেকে বাবার ওখানে থাকব আমরা?

নয়না বলল, না, ব্যাপারটা ঠিক সেরকমও নয়। ডিম্পি হস্টেলে চলে গেলে, আমি আর তুই গৌহাটিতে গিয়ে থাকব ঠিক করেছি। সেখানে ছোটখাট কিছু করবার চেষ্টা করব।

গৌহাটিতে কেন মা? ওখানে আমার ভাল লাগবে না। তুমি বাবার কাছে কেন থাকতে চাও না মা? অন্তু অসন্তুষ্ট স্বরে বলল।

শোন পাগল ছেলে, এতদিন শহরের বড় স্কুলে পড়লি, এখন চট্ করে বাবার ওখানে গিয়ে ভর্তি হলে তোর ভাল লাগবে না। তাছাড়া এখন তোর বড় ক্লাশ, যে কোন স্কুলে পড়লে চলবে কেন?

সে যাই হোক মা, তুমি হঠাৎ গৌহাটি যেতে চাইছ কেন? তার চাইতে জব্বলপুরে থেকে গেলেই তো হয়।

বললাম না, আমার আর চাকরী করতে ভাল লাগছে না। একটা ছোটখাট ব্যবসা শুরু করব ভাবছি।

মা তুমি ব্যবসা করবে? পারবে কি করে? ডিম্পি অবিশ্বাস্য দৃষ্টি নিয়ে বলল।

নয়না হেসে বলল, করব মানে চেষ্টা করব। পারব কি পারব না পরের কথা।

কি দরকার মা এসব ঝামেলা নেবার? তার চেয়ে অন্তুকেও কোনও হস্টেলে রেখে তুমি বাবার কাছে চলে যাও মা। তোমার চাকরী বা অন্য কিছু করবার প্রয়োজন কি মা?

ডিম্পি ঠিকই বলেছে। এই তো করা উচিত অরিন্দম আর নয়নার। ডিম্পি অন্তুর উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে, দুজনকে হস্টেলে রেখে, নয়না অনায়াসে অরিন্দমের সঙ্গে থাকতে পারে। নয়না তো এমনিই চাইছিল। নয়নার যুদ্ধের সমাপ্তি এইভাবে সম্পন্ন হবে আশা করেছিল নয়না। কিন্তু নয়নার চাওয়াটা এখানে বড় কথা নয়। অরিন্দম নয়নার কোন আশা পূরণ করতে নারাজ।

অন্তুর কাছে নয়না তার ব্যক্তিত্বকে ছোট করবে না। তাই, অরিন্দম ও নয়না নামের দুই স্বামী-স্ত্রীর নীরব যুদ্ধের কথাও প্রকাশ করবে না ছেলেমেয়ের কাছে। চলছে যেমন চলুক।

নয়নার কলেজের প্রিন্সিপ্যাল মাদার সোফিয়া, খুব দুঃখ পেলেন নয়না চাকরী ছেড়ে দিচ্ছে শুনে। অন্য কোথাও কাজ পেয়েছে কিনা জিজ্ঞেস করলেন। নয়না বলেছে অন্য কোন কারণ নেই, আর কাজ করতে ভাল লাগছে না বলেই কাজ করতে চায় না।

মাদার বললেন, আপনাকে তো জোর করতে পারি না। তবে আপনি খুব ভাল ছিলেন জানেন। আপনার মত মানুষকে সবাই পছন্দ করবে। আবার যদি ইচ্ছে করে আপনার, অবশ্যই আসবেন এখানে। আমার দরজা আপনার জন্য সব সময় খোলা থাকবে।

নয়না ধন্যবাদ জানিয়ে বলেছে, অবশ্যই মাদার। আপনাকেও আমি কখনো ভুলব না।

জিনিষপত্র কিছু বিক্রি করা হল, কিছু এদিক-ওদিক দান করা হল।

এক জায়গায় বসতি গেড়ে, আবার উঠিয়ে নেওয়া কম ঝক্কির কাজ নয়। তাও করে ফেলল নয়না। কাজ যেন নয়নার কাছে এসে আপনাআপনি সম্পন্ন হয়ে যায়। শুধু নয়না চাইলেই হল। নয়নার কেমন যেন লাগে, কি করে পারছে এত কিছু! আজকাল নিজের কাছে নিজেকে আশ্চর্য মনে হয়।

পঞ্চশীলাতে যাবার আগে রুক্মিনীকে টিটাগাঁওতে রেখে এল নয়না। রুক্মিণী নয়নাকে ছেড়ে যেতে চায় না। নয়না অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে রাজী করিয়েছে। নয়না এই রাজ্য ছেড়ে অনেক দূরে চলে যাচ্ছে। সেখানে রুক্মিণীর ভাল লাগবে না। তাই রুক্মিণীর উচিত আপন জন্মভূমিতেই ফিরে যাওয়া। স্বামী অন্যত্র থাকলেও, ছেলে আছে, অন্য আত্মীয়স্বজন আছেন, তাদের নিয়ে থাকতে পারবে রুক্মিণী। নয়নার সঙ্গে গেলে, সেখানে নয়না ছাড়া আর কাউকে চিনবে না রুক্মিণী। সেখানকার ভাষা, আদব-কায়দা সবকিছু অন্য রকম। তাই রুক্মিণীর মন বসবে না সেখানে। এসব বুঝিয়েছে নয়না। রুক্মিণী তবুও জেদ করেছে, বলেছে, আপনি থাকলে আমার আর অন্য কাউকে চাই না দিদি।

নয়নার রুক্মিণীকে সঙ্গে না নেবার অন্য কারণ নেই, এখন যে নয়নার নিজেরই কোন স্থিরতা নেই। নয়না কোথায় কি করবে, তাও নয়নার অজানা। তাছাড়া, গৌহাটিতে অস্তুকে নিয়ে কতদিন থাকতে পারবে তাও জানে না নয়না। এসব কথা চিন্তা করেই নয়না রুক্মিণীকে সঙ্গে নিতে চাইল না। এখন যদি নয়না অরিন্দমের ওখানে চিরস্থায়ী ভাবে বাস করত, তবে রুক্মিণীকে অন্যত্র পাঠানোর প্রশ্নই আসত না। নিজের কাছেই রেখে দিত। রুক্মিণীর উপকার নয়না ভুলতে পারবে না। তাই, তার প্রতিদান দেওয়াটাও নয়না কর্তব্য মনে করে।

টিটাগাঁওর ব্যাঙ্কে রুক্মিণীর জন্য কিছু টাকা জমা করে, রুক্মিণীর হাতে পাশ বই দিয়ে বলল, খুব বিপদ না হলে এখান থেকে টাকা উঠিও না। কাজ করে যা পাবে, তাই দিয়েই তোমার একার খাওয়া পরার খরচ চলে যাবে। হাতে কিছু টাকা দিয়ে বলল, এই দিয়ে একটা ছোট ঝুপড়ি ঘর বানিয়ে নিও। ব্যাস, মাথা গোঁজার একটা ঠাঁই থাকলে আর কিসের চিন্তা।

রুক্মিণী খুব কান্নাকাটি করল নয়নার আসবার সময়।

নয়না বুঝিয়ে বলল, তোমার সাহেবের যদি আবার এখানে ট্রান্সফার হয়, তখন তোমার সঙ্গে আবার দেখা হবে রুক্মিণী।

রুক্মিণী কেঁদে কেঁদে বলেছে তাই যেন হয় দিদি।

রুক্মিণীকে আরেকটা ব্যাপারে নয়নাকে খুব জোর অনুরোধ করেছিল, আমার পোড়ারমুখো স্বামীকে যদি একটু বুঝিয়ে বলতেন দিদি, আপনার মত মানুষ যদি আমাকে এত প্যায়ার করতে পারেন, সে কেন পারবে না।

রুক্মিণী অশিক্ষিত গ্রাম্য মহিলা হলেও, রুক্মিণীর অন্তর আছে। সংসারে সুখ চায় রুক্মিণী, স্বামী সুখভোগ করতে চায়, স্বামী অন্যত্র মজে থাকলেও, স্বামীকে ক্ষমা করে সেই স্বামীর ঘর করতে চায়। কোন ভেজাল চায় না রুক্মিণী। তাই অন্য কোন পুরুষেও মন নেই রুক্মিণীর। যে পুরুষের সাথে ঘর বেঁধেছিল, সেই পুরুষের সাথেই চিরকাল বাস করতে চায়।

নয়নার খুব কষ্ট হলেও ভাল লাগল স্বামীর প্রতি রুক্মিণীর মনোভাব জেনে।

নয়না বলল, আমি তোমার স্বামীকে কিছু বলে বোঝালেও, কিছু হবার নয় রুক্মিণী। তুমি যদি সত্যিই মনপ্রাণ দিয়ে স্বামীকে চাও, তাহলে একদিন নিশ্চয় ফিরে আসবে তোমার স্বামী।

নয়না অন্তুকে নিয়ে গেষ্ট হাউসে উঠেছিল। তাই পুরোন কারো সঙ্গে দেখা হল না। নয়নাই কোন উৎসাহ বোধ করেনি। শুধু মালবিকার খোঁজ করেছিল নয়না। খোঁজ নিয়ে জানল, মালবিকার স্বামী এই চাকরী ছেড়ে অন্য সংস্থায় চলে গেছে।

আরেকজনের কথা জানবার জন্য নয়নার মনে আগ্রহ ছিল। এক পাগলের পাগলামী কমেছিল কিনা জানবার কৌতূহল ছিল নয়নার। নয়না প্রায় সাত বছর পর এল টিটাগাঁওতে। এত বছরে টিটাগাঁওর অনেক কিছু বদলে গেছে। সেই লোক কি বদলায়নি? নয়না, কলোনীর কারো কাছ থেকে খোঁজ না নিয়ে, ব্যাঙ্কের একজন কর্মীকে জিজ্ঞেস করল, সুব্রত হালদার কি এখনো এখানেই আছেন? ভদ্রলোক বললেন, পার্সোন্যালের হালদার বাবুর কথা জিজ্ঞেস করছেন তো? উনি চার-পাঁচ বছর আগেই এখান থেকে চলে গেছেন। আমি অবশ্য নতুন এসেছি। তাই অত ভাল করে কিছু জানি না। তবে, শুনেছি উনি নাকি চাকরী ছেড়ে, আফ্রিকা না কোথায় চলে গেছেন।

নয়না কয়েক সেকেণ্ড অন্যমনস্ক হয়ে কিছু ভাবল, তারপর জিজ্ঞেস করল, উনি বিয়ে করেছিলেন?

ভদ্রলোক নয়নার মুখে আচমকা এই প্রশ্নটা আশা করেননি বোধহয়। তাই নয়নার দিকে একটু অবাক দৃষ্টি রেখে বলল, এসব ঠিক জানি না।

নয়নাও লজ্জা পেল। চট করে অপরিচিত একজনকে এই প্রশ্ন না করলেও পারত।

পঞ্চশীলাতে প্রথমবার এসেছে নয়না। শহর ছাড়িয়ে আরও তিন ঘণ্টার পথ পঞ্চশীলা। নয়নারা ট্রেন থেকে নেমে মুস্কিলে পড়ল। এতটা পথ কোনও বাহন ছাড়া কিভাবে যাবে। খবর নিয়ে জানল ট্যাক্সি বা অটো মাঝে মাঝে পাওয়া যায়। এখন হয়ত সওয়ারী নিয়ে কোথাও গিয়েছে। ফিরলে নয়নারা পেয়ে যাবে। তবে ছোট লাইনের প্যাসেঞ্জার ট্রেন পাওয়া যেতে পারে।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবার পর প্যাসেঞ্জার ট্রেনটা এসে যাওয়ায়, নয়নারা সেটাতেই উঠে পড়ল।

সাড়ে তিন ঘন্টা সময় নিয়ে পঞ্চশীলাতে পৌঁছল নয়নারা। ডিম্পি চিঠি লিখে বাবাকে জানিয়েছিল ওমুক দিন আসছে বলে। স্টেশনে নেমে অরিন্দমকে না পেয়ে একটা টাঙ্গা নিয়ে নিল নয়না।

অরিন্দম এখন চিফ জেনারেল ম্যানেজার। অরিন্দমের বাংলো খুঁজে বার করতে অসুবিধে হল না। তিনটে নাগাদ বাংলোতে পৌঁছে দেখল, ঘরের মালিক নেই ঘরে। একটি সতের আঠার বছরের ছেলে দরজা খুলে দিল।

নয়না জিজ্ঞেস করল, সাহেব নহী হ্যায়?

ছেলেটি বলল, নহী, ইস্টিশন গয়ে হ্যায়, মেহমান লেনেকে লিয়ে।

কোন মেহেমান লানে গয়ে?

পতা নহি। ছেলেটি উত্তর দিল।

নয়নাদের জন্যেই যায়নি তো অরিন্দম? কিন্তু, সেরকম হলে, অরিন্দমের সাথে কি দেখা হত না? নাকি ডিম্পির চিঠি পায়নি অরিন্দম? অন্য কারো আসবার কথা হয়তো, সেজন্যেই কি অরিন্দম স্টেশনে গেছে? নয়নাদের দেখে বিরক্ত হবে না তো অরিন্দম? ইত্যাদি প্রশ্ন নিয়ে বেশ অস্থির রইল নয়না। তারপর নিজেই নিজেকে শান্ত করল। অরিন্দমের বাড়ীতে অন্য কোন মেহেমান এলেও নয়নাদের অপ্রস্তুত বোধ করবার কোন কারণ নেই। কারণ অরিন্দমের প্রথম আপনজন নয়নারাই। অরিন্দমের কাছে নয়নারা আগে, পরে অন্য মেহমান।

সন্ধ্যের পর ক্লান্ত হয়ে অরিন্দম ফিরল, একাই!

পরিবারের সদস্যদের দেখে অরিন্দম খুশী হল কিনা, বোঝা গেল না।

কাজের ছেলেটি চা-বিস্কুট খেতে দিয়েছিল, সেই খেয়ে নয়নারা ড্রইং রুমেই বসেছিল। অরিন্দম সবার দিকে এক পলক দৃষ্টি ঘুরিয়ে চেয়ারে বসে, কাজের ছেলেটিকে ডেকে এক গ্লাস জল চাইল।

অরিন্দমের গম্ভীর চেহারা প্রত্যক্ষ করে, ডিম্পি অন্তুও বুঝি অস্বস্তি বোধ করছে। কিছু বলতে সাহস পাচ্ছে না।

এভাবে অপদস্থ করবার মানে কি? গাম্ভীর্য ভেঙ্গে সরাসরি নয়নার দিকে চেয়েই প্রশ্ন করল অরিন্দম।

নয়নাকে অপবাদ দেওয়া হল বলে, নয়নাও অস্বস্তি নিয়ে চাইল। নয়না কিভাবে অপদস্থ করল অরিন্দমকে? নয়নার উপস্থিতি কি অরিন্দমকে অপদস্থ করল? কিন্তু নয়নার এখানে আসবার কারণ তো একটাই। পিতা ও সন্তানদের মিলন ঘটান।

দুপুর বারটা থেকে আমি স্টেশনে অপেক্ষা করছিলাম। যদি নিজেরাই আসবি, তাহলে আমাকে আবার স্টেশনে আসতে লিখেছিলি কেন? এবারে ডিম্পিকে জিজ্ঞেস করল অরিন্দম।

তুমি আমাদের আনতে স্টেশনে গিয়েছিলে বাবা? কোথায়, আমরা তো দেখিনি তোমাকে?

দেখবি কি করে? অপেক্ষা করেছিলি?

আমরা পঞ্চশীলাতে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেছিলাম বাবা।

পঞ্চশীলাতে? ওখানে কি করে এলি? প্যাসেঞ্জার ট্রেনে এলি তোরা? কি আশ্চর্য ঐ ট্রেনে আসতে গেলি কেন? এই লাইনের গাড়ীতে ওঠা চাট্টিখানি কথা নয়। তাছাড়া এত ভীড়ে মালপত্র নিয়ে প্যাসেঞ্জার ট্রেনে কেউ আসে?

বাবা আমরা কি করে জানব?

বোঝা উচিত ছিল। বড় স্টেশনে অপেক্ষা করা উচিত ছিল তোদের। অরিন্দম রাগত স্বরে বলল।

আমরা তো কখনো আসিনি এদিকটায়, এতকিছু জানব কেমন করে? মালপত্র উঠিয়ে ভীড়ে আসতে খুব অসুবিধে হয়েছে আমাদের। তুমি আসবে জানলে আমরা এই কষ্ট করতে যাব কেন? নয়নাই গুছিয়ে জবাব দিল।

তোমায় কে কি বলেছে? তুমি কষ্ট করতে অভ্যস্ত, কষ্ট করতে ভালবাস। কিন্তু এদের দিয়ে এত কষ্ট করাবে কেন? বিরক্তি প্রকাশ করল অরিন্দম।

প্যাসেঞ্জার ট্রেনটা ঠিক তখনি এসে পড়ায় নয়না অন্য কিছু বিবেচনা না করে, ট্রেনে ওঠার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। দুজন কুলি, যাত্রীদের সঙ্গে ঝগড়া করে সব মাল ট্রেনে উঠিয়ে দিয়েছিল। নামবার সময়ও খুব অসুবিধে হয়েছিল। দুজন সহৃদয় ব্যক্তি সহায়তা না করলে. মালপত্র নামানো সম্ভব হত না।

সে যাই হোক। কিন্তু, অরিন্দম এধরনের মন্তব্য করবে কেন? নয়নার কষ্ট নিয়ে অরিন্দম দুঃখিত নয়, অরিন্দমের ছেলেমেয়ের কষ্ট হয়েছে, সে কারণে অরিন্দম বিরক্ত হয়েছে।

নয়নাও মানুষ। গরমে এতটা পথ ট্রেনের ধকল সহ্য করে এসেছে। খুব ক্লান্ত। এভাবে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে কথা বললে, নয়নারও গায়ে লাগে। তবুও নয়না অরিন্দমের কথার কোনও প্রত্যুত্তর দিল না। নীরবে বসে রইল।

এভাবে আর কখনো আসবি না তোরা। টাঙ্গায় করে কেউ আসে? অফিসে একটা ফোন করে দিলেই গাড়ী চলে যেত।

বাবা, আমরা তোমার এখানকার ফোন নম্বর জানতাম না। অন্তু বলল।

আমার ফোন নম্বর না জানলেও কিছু হত না। অরিন্দম ঘোষের ছেলে কথা বলছি স্টেশন থেকে বলছি, পঞ্চশীলাতে যাবার জন্য একটা গাড়ী চাই, এইটুকুন বললেই হয়ে যেত। এস. টি. ডি. বুথ থেকে, আমাদের অফিসের যে কোন একটা ফোন নম্বরে কথাটা জানিয়ে দিলেই গাড়ী পৌঁছে যেত।

অতশত আমরা কেমন করে বুঝব বাবা।

তোরা না হয় ছেলেমানুষ, কিন্তু আরেকজনও কি আক্কেল হারিয়ে ছিল? আরেকবার নয়নার ওপর বিরক্তি প্রকাশ করা হল।

এবার কি প্রথম থেকেই নয়নার ওপর বিরক্ত অরিন্দম! নয়নার এখানে আসাটাই অরিন্দম এবার পছন্দ করেনি মনে হচ্ছে। তাই জোর করে কারণ বার করে নয়নাকে ছোট করবার চেষ্টা করা হচ্ছে। টাঙ্গায় করে এসে নয়না কেন ভুল করতে যাবে। মানুষ কি টাঙ্গায় চড়ে না?

এবারেও নয়না কোন জবাব দিল না। তবে একটু বেশী সময় নিয়ে অরিন্দমকে দেখল। স্বাস্থ্যটা এবার খুব সুন্দর হয়েছে অরিন্দমের। অস্বাভাবিক স্থূলকায়ও নয়, আবার অত্যন্ত ক্ষীণও নয়। এই ধরনের মাঝারি আকারের স্বাস্থ্য হলেই পুরুষদের ব্যক্তিত্ব ফুটে ওঠে, নজরে পড়ে। আগে অরিন্দমের স্বাস্থ্য এমন ছিল না। আজকাল কি অরিন্দম নিজের শরীরের যত্ন নিচ্ছে? দামী টাই স্যুটের দ্বারা অরিন্দমের সৌন্দর্য ও ব্যক্তিত্ব আরো স্পষ্ট ও প্রকট হয়ে ফুটে উঠেছে মনে হচ্ছে। শুধু কি তাই? নয়না বুঝি একটু বিশেষ ভাবেই লক্ষ্য করতে শুরু করল অরিন্দমকে। না, শুধু স্বাস্থ্য আর পোশাক নয়, অরিন্দমের সম্পূর্ণ মুখাবৃত্তিও এই মুহূর্তে কোনও বিশেষ ভাবধারা বহন করছে। সেই কারণেও অরিন্দমকে অন্য রকম দেখাচ্ছে। এইক্ষণে অরিন্দমকে অবলোকন করে নয়নার মনে হচ্ছে, এক ভীষণ অহংকারী মানুষ, ন্যায্য স্পর্ধাকে সাক্ষ্য রেখে, আত্মগরিমার আত্মতৃপ্তি নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। অরিন্দম ঘোষের সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্ব স্ব ঔদ্ধত্যে ঘোষণা করছে, অরিন্দম ঘোষ একজন মূল্যবান ব্যক্তি। বাস্তবিকই অরিন্দমের সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্ব দিয়ে আভিজাত্যের চমক ঠিকরে পড়ছে বুঝি।

নয়না অরিন্দমের স্ত্রী। কিন্তু নয়নার মধ্যে কোন আভিজাত্য লক্ষ্য করা যায় না। নয়না একজন সাদামাটা পরিশ্রমী মানুষ। পেশায় সামান্য শিক্ষিকা। এই সাধারণ পরিচয় নিয়ে, অতি সাধারণ এক মানুষ নয়না। বর্তমান অরিন্দম ঘোষের মূল্যের তুলনায় নয়না খুবই মূল্যহীন।

এই ব্যাপারটাই কি সহ্য করতে পারছে না অরিন্দম? নয়না তার সাধারণত্ব নিয়ে যেখানে খুশী থাকুক। টাঙ্গায় উঠুক. কিংবা রিক্সাতে চড়ুক, অরিন্দমের কিছু এসে যায় না। কিন্তু অরিন্দমের সামনে উপস্থিত হলে, অরিন্দমের আভিজাত্যের মূল্যকে মর্যাদা দিয়ে চলতে হবে নয়নাকে। নয়নার মনে হল, অরিন্দম তাকে এই কথাটাই বুঝিয়ে দিল।

সামান্য এই তিন ঘণ্টার জন্যেও নয়নাদের বুঝি এয়ার কণ্ডিশন কামরায় আসা উচিত ছিল। স্টেশনে নেমে অরিন্দমের গাড়ীর জন্য অপেক্ষা করা উচিত ছিল।

ছেলেমেয়ের সঙ্গে দু'একটা কথা বলে ভেতরে যাবার জন্য উঠল অরিন্দম।

তোরা কিছু খেয়েছিস? না খেলে টিম্পুকে বল কিছু বানিয়ে দেবে।

ডিম্পি জানাল, চান করবার আগে চা-বিস্কুট খেয়েছে। এখন খাবার বানাচ্ছে টিম্পু। হয়ে গেলে খেয়ে নেবে।

তাহলে খেয়ে নিস তোরা, আমি একটু ফ্রেশ হয়ে নিই। আজ সারাদিন অযথা নষ্ট হল।

স্যরি বাবা। অন্তু ডিম্পি একসঙ্গে বলল।

তোরা স্যরি বলে কি করবি? সমাজে বাস করতে হলে স্টেটাস মেইন্টেন করতে হয়। স্টেটাসের মূল্য দিতে হয়। শেষের কথাটা নেপথ্যে কাউকে শুনিয়ে ভেতরে চলে গেল অরিন্দম।

নয়নাকে এভাবে কথা শোনাচ্ছে কেন অরিন্দম? নয়না কি সত্যিই অরিন্দমের মর্যাদার হানি করেছে? নয়নার মনে তো এসব নেই। নয়না তো অরিন্দমের সঙ্গে কোন প্রতিযোগিতায়

নামেনি। নয়নার সাধ্য অনুসারে নয়না নিজের কর্তব্য করে যাচ্ছে শুধু। সেই কর্তব্য পালন করতে কি ভয়ানক কষ্ট হচ্ছে নয়নার, এসব কি অরিন্দম বোঝে না? নয়নার এত কষ্ট করবার কারণ কি? এসবও কি অরিন্দমের বোধগম্য নয়?

অরিন্দমের বাংলোটা খুব বড়। অনেকগুলো কামরা রয়েছে। নয়না শরীরটাকে একটু বিশ্রাম দেবার জন্য বিছানা দেখে একটা কামরায় ঢুকে পড়ল। পাশের কামরাটা বোধহয় অরিন্দমের। নয়না নিজের কামরায় ঢোকার সময়, পর্দার ফাঁক দিয়ে অরিন্দমকে বিছানায় আধশোয়া অবস্থায় দেখেছে।

নয়না চান সারবার পর থেকেই একটু শুতে চাইছিল। আজকাল জার্নি করা পোষায় না। একটুতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। এতক্ষণ পর শরীরটা বিছানায় এলিয়ে দিতে পেরে শান্তি পেল।

অরিন্দম বুঝি ফোনে কারো সঙ্গে কথা বলছে। না, না, আজ থাক। আজ সম্ভব হবে না।

অপর পক্ষ কিছু বলার পর, অরিন্দম আবার বলল, কি যে বল না। আমার ছেলেমেয়ে এসেছে এতদিন পর, আজ বাইরে যেতে পারব না। না, না, আধ ঘণ্টার জন্যও নয়। ডোণ্ট মাইণ্ড, প্লিজ রাগ করো না।

গুড নাইট, বলে অরিন্দম ফোন রেখে দিল।

অরিন্দমের বৈঠকখানা বা ড্রয়িং রুমটা এলাহি সাজে সজ্জিত। হল ঘর টাইপের কামরাটা যেমনি আকারে বড়, তেমনি বিভিন্ন প্রকারের মূল্যবান সাজসরঞ্জাম বিন্যস্ত করা হয়েছে কামরার শ্রী বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে। অরিন্দমের পদোন্নতির সাথে সাথে আনুষঙ্গিক সব কিছুর পরিবর্তন হওয়াটা স্বাভাবিক। নয়না তাই মনে করল।

টিম্পু জল খাবার তৈরী করে সবাইকে ডাকতে এল। নয়না শুধু এক কাপ চা চাইল। এখন খিদে নেই, তাই, পরে খাবে জানাল।

টিম্পু ছেলেটা রঘুর মত ভ্যাবলা নয়। বেশ চালাক চতুর, মনে হল নয়নার। তা না হলে এত বড় বাড়ীটা এত সুন্দর করে গুছিয়ে রাখল কে? অরিন্দমের তো এসব ব্যাপারে বিশেষ রুচি ছিল না। এর আগে নয়নারা যতবার এসেছে অরিন্দমের ঘর এত পরিপাটি করে সজ্জিত দেখেনি। নয়না যে কয়দিন ছিল, নয়নাই সবকিছু গুছিয়ে, সুশৃঙ্খল করে দিয়ে গেছে। কিন্তু, টিম্পু কাজে খুব চটপট্ ও চালাক-চতুর হলেও গ্রাম্য অশিক্ষিত ছেলে টিম্পু। টিম্পুর একার দ্বারা কি ঘরের শোভা বর্ধন করা সম্ভব? না কি, অরিন্দমের স্বভাবের পরিবর্তন হয়েছে? ঘরের শ্রী বৃদ্ধির দিকেও ঝোঁক হয়েছে আজকাল!

খানিক পরে টিম্পু আবার ডাকতে এল নয়নাকে। ম্যাডাম রান্না হয়ে গেছে খেয়ে নিন। নয়নার খিদে পেলেও নয়না বলল, কেউ খায়নি আমি কি করে খাই?

টিম্পু বলল, ওরা সবাই জলখাবার খেয়েছে, পরে আবার যখন খিদে পাবে তখন খাবে। আপনি তো কিছু খাননি। চলুন খেয়ে নেবেন।

রাতের খাবার সময় যদিও নয়, তবুও খেয়ে নিল নয়না। রুটি তরকারি আর আচার

খেল। টিম্পু ভাত দিতে চাইল। নয়না অসময়ে আর ভাত খেতে চাইল না।

খাওয়া শেষ করে নয়না আবার নিজের জায়গায় ফিরে আসছিল। অরিন্দমের একটা কথা কানে যেতে দাঁড়িয়ে গেল।

অরিন্দম ডিম্পি অন্তুর সঙ্গে কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা করছিল। অরিন্দম বলছে, অনাথ বাচ্চার মত জব্বলপুরে যখন থাকিস তোরা, তখনের কথা আলাদা। কিন্তু এখানে এলে তোদের নিজেদের প্রেষ্টিজের কথা স্মরণে রাখতে হবে বৈকি।

বাবা ওটা অনাথ আশ্রম কেন হবে? ওটা তো হস্টেল। অন্তু বলল বুঝি।

হস্টেল হলেও তোদের দয়া করে থাকতে দিয়েছিল।

না বাবা, তা কেন হবে? মা তো প্রতি মাসে রেণ্ট দিতেন। ডিম্পি বলল।

সে যাই হোক, থাকতিস তো ছোট ঘরে? তোদের মায়ের প্রেষ্টিজ নিয়ে কোন মাথাব্যথা নেই। তোদের মা যা খুশী করতে পারে। কিন্তু তোরা আমার দিকটা চিন্তা করবি, এটাই চাই আমি।

নয়নার জব্বলপুরের বাসস্থানকে অরিন্দম অনাথ আশ্রম বলছে! ভীষণ লাগল অরিন্দমের কথাটা। ডিম্পি ঠিকই বলেছে, সত্যিই তো, নয়না সেই দুটো রুমের জন্য প্রতি মাসে ছয় শত টাকা ভাড়া দিত। তাহলে সেটা অনাথ আশ্রম হতে যাবে কেন? সেই ঘরে নয়নাদের দয়া করে থাকতে দেওয়া হয়েছিল বলবে কেন অরিন্দম?

নয়না নিঃশব্দে গিয়ে তিনজনের মাঝখানে বসল। অরিন্দম আরো গর্হিত কিছু বললে, নয়নাকেও কোন জবাব দিতে হবে বৈকি। যদিও অরিন্দম এবার নয়নাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করতে চাইছে মনে হচ্ছে। কারণ, নয়নাকে হেনস্থা করবার উদ্দেশ্যে নয়নার জন্য দুটো অপ্রিয় প্রশ্ন রাখা ছাড়া, এখন পর্যন্ত নয়নার সঙ্গে কোন কথা বলেনি অরিন্দম। তবুও নয়না বসল।

অরিন্দম কি সত্যিই নয়নাকে নিজের প্রতিযোগী মনে করে? আর সেজন্যেই নিজের কর্মভূমির সাথে নয়নার কর্মভূমির তুলনা করে, নয়না কতখানি নিম্নমানের তা প্রমাণ করতে চাইছে? কিন্তু নয়নার মনে তো এমন কোন ভাবনা নেই। সে তার ক্ষমতা অনুযায়ী যেভাবে পারছে, নিজের পরিশ্রমের বিনিময়ে কর্তব্য করে যাচ্ছে।

কিন্তু অরিন্দম এত অহংকারী কথা বলবে কেন? আগে তো অরিন্দম এমন ছিল না?

নয়না, তিনজনের মাঝখানে গিয়ে বসা সত্ত্বেও, অরিন্দম নয়নার প্রতি আগ্রহ বোধ করল না। একবার চাইল না পর্যন্ত।

নতুন গাড়ীর রংটা সুন্দর না? তোদের পছন্দ হয়েছে? অরিন্দম ছেলেমেয়েকে একসঙ্গে জিজ্ঞেস করল।

বাবা আগের গাড়ীটা কি করেছ? অন্তু জিজ্ঞেস করল।

ওটা বিক্রি করে দিয়েছি। ওল্ড ফ্যাশনের ছিল।

এয়ার কণ্ডিশনের মডেলটা দেখেছিস? লেটেস্ট মডেল। একদম নিউ ডিজাইনের। অরিন্দম আবার ডিম্পি অন্তুর উদ্দেশ্যে বলল।

হ্যাঁ বাবা সুন্দর। কিন্তু দেখতে সুন্দর হলে কি হয়েছে, কাজ কেমন সেটা দেখতে হবে

তোমাকে। ডিম্পি বলল।

নিশ্চয়, সেটা দেখিনি কে বলল, এই কোম্পানীর সব জিনিষ সুপারব, কারো সঙ্গে তুলনা চলে না।

অরিন্দম কি নিজের প্রাচুর্যের উদাহরণগুলোও একে একে নয়নাকে শোনাবে? কিন্তু নয়নার তো এসবে কোন রুচি নেই। নয়নার মনে লেগেছে সেই একটা কথাই। নয়না ছেলেমেয়েকে অনাথ আশ্রমে, লোকের দয়ায় রেখেছিল। নয়নাকে এত ছোট করবার মানে কি? নয়নার এতদিনের কষ্টের কি কোন মূল্য নেই? অরিন্দম যদি নয়নার সব কষ্টের মূল্য না দেয়, তাহলে আর কে দেবে? নয়না ছেলেমেয়েকে অনাথ আশ্রমে রেখেছিল, লোকের দয়ায় রেখেছিল, এসব কি নয়নার জন্য নতুন অপবাদ? তাকে অপমান করবার উদ্দেশ্যে খুঁজে বার করা হয়েছে? নাকি, জমা করে রেখেছিল অরিন্দম, সুযোগ বুঝে নয়নাকে অপমান করবার জন্য? নয়নার একটা ব্যাপার অদ্ভুত লাগছে। মাত্র একবছরের মধ্যে অরিন্দম এভাবে পাল্টে গেল কি করে? গতবছর অরিন্দমকে দেখে খুব ভাল লেগেছিল নয়নার। মনে হয়েছিল অরিন্দম অনেকখানি শুধরেছে। তার প্রতিও আগ্রহ প্রকাশ করেছে মাঝে মাঝে। অরিন্দমের এই অভাবনীয় পরিবর্তনে নয়নাও আপ্লুত হয়েছিল। নয়না চাইছিল অরিন্দমের মধ্যে আরো পরিবর্তন আসুক, অরিন্দম সম্পূর্ণ বদলে যাক। নিজের চাহিদায় তাকে কাছে ডেকে নিক। তারপর সে সাড়া দেবে। আত্মসমর্পণ করবে।

এই উদ্দেশ্যেই নয়না গতবার অরিন্দমের পরোক্ষ ডাকে সায় না দিয়ে অপেক্ষা করেছিল। অরিন্দম নয়নার কাছে এসে তাকে মর্যাদা দিয়ে নিজের কাছে নিয়ে যাক, এই চাইছিল। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে নয়না বোধহয় গতবার ভুল করেছিল। তার উচিত ছিল, নিজের মান ভেঙ্গে অরিন্দমকে কাছে টেনে নিয়ে সবকিছুর সুরাহা করে ফেলা। অরিন্দমের স্বভাবের যে পরিবর্তন হয়েছিল তার মূল্য দেওয়া।

সেরকম কিছু একটা করতে চেয়েছিল নয়না। কিন্তু নয়নার অভিমান বোধ যে ভয়ানক তীব্র। অরিন্দম ছাড়া, আর কারো দ্বারা নয়নার মান ভাঙ্গবার নয়। তার নিজের দ্বারাও নয়। তাই সে গতবার কিছু করতে পারেনি।

এই দুনিয়ার মানুষ সর্বদা নিজের বিচারকে প্রাধান্য দিয়ে চলে। অন্যের দ্বারা পরিচালিত হবার পরিবর্তে নিজের দ্বারা পরিচালিত হতে ভালবাসে। অরিন্দমও তাই করেছে। নিজের বিচারে যেটা ন্যায্য মনে করেছে, তাই করেছে। স্ত্রী নয়না, সন্তানদের নিয়ে অন্য স্থানে বাস করতে যাওয়ার কারণ অরিন্দম নিজে, এই ধারণা একবারও মনে হয়নি অরিন্দমের। উল্টে সবকিছুর জন্য নয়নাকেই দায়ী মনে করেছে অরিন্দম। নিজের স্ত্রী ঘর ছেড়ে চলে যাওয়ায় মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছিল। কিন্তু স্ত্রীর গতিবিধিতে বাধা দেয়নি। মনোকষ্ট চেপে মেনে সবকিছু মেনে নিয়েছিল।

এই ক্ষেত্রে অরিন্দম নিজেকে উদার ও দয়ালু মনে করে। স্ত্রী মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করবার উদ্দেশ্যে অরিন্দম অনেক বড় ত্যাগ স্বীকার করেছে, এত বছর একলা বাস করেছে। কাজেই, স্ত্রীর ঘর ছাড়ার ব্যাপারে নিজেকে দায়ী ভাববার কোন কারণ থাকতে পারার মত কোন

চিন্তা অরিন্দমের মাথায় কখনও আসেনি। বরং নয়না অরিন্দমকে অপমান করেছে, ভেবে ভেবে কষ্ট পেয়েছে অরিন্দম। একদিন নয়না নিজের ভুল বুঝতে পেরে, নিজের দোষ স্বীকার করে, অরিন্দমের কাছে আবার ফিরে আসবে, এতদিন এই বিশ্বাসই ছিল অরিন্দমের। তাই নীরবে প্রতীক্ষা করেছিল। কিন্তু এত বছরের আশা ও অপেক্ষায় কোন ফল পেল না বলে বিতৃষ্ণায় ও বিরক্তিতে অরিন্দমের মনও এখন পাল্টে গেছে। বর্তমানের অরিন্দম একলাতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। দুই সন্তানের জন্য স্নেহ-মমতা আছে বলে কর্তব্য ও দায়িত্ব এড়াতে পারে না অরিন্দম। পারবেও না কখনো। নয়না নামের এক রমণী অরিন্দমের স্ত্রী ছিল, থাকবে। ব্যাস, এই পর্যন্তই। তবে স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক কেমন ছিল বা কেমন হওয়া উচিত ইত্যাদি ব্যাপার নিয়ে আর কোন উৎসাহ নেই অরিন্দমের। অরিন্দমের স্ত্রী দূরে থাকলেও কিছু এসে যায় না। স্ত্রীকে কাছে আনবারও আর কোন আগ্রহ নেই।

অন্যদিকে, নয়না কিছুতেই বুঝতে পারছে না, নয়নার এতদিনের পরিশ্রম ও একলাবাস করবার আসল কারণ জানতে চাইল না কেন অরিন্দম। অরিন্দম কখনও এসবের কারণ জিজ্ঞেস করল না কেন? নয়না গত সাত বছর ধরে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে, অথচ যার জন্য যুদ্ধ করছে, তারই কোন মাথব্যথা নেই। তাহলে নয়নার যুদ্ধ করবার প্রয়োজন কি?

নয়নার জয়-পরাজয় নির্ভর করছিল অরিন্দমের ওপর। অরিন্দম যখন উদাসীন নয়নার ব্যাপারে, তাহলে নয়না বৃথা এত কষ্ট করবে কেন? বোকার মত যুদ্ধ চালিয়ে যাবে কেন? কিন্তু সত্যিই কি নয়না খুব বোকার মত কাজ করেছে? অরিন্দমের ওপর তীব্র অভিমান নিয়ে নিজেকে অরিন্দমের সংস্পর্শের থেকে দূরে সরিয়ে? তা না হলে, নয়নার অভিমানকে মান্যতা দিতে চাইল না কেন অরিন্দম?

নয়নার অরিন্দমের ওপর রাগ ও অভিমান করাটা কি যুক্তিযুক্ত ছিল না? কেন যুক্তিযুক্ত হবে না? অরিন্দম বাইরে অন্য নারীর সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক রেখেছিল। নয়না অরিন্দমের স্ত্রী হয়ে তার প্রতিবাদ করবে না কেন? নয়নার অধিকার আছে অরিন্দমের অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার।

কিন্তু অরিন্দমের ওপর যে অভিযোগ নিয়ে নয়না প্রতিবাদ করেছে, তার কি কোন প্রমাণ আছে? নয়নার কাছে অরিন্দমের অপরাধের চাক্ষুষ কোন প্রমাণ তো নেই। নয়না প্রত্যক্ষদর্শী ছিল না কখনো। নয়না আন্দাজ করে লোকের কথাকে বিশ্বাসে রূপান্তরিত করে, অরিন্দমের প্রতি এই মনোভাব পোষণ করেছে। নয়না সেই সূত্র ধরে সরাসরি অরিন্দমের ওপর অভিযোগ আনলে অরিন্দম অনায়াসে অস্বীকার করতে পারত। নয়নার অভিযোগকে ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দিতে পারত। তাহলে অরিন্দমের ওপর নয়নার রাগ ও অভিমানের কি কোন মূল্য ছিল না? কিসের ওপর ভিত্তি করে নয়না অভিমানের চোটে এত বড় সঙ্কল্প নিয়েছিল?

অরিন্দম সমাজের দশজনকে সাক্ষী রেখে নয়নাকে বিয়ে করে এনেছিল। সমাজের আরো দশজনকে সাক্ষী রেখে অরিন্দম স্ত্রীর প্রতি নিজের দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। সেদিক দিয়ে নয়না কোন অভিযোগ আনতে পারে না। অরিন্দম নয়নার ভরণপোষণের দায়িত্বে অবহেলা

করে স্ত্রীর মর্যাদা দেয়নি বলে কোন অভিযোগ আনতে পারে না নয়না।

সমাজের চোখে অরিন্দমের দোষ-ত্রুটি প্রকট হয়ে ধরা পড়বার কথা নয়। কারণ, অরিন্দম নিজের ব্যক্তিগত জীবনে যা যা করছে, সব নিজের সংসারের জন্য, নিজের পরিবারের লোকজনদের জন্য করছে, অরিন্দমের চরিত্রের এই সত্যটুকু কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। সমাজের কয়েকজন অরিন্দমের চরিত্রের কোনও বিশেষ দিক নিয়ে সমালোচনা করলেও সেসব শুধু সমালোচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। তার বেশী এগিয়ে নিয়ে যেতে চাইবে না কেউ। কারণ অরিন্দম ঘোষ অন্য সব দিক দিয়ে একজন উচ্চশ্রেণীর মানুষ।

অরিন্দমের দোষ যদি দোষ না হয়, অরিন্দম ঘোষ যদি সত্যিই কোন অন্যায় না করে থাকে, তাহলে নয়না এত অশান্তি পেল কেন? নয়নার কষ্ট নয়না অস্বীকার করতে পারবে না। কোন মতেই নয়। কারণ নয়না ন্যায্য কারণে কষ্ট পেয়েছে, অশান্তি পেয়েছে। অশান্তি থেকে পরিত্রাণ পাবার উদ্দেশ্যে অভিমান নিয়ে ঘর ছেড়েছে। নয়না কি বিচার করতে জানে না? না, নয়নার বিচার করবার ক্ষমতা নেই? তাহলে নয়না তার অভিমানের মূল্য পাবে না কেন?

নয়না অরিন্দমের অপকর্মের প্রতিবাদ করেছে, নিজের তীব্র অভিমান চেপে দূরে সরে গিয়ে। অভিমান কি প্রতিবাদের বিকল্প নয়? অভিমান করে কি বিরোধ করা যায় না? কেন যাবে না? নয়নারই সবচাইতে বেশী অধিকার অরিন্দমের ওপর অভিমান করবার, অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার।

কিন্তু নয়না নিজের আত্মাভিমানের ভয়ঙ্কর চাপে, একটা ব্যাপারকে চোখের আড়াল করে গেছে। অরিন্দম নয়নার ঘরে সুখ বিরাজ করত না, এ কথা সত্য নয়। অরিন্দম ও নয়নার ঘরেও সুখ ছিল। সে সুখের নাম যান্ত্রিক সুখ। যার জন্য অরিন্দম সদা নির্বিকার থাকত। নয়না এই সত্যকে প্রাধান্য দিতে চায়নি।

যান্ত্রিক নিয়মে অরিন্দম নয়নার ঘর-সংসর চলছিল। যন্ত্রচালিত জীবনে যন্ত্রণা থাকে, এই কথা নয়নার জন্য খাঁটি কথা হতে পারে, কিন্তু অরিন্দমের জন্য নয়। এই ব্যাপারটাও তলিয়ে দেখেনি কখনও নয়না।

অন্তরের স্পর্শ রহিত সুখের জন্য নয়না কাতর ছিল না। নয়না হৃদয়ের পরশের জন্য কাতর ছিল। যান্ত্রিক শব্দটা মানুষের মনের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখে না। কারণ, মানুষের মন যন্ত্র নয়। মানুষের মন সুখ-দুঃখ, আনন্দ-নিরানন্দ, খুশী-অখুশী ইত্যাদি বিভিন্ন ভাবনায় সদা অস্থির থাকে। মনের গতির তাগিদে, মানুষ কোন এক ভাবধারায় আপ্লুত হয়ে কাতর হয়ে সক্রিয় থাকতে বাধ্য থাকে। অরিন্দমের মধ্যে মন থাকলেও, নয়না সেই মনের সঙ্গে পরিচিত নয়। কিংবা অরিন্দম নয়নার মন জানতে আগ্রহী নয় বলে অরিন্দমের মনের নাগাল পায়নি নয়না।

এই বিষয়গুলোও কখনো তলিয়ে দেখেনি নয়না। নয়না আপন মনের তাগিদে এত অস্থির ছিল যে অরিন্দম নয়নার মনের এক বিশেষ ভাবনাকে বুঝতে সক্ষম হবে কিনা সেটাও বুঝতে চেষ্টা করেনি কখনও।

নয়নার মন ভালবাসা চায়, ভালবাসতে চায়। তাই অভিমান শব্দটাকে এত প্রাধান্য দিচ্ছে নয়না। কিন্তু অরিন্দম এই ভাবনায় আপ্লুত নয়। বিশেষ করে নয়নার প্রতি তো নয়ই।

নয়না তার মান অক্ষুণ্ণ রাখবার প্রয়াসে ও আত্মমর্যাদা রক্ষার্থে রণক্ষেত্র রচনা করে, যুদ্ধ করে যাবার যে সঙ্কল্প করেছিল, তা ব্যর্থ প্রচেষ্টা রূপে প্রমাণিত হল। ভালবাসার সম্পর্ক ব্যতিরেকে অভিমানের কোন মর্যাদা থাকে না। ভালবাসার জনের কাছেই অভিমানকে প্রতিবাদ রূপে ব্যবহৃত করা যায়, অভিমানের যথার্থ মূল্য পাওয়া যায় কেবল ভালবাসার জনের কাছেই। প্রতিবাদের বিকল্প অভিমান, এই সত্য অনুভূত হয় কেবল তখননি, যখন উভয়ের মধ্যে মন আদান-প্রদানের সুব্যবস্থা থাকে।

নয়না স্বামীর কাছ থেকে ভালবাসা পাবার আকাঙ্ক্ষা করেছিল, যথার্থ মর্যাদা চেয়েছিল। কিন্তু অরিন্দমের কাছে এসবের কোন মূল্য ছিল না। অরিন্দম নয়নার অন্তরের খবরে কখনও উৎসাহী ছিল না।

অরিন্দমের মনের যে ভাবনা নয়নার জন্য প্রকাশিত হত তার নাম ছিল, বিরক্তি ও বিতৃষ্ণা। অরিন্দমের বাড়ীতে প্রথম পদার্পণ করবার দিন থেকেই, অরিন্দমের মনে নয়নার জন্য এই ভাবধারার উদয় হয়েছিল। এখন, এত বছর বাদেও অরিন্দমের মনে নয়নার প্রতি সেই এক ভাবধারাই প্রভাবিত হচ্ছে। অরিন্দমের মনের এই ভাবনা কখনো পরিবর্তিত হবার নয়।

নয়না অত্যন্ত নির্বোধের মত, যুক্তিহীনের মত চিন্তাভাবনা না করেই সাত বছর পূর্বে একটা ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছিল।

নয়নার সেই ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।

নয়না স্বামীর অন্তরে প্রবেশ করবার অভিপ্রায়ে বিভিন্ন প্রক্রিয়ার সহায়তা নিয়ে, উভয়ের ব্যবধানকে সুদৃঢ় করে, দূরত্ব আরো বর্ধিত করল। নয়না আর অরিন্দম, দুই বিপরীতমুখী মানুষ, আড়াআড়ি ভাবে অগ্রসর হয়ে একে অন্যের কাছ থেকে বহু দূরে সরে গেল।

নয়নার দ্বারা এই ভুল কি করে সম্পন্ন হল? এটা নয়নার জন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। সে যাই হোক। নয়না সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে, এই মুহূর্তে মস্তিষ্ককে আর অশান্তি দিতে চায় না। তবে নিজের ভুলের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ, অন্য এক কঠিন সঙ্কল্প নেবার সিদ্ধান্ত নিল।

কোমল মনের অত্যন্ত সাধাসিধে, অভিমানী এক গৃহবধূ, স্বামীর মন পাবার আশাকে বহু বছর যাবৎ জীবিত রেখেছিল, কিছুক্ষণ পূর্বেও অতিশয় অস্থির চিত্তে, মনের গভীরের প্রবল দাপাদাপি সহযোগে, সেই প্রত্যাশা নিয়ে নীরব প্রতীক্ষায় ছিল। নতুন সঙ্কল্পের পরিপ্রেক্ষিতে, মনের সেই আকুল প্রত্যাশাকে, চিরতরে মন থেকে বহিষ্কৃত করতে হল।

অরিন্দম ঘোষের মন পাবার আশা, নয়নাকে আর কখনো বিচলিত করবে না, উত্তেজিত করবে না। অরিন্দম ঘোষের দু'বাহুর আলিঙ্গনের কামনায় নয়না আর কখনো প্রলুব্ধ হবে না। দ্বৈত ভূমিকায়, গৃহের সুখ ও শান্তি রচনার স্বপ্নকে প্রজ্জ্বলিত রাখবে না। এখন থেকে আপন শক্তিকে সাথী করে একলা পথ চলবে নয়না।

অনেক উপরে উঠতে হবে নয়নাকে। উচ্চ শিখরে পৌঁছে, নিজের ক্ষমতাকে যাচাই করতে

হবে। অরিন্দম ঘোষের ঊর্ধ্বে যেতে হবে।

নয়না ভালবাসা পাবার যোগ্য নয়, অরিন্দম ঘোষের এই সত্যকে অসত্যে পরিণত করবে। শুধু পিতার আভিজাত্যের দ্বারা সন্তানদের ঔজ্জ্বল্য প্রকাশিত হয় না, মাতার কৌলিন্যও সন্তানদের গৌরবান্বিত করে। এই সত্য রচনা করবে নয়না।

জীবনের সীমারেখা এখানেই সমাপ্ত হয়ে যায়নি। কেউ যদি মনে করে, নয়না নামের রমণী জীবনের চরম সীমায় অবস্থান করছে। তাহলে তার সেই ধারণা ভুল। নয়না সীমা উল্লঙ্ঘন করবে। নয়নার ভবিষ্যৎ নির্মাণ হবে নব প্রকল্পে, স্টেটাস শব্দটা অরিন্দম ঘোষের স্ত্রীর মাঝে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে যাবে। খ্যাতি ও প্রতিপত্তির আসনে অধিষ্ঠিত হবে নয়না।

সন্ধ্যের পর অরিন্দমের সাথে সাক্ষাৎ হবার পর থেকে নয়না মনের অশান্তিতে অস্থির ছিল। ডিম্পি অন্তু খেয়েদেয়ে অনেকক্ষণ ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘুম আসছিল না নয়নার। শুয়ে শুয়ে নিজের কথা ভেবে ভেবে আকুল হচ্ছিল। অনেক চিন্তা ও বিবেচনা করে অস্বাভাবিক সিদ্ধান্তটা নেবার পর অশান্তির কবল থেকে রক্ষা পেল নয়না।

টিম্পু ছেলেটি রান্নাবান্না ভালই করে। তবে একটু গাঝাড়া। যেমন তেমন ভাবে সব কাজ শেষ করতে চায়। নয়নার এসব পোষায় না। নয়না একদিন টিম্পুকে বকুনি দেবার সুরেই বলল, থোড়া মন লাগাকে সব কাম কিঁউ নেহি করতে হো?

টিম্পু সামান্য হেসে বলল, মেমসাহাব আমি মন লাগাই না কে বলল আপনাকে? আসলে, এমনি করে কাজ করতে করতে আমার অভ্যেস হয়ে গেছে।

সে আবার কি কথা টিম্পু, কেন অভ্যেস হবে? অভ্যেস হলেও তোমাকে শুধরাতে হবে। সাহেবকে যত্নআত্বি করবে বলেই তো তোমায় রাখা!

কি করব মেমসাহাব, হয়ে যায়। আসলে যা করি, মানে এই রান্নার কথাই ধরুন না, সে তো শেষ পর্যন্ত আমার জন্যেই করা হয়।

মানে? নয়না অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল।

টিম্পু আবার হেসে বলল, এখন আপনারা আছেন তাই বাত অলগ আছে। কিন্তু সাহাব যখন একা থাকেন, তখন ঘরে থাকেন কতক্ষণ? এই যে আপনি আমায় কষ্ট করে রান্না শেখালেন, তাতে লাভ কিছু হল না। কারণ সাহাব ঘরে খান কোথায়?

কেন, ঘরে খাবেন না কেন? কোথায় খান তাহলে?

প্রায় রোজই পার্টি থাকে ম্যাডাম। তা ছাড়া,

টিম্পু মাঝ পথে থেমে গেল দেখে, নয়না জিজ্ঞেস করল, তা ছাড়া কি?

টিম্পু মুখটা একটু কেমন করে বলল, সে আপনি বুঝবেন না।

কেন? বুঝব না কেন?

টিম্পু সে কথার জবাব না দিয়ে বলল, ম্যাডাম আপনি সাহাবের সঙ্গে এখানে থাকেন না কেন? অন্য মেমসাহাবরা তো তাই করেন, বাচ্চাদের হোস্টেলে রেখে, সাহাবের সঙ্গে থাকেন।

নয়না টিম্পুর কথার জবাব চট্ করে দিতে পারল না। তাই অন্য কথা বলল, তুই সুন্দর করে রান্না করে, আদর করে খেতে দিলে, ঘরে কেন খাবেন না সাহেব, এখন থেকে যত্ন করে খাবার বানাস, দেখবি সাহেব ঘরে খেতে বাধ্য হবেন।

টিম্পু হাসল আবার। বলল, ঠিক আছে ম্যাডাম তাই করব।

আপনি এখন থেকে এখানে থাকবেন তো? টিম্পু আবার জিজ্ঞেস করল।

সে দেখা যাবে কি করি। বলে নয়না চলে এল।

নয়নার মনে হল, টিম্পু যেন কোন গোপন কথা ফাঁস করতে চাইছিল, নয়নার আগ্রহ ছাড়া, প্রকাশ করা উচিত নয় ভেবে বোধহয় প্রকাশ করল না। নয়না সেজন্যেই চলে এল। টিম্পুর কাছ থেকে কিছু শুনে, নিজের ওপর নতুন করে তার প্রভাব বিস্তার করতে চায় না নয়না।

নয়নারা আসবার পর, প্রথম দিন ছাড়া, অরিন্দম প্রায় প্রতিদিনই বাইরে গিয়েছিল। দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যে সাতটায় বেরিয়ে, ফিরেছে রাত এগারটায়। ডিম্পি অন্ত ঘুমিয়ে পড়েছিল, নয়নাও শুয়েছিল। নয়নার কামরা থেকে শুয়ে শুয়েই পর্দার ফাঁক দিয়ে অরিন্দমকে লক্ষ্য করছিল।

মাতাল না হলেও মদ খেয়েছিল সেদিন অরিন্দম। নয়নার ওঠার দরকার ছিল না বলে নয়না আর ওঠেনি। আগের মত রাত জেগে অপেক্ষা করে, মাতাল স্বামীকে দরজা খুলে দেবার দায়িত্ব নয়নার এখন নেই। টিম্পু বুঝি অভ্যস্ত এসবে। অরিন্দম ঘরে ঢোকার সাথে সাথে অরিন্দমের কোট খুলে হ্যাঙারে ঝুলিয়ে ভেতরে নিয়ে গেল। অরিন্দমকে একগ্লাস জল এনে দিল। লেবুর জলও হতে পারে। কিছুক্ষণ পর খাবার গরম করে অরিন্দমকে খেতে ডাকল। অরিন্দম বোধহয় খাবে না বলে জানিয়ে দিল।

সেদিনের পর, নয়নারা যতদিন ছিল, অরিন্দম প্রায়ই বাইরে গিয়েছিল। ফিরেছিল বেশ রাত করে। টিম্পুর সেবা করবার প্রক্রিয়া দেখে নয়নার মনে হয়েছে, অরিন্দম ড্রিংক করে ফিরেছে।

নয়নার মধ্যে আবার দুশ্চিন্তার জন্ম হয়েছে। এই অভ্যেস তো অনেক দিন ছিল না, অরিন্দম কি আবার এসব শুরু করেছে। টিম্পু বলছিল পার্টি থাকে রোজ। কিন্তু প্রতিদিন, পার্টি থাকবে কেন? তাহলে কি কারো বাড়ীতে এই মদের পার্টি বসে? নাকি পুরোন কোনও সঙ্গীর সংস্রব ও উৎসাহে আবার এই সমস্ত শুরু করেছে অরিন্দম?

এই প্রশ্নগুলো অরিন্দমকে করতে চেয়েছিল নয়না। কিন্তু সুযোগ পায়নি। যদিও নয়না জানে, অরিন্দম নয়নার প্রশ্নের জবাব দেবে না। উল্টে কোন কারণ দেখিয়ে নয়নাকে অপদস্ত করবে, তবুও নয়না প্রশ্নগুলো অরিন্দমের সামনে রাখতে চেয়েছিল। কিন্তু, রাখবার সুযোগ পায়নি।

এবার একটা ব্যাপারে খুব সতর্ক হয়েছে অরিন্দম। কোন বেকায়দায় পড়েও নয়নার সঙ্গে কথা বলবার সুযোগ আসতে দেয়নি।

কষ্ট হলেও নয়না কি করতে পারে?

বলো না অরিন্দম, তোমার যদি ইচ্ছে না করে, তাহলে আর কখনো আমার সঙ্গে কথা বল না। তুমি ছাড়া এতদিন যখন কেটে গেছে আমার, বাকী জীবনও কেটে যাবে। ডিম্পি অন্তুর প্রতি কর্তব্য করতে দিচ্ছ, তাতেই আমি ধন্য অরিন্দম। অভিমান চেপে মনে মনে বলে নয়না।

ডিম্পির এনট্রান্সের ফলাফল বের হল। বম্বেতে মেডিকেলে পেয়েছে, আর দিল্লীতে ইঞ্জিনিয়ারিং। ডিম্পির শুরুর থেকেই ডাক্তারী পড়বার ইচ্ছে। তাই বম্বেতে যাওয়াই স্থির হল। অরিন্দম ঠাট্টা করল, কি? বলেছিলি না ইঞ্জিনিয়ারিং-এ চান্স পাবিনা? এখন কি করে পেলি?

চান্স পাব না বলিনি বাবা, আমার এসব পড়তে ভাল লাগে না বলেছিলাম।

কেন ভাল লাগবে না? পড়তে শুরু করলেই ভাল লাগবে। দিল্লীতে চান্স পেয়েছিস কম কথা নয়। তুই ইঞ্জিনিয়ারিংটাই পড়!

না বাবা, আমার ডাক্তার হবার ইচ্ছে, আমি ডাক্তারী পড়ব।

অরিন্দম বলেছে, ঠিক আছে তাই পড়। তবে ইঞ্জিনিয়ার অরিন্দম ঘোষের মেয়ে, ইঞ্জিনিয়ার হলেও কোন ক্ষতি হত না।

কি যে বল না বাবা। পিতার প্রফেশন ফলো করতে হবে বলে কোন কথা আছে নাকি?

কথা থাকবে না কেন?

না. বাবা, আমি পড়লে ডাক্তারী পড়ব। নচেৎ নয়।

তুই এমন জেদ করতে শিখলি কবে থেকে বলত?

ডিম্পি বলেছে জেদ নয় বাবা, আমার পছন্দে আমি আমার কেরিয়ার তৈরী করতে চাই।

থাক, তুই না হোস, আমার কালো ছেলেটা ইঞ্জিনিয়ার হবে। অরিন্দম অন্তুর দিকে চেয়ে বলল।

বাবা, আমি কি হব, সেটা আমি এখনও ডিসাইড করিনি। পরে ভেবে বলব। অন্তু সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল।

অন্যান্য বারের মত, প্রতিদিন খেতে বসেই সব আলোচনা হচ্ছে, কথাবার্তা হচ্ছে। এবারের ব্যতিক্রম শুধু নয়না। নয়না এই আসরে সম্পূর্ণ মূক। নয়নার উদ্দেশ্যে ডিম্পি অন্তুর কোন প্রশ্ন থাকলে তার জবাব দেওয়া ছাড়া নয়না মুখ খোলে না। নয়না ইচ্ছে করলে এই আসরে যোগ না দিয়ে উপেক্ষা করতে পারে এই আসরকে। কিন্তু ডিম্পি অন্তু কি মনে করবে, এই ভেবেই সকলের সামনে এসে বসে নয়না। কয়েক দিনের জন্য অরিন্দমের ঘরে এসে নয়না যদি আলাদা খাওয়াদাওয়া করে। ব্যাপারটা খুব দৃষ্টিকটু দেখাবে।

ডিম্পি অন্তু এখন অনেক পরিণত হয়েছে। ওদের পিতা, ওদের মায়ের প্রতি যে অন্যরকম আচরণ করে, এসব কি ওরা বোঝে না? বোঝে কি বোঝে না, এসবও এড়িয়ে যেতে চায় নয়না। ওদের দুজনের মনোভাব জেনে ফেললে না আবার নয়নাকে অন্য কোন কৈফিয়ৎ দিতে হয়।

নয়না তার মত করে প্রোগ্রাম তৈরী করে নিল। ডিম্পি অন্তুকে নিয়ে বম্বে চলে যাবে। ডিম্পির কাউন্সেলিং-এর পর ডিম্পিকে নির্দিষ্ট কলেজে ভর্তি করিয়ে সবকিছু গুছিয়ে দিয়ে গৌহাটি চলে যাবে। কিছুদিন পর অন্তুর স্কুলও শুরু হয়ে যাবে। অন্তুকে নিয়ে নতুন জায়গায় বাস করতে যাচ্ছে নয়না। তাই স্কুল শুরু হবার কিছুদিন আগে যাওয়াই উচিত।

নয়না নিজেই শহরের বড় স্টেশনে গিয়ে রিজার্ভেশন করে এনেছে। পঞ্চশীলা থেকে জব্বলপুর হয়ে বম্বে।

জব্বলপুর থেকে ডিম্পির বন্ধুরাও যাবে। সবাই একসঙ্গে যাওয়াই ভাল মনে করেছে নয়না। একসপ্তাহ হাতে রেখে গৌহাটির টিকিট কেটেছে। প্রয়োজন হলে ডিম্পির জন্য যদি আরো কিছুদিন থাকতে হয়, তাহলে সেই টিকিট ক্যান্সেল করে নতুন তারিখ ঠিক করে নতুন টিকিট করে নেবে।

আসবার আগের দিন বিকেলবেলা নয়না একাই ড্রয়িং রুমে বসেছিল। ডিম্পি অন্তু ঘুরতে গেছে। অরিন্দমও ঘরে ছিল না। টিম্পুও বুঝি বাজারে গেছে।

অন্যমনস্ক ভাবে বসেছিল নয়না। হঠাৎ অরিন্দম এসে বসল সোফায়। অরিন্দম ঘরেই ছিল কিনা বুঝতে পারল না নয়না। সে যাই হোক, অরিন্দম আসাতে নয়না একটু তটস্থ হয়ে বসল। নয়নার মনে হল, কোন উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছে অরিন্দম। যদি কোন উদ্দেশ্য ছাড়া এমনি এসে থাকে অরিন্দম, তাহলে নয়না আপনা থেকে কিছু বলবে না। অরিন্দম যদি কিছু বলে নয়না তার জবাব দেবে শুধু।

নয়না অরিন্দমের অসন্তুষ্ট চেহারাটা লক্ষ্য করে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়েছিল।

অরিন্দম কোনও ভূমিকা ছাড়া প্রত্যক্ষভাবে কথা শুরু করল।

কেন? আমি পারিনা ডিম্পিকে বম্বে নিয়ে যেতে? কার কাছে তোমার এসব বাহাদুরী দেখাও বুঝি না।

অরিন্দমের প্রথম কথায় নয়না বিরক্ত হল না। ডিম্পি যখন অরিন্দমেরও মেয়ে, অরিন্দম কেন ডিম্পিকে নিয়ে যেতে পারবে না? তবে এই ধরনের কোন ইচ্ছে যদি অরিন্দমের ছিল, তাহলে আরো আগে সেটা প্রকাশ করতে পারত। তাহলে নয়নার সুবিধে হত। কিন্তু শেষের কথাটা সহ্য করতে পারল না। তবুও নয়না রাগ প্রকাশ না করে বলল, পারবে না কেন, অবশ্যই পারতে। আমি ভাবলাম সব যখন আমিই করেছি শেষটুকুনও নাহয় আমিই করি।

কিসের শেষ শুনি? কোথায় কি শুরু করেছিলে তুমি? কোন সূত্রপাতের সমাপ্তি টানতে চাইছ? অরিন্দম গড় গড় করে বলবার মতন করে বলল।

অরিন্দম কথাগুলো সাধারণ ভাবে না বলে, এমন আক্রমণাত্মক সুরে বলছে কেন বুঝতে পারছে না নয়না। নয়না হয়ত বলতে ভুল করেছে। সত্যিই তো, কিসের শেষ করতে চাইছে নয়না? ডিম্পির পড়া কি শেষ হয়েছে? মাঝখানে শুধু শিক্ষাকেন্দ্র বদল হতে চলেছে। তাহলে কিসের শেষের কথা বলল নয়না? নয়নার ভুল হলেও অরিন্দম এমন সুরে কথা বলবে কেন?

নয়নার কাছ থেকে কোন জবাব না পেয়ে অরিন্দম আরো কঠিন হল।

তুমি নিজেকে কি মনে কর বলবে? তোমার ইচ্ছে মত যা খুশী তাই করে যাবে তুমি? এতদিন কিছু বলিনি বলে মাথায় চড়ে বসেছ। আমার সন্তানদের নিয়ে আমার কোন সাধ আহ্লাদ নেই? আশা ভরসা নেই?

নয়না অরিন্দমের আক্রমণের কোন কারণ খুঁজে না পেয়ে, অবাক বিস্ময়ে অরিন্দমের দিকে চেয়ে রইল। অরিন্দম এসব কি বলছে? সে এমন কি করেছে ভেবে পাচ্ছে না নয়না।

নয়না কি ডিম্পি অন্তুকে পড়ানোর নাম করে, কোন লজ্জাজনক বা নিন্দনীয় অবস্থায় এনে দাঁড় করিয়েছে দুজনকে? তাহলে এই ধরনের অভিযোগ আনবে কেন অরিন্দম? নয়না ডিম্পি অন্তুর মঙ্গল ও কুশল ছাড়া আর কি কামনা করে?

তাছাড়া, নয়না নিজেকে কি মনে করে, এই কথাই বা বলবে কেন অরিন্দম? নয়না যেদিন ঘর ছেড়ে জব্বলপুর যাচ্ছিল, এসব কথা সেদিন বললেও একটা অর্থ খুঁজে পাওয়া যেত। এতদিন বাদে হঠাৎ এসব কথা বলবার মানে কি?

নয়না ডিম্পি অন্তুর মা, ডিম্পি অন্তুর পিতার স্ত্রীও হয়ত, এসব ছাডা নয়না নিজেকে আর কি মনে করবে?

কোথায়? কিসের বাহাদুরী দেখাচ্ছে নয়না? নয়না মাথায় চড়ে বসেছে? নয়না একা দুজনকে প্রতিপালন করেছে, কারো কাছ থেকে কোন সহায়তা নেয়নি। এসবই যদি অরিন্দমকে অতিষ্ঠ করছে, তাহলে নয়নার কিছু করবার নেই। নয়না গত সাত বছরের লডাইয়ের প্রতি মুহূর্তে আশা করেছিল, অরিন্দম এসে নয়নার লডাই সমাপ্ত করে দেবে। কিন্তু অরিন্দম তা করেনি। সময়ে নয়নাকে বাধা দেয়নি অরিন্দম। তাহলে এখন ডিম্পি অন্তুকে প্রায় পরিণত করে গড়ে তোলার ক্ষণে, নয়নার ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে নয়নাকে বিধ্বস্ত করতে চাইছে কেন অরিন্দম?

নয়না এসব শুনতে যাবে কেন? কাউকে অপদস্থ করবার উদ্দেশ্যে, ইচ্ছাকৃত এই ধরনের উত্তেজক কথা বলবার মানে অরিন্দমের কাছে থাকলেও, নয়নার কাছে এসবের কোন মানে নেই।

নয়না জানে, নয়না কোথাও কোন ভুল করেনি। তাই তো অরিন্দমের কথাগুলো নয়নার বুকে বিঁধল।

এক সময় শিশু নয়নাও খুব কষ্ট পেত। অভিমান ধরে রাখতে পারত না। জননী সুধাময়ী, নিজের পাঁচ সন্তানের অন্তর্ভুক্ত, মধ্যম সন্তান নয়নাকে অন্য সন্তানদের সঙ্গে তুলনা করে, নিম্নমানের ঘোষণা করতেন। সেই কষ্ট ও অভিমান বুকে চেপে রাখত নয়না। পরিণত জ্ঞান বুদ্ধি হবার পর অবশ্য বহুবার মায়ের সামনে চেঁচিয়ে বলতে ইচ্ছে করেছে, প্রত্যেক পিতা মাতার প্রধান এবং প্রথম কর্তব্য হল সন্তানদের মাঝে ভালবাসা, স্নেহ, মমতা, সমানভাবে বিতরণ করা।

ছেলেবেলা থেকে আঘাত সহ্য করে বেড়ে ওঠা সেই অভিমানী মেয়েটা জীবনের আর একধাপে পৌঁছে, আবার ধাক্কা খেল, স্বামীর কাছেও সুখ পেল না নয়না। কেন এমন হচ্ছে? নয়না তাহলে বাঁচবে কি করে? সত্যি কি অরিন্দম নয়নাকে এখনও বুঝতে পারেনি?

ঘটা করে শেষটুকুনও করতে চাইছে, কিসের শেষ শুনি? অরিন্দম রাগ ও বিরক্তি চিবিয়ে চিবিয়ে আবার বলল।

অরিন্দম নয়নার স্বামী। স্বামীকে কখনো শত্রু মনে করেনি নয়না। স্বামীকে ভালবাসতে চেয়েছে, স্বামীর ভালবাসা পেতে চেয়েছে, স্বামীর সঙ্গে মধুর সম্পর্ক গড়তে চেয়েছে। এই চাওয়ায় কি কোন অপরাধ থাকতে পারে?

অরিন্দম নয়নাকে নিজের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে কোণঠাসা করে জব্দ করতে চাইবে কেন? এই ঘরের সুখ শান্তির বিষয়ে চিন্তা না করে, নয়নাকে অপমান করবার বিভিন্ন প্রক্রিয়া খুঁজবে কেন?

নয়নাকে দূরে ঠেলে দিয়ে অরিন্দম কি সুখ পাবে? হয়ত এটাই সত্য, অরিন্দম নয়নাকে বাদ দিয়ে সুখ চাইছে। নয়না বৃথাই এই ঘরে ভালবাসার জন্ম দেবার চেষ্টা করছে। এই ঘরে স্বামী-স্ত্রীর মিলিত প্রচেষ্টায় ভালবাসার প্রবেশ ঘটবে না।

অরিন্দম একজন পরিণত বুদ্ধির মানুষ হয়ে নয়নার দীর্ঘ সংগ্রামের কারণ বুঝতে অক্ষম হবে কেন? নয়নার পরিকল্পনা নিয়ে অরিন্দমের কোনও উৎসাহ নেই।

নয়নার ভালবাসা চায় না অরিন্দম। বিয়ের পরও চাইত না এখনও চায় না। বর্তমানে, এত বছর বাদে, সেরকম কোনও চাহিদার জন্ম না হওয়াটাই স্বাভাবিক। তাই নয়নার মান-অভিমানের প্যানপ্যানানী পর্যবেক্ষণ করতে করতে ধৈর্য হারিয়ে ফেলেছে অরিন্দম। নিজের ব্যবহার ও আচরণকে আয়ত্তে রাখতে সক্ষম হচ্ছে না।

তাহলে কি নয়নাই প্রতি পদে ভুল করে যাচ্ছে? তাই মনে হচ্ছে নয়নার। নয়না নিজের সঙ্কল্পে অবিচলিত থেকে, অরিন্দমের মনকে নয়নার প্রতি আরো কঠিন করে দিয়েছে। অরিন্দমের পক্ষে শুধু নয়নার জন্য চিন্তা-ভাবনা করা আর সম্ভব নয়।

বিস্ময়ের ঘোর কেটে গেছে নয়নার। অরিন্দম ঘোষ নয়নার স্বামী হলেও, বলতে পারে এসব। অরিন্দম ঘোষের পক্ষে কিছুই অস্বাভাবিক নয়। অরিন্দম ঘোষের চরিত্রের বিশেষ একটা দিকের কথা নয়না বুঝি ভুলতে বসেছিল। কিন্তু সত্যকে জোর করে মন থেকে বহিষ্কার করবার চেষ্টা করলেই তো সত্য অসত্য হয়ে যেতে পারে না।

কষ্ট চাপবার চেষ্টা করেছে নয়না। কিন্তু অন্তর যে সইতে চায় না, আঘাত সহ্য করবারও ক্ষমতা চাই যে! অভিমানে জর্জরিত মানুষকে ক্রমাগত আঘাত দিয়ে দিয়ে বিধ্বস্ত করবার চেষ্টা করলে অন্তর্বেদনায় দুমড়ে মুচড়ে ভেঙ্গে যাবে না মানুষ?

নয়না ম্লান মুখে মেঝের দিকে চেয়ে বসে রইল।

মানুষ মানুষের অভিমান বুঝতে সক্ষম হয় তখনই, যখন মানুষের সঙ্গে মানুষের ভালবাসার সম্পর্ক থাকে। নয়নার মনে হয়, নয়নার মাতাশ্রীর, নয়নার ভেতরের অভিমানী মনটাকে পড়তে না পারার কারণও তাই নয়নার মাতাশ্রী নয়নাকে ভালবাসতেন না। তাই নয়নার অভিমান জানতে পারলেন না।

অরিন্দম ঘোষ নয়নার মনের খবর জানবার আগ্রহ বোধ করেনি, নয়নার অন্তরে প্রবেশ করতে চায়নি। তার কারণও অরিন্দম ঘোষ নয়নাকে ভালবাসে না। কিন্তু নয়নাকে ভালবাসবে

না কেন? নয়না কি কোন অপাংক্তেয়? নয়নার মধ্যে কি ভীষণ কোন মারাত্মক অভাব আছে? তাই সকলের দ্বারা তিরষ্কৃত হয় নয়না। সকলে মনে করে ভালবাসা পাবার যোগ্য নয় নয়না!

তাহলে কি ভালবাসাহীন জীবন কাটাতে হবে নয়নাকে? এ কি ধরনের বিচার ভগবানের?

ডিম্পি অন্তুকে আমার কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে বিরাট কিছু করে ফেলেছ মনে হচ্ছে? যেন কোন মহান কার্য সিদ্ধি করেছ, এই তোমার মনোভাব। তোমার দুঃসাহস দেখে বাস্তবিকই আমি খুব আশ্চর্য হয়ে গেছি। চিবিয়ে চিবিয়ে, আয়েশ করে আরেকবার বলল অরিন্দম।

অরিন্দমের কি সত্যিই হৃদয় নেই? যদি থাকে, তাহলে অরিন্দম বুঝতে পারছে না কেন, কাউকে অনাবশ্যক ভাবে নির্মম আঘাত করলে অন্তরে লাগে। অন্তর ক্ষতবিক্ষত হয়ে যায়।

অরিন্দমের সঙ্গে সখ্য স্থাপন করতে চেয়েছিল। অরিন্দমের আপনারজন হতে চেয়েছিল নয়না। অরিন্দমের প্রতিদ্বন্দ্বী নয়। অরিন্দমকে পরাস্ত করে বিজয়ী হতে চায় না নয়না। তাহলে নয়নার প্রতি অসঙ্গত উক্তি উচ্চারণ করা হবে কেন? তাকে ক্রমাগত আক্রমণ করে বিপর্যয়ের সম্মুখীন করবার প্রয়াস করা হচ্ছে কেন?

নয়না কি মুখ খুলবে? নয়নার কি মুখ খোলা উচিত নয়?

বলবে কি নয়না, আমি যেচে ওদের দুজনের দায়িত্ব নিইনি। আমি কোনও দুঃসাহস দেখাইনি। একদিন তুমি বলেছিলে, মা হলে, মাতৃত্বের দায়িত্বও নিতে হয়। বলবে নয়না?

ছয় সাত মাস আগে একবার অসুস্থ অন্তুর জন্য খুব অসহায় বোধ করেছিল নয়না, একলা হাতে অসুস্থ অন্তুর দায়িত্ব নিতে ভয় পাচ্ছিল। তাই অরিন্দমকে খাজুরাহ যাবার প্রোগ্রাম বন্ধ করে ঘরে থাকবার জন্য অনুরোধ করেছিল। তখন তো অরিন্দম দায়িত্বের হাত বাড়ায়নি। নয়না একলা, অসুস্থ অন্তু আর শিশু ডিম্পিকে নিয়ে ঘরে থাকলে, নয়নার দ্বারা কোন দুঃসাহসিকতা করা হবে বলে মনে করেনি? বরং নয়না অরিন্দমকে বাড়ীতে থাকতে বলে, নিজের স্পর্ধা দেখাচ্ছে বলে নয়নাকে তিরস্কার করেছিল, শাসিয়েছিল অরিন্দম।

সেদিন নয়নাকে অবজ্ঞা করে, অগ্রাহ্য করে অরিন্দম খাজুরাহ চলে গিয়েছিল বলেই না, দুর্বল ভীত নয়নারও জেদ চেপে গিয়েছিল, কষ্ট করে, মনে শক্তি সঞ্চয় করে কঠিন করতে হয়েছিল নিজেকে। একলা হাতে কর্তব্য করবার জেদ চেপে গিয়েছিল। একক হস্তে সন্তান পালনের দায়িত্বের হাতে খড়ি ও সূত্রপাত সেদিন থেকেই হয়েছিল নয়নার।

সেদিন থেকেই নিজের মধ্যে শক্তি সঞ্চয় করবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিল নয়না। নয়না আজ পর্যন্ত যা করেছে, প্রয়োজন হয়েছে বলে করেছে। কাউকে কোন বাহাদুরী দেখানোর জন্য কিছু করেনি। নিজের সাহসের পরিচয় দেবার জন্য করেনি।

পারে না নয়না এসব বলতে? নয়নাও মুখ খুলতে চাইল। কিন্তু অরিন্দমের দিকে দৃষ্টি ফেলতেই অবাক হল, অরিন্দমকে খুব অন্যরকম দেখাচ্ছে। আত্মতৃপ্তির প্রাচুর্যতায় ভরপুর এক অতিশয় সুখী ব্যক্তির সামনে, কোনও অনাবশ্যক বাধা যেন আত্মসুখের বিঘ্ন ঘটাচ্ছে।

এই বন্ধনকে সরিয়ে ফেলতে পারলেই পুনরায় আত্মসুখে বিভোর হতে পারবে অরিন্দম। এই রকম একটা ভাব ফুটে উঠেছে অরিন্দমের চেহারায়।

নয়না ভীষণ অবাক হয়ে অরিন্দমকে দেখছিল। অরিন্দমের মুখবলয়ে সত্যিই সেরকম

কোনও ভাবধারা ছেয়ে রয়েছে। নয়নার সঙ্গে চোখাচোখি হওয়া সত্বেও, অরিন্দম দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল না। নয়নার দৃষ্টির সঙ্গে দৃষ্টি মিলিয়ে নয়নাকে কিছুক্ষণ প্রত্যক্ষ করল। তারপর সুখী চেহারাটায় একপ্রস্থ বিতৃষ্ণা মেখে বলল, তোমাকে আর কতদিন সহ্য করব বলবে?

নয়নাকে সহ্য করতে হচ্ছে অরিন্দমকে? বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল নয়না। কি বলছে অরিন্দম? নয়না কি অস্বাভাবিক কিছু? নয়না কি অরিন্দমের স্ত্রী নয়?

স্বাভাবিক মানুষকে, স্বাভাবিক ব্যাপারকে, স্বাভাবিক নিয়মে সহ্য করতে বাধ্য মানুষ। মানুষের জন্য অসহ্য শব্দটা তখন আসে, যখন অপ্রয়োজনীয় উটকো কিছু জোর দখল করে মানুষের ঘাড়ে এসে পড়ে।

নয়না বিস্ময় ধরে রাখতে পারছে না। এতদিন পর অরিন্দম এসব বলছে? নয়না ঘুনাক্ষরেও কখনো আঁচ করতে পারেনি, নয়নার ব্যাপারে অরিন্দম এতটা স্পৃহাহীন বলে। যাকে সহ্য করবার ক্ষমতা নেই, তার প্রতি নিশ্চেষ্ট থাকাই তো স্বাভাবিক। তার মনের খবর জানবার আগ্রহ থাকবে কেন অরিন্দমের? তার অভিমানের খোঁজ করতে যাবে কেন অরিন্দম?

নয়না এত বছর ধরে অরিন্দমের মন পাওয়ার অনর্থক চেষ্টা করেছে। নয়নার প্রচেষ্টা পুরোপুরি বিফল হয়েছে। এই সত্যকে আর একবার ভীষণভাবে অনুভব করল নয়না।

কিন্তু তাই বলে কোনও স্বামী তার স্ত্রীর প্রতি এই ধরনের মন্তব্য করতে পারে না। ইট ইজ হাইলি অবজেকশনেবল। নয়না কোনও উটকো অপ্রয়োজনীয় বস্তু নয়, নয়না যেচে দয়া ভিক্ষে চেয়ে অরিন্দমের কাছে আশ্রয় চায়নি। সামাজিক স্বীকৃতি ও সাক্ষী রেখে নয়নাকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করেছিল অরিন্দম। তারপর নয়না অরিন্দমের গৃহে প্রবেশ করেছিল।

প্রতিবাদ করবার ভঙ্গিতে একবার অরিন্দমের দিকে চাইল নয়না। নয়না ইচ্ছে করলে ন্যায্য দাবী নিয়ে রুখে দাঁড়াতে পারে। স্ত্রীর ন্যায্য অধিকারে অরিন্দমের কথার বিরোধ করতে পারে। নয়না যতদিন জীবিত থাকবে, নয়নাকে সহনযোগ্য ভাবতে বাধ্য অরিন্দম। নয়না জোর গলায় বলতে পারে, তুমি সহ্য করতে পার না বললেই তো হল না। যাকে বিয়ে করে ঘরে এনেছিলে, যিনি তোমার সন্তানের জননী, তাকে সহ্য করবার প্রশ্ন আসে না। তার অধিকারের মর্যাদা দিতে তুমি বাধ্য। তার প্রতি সহনশীলতা বোধ স্বাভাবিক নিয়মেই তোমার মধ্যে আসা উচিত।

পরক্ষণেই নয়না মত পাল্টাল। না অরিন্দমকে এসব কিছু বলবে না। গত বছর পর্যন্ত নয়না যে অরিন্দমকে জানত, চিনত, সেই অরিন্দম আর বর্তমানের অরিন্দমের অনেক তফাৎ। বর্তমানের অরিন্দমকে ভোগী অরিন্দম মনে হচ্ছে নয়নার। সুখী অরিন্দম আরো সুখ চাইছে। সুখভোগ করবার বিভিন্ন উপায় কাজে লাগাতে চাইছে। ডিম্পি অন্তু এখন মোটামুটি পরিণত হয়েছে এবং যোগ্য সন্তানরূপে প্রতিপন্ন হতে যাচ্ছে। অরিন্দম এতদিন সন্তান সুখের প্রতি সচেতন ছিল না। বর্তমানের ডিম্পি অন্তুর স্বরূপ দেখে অরিন্দম সন্তানদের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। অরিন্দম এখন সন্তান সুখের আনন্দ উপভোগ করতে চায়। ডিম্পি অন্তুর সংস্রব চায় অরিন্দম। ডিম্পি অন্তুকে চাই, অথচ ডিম্পি অন্তুর মাকে চায় না। এই কথা স্পষ্ট করে ব্যক্ত করতে পারছে না অরিন্দম। তাই বিভিন্ন কৌশলে নয়নাকে বিষিয়ে তুলতে চাইছে,

যাতে নয়না আপনা থেকে সরে যেতে পারে। নয়না অদ্ভুত দৃষ্টি নিয়ে অরিন্দমকে নিরীক্ষণ করল কিছুক্ষণ। অরিন্দম ঘোষের রূপান্তর ঘটেছে, এই কথাটা খাঁটি সত্য মনে হল। উটকো ঝামেলা বর্জিত একজন সন্তুষ্ট মানুষ এখন অরিন্দম। ঘরের পুরোন বৌ নিয়ে এখন আর মাথা ঘামাতে চায় না অরিন্দম। সুন্দর সুসজ্জিত বাগিচার একাংশের আগাছার মত, পুরনো বৌকে উপড়ে ফেলে বাগিচার শ্রী অক্ষুণ্ণ রাখতে চায় অরিন্দম। আর অভিমান করবে না নয়না। এই মানুষের জন্য নয়না এত বছর অভিমান বুকে চেপে কষ্ট পাচ্ছিল। ভাবতেও অবাক লাগছে নয়নার।

নয়না কি কখনো কারো দয়া চেয়েছে? অরিন্দম স্ত্রীর সংস্পর্শ পছন্দ করে না, এই কথা প্রকাশ করতে না পেরে, এত বছর নয়নাকে দয়া করে এসেছে। এখন আর পারছে না। কিন্তু নয়না তো দয়া চায়নি। নয়না স্বামীর ঘরে সুখে বাস করবার ব্যবস্থা করতে চেয়েছিল, মনে একটা আশা নিয়ে বাস করছিল।

নয়না কি এতদিন আত্মসম্মান খুইয়ে স্বামীর সংস্রবের থাকবার প্রয়াস করেছে। না, নয়না আর আত্মসম্মান খোয়াতে রাজী নয়।

স্বামী সুখ নয়নার জন্য থাক বা না থাক, নয়না তার আত্মমর্যাদার অবমাননা করতে পারে না।

রাগ নয়, অভিমান নয়, নির্লিপ্ত নয়না আপন ব্যক্তিত্বের স্পর্ধায়, বিনা দ্বিধায় স্বামীর ওপর সম্পূর্ণ দৃষ্টি রাখল আরেক বার।

স্ত্রীর দৃষ্টির উগ্রতায় অরিন্দমও থতমত খেল। দৃষ্টি সরিয়ে নিতে চাইল। কিন্তু নয়না বুঝি তা হতে দিল না।

তোমাকে আর কষ্ট করতে হবে না। আমায় সহ্য করবার আর প্রয়োজন হবে না। ডিম্পি অন্তু এখন বড় হয়ে গেছে। তোমার কাছে আসতে হলে ওরা নিজেরাই এখন চলে আসতে পারবে। আমি সঙ্গে না এলেও চলবে।

নয়না এত শীঘ্র একটা সমাধান বার করে ফেলবে অরিন্দম আশা করেনি। অরিন্দম ভেবেছিল নয়নার কাছ থেকে মুক্তি পেতে অনেক কষ্ট হবে। তাই একটু মিইয়ে গেল অরিন্দম।

নয়না অরিন্দমের সামনে থেকে সরে আসতে চাইল, তাই উঠে দাঁড়াল।

কিন্তু অরিন্দমের প্রথম প্রশ্নের জবাবটা দেওয়া হয়নি বলে আবার দাঁড়াল।

তাহলে আগামী কাল তুমিই নিয়ে যেও ডিম্পিকে।

অরিন্দম কিছু মন্তব্য করল না। নয়না একবারে পরের কথাটাও বলে ফেলল।

অন্তুর স্কুলের পড়াশোনা শেষ না হওয়া পর্যন্ত অন্তু আমার কাছে থাকবে। মানে, আমি ওকে আমার কাছে রাখতে চাইছি আরো তিন চার বছর। কিছু মনে করো না।

অরিন্দম এবারো কোন জবাব দিল না দেখে, নয়না অন্তুকে নিজের কাছে রাখবার কারণও জানিয়ে দিল।

মাঝপথে হঠাৎ অন্য রকম ব্যবস্থা হলে অন্তুর পড়াশোনার ব্যাঘাত হতে পারে, অন্যরকম প্রতিক্রিয়া হতে পারে। তাই ওকে আমার কাছে রাখতে চাইছি।

তারপর অরিন্দমের কোন মন্তব্য বা কথা শোনার জন্য অপেক্ষা করল না নয়না। ভেতরে চলে এল।

অসম্ভব অস্থিরতা বোধ করছে নয়না। একা, এক দুঃসাহসিক অভিযান শুরু করে এত বছর ধরে চালিয়ে গেলেও, মনের মধ্যে যে ক্ষীণ একটা আশা ছিল, সেটাই ছিল নয়নার শক্তি। একদিন নয়নার এই অভিযানের সার্থকতা হবে, অরিন্দম নয়নার মারাত্মক জেদ বর্জন করতে সাহায্য করবে। নয়নাকে আন্তরিক স্পর্শ উপহার দিয়ে নয়নাকে খুশী করবে। নয়না তার কষ্টকে আত্মতুষ্টির মর্যাদা দিয়ে কৃতিত্ব অনুভব করবে। নয়নার ধারণা অনুসারে এসব কিছুই হল না।

নয়না কল্পনার জগতে বাস করত। তাই এই সমস্ত অলীক স্বপ্ন দেখত। অরিন্দম একঝটকায় নয়নাকে কল্পনার রাজ্য থেকে বাইরের বাস্তবে এনে দাঁড় করাল।

ছোটবেলায় আচমকা মায়ের হাতের চড় খেয়ে ব্যথা চেপে ফ্যাল ফ্যাল করে মায়ের মুখের দিকে চেয়ে থাকত নয়না। করুণ মুখে জিজ্ঞেস করতে চাইত মা, আমার কি অপরাধ সেটা তো বলবে? তখন থেকে শারীরিক আঘাতের চাইতে, অন্তরের আঘাত তীক্ষ্ণ ও অসহনীয় মনে হত নয়নার। বিনা কারণে মার খাওয়ার প্রতিবাদ করতে পারত না। কিছুটা জ্ঞানবুদ্ধি হবার পর মনে হত নয়না তো যেচে এই ঘরে আসেনি, নয়নাকে নিয়ে আসা হয়েছে। নয়না নামের শিশু পৃথিবীতে পদার্পণ করবার পর নিজে আপনা থেকে দয়া ভিক্ষে চেয়ে এই ঘরে প্রবেশ করেনি। তাহলে? যাকে স্বেচ্ছায় আমন্ত্রণ করে আনা হয়েছে। তার প্রতি এই অনাদর কেন? নয়নার দৃঢ়বিশ্বাস, নয়নার মধ্যে এমন কোন খুঁত মজুত ছিল, যার জন্য নয়নার মায়ের আচরণ অসহনীয় মনে হত, সেই অসহনীয়তার দরুণ নয়নাকে মায়ের হাতের চড় খেতে হত।

কিন্তু মা এইটুকুন কেন বুঝতেন না, নয়নার খুঁতের কথা নয়নাকে না জানালে, নয়না নিখুঁত হবে কি করে!

অরিন্দম কি নয়নার সেই ভীষণ খুঁতটার সন্ধান পেয়েছিল? তাই শুরু থেকেই নয়নাকে সহ্য করতে পারত না! কিন্তু অরিন্দমের কি উচিত ছিল না নয়নাকে তার খুঁত সম্বন্ধে সচেতন করা। মানুষ যদি মানুষের দোষত্রুটিকে ধরিয়ে না দেয়, তাহলে মানুষ শোধরাবে কি করে। নিজের দোষত্রুটি বুঝতে না পারলে মানুষ তো চিরকাল অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

নয়না তো একাই। চিরকালই একা। তা সত্ত্বেও নয়নাকে কোনঠাসা করে দূরে ঠেলে দিল কেন অরিন্দম?

নয়না যতই অসহনীয় হোক অরিন্দমের কাছে, নয়না অরিন্দমের স্ত্রী, অরিন্দমের সন্তানের মাতা। নয়নার প্রতি অবিচার করে অরিন্দম ভুল করল।

পঞ্চশীলার পাহাড়ে আজ মেলা বসেছে। পাহাড়ের চূড়োয় একটি প্রাচীন গুহা আছে। সেই গুহায় নাগরাজ বাস করেন। আজ নাগপঞ্চমী। আজকের দিনে নাগরাজ গুহা গহ্বরের বাইরে আসেন, ভক্তদের দর্শন আকাঙ্ক্ষা মেটাতে। ভক্তরা দুধের নদী বইয়ে দেয়। নাগরাজ সেই দুগ্ধ পান করে ভক্তকে আশীর্বাদ করেন। এখানকার স্থানীয় মানুষের এই বিশ্বাস।

ডিম্পি অন্তু সেই মেলা দেখতে গেছে। সন্ধ্যে হয়ে গেল, তবুও ওরা ফেরেনি বলে নয়না বারান্দায় এসে বসেছে। নয়না অবশ্য ওদের জন্য দুশ্চিন্তা করছে না। এখন ওরা বড় হয়েছে। এখন নয়না ওদের জন্য দুশ্চিন্তা করতে যাবে কেন?

নয়নার দুশ্চিন্তা নিজের জন্যই হচ্ছিল। অরিন্দম যে আজ একাধিক হৃদয় বিদারক কথা বলল। নয়না ছেলেমেয়েকে এতদিন অনাথ আশ্রমে রেখেছে। অরিন্দমের ছেলেমেয়ের স্টেটাস মেইণ্টেন করে না নয়না। সবশেষে মর্মান্তিক চরম কথাটা শোনাল। নয়নাকে আর কতকাল সহ্য করতে হবে। এই চরম কথাটা ঘোষণা করবার উদ্দেশ্যেই বুঝি নয়নাকে আঘাত দিয়ে, জর্জরিত করে পরিস্থিতি তৈরী করে নিয়েছিল।

টিম্পু বোধহয় বাজারে গেছে, গৃহস্বামী অরিন্দম বাবুও বুঝি মনকে হাল্কা করতে পেরে, নিশ্চিন্ত হয়ে খুশী মনে বেরিয়ে গেছেন। অন্ধকারে অনেকক্ষণ থেকে একলা বসে রয়েছে নয়না। এই বিরাট বিশাল প্রাসাদে নয়না সম্পূর্ণ একা। অন্য সময় হলে নয়নার গা ছম্‌ছম্ করত। আজ কিছু মনে হচ্ছে না। নিজের ভাগ্য, নয়নাকে এমনি আরো কত বিড়ম্বনা দেখাবে কে জানে?

নীরব নির্জন পরিবেশে, নয়নার দীর্ঘশ্বাসের শব্দ ক্রমান্বয়ে শোনা যাচ্ছে। নয়না কি খুব হতাশ হয়ে পড়েছে? অসহায় বোধ করছে? কেন অসহায় বোধ করবে নয়না? অরিন্দমের কাছে নয়নার কোন মূল্য নেই বলে কি নয়না বাঁচবে না। অরিন্দমের সহানুভূতি বা ভালবাসা নাই বা থাকল। নয়না নিঃসহায় মনে করবে না নিজেকে।

কিসের কষ্ট নয়নার? এতদিন নয়না যা করল, তার মূল্য অরিন্দমের কাছে না থাকলেও, নয়নার কাছে আছে। এতদিন ডিম্পি অন্তুর জন্য নয়না যা করেছে, তার মূল্য নয়না পাবে না কেন? নয়না নিজেকে মূল্য দেবে। ডিম্পি অন্তুকে আরো সুন্দর করে গড়ে তুলবে নয়না। তবেই হবে নয়নার জীবনের সার্থকতা।

মেমসাহেব একলা বসে রয়েছেন, লাইট জ্বালাননি কেন? টিম্পু বাজার নিয়ে ফিরল।

নয়না ম্লান হেসে বলল, বাড়ীতে কেউ নেই তো, তাই একলা বসে রয়েছি।

টিম্পু লাইট জ্বালিয়ে দিয়ে একটা খুশীর খবর দিল, মেমসাহাব আজ বড় মাছ এনেছি।

হ্যাঁ?

বড় মাছ এনেছি, বড় কাৎলা।

ওহ!

টিম্পু ভেবেছিল মেমসাহেব খুশী হবেন বড় মাছের কথা শুনে। কারণ, সাহেব বড় মাছ খেতে ভালবাসেন, তাই বড় মাছ এলে মেমসাহেব নিজেই রান্না করেন। কিন্তু আজকে মেমসাহেব খুব হতাশ করল টিম্পুকে।

আপনার তবিয়ত ঠিক নহী মেমসাহাব? টিম্পু জিজ্ঞেস করল।

হ্যাঁ? শরীর? ভাল থাকবে না কেন? ভাল আছে।

টিম্পু বাজার নিয়ে ভেতরে চলে গেল। খানিকক্ষণ পর আবার ফিরে এল।

মেমসাহাব মাছ কি দিয়ে রান্না হবে?

তোমার যেমন ইচ্ছে বানাও না।

মেমসাহেবের কোন উৎসাহ নেই দেখে টিম্পু ফিরে গেল।

গেটের কাছে অরিন্দমের গাড়ী এসে দাঁড়াল। ডিম্পি অন্তু গাড়ি থেকে নেমে এগিয়ে আসছে।

কি সপ্রতিভ হয়েছে ডিম্পি অন্তু, কি তরতাজা ও সক্রিয়! তবুও অরিন্দমের মনঃপুত হল না কেন? অরিন্দম আর কিরূপে ডিম্পি অন্তুকে দেখতে চেয়েছিল? এখনো ওদের মধ্যে সম্পূর্ণতা আসেনি। বয়স বাড়লে ওদের মধ্যে মানুষের পূর্ণাঙ্গ রূপ ফুটে উঠবে। নয়না কোনও অশালীন রূপ দেয়নি দুজনকে। তাহলে অরিন্দম এভাবে বলবে কেন?

ডিম্পি মায়ের হতাশ কালো চেহারাটা লক্ষ্য করে বলল, মা, তুমি এখানে এমন করে বসে রয়েছ কেন?

এমনি। তোরা কেউ ছিলি না তাই একা বসেছিলাম।

নয়না মনে মনে এই ভেবে স্বস্তি পেল, অরিন্দম নয়নাকে যেভাবে অপদস্থ করল, তার সাক্ষী ডিম্পি অন্তু ছিল না। নয়নার হেনস্থা ডিম্পি অন্তু প্রত্যক্ষ করল না।

রাত্রিবেলার খাওয়াদাওয়ার পাট চুকে গেলে নয়না ডিম্পিকে জানিয়ে দিল, আগামীকাল নয়না যাচ্ছে না ডিম্পির সঙ্গে, ডিম্পির বাবা যাবে।

ডিম্পি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, কেন মা? তুমি যাবে না কেন?

নয়নারও খারাপ লাগছিল। এতদিন নয়না নিজের হাতে সব করে মেয়েকে এতটা বড় করেছে। এখন একলা ছাড়তে কষ্ট হচ্ছে। নতুন জায়গায় যাচ্ছে ডিম্পি, সেখানে কোথায় কিভাবে থাকবে, কি করবে ইত্যাদি নয়না নিজের হাতে, নিজের চোখে দেখে ঠিক করে না দিয়ে এলে নয়না শান্তি পাবে না। মেয়েকে ছেড়ে কোনো দিনও থাকেনি নয়না। তাই এমনিতেই বুক ফেটে যাচ্ছিল কষ্টে।

কি হল মা? তুমি যাবে না কেন? আমাদের সবার টিকিট তো কাটা আছে মা, বাবা সঙ্গে গেলে বাবার টিকিট করে নিলেই হল।

নারে, ডিম্পি এখন আর যাচ্ছি না আমি। তুই তোর বাবার সঙ্গে যা। আমি গৌহাটিতে গিয়ে সবকিছু গুছিয়ে নিই। তারপর সুযোগ করে নিয়ে একবার তোকে দেখে আসব।

না মা, তুমি চল। তুমি না গেলে আমার ভাল লাগবে না।

ওরকম করে না ডিম্পি। তুমি এখন বড় হয়েছ। এখন সব কাজে আমি নাই বা থাকলাম। তাছাড়া তোমার বাবা তো যাচ্ছেন।

বাবা তো কখনও যান না। বাবা যাবেন কেন?

ও কি কথা? বাবা কখনও যান না বলে, এখন যেতে পারেন না? এবার তোমার বাবা তোমার সঙ্গে যাবেন। সবকিছু গুছিয়ে নিও বাবা থাকতে থাকতে। নতুন জায়গায় যাচ্ছ, ওখানে তোমার বন্ধুরাই তোমার সহায়ক হবে। তিন বন্ধু মিলে মিশে থাকবে।

ডিম্পির মায়ের উপদেশ শোনায় কান নেই। ডিম্পির একই গোঁ, মা তুমিও চল।

বাবা যখন যাচ্ছেন, তখন আমার প্রয়োজন কি শুনি? নয়না কষ্ট চেপে একটু কড়া

সুরে বলল।

ডিম্পি গোমড়া মুখে মন খারাপ করে দাঁড়িয়ে রইল। নয়না ডিম্পিকে বুকে চেপে ধরে অনেক বোঝাল। আগামী দু'মাসের মধ্যে অবশ্যই বম্বে যাবে বলে কথা দিল। তারপর গিয়ে ডিম্পি একটু শান্ত হল।

মানুষের খামখেয়ালীপনার একটা সীমা থাকে। কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজের ভার নিয়ে এধরনের খামখেয়ালীপনা করা সাজে না। অবশ্য অরিন্দমের জন্য এটা খামখেয়ালীপনা করা, না ইচ্ছাকৃত ভাবে নয়নাকে জ্বালানোর উদ্দেশ্যে করা সেটা ঠিক বোধগম্য হল না নয়নার।

বম্বের ট্রেন বিকেলে। সকালবেলা অরিন্দম মত পাল্টাল। ডিম্পিকে নিয়ে বম্বে যেতে পারবে না বলে জানাল। নয়না প্রচণ্ড রেগে গেল। কি ভেবেছে অরিন্দম? নয়নাকে নিয়ে যা খুশী করছে বলে কি, ডিম্পিকে নিয়েও করবে? যদি যাবেই না, তাহলে গতকাল নয়নাকে অপদস্থ করে, ডিম্পিকে নিয়ে যাবার আগ্রহ দেখিয়েছিল কেন? অরিন্দমের কথার কোন মূল্য থাকবে না কেন?

আমি যেতে পারব না। তুই তোর মায়ের সঙ্গেই যা। কথাটা ডিম্পির কর্ণগোচর করেই খালাস। নয়না রাগে ফেটে পড়তে চেয়েও নিজেকে আয়ত্তে রাখল। নিজেকে সংযত করল। না, নয়না আর কখনও রাগ প্রকাশ করবে না অরিন্দমের কাছে। কোন দিনও নয়। অরিন্দম ঘোষ, নয়নাকে অপমান করবার, অপ্রস্তুতে ফেলবার নতুন প্রক্রিয়া চালু করল বুঝি। নয়না গতকাল অরিন্দমের প্রস্তাবের বিরোধ না করে, নির্লিপ্তভাবে সব মেনে নিল বলেই হয়ত অরিন্দম ডিম্পির সঙ্গে যাবার অক্ষমতা প্রকাশ করল। নয়নাকে আরেক প্রস্থ নাস্তানাবুদ করবার উদ্দেশ্যে।

অরিন্দম নিজের ব্যবহার দিয়ে নয়নাকে নাজেহাল করে আনন্দ বা তৃপ্তি পেতে চাইলে পাক না? নয়না কিছু বলবে না। নয়না নীরবে নয়নার কর্তব্য করে যাবে। গতকাল অরিন্দম রাজী ছিল, আজ অরিন্দম রাজী নয়। না হোক। নয়না নিয়ে যাবে ডিম্পিকে। নয়নার অরাজী হবার কোন কারণ নেই।

নয়না যাবার সময় জানিয়ে গেল, অন্তুকে নিয়ে এখন থেকে গৌহাটিতে থাকবে নয়না। অরিন্দমকে এইটুকুন জানানো কর্তব্য বলে মনে করল নয়না।

নয়না একা যেখানে খুশী বাস করুক। অরিন্দমের তাতে কিছু এসে যাবে না। কিন্তু নয়না সঙ্গে করে অরিন্দমের ছেলেকে নিয়ে যাচ্ছে। পিতা হিসেবে অরিন্দমের জানা প্রয়োজন, ছেলে কোথায় আছে বা থাকবে।

অরিন্দম অবশ্য নয়নার কথায় কোন মন্তব্য করল না। তবে ডিম্পি অন্তুকে সাবধানে থাকবার উপদেশ দেবার সাথে সাথে এইটুকুনও বলল, যেখানে থাকবি তোরা, সেখানে কোনও কষ্ট হলে, মনে করিস না তোদের সেই কষ্টের জন্য আমি দায়ী। আমি সর্বদা তোদের আরামে রাখতে চেয়েছি। তোদের দুর্ভাগ্য বা আমার দুর্ভাগ্য, তোরা আরাম পেলি না।

নয়না শুধু শুনল। কোনও মন্তব্য করল না।

নয়না চেষ্টা করেছিল সুখী হতে, স্বামীর ঘরে সুখে গৃহিণীর ভূমিকা পালন করতে। কিন্তু

হল না। নয়নার ভাগ্য নয়নাকে সহায়তা করল না! সত্যিই কি ভাগ্য দায়ী হয় এসব ক্ষেত্রে? নাকি, সেই ক্ষণ দায়ী? যেই ক্ষণ নয়না ও অরিন্দমের জীবন একসূত্রে গাঁথা হয়েছিল? সেই লগ্ন কি অভিশপ্ত ছিল?

না, এসব ভাবনা চিন্তা আর মনে আনবে না নয়না। অতীতকে নিয়ে আর কোন অশান্তি পাবে না। এখন শুধু বর্তমান নিয়ে বাস করতে চায় নয়না।

গৌহাটি শহরে এসে নতুন জীবন শুরু করল নয়না। নতুন জীবনের প্রথম অধ্যায়ের শুভারম্ভ করবার আগে, নিজের কাছে নিজে শপথ নিল। অন্যের ওপর নির্ভরতা বা ভরসা ছাড়াই জীবনতরী বেয়ে নিয়ে যাবে নয়না। সার্থক হবার চেষ্টা করবে একজন সফল মানুষরূপে।

ঈশ্বর বিশ্বাসী নয় নয়না। ঈশ্বরের মহিমা নিয়ে কোনদিন চিন্তাভাবনা করেনি নয়না। এই পৃথিবীর অনেক অত্যাশ্চর্য রচনায় ভগবানের কৃতিত্ব থাকলেও থাকতে পারে, তা নিয়ে নয়নার কিছু এসে যায় না। কারণ নয়না নিজের ছাড়া আর কারো সহযোগিতা চায় না। অন্য কাউকে তোয়াক্কা করে না। এক অদ্ভুত কপাল নিয়ে জন্মেছে নয়না। ভাগ্য যেমনভাবে চালাচ্ছে সেই ভাবেই চলছে নয়না।

কিন্তু এবার নিজের ভাগ্যের উৎকৃষ্টতা নজরে পড়ছে কেন? নতুন এক পদক্ষেপে অনুসরণ করবার ক্ষণে, সম্পূর্ণ অন্য প্রক্রিয়ায় এক নতুন কর্মভূমি রচনার ক্ষেত্রে নয়না বিফল হল না। একটা ছোট উদ্যোগের ভিত্তি স্থাপন করে ফেলতে সমর্থন হয়েছে নয়না। ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য মনে হলেও সত্যি। নয়নার ভাগ্য এবার সুপ্রসন্ন ছিল। কিন্তু সত্যিই কি তাই? শুধু নয়নার ভাগ্য সায় দিয়েছে বলেই কি নয়নার সফলতা এসেছে? অন্য কোন শক্তির কোন কারসাজি ছিল না?

তাহলে কি নয়নার জন্যও ভগবান আছেন? নয়নার এই সফলতায় ঈশ্বরের দয়া কাজ করেছে? নয়নাকেও দয়া করা যায় তাহলে! এই সত্য, নয়নাকে নয়নার পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য অনুপ্রেরণা যোগাবে। নয়না স্বার্থপর হবে না। কার্যসিদ্ধি হবার পরের মুহূর্তেই ভগবানের অপার মহিমার কথা ভুলে যাবে না।

নয়না ঈশ্বরকে স্মরণে রাখবে। ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা অর্জনই হবে নয়নার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ। প্রথম ধাপের সফলতার মত, প্রত্যেক ধাপের সার্থকতায় নয়না নিঃস্বার্থ চিত্তে ভগবানের আরাধনা করবে।

নয়না অবুঝের মত, নির্বোধের মত ভগবানের উপরও বুঝি অভিমান করেছিল। কিন্তু তাই কি কখনো হয় নাকি? সৃষ্টিকর্তার ওপর মানুষ রাগ বা অভিমান করতে পারে না। সৃষ্টিকর্তার বিচার যেমন হবে তাই মেনে নিতে হবে এই সংসারের মানুষকে। নয়নাও সেই নীতি মেনে চলতে বাধ্য।

হাতে সামান্য কিছু টাকা নিয়ে ব্যবসা করব বললেই তো ব্যবসা শুরু করা যায় না। ক্যাপিট্যাল কতখানি, সেটা কোথায় কিভাবে বিনিয়োগ করা সম্ভব হবে, কোন জায়গায়

বিনিয়োগ করলে মার্কেট পাওয়া যাবে ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়গুলো নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ চিন্তা করতে হয়। সব চাইতে প্রথমে বিবেচনা করবার বিষয় হল, কি ধরনের ব্যবসা করতে চায় নয়না। এই বিষয়টা স্থিরিকৃত না হলে, নয়না কিছু শুরু করতে পারবে না, কোন দিক দিয়ে অগ্রসর হতে পারবে না।

অন্যের মাল বিক্রি করে, কমিশন নিয়ে নিয়ে রাজা হতে চায় না নয়না। নয়নার লাভ চাই, কিন্তু সঙ্গে আত্মসন্তুষ্টিও চাই। নিজের হাতে কিছু গড়বার আত্মতৃপ্তি ও আনন্দ চাই নয়নার।

কিন্তু নিজের হাতে কি গড়বে নয়না? অনেক চিন্তা করে নয়না স্থির করল, লৌহ ধাতুকে ব্যবহার করবে নয়না। এই ধাতুর দ্বারা ছোট ছোট চিত্ত আকর্ষক বস্তু নির্মাণ করবে, যা সদা মানুষের প্রয়োজনে লাগবে। দরজা জানালার হাতল, ছিটকিনি ইত্যাদি বস্তুগুলোর বাজার সর্বদা থাকবে। আধুনিক কলাকৌশলের প্রয়োগে, এই সকল বস্তুকেই আরো উন্নতমানের ও আকর্ষণীয় করে তৈরী করতে পারে নয়না। কিন্তু যাই করতে চাক নয়না, নয়নার একার দ্বারা তো কিছু সম্ভব নয়। অভিজ্ঞ ও ইচ্ছাশীল মস্তিষ্ক চাই, কর্মী চাই। একখণ্ড ভূমি চাই।

নয়না প্রথমে দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়েছিল। সেই বিজ্ঞাপনের জবাবে বিকাশ চৌধুরী নামে এক ব্যক্তি নয়নার দেওয়া ঠিকানা অনুযায়ী নয়নার ফ্ল্যাটে এসে দেখা করেন। বয়স ত্রিশের সামান্য উপরে হলেও হতে পারে। কমার্স গ্রাজুয়েট। অন্য এক প্রাইভেট ফার্মে কাজ করত। নয়নার এখানে বেশী সুবিধা পেলে নয়নার এখানে থেকে যাবে জানিয়েছে।

নয়নার মনে হল, একজন কর্মঠ সং মানুষ ইনি। আচার আচরণ খুব ভাল লাগল নয়নার। সর্বোপরি এই মানুষের মধ্যে অন্তরের আভাস পেল নয়না। তাই, এই মানুষকে দায়িত্ব দেওয়া যেতে পারে, নিজের নতুন কর্মভূমির যোগ্য সহযোগীরূপে বিশ্বাস করা যেতে পারে বলে মনে হল নয়নার।

মানুষকে বিশ্বাস করেই এগোতে হবে নয়নাকে, তাছাড়া অন্য কোন উপায় নেই।

মানুষকে বিশ্বাস করে কি কেবল ঠকেছে মানুষ? কেউ কি কখনো জেতেনি? আন্দাজে কাউকে অবিশ্বাস করা যায় না। তাই নয়না একটা চ্যালেঞ্জ নিল, দেখাই যাক না মানুষকে বিশ্বাস করে নয়না কি ফল পায়!

নয়না তার পরিকল্পনার কথা জানিয়ে বলেছে, ভাই, আপনাকে কিন্তু নিজের মনে করে সব কিছু করতে হবে। সাময়িক ভাবে কেবল কিছুটা সময়ের জন্য এখানে কাজ করছেন ভাবলে চলবে না।

আপন বা পর বলে কিছু জানি না আমি। যে কাজ ভাল লাগে, সে কাজ মন দিয়ে করি। বিকাশবাবু জবাব দিয়েছিলেন।

তাতো বটেই। কাজ ভাল না লাগলে, কাজে মন বসবে কেন। আমার যা কাজ তাতো আপনাকে বলেছি, এখন ভাল লাগা না লাগা আপনার কথা।

আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। কাজ শুরু হয়ে গেলে ভাল লাগবে। আমারও, আপনারও। আপনি শুধু কাজ আরম্ভ করবার অনুমতি দিন। তারপর কি হয় দেখুন।

সেই শুরু। বিকাশবাবু যেন নয়নার এই উদ্যোগকে গড়ে তোলার সব দায়িত্ব নিজের কাঁধে নিয়ে নিলেন। নয়না যেন নামমাত্র ভূমিকায় অভিনয় করছে এখানে। এই উদ্যোগকে গড়ে তোলার আসল আগ্রহ ও উদ্দীপনা সব কিছু যেন বিকাশবাবুর। বিকাশবাবুর কর্মক্ষমতা ও উদ্যম দেখলে তাই মনে হয়।

বিকাশবাবুর নিষ্ঠা, একাগ্রতা, পরিশ্রম ও অপরিসীম ধৈর্যের ফলে নয়নার স্বপ্ন সাকার হতে শুরু করল। বিকাশবাবু আর নয়নার তত্ত্বাবধানে, একটি ছোট উদ্যোগের গোড়াপত্তন হল। একজন ইঞ্জিনিয়ার ও গোটা ছয় শ্রমিক সহ একটি ছোট কারখানা জন্ম হল।

মাত্র পাঁচ মাস সময় ব্যয় করে বিকাশবাবু একটি কারখানা নির্মাণ করে ফেললেন। নয়না ধনরাশি ব্যতিরেকে অন্য কোন কিছু ব্যয় করবার সুযোগ পায়নি। বিকাশবাবু সুযোগ দেননি।

এতদিনের এই ব্যয়ের পরিবর্তে, আয়ের সুচারু ব্যবস্থা করা হল। সেই উদ্দেশ্যে কারখানা সচল ও সক্রিয় হয়ে উঠল। উৎপাদন শুরু হয়ে গেল।

অন্যদিকে, একজন টাইপিষ্ট ও একজন পিয়ন সহযোগে তিন কামরার একটি ছোট অফিসও প্রতিষ্ঠিত হল। সেই অফিসের সর্বময় কর্তা যদিও বিকাশবাবু, তবুও নয়নার স্থানটা সেখানে বিকাশবাবুর থেকে উর্ধ্বে তাই কেমন যেন লজ্জা করতে লাগল নয়নার। বিকাশবাবু একলার দায়িত্বে এতটা কি করে পারলেন, অবিশ্বাস্য লাগে নয়নার। অবিশ্বাস্য লাগলেও ব্যাপারটা সত্যি। নয়না ভগবান মানত না। কিন্তু নয়নার এই সফলতা ভগবানের দান ও দয়া ছাড়া আর কি হতে পারে? নয়না নামের এক অভাগিনীর জন্য, বিকাশবাবু নামে এক শক্তিকে প্রেরণ করেছেন ভগবান। বিকাশবাবু বুঝি কোন অদৃষ্ট শক্তির দূতরূপে নয়নাকে সহায়তা করতে এসেছেন। সম্পূর্ণ ব্যাপারটাকে খুব অদ্ভুত মনে হচ্ছে নয়নার।

প্রথম মাসের মুনাফা দেড হাজার টাকা এনে নয়নাব হাতে তুলে দিয়েছে বিকাশ। মাত্র দেড হাজারই। তাতেই আনন্দে মেতে উঠেছিল বিকাশ।

ম্যাডাম, মাত্র দেড় হাজার। কিন্তু এই দেড় হাজার একদিন দেড় লাখ হবে। তারপর দেড় কোটি, তারপর...

থাক বিকাশবাবু। অত উচ্চাশা করব না আমরা। এই আমাদেব যথেষ্ট। এখানেই আমরা সন্তুষ্ট।

নয়না আনন্দাশ্রু চাপতে পারেনি। এই অভাবনীয় সত্যকে অনুভব করে খুশীতে কেঁদে ফেলেছে নয়না।

নয়নার হাত কাঁপছিল বিকাশবাবুর হাত থেকে টাকা নিতে।

এসব কি ম্যাডাম?

আপনি ভগবান বিকাশবাবু। আপনার এই ক্ষমতার তুলনা হয় না। আপনি এত শক্তিশালী ব্যক্তি, আমি বুঝতে পারিনি। আপনার কর্মক্ষমতায় আমার সন্দেহ ছিল বিকাশবাবু।

না ম্যাডাম, আমি কিছু করিনি। সবই আপনার অনুপ্রেরণায়, আপনার তত্ত্বাবধানে ও আপনার সচেষ্টতায় সম্ভব হয়েছে। আপনার মত মালিকের অধীনে কাজ করবার সুযোগ

পেয়েছি বলেই বোধহয় আমরা সফল হয়েছি।

ও কি কথা বিকাশবাবু? আমি আপনার মালিক হতে যাব কেন? আমাকে মালিক বলবেন না প্লিজ। আপনি আমার সহকর্মী। আমরা আমাদের পারস্পরিক সহযোগিতার দ্বারা কিছু গড়বার চেষ্টা করছি। এই ক্ষেত্রে অবশ্যই আপনার সহায় ও সহযোগিতার তুলনা অন্য কারো সাথে করব না আমি।

ম্যাডামের মধ্যে অন্যরকম একজন মানুষ আছেন, এই সত্যটা প্রথম থেকে আঁচ করতে পেরেছিলেন বিকাশবাবু।

কি হল বিকাশবাবু? বিকাশবাবুকে অন্যমনস্ক হতে দেখে নয়না জিজ্ঞেস করল।

হ্যাঁ, ম্যাডাম। সহযোগিতা তো বটেই। সকলের সঙ্গে সকলের সহযোগিতা না থাকলে আমাদের চলবে কেন। কিন্তু তাই বলে নিজেকে আপনার সহকর্মী ভাবব কেন?

সহকর্মী নয়তো কি? আমাদের সকলের প্রচেষ্টার ফলে এই উদ্যোগের জন্ম হয়েছে। এই উদ্যোগকে আমরা প্রতিপালিত করে বড় করে তুলব। সফলতার চূড়ান্তে নিয়ে যাব।

নিশ্চয়। আপনি এভাবে প্রতিনিয়ত প্রেরণা দিলে হবে না কেন ম্যাডাম?

শুধু আমার প্রেরণা নয়, এক্ষেত্রে আমরা সকলে একে অন্যের প্রেরণা। আমাদের যৌথ প্রচেষ্টায়, এই উদ্যোগ একদিন উন্নতির চরম শিখরে উঠবে।

ম্যাডাম কথা দিলাম, আমি আমার শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে এই উদ্যোগকে শ্রেষ্ঠত্বের আসন দেবার চেষ্টা করব।

অত বড় প্রতিজ্ঞা চাই না বিকাশবাবু। আপনি সদা সক্রিয় থেকে আমাদের সহযোগিতা করে যাবেন, শুধু এইটুকুই আশা করব।

ম্যাডাম আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। একবার যখন চলতে শুরু করেছি আমরা, এগিয়ে যেতে পারব, নিশ্চয় পারব।

নয়না ক্রমশঃ বিভিন্ন দিকে, বিভিন্ন ভাবে জড়িয়ে ফেলল নিজেকে। আপন হাতে কিছু সৃষ্টির মহা আনন্দের সাথে সাথে, অনেক নতুনত্বের মাঝে নিজেকে বিলিয়ে দিল। জিগীষার উৎসাহ নিয়ে অনেক অজানার সন্নিকটে চলে যাচ্ছে নয়না।

নয়না নামের রমণীর অসাধারণ শক্তির দ্বারা নয়না ঘোষের নতুন পরিচয়লিপি রচনা হল। নয়না অরিন্দম ঘোষ নামে কোন ভদ্রলোকের স্ত্রী, নয়নার এই পরিচয় ক্রমশঃ চাপা পড়ে গেল। নয়না ঘোষ একজন বিখ্যাত মহিলা উদ্যোক্তা, নয়না ঘোষ একজন একনিষ্ঠ সেবাব্রতী, নয়না ঘোষ একজন বিশিষ্ট সমাজসেবী ইত্যাদি বিভিন্ন পরিচয়ে নয়নার সব পরিচয়লিপি লিখন শুরু হল।

অন্তুও নতুন স্থানে নিজেকে ক্রমশঃ খাপ খাইয়ে নিয়েছে। নতুন স্কুলের নতুন সহপাঠীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে ফেলেছে।

দেখতে দেখতে এই নতুন আবাসস্থলে, একবছর অতিক্রম করে ফেলল নয়না আর অন্তু। অন্তুর বার্ষিক পরীক্ষা হয়ে যাবার পর ছুটিতে বাবার কাছে যেতে চাইল।

কিন্তু অন্তুকে নিয়ে নয়নার কি অরিন্দমের ঘরে যাওয়া উচিত? না, নয়না যাবে না।

নয়নার বর্তমান জীবন, নয়নার অতীতের অপমান ভুলিয়ে দিলেও, অরিন্দমের সেই কথাটি তো নয়না ভোলেনি। নয়না যার কাছে অসহ্য, তার কাছে নয়না যাবে কেন?

নয়না অন্তুকে বলল, তুই তোর বাবাকে ফোন করে বল, আমি তোকে পঞ্চশীলাতে পৌঁছে দিয়ে আসব, তোর বাবা এসে যেন ওখান থেকে তোকে নিয়ে যান।

মা তুমি কেন যাবে না?

নারে, আমি এবার যেতে পারব না। দেখছিস না কি ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পড়েছি।

পঞ্চশীলা পর্যন্ত যদি যেতে পার, তাহলে আর ঐ সামান্য পথটুকু যেতে পারবে না কেন? তুমি না গেলে আমার ভাল লাগবে না মা। তুমিও চল।

তুই একা যেতে পারবি না তাই আমি তোকে পৌঁছতে যাচ্ছি।

কেন মা? তোমার কাজ কিছুদিনের জন্য বন্ধ থাক না মা। তুমি গেলে বাবাও খুশী হবেন।

নয়নার চেহারা ম্লান হল। অন্তুর মা, অন্তুর বাবার কাছে গেলে বাবা খুশী হবেন? অন্তু জানে না ওর বাবার কাছে ওর মায়ের স্থান কোথায়। নয়নার কাজের জন্য যেতে পারছে না এটা তো একটা বাহানা। সত্যি কাজের জন্য যাচ্ছে না নাকি, সেরকম হলে সব কাজ লাটে উঠিয়েও যেতে পারে নয়না। নয়নার যেখানে সাদর আমন্ত্রণ নেই, সেখানে নয়না যাবে না। এসব কথা তো অন্তু বুঝবে না। অন্তুর মা ওর বাবার কাছে অসহনীয়, ওর মায়ের সান্নিধ্য ও উপস্থিতি ওর বাবা পছন্দ করেন না। এসব তো ছেলেকে বলা যাবে না।

ওরকম করিস না বাবা, আমার এখানে নতুন কাজ হচ্ছে, হঠাৎ করে আমি চলে গেলে অনেক অসুবিধে হবে। ইত্যাদি বলে ছেলেকে বোঝাবার চেষ্টা করল।

অন্তু মন খারাপ নিয়েই বাবাকে ফোন করল।

অরিন্দম জানাল একমাসের জন্য অস্ট্রেলিয়ায় যাচ্ছে। তাই একমাস পর যেন অন্তু যায়।

একমাস পরে যাওয়া মানে, একমাসের ছুটি বরবাদ করা। বাবার জায়গাটা অন্তুর খুব পছন্দ।

অন্তু মায়ের কাছে জেদ ধরল, মা, বাবা না থাকলে কি হল? চল না, আমি আর তুমি থাকব ওখানে। ওটা তো আমাদেরও বাড়ী। আমাদের বাড়ীতে আমরা যাব। বাবা যখন আসবেন, আসবেন।

অরিন্দম থাকল বা না থাকল, নয়না সে বাড়ীতে যাবে না। কিন্তু অন্তুর মন ভেঙ্গে দিলে চলবে না। নয়না অন্তুকে নিয়ে বম্বে চলে গেল। ডিম্পিটাকে অনেকদিন দেখেনি। সেই যে ডিম্পিকে রেখে এসেছিল আর যাওয়া হয়নি ডিম্পির কাছে। অন্তুরও ভাল লাগবে। ছুটিতে কোথাও যেতে পারেনি বলে মন খারাপ করবে না।

ডিম্পি অন্তুর সমস্ত কিছু নয়না নিজের হাতে করতে না পারলে শান্তি পায় না। ডিম্পিকে হোস্টেলে রেখে আসবার পর থেকে মনে একটা অশান্তি ছিল। ডিম্পি ঠিক মতন মানিয়ে নিয়েছে তো? সব কিছু করতে পারছে তো? নয়না কাছে না থাকায় ডিম্পির কোন অসুবিধা হচ্ছে না তো?

ডিম্পিকে দেখে মনে হল, ডিম্পি ভালই মানিয়ে নিয়েছে হোস্টেলে। পড়াশোনাও ঠিক মতন করছে।

বম্বে থেকে ঘুরে এসে ডিম্পির জন্য দুশ্চিন্তা মুক্ত হল নয়না। মেয়ে এখন বড় হয়ে গেছে। স্বনির্ভর হতে শিখে ফেলেছে।

বিকাশবাবুর এক আত্মীয় বম্বেতে থাকেন। উনি খুব সাহায্য করেছেন নয়নাদের। হোটেল বুক করে রেখে দেওয়া, দ্রষ্টব্য স্থানসমূহ পরিদর্শন করানোর দায়িত্ব ইত্যাদি সমস্ত কিছুর ভার নিয়েছিলেন। নয়না লজ্জা করলেও আপত্তি করেনি। ভদ্রলোক খুবই ভাল ও অমায়িক। নয়না বলে এসেছে মাঝে মধ্যে গিয়ে ডিম্পিকে দেখে আসতে। ভদ্রলোক বলেছেন সেজন্য চিন্তা করবেন না। মনে করুন আমিও ডিম্পির একজন অভিভাবক, ডিম্পির দেখাশোনা সেভাবেই করব আমি।

ডিম্পির বান্ধবী শ্রেয়ার মামা, বম্বের স্থায়ী বাসিন্দা। উনি শ্রেয়া আর ডিম্পি দুজনের লোকাল গার্জেন। উনি ভালই দেখাশোনা করেন। এখন থেকে বিকাশবাবুর আত্মীয় ভদ্রলোকও নিশ্চয় ডিম্পির খবর নেবেন। ডিম্পি আরেকজন অভিভাবক পেল। সে জন্যও নয়নার মনটা ভাল লাগছে।

অন্তুর ভাল লেগেছে। একটা নতুন স্থান পরিদর্শন করে এসেছে, সঙ্গে দিদির সাথে দেখা হয়েছে।

কিন্তু নয়নার মনে হচ্ছে এবার বাবার ওখানে যাওয়া হল না, বাবার সঙ্গে দেখা হল না বলে অন্তুর মনের কষ্টটা রয়ে গেছে।

নয়না ছেলেকে সান্ত্বনা দিয়েছে, মন খারাপ করো না বাবা। এর পরের বার না হয় দুদিন বেশী থাকবে।

অন্তু হেসে জবাব দিয়েছে, মন খারাপ করব কেন মা? বাবা, বাবার জায়গায় নেই বলেই তো গেলাম না। সেজন্য মন খারাপ করব কেন? বাবার কাছে না গেলে কি হয়েছে মা, আমি তো তোমার কাছে আছি। দিদির কাছে তো তুমিও নেই মা? দিদি তো মন খারাপ করে না!

ভীষণ মায়া হল অন্তুর মুখে এই কথাটা শুনে। ছেলেটা এই বয়সেই খুব লম্বা হয়ে গেছে।

বুঝতে পারিস বাবা এসব? নয়না ছেলেকে বুকে টেনে নিল।

কেন বুঝব না? কি যে বল না? অন্তু লজ্জা পেয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল।

এই ছেলে এত লজ্জা পাস কেন বলত?

কি আশ্চর্য লজ্জা পাব কেন? অন্তু লজ্জা মিশ্রিত স্বরে বলল।

চোখদুটো বুঝি খুব সুন্দর হয়েছে অন্তুর। অন্তুর লজ্জিত চেহারাটা খুব ভাল লাগল নয়নার। স্নেহ ও মমতা বর্ষণ করে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল ছেলের দিকে।

মায়ের ওপর কোন অভিযোগ তো নেই ছেলের। এবার পিতার সঙ্গে মিলন হল না। পরিবর্তে বম্বে ঘুরিয়ে এনেছে। এইটুকুতে সন্তুষ্ট তো?

অরিন্দম নয়নার গৌহাটির ঠিকানা জানতে চায়নি। তাই নয়নাও জানায়নি। নয়নার ঠিকানা জানা না থাকলেও নয়নাদের খবর নেবার কোন অসুবিধে হবার কথা নয় অরিন্দমের। নয়নার বাপের বাড়ীর ঠিকানা ও ফোন নম্বর অরিন্দম জানে।

বৌ কুৎসিত অপছন্দের হলেও শ্বশুরবাড়ীর ঠিকানা কেউ ভোলে না। তাছাড়া অরিন্দমের বড়দা প্রিয়ব্রত, এখন এই শহরে বাস করছেন। রিটায়ার হবার পর, এখানে বিরাট বাড়ী তৈরী করে এই শহরের আবাসিক হয়েছেন। এসব কথা অরিন্দমের নিশ্চয় অবিদিত নয়। অরিন্দম ইচ্ছে করলে, শ্বশুরবাড়ীর মারফত কিংবা দাদার মারফত নয়নাদের খবব নিতে পারে।

নয়নার বাপের বাড়ীর ঠিকানায় প্রতি মাসে ব্যাঙ্ক ড্রাফ্ট পাঠান ছাডা আর কোন যোগাযোগ রাখেনি অরিন্দম।

অরিন্দম খবর না নিলেও নয়না অন্তুকে দিয়ে ফোন করিয়ে নিয়মিত অরিন্দমের খবর নিয়েছে, এদিককার খবর দিয়েছে।

অরিন্দমের ব্যাঙ্ক ড্রাফ্ট ফিরিয়ে দেয়নি নয়না। অবশ্য খরচও করে না সে টাকা। অরিন্দমের টাকা আলাদা একাউন্টে জমা করে রাখে নয়না।

ক্রমশঃ আত্মনির্ভর হয়ে যাচ্ছে নয়না। তাই কারো দয়া-দাক্ষিণ্যের আর প্রয়োজন নেই নয়নার। নয়না আগে মনে করত, ডিম্পি অন্তুর পিতার পয়সা, ডিম্পি অন্তুর জন্য খরচ করবে না কেন নয়না? এখন মনে হয়, পয়সাও নেবে না নযনা। কিছু চাই না নয়নার। যে মানুষ নিজের স্ত্রীকে সামান্য একটু অন্তরের পরশ দিতে পারে না। তার কাছ থেকে কিছুই নেবে না।

নয়নার নিজের ঘরের ফোনের লাইন পেতে একটু দেরী হয়েছে। প্রায় দেড় বছর পর. ফোনের লাইন পেল নয়না। তবুও ভাল যে লাইন পেয়েছে। তা না হলে খুব অসুবিধে হচ্ছিল। ফোন না থাকলে অফিস চালাতে কষ্ট হয়। অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজের সময়মত সুরাহা করা যায় না।

নিজের ব্যবসা সংক্রান্ত কাজে যত ব্যস্তই থাকুক নয়না. বিকেল পাঁচটার আগে ঘরে ফেরে। পাঁচটার পর থেকে ছেলেকে সঙ্গ দেয। দুপুরবেলা অন্তু স্কুলে থাকে, ফেরে চারটায়। এই এক ঘণ্টা, নয়না ছাড়া একা থাকে অন্তু তাতেই নয়নার খুব খাবাপ লাগে।

নয়না ঘরে ফেরার সাথে সাথে অন্তু সুসংবাদটা দিল। মা, ফোন এসে গেছে। নয়না অবশ্য অফিসেই খবরটা পেয়েছিল।

ফোন আসায় অন্তুও খুব খুশী। প্রয়োজনে বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে যোগাযোগ করতে সুবিধা হবে। তাছাড়া, বাবার সঙ্গে কথা বলার উদ্দেশে, পি.সি.ও.তে বসে লাইন পাবার জন্য অপেক্ষা করতে হবে না।

মা, বাবার কাছে ফোন করব?

নয়না সবে অফিস থেকে ফিরেছে, অই ক্লান্ত স্বরে বলল, আহা কর না, আমায় আবার জিজ্ঞেস করছিস কেন?

মা, তিনটের সময় একবার করেছিলাম। তখন লাইন ক্লিয়ার ছিল না।

আসলে ফোন আসায় অন্তু খুব উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। সত্যি সত্যিই একটা কষ্ট দূর হয়েছে মনে করছে। কষ্ট মানে বাবার সঙ্গে সরাসরি কথা বলতে না পারার কষ্ট।

অন্তু ফোনের ডায়াল ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করল, মা, বাবাকে এখানে আসতে বলব?

আহা, বল না। তোর যেমন ইচ্ছে কথা বল না তুই।

অন্তু চট করে লাইন পেয়ে গেল। ছুটির দিন না হলে লাইন পেতে অসুবিধে হয় না। অন্তু আহ্লাদি স্বরে জিজ্ঞেস করল, বাবা কেমন আছ তুমি?

ওহ্! মাই সন? আমি ভাল। তুই কেমন আছিস বল! অরিন্দমও অনেকদিন পর ছেলের গলা শুনে, আনন্দ মিশ্রিত স্বরে জিজ্ঞেস করল।

আমি ভাল আছি বাবা। তুমি কবে ফিরেছ বাবা?

এই তো গত পরশু বোধহয়, না, তার আগের দিন। তারপর তোর খবর কি বল?

আমার খবর ভাল। তুমি ছিলে না তাই আমরা তোমার ওখানে না গিয়ে বম্বে ঘুরে এলাম।

বম্বে? কার সাথে?

আমরা দুজনে, মা আর আমি।

আর কেউ ছিল না?

না, আর কে থাকবে বাবা। ওখানে দিদির বন্ধুরা ছিল।

ভাল। অরিন্দম গম্ভীর স্বরে জবাব দিল।

শোন পড়াশোনা কেমন করছিস? খুব ভাল করে পড়বি।

তাতো করছি বাবা। বাবা, তুমি একবার এখানে আস না?

আমি? আমি কি করে যাই বল? এত কাজের চাপ, ছুটি পাওয়াই মুস্কিল।

তাহলে তো তোমার সঙ্গে এবছর আর দেখাই হবে না আমার। অন্তু অভিমান নিয়ে বলল।

কেন তুই চলে আয় এখানে।

আমি কি করে যাব বাবা? আমার স্কুল খুলে গেছে।

ওহ্, তাও তো বটে।

বাবা, এখন থেকে বাড়ীতে ফোন করবে, নম্বরটা লিখে নাও।

বাড়ীতে? কার বাড়ীতে? অরিন্দম জিজ্ঞেস করল।

কার বাড়ী আবার? আমাদের বাড়ী। নাও নম্বরটা লিখে নাও।

কার ফোন বাড়ীওয়ালার? অন্য লোকের বাড়ীতে ফোন করতে আমার অসুবিধে হয় রে। তোদের ডেকে আনতে বলতে হবে, অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়। তার চাইতে তুই করিস।

বাবা তুমি কিছু বোঝ না। তখন থেকে বলছি আমাদের ফোন, আমাদের বাড়ীর ফোন। আজই লাইনটা এল।

ওহ, লাইন নেওয়া হয়েছে? তাহলে তো ভালই। অরিন্দম নম্বরটা লিখে নিল।

শোন অন্তু, তোর কোন কষ্ট বা অসুবিধে হলে আমাকে জানাস।

আমার কষ্ট হবে কেন বাবা?

কষ্ট মানে, এই ধর কোন কিছুর প্রয়োজন হতে পারে।

কিসের প্রয়োজন হবে বাবা? মা আমাকে সব কিছু দেন।

শোন, এখন বড় ক্লাশে উঠেছিস তো, এবারে ভাল দেখে একজন টিউটর রেখে দিস। প্রযোজন হলে জ্যেঠুর সঙ্গে দেখা করিস, উনি ভাল টিউটর যোগাড় করে দিতে পারবেন।

আমার টিউটর আছে বাবা।

ওহ, রেখে দিয়েছিস? ভাল করেছিস। টাকার জন্য চিন্তা করবি না। সেরা টিউটর রেখে দিস। আমার ছেলের ভাল রেজাল্ট হওয়া চাই। আমি সেরকম আশা করব।

বাবা, টাকার প্রয়োজন হবে না। আমার টিউটর আমায় বিনা পয়সায় পড়ান।

কি আশ্চর্য, বিনা পয়সার মাষ্টার তোকে কে রাখতে বলেছে? এরা কখনো যত্ন করে, মন দিয়ে পড়ান না। এদের উদারতা দেখানোই সার। তোর মায়ের বুদ্ধিতে চলবি না। আমি তোর নামে আলাদা টাকা পাঠিয়ে দেব। খোঁজ নিয়ে নামকরা কোন মাষ্টার রেখে দিস।

বাবা, আমার টিউটর ভাল নয় কে বলল তোমায়?

বিনি পয়সার মাষ্টার কখনো ভাল হতে পারে না। এ্যাবসার্ড।

বাবা, তুমি ভীষণ কেমন যেন। কিছু বোঝ না। আমাকে তো আমার মা পড়ান। আমার মায়ের চাইতে ভাল করে আর কেউ পড়াতে পারবে না বাবা।

এতক্ষণ পর বুঝি অরিন্দম সামান্য হোঁচট খেল। ছেলের মুখে মায়ের প্রশংসা শুনে হজম করতে হল বলে।

শোন, তুই আমার ছেলে। তোকে আমার যোগ্য সন্তান হতে হবে। তাই প্রয়োজন হলে আরো টিউটর রেখে দিবি। এই কথাটাই আমি বলতে চাইছি।

বাবা, তুমি ভুল বললে। বল তোকে মানুষ হতে হবে, সমাজের একজন হয়ে দাঁড়াতে হবে। মা তো এই বলেন! তুমি শুধু টিউটর টিউটর করছ কেন বাবা। আমার মা আমাকে যেমন ভাবে গাইড করেন, তাতেই আমার হয়ে যায়। আমার অন্য কোন মাষ্টার চাই না।

আহা, তুই বুঝতে চেষ্টা করছিস না কেন, ভাল মাষ্টারের কাছে পড়লে তোর রেজাল্ট ভাল হবে।

বাবা, এবার আমি ফার্ষ্ট হয়েছি। এর চাইতে ভাল আর কি হব বাবা?

ছেলেটা বুঝি বড় বেশী মা মা করছে, অরিন্দম কিছুতেই নিজের অধীনে আনতে পারছে না ছেলেকে।

তাই সুর পাল্টাল অরিন্দম। অন্য প্রসঙ্গ শুরু করল। ছেলেকে জিজ্ঞেস করল, এখনও কি আগের মত কষ্ট করে থাকিস?

এবারে অন্তুও বিরক্ত হল, বার বার একই কথা বলছে কেন বাবা?

না বাবা, আমার কোন কষ্ট নেই। মা আমাকে কোন কষ্ট দেন না। অফিস থেকে ফিরেই

আমাকে নিয়ে বসেন মা।

অফিস? খুব বিরক্তি নিয়ে উচ্চারণ করল অরিন্দম।

হ্যাঁ, মায়ের অফিস।

এবারে কি অফিসে ঢুকেছে তোর মা? কেরানীগিরি করতে? তোর মাকে বলিস দুটো পয়সার জন্য এত পরিশ্রম করতে হবে না। কেরানীগিরি করে যা পান, সেটা আমি পুষিয়ে দেব।

মায়ের প্রতি বাবার এই ধরনের মন্তব্য শুনে অন্তুর খুব খারাপ লাগল। তাই কোন জবাব দিল না।

দু'পয়সা রোজগার করবার জন্য আবার যেখানে সেখানে কাজ করতে শুরু করেছেন বুঝি তোর মা।

বাবার এবারের কথাটা অন্তুকে আঘাত দিল। বাবা এভাবে বলবেন কেন? আগের বারের মতন যেখানে সেখানে বলার মানে কি? আগের বার মা কলেজে কাজ করতেন, কলেজে কাজ করা কি খারাপ?

অন্তু বাবাকে বলল, বাবা, মা জব্বলপুরে টিচার ছিলেন। টিচার হওয়া কি খারাপ?

না, তা বলছি না। তবে তোর মা যা করছেন, তার অর্থ হল তোর মা পয়সা রোজগার করতে পারেন এটা দেখানোর উদ্দেশ্যেই করছেন। সেজন্যেই বললাম। শুধু শুধু পরিশ্রম করবার দরকার কি?

মা কাজ করেন। কাজ ভালবাসেন বলেই করেন, তাহলে বাবা আবার অন্য কারণ বার করবেন কেন?

অরিন্দম বলল, ঠিক আছে, আমার কথায় তো কাজ হবে না। তুই না হয় বারণ করে দিস। এসব আজে বাজে কাজ করতে হবে না বলে দিস।

অন্তু এবারে পুরো রেগেই গেল বাবার ওপর। বাবা আজে বাজে শব্দটা ব্যবহার করবেন কেন? বাবা কি জানেন না, মা এখন নিজের অফিস খুলেছেন। সেই অফিসের মালিকের স্থানটা অন্তুর মায়ের। তাহলে মায়ের কোন মর্যাদা থাকবে না কেন?

আর মর্যাদা যে আছে, তা স্পষ্টই বোঝা যায়।

অন্তু রাগত স্বরে বলল, বাবা তুমি জান না?

কি?

মা কোনও আজে বাজে কাজ করেন না। মা এখন একজন ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট। নিজের ইণ্ডাস্ট্রি চালান মা, তুমি জান না!

কি? কি বললি? অরিন্দম বুঝি ভুল কিছু শুনল এইভাবে বলল।

মা অন্য কারো অফিসে কাজ করেন না বাবা। মায়ের অফিসে অন্য লোকেরা কাজ করেন।

তোর মায়ের অফিস? সেটা আবার কি? কিসের অফিস খুলেছেন তোর মা? পাগল হয়ে যায়নি তো তোর মা? কোথায়, কার খপ্পরে পড়ে এসব আজগুবি কাজে জড়িয়েছেন

নিজেকে? কোনদিন কি বিপদে পড়বেন. তারপর পুলিস কাছারী করতে ছুটতে হবে আমাকে। তোর মায়ের মাথা খারাপ হয়েছে, বুদ্ধি লোপ পেয়েছে।

অন্তু বুঝতে পারছে না মায়ের সুখ্যাতি পছন্দ করেন না কেন বাবা? মা তো অন্য কারো সঙ্গে মিলে কিছু করেন না। মা যা করছেন নিজের চেষ্টায় করছেন। কিন্তু বাবা মায়ের কাজকে ছোট ও নিন্দনীয় বলতে চাইছেন কেন?

কি হল?

অন্তুর রাগ হয়ে গেল। বাবা কেন অন্তুর মাকে এমন করে বললেন? অন্তুর মা এত ভাল, সকলেই তো মাকে পছন্দ করেন।

অন্তু জবাব দিল না।

অরিন্দম আরেকবার বলল, কি হল অন্তু?

বাবা, তুমি আমার মাকে এমন করে বলবে কেন? অভিমানী সুরে বলল অন্তু।

সে তুই বুঝবি না। তোর মায়ের হাতে দে রিসিভারটা।

বাবার এত রাগের কোন কারণ খুঁজে পেল না। অন্তু। বাবা কি এখন মাকে বকুনি দেবেন? মা কি বাবাকে না জানিয়ে কিছু করেছেন?

কোথায়, ডেকে দে তোর মাকে? বাড়ীতে নেই? আচ্ছা মজা পেয়েছেন তো? একটু ছাড় পেয়েছেন বলে যা খুশী তাই করবেন?

অন্তু বাবার কথা বুঝতে না পেরে, মাকে ডেকে নিয়ে এল।

নয়না আপত্তি করল, আমি আবার কি বলব। তোরা বাপ বেটা কথা বলছিস, বল না।

জানি না ধর। বাবা তোমার সঙ্গে কথা বলতে চান।

নয়না রিসিভার উঠিয়ে নির্লিপ্ত স্বরে বলল, বল!

ভেবেছটা কি তুমি বলবে? অত্যন্ত রাগত স্বরে অরিন্দম কোন কিছুর তলব চাইল যেন।

নয়না কি করল? একবছরের উপর হল, অরিন্দমের সঙ্গে কোন যোগাযোগ নেই নয়নার। অরিন্দমের কোন ব্যাপারে নয়না নাক গলায়নি, নিজের কাজে ব্যস্ত রয়েছে নয়না। তাহলে নয়নার উপর এই অভিযোগ কেন? নয়নার উপর অরিন্দমের রাগের কোন কারণ থাকতে পারে না। তাই নয়না শান্ত রইল।

শান্ত স্বরেই বলল, আমি? আমি আবার কি ভাবতে যাব?

ন্যাকামী ছাড়।

কিসের ন্যাকামী?

আই ওয়াণ্ট দ্যা অ্যান্সার।

কিসের জবাব চাই তোমার? আমি এতদূরে বাস করছি, তা সত্ত্বেও আমার ওপর তোমার রাগ হবে কেন? এই রাগের কারণ খুঁজে পাচ্ছি না। কি করেছি আমি?

আরো চারটে হাত-পা গজিয়েছে কিনা সেটাই জানতে চাইছি। ভেবেছটা কি বলবে? কি মনে কর তুমি নিজেকে?

আমি যখন মানুষ, আমার হঠাৎ চারটে হাত-পা গজাতে যাবে কেন? আমি ডিম্পি অন্তর মা, এর বাইরে আমার আর কোন ভাবনা নেই। নিজেকে অন্য কিছু মনে করবারও কোন কারণ নেই। সেখানেও আমি ডিম্পি অন্তর মা। নয়না রাগ চেপে জবাব দিল।

ওসব ছাড়। তোমার নতুন খামখেয়ালীপনার ব্যাপারে জানতে চাইছি আমি। কার সঙ্গে জোট পাকিয়ে এই ফাঁদে পা দিয়েছ বলবে? রিমেম্বার মাই সন ইজ দেয়ার। আমার অন্তর ওপর যদি তোমার এই সমস্ত কুকর্মের কোন প্রভাব পড়ে, আমি সহ্য করব না।

অরিন্দমের কথা ও রাগের কারণটা বুঝতে একটু সময় নিল নয়না। জবাব দেবার জন্য নিজেকে একটু কঠিন করতে হল। যদিও নয়না চাইছিল শান্ত থাকতে।

অরিন্দম কি আবার নতুন করে নয়নার ওপর জ্বলন্ত কয়লা নিক্ষেপ করতে চাইছে? কেন? নয়না তো অনেকদিনই দূরে চলে এসেছে।

অরিন্দম নামের পুরুষ নয়না নামের নারীকে সহ্য করবার ক্ষমতা হারিয়েছে, তাই নয়না নিজেকে সরিয়ে এনেছে। তাহলে এসব কথা আসবে কেন? অরিন্দম কি নয়নার ওপর নিজের অধিকার ফলাতে চাইছে? স্বামীত্বের অধিকার? স্বামীত্বের অধিকারে নয়নাকে দাবিয়ে রাখবার উদ্দেশ্যে এই কৈফিয়ৎ চাইছে? নাকি অরিন্দম ভীত হয়ে উঠেছে এই ভেবে যে, নয়না যদি সত্যি সত্যিই এত সক্ষম হয়ে যায় তাহলে নয়না অরিন্দমের অধীনে থাকবে কি করে? নয়না স্বাধীন হয়ে গেলে, অরিন্দমের অধীনে থাকতে চাইবে না। ফলে, নয়নার ওপর অত্যাচার করবার সুযোগ পাবে না। এই কি মনে করেছে অরিন্দম?

নয়নার নীরবতা দেখে অরিন্দম মনে করল নয়না অরিন্দমের দাবড়ানীতে দুমড়ে মুচড়ে গেছে। তাই বেশ আত্মতৃপ্তি নিয়েই বলল, কি হল? কিছু বল?

হ্যাঁ, কি যেন জিজ্ঞেস করেছিলে তুমি, আমি কার সঙ্গে জোট পাকিয়েছি? কারো সঙ্গে জোট পাকানোর কথা আমার মাথায় কখনো আসেনি। তাই এই কাজটা করা সম্ভব হয়নি। আমি আমার ক্ষমতাকে বিশ্বাস করি। আমার ক্ষমতাকে আশ্রয় করে চলি। তাই অন্য কারো আশ্রয়ের প্রয়োজন হয় না আমার। কার ফাঁদে পা দিয়েছি? এই প্রশ্নের জবাবও বুঝি জানতে চাইছিলে তুমি। আমি মানুষটার অনেক দোষত্রুটি থাকলেও আমার পরিচয় আমি একজন শিক্ষিত মানুষ। ফলে সাধারণ মানুষের বুদ্ধি-বিবেচনাটুকু আমার মধ্যে থাকতে বাধ্য। তাই বাস্তবে চলার পথে, অনৈতিকতার পরিবর্তে, নৈতিকতা মেনে চলি আমি। অর্থাৎ, নিজের বুদ্ধি-বিবেচনার দ্বারা পরিচালিত আমি। কাজেই আমি অন্যের তৈরী ফাঁদে পা দিতে যাব কেন? হোয়াই?

আমি তো নিজের ফাঁদ তৈরী করব না! কারণ আমার মধ্যে একজন পরিণত বুদ্ধির মানুষ আছে। আমি যদি কিছু তৈরী করি, তা কখনো ফাঁদ হবে না, হবে শক্ত কাঠামো। যা কখনো ভাঙ্গবার নয়। একনাগাড়ে কথাগুলো বলে নিঃশ্বাস নিল নয়না।

গুছিয়ে বলতে পারল কি নয়না? ফোনে কি এত কিছু বলা যায়? উত্তেজনায় কাঁপছে নয়না। হোক অরিন্দম নয়নার স্বামী, হোক অরিন্দম ডিম্পি অন্তর পিতা, এত সাহস হবে কেন অরিন্দমের? এত স্পর্ধা দেখানোর কারণ কি? নতুন করে নয়নাকে অসম্মানজনক কথা

বলে, অভিযুক্ত করে, নয়নার কাছে কৈফিয়ৎ চাইবে কেন? নয়না তো এখন নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে।

বেশ কথা বলতে শিখেছ কিন্তু। অরিন্দম বিতৃষ্ণা নিয়ে বলল।

শুধু শুধু নয়নাকে নিয়ে এই অশান্তি পাবারও কোন মানে হয় না। তাই নিজেকে সংযত করে, শান্ত স্বর এনে নয়না বলল, শোন, তুমি শুধু শুধু এসব নিয়ে চিন্তা কর না। আমাকে নিয়ে তোমার রাগ করবার আর কোন কারণ থাকতে পারে না। পরক্ষণেই, আবার ক্ষেপে উঠল নয়না। ভীষণ কঠিন হয়ে গেল। অরিন্দমের আসল প্রশ্নটার জবাব দিল কোথায় নয়না?

চিন্তা করব না মানে? তোমার কাছে আমার ছেলে নেই? অরিন্দম ভীষণ কণ্ঠে নিজের ন্যায্য কথার জবাব চাইল।

ইয়েস, আই নো, ইয়র সন ইজ উইথ মী। বাট, ইজ নট হি অলসো মাই সন? অন্তর মা আমি। আমার খারাপ কাজের কোন প্রভাব বা প্রতিক্রিয়া অন্তর ওপর পড়বে কেন? ইনফ্যাক্ট, আমি অন্তর অনিষ্ট করব ভাবলে কি করে তুমি? সন্তানের জন্য মঙ্গল কামনা, মায়ের চাইতে বেশী আর কেউ করতে পারে না। স্বয়ং জন্মদাতাও নয়। সো, লীভ ইট টু মী। আমার ছেলেকে মানুষের রূপ দেবার চেষ্টাই করব আমি।

না, আর কিছু শুনতে চায় না নয়না। রাগে উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে ফোন রেখে দিল নয়না।

নয়নার চেহারার পরিবর্তন দেখে অন্তু ভয়ার্ত স্বরে জিজ্ঞেস করল, কি হয়েছে মা?

নয়না নিজেকে শান্ত করে বলল, কিছু হয়নি।

অন্তু এখন বড় হয়েছে। কিছু হয়নি বললেই তো অন্তু মেনে নেবে না। তাই যাচাইয়ের ভঙ্গিতে মাকে লক্ষ করতে শুরু করল।

নয়না অন্তুর ভাব গতিক লক্ষ্য করে বলল, তোর বাবা আর আমার কথাবার্তা চললে, তুই অন্য কামরায় চলে যাস অন্তু। কারণ, আমাদের অনেক রকম কথা থাকে। যা শুধু আমাদেরই কথা। তোর শোনা উচিত নয় সেসব।

কি হয়েছে মা?

আবার অন্তু? বললাম না, তোর বাবা আর আমার কথা চললে তুই অন্য কামরায় চলে যাবি। ধরে নে আজও তুই অন্য কামরায় ছিলি।

অন্তু বুঝতে পারছে না কি হয়েছে। বাবা মায়ের ওপর রেগে ছিলেন, মাও বাবার ওপর রেগে উঠেছেন।

অন্তু সত্য আঁচ করতে না পেরে অস্বস্তি নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে দেখে নয়না বলল, কোন কারণে আমি তোর বাবার ওপর একটু রেগে গিয়েছিলাম এখন ঠিক আছি। তুই ভাবছিস কেন?

মা, আমার কথা কি বলছিলেন বাবা?

অন্তুর কৌতূহল কমবে না। নয়না এড়াতে চাইছে, তা সত্ত্বেও অন্তু প্রশ্ন করে যাচ্ছে। অন্তু এখন ক্লাশ নাইনের ছাত্র, কিছুটা বুদ্ধি অন্তুরও হয়েছে। অন্তুর বিষয়ে কোন আলোচনা

হয়েছে এবং মা সেজন্যেই রেগে গেছেন এইটুকুন বুঝবে না কেন অন্তু?

তোর কথা মানে, তোর বাবা ভাবছিলেন আমি তোর যত্ন নিই না। তাই আমায় জ্ঞান দিচ্ছিলেন, সে জন্যেই আমি রেগে গিয়েছিলাম।

হ্যাঁরে অন্তু, আমি কি তোর যত্ন নিই না?

মা, বাবা কেন এমন করে বলবেন? অন্তু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল।

আসলে তোর বাবা তোর জন্য খুব চিন্তা করেন তো, তাই নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন না। যাই হোক, তোর কোন কষ্ট বা অসুবিধে হলে বলবি অন্তু। আমি তোর মা বলে আমি সব কিছু নিখুঁত ও নির্ভুল ভাবে করব, এমন মনে করা উচিত নয়। আমারও ভুল হতে পারে।

মা তুমিও এমন করে বলছ কেন? তখন বাবাও জিজ্ঞেস করছিলেন আমার কোন অসুবিধে আছে কিনা। কিসের অসুবিধে মা? অসুবিধে মানে কি সেটাই আমি বুঝতে পারছি না।

সত্যি বুঝি অন্তু অসুবিধে শব্দে অর্থ জানে না। অন্তুর চেহারা দেখে তাই মনে হল নয়নার। নয়না ছেলেকে কাছে টেনে নিয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল, তোর যদি কখনও মনে হয় আমি তোকে কিছু দিইনি, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে আমায় বলবি অন্তু।

তুমি তো আমায় সব কিছুই দাও মা!

তবুও, অমুক জিনিষটা আমায় দিল না মা, ভেবে মন খারাপ করে, মনে চেপে রাখবি না। এমনও তো হতে পারে, আমি হয়ত তোর প্রয়োজন ঠিক মতন বুঝতে পারিনি, তাই তোকে জিনিষটা দেবার কথা আমার মাথায় আসেনি। আমিও মানুষ আমার ভুল হতে পারে।

অন্তু মায়ের ওপর রেগে গেল। মা তুমি ও বাবা, দুজনে আমাকে নিয়ে এমন করছ কেন বুঝতে পারছি না। আমার কোন কিছুর প্রয়োজন নেই মা। আমি খুব ভাল আছি। বাবা তোমাকে এমন করে কেন বলবেন?

তোর বাবা এমন কিছু বলেননি। নয়না মুখে হাসি এনে অন্তুকে হাল্কা করবার চেষ্টা করল।

বলেননি যদি তাহলে তুমি অত রেগে উঠেছিলে কেন মা?

নয়না এবারে জোরে জোরে হাসতে শুরু করল। বলল, আমি একটু অমনিই। খুব খারাপ আমি তাই না?

মা? অন্তু আহ্লাদি দৃষ্টি নিয়ে মায়ের দিকে চাইল।

যা, বাইরে যা, খেলাধুলো নেই আজ? আমি একটু বিশ্রাম নেব, তারপর কি করি দেখা যাবে।

আমি খেলতেই যাচ্ছিলাম মা। তুমি এলে, তারপর বাবাকে ফোন করলাম। তাই আর যাওয়া হল না।

কেন নয়নার সঙ্গে এত খারাপ ব্যবহার করে অরিন্দম? বাড়ীতে একটা জানোয়ার পুষলে, তার প্রতিও মায়া জন্মায় মানুষের। কিন্তু অরিন্দমের কাছে নয়না বুঝি কোন জানোয়ারের

চাইতেও নিম্নমানের। নয়নার জন্য অরিন্দমের শ্রদ্ধা নেই, ভালবাসা নেই, মর্যাদা নেই, সহানুভূতি নেই, এসব মেনে নিয়েছে নয়না। কিন্তু নয়না সামান্য ভদ্রতা পাবারও উপযুক্ত নয় মনে করবে কেন অরিন্দম?

নয়না একজন উচ্চশিক্ষিতা মহিলা। শিক্ষিত মানুষের রুচি জ্ঞান ও বুদ্ধি, সব কিছুই আছে নয়নার। তা সত্ত্বেও এই ধরনের কথা বলবে কেন? নয়না অন্য কারো সঙ্গে জোট পাকিয়েছে, ফাঁদে পা দিয়েছে ইত্যাদি কথা বলবে কেন অরিন্দম।

নয়না নিজেকে কি মনে করে এই প্রশ্ন করবার আগে, অরিন্দম নিজেকে কি মনে করে সেটা চিন্তা করা উচিত ছিল অরিন্দমের। কেন এমন করে অরিন্দম? নয়নার সামান্য দোষ থাকলেও নয়না মেনে নিত। অরিন্দমের নয়নার প্রতি এই দুর্ব্যবহারের কারণ মনে করত। তাহলে কি অরিন্দম চাইছে নয়না সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে যাক। অরিন্দম নয়নাকে নিজের জীবন থেকে উৎখাত করে ফেলতে ইচ্ছুক? অরিন্দমের সেরকম কোন আগ্রহ থাকলে নয়নার কাছে প্রকাশ করছে না কেন? নয়না ব্যাপারটা সম্পর্কে অবগত হলেই না বিবেচনা করবার সুযোগ পাবে। অরিন্দম যদি মনে করেছে, নয়না অরিন্দমের ব্যবহারে অতিষ্ঠ হয়ে এই চূড়ান্ত নির্ণয় নিক। তাহলে ভুল ভেবেছে। কারণ, নয়নার মনে সেরকম কোন ব্যাকুলতা নেই। নয়না, ডিম্পি অন্তর পিতাকে আলাদা করতে পারবে না। নয়নার সন্তান, পিতামাতা, দুজনের স্নেহ ও আদর ভালবাসার ছত্রছায়ায় প্রতিপালিত হোক।

এটাই চায় নয়না। তাই আপনা থেকে কখনো আইনের সাহায্য নেবে না নয়না।

ঠিক এগারটায় বিজন বোস নামে একজনের আসবার কথা। নয়না অফিসে বসে অপেক্ষা করছিল। নয়নার উদ্যোগের একমাত্র ইঞ্জিনিয়ার সমীর নিয়ে আসবে বিজনকে। সমীরের ক্লাশ মেট বিজন। সমীরের মুখে নয়নার এই উদ্যোগের কথা শুনে আগ্রহান্বিত হয়েছে। ভাল লাগলে বিজনও এখানে থেকে যেতে পারে জানিয়েছে। থেকে গেলে সেটা নয়নার ভাগ্য হবে। নয়নার ব্যবসায় একাধিক ইঞ্জিনিয়ার কাজ করছে ভাবতেই আশ্চর্য লাগবে।

বারটার পর বিজনকে নিয়ে এল সমীর।

নয়না আপ্যায়ণ করে বসাল। চা বিস্কুট খাওয়াল। তারপর দু'একটা সাধারণ কথার পর বিজন বলল, উঠছি ম্যাডাম।

নয়না একটু বিব্রত বোধ করল। নয়নার এই সাধারণ উদ্যোগ সবার কাছে আকর্ষণীয় নাও হতে পারে।

নয়না হাতজোড় করে বলল, দুঃখিত আপনার জন্য কিছু করতে পারলাম না।

কিসের দুঃখিত ম্যাডাম? বিজন সলজ্জ হয়ে জিজ্ঞেস করল।

আমরা ফ্যাক্টরীতে যাচ্ছি ম্যাডাম, সমীর বলল।

এখনো কারখানায় যাননি আপনারা? আমি মনে করেছিলাম ওসব শেষ করে এসেছেন।

একপ্রস্থ হয়ে গেছে ম্যাডাম। প্রথমবার দর্শনের উৎসাহ নিয়ে গিয়েছিলাম, এবার কর্মের উৎসাহ নিয়ে যাচ্ছি। বিজন সবকটা দাঁত বার করে বলল।

মানে?

সমীর হেসে, সুখবরটা জানাল। ম্যাডাম, বিজন এখানে কাজ করতে রাজী আছে।

নয়না আনন্দে উচ্ছ্বল হয়ে বলল, সত্যি! এ তো খুব আনন্দের কথা।

সমীর বলল, ম্যাডাম, আমরা এই একটু আগেই এই সিদ্ধান্ত নিলাম। বিজন অন্য ফার্মে চাকরী করত, সেটা ছেড়ে এখানে আমার সঙ্গে কাজ করবে, মানে আমরা দু'জন এই উদ্যোগকে আরও উন্নতমানের করে গড়ে তুলবার চেষ্টা করব। অবশ্যই যদি আপনার অনুমতি থাকে।

অনুমতি থাকে মানে? এ তো আমার সৌভাগ্য আপনাদের মতন দক্ষ হাতের সহযোগিতা পাচ্ছি আমি।

ম্যাডাম একটা কথা, আমাদের আপনি করে সম্বোধন করবেন না। আমরা মাত্র তিন বছরের পুরনো ইঞ্জিনিয়ার। মানে আমরা তেমন সিনিয়র নই।

নিশ্চয়। তোমরা আমার থেকে অনেক ছোট। চট্ করে তুমি বলতে বাধ-বাধ লাগে বলেই বলতে পারছিলাম না।

এই যে তোমরা বলে দিলে, এর পর থেকে আর ভুল হবে না।

সমীরের কাজে আমরা সবাই খুব সন্তুষ্ট। সমীরের সাথে তুমিও যোগ দিচ্ছ, সেজন্য দু'জনকেই আমি ধন্যবাদ জানাব। তবে, একটা কিন্তু আমারও আছে। তোমাদের মাইনের ব্যাপারে আমি উদার হতে পারব না। আমি সীমিত অর্থ নিয়ে এই উদ্যোগ আরম্ভ করেছিলাম। ভগবানের আশীর্বাদে আমাদের এই উদ্যোগ চলছে ঠিকই, তবে কোন আহামরি লাভ করতে পারিনি আমরা এখনও। তাই, আমার হাতও সীমিত। তোমাদের পাঁচ হাজারের বেশী দেবার সাধ্য আমার নেই। নয়না কুণ্ঠা নিয়ে বলল।

ওসব ভাবনা মনে রাখবেন কেন ম্যাডাম? নাহয় কয়েক মাস আমাদের কিছু দেবেন না।

না, না, সে কি? দেব না কেন? তবে, ভবিষ্যতের কথা ভবিষ্যত বলবে। তখন আয় অনুযায়ী ব্যয় হবে। আমি বর্তমানের কথাটা জানিয়ে রাখলাম। তোমাদের যোগ্যতার যোগ্য সম্মান করতে আমি অক্ষম।

ম্যাডাম, আপনি কিছু চিন্তা করবেন না। আমরা নতুন করে প্ল্যান প্রোগ্রাম করে সবকিছু নতুন প্রক্রিয়াতে শুরু করব। সমীর নয়নাকে আশ্বাস দেবার মতন করে বলল।

বিজন জানাল, ওদের দুজনের সাথে বিকাশবাবুকে নিয়ে অতি শীঘ্রই এই উদ্যোগের নতুন প্ল্যান তৈরী করবে। কষ্ট অফ প্রডাকশন কম করবার চেষ্টা, প্রডাক্টের মান উন্নত করবার চেষ্টা, প্রডাকশন বর্ধিত করবার প্রয়াস করা, পুরনো মার্কেটের সাথে সাথে নতুন মার্কেট ক্যাপচার করবার উদ্যোমকেও জারি রাখা, সঙ্গে এই উদ্যোগের মেইন কম্পিটিটরকে ডাউন দেবার কোনও প্রক্রিয়া ইত্যাদি বিষয়কে গুরুত্ব দিয়ে নতুন প্ল্যান তৈরী করা হবে।

ফাইন্যান্সের জন্য প্রয়োজন হলে প্রাইভেট পার্টির থেকে লোনের ব্যবস্থা করতে পারে বলেও জানাল বিজন।

নয়না বলল, না লোন নিতে আমি রাজী নই। প্রয়োজন হলে, সামান্য কিছু নয়না দিতে

পারবে, তবে ওদের আসন্ন পরিকল্পনাটা যেন এমন না হয় যার জন্য বাইরের কারো কাছে হাত পাততে হতে পারে।

বুঝতে পেরেছি ম্যাডাম বড় ইনভেষ্ট করবার পক্ষে নন আপনি। লিমিটেড ইনভেষ্টমেণ্ট করে লিমিটেড লাভের প্রত্যাশা করেন আপনি।

নয়না হাসল। বলল, অনেকটা সেরকমই। হেরে গেলে শুধু নিজের ক্ষতি করে হারব। অন্যের ধার ঘাড়ে নিয়ে হারলে বিপদে পড়ে যাব যে।

বুঝতে পেরেছি ম্যাডাম, আপনি কোন বড় রিস্ক নিতে রাজী নন। ঠিক আছে! আপনার আদর্শেই সব পরিকল্পনা হবে। আপনার নীতিকে ফলো করেই আমরা এগোব। তবে আমাদের ওপর আস্থা রাখতে হবে আপনাকে।

তাতো নিশ্চয়। আমরা সবাই আমাদের ওপর আস্থা রাখব, একে অন্যাকে বিশ্বাস করব, একে অন্যের ওপর নির্ভর করব। তবেই না, আমরা সবাই একে অন্যের সহযোগিতা করতে পারব, একে অন্যের সহায়ক ভাবতে সক্ষম হব নিজেদের! তবেই না আমরা অনুভব করব আমরা সকলে মিলে কিছু নির্মাণ করছি, আমাদের মিলিত প্রচেষ্টা কোন সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে!

তাতো বটেই ম্যাডাম, আমরা এখানকার সব কর্মীরা আমাদের সম্মিলিত শক্তি একসাথে কাজে লাগালে তবেই আমরা সফল হব। কিন্তু এখানে আপনার প্রবেশ ঘটবে কেন? এখানে আপনার প্রবেশ নিষিদ্ধ।

কিছুদিন হল বিজন বোস নামে এক নতুন ইঞ্জিনিয়ার জয়েন করেছে নয়নার অফিসে। নয়না সমীর আর বিজনের সাথে আলোচনা করছিল। কোনও কথার জবাবে নয়না অমায়িক হাসি হেসে বলল, না ভাই আমি নিজেকে এই উদ্যোগের আলাদা কিছু মনে করতে চাই না। তোমাদের সঙ্গেই আমি থাকতে চাই। তোমাদের সকলের মধ্যে আমিও শরিক হতে চাই।

বিজন হাসতে হাসতে বলল, ম্যাডাম, এটাও কি এক ধরনের নীতি আপনার? এনি ওয়ে। আপনার সব রকম নীতিই শিরোধার্য। আমাদের মিলিত বাহিনীর একজন ছাড়া, আমাদের সবার ওপরে আপনি তো থাকবেন। আমাদের সকলকে সুষ্ঠভাবে পরিচালিত করবার ভার তো আপনার। এ্যা বিজনেস হুইচ স্টার্টস উইথ গুড ম্যানেজমেণ্ট ইজ কন্সিডার্ড হাফ ডন। বাকী আর্ধেক এগিয়ে নেবার জন্য আমাদের সমূহ প্রচেষ্টা রইল।

তাহলে ম্যাডাম আজ আমরা উঠি। যত শীঘ্র সম্ভব আমাদের নতুন পরিকল্পনা তৈরী করে কার্যক্ষেত্রে বহাল করবার চেষ্টা করব। দু'একদিনের মধ্যে প্ল্যান তৈরী করে আপনাকে দেখাব ম্যাডাম।

ঠিক আছে। তোমাদের সুবিধে মত করো তোমরা। কিছু প্রয়োজন হলে অবশ্যই আমাকে জানাবে। নিশ্চয় ম্যাডাম।

বিজনের কথা শেষ হলে নয়না বিজনকে অভিনন্দন জানিয়ে বলল, আশা করি তোমার নতুন কর্মভূমিতে তুমি খুশী থাকবে।

ধন্যবাদ ম্যাডাম। আমারও সেই আশা ম্যাডাম। নিজে খুশী থেকে আপনাদের সকলকে

খুশী করতে পারব।

আত্মবিশ্বাস ও দৃঢ় সংকল্প নিয়ে। নয়না যা করতে চেয়েছে, সেখানে সফলতা এসেছে। ভাগ্য সেদিক দিয়ে কোন অসহযোগিতা করেনি। জব্বলপুরের চাকরী পাওয়া, সেখানে ঘর যোগাড় করা, ডিম্পি অন্তুকে স্কুলে ভর্তি করাতে সক্ষম হওয়া ইত্যাদি সবই একলা হাতে করেছিল নয়না। কোথাও কোন কষ্ট হয়নি। দুটো শিশু সন্তান নিয়ে সাত বছর নির্বিঘ্নে অতিক্রান্ত করেছিল নয়না। কোথায়ও কোন বাধা পথ অবরোধ করেনি।

এই শহরে এসেও বিশেষ কারো সহযোগিতা ছাড়াই অন্য রকম এক কর্মভূমিতে প্রবেশ করতে পেরেছে নয়না।

বিকাশবাবু, সমীর ও বিজন এই তিন মহারথী নয়নাকে সাহায্য করবার জন্য হাত বাড়িয়ে বসেছিল না। কেমন করে যেন সব কিছুর সহসা সংঘটন হয়ে গেল। প্রথমে বিকাশবাবু এলেন। নয়না আর বিকাশবাবু, দুজনের দুজনকে পছন্দ হয়ে গেল।

তারপর, নয়নার কাল্পনিক ব্যবসাকে কেন্দ্র করে সম্মিলিত স্রোতরূপে একধারায় বয়ে যাবার ইচ্ছা সংযোজন হল দুজনের দ্বারা। এরপর সমীর, সমীরও কেমন করে আটকে গেল যেন এই উদ্যোগের সাথে। বিকাশবাবুর পরিচিত জনের ছেলে সমীর। নয়নাদের ছোট্ট কারখানাটার তখন নির্মাণ কার্য চলছিল। একদিন বিকাশবাবুর সঙ্গে বিকাশবাবুর কর্মস্থল পরিদর্শন করতে এসে সদ্য পাশ করা মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার সমীর সেন এই অর্ধ সমাপ্ত কারখানার প্রেমে পড়ে যায়। নয়নার অনুমতি চেয়ে বিকাশবাবুর কলিগ হয়ে ঢুকে পড়ে নয়নার অফিসে। তারপর সমীরের দ্বারা বিজনের শুভ প্রবেশ।

আজকালকার যুগ অন্যরকম। পথে ঘাটে রাস্তায় বদলোকের ছড়াছড়ি। অসৎ অনৈতিক লোকেরা ওৎ পেতে থাকে মানুষকে ঠকিয়ে নিজের লাভের প্রত্যাশায়।

নয়না দুরু দুরু বক্ষে, ব্যবসা আরম্ভ করেছিল ঠিক। কিন্তু; এখন পর্যন্ত সেরকম কোন সংকটের সম্মুখীন হয়নি। আর হবেও না হয়ত। বিকাশ, সমীর ও বিজন এই তিনজনকে শুধু এই উদ্যোগের নয়, নয়নারও এক হিতাকাঙ্ক্ষী আত্মীয় ও আপনার জন মনে হয় নয়নার। তাই, নয়নার মনে হয় এই ব্যবসা কোন বদমানুষের চক্রান্তে পড়ে বিপদে পড়বার কোন সম্ভাবনা নেই।

ভাবলে সত্যিই খুব অদ্ভুত মনে হয় নয়নার। নয়নার ইচ্ছানুসারে ব্যবসা শুরু হয়েছে এবং প্রায় দু'বছর ধরে মোটামুটি একটা গতিতে বয়ে চলছে এই ব্যবসা। কোথাও কোন ঝক্কি পোয়াতে হয়নি নয়নাকে। এত তাড়াতাড়ি মসৃণভাবে সব সম্পন্ন হল এই সত্য বিশ্বাস করতে না চাইলেও বিশ্বাস করতে হচ্ছে। কারণ, কেউ অলক্ষে থেকে নয়নাকে সহায়তা করছে। এই সত্য মানতে বাধ্য নয়না।

ঈশ্বর! তোমার যেমন ইচ্ছে আমায় নিয়ে চল। আমি আর কোন প্রতিবাদ করব না। শুধু চলবার শক্তি দিও। নয়না মনে মনে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে সেই অদৃশ্য শক্তির উদ্দেশ্যে।

কাঁচা মাল এসেছে বিহার থেকে। তার ডেলিভারী নিতে বিকাশবাবু স্টেশন গেছেন। নয়নার অফিস বিকাশবাবুর অনুপস্থিতিতে সক্রিয়তা হারিয়ে ফেলে মনে হয় নয়নার।

বিকাশবাবু নেই তাই কোন কাজও যেন নেই। সকাল থেকে এমনি এমনি বসে রয়েছে নয়না। বিকাশবাবু থাকলে কোন না কোন কাজের ছুঁতো করে দশবার আসতেন নয়নার কাছে।

কিছুক্ষণ আগে টাইপের টুকটুক আওয়াজ শুনছিল নয়না। এখন তাও বন্ধ। নয়নার অফিসের টাইপিস্ট রিমাই টাইপ করছিল। রিমার কাজ যদি আপাতত শেষ হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে রিমাকে নিজের কামরায় ডেকে নিয়ে এসে গল্প করতে পারে নয়না। নয়না তাই করবে ভাবল।

বসাক পিয়ন এসে জানাল, একজন ম্যাডাম এসেছেন আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান। নয়না ঘড়ি দেখল। সাড়ে তিনটা বেজে গেছে। এখন কে এলো? কোন ক্লায়েন্ট আসবার কথা ছিল না। বিকাশবাবু না থাকলে অচেনা ক্লায়েন্টদের সঙ্গে কথা বলতে অস্বস্তিবোধ করে নয়না। যেই আসুক নয়না তো অভদ্রতামী করতে পারে না। বসাককে বলল, পাঠিয়ে দিতে।

নাগরিক মহিলা সমিতির প্রেসিডেন্ট মিসেস বড়ুয়া ঢুকলেন নয়নার কামরায়।

নয়না আপ্যায়ন করতে উঠে দাঁড়াল। আসুন মিসেস বড়ুয়া। প্লিজ বসুন।

মিসেস বড়ুয়া নয়না উল্টোদিকের চেয়ারে বসে বলল, এখন বসলে হবে না চলুন।

কোথায় বলুন তো?

খুব ভুলো মন তো আপনার। সকালবেলা ফোনে জানালাম না, পানীখেতী গ্রামের বন্যায় আক্রান্ত বিপদগ্রস্ত গ্রামবাসীদের জন্য কিছু জিনিষপত্র নিয়ে যেতে হবে।

ওহ, একদম ভুলে গিয়েছিলাম জানেন? ঠিক আছে, একটু বসুন—চা খান, তারপর যাওয়া যাবে।

না, না, মিসেস ঘোষ, চা-টা আজ থাক। অনেকটা পথ যেতে হবে। প্রায় দু'ঘণ্টা, চলুন বেরিয়ে পড়ি।

নয়না একটু উদ্বিগ্ন হল। শহরের বাইরে যাচ্ছে, দেরী হবে না তো ফিরতে?

ফিরতে কি দেরী হবে মিসেস বড়ুয়া? আমার ছেলে একা তো!

না, তেমন দেরী হবে না। সাড়ে সাতটার মধ্যে ফিরে আসতে পারব আশা করি। আপনি আপনার ছেলেকে ফোন করে দিন না।

সাতটার পর বাড়ী ফিরলে অন্তু অসন্তুষ্ট হবে না তো? অন্যদিন সময় মতই বাড়ী ফেরে নয়না। আজ প্রথম দেরী হবে হয়ত। অন্তু কিছু মনে করবে না তো? নয়না চিন্তাগ্রস্ত হল।

অন্তু স্কুলে চলে যাবার পর পানীখেতী গ্রামে যাবার কথা জানিয়েছিলেন মিসেস বড়ুয়া। নয়নাও যাবে বলে সম্মতি জানিয়েছিল। এখন মিসেস বড়ুয়াকে সঙ্গ না দিলে ব্যাপারটা খারাপ দেখাবে। নয়নার যাবার কথা অন্তু জানে না। অন্তু বাড়ীতে আসবে চারটার পর। অন্তুকে না জানিয়ে নয়না আজ পর্যন্ত কোথাও যায়নি। সেজন্যেই খারাপ লাগছিল নয়নার। খারাপ লাগলেও যেতে হবে। ভদ্রমহিলার কাছে কথার খেলাপ করতে পারে না নয়না।

নয়না বসাককে বলে দিল, চারটের পর তুমি বাড়ীতে ফোন করে অন্তুকে জানিয়ে দিও যে আমার বাড়ী ফিরতে একটু দেরী হতে পারে।

অগ্রণী হয়ে দুঃস্থ ও দুর্দশাগ্রস্থ মানুষদের সেবা করা মিসেস বড়ুয়াদের মতন মানুষের অভ্যেস। নয়না এই কর্মক্ষেত্রে নতুন। তাই নয়নার একটু অসুবিধে হয়ে যায়। অসুবিধে অন্য কিছুর নয় সময়ে বাড়ী ফিরতে না পারাটাই একমাত্র সমস্যা।

মিসেস বড়ুয়া অন্য ধাঁচের মানুষ। নয়নার মনে হয় ইনি জন্মসূত্রেই কয়েকটি বিশেষ গুণাবলী নিয়ে এই পৃথিবীতে এসেছিলেন। সর্ববিষয়ে বিশিষ্ট মহিলা মিসেস বড়ুয়া। নয়নাদের মতন নতুন কর্ম উৎসাহী মানুষদের খুঁজে বার করে, প্রশিক্ষণ সহ অবিলম্বিতভাবে কর্মশালায় নিয়োগ করাটাও বোধহয় এই ভদ্রমহিলার বিশেষ গুণাবলীর একটা উদাহরণ।

মিসেস বড়ুয়া হঠাৎই একদিন নয়নার অফিসে এসে হাজির হয়েছিলেন। নয়নার কামরায় প্রবেশ করে হাতজোড় করে বলেছিলেন, নমস্কার, আপনার সাথে পরিচিত হতে এলাম।

নয়নাও উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করেছে। তারপর বিব্রত ভঙ্গিতে বলেছে আপনাকে তো চিনতে পারলাম না?

চিনবেন কি করে? আমি এসেছি আপনাকে চিনতে, নিজেকে চেনাতে। বলে হাসতে শুরু করেছিলেন মিসেস বড়ুয়া।

অপরিচিত একজন ভদ্রমহিলা এত সহজভাবে কথা বলছিলেন দেখে নয়নার অস্বস্তি হচ্ছিল। নয়নার অনুরোধে আসন গ্রহণ করে বলেছিলেন, কি খুব অবাক হচ্ছেন তো?

নয়না সত্যিকারের অবাক হয়েছিল। তাই নিজের চেহারার ভাষা নিশ্চিহ্ন করতে পারেনি। নয়না বিস্ময় নিয়েই চেয়েছিল ভদ্রমহিলার দিকে।

তাহলে শুনুন, আপনার অস্বস্তি দূর করছি। এই পথ দিয়ে যাবার সময় একদিন আপনার অফিসের সাইনবোর্ডটা চোখে পড়ে। অন্য একদিন আপনাকে এই অফিসে ঢুকতে দেখলাম। ব্যাস, তখনি একটা যোগ অঙ্ক কষে যোগফল মিলিয়ে নিলাম।

নয়না কিছু বুঝতে না পেরে বোকার মত চাইল।

প্রথমদিনই আপনাকে দেখে মনে হয়েছিল, আপনি ঠিক সাধারণ নন।

নয়না ভীষণ লজ্জিত ভঙ্গিতে বলেছিল কি যে বলেন?

সত্যি, বিলিভ মী! আপনার ব্যক্তিত্বটা এমনিই। যা স্পষ্ট প্রমাণ করে আপনি খুব সক্রিয়। আই মীন, ইন সাম আদার এক্সট্রা ওর্ডিনারী ওয়ে। সঙ্গে সঙ্গে আমার মধ্যে একটা ধারণা, আমাকে অস্থির করে তুলল। এই অফিসের মালিকের আসনটা আপনার নয় তো?

সেদিনই লোক পাঠিয়ে আমার ধারণাটা শত পার্সেন্ট কারেক্ট বলে প্রমাণিত করেছি।

অপরিচিত কেউ সামনাসামনি এভাবে তার জন্য মানপত্র রচনা করতে পারে বলে নয়নার জানা ছিল না। লজ্জায় অস্বস্তিতে মরে যাচ্ছিল নয়না।

ভীষণ আনন্দ হয় জানেন? গর্বে বুক ফুলে ওঠে। যখন দেখি, মহিলারা একক হস্তে, নির্ভয়ে নিজের কাঁধে কত বড় বড় বোঝা তুলে নিয়েছেন।

মিসেস বড়ুয়ার দিকে হাঁ করে দেখছিল নয়না। সেই মুহূর্তের মিসেস বড়ুয়ার চেহারায় যতখানি আনন্দ ও খুশী মাখা ছিল, তা নয়নাকে কেন্দ্র করে হয়েছে বলে বিশ্বাস করতে পারছিল না।

এক অসাধারণ ব্যক্তিত্বময়ীর, তার মত সাধারণ এক মহিলাকে জানবার, নির্ভেজাল প্রচেষ্টা ও আগ্রহ দেখে নয়না অবাক হয়ে গিয়েছিল।

খুশীতে উচ্ছল হয়ে মিসেস বড়ুয়া আবার বলেছিলেন, আই এপ্রিশিয়েট ইয়র বোল্ডনেস মিসেস ঘোষ। তারপর দু'হাত বাড়িয়ে নয়নার দু'হাত জড়িয়ে ধরে নিজের পরিচয় দিয়েছিলেন।

আমি মিসেস হেমলতা বড়ুয়া। মহিলাদের কল্যাণ ও মঙ্গলের উদ্দেশ্যে সামান্য কিছু করবার চেষ্টা করি। তাই আমার একটা গাল ভরা পদ আছে। আমি এখানকার নাগরিক মহিলা সমিতির প্রেসিডেন্ট।

ভদ্রমহিলাকে কেন্দ্র করে তার মধ্যে সঞ্চিত আনন্দধারাকে একসঙ্গে প্রকাশ করবার সুযোগ এতক্ষণ পর পেল নয়না। খুশীতে আত্মহারা হয়ে মিসেস বড়ুয়ার করমর্দনে সায় দিয়ে বলল, আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে আমিও খুব আনন্দিত বোধ করছি মিসেস বড়ুয়া।

না, না, পরিচিত হলেন কোথায়? এখনো পরিচিত হননি। নয়নার উৎসাহ থামিয়ে দিলেন ভদ্রমহিলা।

নয়না একটু থিতিয়ে অপ্রস্তুত বোধ করতে না করতেই ভদ্রমহিলা বললেন, আমি আপনাকে চাই মিসেস ঘোষ।

নয়না আবার অবাক দৃষ্টি রেখেছে।

মানে, আমার একজন সহযোগী রূপে চাই। আমার বন্ধুত্ব স্বীকার করুন মিসেস ঘোষ।

ভদ্রমহিলার ব্যক্তিত্ব ও সাবলিল ব্যবহারেই নয়না মুগ্ধ। এই অসাধারণ মহিলা এখন নয়নার বন্ধুত্বের জন্য আগ্রহ ভরা নিমন্ত্রণ জানাচ্ছেন। নয়না বিবশ হয়ে গেল। উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল, নিশ্চয় মিসেস বড়ুয়া, এতো আমার সৌভাগ্য।

আমি জানতাম আপনি রাজী হবেন। ভীষণ তৃপ্তি ভরা হাসি নিয়ে বললেন মিসেস বড়ুয়া।

বিশেষ কিছু করবার জন্য শুধু ইচ্ছা বা উৎসাহই কিছু যথেষ্ট নয়। বিশেষ কিছু করবার জন্য চাই বিশেষ শক্তি, বিশেষ কর্ম্মদক্ষতা ও দৃঢ় ব্যক্তিত্ব। আপনি এই সমস্ত গুণের অধিকারী। তাই তো আপনাকে আমার প্রয়োজন। আমার ইচ্ছা ও উৎসাহের সঙ্গে আপনার শক্তি মিলিত হয়ে রচিত হবে বিশেষ কিছু। ভদ্রমহিলা একটু রহস্য রেখে বললেন কথাগুলো।

নয়না সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করল, না, না, আমার মধ্যে সেরকম কিছু নেই। সামান্য এই ব্যবসাটা করতে শুরু করেছি ঠিকই, তবে কতদূর কি করতে পারব জানি না। আপনি আমাকে ওভার এস্টিমেট করলেন।

নয়, কক্ষনো নয়। আপনি সর্বক্ষেত্রে এক অনন্য ভূমিকা পালন করতে সক্ষম। ইউ হ্যাভ দ্যা কেপাসিটি।

অক্ষম প্রমাণিত হলে ঝেঁটিয়ে বিদায় করবেন তো? নয়না হেসে বলল।

ওমা! একি বলছেন? আমার কোন ক্ষমতা নেই বলে ভেবেছেন নাকি? আমি কি মানুষ চিনি না? এই একটা কাজ আমি খুব ভাল করে পারি। তা না হলে অযাচিত ভাবে আপনার কাছে এসে আপনার বন্ধুত্বের কাঙাল হয়ে উঠব কেন!

যাই বলুন, আমাকে না জেনে, না বুঝে, শুধু একদিনের পরিচয়ের উপর নির্ভর করেই আমাকে অনেক উপরে উঠিয়ে দিয়েছেন আপনি।

জানবার বুঝবার সময় আসবে মিসেস ঘোষ। আপনি যে সঠিক মানুষ তা প্রমাণিত হবে।

সেদিন আরো অনেক কথা হয়েছিল। নয়না গৌহাটির মেয়ে এবং নয়নার জন্ম, কর্ম, বিবাহ—সব এখানেই হয়েছে জেনে মিসেস বড়ুয়া খুশী হলেন।

মিসেস বড়ুয়া জানিয়েছিলেন উনিও গৌহাটির, ওনারও পড়াশোনা বিবাহ সব এই শহরেই হয়েছে। শুধু বয়সে নয়নার থেকে তিন বছরের ছোট।

মিসেস বড়ুয়া বলেছেন, বয়েসের ফারাকটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয়। অন্যদিক দিয়ে আমাদের অনেক মিল আছে দেখবেন। তারপর ঠিক যাবার সময় বলেছিলেন, আমাকে কোন উটকো ফালতু লোক মনে করলেন না তো?

না, না, সে কি, আপনাকে এমনি ভাবতে যাব কেন?

একটা সঠিক আইডেনটিটি অবশ্য আমার আছে। আমি একজনের বিবাহিত স্ত্রী।

নয়না হেসে বলেছে, তাতো বটেই। আপনার সিঁথির সিঁদুর তাই প্রমাণ করে।

একটু লজ্জিত স্বরে ভদ্রমহিলা বললেন, মানে এই সিঁদুর আমি যার জন্য পরি তিনি এই রাজ্যের চিফ সেক্রেটারী শ্রীভূমিধর বড়ুয়া।

ভদ্রমহিলার এই পরিচয় পেয়ে নয়না আরো মুগ্ধ হল। এত বড় একজন পদস্থ অফিসারের পত্নী হওয়া সত্ত্বেও নিঃস্বার্থ ভাবে সেবাধর্মে দীক্ষিত হয়েছেন ইনি।

কিছু মনে করলেন না তো? স্বামী উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত বলে গর্ব করে ঘোষণা করলাম। কিছু ভাবলেন না তো? আসলে কিন্তু তা নয়, আপনি যদি আমায় যাচাই করতে চান, আমি কোন ফালতু লোক কিনা, অযথা আপনার সময় নষ্ট করলাম কিনা, তাহলে খোঁজ করতে পারেন আপনি। সেই উদ্দেশ্যেই স্বামীর পরিচয় দিতে হল।

না, না, একি বলছেন আপনি, আমি আপনাকে যাচাই করতে যাব কেন?

ঠিকই বলেছি। আমার তো আপনার মত নিজস্ব আলাদা কোন পরিচয় নেই।

ভীষণ লজ্জা দিচ্ছেন মিসেস বড়ুয়া। নয়না সলজ্জ হেসে বলল।

বলতে হল ভাই। আপনি যখন আপনার স্বামীর পরিচয় দিলেন, তখন আপনার স্বামীর ডেজিগনেশনের কথা উল্লেখ করেননি আপনি। বললেন ভারত সরকারের ওমুক সংস্থায়, ওমুক স্থানে আমার স্বামী কর্মরত। আমি জানি, আপনার স্বামী ভারত সরকারের একজন উচ্চপদস্থ অফিসার। কিন্তু আপনি স্বামীর পদ নিয়ে উৎসাহী নন, কারণ আপনার কাছে আপনার নিজের পরিচয়টা বেশী প্রাধান্য পায়। আপনি নিজের মূল্যায়ণ করেন আপন কর্মভূমির উদাহরণ দিয়ে। স্বামীর উচ্চপদের দ্বারা নয়। আপনার এই গুণটা আমার সব চাইতে ভাল লেগেছে মিসেস ঘোষ।

আপনি একদিনে আমার অনেক কিছু জেনে ফেললেন। আপনার অনেক ক্ষমতা মিসেস বড়ুয়া। কিন্তু, আপনি কি বা কেমন, সেই ধারণা করবার ক্ষমতা আমার নেই।

তবে, আজ আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে যেটুকু বুঝলাম, তাতে মনে হল সমস্ত সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে। এক ব্যাপক বিশাল কর্মক্ষেত্র আপনার। সেখানে আপনি আপন বৈশিষ্ট্যে অধিষ্ঠিত, স্বামীর কর্মক্ষমতা বা স্বামীর উন্নতমানের পদের দ্বারা নয়।

মিসেস বড়ুয়া চক্ষুদ্বয়ের আকার বৃদ্ধি করে নিজের মুগ্ধতা প্রকাশ করে বললেন, বললাম না! আমি একজন অসাধারণকে আবিষ্কার করেছি। আপনি সত্যিই অন্য রকম মিসেস ঘোষ, আপনার কথাবার্তায়ও তা প্রকাশ পায়।

আচ্ছা আজ চলি, নমস্কার।

সর্বক্ষেত্রে উৎকৃষ্ট এই ভদ্রমহিলা। এক মহামূল্যবান সাথী পেল নয়না। নয়নার কর্মক্ষমতার বিশেষ বিশেষ ধারা এতদিন কি কোথাও চাপা পড়েছিল? মিসেস বড়ুয়ার সংস্পর্শে এসে, বিভিন্ন দিকে বিভিন্ন কর্মভূমির সঙ্গে জড়িয়ে গেল নয়না। কোথাও কোন ক্লান্তি নেই নয়নার। নেই অবসর। নতুন নেশার উন্মাদনায় নয়না নতুন করে সক্রিয় হয়ে উঠল। কাজ শুধু কাজ, নয়নার জীবনধারা পাল্টে গেল। সারাদিন কর্মযোগ্যে বিলীন থেকে, দিবস শেষে বাড়ী ফিরে অন্তু নামের মিষ্টি ছেলেটার সান্নিধ্যে সারাদিনের পরিশ্রম ভুলে সতেজ হয়ে ওঠে নয়না। সন্ধ্যে কেটে যায়। রাত্রিবেলা নিদ্রাদেবীর কোলে আশ্রয় নেয়।

একটা দিনের অবসান হয়ে যায়।

মিসেস বড়ুয়ার বন্ধুত্বটাও আন্তরিক। নয়না মাঝে মাঝে বিবশ হয়ে যায়। এর মধ্যেই নয়নাকে এমন ভাবে কাছে টেনে নিয়েছেন, নয়না যেন বহুকালের পরিচিত কোন আপনজন ওনার। নয়নার মধ্যেও এমনি কোনও প্রত্যাশা ছিল। নয়না মানুষের অন্তরে প্রবেশ করে নিজেকে উজাড় করে সেখানে ঢেলে দিতে চায়।

ক্রমশঃ বিরাট বিশাল কোনও পরিধির অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাচ্ছে নয়না। অরিন্দমের সঙ্গে নয়নার সদ্ভাব থাকলেও, নয়না এত আগ্রহ নিয়ে নিজেকে এভাবে বিলিয়ে দিত না হয়ত। নিজেকে আর দশজনের মাঝে বিলিয়ে দেবার সুখ যে এত তৃপ্তিদায়ক, সেটা নয়না অবগত ছিল না। অরিন্দমের সংসার থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে না এলেও, নয়না সেখানে একটা গণ্ডির মধ্যে সীমিত থাকত। নিজের এই অপরিসীম শক্তি যত প্রত্যক্ষ করছে, তত অবাক হচ্ছে। নয়নার মধ্যে বাস্তবিকই এত বল ও শক্তি কি ছিল? যার ফলে ক্রমাগত অজানাকে পরিক্রমা করতে সক্ষম হচ্ছে।

নাকি পরিস্থিতি নয়নাকে এই নতুন ভূমিকায় অবতীর্ণ করতে বাধ্য করছে? বর্তমানের সক্ষম হতে চায়, একলা চলার ক্ষমতা অর্জন করতে চায়। তাই কি প্রবলভাবে ক্রিয়াশীল হয়ে যাচ্ছে?

ফিরতে ফিরতে রাত আটটা বেজে গেল। শহরের বাইরে দূরে কোথাও গেলে সময় মেনে চলা যায় না। ভীড়ভাড়, ট্রাফিক ইত্যাদির সম্মুখীন হওয়া ছাড়াও, এমনিও কিছুটা দেরী হয়ে যায়।

নয়নার চিন্তা ছিল অন্তুর জন্য। অন্তু কি মন খারাপ করে বসে থাকবে মা এতক্ষণ ঘরের বাইরে রয়েছে বলে? বসাক অন্তুকে ফোন করেছিল তো? এই চিন্তাগুলো নয়নাকে

অশান্তি দিচ্ছিল।

নয়না সংকোচ ও অপরাধের ভাব নিয়ে ঘরে ঢুকল।

অন্তু ড্রয়িং রুমে বসে কিছু লিখছিল। নয়না আসায় দরজা খুলে দিয়ে আবার নিজের আসনে গিয়ে কাজে মনোনিবেশ করল।

নয়না জিজ্ঞেস করল, কিরে রাগ করেছিস?

অন্তু নিজের কাজে অবিচল থেকে বলল, রাগ করব কেন।

দেরী হয়ে গেল রে। মিসেস বড়ুয়ার সঙ্গে পানীখেতি গ্রামে গিয়েছিলাম। বসাক তোকে ফোন করে জানিয়েছিল তো?

অন্তু এবারেও নিজের কাজে অবিরত থেকে বলল, হ্যাঁ।

আসলে মিসেস বড়ুয়া সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ এই প্রোগ্রামটার কথা জানায়। আমিও তখন বিবেচনা না করে যাব বলে সম্মতি জানিয়েছিলাম। উনি যেতে দেরী করলেন। প্রায় সাড়ে তিনটেয় রওয়ানা হলেন। ব্যস্ত মানুষ তো, আরো কি সব মিটিং ফিটিং সমাপ্ত করে তারপর গেলেন। দুপুরের খাওয়াও হয়নি ওনার।

কিছুক্ষণ শ্বাস নেবার জন্য থেমে নয়না আবার বলল, আসলে কথা দিয়েছিলাম বলেই যেতে হল আর কি।

নয়নার কৈফিয়ৎ দেবার ঢং দেখে অন্তুও ধৈর্য হারাল বুঝি। মুখ তুলে বলল, গিয়েছিলে তো কি হয়েছে মা?

তোর খারাপ লাগেনি তো?

খারাপ কেন লাগবে মা? অন্তু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল।

না, মানে, তোকে একলা রেখে এতক্ষণ বাইরে ছিলাম বলে খুব খারাপ লাগছিল।

মা, তোমার যদি এভাবে খারাপ লাগতে থাকে, তাহলে এই ধরনের কাজ করবে কি করে তুমি?

নয়নার ছেলেকে কৈফিয়ৎ দেওয়া বুঝি তখনও শেষ হয়নি। তাই আবার বলল, অবশ্য ওখানে বেশী দেরি করিনি। জিনিষগুলো দিয়েই আমরা চলে এসেছিলাম। পথেই দেরী হল।

তোমাদের সমিতি পঁচিশ হাজার টাকাও তো দিয়েছে মা।

তুই কি করে জানলি অন্তু? কে বলল?

অন্তু হাসতে শুরু করেছে।

কি হল? হাসছিস কেন? বল?

টি.ভি.র স্থানীয় সংবাদে বলল। অবশ্য তোমাদের ছবি দেখায়নি।

তাই বল না! এই অন্তু সত্যিই রাগ করিসনি তো?

মা তুমি এমন করছ কেন? অসহায় মানুষদের সাহায্য করছ, এসব তো ভাল কাজ মা। আমি রাগ করতে যাব কেন?

নয়না বার বার যাচাই করেও অন্তুর চেহারায় কোন অসন্তোষের ছাপ খুঁজে পেল না। এগিয়ে এসে বসে থাকা অন্তুর মাথাটা নিজের বুকে চেপে ধরল।

আমার মনটাই এমনিরে অন্তু। মনে হয় এই বোধহয় কেউ আমার কাজে বিরক্ত হল, তাই কোন কাজ হাতে নিয়েও শান্তি পাই না।

মা হঠাৎ জড়িয়ে ধরায় অন্তু লজ্জা পেয়ে নিজেকে সরিয়ে নিল।

কিছুক্ষণ মায়ের চেহারাটা লক্ষ্য করে বলল, কে বিরক্ত হল না হল এসব তুমি ভাবতে যাবে কেন মা? তুমি তোমার কাজ করে যাবে।

অন্তুর কথা শুনে অবাক হল নয়না। অন্তুই বলল তো কথাগুলো। বিশ্বাস হচ্ছে না যেন। বড় হয়ে গেছে ছেলে। সত্যিই বড় হয়ে গেছে। নয়নাই বুঝি এতদিন ছেলেকে দুধের শিশু মনে করত।

মা, যাও বিশ্রাম নাও গিয়ে। কাল আমার অঙ্ক পরীক্ষা, আমি এখন অঙ্ক করছি।

শান্তি পেল নয়না। মিসেস বড়ুয়ার সঙ্গে যাবার পর থেকে যে অশান্তি পাচ্ছিল তার অবসান হল। হাত-মুখ ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে নিজের জন্য এক কাপ চা বানাল। অন্তুর জন্য দুধ গরম করে নিয়ে এল।

বিকেলে খেয়েছিলি অন্তু? কেক বানিয়ে রেখেছিলাম, আপেল কলাও ছিল।

হ্যাঁ খেয়েছি। তুমি ওঘরে যাও মা। তুমি কথা বললে আমার ডিস্টার্ব হবে।

যাচ্ছি। নে দুধটা খেয়ে নে।

না, এখন দুধ খাব না।

তাহলে কি হবে দুধটা? খেয়ে নে, কিছু হবে না। বিকেলেই খেয়ে নিলে পারতিস। একটু না হয় গরম করে নিতিস। পারতিস না?

অন্তু একবার মায়ের দিকে চেয়ে সামান্য হাসল, কিছু বলল না।

নে ধর?

উহঃ মা, বড় বিরক্ত কর তুমি। দাও বলে এক চুমুকে শেষ করে দিয়ে বলল, না খেলে তুমি তো পেছনে পড়ে থাকতে। তাই খেয়ে নিলাম। এবারে যাও।

ডিম্পি মাঝে মাঝে চা করে, দুধ গরম করে, ওমলেট বানায়, কেক বানায়, ডিম্পির শখ আছে বলেই বানায়। অন্তুর এই ধরনের শখ থাকবার কথা নয়, তবুও নয়না যেদিন বাড়ী থাকে না, সেদিন দুধটুকু গরম করে নিতে পারে অন্তু, এই জন্যই অন্তুকে দুধ গরম করবার কথা বলেছিল নয়না।

রাত্রিবেলা খেতে বসে অন্তু জানাল বাবা ফোন করেছিলেন।

কি বল্লেন বাবা?

কি আর বলবেন, এই আমার পড়াশোনার কথা, আমি কেমন আছি ইত্যাদি জিজ্ঞেস করলেন।

তোর বাবা কেমন আছেন?

ভালই থাকবেন।

ভালই থাকবেন মানে? তুই জিজ্ঞেস করিসনি কেমন আছেন?

ভুলে গিয়েছি মা।

জিজ্ঞেস করতে হয় এসব। এরপর থেকে ফোন করলে প্রথমেই জিজ্ঞেস করে নিবি। শুধু বাবা কেন, যে কোন পরিচিত জনকেই জিজ্ঞেস করতে হয়, কেমন আছে। বাবাকে বিশেষ করে জিজ্ঞেস করবি।

অনেকদিন পর ফোন করল অরিন্দম। প্রায় ছয় মাস পর। সেই নয়নাকে অপদস্ত করবার পর আর ফোন করেনি অরিন্দম। অন্তু এখান থেকে করেছে মাঝে মাঝে।

মা, বাবা বলেছেন পরীক্ষার পর বাবার ওখানে যেতে।

যাস। কে বারণ করেছে।

আরো তিন মাস পর যেতে পারব মা। ফাইন্যাল পরীক্ষা হয়ে যাবার পর।

হ্যাঁ, এই তিন মাস একটু মন দিয়ে পড়। বোর্ডের পরীক্ষা। ভাল রেজাল্ট হতে হবে।

উহুঃ, সব সময় শুধু পড়ার কথা বল মা। আমি কি পড়াশোনা করিনা নাকি?

করবি না কেন? তুই তো আমার ভাল ছেলে। নয়না একটু বেশী করে স্নেহ মিশিয়ে বলল।

খাওয়ার পাট চুকিয়ে নয়না বিছানায় চলে গেল। আমি ঘুমচ্ছি অন্তু, তুই কি পড়াশোনা করবি?

হ্যাঁ মা, আর একটু পড়তে হবে।

ঠিক আছে। মনে করে লাইট নিভিয়ে দিস।

ভীষণ ব্যস্ততার মধ্যে সমস্ত দিন কিভাবে কেটে যায় নয়না টের পায় না। কিন্তু রাত্রিবেলাটা নিয়ে আজকাল বিরাট সমস্যায় পড়ে গেছে নয়না। ভয়ানক ক্লান্তির মধ্যেও অসহনীয় এক শূন্যতা নয়নাকে অস্থির করে তোলে। শূন্য বিছানা আর একক শয্যা সহ্য হয় না বুঝি। অন্তরের তৃষ্ণা ভীষণভাবে তৃষিত হয়ে ওঠে। একটা আশ্রয় চাই নয়নার। নয়না অতৃপ্ত হৃদয় আকুল হয়ে কোন বলিষ্ঠ বাহুডোরের আহ্বানের প্রত্যাশা করে।

অন্তু মাঝে মাঝে নয়নার সাথে শোয়। স্নেহ-মমতার প্রাচুর্যে তৃপ্ত থাকে সেদিন নয়নার অন্তর। কিন্তু নয়নার এই আকাঙ্ক্ষা যে অন্য কিছু চায়? একজন বলিষ্ঠ পুরুষের সান্নিধ্যের কাঙাল নয়না।

নয়না নিজেই আশ্চর্য হচ্ছে নিজের এই অদ্ভুত চাহিদা দেখে। এত বছর অরিন্দম নামের একজন পুরুষের সঙ্গে বাস করেছে নয়না। কখনও নিজের থেকে ইচ্ছে করেনি অরিন্দমের পাশে গিয়ে শুতে। অরিন্দম নয়নার জেদ অভিমান ভাঙিয়ে নয়নাকে কাছে ডাকলে তখন নয়না কি করত সে কথা আলাদা। কিন্তু, শুধু একজন পুরুষকে কাছে পাবার আকুলতায়, অরিন্দমের সান্নিধ্য পাবার ইচ্ছে জাগেনি কখনও।

ডিম্পি অন্তু যখন ছোট ছিল, তখন নয়নার বয়েস অনেক কম ছিল। সেই সময়ও নয়না কখনও এই ধরনের চাহিদায় কাতর হয়নি। অস্বাভাবিক অস্থিরতায় অশান্তি বোধ করেনি।

নয়নার মধ্যে কি আজকাল পরিবর্তন এসেছে? নাকি, মধ্যেকার সহজ সরল আহ্লাদিনী মেয়েটা হঠাৎ জেগে উঠেছে? আহ্লাদিনীর অভিমানী মন, অভিমান ভাঙানোর পাত্র খুঁজছে? তাই কি?

মধ্যে মধ্যে নয়নার ভীষণ আহ্লাদী হয়ে উঠতে ইচ্ছে করে। কারো আদর সোহাগ পাবার জন্য মন কেমন করে।

এসব কারো কাছে প্রকাশ করতে না পারলেও নয়না জানে, বর্তমান নয়নার এই ধরনের ইচ্ছেগুলো একেবারে মিথ্যে নয়। নয়না চেষ্টা করে, নিজেকে এই সমস্ত ভাবনাচিন্তা থেকে মুক্ত রাখতে। কিন্তু পারে না। উপায় খুঁজে পায় না যেন।

দিবসকালের মত, নিশিকালেও যদি কোন বিশেষ কর্মভূমির ব্যবস্থা থাকত নয়নার জন্য, তাহলে বুঝি নয়না রেহাই পেত এই অশান্তি থেকে।

রাত্রিবেলা যতক্ষণ না নিদ্রাদেবী নিজের অধিকার ফলানোর দাবী নিয়ে নয়নাকে বিবশ হবার সুযোগ দেয় না, ততক্ষণ নয়না চেষ্টা করে পড়াশোনা করে কিংবা টি. ভি. দেখে, নিজেকে ব্যস্ত রাখতে। কিন্তু, সারাদিন পরিশ্রম করে বলে বেশীক্ষণ বসে থেকে কোন কাজে মনোনিবেশ করতে পারে না নয়না। ক্লান্তিতে, শ্রান্তিতে নেতিয়ে পড়ে। এই অবস্থায় শরীরটাতে বিছানায় আশ্রয় না দিয়ে উপায় থাকে না। সম্প্রতি অদ্ভুত অদ্ভুত সমস্যার দাপটে তখন নিদ্রাদেবীও নয়নার আশেপাশে ঘেঁষতে সাহস পায় না। নিজেকে নিয়ে এই অদ্ভুত সমস্যার উদ্ভব হতে পারে বলে কখনো কল্পনা করেনি নয়না।

নিজের ক্ষমতাকে বিভিন্ন দিশায় বিতরণ করে নয়না তার অর্জিত কর্মভূমির চাষ শুরু করে দিয়েছে। কিন্তু নয়নার মধ্যে যে একটা মনোভূমিও আছে, এই সত্যটাকে এতদিন পাত্তা দেয়নি বুঝি নয়না। সেই ভূমি এখনো আনকোরা। চাষ করবার সুযোগ হয়নি সেই ভূমিতে। আবাদের অপেক্ষায় থেকে থেকে অস্থির আর্তনাদ আরম্ভ করছে, আমি অনুর্বর নই, আমি ভীষণ ভাবে যোগ্য। আমারও সদ্ব্যবহার হোক।

মিসেস বড়ুয়া একদিন বলেছিলেন, জানেন নয়না, আপনার আর আমার মধ্যে অনেক মিল। বহু বিষয়ে আমাদের চিন্তা-ভাবনা একরকম। অনেক ক্ষেত্রে আমাদের বিচার অভিন্ন। তাই আমরা কেউ কারো প্রতিযোগী নই। কিন্তু একদিক দিয়ে আপনি আমায় হারিয়ে দিয়েছেন।

নয়না লজ্জিত হাসি নিয়ে বলল, আমার এই ব্যবসার কথা বলছেন তো? এখানে কিন্তু আমার কোন কারসাজি নেই। আমাদের এই ইণ্ডাস্ট্রি বর্তমানে খুব মসৃণভাবে চলছে তার কারণ, আমার ভাগ্য। আমার ভাগ্য আমাকে সহায়তা করেছে তাই আমি কয়েকজন সুদক্ষ কারিগর ও সৎলোক পেয়েছিলাম। ওদের দ্বারাই আমাদের এই উদ্যোগ চলছে। আপনি বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না আমার অফিসের প্রত্যেকেই এক একজন মূল্যবান মানুষ। ওদের সকলের মিলিত প্রচেষ্টায় এই উদ্যোগ চলছে। আমার নিজের কোন কৃতিত্ব নেই।

তা হতে পারে। তবে আপনার অফিসের সব কর্মীরা এত দামী প্রতিপন্ন হয়েছে আপনার জন্যেই।

না, না, আমি কিছু করিনি।

আপনি কিছু করুন বা না করুন, আপনি যে একজন অত্যন্ত ভাল মানুষ, আপনার মধ্যে বিরাট বড় একটা মন আছে। হৃদয়ের ব্যাপকতা দিয়ে আপনি সকলকে আগলে রাখেন বলেই ওরা সকলে একত্র হয়ে মিলিত প্রচেষ্টার সদ্ব্যবহার করছে।

আপনি ভীষণ ইয়ে মিসেস বড়ুয়া। সব সময় আমার প্রশংসা করতে চান।

না, প্রশংসা কেন হবে? সত্য আর প্রশংসার মধ্যে প্রভেদ থাকে। আপনার মধ্যে যে সত্যটা সব চাইতে স্পষ্ট, সে সত্যটার কথাই উল্লেখ করলাম।

নয়না লজ্জিত নেত্রে মাথা নত করল।

আপনি একজন প্রতিষ্ঠিত উদ্যোক্তা। এটাও আমাকে হারিয়ে দেবার একটা প্রধান কারণ হতে পারে। মিসেস বড়ুয়া মুখে হাসি নিয়ে ব্যক্ত করলেন।

নয়না বিব্রত ভাবে বলল, আপনি খুব উদার মিসেস বড়ুয়া। সব সময় নিজের গুণকে নির্গুণ প্রমাণ করে আনন্দ পান।

শুনুন মিসেস ঘোষ, আমার গুণ নির্গুণের কথা নয়, আমি এখানে আপনার সঙ্গে মোকাবিলা করতে পারব না হয়ত। এই কথাই বলবার চেষ্টা করছি। এই ব্যাপারটা বাদ দিয়ে অন্য আর একটা ব্যাপারের কথা বলছি, সেখানে আপনার সঙ্গে মোকাবিলা করবার কোন সাধ্য আমার নেই।

আবার মিসেস বড়ুয়া? কি আনন্দ পান বলবেন আমাকে এভাবে ওপরে উঠিয়ে? নয়না অভিমান প্রকাশ করল।

একটু আগে বললাম না, আপনার চরিত্রের সত্যকে প্রকাশ করি আমি। আপনার প্রশংসা করি না।

নয়নাকে একটু বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করে মিসেস বড়ুয়া মুখে সামান্য রহস্য ঢেলে কানের কাছে মুখ নিয়ে বললেন, আপনি আপনার স্বামীকে ছেড়ে দিনের পর দিন থাকেন কি করে গো?

নয়না প্রবল অস্বস্তি নিয়ে সরে বসেছে।

মিসেস বড়ুয়া হাসতে শুরু করলেন।

নয়না অস্বস্তি ঢাকবার চেষ্টা করে বলল, আপনি না মিসেস বড়ুয়া? সর্বদিকে আপনার লক্ষ্য।

মহাশয়া, এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, তাই লক্ষ্যে এসে গেছে। জানেন মিসেস ঘোষ, শুধু একদিন যদি আমার স্বামী আমায় আলিঙ্গন না করেন, আমায় জড়িয়ে ধরে আদর না করেন, ভাল লাগে না আমার। খুব খারাপ লাগে।

নয়নার অস্বস্তি বাড়তে শুরু করল। এসব কেন উত্থাপন করছেন মিসেস বড়ুয়া?

মিসেস ঘোষ, আমাদের বয়স হয়েছে সেটা ঠিক। কিন্তু এখনো যথেষ্ট বয়েস পড়েও রয়েছে। এখনও আমরা স্বামীর আদর ভালবাসা পাবার যোগ্য।

নয়না মন্তব্য করবার মত কোন কথা খুঁজে পেল না বলে চুপ করে রইল।

কষ্ট পেলেন না তো মিসেস ঘোষ হঠাৎ এসব কথা শুরু করলাম বলে? আসলে আমার খুব জানতে ইচ্ছে করে, মানব জীবনের এই স্বাভাবিক ধর্মগুলো আপনি এড়িয়ে চলেন কি করে?

নয়না অস্বস্তি কাটিয়ে বলল, আমার অভ্যেস হয়ে গেছে।

আপনার না হয় অভ্যেস হয়ে গেছে, আপনার কর্তারও কি অভ্যেস হয়ে গেছে?

মিসেস বড়ুয়া, নয়নার চেহারাটা লক্ষ্য করছে কিনা নয়না বুঝতে পারছে না। নয়না যেভাবে মস্তক নত করে বিব্রতভাব নিয়ে মিসেস বড়ুয়ার কথা শুনছিল সেভাবেই রইল। এই ধরনের প্রসঙ্গ কেন যে শুরু করলেন ভদ্রমহিলা।

মিসেস বড়ুয়া নিজের জায়গা ছেড়ে নয়নার সামনে এসে নয়নার থুতনীতে আঙ্গুলের নাড়া দিয়ে বললেন, এই সুন্দরীকে ছেড়ে আপনার কর্তা থাকেন কি করে?

বড় অস্বস্তিকর প্রশ্ন করে যাচ্ছেন মিসেস বড়ুয়া। অস্বস্তিকর হলেও অসত্য তো নয়। নয়নার বয়েস আরো দু'মাস পর আটত্রিশ ছাড়িয়ে উনচল্লিশে পড়লেও স্বামীর আদর ভালবাসা পাওয়া থেকে বঞ্চিত হবার মতন বয়েস নয় সেটা। নয়না যে আরো বহু বছর পূর্ব থেকে এই সত্যকে মেনে আসছে, মিসেস বড়ুয়া তো তা জানেন না।

নয়না একবার চোখ তুলে চাইল। মিসেস বড়ুয়া বুঝি নয়নার কাছ থেকে একটা সঠিক উত্তর জানবার জন্যই নয়নার দিকে হাঁ করে চেয়ে রয়েছেন।

এসব অভ্যেস মিসেস বড়ুয়া। আপনারটা যেমন না হলে চলবে না। আমাদেরটাও তেমনি, না হলেও চলে।

কোন মতে বুদ্ধি করে এইটুকুন বলে নয়না রেহাই পেতে চাইল। বুদ্ধিমতী মিসেস বড়ুয়া নয়নার উত্তরে সন্তুষ্ট হলেন কিনা বুঝল না নয়না। নয়না আর নয়নার স্বামীর মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নেই। নয়না স্বামীর উদ্ধত অবহেলার স্বীকার এসব কথা তো খুলে বলতে পারে না নয়না।

সেটাই তো। মানুষ অভ্যাসের বশে দুর্বল হয়ে যায়, আবার অভ্যাসের দ্বারাই কঠিন শক্তি আয়ত্ত করতে পারে।

আপনার শক্তি অসাধারণ মিসেস ঘোষ। আপনি অনেক কিছু জয় করতে পারেন। আমি পারি না। স্বামীর আদর ভালবাসা নিয়মিতভাবে না পেলে, আমি মনে হয় বাঁচব না।

নয়না হেসে বলেছে, ভালই তো। স্বামী সোহাগনী।

আর নিজে কি? যখন আপনাদের মিলন হয়, তখন কি করেন আপনি? আপনার কর্তা আপনাকে পাগল করে দেন না? বহুদিনের তৃষ্ণা যখন একদিনে মেটাতে হয়, তখন এই সুন্দরীর কি রকম নাজেহাল অবস্থা হয় শুনি? মিসেস বড়ুয়া ঠাট্টা করে হাসতে শুরু করলেন।

নযনা মিসেস বড়ুয়ার অনুমানকে সত্য বলে স্বীকার করেছে, এই ভাব নিয়েই মিসেস বড়ুয়ার দিকে চাইল।

মিসেস বড়ুয়া নয়নার সুখ নিয়ে শেষ মন্তব্য করলেন। সেই ক্ষণেরও একটা আলাদা মূল্য আছে তাই নয় কি নয়না?

নয়না কোন জবাব দিল না।

আপনার সব গুণের সেরা গুণ আপনার এই অসাধারণ শক্তি। আপনার এই শক্তি, মহামূল্যবান, মিসেস ঘোষ। ওয়ান শুড হ্যাভ এক্সট্রা কেপাসিটি টু এটেইন দিজ পাওয়ার।

মিসেস বড়ুয়াকে আর বেশী এগোতে দেওয়া ঠিক হবে না মনে করে নয়না মিসেস

বড়ুয়ার কথাকে স্বীকৃতি দেবার ভঙ্গিতে হেসেছে শুধু।

'আমাদের বয়েস হয়েছে ঠিক। কিন্তু স্বামীর আদর ভালবাসা পাওয়ার মত যথেষ্ট বয়েস পড়েও রয়েছে।' মিসেস বড়ুয়ার এই কথাটা নিয়ে মধ্যে মধ্যে চিন্তা করে নয়না। স্বামী-স্ত্রীর মিলনে যে সুখ হয়, সেই সুখকে অগ্রাহ্য করে জীবনযাপন করছে নয়না, এই কি ভাবল মিসেস বড়ুয়া? কারো ভাবা নিয়ে কি এসে যায়? নয়না তার যৌবনকাল থেকে স্বামী সুখ থেকে বঞ্চিত এটা তো খাঁটি সত্য কথা।

বিকাশ সমীর আর বিজন—এই ত্রয়ী মিলে সুন্দর একটা প্ল্যান তৈরী করেছে। এই পরিকল্পনা অনুসারে উৎপাদন শুরু হলে মাসিক নেট লাভ হবে প্রায় বিশ হাজার টাকা।

নয়নার জন্য অভাবনীয়। আর কি চায় নয়না? নয়নার তো ক্রোড়পতি হবার স্বপ্ন নেই। নয়না স্থির করল, সংসারের খরচ বাবদ যা প্রয়োজন তা বাদ দিয়ে বাকিটা জমা রাখবে। তারপর, জমানো টাকার পরিমাণ কিছুটা বৃদ্ধি পেলে পুনরায় বিনিয়োগ করবার কথা চিন্তা করবে।

আরো দুজন ওয়েল্ডার ও দশজন মজদুর বহাল করা হয়েছে এই ইণ্ডাস্ট্রিতে। বিকাশবাবু নয়নার অফিসের সব দায়িত্ব নিয়েছেন। অন্যদিকে সমীর আর বিজন কারখানার সব কিছু দেখছে।

বিকাশ সমীর আর বিজন বলল, সব কিছুই যখন নতুন পরিকল্পনায় শুরু হবে, তাহলে এই উদ্যোগের নামকরণও নতুন হওয়া চাই।

এই উদ্যোগের একটা নাম দিন ম্যাডাম।

ক্ষুদ্র লৌহ শিল্প নামে এতদিন চলছিল এই শিল্প। নতুন একটা নাম হলে মন্দ হয় না। আপনজন, নয়নার সন্তান ডিম্পি অন্তর নামেই এই উদ্যোগের নামকরণ করল নয়না। ক্ষুদ্র লৌহ শিল্পের নাম পরিবর্তিত হয়ে ডি. এ. ইণ্ডাস্ট্রি রাখা হল।

নতুন পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ আরম্ভ হবার একমাস পর নেট লাভ হল বাইশ হাজার টাকা। নয়না দেরী না করে সঙ্গে সঙ্গে তিনজনের মাইনে বাড়িয়ে দিয়েছে।

বিকাশ বলেছে, একি করছেন ম্যাডাম? সবুর করুন। আরো একটু এগোতে দিন আমাদের!

না সবুর করা নয়, এটা আপনাদের প্রাপ্য।

সব হবে ম্যাডাম। কিছুদিন পর আপনার সব আদেশ মেনে নেব।

কিছুদিন পর নাহয় অন্যকিছু বিবেচনা করা যাবে। বর্তমানে এমনি চলুক।

বিকাশ নয়নার কথা অমান্য করতে পারে না। কারণ, ম্যাডাম তো শুধু অর্থের একটা পরিমাণ দিচ্ছেন না! তার চাইতে অনেক বড়, অন্তরের ভাবনা উপহার দিচ্ছেন।

ডি. এ. ইণ্ডাস্ট্রি নব উদ্যমে, নব নীতি অনুসরণ করে সক্রিয় হয়ে উঠেছে। মাঝে মাঝে কেবল গতি পরীক্ষা করে নয়না। গতির দ্রুততা আঁচ করতে পারলেই নয়না অনুমান করতে সক্ষম হয় ডি. এ. ইণ্ডাস্ট্রি নির্বিঘ্নে অগ্রসর হচ্ছে। কোন পথরোধক সম্মুখে অবস্থান করছে না।

অমানুষিক পরিশ্রম শুরু করেছে নয়না। সারাদিনে একটু বিশ্রাম নেবার সময় পায় না। এই কারণেই কয়েকদিন যাবৎ শরীরটা ভাল যাচ্ছে না।

প্রতিদিন দু'বেলা কারখানায় না গেলেও চলে নয়নার, কিন্তু নয়না যাবেই। কারো কথা শোনে না নয়না। পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে সব কিছুর যাচাই না করলে শান্তি পায় না। কার কি কারণে বেশী পরিশ্রম হচ্ছে, কোন যন্ত্র ক্ষমতার তুলনায় অধিক পরিশ্রম করছে ইত্যাদি খুঁটিনাটি ব্যাপার নিয়েও মাথা গলায়।

সমীর বিজনরা বলে, ম্যাডাম, এসব নিয়ে আপনি ভাববেন না। এসব আমরা দেখব।

নয়না বলে, তোমরা তো করছই, আমিও নাহয় তোমাদের কাছ থেকে সামান্য জ্ঞান সংগ্রহ করলাম।

এই সমস্ত ছোটমোট কাজ নয়না বাদ দিতে পারে। কিন্তু নয়না তা করবে না। নিজের দোষেই শরীর খারাপ হচ্ছে বুঝতে পেরেও নিজেকে বিশ্রাম দিতে চায় না।

জ্বরজ্বর লাগছিল। তাই সেদিন দুপুরেই বাড়ী চলে এল নয়না। একটা ক্রোশিন খেয়ে শুয়ে পড়ল। আগামী সপ্তাহ থেকে অন্তর ফাইন্যাল পরীক্ষা আরম্ভ হবে। কাজেই এই সময়টা তাকে সুস্থ থাকতে হবে। তা না হলে অন্তর অসুবিধে হবে। অন্তর মাথাটা খুব ভাল। বেশী বোঝাতে হয় না। নিজেই সব করে নেয়। তবুও নয়না নিজের দায়িত্বে প্রতিদিন সন্ধেবেলা অন্তকে নিয়ে বসে, কোথায় কোন প্রয়োজন থাকলে দেখিয়ে দেয়।

এই কাজটা নয়না করবেই। যতদিন অন্ত কাছে থাকবে, নয়না নিজের হাতে অন্তর সব দায়িত্ব নেবেই।

ক্রোশিন খাবার পর ঘুমিয়ে পড়েছিল নয়না। তিনটের পর অরিন্দমের ফোন এল। অরিন্দমের ফোন আসতে পারে বলে নয়না আশা করেনি অবশ্য।

নয়না প্রথমে চিনতে পারল না অরিন্দমের গলা।

তাই দু'তিনবার যাচাই করেছে, আপনি কে বলছেন?

অরিন্দম যখন বলল, আমি অরিন্দম বলছি, তখন চিনতে পারল নয়না।

নয়না স্বাভাবিক গলায় বলতে যাচ্ছিল, বল কি খবর তোমার? কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সংশোধন করে বলল, এখন ফোন করলে' অন্ত তো এখন বাড়ী নেই। চারটের পর ফিরবে অন্ত। অর্থাৎ, নয়না বোঝাতে চাইল, অরিন্দম যেন মনে না করে যে নয়না অরিন্দমের ফোনের আশা করেছিল।

অন্ত নেই, অন্তর মা তো রয়েছে? অরিন্দম ঠাট্টার সুরে বলল।

অরিন্দম বলছে এভাবে? নয়না আশ্চর্য হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে একটু কঠিনও হল। নয়নার দীর্ঘ সতেরো বছরের সম্পর্ক অরিন্দমের সাথে। কিন্তু অন্তর মায়ের জন্য এই ধরনের গলার স্বর কখনো শোনেনি নয়না। আজ হঠাৎ, এতদূর থেকে অন্তর মায়ের কি প্রয়োজন পড়ল বুঝতে পারল না নয়না।

নয়না নির্লিপ্ত স্বরে জিজ্ঞেস করল, কিছু বলবে?

এই নয়না, তুমি কি এখনো রাগ করে বসে রয়েছো? খুব আন্তরিক মনে হল অরিন্দমের

গলার স্বর।

নয়নার জন্য এই আন্তরিক গলার কারণ বুঝতে না পারলেও, নয়না বলল, কিসের রাগ বলত?

সেদিন আমার অন্যায় হয়েছিল নয়না। সেদিন তোমাকে অনেক কটু কথা বলে ফেলেছিলাম।

কি আশ্চর্য, নয়নাকে কটু কথা বলেছিল বলে অরিন্দম অনুশোচনা বোধ করছে! কি হয়েছে অরিন্দমের? নয়না তো এখন অনেক দূরে। অরিন্দমের সঙ্গে কোন যোগাযোগই নেই নয়নার।

কি হয়েছে? মানে, কবে কি বললে আমায়? নয়না জিজ্ঞেস করল।

ভুলে যাও তুমি নয়না। সেদিন আমি মারাত্মক অপরাধ করেছিলাম। মনে নেই? তোমার কিছু মনে থাকে না।

অরিন্দম এত আন্তরিক ভাবে কথা বলছে কেন? নয়না কখনো শোনেনি অরিন্দমের এই স্বর। উদ্ধত অবহেলার স্বর কি বাধ্য অনুগত স্বরে রূপান্তরিত হয়েছে হঠাৎ? নয়নাকে কি বিশ্বাস করতে হবে?

সে যাক। কিন্তু, অরিন্দম নয়নাকে কি কথা বলেছিল যার জন্য অরিন্দম অনুতপ্ত। এখন অনুশোচনা বোধ করছে!

আজকাল নয়নার সঙ্গে অরিন্দমের কথা হয় না। তবে কি সেই সাত-আট মাস আগের কথা বলছে অরিন্দম? নয়নার বাড়ীতে যেদিন ফোন এসেছিল। সেদিন অন্তুর সঙ্গে কথা বলবার পর নয়নাকে ডেকে অরিন্দম যা খুশী তাই বলেছিল।

সেদিনের কথায় অনুশোচনা হচ্ছে অরিন্দমের? অরিন্দম যদি অনুতপ্ত হতে পারে, তাহলে গত সতেরো আঠার বছরের প্রতিটি দিনের ব্যবহারের জন্য অরিন্দমকে অনুতপ্ত হতে হয়। মাপ চাইতে হয় নয়নার কাছে। অরিন্দম কি মনের সত্যকে উদ্‌গীরণ করছে? নাকি, মায়া মিশিয়ে নিজের অন্যায় স্বীকার করে নয়নার সঙ্গে নতুন কোন চাল চালতে চাইছে?

নয়না, তুমি ভীষণ অহঙ্কারী। তোমার এই অহঙ্কারটাই আমার খুব খারাপ লাগত। তাছাড়া অন্য কোন কারণ নেই।

না, আমি অহঙ্কারী নই। আমি অভিমানী। সেই শৈশব থেকে মনে অভিমান ও কষ্ট চেপে রেখেছি আমি। অভিমান ছাড়া আর অন্য কোন কিছু নেই আমার। বলতে ইচ্ছে করল নয়নার। পরক্ষণেই মত পাল্টাল নয়না। না, এখন এসব বলতে যাবে কেন? এখন এসবের কি প্রয়োজন? অরিন্দম নয়নার যে নির্দিষ্ট স্বাভাবিক গণ্ডি ছিল, দুজনের বৈবাহিক সম্বন্ধের দ্বারা যে বেষ্টন রেখা রচিত হয়েছিল, নয়না সেই রেখা থেকে নিজেকে অপসারিত করতে করতে সেই গণ্ডির শেষ সীমানায় এসে অপেক্ষা করেছিল তখনো, যখন নয়না এই গৌহাটিতে এসে উপস্থিত হয়নি। অরিন্দমের কণ্ঠের একটা ভয়ঙ্কর উক্তি 'তোমাকে আর কত সহ্য করব'। নয়নাকে সেই শেষ সীমানা উল্লঙ্ঘন করতে বাধ্য করেছে। অরিন্দম নয়নার নির্দিষ্ট স্বাভাবিক গণ্ডির বাইরে এখন নয়না।

আমি তোমার কাছে যা কিছু অন্যায় করেছি, সব তোমার অহঙ্কার সহ্য করতে না পেরে করেছিলাম নয়না।

অরিন্দম আবার বলল।

ওসব কথা থাক। শান্ত নির্লিপ্ত স্বরে উচ্চারণ করল নয়না।

আমি অপরাধী সেটা স্বীকার করি নয়না। কিন্তু, তুমিও এক জায়গায় অপরাধী নয়না। আমায় চোরাবালিতে ডুবতে দিয়েছ, টেনে তোলার চেষ্টা করনি কখনও।

আর কিছু বলবে? আমার শরীরটা আজকে ভাল নেই। শুয়েছিলাম। নয়না আর একবার শান্ত নির্লিপ্ত স্বর ব্যবহার করল।

তোমার এত পরিশ্রমের কি প্রয়োজন বলবে নয়না? আমি কি কম রোজগার করি? অর্থ উপার্জনের নেশায় পেয়েছে তোমাকে। এত কষ্ট করবে কেন তুমি? দাদার মুখে শুনেছি, তুমি নাকি এক অসাধ্য সাধন করেছ কেবল তোমার অমানুষিক পরিশ্রমের বিনিময়ে।

এসব থাক। অন্তু ভালই আছে। পরে নাহয় অন্তুর সঙ্গে কথা বলে নিও।

কবে আসবে তোমরা নয়না?

অন্তুকে কারো সঙ্গে পাঠিয়ে দেব, পঞ্চশীলা থেকে তুমি নিয়ে নিও। আবার ফেরৎ পাঠিও। আরো দু'বছর আমার সঙ্গে থাকবার কথা অন্তুর।

তোমার হাতের রান্না খেতে ভীষণ ইচ্ছে করে নয়না।

আজ আমার শরীর ভাল নেই, রাখছি।

কি হয়েছে ডাক্তার দেখাও নি?

এমন কিছু না, শুয়ে থাকতে ইচ্ছে করছে।

তুমি টিম্পুর সাথে ফোনে কথা বল কেন?

টিম্পুর সঙ্গে কথা বলা কি বারণ?

না, ঠিক তা নয়। টিম্পু তো বেজায় খুশী। টিম্পুর মালিকও খুশী। কারণ, টিম্পুর কাছে টিম্পুর মালিকের জন্য অনেক উপদেশ দেওয়া হয় কিনা।

রাখি? নয়না ফোন রাখবার জন্য অস্থির হল।

কবে আসছ জানিও নয়না।

চিন্তা করো না, অন্তুকে পাঠিয়ে দেব। আমার পক্ষে এখন কোথাও যাওয়া সম্ভব না।

তুমি আসবে না নয়না?

আর কিছু বলবে?

না থাক। অরিন্দম ফোন রেখে দিল।

রাগ করল কি অরিন্দম? নাকি, অভিমান করল? অভিমান করে ফোন রেখে দিল! নয়নার জন্য অরিন্দমের অভিমান? অবিশ্বাস্য লাগছে নয়নার।

নয়নার মনে হল অরিন্দম শুধু নয়নার সঙ্গে কথা বলবার জন্যেই এই অসময়ে ফোন করেছিল। এত বছর পর, হঠাৎ নয়নার সঙ্গে কথা বলবার আগ্রহ হল কেন অরিন্দমের?

ঘুম ভেঙ্গে গেল নয়নার। কোন স্বপ্ন দেখছিল বোধহয়। কি স্বপ্ন ঠিক মনে করতে পারল না। কেউ বুঝি খুব অনুনয় করে ডাকছিল নয়নাকে। নয়না অবাধ্যতা করছিল। সাড়া দিতে চাইছিল না।

নয়না পাশ ফিরতে গিয়ে অনুভব করল, সমস্ত শরীরে প্রচণ্ড ব্যথা। নড়বার ক্ষমতা নেই যেন। মুখের ভেতরটা বুঝি শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। একটু জল খাবে নয়না। কিন্তু উঠতে পারছে কোথায় নয়না, মাথা ঘুরছে প্রচণ্ড।

শরীরে এই দশা হল কি করে? মনে পড়ল, শরীর ভাল ছিল না। তাই অফিস থেকে তাড়াতাড়ি চলে এসেছিল। তারপর বোধহয় অরিন্দমের ফোন এসেছিল।

নয়না কি কাঁদছিল? হ্যাঁ মনে পড়েছে, নয়না আকুল হয়ে কাঁদছিল। ফোন রেখে এসেই কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছিল নয়না। অরিন্দম নিজের দোষ স্বীকার করে অনুশোচনায় দগ্ধ। তাই অনুতপ্ত হৃদয়ে, আন্তরিক সুরে, নয়নাকে যা বলেছিল অরিন্দম, সেই কথাগুলো অন্য সময়ে আশা করেছিল নয়না।

একদিন কচি অন্তুর অসুস্থতা উপেক্ষা করে, নয়নার অনুরোধ অবহেলা করে, অরিন্দম খাজুরাহ চলে গিয়েছিল। খাজুরাহ থেকে ফিরে এসে এই ধরনের অনুশোচনা ব্যক্ত করতে পারত অরিন্দম। যেদিন মদ খেয়ে চুড় হয়ে, কারো বিচ্ছেদ ব্যথায় কাতর হয়ে ঘরে ফিরেছিল অরিন্দম। তার পরের দিনও এই ধরনের অনুশোচনাবোধ প্রকাশ করতে পারত অরিন্দম। কিংবা, নয়না যেদিন কচি দুটো বাচ্চা নিয়ে একলা জব্বলপুর যাচ্ছিল, সেদিনটাও অরিন্দমের মনের অনুশোচনা ব্যক্ত করবার ন্যায্য দিন হতে পারত। আরো অনেক বিশেষ বিশেষ মুহূর্তে অরিন্দমের অপরাধের স্বীকারোক্তি প্রত্যাশা করেছিল নয়না। কিন্তু বর্তমানে তো কিছু আশা করে না নয়না! নয়নার এই বর্তমান, শুধু নিজের জন্য ধার্য করে রেখেছে নয়না।

আকুল হয়ে হাউ হাউ করে কাঁদছিল নয়না। তারপর কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল মনে করতে পারছে না। কিন্তু এখন কটা বাজে, অন্তু কি এখনো ফেরেনি? কোনও সাড়া শব্দ নেই কেন? নয়না ঘড়ির দিকে চাইল। আটটা বেজেছে। তবে কি সন্ধ্যে হয়ে গেছে অনেকক্ষণ? কিন্তু, তাই যদি হবে তাহলে চারদিক এত আলোকিত কেন? দিনের মত দেখাচ্ছে কেন?

রাত্রি আটটার সময় দিনের ঔজ্জ্বল্য থাকতে যাবে কেন? নয়নার কি মাথার ঠিক নেই? নয়নার এই অস্বাভাবিক ভ্রম হচ্ছে কেন? অন্তু কোথায়? অন্তু কি এখনো ফেরেনি? কি আক্কেল নয়নার। মা হয়ে কি নিশ্চিন্তে শুয়ে রয়েছে। ছেলেটা কোথায়, তার খোঁজ নেবে তো?

অন্তু! কান্না জড়িত কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠে বসতে চাইল নয়না।

অন্তু পাশের কামরায় ছিল। নয়নার ডাক শুনে দৌড়ে এল।

মায়ের সামনে দাঁড়িয়ে উদ্বিগ্ন স্বরে জিজ্ঞেস করল, মা, তুমি উঠেছ?

কখন এলি তুই অন্তু? আশ্চর্য, আমি শুয়েছিলাম বলে ডাকবি না আমায়?

মা, গতকাল তুমি খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিলে। অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলে।

আমি?

হ্যাঁ মা। আমি স্কুল থেকে এসে দেখি জ্বরে বেহুঁশ হয়ে পড়ে রয়েছ তুমি। আমি পাশের

বাড়ীর ভাস্করণ আন্টিকে ডেকে নিয়ে আসি। আন্টি মুন্নির মাকে দিয়ে ডাক্তার নিয়ে আসেন।

অন্তকে খুব দুশ্চিন্তাগ্রস্ত দেখাচ্ছিল। সম্পূর্ণ চেহারায় বুঝি কেউ কালি মাখিয়ে দিয়েছে। অন্তর চেহারার এই পরিবর্তন দেখে নয়না আন্দাজ করতে পারল, গতকাল ভাল হাঙ্গামাই গেছে অন্তর উপর দিয়ে।

আমি এত অসুস্থ ছিলাম? কিন্তু আমি কিছু মনে করতে পারছি না কেন রে অন্ত?

মনে পড়বে কি করে মা? তোমার জ্ঞান ছিল না। রাত্রি দশটার পর তোমার জ্ঞান ফিরেছিল। ডাক্তারবাবুর সঙ্গে আন্টি আঙ্কেল, মুন্নির মা, আমরা সবাই খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম।

এত কিছু হয়ে গেছে?

ডাক্তারবাবু বলেছিলেন তোমার শরীর সুস্থ ছিল না। তার ওপর কোন কারণে মানসিক চাপ সৃষ্টি হওয়ায় খুব উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলে, সেজন্যে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলে তুমি। তোমার জ্ঞান ফেরার পর ডাক্তারবাবু তোমাকে গরম দুধ খাইয়ে দিয়েছিলেন। মা তুমি কেমন যেন হয়ে গিয়েছিলে কাল। ডাক্তারবাবু ঘুমের ইঞ্জেকশন দেবার পর ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলে।

.এত কিছু হয়েছিল? তুই একা? তোর খুব কষ্ট হয়েছিল তাই না?

অন্ত মাথা নত করল। অন্ত ভীষণ ভয় পেয়েছিল কাল। নিঃশব্দে কাঁদছিল। দাদুর ঘরে ফোন করে দাদু বা মামাকে ডেকে আনবার কথা অনেকবার ভেবেছিল। কিন্তু মা যদি রাগ করেন এই ভেবে আর ফোন করেনি। এই ফ্ল্যাটে আসবার প্রথম দিকে একদিন মা ঘরে ফিরতে দেরী করছিল দেখে অন্ত ভয় পেয়ে দাদুর বাড়ীতে ফোন করে দাদুকে জানিয়েছিল, মা ফেরেননি তাই খুব ভয় করছে।

অন্তর কথা শুনে সেদিন দাদু অবশ্য আসেননি। মামুকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। মামু কিছুক্ষণ গল্প করে, চা খেয়ে, চলে যাবার ঠিক আগে মাকে বলেছিলেন, তুই খুব বেপরোয়া হয়ে গিয়েছিস নয়না। নিয়ম-কানুন কিছুই মানিস না। কিন্তু ছেলেটার কথা তো ভাববি। বেচারা এখনো ছোট। ওকে একলা ফেলে রেখে বাইরে বাইরে ঘুরলে। অরিন্দম কি মনে করবে? তার চাইতে এক কাজ কর, আমাদের ওখানে চলে আয়। তা না হলে। রোজ রোজ এত দূরে এসে তোদের দেখাশোনা করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। সেদিন মামুর কথা নিঃশব্দে হজম করেছিলেন মা। মামু চলে যেতেই অন্তকে বলেছিলো, তুই কেন দাদুর বাড়ীতে ফোন করেছিলি? আর কখনো করবি না। আমি মরে গেলেও না। আমি মরে গেলে আমার অফিসের লোকেরা এসে আমায় শ্মশানে নিয়ে যাবে। রাগে উত্তেজনায় ফেটে পড়েছিলেন মা সেদিন। মাথা ঠাণ্ডা হবার পর অবশ্য অন্তকে বুকে টেনে নিয়ে আদর করেছিলেন। বলেছিলেন, আমি কারো সাহায্য নিই না রে। যারা আমাকে ভালবাসে না, তাদের কাছ থেকে আমি কিছু চাই না। আমার কাজ ছিল বলে সময়ে আসতে পারিনি। তোর জন্য উদ্বিগ্ন ছিলাম। কিছু করবার উপায় ছিল না। এখন থেকে কোন কারণে আমার দেরী হলে, তুই পাশের আন্টির ঘরে গিয়ে থাকিস। দাদুর বাড়ীতে ফোন করবি না।

গতকাল নিরুপায় হয়ে শেষ পর্যন্ত বাবার কাছেই ফোন করতে চেয়েছিল অন্তু। অন্তু জানে, অত দূর থেকে বাবা কিছু করতে পারবেন না। তবুও মনের শান্তির জন্য করতে চেয়েছিল। বাবাকে জানালে হয়ত কোন সুরাহা হতে পারে, এই মনে করে অন্তু বাবাকে ফোন করতে চেয়েছিল। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও লাইন পায়নি বলে শেষ পর্যন্ত আর করা হয়নি।

পাশের বাড়ীর ভাস্করণ আঙ্কল আসার পর জোর করে অন্তুকে নিজের ঘরে নিয়ে গিয়েছিলেন। বলেছিলেন, তোমার মা সুস্থ হয়ে উঠবেন চিন্তা কোর না। আণ্টি আর মুন্নির মা আছেন, তোমার ভয় পাবার কোন কারণ নেই। ডাক্তারবাবু চলে যাবার পর অন্তু এসে মায়ের পাশে শুয়েছে। মা ঘুমিয়ে যাবার পর অন্তুর ভয় কমলেও। সারারাত ঘুমোতে পারেনি। সকালবেলা উঠে সোফায় গিয়ে শুয়েছিল।

মা যদিও ঘুমোচ্ছিলেন। মুন্নির মা তবুও সারা রাত জেগে বসেছিল। অন্তুকে চা বিস্কুট দিয়ে মুন্নির মা একটু আগে বাড়ী গেছে। আধ ঘণ্টার মধ্যেই ফিরে আসবে জানিয়ে গেছে।

অন্তু মুখ কালো করে নীরবে দাঁড়িয়ে রয়েছে দেখে নয়না জিজ্ঞেস করল, কাল খুব ঝামেলা হয়েছিল তোর তাই না?

আমার আবার ঝামেলা কিসের! আণ্টি অনেক করেছেন। তবে, আমি খুব ভয় পেয়েছিলাম। হঠাৎ তোমার কি হয়েছিল? তুমি অসুস্থ ছিলে, তাহলে ডাক্তার দেখাওনি কেন মা?

একটু বেশী পরিশ্রম হচ্ছে বোধহয় আমার। সেজন্যই শরীরটা বেশী খারাপ হয়ে গিয়েছিল। আসলে এত মারাত্মক কিছু হয়ে যাবে বলে তো বুঝতে পারিনি। ডাক্তারের কাছে যাওয়া উচিত ছিল।

গতকাল তোমাকে কেমন যেন এ্যাবনর্মাল দেখাচ্ছিল মা। অফিসে কিছু হয়েছিল কি?

গতকাল অরিন্দমের ফোন পাবার পর থেকেই নয়না বেশী অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। কিন্তু, অন্তুর কাছে তো সে কথা বলতে পারে না!

তাই বলল, কেন কি হয়েছিল, এসব কি বলা যায় রে! কোন কারণে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম। এখন থেকে সাবধান হব।

হ্যাঁ, এখন থেকে পরিশ্রম কম করবে মা। তুমি নিজের যত্ন নাও না মা। এখন থেকে যত্ন নেবে।

অন্তুর কথা শুনে নয়না ম্লান হাসল।

হাসলে হবে না। এখন কিছুদিন কমপ্লিট রেষ্ট নিতে হবে তোমাকে। ডাক্তারবাবুও তাই বলেছেন।

ম্যাডাম উঠেছেন? কেমন আছেন এখন? মুন্নির মা কামরায় ঢুকে জিজ্ঞেস করল।

তোমাদের সবাইকে কাল খুব বিরক্ত করেছি, তাই না মুন্নির মা?

ওমা, ছি ছি, বিরক্ত হব কেন? তবে খুব ভয় পাইয়ে দিয়েছিলেন আমাদের সবাইকে। এখন ভাল তো ম্যাডাম?

বোধহয় ভালই। এক কাপ চা দেবে মুন্নির মা? গলাটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে।

ওমা, দেব না কেন? এক্ষুনি দিচ্ছি। আসুন আগে মুখ-চোখ ধুয়ে নিন। মুন্নির মা নয়নাকে ধরে খাট থেকে নামাতে চাইল।

নয়না খাট থেকে নামবার চেষ্টা করে বলল, ও আমি করে নিচ্ছি। কিন্তু পারল না, মাথা ঘুরে গেল।

না ম্যাডাম, পারবেন না। আজ আপনাকে আমার ওপর ছেড়ে দিন ম্যাডাম।

মুন্নির মা নয়নাকে ধরে ধরে বাথরুমে নিয়ে গেল। ডাক্তারবাবু বলেছেন ফ্লু হয়েছে আপনার। তিন-চার দিন লাগবে সারতে।

ফ্লু অর্থাৎ ফ্লু, নয়না বুঝল। বলল, কি করব বল, কপালে ছিল ভোগান্তি। সঙ্গে তোমাদেরও কষ্ট।

নয়না চা-বিস্কুট খেয়ে ওষুধ খেয়ে নিল। মুন্নির মাকে জিজ্ঞেস করল, অন্তুকে খাবার দিয়েছে কিনা?

মুন্নির মা বলল, দেব। সব দেব, আপনি চিন্তা করবেন না। এই তো ব্রেড নিয়ে এসেছি।

মিসেস ভাস্করণ এলেন নয়নার খবর নিতে। নয়না কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলল, আপনার মত প্রতিবেশী পাওয়া ভাগ্যের কথা। আপনার উপকার আমি জীবনে ভুলব না মিসেস ভাস্করণ।

এ কি বলছেন মিসেস ঘোষ! মানুষের বিপদে এইটুকু করতে না পারলে আমরা মানুষ কেন? এখন কেমন বোধ করছেন আপনি?

গতকাল আপনাদের খুব বিরক্ত করেছি, তাই আমি খুব লজ্জিত।

কি যে বলেন না মিসেস ঘোষ, আপনি অসুস্থ ছিলেন বলেই না আমরা আপনাকে সহায়তা করেছি। এখানে লজ্জা পাবার কোন কারণ থাকবে কেন? মিসেস ভাস্করণ নয়নার হাত দুটো জড়িয়ে ধরলেন।

অন্তু বলল, মা, গতকাল ডাক্তারের খরচ সব আন্টি দিয়েছিলেন।

ড্রয়ার থেকে পয়সা বার করে আন্টিকে দিয়ে দিতে বলল নয়না।

মিসেস ভাস্করণ বললেন, সে হবে ক্ষণ, পরেও নেওয়া যেতে পারে।

মিসেস ভাস্করণ অন্তুকে নাস্তা করবার জন্য ডাকলেন।

অন্তু বলল, আজ থাক আন্টি। কাল তো খেয়েছি। মুন্নির মা নাস্তা বানাচ্ছে। এখানেই খেয়ে নেব।

অন্তু ভদ্রতা করল। ভদ্রতা করতে শিখেছে অন্তু। নয়নার ভাল লাগল।

তাই ভাল মিসেস ভাস্করণ—কাল আপনি অনেক করেছেন, আজ মুন্নির মা সব করে নেবে।

মিসেস ভাস্করণ চলে গেলে, নয়না অন্তুকে কাছে ডাকল। নিজের কাছে বসিয়ে জিজ্ঞেস করল—কিরে কাল খুব ভয় পেয়েছিলি?

অন্তু বলল, ভয় তো করবেই মা। তোমাকে এত অসুস্থ হতে কখনও দেখিনি আমি।

আমিও কি জানতাম রে আমি এত অসুস্থ হয়ে পড়ব, তোদের সবাইকে ব্যতিব্যস্ত

করে তুলব? আর চিন্তা করিস না। ওষুধ খাব, কিছুদিন বিশ্রাম নেব, সব ঠিক হয়ে যাবে। নয়না অন্তুর মাথায় হাত বুলিয়ে দিল।

নে, নাস্তা করে নে। তারপর স্কুলে যাবার জন্য তৈরী হতে হবে না?

মা স্কুলে যাব? তোমার অসুখ যদি বাড়ে?

না, আর বাড়বে না। এখন আমি সম্পূর্ণ সুস্থ আছি।

গতকাল অসময়ে হঠাৎ অরিন্দমের ফোনটা এসে সব অঘটন ঘটাল। শারীরিক ভাবে অসুস্থ ছিলই নয়না। অরিন্দমের কথায় বহুদিনের পুঞ্জীভূত মানসিক কষ্ট, ভীষণ ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছিল নয়নার মধ্যে। অরিন্দম যদি নয়নাকে স্বীকার করবেই, তাহলে এতদিন অবহেলা ও অনাদরে দুরে সরিয়ে রাখল কেন? এত বছর ধরে নয়না অহেতুক দুঃখ পেল কেন? অভিমান ধরে রাখতে পারেনি বলে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছিল নয়না।

ডাক্তার নিজের দায়িত্বে সকালবেলা এসে রুগীকে দেখে গেলেন।

নিয়ম মত ওষুধ খান, বিশ্রাম নিন। আর কি বলব আপনাকে। কোন কারণে অত্যন্ত মানসিক চাপের সৃষ্টি হয়েছিল গতকাল। ভবিষ্যতে আর যেন সেরকম কোন পরিস্থিতির উদ্ভব না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন। ইত্যাদি ইত্যাদি ডাক্তারী উপদেশ দিয়ে ডাক্তারবাবু চলে গেলেন।

দ্বিতীয় দিন নয়না অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠল। জ্বরটাও সম্পূর্ণ সেরে গিয়েছে। শুধু দুর্বল ভাবটা কাটিয়ে উঠতে কিছুদিন লাগবে। ডাক্তারবাবু এসে দেখে গেছেন। আর কোন ভয়ের কারণ নেই। তবে পাঁচদিনের ওষুধ দেওয়া হয়েছিল সেটা চালিয়ে যেতে বললেন।

ডাক্তারবাবু চলে যাবার পর মুন্নির মা নয়নার সকালের খাবার নিয়ে এল। হরলিক্স আর ব্রেড।

নয়না বলল, আজ আর এসব খেতে পারব না মুন্নির মা। আজ অন্য কিছু দাও।

এসব কি আমি দিচ্ছি? ডাক্তারবাবু বলে গেলেন। আপনি খুব কমজোর হয়ে গেছেন, তাই এসব খেতে হবে।

হরলিক্স খেতে পারব না। তার চাইতে এককাপ চা দাও।

ম্যাডাম এমন করবেন না। কয়েকদিন নাহয় মানলেন ডাক্তারের কথা। নিন খেয়ে নিন।

মুন্নির মায়ের শাসন মানতে হল। অনিচ্ছা সত্ত্বেও খেয়ে নিল নয়না।

নয়না জিজ্ঞেস করল অন্তু স্কুলে চলে গেছে?

হ্যাঁ, আপনাকে ডাক দিয়েই তো গেল। আপনি শুয়েছিলেন বলে খেয়াল করেননি বোধহয়।

হতে পারে। আসলে দুর্বল শরীর তো। শুলেই ঘুম এসে যায়।

কি রান্না করলে আজ? অন্তু কি খেয়ে গেল?

ডিমের ঝোল রেঁধে দিলাম। টিফিনের জন্য পরোটা বানিয়ে দিয়েছি। ডিম ভেজে দিয়েছি। আচার দিয়েছি।

ভাল করেছ। বিকেলে কাউকে দিয়ে একটু মাছ আনিয়ে নিও। অত ডিম খেলে আবার

পেট না খারাপ হয়ে যায়!

আপনাকে থোরাই ডিম দেব। মুগ ডাল সেদ্ধ, পেঁপে সেদ্ধ, আর সরু চালের একমুঠো ভাত।

মুন্নির মায়ের মাতব্বরি দেখে হাসি পেলেও নয়না আঁতকে উঠল, বলল, না মুন্নির মা, আজ আর সেদ্ধ খেতে পারব না। মুখটা খুব তেতো হয়ে গেছে, আজ একটু ঝোল ভাত খেতে ইচ্ছে করছে।

না ম্যাডাম, ডাক্তারবাবু যেমন বলে দিয়ে গেছেন, আমি তেমনি দেব। আর একটু সুস্থ হয়ে উঠুন। তারপর নিজের রুচি মতন যা ইচ্ছে হয় খাবেন।

নয়না আর কিছু বলল না। মুন্নির মায়ের তদারকিতে নয়নার খারাপ কিছু হবে না নয়না জানে। কয়েকদিন নিয়ম করে পথ্য খাওয়া উচিত নয়নার। এসব কি নয়না বোঝে না? খেতে ইচ্ছে না করলেও, নযনা যখন রুগী, রুগীর পথ্য খেতে হবে। তবুও আব্দার করতে ইচ্ছে করছে নয়নার। মুন্নির মায়ের কাছে হলেও, সে আব্দার করতে ইচ্ছে করছে।

কি হল ম্যাডাম জ্বরটা আবার বাড়েনি তো? অমন নিস্তেজ হয়ে গেলেন কেন?

না, জ্বর বাড়েনি, ঠিকই আছি। তুমি যাও তোমার কাজ সেরে নাও।

সে হবে'খন ম্যাডাম, অন্তুবাবু স্কুলে চলে গেছে। এখন আমি নিশ্চিন্ত। বাকী কাজ ধীরে ধীরে করলেও চলবে। দিন, আপনার পা দুটো মেলে দিন, একটু টিপে দিচ্ছি।

না, না, এসব এখন থাক। তুমি যাও।

না থাকবে কেন, দিন তো।

মুন্নির মায়ের আন্তরিকতার তাগিদে নয়না আর অবাধ্যতা করতে পারল না। পা দুটো বাড়িয়ে ধরল।

আপনাকে একটু ম্যাসেজ করে দিই। তারপর কাপড় ধোব।

তুমি ভীষণ ভাল মুন্নির মা। আমার আপনজনের মত গত কয়েকদিন ধরে আমার সেবা করে যাচ্ছ।

তো, আপনি কি আমার আপনজন নন ম্যাডাম? তাহলে আপনি কেন আমাকে এত ভালবাসেন ম্যাডাম? আপনার কাছ থেকে পেয়েছি বলেই আমি দিচ্ছি ম্যাডাম। আপনি একদিন বলেছিলেন, কারো কাছ থেকে কিছু পেলে তার পিতিদান দিতে হয়।

মুন্নির মায়ের কথা বলবার ঢঙ্গে নয়নার হাসি পেয়ে গেল। বলল, তাহলে তুমি আমাকে প্রতিদান দিচ্ছ? অনেক কিছু শিখে ফেলেছ তুমি মুন্নির মা। সত্যিই এই কয়দিন তুমি খুব করলে মুন্নির মা। তুমি না থাকলে আমার অন্তর খুব অসুবিধে হত। আজ আর তোমায় সারাদিন থাকতে হবে না। যা কাজ বাকী আছে করে চলে যাও। আবার বিকেলে এস।

না, ম্যাডাম। এখন যাব না। আপনাকে চান করিয়ে খাইয়ে যাব।

আজ আমি সুস্থ মুন্নির মা। আমি নিজে আজ সব করে নেব। তোমার মুন্নি ছোট। তোমার স্বামীর নিশ্চয় কষ্ট হচ্ছে মুন্নিকে সামলাতে।

মুন্নির মা চোখ বড় বড় করে নয়নাকে দেখল। এভাবে তো কেউ বলে না।

যাব ম্যাডাম। এই যে আপনি বললেন, তাতেই আমার খুব ভাল লাগছে ম্যাডাম। আমার মুন্নির আমি ছাড়া ওর বাবার কাছে থাকবার অভ্যেস আছে ম্যাডাম।

হলেও তুমি যাও। বাচ্চা মেয়ে কতদিন মা ছাড়া থাকবে।

আপনি বাড়িতে একা ম্যাডাম। সেজন্যেই না আমি থাকি। যতদিন না ডাক্তারবাবু বলবেন, আপনি সম্পূর্ণ সুস্থ, ততদিন আমি সারাদিন থাকব ম্যাডাম। আপনি কোন আপত্তি করতে পারবেন না।

নয়না একলা আলাদা করে যাদের সঙ্গে সম্পর্ক করেছে, তারা সকলেই নয়নাকে পছন্দ করে, ভালবাসে। যারা নয়নার আত্মীয়, যাদের সঙ্গে রক্তের সম্পর্ক নয়নার, যাদের সঙ্গে সারা জীবনের সম্পর্ক, শুধু তাদের মনে প্রবেশ করতে পারেনি নয়না। এই সত্যটা নয়নার জীবনের একটি অদ্ভুত সত্য।

অরিন্দম স্ত্রীর প্রতি অন্যান্য সব কর্তব্য করেছে, শুধু ভালবাসতে পারেনি স্ত্রীকে। অরিন্দমের মনে ভালবাসা ছিল না বলেই নয়না অরিন্দমের কাছ থেকে যে ধরনের ব্যবহার আশা করত, অরিন্দম সে ধরনের ব্যবহার করত না। নয়নার প্রতি কোন বিশেষ কর্তব্য করা প্রয়োজন বলে ধারণা করতে পারত না অরিন্দম। সেভাবে বিচার করলে নয়নাও দোষমুক্ত নয়। নয়না অরিন্দমের দোষ ত্রুটিকে কখনও সংশোধন করেনি। নয়নার অন্তরে অরিন্দমের জন্য প্রেম থাকলে. অরিন্দম বিবশ হতে বাধ্য হত। নয়না বিয়ের পর থেকে শুধু অভিযোগ করে গেছে। অরিন্দমের প্রেমের উত্তাপ পায়নি বলে অভিমান করে গেছে।

নয়নার দীর্ঘকালের অপেক্ষার পর নিজের অনুশোচনাকে অবগত করাল অরিন্দম। কিন্তু, অরিন্দমের কৃতকর্মের প্রতি অরিন্দমের খেদ, নয়নার প্রতি অরিন্দমের সমস্ত অপরাধের জন্য ছিল না। অরিন্দম সেদিন অনুতপ্ত ছিল, কেবল একদিনের অপরাধের জন্য। কারণ, সেই নির্দিষ্ট দিনে, যে নয়নাকে বিধ্বস্ত করতে চেয়েছিল অরিন্দম, সে নয়না অরিন্দমের স্ত্রীর বেশে সম্পূর্ণ নিরপরাধ ছিল।

তাই, অরিন্দমের মধ্যে মানবিকতা বোধ প্রবল ভাবে নাড়া দিয়েছিল এবং নিজের অন্যায়কে অন্যায় বলে স্বীকার করেছিল অরিন্দম। নিজের স্ত্রীর জন্য সহানুভূতি বা প্রেমে আকুল হয়ে অরিন্দম অনুতপ্ত ছিল না সেই বিশেষ দিনটিতে।

ফোনে অরিন্দমের দ্বারা অনুশোচনা ব্যক্ত হবার পর, নয়নার কান্নায় ভেঙ্গে পড়বার একটাই কারণ ছিল। এই জীবনে নয়নার জন্য অরিন্দমের প্রেম আর কখনো ব্যক্ত হবে না। নয়নার জীবনের ভয়ানক অভিমান ভাঙ্গবার ক্ষণ আর আসবে না। কিন্তু নয়নার কান্না কি কোন বিস্ফোরক রূপে প্রকট হয়নি সেদিন? নয়নার প্রতিবাদের চূড়ান্ত রূপ ছিল না কি সেই বিশেষ দিনটি?

বহু বছর ধরে নয়না দুঃখ ও অশান্তিকে সাথী করে চলছে। আর কষ্ট চায় না নয়না। জীবনের অশান্তির কারণ সমূহকে দূরে ঠেলে দিয়ে বাঁচবে নয়না। যে কারণগুলো নয়নাকে অশান্তি বিনা আর কিছু দিতে অপারগ, সে কারণ নিয়ে চিন্তা করতে চায়না নয়না। নয়না নিজেকে অন্যরূপে প্রতিষ্ঠিত করে ফেলেছে। বর্তমানের নয়না, সতেরো আঠার বছর পূর্বের

ভীত নয়না নয়। বর্তমানের নয়না সমাজের এক কঠিন ব্যক্তিত্ব।

শান্ত নিরীহ ভীতু নয়না একদিন আচমকা এক অসাধারণ কাজ করে ফেলেছিল। একশ তিন জ্বর গায়ে নিয়ে, ঘুমন্ত কচি ডিম্পিকে ঘরে একলা রেখে, রাত বারটার পর অরিন্দমের খোঁজে বেরিয়েছিল। সেই প্রথম দুর্বল মেয়েটা সাহস সঞ্চয় করে বিদ্রোহ করেছিল। সমস্ত দিনের ধৈর্য আগলে রাখতে রাখতে রাত বারটার সময় ধৈর্যের বাঁধ ভাঙতে সমর্থ হয়েছিল নয়না।

ঘরে অসুস্থ স্ত্রী ও ছয় মাসের কচি বাচ্চাকে ফেলে স্বামী সারাদিন বাইরে ছিল। রাত বারটার পর নয়না আর স্থির থাকতে পারেনি। নয়নার অসুস্থতা বাড়লে ডিম্পিকে কে দেখবে, এই দুশ্চিন্তায় অধীর হয়ে অসুস্থ শরীরে বেরিয়ে পড়েছিল। অরিন্দম যেখানেই থাকুক, অরিন্দমকে ধরে নিয়ে আসবে নয়না। এক অদম্য শক্তির দ্বারা পরিচালিত হয়ে নয়না এই অসাধ্য সাধন করে ফেলেছিল সেদিন।

সেদিনই প্রথম নয়না, নয়নার মধ্যে এক অসাধারণ শক্তিকে প্রত্যক্ষ করেছিল। প্রয়োজনে মানুষ দুর্বলতাকে বর্জন করতে পারে এই বিশ্বাসের জন্ম হয়েছিল নয়নার মধ্যে।

অরিন্দমের নির্বিকার দ্বিধাহীন অবজ্ঞা নিয়ে জীবন কাটিয়ে দিতে পারে না নয়না। ক্রমশঃ নিজের অক্ষমতাকে বর্জন করতে শিখেছে নয়না। সম্মুখে পথরোধক থাকলে দিশা পরিবর্তনের দ্বারা অগ্রসর হবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অন্য পথের সন্ধান করেছে। ধাপে ধাপে এগিয়েছে। নিজের সঙ্গে নিজের লড়াইয়ে জিত হাসিল করেছে। ভীতু, অসহায় নয়নাকে দূরে ঠেলে দিতে সক্ষম হয়েছে।

অরিন্দমের স্ত্রীর প্রতি সীমিত কর্তব্যে সন্তুষ্ট থাকতে পারেনি নয়না। অবমাননার পরিবর্তে আত্মসম্মান অর্জন করে, আত্মমর্যাদা নিয়ে বাস করতে চাইল নয়না। স্বামীর আদর ভালবাসা ব্যতিরেকেও স্ত্রী সম্মানের সহিত বেঁচে থাকবার ক্ষমতা আয়ত্ত করতে সক্ষম, এটাই প্রমাণ করল নয়না।

একের পর এক বিভিন্ন অধ্যায়ে নয়না সঞ্চয় করেছে আত্মবিশ্বাস। পরবর্তীকালে এই আত্মবিশ্বাসই নয়নার জীবনের অসাধারণ সফলতা অর্জনের একমাত্র শক্তিরূপে প্রতিপন্ন হয়েছে। কিংবা, নয়নার এই অটুট আত্মপ্রত্যয়ের অন্য পরিচয় হয়ত নয়নার সফলতা।

স্বামীর প্রতি মান-অভিমান রাগ আশা-ভরসা সব একে একে ত্যাগ করেছে নয়না। মনে প্রত্যাশা নিয়ে দিন গুনে অপেক্ষা করে করে ক্লান্ত হয়ে তো কোন লাভ নেই। দিন গোনার অন্তিম তিথি যখন জানা নেই, তখন শুধু শুধু কাল বয়ে শ্রান্ত মনে কষ্ট করবার কোন যুক্তি থাকতে পারে না। স্বামীর মন ছাড়া স্বামীত্বকে আকড়ে ধরে পড়ে থাকা অর্থহীন।

নয়না চেষ্টা করেছিল। নয়নার চেষ্টা সফল হয়নি। নয়না ব্যর্থ হয়েছে। অরিন্দম নয়নাকে পছন্দ করে না। অরিন্দমের কাছে ভীষণ অপ্রিয় নয়না। তাই তো অরিন্দমকে আর কষ্ট দিতে চাইল না নয়না।

স্বামীকে অবহেলা করে না নয়না। অসম্মানও করে না। নয়না বিচ্ছেদ চায় না। চায় ব্যবধান। একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব সৃষ্টি করে নিজের অস্তিত্বকে আড়ালে রেখে দিলে নয়নাকে

কখনো বোঝা মনে করবে না অরিন্দম। নয়না অরিন্দমের কাছে অসহনীয় এই বোধে আক্রান্ত হয়ে বিচলিত হবে না অরিন্দম।

জোর জবরদস্তি করে, বাধ্য বাধকতামূলক ভাবে অরিন্দমের ঘরে গৃহিনীর ভূমিকা পালন করবার কোন সাধ নেই নয়নার। সেই কারণেই নয়না অন্য পথের শরীক হয়েছে। পথ পরিক্রমা করবে নয়না। পথ দুর্গম ও কঠিন হলেও ভিন্ন পথে এগোবে। কোন নির্দিষ্ট পথে চলা অসম্ভব হলেও নিজেকে পরাস্ত বলে ঘোষণা করবে না।

নয়না সুখ চায়। শান্তি চায়। এখানে না হোক, অন্য কোনও খানে।

নয়না মনোভূমিকে প্রাধান্য দেয়। মনোভূমির চাষের প্রয়োজনীয়তাকে প্রাধান্য দেয়। কিন্তু নয়নার দুর্ভাগ্য, কারো মনের নাগাল পায়নি নয়না।

মনোভূমির চাষাবাদ না হোক, কর্মভূমির চাষ শুরু করেছে নয়না। এই ভূমিতে ফসল ফলতে আরম্ভ করেছে। ধীরে ধীরে আরো ফলন্ত করে তুলবে নয়না কর্মভূমিকে।

রুদ্ধদ্বার উন্মুক্ত করতে সক্ষম হয়েছে নয়না। এখন আর জানালার ধারে বসে সীমিত পৃথিবী দেখার হা-হুতাশ নয়, বর্তমানের নয়না কোমর কষে নেমে পড়েছে।

লহ মোরে করুণা করে। আমি গাহিব গান, নাচিব আজ তোমার তরে। উৎফুল্ল বিকশিত নয়না, উত্তাল রবে, সমগ্র বিশ্বে সুবাসিত মধুর ধ্বনিতে প্লাবিত হতে চাইছে। হৃদয় দ্বার উন্মোচিত হয়েছে নয়নার। নয়না, মানুষের মাঝে অন্বেষণ করে মানুষকে। আপনাকে বিলিয়ে দেবে মানুষের মাঝে।

কোনও বাধা বিপত্তি নয়নাকে অবরোধ করবার শক্তি খুঁজে পাবে না।

জীবনের যথার্থ উদ্দেশ্যকে প্রত্যক্ষ করবার সন্ধান পেয়েছে নয়না।

কর্মের নিমিত্ত, কর্মক্ষেত্রের মাঝে ঝাঁপিয়ে পড়েছে নয়না। কর্মই জীবন। কর্মই মানুষকে সজীব ও সক্রিয় রাখতে সক্ষম। বিশাল ব্যাপক ভূমিখণ্ডের পরিসীমা সম্পর্কে নয়নার কোন ধারণা ছিল না। এতদিন কূপমণ্ডুকের মত, অজ্ঞাত কুলশীলের মত, অজ্ঞান তিমিরে বড় সীমিতভাবে বাস করত নয়না।

বাস্তবিকই, পৃথিবী শব্দটা ভূগোল পুস্তকের পাতায় স্থির গোলাকার এক বৃত্ত নয়। মনের জানালায় পরিলক্ষিত হয় যে পৃথিবী, সেই পৃথিবী যে অনন্ত, সীমাহীন।

মানুষের সীমিত স্পর্ধায় নয়না অসামর্থ্য এই অসামান্য পরিধি প্রদক্ষিণ করতে। কিন্তু, ক্ষমতা অনুসারে নির্মল বায়ু সেবন করে আপনাকে ও পারিপার্শ্বিকতাকে দূষণ মুক্ত রাখবার চেষ্টা করতে পারে নয়না।

নয়না ভালবাসবে। নয়না নিজেকে বিলিয়ে দেবে। এই পৃথিবীতে জন্ম নেবার উদ্দেশ্যকে সফল করবে নয়না।

অবস্থান

রাত কত হবে? বারোটা? একটা? অন্ধকারে ঘড়ি দেখতে পাচ্ছে না নয়না। অস্বস্তি নিয়ে দু'চোখ মেলে চুপচাপ পড়েছিল। বাইরে, একের পর এক দ্রুতগামী যান লাগামবিহীন ঘোড়ার মত ছুটে চলেছে রাতের আঁধারকে উপেক্ষা করে। অনেক চেষ্টা করেও নয়নার দু'চোখ এক হচ্ছিল না। রাস্তার ধারে বাড়ী হলে কি সবার নয়নার মত অসুবিধা হয়? নিদ্রাবিহীন রাত কাটাতে হয়? নাকি, নয়নার ঘুমের ব্যাঘাতের অন্য কোনো কারণ আছে?

এই মহা নিশিতেও পৃথিবী ঝিমিয়ে যায়নি, অবসন্নতায় ভেঙ্গে পড়েনি। অত্যাধুনিক যন্ত্রের অবিরাম গতি ও আনাগোনা এই দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ জীবদের ব্যস্ততাকে সজাগ প্রতিপন্ন করে জীবলোকের সক্রিয়তা অক্ষুন্ন রাখবার চেষ্টা করছে। বর্তমান যুগের কিছু নিপুণ কর্মী আলোকশূন্য পরিবেশের অস্বচ্ছতাকে অগ্রাহ্য করে গভীর গোপনে কোনো বিশেষ কর্মযজ্ঞে নিজের বিশ্বস্ত ভূমিকার অবতারণা করতে চলেছে।

পাশের কামরায় অন্তু কি মা বলে ডাকল? ঘুমের মধ্যে অন্তু মাঝে মাঝে 'মা' বলে ডেকে ওঠে। মুহূর্তেই মনে পড়ল না অন্তু তো নেই। অভ্যাস বশতঃ অন্তুর ডাক শুনতে পেয়েছিল মনে হয়েছে নয়নার। তখনই খেয়াল হল, আজ নয়না একা। বাইরে যন্ত্রদানবের বিকট আওয়াজে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ হলেও ভেতরে একলা। শূন্য ঘরে সম্পূর্ণ স্ব-অস্তিত্বের ভরসায় রাত কাটাচ্ছে, ভাবলে একটু ভীতির সঞ্চার হয় বৈকি। নয়নারও সামান্য গা ছমছম করল। অবশ্য ক্ষণিকের জন্যেই। দুর্বলতা ঝেড়ে পাশ ফিরে শুল। একটু তন্দ্রা মতন এসেছিল। আচমকা ফোন বেজে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে বুকটা ধক্ করে উঠল। নয়না তো মানুষই। ভয় পেতে না চাইলেও পরিবেশ ভয় ধরিয়ে দিতে পারে। উঠে ফোন ধরবার সাহস পেলো না। ফোনটা বেজেই চলেছে। কিন্তু এত রাতে কে ফোন করবে? হয়ত কেউ ভুল নম্বরে ডায়াল করেছে। রিসিভার না ওঠাবার সিদ্ধান্ত নিল নয়না। কিছুক্ষণ পর ফোন বাজা বন্ধ হয়ে গেল। স্বস্তি নিয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করল নয়না। কয়েক মিনিট কেটে যাবার পর আবার বাজতে শুরু করল ফোনটা।

অন্তু এই প্রথম একলা বাইরে গেছে। অন্তুর কোনো বিপদ হয়নি তো? কিংবা ডিম্পির কোনো সংকট? ধড়ফড় করে উঠে এসে ফোন ধরল।

হ্যালো! কে? উদ্বিগ্ন গলায় জিজ্ঞেস করল নয়না।

ঘুম আসছে না তাই তো? কোনো পুরুষের ভরাট গলা। খুব অবাক হল নয়না। ভুল নম্বর নয় তো?

নয়না কিছু বুঝতে না পেরে, বিরক্তি নিয়ে জিজ্ঞেস করল, কে? কে আপনি?

কোনো অমানুষ নই। একজন মানুষই আমি।

কে হতে পারে? কেউ কি ইচ্ছে করে নয়নাকে বিরক্ত করতে চাইছে? কখনো তো এমন হয় না। অস্বস্তিতে পড়ে গেল নয়না।

আমি জানতাম আজ ঘুমোতে পারবে না তুমি। আবার সেই লোকের কণ্ঠস্বর।

কি আশ্চর্য! নয়নার ঘুম আসছে না বলে এত রাতে কার এত মাথা ব্যথা শুরু হল? রাগে বিরক্তিতে ফোন রেখে দিতে যাচ্ছিল নয়না, কিন্তু অপর পক্ষের অমায়িক কণ্ঠস্বরে আবার হোঁচট খেল।

সমস্ত চিন্তা-ভাবনাকে মন থেকে অপসারিত করে চক্ষু বুজে নিশ্চুপ হয়ে পড়ে থাক। দেখবে একসময় ঘুম এসে যাবে।

কে? কার গলার স্বর? ভাবতে না ভাবতেই অবশ্য নয়না চিনতে পেরেছে কার গলা। চিনতে পেরেই বিস্মিত ও বিরক্ত দুইই হল। এই ভদ্রলোক হঠাৎ নয়নার সঙ্গে এত অসংলগ্ন কথা শুরু করেছেন কেন, তাও এত রাতে? উনি নয়নার ফোন নম্বরই বা কোথায় পেলেন?

অত্যন্ত বিরক্তির কারণ হয়েছি বুঝতে পারছি। কিন্তু কি করব? তোমার দুশ্চিন্তায় আমার ভয়ানক অস্বস্তি হচ্ছিল। তাই ফোন না করে পারলাম না। আবার বলা হল।

হাউ রাবিশ! আমার জন্য দুশ্চিন্তা করবার মত কোনো সম্পর্ক নেই আপনার। উত্তেজিত স্বর নয়নার।

বিরক্ত করলাম তাই না? মাপ চাইছি।

নিশ্চয় করেছেন। একশবার করেছেন। আপনার মত মানুষের কাছ থেকে এই ধরনের স্থূলতা আশা করিনি আমি। আশা করব, ভবিষ্যতে আর কখনো এভাবে বিরক্ত করবেন না।

নয়না ফোন রেখে এক গ্লাস জল খেয়ে শুয়ে পড়ল।

নয়না নিজের সমস্যা নিয়ে হাবুডুবু খাচ্ছে, তার উপর কোথাকার একটা উটকো লোক, এই মাঝ রাত্রিতে ফোন করে বিরক্ত করছে।

কিন্তু, এই লোক কি সত্যিই কোন ফালতু লোক! নয়না চিন্তায় পড়ে গেল। ভদ্রলোককে দেখলে খুব মার্জিত ও রুচিপূর্ণ মনে হয়। উনি হঠাৎ এই অস্বাভাবিকতা করলেন কেন? নয়নার সঙ্গে তো তেমন কোন পরিচয় নেই। কেবল দু'এক দিনের আলাপ। তাও অনাবশ্যকভাবে, পথে দাঁড়িয়ে বাধ্য হয়ে করতে হয়েছিল নয়নাকে।

নয়নার মস্তিষ্কটা যে আজকাল একটু বিগড়েছে, এটা নয়না টের পায়। ইদানীং নয়নার মেজাজ হঠাৎ হঠাৎ তিরিক্ষি হয়ে যায়। অকারণে, পথে ঘাটে দোকানেও নয়না আজকাল মাথা গরম করে ফেলে।

এই ভদ্রলোকের সঙ্গে যেদিন প্রথম কথার আদান-প্রদান হয়েছিল, সেদিনই কথাবার্তা ঝগড়ার স্তরে গিয়ে পৌঁছেছিল। তারজন্য অবশ্য নয়না সেই ভদ্রলোককে দায়ী করে না, নিজের বিকৃত মস্তিষ্ককে দায়ী করে। সেদিন ভদ্রলোকের দোষ হয়েছিল যেচে নয়নার ব্যাপারে নাক গলাতে আসা।

সে যাই হোক, দু'জনের মধ্যে কিছু কথার আদান-প্রদান হয়েছিল ব্যাস। এই ধরনের কথার আদান-প্রদান পথেঘাটে বাজারে অনেকের সঙ্গেই হয় মানুষের। সেই সামান্য পরিচয়কে কেন্দ্র করে এই অসময়ে বাড়ীতে ফোন করবার স্পর্ধা হবে কেন? তাও কেমন অসংলগ্ন কথাবার্তা! নয়নাকে তুমি বলে সম্বোধন! নয়না ভীষণ চিন্তায় পড়ে গেল।

তাহলে কি অন্য কোন উদ্দেশ্যে ফোন করেছিলেন ভদ্রলোক? না, নয়নার বিচারে এই ভদ্রলোক বদ হতে পারেন না। এই ব্যক্তি যদি বদ চরিত্রের, তাহলে ভাল মানুষ কে? ভাল মানুষের পরিভাষা কি? তাছাড়া, কোনও অসৎ উদ্দেশ্য হতে যাবেই বা কেন? নয়না তো কোন সুন্দরী যুবতী নয়, নয়না এই শূন্য ঘরে আজ একা, এই কথা জেনে ফেলে এত রাতে ফোন করে কোনো উদ্দেশ্য সিদ্ধি করতে চাইছেন? নয়না একা কি দোকা, বাইরের কোন লোক এই কথা জানাবে কেমন করে?

উত্তেজনায় নয়না শোয়া অবস্থা থেকে উঠে বসল। এই ব্যক্তির জানবার কথা নয়, নয়না আজ একা। নয়না একা কি দোকা বাস করে সে সবও জানবার কথা নয় এই মানুষের। কিন্তু নয়নার মনে হল, নয়না আজ একা, এই কথা জেনেই উনি ফোন করেছেন। কিন্তু কেন? নয়না বিস্ময় ধরে রাখতে পারছে না। নয়নার ঠিকানা বা ফোন নম্বর জানলেন কি করে? আজ অন্তু বাড়ীতে নেই, এই কথা কারো জানবার কথা নয়। সেই ভদ্রলোকের তো নয়ই।

ঘুমের বারটা বাজিয়ে নয়না দুশ্চিন্তা নিয়ে পড়ে রইল।

খুব অদ্ভুত মনে হচ্ছে ব্যাপারটা। সামান্য পরিচয়ের একজন মানুষ এই ধরনের কাজ করলেন কেন? তাছাড়া, বাইরের কোন লোক নয়নাকে হঠাৎ তুমি বলে সম্বোধন করবেন কেন? প্রবল অস্বস্তি নিয়ে কারণ খুঁজতে শুরু করল নয়না। বিরক্ত করছে বলে আবার মাপ চাওয়া হয়েছে! নয়না যদি কোন সুন্দরী যুবতী হত, আর নয়নার প্রেমিক যদি এভাবে মাঝ রাতে ফোন করত, তাহলেও নয়না মাপ করত না। পরদিন তাকে নাকে খৎ দেওয়াতে বাধ্য করত।

সামান্য পরিচিত একজন ব্যক্তি একি বিপদে ফেলল নয়নাকে! সুযোগ বুঝে নিদ্রাদেবীও সম্পূর্ণ পলাতক হয়েছেন! অন্তু বাড়ীতে থাকলেও মাঝে মাঝে ঘুম না হওয়ার যন্ত্রণায় কষ্ট পায় নয়না। তাই ডাক্তারকে বলে কিছু ঘুমের ওষুধ আনিয়ে রেখেছিল। সেগুলো শেষ হবার পর আর নিয়ে আসা হয়নি। এনে রেখে দিলে আজ কাজে লাগত। একগ্লাস জল খেয়ে জোর করে ঘুমানোর চেষ্টা করল নয়না।

কিন্তু সেই লোক কি অন্তর্যামী? নয়নার ঘুম আসছে না বুঝলেন কি করে? নয়নাকে ঘুমনোর উপায় বাতলে দেওয়া হয়েছে? কারণ কি? কেন ভদ্রলোক এমন করলেন? আরেকবার প্রবল অস্বস্তির স্বীকার হয়ে উঠে বসল নয়না।

বেশ কতক্ষণ চিন্তা করবার পর, নয়না এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাল, ভদ্রলোকের নিশ্চয় মাথার দোষ আছে।

অন্য কোন কারণ থাকতে যাবে কেন? নিশ্চয় ভদ্রলোক সুস্থ মস্তিষ্কের নয়। সেজন্যই

এক স্বল্প পরিচিত ভদ্রমহিলার সঙ্গে এমন অস্বাভাবিক ব্যবহার করলেন।

আশ্চর্য! একজন পাগলের ক্রিয়াকলাপে নয়না অশান্তি পাবে কেন? অশান্তি ঝেড়ে ফেলে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমনোর ব্যবস্থা করল নয়না। বালিশ জড়িয়ে নিদ্রাদেবীর কাছে আত্মসমর্পন করল।

কিছুক্ষণ বাদে আবার নয়নার ঘুমের ব্যাঘাত ঘটল। কোথাও বুঝি শব্দ হচ্ছে। ঠক্, ঠক্, একটা শব্দ কয়েকবার নয়নার কানে এসেছে। নয়না কান খাড়া করে সজাগ রইল। কিছুক্ষণ বাদে আবার সেই একই আওয়াজ। খুব ধীরে ধীরে দরজায় কেউ কি টোকা দিচ্ছে? বুকের ভেতর অস্বাভাবিক দাপাদাপি শুরু হলেও ভয়ের কোন কারণ নেই বলে নয়না নিজেকে সান্ত্বনা দিল। কেউ যদি কোনও বদ মতলব নিয়ে নয়নাকে বিরক্ত করবার জন্য দরজায় টোকা দিয়েও থাকে তো, নয়না ভয় পেতে যাবে কেন? নয়নার এই এপার্টমেন্টে আরো কুড়িটা পরিবার আছে। নয়নার পাশেই ভাস্করণরা থাকেন। নয়না ঘরের ভেতর থেকে ডাক দিলেও ওরা সাড়া দেবে।

ফ্যান দ্রুত গতিতে চলছে, তা সত্ত্বেও নয়না গরমে অতিষ্ঠ হয়ে গেল। সিলিং ফ্যানটা খুব দ্রুত ঘুরছে। তাই দেয়ালে টাঙ্গান ক্যালেণ্ডারটাও এপাশ ওপাশ হচ্ছে। এই শব্দ নয়না অনেকক্ষণ থেকে শুনছে। এই শব্দ তো ছিলই। তাহলে এই পরিচিত আওয়াজের জন্য নয়না ভয় পেতে যাবে কেন? কি অদ্ভুত! নয়নার মাথাটা বুঝি আজ খারাপ হয়েছে। ক্যালেণ্ডারের আওয়াজকে দরজায় টোকা দিচ্ছে বলে ভ্রম করেছিল।

নয়না তো দুর্বল নয়। নয়না একা বাস করতে অভ্যস্থ। তাহলে আজ হঠাৎ এমনি হল কেন। অকারণকে কারণ ভেবে ভয় পেল কেন? আসলে সেই অস্বাভাবিক ফোনটা পাবার পর থেকেই নয়না বোধহয় একটু ভীত হয়ে পড়েছে।

নয়না অপরিণত নয়, নিজেকে ভয়ের স্বীকার হতে দিচ্ছে কেন নয়না? কেন নয়নার ঘুম আসবে না? ওষুধ ছাড়া ঘুমতে পারবে না কেন নয়না? ঘুমতে হবে নয়নাকে। কঠিন শাসনে নিজেকে ঘুম পাড়ানোর জন্য আরেক বার তৎপর হল।

শব্দ! শব্দ! ঘুমের মধ্যেই চেঁচিয়ে উঠল নয়না। চোখ কচলে সজাগ হতে চাইল।

না, অসহ্য আজ আর ঘুমোনো যাবে না। লিফ্ট ওপরে ওঠার শব্দ শুনতে পেল নয়না। নয়নাদের ফ্ল্যাটে কেউ এলো বুঝি।

বিকট একটা আওয়াজ করে যন্ত্রটা থেমে গেল। সঙ্গে সঙ্গে নয়নার বুকের ভেতরেও ধক্ করে একটা শব্দ হল যেন।

নয়নাদের ফ্লোরেই কেউ এসেছে কি? পাশে ভাস্করণদের বাড়ীতে কারো আসবার কথা ছিল না। তাহলে বোধহয় ডানদিকের ফ্ল্যাটে কেউ এলো। ট্রেন দেরীতে আসায় ঘরে পৌঁছতে দেরী হল।

ভাবতে না ভাবতেই ক্রিং ক্রিং করে নয়নাদের কলিং বেলটা বাজতে শুরু করল। একবার, দুবার, তিনবার বেজে থেমে গেল। দূরপাল্লার ট্রেন লেট করে ষ্টেশনে পৌঁছে থাকলে এত রাতেও লোক আসতে পারে। নয়নার ঘরে তো কারো আসবার কথা নয়। এক অস্ত্রর বাবা

অরিন্দম যদি আসে। পরেক্ষণেই মনে হল, অরিন্দম এত কষ্ট করে, ট্রেন জার্নি করে, ষ্টেশনে পৌঁছে আর একপ্রস্থ কষ্ট নিয়ে এত রাত্রে নয়নাদের বাড়ীতে আসতে যাবে কেন? অরিন্দম তো নয়নার ফ্ল্যাট চেনেও না। তাছাড়া হঠাৎ গৌহাটি আসবেই বা কেন?

আবার বেল বাজল। একবার , দুবার, তিনবার। নয়নার প্রচুর বুকের পাটা থাকা সত্ত্বেও হৃদয়ের প্যালপিটিশন শুরু হল। নয়নার কি খুব ভয় করছে?

গভীর রাতে দরজার ঘণ্টা বাজলেই ভীত হয়ে উঠবে কেন নয়না? নয়না বিছানা ছেড়ে উঠবে না। উঠে দরজা খুলবে না। তাহলেই তো হল! শুধু শুধু ভয় পেতে যাবে কেন?

আবার! হিসেব করে ঠিক তিনবার বাজল বুঝি বেলটা। আশ্চর্য, কেউ কি সত্যি সত্যিই ইয়ার্কি করছে নয়নার সঙ্গে?

নয়নার মত মানুষের সঙ্গে এই ধরনের ধৃষ্টতা করবার দুঃসাহস কারো আছে কি? তাও গভীর নিশীথে?

সৎ অসৎ যেই হোক, যিনি এই অদ্ভুত ক্রিয়া কর্মে লিপ্ত হয়ে আনন্দ উপভোগ করতে চাইছেন, তার বুঝি আর তর সইছে না। এখন আর হিসেব করে ঘণ্টা বাজান হচ্ছে না। এক নাগাড়ে বেজে চলেছে ঘণ্টা। নয়না উঠে দুয়ার খুলে না দেওয়া পর্যন্ত এই কার্যে অবিরত থাকবার ইচ্ছা বুঝি সেই লোকের। কিন্তু এই অবিরত কারিক্রমের ফলে আশেপাশের লোকদের ঘুমের ব্যাঘাত হচ্ছে না কি?

এমন তো নয়, অন্য কোন ফ্ল্যাটের লোক নির্দিষ্ট ঘরের ঠিকানা ভুল করে নয়নার দোরের ঘণ্টা বাজিয়ে যাচ্ছে?

অসহ্য! এ কি দুর্গতির সম্মুখীন হল নয়না?

অবশেষে অতিষ্ঠ হয়ে সাহস সঞ্চয় করে নয়না উঠল। আই হোলে একবার দেখারও প্রয়োজন মনে করল না নয়না।

সোজা গিয়ে দরজায় ছিটকিনিতে হাত রাখল।

শেষ প্রহরের এইক্ষণে নয়নাকে এই অপ্রীতিকর পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হচ্ছে। তাই, নয়না সিদ্ধান্ত নিল দরজা খোলার পর পরিচিত-অপরিচিত যাকেই প্রত্যক্ষ করবে প্রথমে তার গালে প্রচণ্ড জোরে এক চড় মারবে। তারপর অন্য কথা।

মনের ভিতর একটা অজানা আশংকা অবশ্য নয়নাকে শক্তিরূপিণীর ভূমিকায় অগ্রসর হতে সামান্য বাধা দিচ্ছিল। সেই ফোন করা ভদ্রলোক নয় তো! নয়নার ঘুম এল কিনা সেটা যাচাই করবার জন্য স্বয়ং এসে উপস্থিত হয়েছেন।

এক ভয়ংকরীর বেশে নয়না দ্বার উন্মুক্ত করল। সঙ্গে সঙ্গে অন্ত চেঁচিয়ে উঠল--বাপরে বাপ, তোমার কি ঘুম মা! তখন থেকে বেল বাজিয়ে যাচ্ছি, তোমার ঘুম ভাঙ্গছে না!

তুই? এত রাতে? কিভাবে এলি? নয়না অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল।

এখন রাত কোথায় মা? সাড়ে ছটা বেজে গেছে। কোন দুনিয়ায় বাস কর তুমি? রাত আর দিনের পার্থক্য বোঝ না?

নয়না পেছন ফিরে দেওয়ালে টাঙ্গান ঘড়ি দেখল। সত্যিই, ছটা বেজে চল্লিশ মিনিট

হয়েছে।

তোমার ঘুম এখনো কাটে নি মা। এখনো ঘুমোচ্ছ তুমি। অনেকক্ষণ ভোর হয়ে গেছে বলে অন্তু ভেতরে ঢুকল।

হোক। তুই আর কখনো এভাবে বাইরে যাবি না। নিজের অস্বাভাবিকতা থেকে রেহাই পাবার জন্য অন্তুর ওপর রাগ প্রকাশ করল নয়না।

কেন? কি হয়েছে?

কিছু হয়নি। তুই আর কখনো এভাবে যেতে পারবি না সেটাই বললাম।

কেন? আমি তো তোমার অনুমতি নিয়েই গিয়েছিলাম!

এভাবে যখন তখন বাড়ী ফেরা পছন্দ করি না আমি।

যখন তখন বলছ কেন? আমরা ভোর চারটেয় রওনা হয়েছিলাম। আমাদের পুরো দলটাই এসেছে। সঙ্গে স্যাররাও ছিলেন।

নয়না ততক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়েছে। অন্তু বেচারা তখনোও কাঁধে কিড ব্যাগ নিয়ে মায়ের অস্বাভাবিক মেজাজের কারণ খুঁজছিল।

অন্তুর প্রতি অন্যায় করছে বলে বুঝতে পেরে নয়না বলল,—ঠিক আছে যা হাত-মুখ ধুয়ে একটু ঘুমিয়ে নে।

নয়না নিজের বিছানায় এসে শুয়ে পড়ল।

অন্তু জামা কাপড় ছেড়ে হাত-মুখ ধুয়ে মায়ের পাশে এসে শুয়ে পড়ল।

তোমার কি হয়েছিল মা? অন্তু মায়ের চেহারাটা লক্ষ্য করে বলল।

কিছু হয় নি। আসলে ঘুমের ঘোরে কখন রাত শেষ হয়ে গেছে টের পাইনি। তোর বেল বাজানোর শব্দে একটু ভয় পেয়েছিলাম বোধহয়। ছেলের কাছে কৈফিয়ৎ দেবার ভঙ্গিতে বলল নয়না।

তোমাকে একা থাকতে কে বলেছিল মা? আমি বলেছিলাম দিদার বাড়ীতে চলে যাও। তুমি তো কথা শোন না। একদিন আমি নেই তাতেই তোমার এত ভয়?

আচ্ছা বাবা, আর বীরত্ব দেখাতে হবে না। এবার ঘুমো। আমিও একটু ঘুমোবার চেষ্টা করি।

এখন নিদ্রাদেবী কোন বাধা মানতে চাইল না। ক্লান্তিতে দু'চোখ জড়িয়ে এল নয়নার।

অন্তুর খিদে পেয়েছিল। কিন্তু মা ঘুমিয়ে পড়লেন বলে আর কিছু বলল না।

বিশাল সুবৃহৎ জলরাশির মাঝে সুদীর্ঘ রুপালী ধারা ক্রমাগত তীরে এসে প্রকাণ্ড ঢেউ রূপে ধাক্কা দিচ্ছে আবার মিলিয়ে যাচ্ছে। জলকে বড় ভয় নয়নার। সমুদ্র তীরের ঢেউ থেকে নাগাল না পাওয়া দূরত্ব রেখে খুব উদাস হয়ে দাঁড়িয়ে আছে নয়না।

দূর থেকে খুব আদর করে কেউ ডাকছিল নয়নাকে।

এস না! ভয় কিসের? ঢেউ আসে, আন্তরিক স্পর্শ দিয়ে আবার ফিরে যায়। কারো কোন ক্ষতি করে না।

ও মা, মা! ওঠ না!

অন্তুর ঝাঁকুনিতে নয়নার ঘুম ও স্বপ্ন দুই-ই ভেঙ্গে গেল। চোখ কচলে জিজ্ঞেস করল কি হয়েছে।

ওঠ! কত আর ঘুমোবে?

দাঁড়া না! আর একটু ঘুমোতে দে। নয়না পাশ ফিরে শুল।

মা, আমি স্কুলে যাব না।

একটু যে আরাম করে শোব তারো উপায় নেই। ছেলের ওপর কৃত্রিম অভিমান প্রকাশ করে নয়না উঠল।

নয়না বাথরুমের কাজ সেরে চা করল। অন্তুর জন্য দুধ আর ব্রেড গরম করে ডাইনিং টেবিলে নিয়ে এল।

অন্তুকে ডাকল, আয় খেয়ে নে।

অন্তু চট্ করে ব্রাশ করে মুখ ধুয়ে খেতে বসল। খিদে পেলে সহ্য করতে পারে না অন্তু।

শুধু ব্রেড খাব মা?

নয়না ব্রেডে মাখন লাগিয়ে প্লেট বাড়িয়ে দিল। এখন এই খা। চান করে একবারে ভাত খেয়ে নিস। কিছুক্ষণ পর তোর স্কুলের সময় হয়ে যাবে।

অন্তু খেতে খেতে জিজ্ঞেস করল, মা তুমি আমাদের খেলার ফলাফল জানতে চাইলে না?

সে তোর মুখ দেখেই বুঝতে পেরেছি, জিতলে এতক্ষণ হুলুস্থুল বাঁধিয়ে দিতিস।

জিতলে ইন্টার স্টেটের প্লেয়ার হবার চান্স পেতাম মা।

সে হয়ে কাজ আর নেই। এখন খেলাধুলো ছেড়ে পড়াশোনায় মন দে। এখন তো বার ক্লাশ। এবার ক্লাশের রেজাল্টের ওপর নির্ভর করবে তোর ভবিষ্যত।

মা, তুমি কেমন জানি। সব সময় শুধু পড়া শোনা করতে বল। অন্য কোন কিছুতেই উৎসাহ দাও না।

কি আশ্চর্য! উৎসাহ দেবনা কেন? তবে যেটা পারবি না তার পেছনে ঘুরে তো লাভ নেই। খেলতে বারণ করিনি তোকে। তবে খেলাটা যেন ততটা প্রাধান্য না পায়, যার ফলে পড়াশোনা অবহেলিত হতে পারে।

আমি কি পড়ি না মা? অন্তু অভিমানী কণ্ঠে বলল।

তা বলছি না। আমি যা বলতে চাইছি তা হল, এই এক্সট্রা কেরিকুলার এক্টিভিটিসগুলোতে একেবারে টপ হতে না পারলে ক্যারিয়ার গঠনের ক্ষেত্রে কোন লাভ হয় না। তাই আমাদের সাধারণ মানুষের একমাত্র গতি পড়াশোনা করা। এই ক্ষেত্রে মোটামুটি কিছুটা এগোতে পারলে মোটামুটি একটা ক্যারিয়র তৈরী করা অসম্ভব নয়।

মা. তুমি আজকাল খুব লেকচার দাও। অন্তু হাসতে শুরু করেছে।

লেকচার ভাবছিস কেন। আমি যা বললাম, শত পার্সেন্ট কারেক্ট বললাম। আমরা হলাম মধ্যবিত্তের দল। আমাদের লড়াই করে বাঁচতে হয়। জীবনের আবশ্যকতাকে আদায় করতে

হয়। আমাদের একমাত্র শক্তি হল, সহ্য করবার ক্ষমতা, লড়াই করবার ক্ষমতা। আমরা মধ্যবিত্তের দল এখনও সংগ্রাম করে বাঁচতে চাই বলে এখনও এই পৃথিবীতে মনুষ্যত্ব শব্দটা বেঁচে আছে। আমাদের ওপরের স্তরের মানুষ যারা, তারা, এক অন্ধ আবেগে ছুটছে। দিশেহারা হয়ে, ক্ষমতার লোভে দৌড়চ্ছে, সুযোগ পাবার লোভে দৌড়োচ্ছে। পথে-ঘাটে-রাস্তায় সর্বত্র, নীতিজ্ঞান মেরে, মানুষ মেরে, মনুষ্যত্ব মেরে. আপন আত্মার সন্তুষ্টির লালসায় বেপরোয়া হয়ে ছুটছে। অন্য দিকে, আমাদের চাইতে নিম্ন মানের অর্থাৎ যারা নিম্নবিত্ত, তারা সামান্য সাদা টাকার অভাবে মনুষ্যত্ব হারিয়ে ক্রমশঃ অমানুষ হয়ে যাচ্ছে। সমাজের এই দু'স্তরে 'ই, মনুষ্যত্বকে বাঁচিয়ে রাখার কোন প্রয়াস নেই। এদের একমাত্র পরিচয় হল, এরা সুযোগ সন্ধানী।

বাপরে বাপ! মা, তুমি আবার কলেজে ঢুকে যাও। এখনো খুব ভাল লেকচার দিতে পারবে তুমি।

ইয়ার্কি করবি না অন্তু। যা বলি একটু মন দিয়ে শুনবি। নয়না চা শেষ করে উঠে পড়ল।

উঠলে কেন মা, বস না! অন্তু আব্দার করল।

বসলে চলবে কেন? রান্না বান্না নেই? তোকে স্কুলে যেতে হবে না? তাছাড়া আজ বোধহয় মুন্নির মা আসবে না।

হোক. আর একটু বস মা।

কি করব বসে? কিছু বলবি তো? বলে ফেল না, কাজ রয়েছে।

মা, কাল তুমি খুব ভয় পেয়েছিলে তাই না?

নয়না গতকাল সত্যিই ভয় পেয়েছিল, এই কথা ছেলের কাছে প্রকাশ করতে সংকোচ হল নয়নার। তাই বলল, ভয় পাই নি তো—কে বলল আমি ভয় পেয়েছিলাম?

রাত্রিবেলা কেউ ফোন করেছিল মা?

নয়না সামান্য চমকে অন্তুর দিকে চাইল। বলল, ফোন! কোথায়! না তো?

তাহলে রিসিভারটা নামিয়ে রেখেছিলে কেন?

ওহ, হ্যাঁ, একবার ফোন এসেছিল। ভুল নম্বরে কেউ ডায়াল করেছিল। রাত্রিবেলা ঘুম চোখে ফোন ধরতে খুব বিরক্তি লাগে। ভুল নম্বরের ফোন হলে আরো বিরক্তি লাগে। সেজন্যেই রিসিভার নামিয়ে রেখেছিলাম। কারণ ফোন বাজার পর না ধরলে মনে হতে পারে, কেউ হয়ত কোন প্রয়োজনে ফোন করেছিল। দু'দিকেই মুশকিল।

অন্যদিন তো রিসিভার নামিয়ে রাখ না মা?

অন্তু কি জেরা করছে? নয়না ছেলের দিকে চাইল।

আসলে, কাল তুমি সত্যিই ভয় পেয়েছিলে মা। মুন্নির মাকে রাতে শুতে বললে না কেন?

আচ্ছা বাবা. পেলে পেয়েছি। শূন্য ঘরে একলা রাত কাটালে, অকারণেও মানুষ ভীত হয়ে উঠতে পারে। মুন্নি ছোট, ওর মাকে কি করে বলি এখানে থাকতে? আমার অসুখের সময় ও নিজের থেকে ছিল, তখন প্রয়োজনও ছিল। এখন কিসের প্রয়োজন?

যাই হোক মা, তুমি আর কখনো বাড়ীতে একা থাকবে না।

অনেক হয়েছে, এবারে চান করতে যা। আমার ভয় পাওয়া নিয়ে আর গবেষণা করতে হবে না। নয়না উঠল।

ভোরবেলা তুমি যখন দরজা খুললে তোমাকে অদ্ভুত দেখাচ্ছিল। তোমার সেই রূপ তো তুমি দেখ নি মা, আমি দেখেছি।

অন্তু জোরে জোরে হাসতে শুরু করল।

হোক যা! আমি গত কাল খুব ভয় পেয়েছিলাম। আর কখনো একা থাকব না হল!

এক ঘণ্টার মধ্যে নয়না সব কাজ সেরে নিল। রান্না শেষ করে, ঘর দুয়ার পরিষ্কার করে, স্নান করে নিল।

অন্তু স্কুলে যাবে, তাই অন্তুর খাবার দিয়ে দিল।

অন্তু জিজ্ঞেস করল, মা তুমি খাবে না?

নয়না বলল, আমি দেরীতে যাব। যাবার আগে খেয়ে নেব।

অন্তু চলে যাবার পর নয়না বিছানায় গড়াল। সম্পূর্ণ রাত জাগরণে কাটলে পরদিন তার প্রতিক্রিয়া সহ্য করতে খুব কষ্ট হয়। শরীর ও মনের অবসন্নতা নিয়ে জোর করে সক্রিয় থাকবার চেষ্টা করতে হয়। এমন তো নয় যে এখন শুলেই ঘুম চলে আসবে। অনেকের হয়ত সেরকম হয়, কিন্তু, নয়নার বেলায় তা হয় না। এখন নয়না বিছানায় কিন্তু, ঘুম আসবে? না কক্ষণও নয়।

ঘুম না এলেও আচ্ছন্নের মত বিছানায় পড়ে রইল নয়না।

এগারটার পর বিকাশ বাবুর ফোন এল। ম্যাডাম, অফিসে আসবেন না?

না গেলে যদি হয়, তাহলে আর যাচ্ছি না। আপনি চালিয়ে নিন বিকাশ বাবু।

কেন ম্যাডাম? শরীর ভাল নেই?

তেমন কিছু না। গাটা ম্যাজ ম্যাজ করছে, তাই বেরোতে ইচ্ছে করছে না।

এক পার্টি এসেছে ম্যাডাম। আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাইছে।

আপনি কথা বলে নিন বিকাশ বাবু।

আমাকে তেমন গুরুত্ব দিতে চাইছে না ম্যাডাম। ওরা মালিকের সাথে কথা বলতে চায়।

কেন বিকাশ বাবু? যা করবার আপনিই তো করবেন। আমাদের এখানে মালিক বলে কিছু নেই। তা ছাড়া, আমার কোনও আলাদা সিদ্ধান্ত হবে না।

ম্যাডাম, ওরা এসব বুঝতে চাইছে না। খুব ভাল অফার দিতে রাজী। আবার হাত ছাড়া না হয়ে যায়, তাই আপনাকে ফোন করলাম। আপনি আসবেন? নাকি, অন্য কোন দিন আসতে বলব?

এলেও দেড় দু ঘণ্টা লেগে যাবে বিকাশ বাবু। এখনি পৌঁছতে পারব না।

আপনার সুবিধে মতন আসুন না! আমি ওদের অপেক্ষা করতে বলছি।

কোন প্রতিষ্ঠানের প্রধান হওয়া খুব ঝামেলার ব্যাপার। সেই প্রতিষ্ঠানে হাজার কর্মচারী থাকুক কিংবা, গোনা গুনতি কয়েকজন কর্মচারী থাকুক, আসল দায়িত্ব বুঝি একজনেরই। এই সত্যটা নয়না আজকাল হাড়ে হাড়ে টের পায়।

বিকাশবাবু, সমীর, বিজন, ডি. এ. ইন্ডাস্ট্রির সব রকম দায়িত্ব নিলেও কোন সিদ্ধান্ত নেবার বেলায় ঠিক নয়নার ঘাড়ে চাপিয়ে দেয় ওরা।

নিজেকে মালিক ভাবতে না চাইলেও মালিকানার দায়িত্বভার এড়াতে পারেনা নয়না। সেই মালিকানার কর্ত্তব্য বোধে এই অবসন্ন শরীরেও বেরোতে হল।

আজ সকাল থেকেই কারেন্ট নেই। তাই লিফ্‌ট চলছে না। পাঁচতলা থেকে দীর্ঘ সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসার পর প্রকৃতির সুতীব্র উত্তাপ স্বাগত করল নয়নাকে। গ্রীষ্মকাল বলে কোন কথা নেই। যত দিন যাচ্ছে তত প্রকৃতির উত্তাপ যেন বেড়েই চলেছে।

নিজেদের পরিধির বাইরে এসে বিশাল প্রশস্ত রাস্তার অজস্র জনতার ভীড়ে আরেকজন শরীক রূপে প্রবেশ করল নয়না। জনস্রোত বিহীন চলমান যন্ত্রবিহীন, শূন্য পথ আজকাল বুঝি নজরে পড়ে না। দিন-রাত মানুষ ও মানুষ নির্মিত যন্ত্রের আনাগোনায় বিধ্বস্ত বর্তমান যুগের এই মার্গ সমূহ।

সেই ছোট বেলার কথা একটু আধটু মনে পড়ে নয়নার। স্কুলে যাবার পথে খুব ভাল করে রাস্তা দেখত নয়না। চওড়া বিশাল ও সুন্দর পিচ করা রাস্তা ছিল তখন। সেই রাস্তায় দু'একজন লোক হাঁটত।

মাঝখানে কি বহু যুগ পেরিয়ে গেছে? তা না হলে পৃথিবীর এই দুর্দশা কেন হল? এই অভাবনীয় পরিবর্তন কেন হল?

দুপুরবেলার গরম একদম সহ্য করতে পারে না নয়না। ছাতা মাথায় দিয়েও কোন লাভ হয় না। রাস্তায় বেরোবার সাথে সাথে মুখ বেয়ে গল্ গল্ করে ঘাম পড়তে শুরু করল। রুমাল বার করে মুখ মুছে রাস্তা পার হল নয়না।

বাস ধরবে নয়না। বাসস্ট্যাণ্ড নয়নার বাড়ীর সামনে থাকায়, সুবিধে হয়েছে। নয়নাকে অপেক্ষা করতে হল না।

একই লাইনের বাস পর পর তিনটি সারি সারি দাঁড়ান। তা সত্ত্বেও নয়নার কোন লাভ হল না। সব কটার অবস্থা একই। গাদা গাদা লোক। গদ গদ হয়ে নয় অবশ্য, প্রকৃতির তাপে আংশিক সেদ্ধ হয়ে, অপর দেহের ঘ্রাণ তুচ্ছ করে প্রায় গলে গলে যাচ্ছে যাত্রীরা সকলে।

একটা বাসে উঠে পড়ল নয়না। পাদানে পা রাখার সাথে সাথে বাসটা ছেড়ে দিল। নয়না খুব অসহায় হয়ে সামনে দৃষ্টি রাখল। মানুষের গিজ্‌গিজানিতে ঠাসা। ওয়েল প্যাক্ট ভেতরটা। কারো কোথাও এতটুকু সরবার বা নড়বার জায়গা নেই। কিন্তু তাই বলে নয়না তো বাসের পাদানে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না?

হাতের ব্যাগ ছাতা ও শাড়ীর আঁচল সামলে ওপরের সিঁড়িতে পা রাখবার চেষ্টা করল নয়না। কিন্তু, সামনেই দুই বলশালী। নয়নার প্রয়াসকে সফল হতে দেবে না বলে পণ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে যেন। বাসের প্রবেশ দ্বারে, বলশালী লোক দাঁড়িয়ে থাকলে চলবে কেন? অন্য যাত্রীর ভেতরে যাবার পথ পাবে কি করে। নয়না মনে মনে ঠিক করল এই নিয়ে পত্রিকায় লিখবে। কিন্তু, সে তো পরের কথা। এখন তো নয়নাকে ভেতরে ঢুকতে হবে,

পাদান থেকে ছিটকে পড়ে, নিজের জীবনের অবসান হতে দিতে পারে না নয়না।

অসহ্য লাগছে নয়নার। অসহ্য লাগলেও নয়নাকে পাদানের ওপরের সিঁড়িতে উঠে বাসের ভেতরে যেতে হবে।

শুধু চোখ কান নাক নয় নিজের শরীরটাকেও ভুলে যেতে হল নয়নাকে। যে করেই হোক এই কার্যে সফল হতে হবে।

শরীরের কোথায় কি স্পর্শ করল না করল, এই সমস্ত চিন্তা রহিত থাকতে হল সেই মুহূর্তে। নিজের সব রকম ইন্দ্রিয়কে বেকার সাব্যস্ত করে নয়না সামনে অগ্রসর হবার প্রয়াস করল। বেশী সময় লাগল না অবশ্য। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে নিজের চরণ যুগল উঠিয়ে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছে নয়না। ভয় ছিল পায়ের চটি জোড়া না আবার কোথায় পড়ে যায়। যাই হোক, শুধু চরণজোড়া রাখবার ঠাঁই পেলেই তো হল না। নয়না সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছে কোথায়? সামনে উপবিষ্ট ভদ্রমহিলার দিকে বেশ খানিকটা ঝুঁকে থাকতে হয়েছে নয়নাকে। কিন্তু, এভাবে শরীর বেঁকে দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব হচ্ছে না। কেবল যে নয়নার অসুবিধে হচ্ছে ততো নয়, বসে থাকা ভদ্রমহিলারও অসুবিধে হচ্ছে। নয়নার ছাতা, ব্যাগের খোঁচা ছাড়াও মুখের ঘাম টপ টপ করে ভদ্রমহিলার মাথার উপর পড়ছে। নয়নার হাতে রুমাল গোঁজা রয়েছে। কিন্তু হাত উঠিয়ে মুখ মোছার সাধ্য নেই নয়নার। অনড় হয়ে কোন মতে দাঁড়িয়ে নয়না।

সামান্য একটু সরতে পারলে নয়না স্বস্তি পেত। কিন্তু তা হবার নয়। এক বিহারী মহিলার গা ঘেষে সেঁটে রয়েছে নয়না। ইনি একটু পেছনে গেলে নয়না সোজা হতে পারত। এনার সহানুভূতি পাবার জন্য দু'একবার করুণ দৃষ্টি রেখেছে নয়না। কিন্তু ইনি বোধ হয় এই রাজ্যে নেই। কিংবা এমনি ভান করছেন। তাই বাধ্য হয়েই নয়না সেই বিহারী মহিলাকে অনুরোধ করল, থোরা আগে বাড়িয়ে না?

কাঁহা যায়? আপকো যানা হ্যায় তো আপ যাইয়ে। খুব বিরক্তি নিয়ে জবাব দিল ভদ্রমহিলা।

কি অদ্ভুত প্রস্তাব! ইনি না সরলে নয়না কি করে এগোবে? নয়না নিজের হাত নাড়বারও সুযোগ পাচ্ছে না।

থোরা আগে বড়িয়ে, মুঝে শ্রিফ খড়ে হোনে কা জগহ্ দিজিয়ে? নয়না খুব অনুনয় করে বলল।

তা সত্ত্বেও সেই মহিলা খিঁচিয়ে উঠল, কাহা যায়! কেইসে যায়! বাস মে চড়না হ্যায় তো এইসাই যানে পড়েগা আপকো। নহি তো আপ মারুতি কার লিজিয়ে।

বিহারী মহিলার ধমক খেয়ে একদম চুপ হয়ে গেল নয়না। এক হাতে ছাতা ব্যাগ ও অন্য হাতে বাসের রড ধরে ঝুঁকে কোন মতে খাড়া রইল।

কন্ডাক্টর পয়সা নেবার জন্য এগিয়ে এলে নয়নাকে উপবিষ্ট ভদ্রমহিলার দিকে আরো ঝুঁকতে হল। ফলে নয়নার মুখবলয় ভদ্রমহিলার মস্তিষ্ক স্পর্শ করল। এর মধ্যে দুবার স্যারি বলেছে নয়না। আর একবার বলল।

আপনার ভাড়া?

এ কি ধরনের বেয়াদপি? এই অবস্থায় নয়না কি করে পয়সা বার করবে? রাগ চেপে নয়না নীরব রইল।

আপনার ভাড়াটা দিন? কন্ডাক্টর আরেকবার ভাড়া চাইল।

একটু পরে নিন না, এখন পয়সা বার করতে পারছি না।

পরে ভুলে যাব—কন্ডাক্টর বলল।

নয়না বিরক্তি চেপে বলল, আমি ভুলব না।

অন্য দিন নয়না খুচরো দু'টাকা হাতে নিয়েই বাসে ওঠে। আজ অন্য মনস্কতায় ভুলে গেছে।

আজকের মতন দুরাবস্থা নয়নার জীবনে আগে কখনো হয়নি। কন্ডাক্টারের দোষ কি? এত ভীড়ে কে পয়সা দিয়েছে, না দিয়েছে কি করে মনে রাখবে? নয়না বাসে চড়বার কষ্ট শুধু একবার সহ্য করছে। কিন্তু এই কন্ডাক্টরদের সারাদিন গাদা গাদা লোকের গা ঘেষে ঘেষে নিজের চাকরী রক্ষা করতে হয়। এদের কষ্ট আরো মারত্মক। কাজেই ওদের উপর রাগ করেই বা কি করবে নয়না।

নয়নার পাশের উপবিষ্ট মহিলা উঠে দাঁড়ালেন। নয়নাকে বললেন, আপনি বসুন, আমি সামনের স্টপেজে নেমে যাব। নয়না যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। কিন্তু, নয়না বসবার স্থানটা দখল করবে কি করে? ভদ্রমহিলা দাঁড়িয়ে রয়েছেন। নয়না না সরলে, ভদ্রমহিলা নিজের আসন ছেড়ে আসবেন কি করে?

অনেক ধস্তাধস্তির পর আসন বিনিময় পর্ব সম্পন্ন হল।

নয়না রুমাল বার করে মুখ মুছে স্বস্তির শ্বাস নিল। ব্যাগ খুলে পয়সা বার করে রাখল। কন্ডাক্টর মহাশয় এদিকে এলে ডেকে ভাড়া দিয়ে দিতে হবে।

বাসে চড়া তো নয় যুদ্ধ করা, যুদ্ধ করতে করতে চলা। এক যুদ্ধ সমাপ্ত করে আর এক যুদ্ধের জন্য তৈরী হতে হবে নয়নাকে। বাস থেকে নেমেও বেশ কতটা পথ যেতে হবে।

এই দুপুরবেলা রিক্সা বা অটো কিছুই পাওয়া যাবে না। দুটো খালি রিক্সা দেখতে পেয়ে, নয়না অনুনয়ের সুরে বলল, ভাইয়া থোরা পহুঁচা দো না!

মাথা নেড়ে যেতে রাজী নয় জানিয়ে এগিয়ে গেল রিক্সা দুটো।

নয়না জিজ্ঞেস করল, কেন যাবে না?

এসব প্রশ্নের কোন জবাব দেয় না রিক্সাওয়ালারা। নয়নাকে অগ্রাহ্য করে ওরা নির্বিকার ভাবে এগিয়ে গেল।

নয়না ছাতা মাথায় নিয়ে রাস্তা পার হয়ে এসে একটা দোকানের কাছে ছায়ায় দাঁড়াল।

বারটা বেজে গেছে। এখন রিক্সা পাবার আর কোন সম্ভাবনা নেই। তাহলে কি এত গরমে পায়ে হেঁটে যেতে হবে? এই অসময়ে না এলেই পারত নয়না। বিকাশ বাবু ডাকল বলেই কি নয়নাকে আসতে হবে?

পার্টির সঙ্গে কথা না হলে না হত। নিজের উপর বেশ রাগ হল নয়নার। আর যাই পারুক নয়না, মে মাসের গরমকে তুচ্ছ করে এই মধ্য দিবসে হাঁটতে পারবে না নয়না।

নয়নার ছোট বোনের বর প্রসূন যাচ্ছিল স্কুটারে করে। নয়নাকে দেখে গাড়ী থামাল।

দিদি এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছেন?

অফিসে যাব। রিক্সোর জন্য অপেক্ষা করছি। বলল নয়না।

এই অসময়ে কোথায় রিক্সা পাবেন? এখন ওদের খাবার আর বিশ্রাম নেবার সময়।

নয়নাকি এসব জানে না? নয়না বেকায়দায় পড়ে গেছে বলেই তো অপেক্ষা করছে। সময় লাগলেও নয়নাকে অপেক্ষা করতে হবে। কারণ নয়নার হেঁটে যাবার ক্ষমতা নেই।

বসুন পৌঁছে দিচ্ছি। প্রসুন নিজের স্কুটার দেখিয়ে বসতে বলল নয়নাকে।

এই একটা ব্যাপারেও নয়নার অস্বস্তি হয়। চট্ করে কারো সহায়তা গ্রহণ করতে পারে না।

নয়নার চেহারায় ইতস্ততঃ ভাব লক্ষ করে প্রসূন আবার বলল, কি হল উঠুন? গরমে কতক্ষণ অপেক্ষা করবেন?

তুমি আবার আমার জন্য কষ্ট করবে?

কষ্ট কিসের, আমি ব্যাংকে যাচ্ছিলাম। আপনাকে নামিয়ে দিয়ে চলে যাব।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও নয়না প্রসুনের স্কুটারের পেছনে বসল।

নিজস্ব যানবাহন বিনা শহরের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে যাতায়াত করা একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে আজকাল।

নয়না ঘর থেকে বেরিয়েছিল এগারটা কুড়িতে। এখন এই সাড়ে বারটায় এসে অফিসে পৌঁছল।

তিন কামরার ছোট অফিস নয়নার। এক কামরায় নয়না বসে। এক কামরায় বিকাশ বাবু, রিমা আর বাসবী বসে। আরেক কামরা গুদাম ঘর-কাম-পিয়ন বসাকের কামরা। বসাক রাত্রিবেলা গুদাম ঘরেই শোয়।

নয়না আসবার আগেই বসাক নয়নার কামরা সাফ সুফ করে পরিষ্কার করে রাখে।

নয়না নিজের আসনে বসে পাখাটা ফুল স্পিডে চালিয়ে দিল।

অসহ্য গরম এই শহরে। তার উপরে বাসে চড়ার ধকল।

বসাক এক গ্লাস জল নিয়ে এল। নিন ম্যাডাম জল খেয়ে নিন। গরমে একদম তেতে পুড়ে গেছেন।

নয়না এক নিঃশ্বাসে জল খেয়ে নিল।

বসাক মুখে বিগলিত হাসি নিয়ে বলল, ম্যাডাম এবারে একটা গাড়ী কিনে নিন। তা না হলে আপনার খুব কষ্ট হয়।

গাড়ী!

হ্যাঁ ম্যাডাম। শুধু শুধু আপনি বাসে চড়বেন কেন?

সে দেখা যাবে। এখন যাও। বিকাশবাবুকে বলে দিও আধ ঘণ্টা পরে আসতে।

যে আজ্ঞে ম্যাডাম।

দুপুর বেলা বাতাসের আদ্রতা বেড়ে গিয়ে, আবহাওয়াকে এমন অসহনীয় করে তোলে। যার ফলে সমস্ত শরীর চটচটে আঠা হয়ে যায়। নয়না বাথরুমে ঢুকে একটু ফ্রেশ হয়ে নিল। এই অবস্থায় লোকের সঙ্গে কথা বলতে লজ্জা করবে।

আধ ঘণ্টা পর বিকাশ বাবু এলেন। সঙ্গে দু'জন ভদ্রলোক।

গদ গদ স্বরে দুজনেই নয়নাকে নমস্তে করল। নয়না পাল্টা নমস্কার জানিয়ে বসতে বলল দুজনকে।

বিকাশ পরিচয় করিয়ে দিল। ম্যাডাম, এরা দুজন খেরিয়া ইন্ডাষ্ট্রির দুই কর্ণধার, ছগনলাল খেরিয়া ও জগনলাল খেরিয়া।

নয়না মাথা নেড়ে স্বাগত জানাল।

নয়নার উল্টো দিকে দুটো আসন। দুই ভদ্রলোক সেখানে বসায় বিকাশ বাবু দাঁড়িয়ে ছিলেন। নয়না বসাককে দিয়ে আর একটা চেয়ার আনিয়ে বিকাশকে বসতে বলল। এই চেয়ারটা আগেই আনিয়ে রাখা উচিত ছিল বিকাশ বাবুর। সেজন্য নয়না একটু মনঃক্ষুন্ন হল।

বিকাশবাবু কে বসতে বলা সত্ত্বেও উনি বসছেন না দেখে নয়না মনে মনে বিরক্ত হল।

কি হল আপনি বসুন, তারপর কথাবার্তা শুরু করা যাবে।

বিকাশ ইতস্ততঃ করে বলল, আমি না হয় ভেতরে যাই। কিছু কাজ রয়েছে সেরে ফেলি।

সে কি কথা? আপনার সঙ্গে ওনাদের কথাবার্তা হয়ে থাকলেও এখন ওনারা কি বলতে চাইছেন শুনবেন না?

বিকাশ লজ্জিত হয়ে আসন গ্রহণ করে বলল, না, তা নয় ম্যাডাম।

নয়না দু'জনের দিকে দৃষ্টি রেখে জিজ্ঞেস করল, বলুন, আপনাদের জন্য কি করতে পারি?

ছগনলাল খেরিয়ার চোখ দুটো একটু ছোট, তাই দৃষ্টি অস্বাভিক মনে হচ্ছে। নয়নার মনে হচ্ছে জুল জুল চোখে দেখছেন ভদ্রলোক। সেই জুল জুল দৃষ্টি রেখেই নিজেদের আগমনের হেতু ও ইচ্ছা নিবেদন করলেন।

আপনাদের এই উদ্যোগের নাম শুনে আমরা এসেছি। আপনাদের তৈরী কিছু মাল আমরা নিয়মিত ভাবে নিতে ইচ্ছুক।

নয়না বলল, আমাদের ফিনিশড প্রডাক্ট দেখেছেন? যাচাই করেছেন?

হাঁ ম্যাডাম জী, আমাদের সব কিছু পরখ করা হয়ে গেছে। জগনলাল জানালেন।

আসলে আমরা নিজেরই এই ধরণের মাল তৈয়ার করবার কৌশিস করছিলাম। আপনাদের সুন্দর সমান দেখে পছন্দ হয়ে গেল। তাই তৈরী মাল নেবার সিদ্ধান্ত নিলাম। ছগনলাল নিজের কথা প্রকাশ করলেন।

নয়না বলল, বেশ তো নেবেন। কি ধরনের প্রডাক্ট, কত টা নেবেন, ইত্যাদি বিষয়গুলো জানিয়ে আমাদের টার্মস ও কন্ডিশনের সঙ্গে বোঝাপড়া করে নিন। বিকাশ বাবু সব করে দেবেন।

দু'জনকেই খুব বিগলিত মনে হচ্ছে। এত বিগলিত হবার কারণ কিছু খুঁজে পেল না নয়না। এই কাজের জন্য নয়নার কি প্রয়োজন ছিল তাও বুঝল না। যাই হোক, এখন বিকাশ বাবু ওদের ভেতরে নিয়ে গিয়ে বাকী কাজগুলো সারতে পারে।

নয়না বিকাশ বাবুকে বলতে যাচ্ছিল, আপনি এদের নিয়ে ভেতরে চলে যান। তার আগে, ছগনলাল কিংবা জগনলাল বলল, ম্যাডাম আমাদের একটা প্রস্তাব ছিল।

মাল দেখে পছন্দ হয়েছে, মাল নিতে রাজী হয়েছেন। বাকী কাজ বিকাশ বাবুর। এখন অবার কিসের প্রস্তাব দিতে চাইছেন?

প্রস্তাব? কি রকম? নয়না দুজনের ওপর জিজ্ঞাসা দৃষ্টি রেখে বলল।

দু'জনে হাত কচলাতে আরম্ভ করেছেন দেখে নয়না বিরক্ত হয়ে বলল, কি হল? বলুন?

দু'জনে কি খুব বিব্রত বোধ করছেন? নাকি, যা বলতে চাইছেন তা বলতে ইতস্ততঃ করছেন? নয়না কে কি ওরা সংকোচ করছে? কিছু বুঝতে না পেরে নয়না বলল, আপনাদের প্রস্তাব বিকাশ বাবুর কাছেই না হয় প্রকাশ করবেন?

না মাদাম, আমাদের প্রস্তাব আপনার কাছেই। মানে আমাদের ইচ্ছে আমাদের সঙ্গে আপনিও বাজারে নামুন। ছগনলাল জুল জুল দৃষ্টি দিয়ে চট্ করে বলে ফেলল।

কথাটার অর্থ, যা শুনল তাই তো, এই ভাব নিয়ে নয়না অবাক বিস্ময়ে কপাল কুঞ্চিত করল।

মানে? কি বলতে চাইছেন আপনারা?

অন্য জন হাত কচলে বলল, মানে হচ্ছে ম্যাডাম জী, আমাদের ইচ্ছে আপনিও আমাদের সঙ্গে ফিল্ডে নামুন।

নয়না ভীষণ বিরক্তি নিয়ে বলল, কি বলতে চাইছেন একটু খোলসা করে বলবেন? তারপর বিকাশের দিকে ঘুরে বিকাশকে জিজ্ঞেস করল, আপনি কিছু বুঝলেন বিকাশ বাবু?

ম্যাডাম ওদের প্রস্তাবটা এবসার্ড। বোধ হয় ওদের ইচ্ছে আমাদের এই উদ্যোগ, ওদের কম্পেনীর সাথে মিলে এক গ্রুপ হয়ে যাক। এটাই হয়ত বলতে চাইছেন।

আপনি সুস্থ তো বিকাশ বাবু? কি বলছেন আপনি? এই প্রস্তাব শোনার জন্য আমায় ডাকলেন কেন? আপনার উচিত ছিল না এদের জবাব দিয়ে দেওয়া? তা না করে, আপনি ওদের দুঃসাহস কে প্রশ্রয় দিয়ে এতক্ষণ বসিয়ে রেখেছেন?

ওদের এই অবাস্তব প্রস্তাব সম্বন্ধে আমি কিছু জানতাম না ম্যাডাম।

জানা উচিত ছিল আপনার। কথাটার মাধ্যমে নয়নার সেই মুহূর্তের সমস্ত রাগ, বিকাশবাবুর উপর ঢেলে দিল নয়না।

ম্যাডাম, আপনি গুস্সা করবেন না। আমাদের সবকথা আগে শুনুন তো! আমাদের টার্মস এন্ড কণ্ডিশন আপনার ফেবারে থাকবে। আপনাদের লোকসান যাতে না হয় সেদিকে আমরা নজর রাখব।

ছগনলাল থামতেই জগনলাল সুরু করলেন, আমরা ন্যায্য দাম দিয়ে এই উদ্যোগ খরিদ করতে চাই। তারপর, টোটেল মুনাফার অংশ ছাড়াও একটা এক্সট্রা এমাউন্ট নিয়মিত ভাবে

আপনার জন্য ধার্য করা হবে। সেই এমাউন্টের পরিমাণ কত হবে সেটা আপনি স্থির করবেন।

নয়নার শরীরের রক্ত গরম হতে হতে ক্রমশঃ উষ্ণতার চরম সীমায় পৌঁছল মেজাজ তুঙ্গে উঠল। তবুও নয়না যথাসাধ্য চেষ্টা করল নিজেকে শীতল প্রলেপে আবৃত রাখতে।

নয়নার থমথমে চেহারা লক্ষ্য করে, ছগনাল বললেন, আপনার চিন্তার কোনও বাত নেই। আপনাদের জন্য সব রকম সুযোগ সুবিধে থাকবে। এমন কি আপনাদের সব লেবারদেরও আমরা নিয়ে নেব।

নয়না জবাব না দিয়ে, স্থির নেত্রে ওদের স্পর্ধার সীমাটা কোথায় কত দূরে যেতে পারে সেটা দেখবার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল।

কিন্তু, নয়নার এই প্রক্রিয়াটা কি ওদের জন্য অন্য কোন অর্থ ব্যক্ত করল? তা, না হলে ছগন বা জগন হঠাৎ বলবেন কেন, আপনাকে কোথাও দেখেছিলাম, এবং দেখেই বুঝতে পেরেছিলাম।

একই শহরে বাস যখন, নয়নাকে দেখলেও দেখতে পারে কিন্তু, নয়নাকে দেখে কি বুঝতে পেরেছিল?

এবারে নয়না মুখ খুলল, জিজ্ঞেস করল, কি বুঝতে পেরেছিলেন?

নয়নার কঠিন অথচ নির্লিপ্ত কণ্ঠস্বরে দুজনে একটু মিইয়ে গেলেও, একজন সাহস করে বলে ফেললেন, আপনার মত কোন মহিলা থাকলে বিজন্যাস ওঠানোর জন্য কোন মেহেনত করতে হবে না, বিজন্যাস আপনে আপ উঠে যাবে।

নয়না ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে সরাসরি বিকাশ বাবুকে আক্রমণ করল। বিকাশ বাবু! আপনি ওদের জানান নি, আমরা আমাদের দ্বারা উৎপাদিত বস্তু ছাড়া অন্য কোনো কিছু বাজারে ছাড়ি না? তাহলে এই ধরনের অবান্তর আব্দার করছেন কেন এরা? এত সাহস হল কি করে?

বিকাশ, নয়নার মেজাজ আঁচ করতে পেরে খুব অপ্রস্তুত বোধ করতে লাগল। এই দুই ভদ্রলোক, এই ধরনের অসম্মান জনক প্রস্তাব দিতে পারে বলে বিকাশ জানবে কেমন করে।

নয়নাকে শান্ত করবার জন্য বিকাশ বলল, আমি ওদেরে মাল নেবার আগ্রহ দেখে খুশী হয়েছিলাম। ওদের মনের খবর বিস্তারিত ভাবে জানতাম না ম্যাডাম।

জানা উচিত ছিল আপনার। অত্যন্ত কঠিন শোনাল নয়নার কণ্ঠস্বর। পরক্ষণেই মাথা ঠাণ্ডা করে সামনে উপবিষ্ট দু'জনকে বলল, আমরা বিজনেস করছি এটা ঠিক। কিন্তু, আমাদের তৈরী প্রডাক্ট বিনা অন্য কোন কিছু বিক্রি করিনা আমরা। আপনারা ভুল জায়গায় এসেছিলেন। এখন আসতে পারেন।

নয়নার রাগ, গাম্ভীর্য ও নির্লিপ্ততাকে তুচ্ছ করে, ছগনলাল হাত কচলে, জুল জুল দৃষ্টিতে খানিকটা বিশ্বাস ঢেলে আবার বললেন, আমরা অনেক আশা করে এসেছিলাম ম্যাডাম।

দুই মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীর আশা পূর্ণ করবার দায়িত্ব নয়না কখন নিল, বুঝতে পারছে না নয়না।

আপনাদের আশা পূরণ করবার জন্য, আপনাদের ব্যবসা ওপরে তোলার জন্য আমরা

এখানে কষ্ট করে এই উদ্যোগের প্রতিষ্ঠা করেছি ভাবলেন কি করে? স্বার্থপরের মত শুধু নিজেদের আর্থিক লাভের পরিমানটা হিসেব করে একটা অদ্ভুত পরিকল্পনা করলে তো হয় না?পয়সার লোভে অনেক বেশী সাহস দেখতে পারেন, স্পর্ধা দেখাতে পারেন আপনারা, যা এই মুহূর্তে দেখালেন। ভীষণ দুঃসাহস দেখানোর মত যথেষ্ট ক্ষমতা আছে আপনাদের, তা মানতে আমি বাধ্য। কিন্তু, আপনাদের এই কু-প্রস্তাব আমরা গ্রহণ করব বলে ধারণা করলেন কি করে?

ভবিষ্যতে অন্য কারও কাছে এই ধরনের সাহসিক প্রস্তাব পেশ করতে চাইলে একটু ভেবে চিন্তে করবেন। তা না, হলে হিতে বিপরীত হয়ে যেতে পারে। এবারে আসুন।

নয়না উঠে দাঁড়াল। অত্যন্ত বিরক্তি নিয়ে বেল বাজাল।

বসাক দৌড়ে এলে, ফাইল আনবার আদেশ দিল। তারপর বিকাশের দিকে একটা অর্থপূর্ণ দৃষ্টি ঘোরাল নয়না।

নয়না দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে বিকাশও উঠে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু, দুই অর্ধ শিক্ষিত নাছোড়বান্দা তখনও বসে।

নয়নার দৃষ্টির ভাষা বুঝতে পেরে, বিকাশও তৎপর হয়ে উঠল। দু'জনকে ওঠানোর চেষ্টা করল।

এখন আপনারা উঠুন, ম্যাডাম আর কিছু বললেন না।

নয়না ফাইল খুলে, সেখানে মনোনিবেশ করায়, দুই মাড়োয়ারী বাধ্য হয়ে উঠল।

ছগনলাল আর জগনলাল চলে যাবার পরও, নয়না শান্ত হতে পারছিল না। রাগে অপমানে অস্থির হয়ে উঠেছিল। এত বড় আস্পর্ধা কোনও স্বাভাবিক মানুষ দেখাতে পারে কি? বিকাশ বাবু এই ধরনের লোককে প্রশ্রয় দিল কেন সেটাই বোধগম্য হচ্ছিল না নয়নার। বিকাশ বাবুর তো মাথা খারাপ হয়নি তো নয়নার সঙ্গে কথাবার্তা শুরু করবার আগে বিকাশ বাবুর কি ওদের একবার যাচাই করবার প্রয়োজন ছিল না?

নয়না হাতে কলমে ডি. এ. ইন্ডাস্ট্রির সব কাজ কর্ম করে না এটা ঠিক, কিন্তু নয়না তো সবকাজ সুষ্ঠ ভাবে করাচ্ছে? নয়নাকে বাদ দিয়ে বিকাশ সমীর আর বিজন কি সব কিছু করতে পারত? নয়নার আগ্রহ, উৎসাহ, ধৈর্য্য, পরিশ্রম ইত্যাদি ব্যতিরেকে ডি. এ. ইন্ডাস্ট্রির অস্তিত্ব থাকত কি? সর্বোপরি, এই ডি. এ. ইন্ডাষ্ট্রি, বর্তমান নয়নার প্রধান আশ্রয়। এই উদ্যোগকে গড়তে পেরে নয়নার ব্যক্তিগত জীবনের অনেক অশান্তি ভুলেছে। এই উদ্যোগের সক্রিয়তা, বর্তমান নয়নার জীবনের সক্রিয়তা। এক কথায়, নয়নার প্রাণ এই ডি. এ. ইন্ডাস্ট্রি। তাহলে? কেউ চাইলেই নয়না এই উদ্যোগকে বিক্রি করে দেবে? মামার বাড়ীর আব্দার? কি অস্বাভাবিক প্রস্তাব!

মাড়োয়ারী ব্যবসাদার, মানুষের মন বুঝবে কি করে? ওদের ধারায় ব্যবসার মূল কথা হল আর্থিক লাভ। সেই আর্থিক লাভের পরিমাণ বৃদ্ধি করবার সব রকম উপায় প্রয়োগ করে আর্থিক উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছান। তাই নয়নাকেও টাকার লোভ দেখাচ্ছিল। কিন্তু, নয়নার ব্যাপার তো তা নয়। নয়না নিজের হাতে কিছু সৃষ্টি করে আত্মতুষ্টি পেতে চায়।

প্রচণ্ড রাগের মধ্যেও নয়নার হাসি পেল। কি মুর্খ এই দুই মাড়োয়ারী। এদের ধারণা এই উদ্যোগের সফলতার প্রধান কারণ এই উদ্যোগের মালিক একজন নারী। নারীর প্রগলভ্‌তা দিয়ে নয়না এই উদ্যোগকে উন্নত মানের সিদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছে। তাই সরাসরি নয়নাকে প্রস্তাব দিয়েছে। টাকার বিনিময়ে নয়নাকে টোপ ফেলে, নিজেদের ব্যবসা উন্নত মানের সিদ্ধ করবার বাসনা করেছিল। এই কি? নাকি, নিজেদের স্বার্থে, নয়নাদের এই উদ্যোগকে, সম্পূর্ণ উৎখাত করে ফেলে চায়, যাতে করে এই উদ্যোগ সম্পূর্ণ ওদের আয়ত্তে চলে যেতে পারে? কিংবা, বিনষ্ট হয়ে যেতে পারে?

সত্যিই মানুষের বুদ্ধি বিবেচনা বোঝা মুশকিল। যাই হোক, এখন থেকে নয়নাকে সজাগ থাকতে হবে। শুধু বিকাশ বাবুর ওপর নির্ভর করলে চলবে না। নয়নাকেও চতুর্দিকে দৃষ্টি ঘোরাতে হবে।

অবশেষে নয়না নিজেকে এই বলে সান্ত্বনা দিল। নয়না একজন শিক্ষিত মহিলা, ব্যবসা করলেও, নয়নার চিন্তা ধারা ও মানসিকতা অন্য রকম। মাড়োয়ারী ব্যবসাদারদের সঙ্গে নিজের তুলনা করলে তো চলবে না? ওরা জাত ব্যবসাদার। চিরকাল ওরা যেভাবে ব্যবসা করে আসছে, সে পথেই এগোতে চাইছে ওরা। নিজেদের লাভের জন্য যে কোন উপায় প্রয়োগ করতে প্রস্তুত ওরা।

তাই ওদের তরফ থেকে ওরা স্বাভাবিক প্রস্তাব দিয়েছে। কারণ, সব কিছুর ন্যায্য দাম দিতে প্রস্তুত ওরা। তাই এক্ষেত্রে ওদের দোষ দিয়ে লাভ নেই। দোষ যদি কারো হয়েছে সে বিকাশবাবুর।

বাইরের লোককে সরাসরি কথা শোনাতে অভ্যস্থ নয় নয়না। তবুও আজ যে কিছুটা বলতে পেরেছে সেজন্য নিজেকে ধন্যবাদ জানাল নয়না। বলা উচিত ছিল। কিছু না বলে, শুধু রাগ চাপতে চাপতে, বসে থাকলে ওরা নিশ্চয় নয়নাকে ভুল বুঝত। নয়নার মধ্যে যে এক কঠিন ব্যক্তিত্ব আছে বুঝতে পারত না।

নয়না ব্যবসার কি জানে? ব্যবসা করা কি এত সোজা? আজকের মত পরিস্থিতির উদয় ভবিষ্যতেও হতে পারে। যে কোন অরুচিকর কিংবা অপ্রিয় পরিস্থিতির উদয় হলে নয়নাকে মোকাবেলা করতে হবে বৈকি। নয়নাকে আরো শক্ত হাতে হাল ধরবার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। লোকের কথায় রাগ করলে চলবে না। প্রয়োজনে যোগ্য উপায় বার করতে হবে। ডি এ ইন্ডাস্ট্রিকে সদা বিপদ মুক্ত করতে হবে।

বেশ কিছুক্ষণ পর বিকাশবাবু লজ্জিত চেহারা নিয়ে নয়নার কেবিনে এল।

ম্যাডাম, কিছু মনে করবেন না। আমি বেশ করে কথা শুনিয়ে দু'জনকে বিদায় করেছি।

বিকাশবাবুকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে নয়নার মনে একট সন্দেহ উঁকি দিল। দুই মাড়োয়ারীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে, বিকাশবাবু কোন চক্রান্ত করবার চেষ্টা করেননি তো? প্রথমে নয়নাকে অপদস্থ করে, এই উদ্যোগ থেকে বহিষ্কার করবার চেষ্টা, তারপর নিজের লাভ!

. বিকাশবাবুর কথায় জবাব না দিয়ে নয়না বিকাশের চেহারাটা পড়বার চেষ্টা করল।

না, না, এসব কি ভাবছে নয়না? গত কয়েক বছরের বিকাশবাবুর অদম্য প্রয়াস ও

অমানুষিক পরিশ্রমের ফলে এই উদ্যোগ সম্পূর্ণ সফল হয়েছে। প্রথম থেকেই বিকাশবাবু নিঃস্বার্থ ভাবে কাজ করেছেন। একলা হাতে এই উদ্যোগের গোড়াপত্তন করেছেন। না, নয়নার সন্দেহটা সত্য হতে পারে না। নয়নার সন্দেহটা ভুল। বিকাশ নয়নাকে খুব শ্রদ্ধা করে। সেই মানুষ হঠাৎ কুমতলব করতে যাবে কেন? নয়না নিজেকে ধিক্কার দিল। এসব কি ভাবছে নয়না। বিকাশবাবু সম্বন্ধে এই ধারণা পোষণ করলে অন্যায় করা হবে। তবে দোষ করেছেন বিকাশবাবু। আজ যা কিছু হল, বিকাশবাবু একটু বুদ্ধি করে চললে তা হত না। নয়না কিছু বলছে না দেখে বিকাশবাবু অপরাধীর মতন দাড়িয়ে ছিল।

বিকাশবাবু, ওদের সঙ্গে আমার যা কথা হল, মানে, ওরা আমায় যা বলল, সেই কথাগুলো কি আপনার সাথে হতে পারত না! আমার আজ এখানে আসবার কোন প্রয়োজন ছিল কি? নয়না নিজস্ব নির্লিপ্ত স্বরে বলল।

বিশ্বাস করুন ম্যাডাম, ওরা ওদের এই এবসার্ড প্রপোজাল আমার সামনে প্রকাশ করেনি। আমি ওদের এই গোপন উদ্দেশ্য জানতে পারলে ওদের এতক্ষণ বসিয়ে রাখতাম না।

তাহলে কি প্রকাশ করেছিল?

ওরা আমাদের মাল নিয়মিত ভাবে নিতে প্রস্তুত। এই সূত্রেই ওরা আপনার সাথে সাক্ষাৎ করতে ইচ্ছুক। বিশ্বাস করুন এর বাইরে আর কিছু জানায় নি আমায়। ওদের নিয়মিত গ্রাহক হবার ইচ্ছেটাই আমাকে আকর্ষণ করেছিল। সেজন্যেই আপনাকে আসবার জন্য অনুরোধ করেছিলাম।

আজ বিশ্বাস করলাম বিকাশবাবু। কিন্তু ভবিষ্যতে বিশ্বাস করব না। বাইরের কোন উটকো লোক এসে ঝামেলা করবার সুযোগ নেবে কেন? এসব দেখবার দায়িত্ব আপনার বিকাশবাবু।

আমাদের এই ব্যবসার মূল উদ্দেশ্য শুধু লাভ নয়। লাভের সাথে সাথে আমরা অন্য কয়েকটা বিষয়কেও গুরুত্ব দেব। আমাদের ব্যবসার উন্নতির সাথে সাথে নৈতিকতা সততা ইত্যাদি বিষয়গুলোকেও প্রাধান্য দেব। ব্যবসার খাতিরে যাদের সঙ্গে আমাদের আদান-প্রদান হবে, তাদের খুশী করাটাই আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হবে না। আমাদের উদ্দেশ্য হবে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়কে সন্তুষ্ট করা, উভয়ের মর্যাদা রক্ষা করা। অর্থাৎ গ্রাহকদের সঙ্গে আদান প্রদানের সময় আমাদের প্রিন্সিপল্ ও মোটো ভুললে চলবে না।

বিকাশকে কখনো স্থান দেবার প্রয়োজন হয়নি। নয়না এই সমস্ত কথা উল্লেখ করায় বিকাশেরও খারাপ লাগল।

মাথা নত করে বলল, আমারই দোষ হয়েছিল ম্যাডাম। ওদের ঠিক মতন বুঝতে পারিনি আমি।

সেটাই বিকাশবাবু। ভবিষ্যতে এই ধরনের লোকের প্রবেশ যেন না হয়, সেদিকে খেয়াল রাখবেন।

সে আর হবে না ম্যাডাম।

আজ আমি অসুস্থ বিকাশবাবু। তা সত্ত্বেও এসেছিলাম। কিন্তু অসুস্থ শরীরে আসাটা কোন কাজে লাগল না, সম্পূর্ণ বেকার হল।

দুঃখিত ম্যাডাম। আমি ওদেরও মনের কথা আঁচ করতে পারিনি। মানুষের দুঃসাহসেরও সীমা থাকে? কিন্তু এদের স্পর্ধা দেখুন। একেবারে খোদ মালিককে ক্রয় করবার প্রস্তাব দিয়েছে। অন্য কেউ হলে ওদের কঠিন শাস্তি দিত ম্যাডাম। আমরা ভাল মানুষ বলে রেহাই পেয়ে গেছে।

বিকাশের কথা শুনে নয়না আবার উত্তেজিত হয়ে উঠল। সেটাই তো বিকাশবাবু? আপনি নীরব দর্শক সেজে বসেছিলেন কি করে?

ম্যাডাম, ওরা যথেষ্ট অন্যায় করেছে ঠিক। কিন্তু, চট্ করে কিছু বলাও তো যায় না।

নয়নাকি এখন বিকাশের সঙ্গে ঝগড়া করবে নাকি। নিজেকে আয়ত্তে এনে বলল, ঠিক আছে আপনি এখন যান।

ম্যাডাম, আপনি আর উত্তেজিত হবেন না। আপনি অসুস্থ, মাথা ঠাণ্ডা রাখুন। আজকের ঘটনাকে কোন দুর্ঘটনা বলে মেনে নিন। দুর্ঘটনা বলে মানলেই কি মনে শান্তি পাবে নয়না? এই মুহূর্তে নয়নার মধ্যে পুনরায় যে বোধটা প্রবল হয়ে উঠেছে, সে তো অপমান বোধ। ভীষণ অপমানিত বোধ করছে নয়না। নিজেকে খুব ছোট মনে হচ্ছে নয়নার।

অরিন্দমের ব্যাপার আলাদা। কিন্তু, বাইরের কেউ কখনো নয়নাকে এতটা অবমাননা করেনি।

নয়নাকি নিজে নিজের অমর্যাদা করল? ব্যবসা করার পরিকল্পনাটা সঠিক হয় নি? নয়নাকি ভুল পথে এগোচ্ছে? নয়নার ব্যবসা করবার কথা শুনে অরিন্দম কি এই জন্যেই ক্রোধিত হয়ে উঠেছিল? ব্যবসা করলে অনেক অবাঞ্ছিত অপ্রিয় নোংরার সংস্পর্শে আসতে হয়! তাই নয়নার ব্যবসা করা উচিত নয় এই ইঙ্গিতই কি দিয়েছিল অরিন্দম!

আজ একজন অপমান করবার সাহস প্রকাশ করেছে। কাল অন্য একজন সাহস দেখাবে।

নয়নার শ্বশুর বাড়ীর অনেকে এই শহরে থাকেন, এই কথাগুলো তাঁদের কর্ণগোচর হলে নয়না মুখ দেখাতে পারবে না। নয়নার বাবা মা শুনলেও বা কি মনে করবেন? নয়না কি নিজের সাথে সাথে নিজের আত্মীয় স্বজনদেরও মর্যাদা হানি করবে?

ব্যবসা সম্বন্ধে নয়নার কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। হঠাৎ নয়নার মাথায় কি ভূত চেপেছিল? ব্যবসার কি জানে নয়না? বাইরের কয়েকজনকে বিশ্বাস করেছে। নয়নার কপাল ভাল এরা কেউ এখনো নয়নাকে অসম্মান করেনি। কিন্তু ভবিষ্যতে করবে না বলে তো কথা নেই। জব্বলপুরে কলেজের চাকরীটা কি খারাপ ছিল? সত্যিই নয়নার মাথায় ভুত চেপে ছিল। সাত কুলের কেউ কখনো ব্যবসা করেনি, নয়না ব্যবসা করে উল্টে দেবে সব?

ফাইল খুলে অন্যমস্ক হয়ে বসেছিল নয়না। আসলে আত্মঅবমাননা সইতে পারছে না নয়না। অন্যমনস্কতা কাটিয়ে সামনে মুখ তুলে চাইতেই ভীষণ চমকে উঠল নয়না। বিকাশ বাবু নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। শুধু দাঁড়িয়ে নয়, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নয়নাকে লক্ষ্য করছেন যেন।

. নয়নার কপাল কুঞ্চিত হল। এতক্ষণ এখানে দাঁড়িয়ে থাকবার মানে কি? নয়না তো অনেকক্ষণে বিকাশবাবুকে চলে যেতে বলেছিল। তা সত্ত্বেও বিকাশবাবু এখানে কেন?

অস্বস্থি কাটিয়ে বিরক্ত হয়ে নয়না জিজ্ঞেস করল, আপনি এখানে? এভাবে?

নয়নার কথায় বিকাশের চেহারা আরক্তিম হল। বিকাশের লাজুক ভঙ্গি দেখে নয়না আরো বিরক্ত হল।

বিকাশ কিছু বলছে না দেখে নয়না জিজ্ঞেস করল, কিছু বলবেন?

হ্যাঁ! না, কিছু না। বলে বিকাশ বেরিয়ে গেল।

আশ্চর্য তো? বিকাশ বাবুর কি সত্যি আজ মাথার গণ্ডগোল হয়েছে? নয়নার সঙ্গে কথা শেষ হয়ে যাবার পর বিকাশের তো চলে যাওয়া উচিত ছিল। তা না করে। বিকাশ নয়নার অলক্ষ্যে, নয়নাকে লক্ষ্য করছিলেন কেন?

এখন উল্টো পাল্টা চিন্তা করে তো কোন লাভ নেই। কাজ যখন আরম্ভ করে ফেলেছে নয়না, সেটাকে মাঝ পথে বন্ধ করে দেওয়া উচিত হবে না। সেটাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। নয়না নিজেকে বোঝাবার চেষ্টা করল। লোকের কথা নিয়ে মাথা ঘামালে চলবে না। প্রত্যেক মানুষের বিচার ধারা ও দৃষ্টিভঙ্গি এক নয়। নয়নাকে নয়নার মতন বিচার করে, মানুষ নিজের বক্তব্য রাখতে যাবে কেন? আজ এরা নয়নাকে বুঝতে ভুল করেছে বলে সবাই তা করবে কেন? সবার মানসিকতা তো এক নয়। চিন্তা বাদ দিয়ে কাজ নিয়ে নিয়ে বসল নয়না।

ছোট প্রতিষ্ঠান হলে কি হবে? কাজের কমতি নেই। একদিন হিসেব পত্র না দেখলে পরের দিনে ঝামেলা বেড়ে যায়।

পার্চেজিং লিষ্ট নিয়ে বসেছে নয়না। কিন্তু বার বার ভুল হচ্ছে। বিকাশ বাবু সব হিসেব করে রেখে দেয়। নয়না শুধু যাচাই করে।

আজ শরীর মন ভাল নেই। তাই, নয়না কাজে মন বসাতে পারছে না।

সামনে দরজায় পর্দার আড়ালে মেয়েলী গলার আওয়াজ পেয়ে নয়না তাকাল। বাসবী আর রিমা দাঁড়িয়ে। নয়না ভেতরে ডাকল দু'জনকে।

পর্দা সরিয়ে দুটো মিষ্টি মুখ লাজুক হাসি নিয়ে নয়নার সামনে এসে দাঁড়াল।

নয়না জিজ্ঞেস করল, কি হল? কিছু বলবে?

আপনি এখনও কাজ করছেন ম্যাডাম, খাবেন না?

খাব? কি খাব?

নয়নার কথা শুনে দুজনে দৃষ্টি বিনিময় করে বলল, এখন তো লাঞ্চ পিরিয়ড ম্যাডাম।

নয়না ঘাড় দেখে বলল, ওহ, দেড়টা বেড়ে গেছে! আমার তো তেমন খিদে পায় নি। আমি আজ দেরীতে এলাম তো, তাই খেয়ে বেরিয়েছিলাম। তোমাদের খাওয়া হল?

খাব ম্যাডাম।

বসাক নয়নার জন্য চা নিয়ে ঢুকল। নয়না বলল, এত গরমে আর চা খাব না বসাক। নিয়ে যাও।

বসাক আহত স্বরে বলল, আপনার জন্য দুধ আর আদা দিয়ে বানিয়ে ছিলাম।

হোক নিয়ে যাও।

বাসবী আর রিমা হাতে টিফিন ডাব্বা নিয়ে তখনও বিব্রত ভাবে দাঁড়িয়ে। নয়না জিজ্ঞেস করল, তোমরা কি কিছু বলতে এসেছিলে? খেতে গেলে না?

ম্যাডাম আপনার জন্য একটু খাবার এনেছিলাম। ইতস্ততঃ ভঙ্গিতে রিমা বলল।

আজ নয়নার শরীর মন ভাল নেই। তাই এখন কিছু খাবার একদম ইচ্ছে নেই। তবুও মেয়ে দুটোর উৎসাহ মাটি করতে চাইল না। বলল, বলবে তো! বসছ না কেন তোমরা!

দুজনে কাচু মাচু হয়ে বসল।

সরল সাবলিল, দুটো মিষ্টি মুখ। একজনের কিছুদিন পূর্বে বিয়ে হয়েছে। অন্য জনের এখনও হয় নি। দুজনের বয়েস চব্বিশ পাঁচশের বেশী হবে না।

তোমরা আমাকে এত সংকোচ কর কেন বলত? আমি কি খুব অন্য রকম? আমাকে আপন ভাবতে পার না?

না, না, ম্যাডাম সংকোচ করব কেন? আসলে আপনি ব্যস্ত ছিলেন তো? তাই মনে হয়েছিল আপনি না আবার বিরক্ত হোন।

কেন? আমি বিরক্ত হব কেন? যখন খুশী এসো তোমরা। কোন কাজ থাকলে তখন আলাদা কথা।

আপনার জন্য একটা প্লেট নিয়ে আসি ম্যাডাম?

না, প্লেটের দরকার নেই। তোমাদের ডাব্বাগুলো খোল, আমি হাতে নিয়ে নিচ্ছি।

আপনার অসুবিধে হবে ম্যাডাম।

না কোন অসুবিধে হবে না। একটু বোস তোমরা। আমি হাত ধুয়ে আসছি।

বাসবী ডিমের চপ নিয়ে এনেছে। রিমা চিকেন স্যান্ডুইচ এনেছে।

নয়না দু'জনের কাছ থেকেই এক পিস করে নিল। খাওয়া শেষ করবার পরও, নয়না বেশ কিছুক্ষণ গল্প করল দু'জনের সঙ্গে।

যাবার সময় রিমা বলল, ম্যাডাম, আপনাকে আজ খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে। আপনি আজ বিশ্রাম নিন।

নয়না হেসে গত রাতের অনিদ্রা আর, আজ দুপুরের বাসে চড়ার কাহিনীকে নিজের ক্লান্তির কারণ বলে জানাল।

বাসবী সব শুনে বলল, আবার কখনো এমনি পরিস্থিতির উদয় হলে আমি বা রিমা আপনার সঙ্গে আপনার ঘরে এসে থাকব। আপনি আর কখনো ঘরে একা থাকবেন না ম্যাডাম। আমাদের কাউকে ডেকে নেবেন।

বাসবীর কথা শুনে নয়না বলল, তুমি কি করে অন্যখানে রাত কাটাবে, তোমার নতুন কর্তা রাগ করবে না?

বাসবী লাজুক ভঙ্গিতে বলল, তা কেন করবে ম্যাডাম। ও খুশী হবে। আপনাকে খুব পছন্দ করে।

আমাকে কেন পছন্দ করবে? আমি তো বুড়ী!

নয়নার বলবার ভঙ্গি দেখে দু'জনেই হাসল। বাসবী লজ্জা মিশ্রিত স্বরে বলল, ম্যাডাম

আপনি যে কি না?

কেমন বলত? খুব রাগী রাগী? তাই না?

না, ম্যাডাম। আপনি একদম অন্য রকম। আমাদের বাড়ীর সবাই আপনাকে খুব পছন্দ করে।

রিমাও বলল, সত্যি তাই ম্যাডাম, আপনাকে সবাই পছন্দ করে।

ওমা কেন বলত?

নয়নার বলবার ভঙ্গি দেখে আবার দু'জনে হাসল। রিমা বলল, ম্যাডাম আপনার বাসে চড়তে অসুবিধে হয়, একটা অটো ঠিক করে নিতে পারেন। বসাকদাকে বলে দিলে ঠিক করে দেবে।

হ্যাঁ, তাই করব ভাবছি। এভাবে প্রতিদিন বাসে চড়ার ক্লান্তি ভোগ করলে, আমার আয়ু অচিরে হ্রাস পাবে।

ঠিক আছে, এবারে তোমরা যাও। আমি একটু কাজ করি।

ওরা চলে গেলে নয়না আবার ফাইল নিয়ে বসল।

সাড়ে তিনটের পর বিকাশ আবার এল। বিকাশের দুপুরের ব্যবহারের জন্য নয়না গম্ভীর রইল।

বিকাশ বলল, ম্যাডাম, প্রডাকশন লিষ্টে একটু গণ্ডগোল হয়েছে, সমীরের কাছে একটু যেতে হবে।

বেশ তো, যান না। এখন তো আর অন্য কোন কাজ নেই। একবার চলে যান। কারখানা থেকে বাড়ী চলে যাবেন।

এখন কি করে যাই ম্যাডাম, আপনি যাবার পর যাব।

কেন? আপনার কারখানায় যাবার সঙ্গে আমি এখানে থাকা বা না থাকার কি সম্পর্ক?

না তা নয়। আপনি চলে গেলেই যেতাম আর কি।

এমন তো নয় যে, নয়না অফিসে থাকাকালীন বিকাশ অফিস ছেড়ে কোথাও যায় না! আজ কি সব কিছুতেই আধিক্য দেখাচ্ছে বিকাশ? নয়না রেগেই গেল।

আপনি গেলে যান। না গেলে যাবেন না। তবে, আমি আপাতত কোথাও যাচ্ছি না। পাঁচটার পর রৌদ্রের তাপ কমলে আমি বেরোব। নয়না নিজের কাজে মনোনিবেশ করা সত্ত্বেও বিকাশ দাঁড়িয়ে রইল।

নয়না বিরক্তি নিয়ে জিজ্ঞেস করল, আবার কি হল?

আসলে আপনার অনুমতি নিতে এসেছিলাম।

নয়না প্রবল বিরক্তি নিয়ে বিকাশের দিকে চাইল। সত্যিই, বিকাশ আজ বেশী বাড়াবাড়ি করছে। কাজ থাকলে বিকাশ কি বাইরে যায় না? প্রয়োজন অনুসারে বিকাশকে প্রায়ই অফিস ছেড়ে বাইরে যেতে হয়। নয়না অফিসে থাকল, কি না থাকল তা দিয়ে বিকাশের যাওয়া আটকায় না। এবং এমনি চলে আসছে এতদিন ধরে। তবে এটা ঠিক, যাবার সময় নয়নাকে জানিয়ে যায় বিকাশ। কিন্তু, এভাবে ঘটা করে অনুমতি নেয় নি কখনও। আজ হঠাৎ অনুমতি

নেবার কি দরকার পড়ল?

রাগ চেপে নয়না বলল, তো! অনুমতি কি পাননি?

আমি বলছিলাম কি, আজ আপনি বাড়ী চলে যান। বিকাশ অনুনয় মেখে আবার বলল।

আশ্চর্য! নয়নাকে বাড়ী পঠানোর জন্য এমন করবে কেন বিকাশ?

আপনি এমন করছেন কেন বলুন তো? আমি এখন বাড়ী যাব কিনা, সেটা আমার ব্যাপার।

বিকাশ বাবু বিব্রত ভঙ্গিতে কিছু বলবার চেষ্টা করেও থেমে গেলেন।

আমি গেলে কি আপনার বিশেষ কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধি হতে পারে? তাহলে আমি এখনি যাচ্ছি।

ন্যা, ম্যাডাম আপনি এসব ভাবতে শুরু করলেন কেন? ঠিক আছে ম্যাডাম আমি অপেক্ষা করছি। আপনি চলে যাবার পর যাব।

নয়না রাগত স্বরে বলল, সে আপনার ইচ্ছে।

বিকাশ যদি অফিস ছুটির পর যাবে, তাহলে নয়নাকে না জানিয়ে গেলেও কিছু হত না। নয়না কিছুই বুঝল না।

বিকাশ তবুও দাঁড়িয়ে রয়েছে দেখে নয়না রাগত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, আবার দাঁড়িয়ে রইলেন কেন?

আসলে ম্যাডাম সকালের ব্যাপারটার জন্য আমি খুব লজ্জিত।

নয়না আবার উত্তপ্ত হল। বিকাশকে আর সহ্য করা সম্ভব নয়। একটা হ্যাস্ত ন্যাস্ত করবার ভঙ্গিতে বিকাশের দিকে চেয়েও নিজেকে সংযত করে গম্ভীর কণ্ঠে বলল, সে তো বলা হয়ে গেছে। তারপর প্রবল গাম্ভীর্য নিয়ে সামনে খোলা ফাইলে মন দেবার চেষ্টা করল। কিন্তু তা সত্বেও বিকাশের যাবার কোন লক্ষণ নেই যেন।

কি ব্যাপার বলুন তো! আজ আপনার আচরণ খুব অদ্ভুত লাগছে আমার। আপনার কথা কি শেষ হয়নি? শেষ হয়ে থাকলে আপনি যান। এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে আপনার অস্বস্থি না হলেও আমার হয়। অযথা এখানে দাঁড়িয়ে থাকবেনই বা কেন? বিকাশ ভীষণ বিব্রত ভঙ্গিতে বলল, ম্যাডাম আপনাকে কিছু বলব বলেই দাঁড়িয়ে আছি আমি।

তো বলুন না! এত ভনিতা বা নাটক করবার কি প্রয়োজন পড়ল? নয়না রাগ আয়ত্তে রাখতে পারল না। চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলল।

ম্যাডাম, আপনি আমার গুরুজন, আমার শ্রদ্ধার পাত্র। এই কর্মক্ষেত্রে আপনি আমার ব'স বা মালিক। আপনাকে বলা শোভনীয় কিনা জানিনা। তবুও বলতে চাইছি। খুব ইতস্ততঃ ভাব নিয়ে কথাগুলো বলল বিকাশ।

আচ্ছা, কি এমন কথা বলুন তো! যা, আপনি আজ সারা দিনে অনেকবার চেষ্টা করেও বলতে পারেন নি? তার জন্য এত ভনিতারই বা কি দরকার? বিরক্তির ওপর ধৈর্যের প্রলেপ বুলিয়ে, জিজ্ঞেস করল নয়না।

ম্যাডাম, আপনি এখনও ভীষণ আকর্ষণীয়, ভেরী মাচ এট্রাকটিভ। বিকাশ চোখ কান

বন্ধ করে বলল বুঝি কথাটা।

নয়না কিছু বুঝতে না পেরে প্রথমে হাঁ করে চেয়ে রইল। তারপর কপাল কুঞ্চিত করে বিকাশকে ভাল করে লক্ষ্য করল।

বিকাশের মস্তিষ্কে সত্যিই কোন গণ্ডগোল হয়েছে কিনা বুঝবার চেষ্টা করল। সুস্থ অবস্থায় বিকাশ নয়নাকে এই কথা বলতে পারে না। তাই পুনরায় জিজ্ঞেস করল, কি বল্লেন বিকাশ বাবু?

বিকাশ পকেট থেকে রুমাল বার করে মুছে বলল, ম্যাডাম, আপনি যাতে কোন রকম বিপদে না পড়েন সে জন্যেই বলা। বিকাশ বুঝি আরেকবার ঝটকা দিল নয়নাকে। তাই মাথাটা ঝাঁকিয়ে বিকাশকে বোঝার জন্য নিজেকে সুস্থ করে নিল নয়না। কি বলতে চাইছেন বিকাশ বাবু? কার সামনে দাঁড়িয়ে কি কথা বলছেন আপনি? একটু খোলসা করবেন?

হ্যাঁ ম্যাডাম। আপনি এখনো আকর্ষণ করবার প্রচুর ক্ষমতা রাখেন। আই মীন ইউ এ্যাট্রেক ইউর ওপোজিট সেক্স ভেরী মাচ।

বিকাশ বাবু!! নয়না ধৈর্য ধরে রাখতে না পেরে চেঁচিয়ে উঠল।

নয়নার চিৎকারে খানিকটা মিইয়ে গেলেও বিকাশ থামল না। নয়নাকে অবাক করে দিয়ে নিজের বক্তব্য চালু রাখল।

আজ যখন শুরু করে ফেলেছি তখন সবটুকু বলতে দিন ম্যাডাম। আপনার এই গুণ দেখে অনেকে সুযোগ নিতে চায়। কিন্তু আপনি নিজে মোটেও সচেতন নন নিজের ব্যাপারে। বরং বড় বেশী উদাসীন আপনি।

নয়না কি ক্রোধ সামলাতে না পেরে ফেটে পড়বে? বিকাশ এত আস্পর্ধা পেল কোথায়? নয়না কখনও বিকাশকে উস্কানি দেয়নি।

যাই হোক, ক্রোধ সম্বরণ করেই বিকাশকে প্রত্যুত্তর দেওয়া ঠিক হবে মনে করল নয়না।

আপনি কি আমার সাথে আর কাজ করতে চান না বিকাশ বাবু? শান্ত স্বরে প্রশ্নটা করল নয়না।

না ম্যাডাম, তা কেন হবে? কাজ করব না কেন?

তাহলে? হোয়াই আর ইউ ক্রশিং ইওর লিমিট?

নয়নার রাগ বা বিরক্তি বিকাশের ওপর কোন প্রতিক্রিয়া হতে দিচ্ছে না। বিকাশ এখন বেশ সহজ ভাবেই নয়নাকে কথাগুলো বলছে। তাই সেই সূত্র ধরে আবার বলল, সকালের ব্যাপারটা যাতে পুনরায় না ঘটে, সে জন্যেই বলা ম্যাডাম।

তো! কি বলতে চাইছেন আপনি? আমার আকর্ষণ কমাবার জন্য আমায় কি কিছু করতে হবে?

আপনার কোনও কথার অর্থ বুঝতে পারছি না আমি বিকাশ বাবু। সকালের ব্যাপারটা নিয়ে আমি আর কোন চিন্তা করছি না।

কেউ যদি কোনও মতলব নিয়ে বাজে কথা বলে থাকে তাতে আমার কি? নাথিং। তবে পুনরায় ওরা আমাদের এখানে পদার্পণ করবার দুঃসাহসিকতা করবে বলে আমি আশা করি

না। কিন্তু তার জন্য আপনি এত উতলা হয়ে উঠেছেন কেন বলবেন?

ম্যাডাম, আমার কথা আপনি কি ভাবে নিলেন জানি না। তবে আমি মনে করি, আপনি যতক্ষণ অফিসে থাকবেন, ততক্ষণ আমাদেরও এখানে থাকা উচিত। আদার ওয়াইজ্ সাম আদার এলিমেন্ট ম্যা কাম টু ডিস্টার্ব ইউ।

নয়নার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে দিয়েছিল বিকাশ। এখন এই মুহূর্তে এই কথাটা বলে নয়নাকে খুব শান্ত করে দিল।

তো! আপনি আমাকে পাহারা দিতে চান বিকাশবাবু?

আই ডিড্ নট্ মীন দ্যাট ম্যাডাম। অফিসে অন্য কোন পুরুষ মানুষ নেই বলেই কথাটা বলা। বিকাশ প্রতিবাদ করল।

কেন বিকাশ বাবু? কোন পুরুষ মানুষ ছাড়া আমার এই অফিসে উপস্থিত থাকা চলবে না কেন? তাছাড়া, আপনার হঠাৎ আমার জন্য এত দুর্ভাবনা হবে কেন? আপনার দুর্ভাবনার কোন কারণ খুঁজে পাচ্ছি না আমি।

বিকাশ কোন জবাব না দিয়ে নত মস্তকে দাঁড়িয়ে। নয়না ধরতে পারছে না বিকাশের ঠিক কি হয়েছে।

আমি এই কাজের ভার নিয়েছি স্ব-ইচ্ছাতে। কোন পাহারাদারের আশা রাখিনি কখনও। কখনো তার প্রয়োজন হবে বলেও মনে হয়নি। অফিসে দুটো বাচ্চা মেয়েও কাজ করছে, তারাও, স্ব-ইচ্ছাতে কাজ করেছ এখানে। ওরা নিজেদের দায়িত্বে আসে, কাজ করে চলে যায়। আমি বা ওরা শুধু ভয় করব কেন? কাকে ভয় করব?

বিকাশ কোনও প্রত্যুত্তর করল না।

নয়না আবার বলল, এই ধরনের অবান্তর ও অহেতুক কথা আপনার কাছ থেকে আশা করিনি বিকাশবাবু।

আমি আপনাকে যথেষ্ঠ পরিণত বলে ভাবতাম। কিন্তু, এখন মন হচ্ছে আপনি তা নন।

আপনার সব কথার প্রসঙ্গে আমি একটাই প্রশ্ন রাখব। আপনি আমার প্রতি এই মন্তব্য করবার সাহস পেলেন কোথায়?

ম্যাডাম!

থামুন। আমরা এই প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মীরা এক সঙ্গে এই প্রতিষ্ঠানে কাজ করি, এইটুকু শুধু মনে রাখবেন। এর বাইরে অন্য কোন দুর্ভাবনার দায়িত্ব আপনার নেই।

ম্যাডাম, যদি আপনাকে এই সমস্ত কথা বলে দোষ করেছি তাহলে ক্ষমা করে দেবেন। তবুও বলব, রিমা আর বাসবীর আকর্ষণটা অন্য রকম, আপনার আকর্ষণটা অন্য রকম। আপনার আকর্ষণ বহুমুখী। আপনি আমার চাইতে বয়সে অনেক বড়, তবুও আপনাকে একটা উপদেশ দেব। আপনি একটু সাবধানে থাকবার চেষ্টা করবেন।

বিকাশবাবু আজ নয়নার ধৈর্যের পরীক্ষা নিচ্ছে কিনা বুঝতে পারল না নয়না। নয়নার সহনশীলতা সম্পর্কে বিকাশ কিছুই জানে না। তবে কোনও কারণে নয়নার মনে ভীতির সঞ্চার করতে চাইছে বিকাশবাবু। বিকাশবাবু চাইছে নয়না ভীত হয়ে বিকাশবাবুর ওপর

নির্ভর করতে বাধ্য হোক।

ভীষণ শান্ত অথচ তীব্র একটা দৃষ্টি রাখল নয়না বিকাশের ওপর।

বিকাশবাবু আমি একজন বয়স্ক ও বিবাহিত মহিলা। আমার এই গুণ বা অবস্থা আমার প্রতি আপনার মন্তব্যকে খারীজ করবার জন্য যথেষ্ট বলে আমি মনে করি। তা ছাড়াও কেবল কারো মুখের কথায় কিংবা ব্যবহারে আমার ব্যক্তিত্বের স্খলন হবার কোন সম্ভাবনা নেই বিকাশবাবু।

আমি এখন অনেক কিছুর ঊর্ধ্বে বিকাশবাবু। সুতরাং, আপনার এই ধরনের অবাস্তব চিন্তা ভাবনা করবার কোন কারণ নেই।

ভবিষ্যতে কখনও এই ধরনের অবাস্তব ও অনাবশ্যক প্রসঙ্গ উত্থাপন করবেন না। এখন আসুন।

বিকাশ গেল না। নত মস্তকে দাঁড়িয়ে রইল।

এ কি একগুয়ে পানা আরম্ভ করেছে বিকাশ? নয়নাকে কি তিষ্ঠোতে দেবে না বিকাশ?

কি হল? এখন আপনি যান। কোন কাজ না থাকলে বাড়ী চলে যান। কাজ নেই বলে কারো সামনে সং-এর মত দাঁড়িয়ে থাকতে পারেন না আপনি।

নয়নার খোঁচাটাও গায়ে মাখল না বিকাশ। গোঁ ধরার মত দাঁড়িয়ে রইল।

নয়না অতিষ্ঠ হয়ে বলল, কি হল? আরো কিছু বাকী আছে?

ম্যাডাম আজকের ঘটনাটার জন্য আপনি আমাকেই দোষী ভাবলেন। কিন্তু,

থামুন বিকাশ বাবু। এসব আর ঘাটাতে চাই না আমি।

প্লিজ ম্যাডাম, আর একটা কথা শুনুন। এটাই আমার আসল কথা।

সকালে খেলিয়া কম্পেনি থেকে ছগনলাল আর ভগনলাল এসে নিয়মিত আমাদের মাল কেনার প্রস্তাব দিয়েছিল। ওদের চাহিদা অনুসারে সব ব্যবস্থা করে এগ্রিম্যান্ট তৈরী করতে যাচ্ছিলাম আমি। হঠাৎ ওরা জানতে পারে এখানকার মালিক একজন মহিলা। তখন ওরা ওদের মত পাল্টে বলল, একটু সবুর করুন, মালকিনকে আসতে দিন তারপর সব আলোচনা হবে। ওরা আমাদের নিয়মিত গ্রাহক হতে ইচ্ছুক এটা আমাদের জন্য একটা সুখবরও প্লাস পয়েন্ট। হাত ছাড়া হয়ে গেলে না আবার আফসোস করতে হয়, সেজন্যেই আমি আপনাকে আসবার জন্য জোর দিই।

আপনি যখন অফিসে ঢুকছিলেন, সেই সময় জানলা দিয়ে আপনাকে দেখার পর দুজনের মধ্যে তাৎক্ষণিক ভাবে কিছু আলোচনা হয়। আমি ওদের নিজস্ব ভাষার কথোপকথন ঠিক মতন বুঝতে না পারলেও এইটুকুন আন্দাজ করেছিলাম। ওরা আপনার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে এবং আপনাকে দিয়ে কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে সিদ্ধি করবার পরিকল্পনা করছে। আমি আপনাকে সাবধান করবার সুযোগ পাইনি।

আজ্ঞে না বিকাশবাবু। আমি মনুষটাকে নিয়ে ওরা তত আগ্রহানিত্ব ছিল না। যতটা ছিল আমাদের এই উদ্যোগকে নিয়ে। তবে হ্যাঁ, আজ আমাকে বেকায়দায় ফেলবার একটা চক্রান্ত করা হয়েছিল। আমি বোধহয় ততটা বোধ বুদ্ধিহীন নই বিকাশবাবু যতটা চক্রান্তকারী আন্দাজ

করেছিল। প্রথমে যে একটু ধোকা খাইনি তা নয়। আপনার মত আমারও মনে হয়েছিল, ওরা আমার চরিত্রের অন্য দিক বাদ দিয়ে নারীত্বকে বেশী প্রাধান্য দিতে চাইছে। ওরা চলে যাবার পর, স্থির মস্তিষ্কে চিন্তা করে দেখলাম আমার বয়সী একজন বিবাহিত মহিলাকে টোপ রূপে ব্যবহার করবার কোন কারণ থাকতে পারে না। আমার দ্বারা এই উদ্যোগ সফলতার পথে এগিয়ে যাচ্ছে বলে আমাকে খুশী করতে চাওয়া ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না আমার প্রতি এই মন্তব্য করবার। আমি ওদের কথার বিগলিত হয়ে গেলে, ওরা ওদের পরবর্তী পদক্ষেপের অবতারণা করত। কারণ, ব্যবসাদার লোকেরা নিজের লাভ ছাড়া অন্য চিন্তা কখনো করে না। চক্রান্তকারীর আসল উদ্দেশ্য আমাদের এই উদ্যোগ কব্জা করা বা চিরতরে বিনষ্ট করে দেওয়া।

আজকেই ওরা কিছু করতে চায় নি। আজ আমাকে একটু বাজিয়ে দেখল শুধু। তারপর হয়ত ধীরে ধীরে অগ্রসর হত। আমার বোধ বুদ্ধিতে আজকের ঘটনার কারণ তাই মনে হচ্ছে। সে যাক, যা হবার হয়ে হয়ে গেছে। ভবিষ্যতের জন্য আমাদের সজাগ ও সচেতন থাকতে হবে।

নয়না, বিকাশের কাছ থেকে রেহাই পাবার শেষ অস্ত্র ব্যবহার করে মুক্তি পেতে চাইল। কিন্তু না, বিকাশ বুঝি তবুও নড়তে চায় না। নয়নার কেবিনের বাইরে যেতে চায় না।

নয়না বলল, সব ফয়সালা তো হয়ে গেল বিকাশবাবু। এখন তো যান আপনি!

ম্যাডাম, আপনি স্বীকার করুন না করুন, আপনার মধ্যে বিশেষ গুণ আছে ম্যাডম। বিকাশ আবার জোর গলায় ঘোষণা করল।

বিকাশ কি নয়নার ওপর মুগ্ধ দৃষ্টি রেখে বলল কথাটা? নয়নার মনে হল যেন তাই। যাই হোক, নয়না, বিকাশের এই সমস্ত ভুল ত্রুটি নিয়ে আর মাথা ঘামাবে না।

নয়না মুখে হাসি এনে বলল, আমার মধ্যে যাই থাকুক বিকাশবাবু, তা রক্ষা করবার দায়িত্ব আমার। আপনি বা অন্য কারো উদ্বিগ্ন হবার কোন কারণ নেই।

তবুও বিকাশ আঠার মত সেঁটে রইল টেবিলে হাত রেখে।

বিকাশ কি যাবেই না? খুব অদ্ভুত তো? নয়না উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আপনাকে যদি এখানে দাঁড়িয়ে থাকবার ভূতে পেয়েছে, তাহলে থাকুন আপনি এখানে সারারাত ধরে। আমি যাচ্ছি অন্য কামরায়।

বিকাশ নয়নার কথা শুনে হাসল। সকাল থেকে এই প্রথম বুঝি বিকাশের মুখে হাসি দেখল নয়না।

আপনাকে বিরক্ত করা কিন্তু আমরা উদ্দেশ্য নয় ম্যাডাম।

তা না হোক। আমাকে একটু কম খুশী করবার চেষ্টা করবেন বিকাশবাবু। তাহলেই আমি খুশী হব।

শেষ পর্যন্ত বিকাশবাবু নয়নার কামরা ছেড়ে গেলেন। নয়না স্বস্তির নিঃশ্বাস নিল। বিকাশ বাবুকে এমন অস্বাভাবিক আচরণ করতে কখনো দেখেনি নয়না। মাড়োয়ারী ব্যবসাদার দু'জন যা করেছিলেন সেটা অন্য ব্যাপার। বিকাশবাবু যা করলেন সেটা অন্য ব্যাপার। নয়নার

গতি হঠাৎ এই ধরণের মন্তব্য করবে কেন বিকাশ? তাহলে কি নয়নার ধারণা সত্য? নয়নাকে ভীত করে তুলতে চাইছে বিকাশ। নয়না ভয় পেয়ে বিকাশের উপর নির্ভর করতে শুরু করুক। এই কি চায় বিকাশ? তাই মাড়োয়ারী দুজনের সাহায্য নিয়েছে?

বিকাশবাবু চলে যাবার পরও নয়না বিকাশবাবুর কথাই ভাবছিল। আজকের ঘটনাটা খুব অদ্ভুত লাগছে নয়নার। হঠাৎ, খেরিয়া ইন্ডাস্ট্রির দুই কর্ণধার নয়নার কাছে আসবে কেন? নয়নাকে শুদ্ধ নয়নার উদ্যোগ ক্রয় করে নেবার প্রস্তাব দেবে কেন? তাহলে কি সত্যিই বিকাশবাবু কোন চাল চাইছেন? কিন্তু, বিকাশবাবু কোন চাল চালবেন কেন? এই উদ্যোগ বিকাশবাবুর প্রাণ। বিকাশবাবু কি করে এই উদ্যোগের কোন অনিষ্ট করবার সংকল্প করতে পারেন?

এই উদ্যোগে বিকাশবাবুর প্রাণ বলেই হয়ত বিকাশ বাবু চাইছেন, নামের কাঁটা নয়না এই প্রাণ থেকে চিরকালের জন্য বিলুপ্ত হয়ে যাক। তাই নয়নাকে কোন বিপদে ফেলবার ষড়যন্ত্র করছেন? নয়নাকে বেকায়দায় ফেলে, এই উদ্যোগ কব্জা করবার অভিপ্রায় করছেন?

ডি. এ. ইন্ডাষ্ট্রির জন্য বিকাশের অবদান সামনে রাখলে বিকাশকে সন্দেহ করা যায় না। নয়না কোন ভাবেও বিকাশকে শত্রু মনে করতে পারে না। কিন্তু, বিকাশের আজকের আচরণ নয়নাকে চিন্তিত করে তোলার জন্য যথেষ্ট।

এখন থেকে নয়নাকে আলাদা ভাবে সতর্ক থাকতে হবে। নয়না কাউকে অবিশ্বাস করতে চায় না যদিও। কিন্তু, নয়নার একলার ভাবনায় তো কিছু হবে না। কেউ যদি নয়নাকে ধোকা দেবার ব্যবস্থা করে, তাহলে নয়নাকেও ফাঁদে না পড়বার ব্যবস্থা করতে হবে বৈকি।

জানলা দিয়ে বাইরে দৃষ্টি রাখতে মনে হল অন্তু দাঁড়িয়ে রয়েছে। নয়না অন্যমনস্কতা কাটিয়ে ভাল করে লক্ষ্য করল। হ্যাঁ অন্তুই। অন্তুও অনেকক্ষণ থেকে মাকে লক্ষ্য করছিল। একবার মাকে ডেকেছিল। মা বোধহয় শুনতে পায়নি।

নয়না অন্তুকে ভেতরে ডাকল।

না, ভেতরে যাব না। তুমি বাড়ী চল। অন্তু বায়না ধরল।

যাব। একটু অপেক্ষা কর, পাঁচটা বাজুক। রোদ কমলে যাব।

তোমার অফিসে তুমি কেন নিয়ম মানবে মা? সময় দেখে যাবে কেন? একটু আগে গেলে কি হয়?

আমার অফিস তো কি হয়েছে। নিয়ম সবার জন্যেই এরকম থাকবে।

অন্তুর অস্থিরতায় নয়না বসাক কে দিয়ে একটা অটো নিয়ে এল।

বসাককে সামনে রেখে, দরাদরি করে এই অটোকেই প্রতি দিনের জন্য বন্দোবস্ত করে ফেলল নয়না। নয়নার একটা সমস্যার সমাধান হল। বসাককে সব আদেশ উপদেশ দিয়ে ঠিক পাঁচটায় বের হল নয়না।

ঘরে ফিরে চান করে, হাল্কা জামা গায়ে দিয়ে কিছুক্ষণ পাখার নীচে বসে আরাম বোধ করল।

অন্তুর খিদে পেয়েছে তাই কিছু খেতে চাইল অন্তু।

নয়না দু'গ্লাস সরবত বানিয়ে নিয়ে এল। নে ধর, ঠাণ্ডা খেয়ে নিজেকে তৃপ্ত কর।

মা আমার খিদে পেয়েছে। সরবত খেলে কি পেট ভরবে?

আহা, খাবার বানাতে সময় লাগবে না অন্তু? এই তো আমি এলাম।

খানিকক্ষণ পর খাবার আর চা বানিয়ে নিয়ে এল।

অন্তু খেতে খেতে বলল, মা ডিম আর ব্রেড ভীষণ কমন হয়ে গেছে। মধ্যে মধ্যে মেনু বদলাবে মা।

মেনু বদলাবে মা! এখন আমি খেটে খেটে এলাম রে অন্তু। এখন কি যুৎ করে কিছু তৈরী করবার শক্তি আছে? ছুটির দিন ছাড়া অন্য কিছু পারব না রে অন্তু। মন খারাপ করিস না, এই খেয়ে নে।

মন খারাপ করব কেন? আমি তো ঠাট্টা করলাম মা। ডিমের ওমলেটটা যা স্বাদ হয়েছে না।

এই অন্তু অমন করবি না তো! স্বাদ হয়েছে কিনা শুনতে চাইনি আমি।

অন্তু হাসতে শুরু করেছে। আমি সেজন্য বলিনি মা। সত্যি আজকের ওমলেটা খেতে খুব ভাল হয়েছে। টমেটো দিয়েছ, আরো কিছু দিয়েছ বোধ হয়।

এই ছেলে পরোটা বানিয়ে রেখেছিলাম খাসনি কেন?

মা, ঠাণ্ডা হয়ে গেলে ভাল লাগে না খেতে।

কেসারোলে রেখে দিয়েছিলাম। মাইক্রোওভেনে একটু গরম করে নিলে পারতিস।

অত কিছু করতে গেলে খাবার চার্ম নষ্ট হয়ে যায় মা।

ঠিক আছে, কাল থেকে মুন্নির মাকে বলে দেব ঠিক চারটেতে আসতে। তুই এলে তোকে গরম কিছু বানিয়ে দিতে।

না মা, অত কিছু লাগবে না। আসলে তুমি না থাকলে আমার খেতে ভাল লাগে না।

বুড়ো ছেলে। সবসময় কি আমি সময় মতন আসতে পারি?

মা, তুমি যখন আসবে, তখন আমি খাব।

খিদে আটকে রাখবি?

হ্যাঁ মা, তোমার জন্য। অন্তু হাসতে হাসতে জবাব দিল।

খাওয়া সেরে অন্তু নীচে চলে গেল খেলতে। নয়না ঘুমিয়ে পড়ল। এখন আর কোন বাধা মানতে নারাজ নিদ্রাদেবী। সারা দিনের ক্লান্তি ঘুমের কোন ব্যাঘাত ঘটাতে পারল না।

টানা তিন ঘণ্টা নাক ডেকে ডেকে ঘুমোল নয়না।

অন্তু, নিজের ঘরে বসে অংক করছিল। নয়ন প্রবেশ করলে বলল, মা তুমি এন্টি স্নোরিং টেবলেট খাবে তো? এত জোরে নাক ডাকছিলে।

নয়না লজ্জা পেয়ে বলল, ডাকছিলাম বুঝি? আসলে খুব ক্লান্তি নিয়ে ঘুমোলে ওরকম হয়।

কি করছিস?

অংক করছি। মা, আমার ইংরেজীর প্রশ্নের উত্তরগুলো একটু দেখে দেবে তো?

নয়নার ঘুমের জের তখনো যায়নি। হাই তুলে চেয়ারে বসে বলল, দিস দেখে দেব।।

মা, তোমার মুখ দেখেছ কি ফুলেছে? এতক্ষণ ঘুমোও কি করে?

গত রাতে একটুও ঘুম হয়নি রে, তাই তো এসেই ঘুমিয়ে পড়লাম।

দে, তোর কি দেখে দিতে বললি দেখে দিচ্ছি। তারপর রান্না ঘরে যেতে হবে।

এখন না করলেও হবে মা। তোমার অন্য কোন কাজ থাকলে করে নাও। পরে সময় করে দেখে দিও।

মুন্নির মা এসেছিল রে?

না, আসেনি।

তাহলে বোধ হয় কালও আসবে না।

অন্তু খাতা বন্ধ করে এসে মায়ের মুখোমুখি বসে বলল, মা জান, আজ সেই আংকেলের সঙ্গে দেখা হয়েছিল।

কে? কার সঙ্গে দেখা হয়েছিল?

সেই যে, একদিন আমাদের বাড়ী পৌঁছে দিয়েছিলেন? আমরা বাজারের সামনে নেমে পড়লাম।

কে? কার কথা বলছিস?

মা তুমি কি! সব ভুলে যাও। আমরা কিছু কিনতে বেরিয়েছিলাম। বাজারে পৌঁছানোর আগেই হঠাৎ বৃষ্টি শুরু হল। আমরা রিক্সা অটো কিছু না পেয়ে প্রবল বর্ষা থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য এক বন্ধ দোকানের বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিলাম! মনে নেই?

ওহ্! সেই ভদ্রলোক? কোথায় দেখা হল? নয়নার গলার স্বরে নির্লিপ্ততা ফুটে উঠল।

আমি স্কুল থেকে বেরিয়ে রিক্সায় উঠতে যাচ্ছিলাম। আংকেল গাড়ী নিয়ে সামনে দাঁড়ালেন।

তুই চিনলি কি করে? তোকে চিনেছেন?

না চেনার কি আছে। তাছাড়া, আংকেল একটু অন্য রকম তাই আংকেলকে চিনতে অসুবিধে হয় না। আমাকে গাড়ী করে বাড়ী পৌঁছে দিলেন।

অন্তু, তুই এমন হ্যাংলাপানা করবি না তো!

কি হ্যাংলাপানা করলাম মা?

অচেনা অজানা কোন লোক লিফ্‌ট দিতে চাইলেই তুই গাড়ীতে উঠে পড়বি?

অচেনা কেন হবে মা, আমাদের সঙ্গে তো পরিচয় আছে ওনার। তাছাড়া উনি খুব ভদ্র মা। অংকেলের অনেক জ্ঞান।

একদিন গাড়িতে চড়ে এত কিছু জেনে ফেলেছিস? আর কখনও গাড়িতে উঠবি না।

কেন মা? তুমিও তো বল মানুষের সঙ্গে মিশলে মানুষের জ্ঞান ও বুদ্ধি বাড়ে।

বলেছিলাম হয়ত। কিন্তু, তাই বলে তুই রাস্তায় পরিচিত লোকের সাথেও মেলামেশা করবি?

অন্তুর অভিমান হল। একজন জ্ঞানী মানুষের সঙ্গে পরিচিত হওয়া তো ভাগ্যের কথা।

তাহলে মা এমন করে বলবেন কেন। রাস্তায় পরিচয় হয়েছে বলে উনি তো আর রাস্তার লোক নয় মা।

থাক। ঐ লোকের গুণ গেয়ে আর কাজ নেই।

অন্তু মায়ের অখুশী হবার কোন কারণ খুঁজে পেল না। অভিমান করে বলল, ঠিক আছে আমি এখন থেকে আর কারো সঙ্গে মেলামেশা করব না।

এতে রাগবার কি হয়েছে বাবা। নয়না অন্তুর পিঠে হাত বুলিয়ে মোলায়েম স্বরে বলল।

একজন পরোপকারী লোকের প্রতি তুমি এধরনের মন্তব্য করবে কেন মা।

একদিন যেচে উপকার করেছিলেন। আমরা সেই উপকারে উপকৃত হয়েছি হয়ত কিন্তু, তাই বলে সব সময় ওনার অযাচিত উপকার গ্রহণ করতে যাব কেন। এটাই আমার কথা।

অন্তু গম্ভীর হয়ে মায়ের কাছ থেকে সরে গিয়ে পড়ার বই খুলে বসল।

কিছুক্ষণ পর নয়না জিজ্ঞেস করল, তা কি বললেন তোর ঐ আংকেল?

বলেছেন অনেক কথা। অনেক ধরনের জ্ঞানের কথা। তুমি শুনে কি করবে।

নয়না হেসে বলল, আমি বুঝি খুব মুর্খ, কিছু বুঝব না!

না তা নয়। তুমি এসবে উৎসাহ পাবে না।

নয়না আবার হাসল। বলল, জ্ঞানের কথা ছাড়া অন্য কথা কিছু বলেন নি?

অন্য কথা আবার কি বলবেন?

মা জানো, আংকেল ইউ.পি.র লোক। তা সত্ত্বেও কি সুন্দর বাংলা বলেন।

অনেকে পারেন। নিজের মাতৃ ভাষার বাইরেও অন্য ভাষা বলতে পারেন।

নয়না ঘড়ি দেখে জিজ্ঞেস করল, খাবার বানিয়ে দেব? নাকি আর একটু পরে?

বানাও। আর একটু পরে খেতে দিও। এখন একটু কাজ করছি। অন্তু নিজের কাজে মনোনিবেশ করল।

নয়না আর অন্তুর এই শহরে তিন বছর হয়ে গেল। মা ও ছেলের সংসারে দুজনে দুজনের সাথী। অন্তু আগের চাইতে এখন অনেক বড় হয়েছে। ক্লাশ ইলেভেন শেষ করে টুয়েলভে উঠবে। ক্লাশ টেনের পরীক্ষার পর বিজনের সঙ্গে পণ্ডিচেরীতে পাঠিয়ে দিয়েছিল অন্তুকে। ওখান থেকে একাই বাবার কাছে চলে গিয়েছিল অন্তু। একমাস বাবার কাছে থেকে আবার একাই ফিরে এসেছে।

অরিন্দম হায়দ্রাবাদ পর্যন্ত এসে অন্তুকে প্লেনে উঠিয়ে দিয়েছিল।

অন্তু একা আসা যাওয়া করতে শিখে ফেলায় নয়না অনেকটা স্বস্তি পেয়েছে। অন্তুর মধ্যে আত্মনির্ভরতা বোধ এসেছে, আত্মবিশ্বাস এসেছে। নয়না এটাই চায়। এই দুই গুণের অধিকারী হলে একদিন সত্যিকারের মানুষ হতে বাধ্য অন্তু।

অন্তু মানুষ হবে না কেন? এখন বয়সই বা কত! আরো দৃঢ় হবে অন্তু, ওর মধ্যে আত্ম-প্রত্যয় বৃদ্ধি পাবে।

এখনও সে রকম পরিণত হয়নি। তা সত্ত্বেও নয়না অনেক ব্যাপারে অন্তুর পরামর্শ ও সহায়তা খোঁজে। অবশ্য অন্তুর বয়স ভোলে না। পনের ষোল বছরের ছেলেকে যতটা বলা

উচিত সেই অনুযায়ী হিসেব করেই অন্তুর সামনে নিজের সমস্যাকে খুলে ধরে নয়না।

আজও কি নয়না অন্তুর বয়সের কথা ভেবেই হিসেব করল? অন্তুর কাছে কিছু গোপন করল? নাকি, অন্য কোন কারণ ছিল? তা না হলে অন্তু যখন আংকেলের কথা শুরু করল, তখন নয়নারও উচিত ছিল বলা, ওহ, তোর সেই আংকেলের সাথে আমারও গতকাল দেখা হয়েছিল। আমাকেও গতকাল গাড়ী করে পৌঁছে দিতে চেয়েছিলেন। এই তো স্বাভাবিক হত। কিন্তু নয়না ছেলের কাছে এই স্বাভাবিক কথাটা প্রকাশ করতে পারল না কেন?

রবি আনন্দ এণ্ড সন্স। শহরের নামী দোকান। বিকাশকে সঙ্গে নিয়ে সেখানে কিছু কেনাকাটা করতে গিয়েছিল নয়না। নয়না দোকানে ঢুকতেই ভদ্রলোককে মালিকের সামনে বসে থাকতে দেখেছিল। নয়নাকে দেখতে পেয়ে দোকানের মালিক গ্রাহককে খুশী করবার ধান্দায় এগিয়ে এলে ভদ্রলোক পত্রিকায় মনোযোগ দিয়েছিলেন।

নয়না কাজ শেষ করে বেরিয়ে আসবার সময়, ভদ্রলোক দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন। নয়না কথা বলবে কি বলবে না ভেবে ইতস্তত করছিল। ভদ্রলোক ভদ্রতা করছিলেন। কি খবর, ভাল আছেন?

খুবই অমায়িক সুরে বলেছিলেন ভদ্রলোক। তাই নয়নাকেও ভদ্রতা করতে হয়েছিল। হাতজোড় করে বলেছিল, হ্যাঁ ভাল।

এখানে কিছু প্রয়োজন ছিল বুঝি? ভদ্রলোক দ্বিতীয় প্রশ্ন করেছিলেন।

নয়না সংক্ষিপ্ত জবাব দিয়েছিল, হ্যাঁ, একটু ছিল।

ওহ, অচ্ছি বাত হ্যায়। বলে ভদ্রলোক বেরিয়ে এসেছিলেন।

বিকাশ দোকানের জিনিষপত্র নিয়ে চলে যাবার পর, নয়না কিছুদূর এগিয়ে অটোর জন্য অপেক্ষা করছিল।

অনেক সময় অপেক্ষা করাটা অসহনীয় হলেও অপেক্ষা করতে হয়। গতকাল নয়নারও তাই হয়েছিল। কিন্তু প্রতীক্ষা করবারও তো একটা সময় সীমা থাকে। কতক্ষণ অপেক্ষা করা যায়! অবশেষে বাধ্য হয়েই হাঁটতে শুরু করে দিয়েছিল।

কোথায় যাবেন? হঠাৎ আচমকা ভদ্রলোকের গাড়ী নয়নার সামনে এসে পথরোধ করেছিল।

নয়না অস্বস্তি কাটিয়ে জবাব দিয়েছিল, এই সামনেই। তারপর হাঁটতে শুরু করে দিয়েছিল। কেউ যেচে কথা বললে, নয়না চট করে সহজ ভাবে নিতে পারে না। তাই বিরক্ত হয়ে হাঁটছিল। কিন্তু ভদ্রলোক ছাড়লেন না। বললেন, আপত্তি না থাকলে আমি পৌঁছে দিতে পারি।

নয়না নিজের আত্মীয় স্বজনদের কাছ থেকেই সহায়তা নিতে চায় না। অনাত্মীয় অপরিচিতদের কাছ থেকে নেবে কেন?

একদিন বৃষ্টির মুখে পড়ে ভদ্রলোকের উপকার স্বীকার করেছে বলে, সব সময় এনার উপকার নিতে যাবে কেন নয়না।

আপত্তির কারণ নেই। তবে আমি হেঁটেই চলে যেতে পারব। বলল নয়না।

সে আমি জানি। আপনি অনেক কিছু পারেন। তবুও অনুরোধ করছি।

নয়না এগোবার জন্য পা বাড়াতেই, ভদ্রলোক গাড়ী থেকে নেমে, গাড়ীর দরজা খুলে নয়নাকে ভেতরে যাবার জন্য আহ্বান করেছিলেন। উঠুন!

উচিত অনুচিতের প্রশ্ন ছাড়াও, নয়নার আপত্তির কারণ আছে। নয়না খুব অস্বস্তি বোধ করে এ ধরনের অযাচিত প্রস্তাবে। কি করা উচিত বুঝতে না পেরে নয়না এক পা দুপা করে এগোতে শুরু করল।

প্লিজ! বলে ভদ্রলোক আবার অনুরোধ করলেন।

কেন এমন করছেন ভদ্রলোক? নয়নাকে কতখানি অসুবিধায় ফেলেছেন বুঝতে পারছেন না কেন?

নয়না আজকাল ঝগড়া করা ছেড়ে দিয়েছে। তা নাহলে এখন সেই ঝগড়া করেই জয়ী হতে পারত।

আপনাকে খুব অসুবিধায় ফেললাম তো! নয়না ভদ্রতা করবার চেষ্টা করল।

অসুবিধা আমার নয়, অসুবিধা আপনার হচ্ছে। সেজন্যেই গাড়ীতে ওঠার জন্য অনুরোধ করছি।

রাস্তার দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নয়না আর কতক্ষণ যুদ্ধ করবে? অগত্যা নিজের অসহায় অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্যেই গাড়িতে উঠেছিল নয়না। স্টিয়ারিং ঘোরাতে ঘোরাতে, একবার শুধু নয়নার দিকে চেয়েছিলেন তিনি। তারপর, নিঃশব্দে গাড়ী চালাচ্ছিলেন এবং নয়নাকে খুব অবাক করে দিয়ে সোজা নয়নার ফ্ল্যাটের সামনে এনে গাড়ী দাঁড় করিয়েছিলেন।

নয়না কোথায় যেতে চায় বা যাবে, একথা একবারও জিজ্ঞেস করেন নি ভদ্রলোক। অথচ, গাড়ী এনে দাঁড় করিয়ে ছিলেন নয়নার ঘরের সামনে। নয়না বিস্মিত হলেও কোন প্রশ্ন করেনি। নীরবে গাড়ী থেকে নেমে চলে এসেছিল। নয়নার একটা ধন্যবাদ জানানো উচিত ছিল। সেটা জানায়নি বলে পরে নয়নার খারাপ লেগেছে।

এইটুকুন কথা অন্তুকে বললে কিছু হত না। এখানে গোপনীয়তার কিছু নেই। ঠিক আজ যেমন অন্তুকে পৌঁছে দিয়েছিলেন। গতকাল নয়নাকেও পৌঁছে দিয়েছিলেন ভদ্রলোক।

কিন্তু, এই তো প্রথম নয়, অন্য একদিনের কথাও অন্তুকে খুলে বলতে পারেনি নয়না। কেমন যেন বাধ বাধ ঠেকেছে। সেদিনের ঘটনাটা পুরোন হয়ে গেছে। এখন অন্তুর কানে গেলে অস্বস্তি হবে নয়নার।

কিন্তু, গত কালকের কথা বলা যায়। এখনও বলা যায়। এখন বললে অন্তু কি প্রশ্ন তুলবে, মা, আমি যখন আংকেলের কথা বললাম, তখন কেন বললে না মা? প্রশ্ন তুলুক না অন্তু। নয়না একটা জবাব দিয়ে দেবে।

তোর ঐ আঙ্কেল ভীষণ অদ্ভুত মানুষ। পরপোকার করাটা একটা নেশা ভদ্রলোকের। গতকাল আমাকেও গাড়ীতে উঠতে বাধ্য করলেন, তারপর বাড়ীতে পৌঁছে দিলেন। আমার কিন্তু আর সহ্য হচ্ছে না। একদিন খুব কড়া কথা শুনিয়ে দেব। এভাবে ব্যাখ্যা করে অন্তুকে বলতে পারে না নয়না।

অন্তু হয়ত জবাবে বলবে, না মা, তুমি আর ঝগড়া করতে যেও না। তখন নয়না চট্ করে বলে ফেলতে পারবে, ঝগড়া করব না মানে? জানিস তোর এই আংকেল আরও কি করেছেন? কাল গম্ভীর রাতে ফোন করে যাচাই করেছিলেন আমি ঘুমিয়েছি কিনা! তুই বল, এসব কি সহ্য করবার কথা? সেজন্যেই তো আমি ফোনের রিসিভারটা নীচে নামিয়ে রেখেছিলাম।

পথে এক ঘটনাচক্রে সামান্য পরিচয় হয়েছে, তাও আমিই অভদ্র আচরণ করেছিলাম। তা সত্বেও ভদ্রলোক এমন করবেন কেন? অন্তুকে এসব বলতে বাধা কোথায়?

কোনো বাধা নেই। কিসের বাধা? বলে ফেলে নয়না হাল্কা বোধ করবে। অন্তুর কাছে কিছু গোপন করবার অস্বস্তিটা কেটে যাবে নয়নার। কিন্তু চেষ্টা করেও মুখ খুলতে পারছে না।

অন্তু কিছু লিখছিল। হঠাৎ মনে হল, মা ওর দিকে চেয়ে রয়েছে। তাই জিজ্ঞেস করল, কি হয়েছে মা? ওভাবে চেয়ে রয়েছ কেন?

নয়নাও খাওয়া দাওয়ার পর, অন্তুর খাতা নিয়ে কিছু সংশোধন করছিল। কিন্তু, কখন অন্যমনস্ক হয়ে রাজ্যের উদ্ভট চিন্তা শুরু করেছে নিজেই জানেনা। অন্তুর কথায় হুঁশ ফিরে পেল বুঝি। বলল, কোথায়? কিছু হয়নি তো!

তাহলে আমার দিকে ওভাবে চেয়েছিলে কেন?

আসলে তোকে একটা কথা বলব ভাবছিলাম। তোর সেই আংকেলের সঙ্গে আবার কখনও দেখা হলে এড়িয়ে যাস।

অন্তু অবাক হয়ে বলল, কেন মা?

আমরা যাকে চিনি না জানিনা, তার সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ রাখবার কি প্রয়োজন?

অন্তু হঠাৎ খুব জোরে হাসতে শুরু করল।

নয়না জিজ্ঞেস করল, কি হল?

মা তুমি বলছ চিনিনা, জানিনা! তাহলে সেদিন রাস্তার দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঝগড়া করেছিলে কি করে? সেদিন তো সত্যিকারের অচেনা ছিলেন উনি।

কারণ ছিল বলেই করেছি। নয়না গম্ভীর হয়ে জবাব দিল।

কি কারণ ছিল মা? সেদিন তুমি সিগনাল না দেখে রাস্তা ক্রশ করে মারাত্মক ভুল করেছিলে। একটু এদিক ওদিক হয়ে গেলে ভয়ংকর দুর্ঘটনা ঘটে যেত। আমি ভয়ে শ্বাস বন্ধ করে, চোখ বন্ধ করে, কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম। রাস্তার লোকেরা তোমার এই পাগলামী দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়েছিল। ভবিষ্যতে যাতে এ ধরনের ভুল আর না হয়, সেজন্য অনেকে তোমাকে সাবধান করবার জন্য উপদেশ দিচ্ছিল। উনিও তাই করেছিলেন। তাহলে আংকেলের অন্যায়টা কোথায়? নিজে ভুল করবে, নিজের ভুল ঢাকতে আবার নিজেই ঝগড়া করবে? সাংঘাতিক তুমি মা!

একশ বার করব। আমার ভুলের জন্য দুর্ঘটনা ঘটলে আমি মরে যেতাম। তাতে রাস্তার লোকের কি?

অন্তু কোনও কথা স্মরণে এনে আবার হাসতে লাগল।

মা সেদিন তোমার মূর্তি ভীষণ ছিল। কিভাবে ঝগড়া করেছিলে সেদিন। নেহাৎ ভদ্রলোক খুব ভদ্র বলে তোমায় বিশেষ কিছু বলেননি।

বেশ করেছিলাম। ওনাকে কে বলেছিল যেচে উপদেশ দিতে? রাস্তায় অগণিত লোক থাকে। যে যার মতে চলে। আমি ভুল করলে করেছিলাম। সেখানে ওনার নাক গলানোর কি দরকার ছিল?

আশ্চর্য তুমি মা। মানুষ উপকার করলেও তুমি রেগে যাও।

আমার অনেক সমস্যা আছে। তাই সব সময় মাথার ঠিক থাকে না।

মা তুমি আংকেলের কাছে একদিন মাপ চেয়ে নিও। সুযোগ পেয়েছিলে তুমি। কিন্তু সেদিনও তুমি ঝগড়া করলে।

ভদ্রলোকের গায়ে গণ্ডারের চামড়া। এত অপমান করা সত্ত্বেও আমাদের দুজনকে বৃষ্টিতে ভিজতে দেখে আবার উপকার করতে এসেছিলেন।

সেদিন আমাদের প্রয়োজন ছিল মা। প্রবল বর্ষণে সারা শহর জলমগ্ন ছিল। আমরা অসহায়ের মত দাঁড়িয়ে ছিলাম। উনি খুব উদার ও দয়ালু মা। আমাদের কষ্ট দেখে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছিলেন তোমার অপমানকে তুচ্ছ করে।

থাক। ওনার কথা আর আলোচনা করতে হবে না। আজ তোকে কেন লিফ্‌ট দিলেন? আজও কি তোর কোনও বিপদ ছিল?

মা! উনি ভাল মানুষ। তুমি যে কেন আংকেলকে সহ্য করতে পার না, জানি না।

ব্যাস। এবারে বন্ধ কর তোর আংকেলের কথা। আমি ঘুমতে যাচ্ছি।

আমিও ঘুমোব মা? একটু বসো না।

তোর খাতাগুলো কাল দেখে দেব, এখন আর ভাল লাগছে না।

দিও মা।

নয়না স্নেহ ঢেলে ছেলেকে কিছুক্ষণ প্রত্যক্ষ করে মাথায় হাত বুলিয়ে বলল চুল বড় হয়েছে, কাটিসনি কেন?

রোববারে কেটে নেব মা।

হ্যারে অন্তু, আমি খুব ঝগড়াটে হয়ে গেছি তাই না?

অন্তু, মুখ তুলে মায়ের দিকে চেয়ে সামান্য হাসল। বলল, সব সময় কর না, মধ্যে মধ্যে কি যেন হয়ে যায় তোমার। সবার সঙ্গে এমনি কর না। আংকেল এত ভাল। অথচ আংকেলের সঙ্গেই তুমি খারাপ ব্যবহার কর।

আর করব না হল। দূর থেকে তোর আংকেলকে দেখতে পেলেই অন্য পথ ধরব। দিশা বদল করে নেব। তখন ঝগড়া করবার পরিস্থিতির উদয় হবে না। তোর মনও খারাপ করবে না।

আমার মন খারাপ হওয়াটা বড় কথা নয় মা। তুমি কেমন যেন হয়ে যাও মা। হঠাৎই ভীষণ রেগে যাও। অকারণে।

জানি রে আজকাল কি যেন হয়েছে আমার। হঠাৎই মাথা গরম হয়ে যায়। এটা আমিও টের পাই।

অন্তু চোখ কচলে বলল, আর পারছি না মা। ঘুম পেয়েছে বাকীটা কাল করব।

ঘুমো গিয়ে না!

কাল তোর বাবাকে একবার ফোন করিস অন্তু, অনেক দিন খবর পাই নি।

তুমি করে নিলেই পার মা। এখন কর না!

না, এখন থাক। অনেক রাত হয়েছে। কাল তুই করে নিস।

পারল না নয়না। অনেক চেষ্টা করেও বিফল হল। অন্তুকে কিছু বলতে পারল না। আশ্চর্য! নয়না এভাবে একের পর এক কথা অন্তুর কাছে গোপন করছে কেন? অন্তু ছেলে মানুষ হয়েছে তো কি হয়েছে? গোপন করবার মত এমন কিছু কথা নয় এসব। গতকাল নয়নাকে বাড়ী পৌঁছে দেওয়া, বিশেষ করে গভীর রাতে ফোন করার ব্যাপারটা অস্বাভাবিক হলেও বলতে পারত নয়না। কিন্তু, একদিন যে হতবাক করে একদম নয়নার ঘরে উপস্থিত হয়েছিলেন, সেদিনের কথাটা অন্তুকে বলা সম্ভব হবে না। সেদিন অন্তু বাড়িতে থাকলে নয়নার এত অস্বস্থি হত না। অন্তুর অনুপস্থিতিতে ঘটনাটা ঘটেছিল বলেই নয়নার আরো সংকোচ হচ্ছে।

ভদ্রলোকের নয়নার বাড়ির ঠিকানা জানবার কথা নয়। সেই বৃষ্টির দিন ভদ্রলোক নয়নাদের পৌঁছে দিয়েছিলেন বলেই না নয়নাদের ঠিকানাটা ভদ্রলোকের জানা হয়ে গিয়েছিল। সে তো অন্তুর সামনেই।

নয়না যখন অসহায় অবস্থার সম্মুখীন হয়, তখন নয়নার সমস্ত চেহারায় সেই অসহায় ভাব মূর্তি ফুটে ওঠে কিনা নয়না জানেনা। কিন্তু , এই ভদ্রলোকের আচরণ দেখে নয়নার তাই মনে হয়। অসহায় মানুষের জন্য ইনি দয়ার সাগর।

নয়না রাস্তা ক্রশ করবার সময় আইন অমান্য করে একটা ভুল করে ফেলেছিল বলে, ভদ্রলোকের সঙ্গে নয়নার আলাপ হয়েছিল। ভদ্রলোক নয়নার সেই ভুল সহ্য করতে না পেরে নয়নাকে কিছু উপদেশ দিয়েছিলেন। অন্তুর কাছে ঝগড়া মনে হলেও তার প্রত্যুত্তরে নয়না এমন কিছু বলে নি। নয়না, রেগে গিয়ে শুধু এই টুকুনই বলেছিল আমি মরে গেলে মরে যেতাম। তাতে আপনার কি? ভদ্রলোকের সঙ্গে নয়নার সেটাই প্রথম আলাপ।

সেই পরিচয় ধরে রাস্তার অপেক্ষা রত মা-ছেলেকে বৃষ্টির কবল থেকে উদ্ধার করতে কেউ বলেনি। সেদিনও নয়না গাড়ীতে উঠতে গররাজী ছিল। অবশেষে ভদ্রলোক যখন গাড়ী থেকে নেমে ক্রোধ ও আদেশের মিশ্রণে বলেছিলেন উঠুন গাড়ীতে। উঠে আমাকে মেহেরবাণী করুন। আপনার জন্য কি আমিও বর্ষাতে ভিজব?

নয়না তখনও কঠিন ছিল। বলেছিল, আমরা আপনার সাহায্য চাই নি।

দিস ইজ নট এ্যা হেল্প। মনে করুন আমি ট্যাক্সি ড্রাইভার। ভাড়া দিয়ে দিবেন। উঠুন তো? নাকি, হাত ধরে ওঠাতে হবে? কঠিন স্বর ছিল ভদ্রলোকেরও।

এরপর আপত্তি করা যায় না। মানে উচিত নয় বলে মনে হয়েছিল নয়নার। তবুও নয়না

গোঁ ছাড়তে নারাজ ছিল।

অন্তু দোটানায় পড়ে গিয়েছিল। মনে মনে মায়ের ওপর খুব বিরক্ত হয়েছিল। এই বিপদেও মা কেন সাহায্য নিতে আপত্তি করছিল বুঝতে পারছিল না।

অন্তু বলেছিল, মা, চল না আংকেলের সাথে। আমরা কতক্ষণ ভিজে কাপড়ে থাকব?

নয়না প্রচণ্ড রাগ নিয়েই গাড়ীতে উঠেছিল।

ভদ্রলোক গাড়ী স্টার্ট করবার আগে অন্তুকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, গন্তব্য কোথায়। নয়না জবাব দিয়েছিল আমাদের বাজারে নামিয়ে দিলেই হবে।

নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে নেমে যাবার পর অন্তু ধন্যবাদ জানিয়েছিল। গলার স্বর রুক্ষ হলেও নয়নাও বলেছিল, থ্যাং ইউ।

ভদ্রলোক সঙ্গে সঙ্গে গাড়ী স্টার্ট না করে নয়নাকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, এই যে ম্যাডাম, এক মিনিট শুনবেন?

নয়না কঠিন না হলেও এমন একটা দৃষ্টি রেখেছিল, যাকে ঠিক সরল বলা যায় না।

আপনি কোন সময়টা সুস্থ ও ক্রোধ বর্জিত থাকেন বলবেন? সে সময়টা আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই।

প্রবল বিরক্তি নিয়ে নয়না জবাব দিয়েছিল। মানুষ অসুস্থ হলে, বা, ক্রোধিত হলে অস্বাভাবিক বলে গণ্য করা হয় না তাকে। স্বাভাবিক মানুষের অনুভূতির মধ্যেই পড়ে এসব। কিন্তু কেন বলুন তো?

জানতে চাইছি। ভীষণ গম্ভীর ছিল ভদ্রলোকের কণ্ঠস্বর।

নয়না শ্লেষপূর্ণ হাসি মেখে বলেছিল, আমি অভদ্র ও রাগী মানুষ হলেও কখনও কখনও ভদ্রতার বশেও থাকি। তবে সেটা কখন তা তো বলতে পারব না। তার চেয়ে এক কাজ করুন, আপনি একদিন আমার বাড়ীতে চলে আসুন। যদি সুস্থ থাকি, তাহলে আপনার কাজটা হলেও হতে পারে।

তারপর খুব তাচ্ছিল্যের স্বরে নিজের ফ্ল্যাটের ঠিকানাটা জানিয়ে হাঁটতে শুরু করেছিল।

মা, তুমি যে কি কর না! একজন ভদ্রলোক তোমার উপকার করলেন, তার পরিবর্তে তুমি এভাবে অভদ্রতা করছ! অন্তু খুব রেগে গিয়েছিল মায়ের উপর।

সত্যিই, সেদিন নয়নার এত অভদ্র আচরণ করবার কোন অর্থ ছিল না। মানুষের বিপদে মানুষ সাহায্যের হাত বাড়ায়।

সেই সাহায্য গ্রহণ না করলে না করত নয়না, কিন্তু কারো সাহায্যের হাতকে এভাবে অপমান করবে কেন? অন্তুই বা কি মনে করেছিল সেদিন? নয়না কি সত্যিই অসুস্থ হয়ে পড়ছে? নাকি, মাথার বিকৃতি শুরু হয়েছে নয়নার! কখনও কখনও নিজেই নিজেকে বুঝতে পারে না। অহেতুকভাবে, হঠাৎই স্বাভাবিকতা হারিয়ে ফেলে যেন।

শান্ত নিরীহ নয়না দিনের পর দিন কঠিন ধৈর্যের পরীক্ষা দিয়েছে বলেই কি বর্তমানের নয়না মাঝে মাঝে এমন অস্বাভাবিক হয়ে ওঠে? কিন্তু, এখন তো তেমন অশান্তি নেই নয়নার! এখন অরিন্দমের থেকে অনেক দূরে নয়না। তাহলে কি প্রথম জীবনের অশান্তির প্রতিক্রিয়ায়

ভুগছে নয়না? প্রথম জীবনের মনোকষ্টের ফলস্বরূপ নয়নার বর্তমান মস্তিষ্ক আয়ত্তে থাকতে চাইছে না? না, নয়না অসুখ ও রোগ নিয়ে বাঁচতে চায় না। সকল অশান্তিকে দূরে ঠেলে, সুস্থ ও সজীব হয়ে বেঁচে থাকতে চায়। নিজেকে কোনভাবে বিধ্বস্ত করবে না নয়না। যতদিন আয়ু থাকবে, সুস্থ স্বাভাবিক জীবন ভোগ করবার চেষ্টা করবে নয়না। নিজের কাছে নিজে প্রতিজ্ঞা করেছিল আর কখনো অভদ্র আচরণ করবে না মানুষের সঙ্গে।

হলদেটে সাদা বর্ণের তাঁতের শাড়ি, সারা গায়ে ছোট ছোট লাল বুটি, লাল পাড়। সঙ্গে লাল ব্লাউজ। আরসিতে নিজেকেই দেখেছিল নয়না। শাড়িটা কি মানিয়েছে?

মুখ বলয়ে সামান্য ক্রিম মেখে তুলো ঘষে উঠিয়ে নিল। তারপর সামান্য পাউডারের প্রলেপ বোলানো, ওষ্ঠ দ্বয় ঈষৎ রাঙিয়ে ও কপালে রক্তিম বিন্দি এঁটে নিজের অতি সাধারণ প্রসাধন পর্ব সমাপ্ত করল নয়না।

অভ্যাসবশতঃ সিঁদুরও পড়ল সিঁথিতে।

নয়নার গাত্র বর্ণ কি ধূসর? নয়নার মাতৃ দেবীর গাত্র বর্ণ অতিশয় ফর্সা। তাই, নয়নাকে কালো বলতে খুব লজ্জা পেতেন তিনি। বলতেন, নাকি উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা। নয়নার নিজেরও অবশ্য তেমন কালো মনে হয় না নিজেকে।

সম্মুখে আয়নায় প্রতিবিম্বিত ভদ্র মহিলার এক অন্য রূপ প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছে কি? সামান্য শ্রান্ত হলেও, একটা শান্তশ্রী আরসিতে প্রতিফলিত হয়েছে। সঙ্গে অতিরিক্ত কিছু একটা রয়েছে, যা এই মহিলাকে বেশ ব্যক্তিত্বময়ী করে তুলেছে। আজকাল নয়নার মধ্যে অন্য ধরনের এক ব্যক্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। এই ব্যক্তিত্বের আগমন কি আকস্মিক ভাবে হয়েছে?

এই বৈশিষ্ট্য পূর্বে কখনো পরিলক্ষিত হয়নি?

অনেকদিন পর নিজেকে গভীর মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করল নয়না। অনেকক্ষণ যাচাই করবার পর, নিজের মধ্যে কোন পরিবর্তন এসেছে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাল। নয়নার আসল বয়সও বুঝি কোথাও চাপা পড়ে গেছে। নয়নার সামনে যে মহিলা দাঁড়িয়ে রয়েছেন, তাকে অনায়াসে ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বলে চালিয়ে দেওয়া যায়।

অনেকদিন আগে জ্বর হয়েছিল বলে ডাক্তারের কাছে গিয়েছিল নয়না। ডাক্তারবাবু যেন নয়নার বয়স জানেন। নয়নার প্রেসক্রিপশনে নয়নাকে জিজ্ঞেস না করেই বয়স লিখেছিল চৌত্রিশ। নয়না অবাক হয়ে বলতে চাচ্ছিল, ডাক্তারবাবু বয়সটা ঠিক হল না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর বলেনি এই ভেবে যে সামান্য জ্বরের ওষুধই তো দিয়েছেন। কোনও মারাত্মক ব্যাধির ওষুধ তো নয় যে, বয়স হিসেব করে ওষুধ দিতে হবে। ডাক্তারবাবু নয়নার আসল বয়স জানলেও কি, না জানলেও কি?

নয়না নামের এই রমণী সহনশীলতার বহু পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে আপনাতে এক নবরূপ প্রদান করেছে। তাই কি?

এই ধৈর্যশীলা নারীর কিসের যেন এক প্রত্যাশা। কিন্তু কিসের? কার কাছে?

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে যে নয়নাকে প্রত্যক্ষ করছে নয়না, সেই নয়নার কাছেই বুঝি প্রশ্ন দুটো রাখল নয়না।

সাড়ে নটায় অফিস যাবে নয়না। বিকাশবাবুর সঙ্গে এক জায়গায় যাবার কথা নয়নার। মুন্নির মা ছুটি নিয়েছে। তাই সকাল থেকে খুব তাড়াহুড়ো করে সব কাজ শেষ করে নিল নয়না। কাজের লোক অনুপস্থিত বলে কোন কাজ পড়ে থাকে না নয়নার। নিজের হাতে সব করে নেয় নয়না।

নয়নার তিন কামরার ফ্ল্যাটের লম্বাটে ড্রয়িং রুমটার বিশেষ বৈশিষ্ট আছে। এই কামরায়, নয়নার শিল্পী মনের কলা কৌশলে রচিত হয়েছে এক রুচিবোধ ও কলাকুশলতার দ্বারা সজ্জিত নয়নার এই বৈঠকখানা।

কামরায় কোথাও কোন অব্যবস্থা নেই। তবুও সব কিছু পরিষ্কার করে ঝক্ ঝক্ করে রাখল নয়না। আজ যখন মুন্নির মা আসে নি, ড্রয়িং রুম সাফ করা বাদ দিতে পারত নয়না। কিন্তু নয়না তা করবে না।

সব কাজ শেষ করে স্নান সেরে তৈরী হতে হতে সাড়ে নটা বেজে গেল। খাবার আর সময় হল না। এক গ্লাস দুধ খেয়ে বের হবার জন্য প্রস্তুত হল নয়না। ঠিক তখনই কলিং বেল বাজল।

এ সময় কোনও পরিচিত আসবার কথা নয়। কারণ, সকলেই জানে নয়না এসময় বাড়ীতে থাকেনা। মুন্নির মা এল না তো কিছু বলতে! তা না হলে, ঠিক সেলস গার্ল বা বয় হবে।

চাকরীর অভাবে আজকাল অনেক শিক্ষিত ছেলেমেয়েরাও ফেরিওয়ালার চাকরী করে। তাই, দিনে তিন চারবার শুধু ওদের জন্য দরজা খুলতে হয়। নয়না দুপুরবেলা বাড়ী থাকে না বলে এই ফেরিওয়ালার যন্ত্রণা থেকে রেহাই পেয়ে যায়। নয়না ছাড়া এই ফ্ল্যাটের অনেকেরই অভিযোগ, ফেরিওয়ালাদের যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ আমরা।

নয়না আন্দাজে ধরে নিল ফেরিওয়ালাই হবে। তাই, একবারে বেরিয়ে যাব বলে হাতে তালা নিয়ে দরজা খুলল নয়না।

দরজা খুলতেই চোখে ধাঁ ধাঁ লাগল নয়নার। তারপর চমক। সম্মুখে এক সুপরিচ্ছন্ন ছবির আকৃতি দেখে অবিশ্বাস্যভাবে চমকে গেল নয়না। কোন নামী দামী কোম্পানীর এক ফ্যাশন্যাবল মডেল প্রত্যক্ষ করছে বুঝি নয়না। এক প্রাণহীন স্টাচু জীবন্ত মানুষের বেশে দাঁড়িয়ে রয়েছে যেন। শুধু রূপবান নয়, অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এক অসামান্য পুরুষ নয়নার সামনে দণ্ডায়মান। স্যুটের কাপড়ের রং নীলচেও নয়, আবার ছাই রংও নয়। অদ্ভুত সুন্দর পোষাক ও পরিচ্ছদের গুণে, ব্যক্তির বিশেষত্ব আরো আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে সন্দেহ নেই। ধবধবে সার্টের কলারে মাঝখানে, টাই নামের কণ্ঠ বন্ধনীটাও যেন কোন অসামান্যতার ঝিলিক দিচ্ছে।

সব মিলিয়ে মহামূল্যবান এক ব্যক্তিত্ব নয়নার সামনে দাঁড়িয়ে।

বম্বে ডাইয়িং? ডিগজাম? না রেমণ্ড? যে কোন নামী কোম্পানী লুফে নেবে মডেলকে। কানের একপাশে অতি সূক্ষ্ম চিকন একমাত্র রুপোলী চিহ্নটা বয়স পরিমাপের সহায়ক হতে পারলেও কিছু যায় আসে না। বয়স কত হবে এই অসামান্য মডেলের?

ত্রিশ? পঁয়ত্রিশ? চল্লিশ? নাকি এসবের অনেক নিম্নে? কিন্তু বয়স দিয়ে কি? যে কোন তরুণকে অনায়াসে হারাতে সক্ষম এই অসামান্য ব্যক্তিত্ব।

নয়না বিস্ময় কাটিয়ে বাস্তবে ফিরে এল। চমক মুক্ত হয়ে বুঝতে পারল, এ কোন ছবি নয়। কোনও প্রতিকৃতিও নয়, এক জীবন্ত পুরুষ, আপন পৌরুষের স্পর্ধায় নয়নার দুয়ারে উপস্থিত। না, নয়না বুঝি ভুল করল, শুধু পৌরুষের স্পর্ধা নয়, পৃথিবীর সকল সংকীর্ণতার অনেক উর্ধ্বে বিরাজমান এক শ্রেষ্ঠ মানব নয়নার দ্বারে।

নয়নার বিমুগ্ধ নেত্রদ্বয় সংবিৎ ফিরে পেয়ে তটস্থ হয়েছে ততক্ষণে। অকস্মাৎ কোন অসাধারণকে প্রত্যক্ষ করলে সাধারণ মানুষ হকচকিয়ে যেতে বাধ্য। নয়নারও তাই হয়েছে।

কিন্তু শুধু বিস্ময় নিয়ে চেয়ে থাকেলে তো চলবে না। নয়না, ততক্ষণে এই মানুষটিকে চিনে ফেলেছে। চিনতে পারার পরও বিভ্রান্তের ঘোর কাটতে সময় লাগল নয়নার।

সেই অসাধারণ পুরুষও বুঝি নয়নাকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসবার সময় দিচ্ছিল।

নয়না স্বাভাবিক হয়েছে আন্দাজ করে, হাত জোড় করে ভেতরে আসবার অনুমতি চাইল, আসব!

নয়নার চেতনা ফিরে এলেও, হিসেব মেলাতে পারছিল না। এ কি সেই মানুষ যাকে একবার নয়, দুবার নয়, তিনবার অপমান করেছিল নয়না? নয়নার ঘরের ঠিকানাও খুব তাচ্ছিল্য স্বরে আওড়ে ছিল নয়না। অভদ্রভাবে ব্যক্ত করা ঠিকানা শুনে, মনে রেখে, অপমান অগ্রাহ্য করে সেই মানুষ এক সৌমমূর্তির বেশে নয়নার সম্মুখে উপস্থিত হল কেন?

আসব! দ্বিতীয়বার অনুমতি নেওয়া হল।

নয়না সচেতন হবার চেষ্টা করে তালাচাবি শুদ্ধ দুটো হাত জোড় করে বলল, আসুন!

দরজার মুখ থেকে সরে ভদ্রলোককে ভেতরে আসবার পথ করে দিল নয়না।

ভেতরে প্রবেশ করে, চারদিকে দৃষ্টি বুলিয়ে আবার অনুমতি চাওয়া হল, বসব!

হতবাক দাঁড়িয়ে থাকা নয়না নিজেকে স্বাভাবিক করতে কয়েক সেকেণ্ড নিল। তারপর মুখে সামান্য হাসির প্রলেপ বুলিয়ে বলল, জরুর।

এক অস্বাভাবিক নীরবতাকে সাক্ষী রেখে ভদ্রলোক দৃষ্টি অবনত করে নয়নার ঘরের মেঝে দেখছেন বুঝি। নয়না প্রবল অস্বস্তি নিয়ে এক কোণে দাঁড়িয়ে আগন্তুককে লক্ষ্য করছিল।

নয়না কিছুতেই বুঝতে পারছে না, এই মানুষের সঙ্গে অভদ্র ও অশোভনীয় আচরণ করেছিল কি করে? লজ্জা ও সংকোচে মাটির সাথে মিশে যেতে ইচ্ছে করে নয়নার। শুধু নয়না কেন, জগতের কোনও মানুষের স্পর্ধা হবে না এই ব্যক্তিত্বের অমর্যাদা করা। অন্তু কি এমনি নয়নার ওপর রেগে গিয়েছিল?

সেই মুহূর্তেই নয়না একটা বিচার করে ফেলল। এই মানুষ, একজন যথার্থ মানুষ। এই মানুষকে অসম্মান করে নয়না যে অন্যায় করেছে, তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। মাপ চাইতে হবে নয়নাকে।

মার্জনা চাওয়া পরের কথা। প্রথমে এই বিশেষ ব্যক্তির আগমনের হেতু কি জানতে হবে। এসেছেন যদি কিছু তো বলবেন! দৃষ্টি অবনত করে বসে থাকলে চলবে কেন?

নয়না সংকোচ কাটিয়ে উঠতে পারছিল না ঠিকই। কিন্তু নীরবতার মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকাটাও তো অস্বস্তিকর ব্যাপার।

এই অসামান্যের সামনে, নয়না সামান্য ও সাধারণ হলেও নয়নার বাড়ীতে যখন এসেছেন, তখন নয়নারও কথা বলা উচিত। কিন্তু নয়না কি বলবে? প্রথমেই তো নয়না, তার দুর্ব্যবহারের কথা উল্লেখ করে ক্ষমা চাইতে পারে না! সেটা সুযোগ বুঝে চাইতে হবে।

এত গরমে এসেছেন, জল খাবেন কিনা জিজ্ঞেস করা যেতে পারে।

পানি লেঙ্গে? নীরবতা ভঙ্গ করে নয়না কথা শুরু করল।

হ্যাঁ, এক গ্লাস জল খাব।

নয়নার প্রশ্নটা হিন্দীতে ছিল। ভদ্রলোক পরিষ্কার বাংলায় জবাব দিলেন।

নয়না স্বচ্ছ পরিষ্কার কাচের গ্লাসে জল নিয়ে এল। ট্রে বাড়িয়ে বলল, লিজিয়ে।

নয়নার হিন্দী কথা আশা করেন নি বোধ হয়। তাই নয়নার মুখের দিকে চাইলেন। তারপর, গ্লাসটা নিয়ে ঢক্ ঢক্ করে জল খেয়ে গ্লাসটা ফিরিয়ে দিলেন।

নয়নার অফিস যাবার তাড়া আছে। তাই একটু অস্থির হয়ে উঠল নয়না। যেই উদ্দেশ্যেই এসে থাকুন ভদ্রলোক, কিছু তো ব্যক্ত করবেন। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কতক্ষণ অপেক্ষা করবে নয়না!

নয়না যে দাঁড়িয়ে রয়েছে, সেটা বুঝি খেয়াল হল।

আপনিও বসুন! নয়নাকে বসতে বলা হল।

নয়না উল্টোদিকের সোফায় আড়ষ্ট হয়ে বসল।

আবার নিঃশব্দে বসে রইল দু'জনে।

আশ্চর্য! বার বার কি নয়নাই কথা বলবে? নয়না বলবেই বা কি? এই ধরনের মূল্যবান মানুষের মুখোমুখি এর আগে কখনও হয় নি নয়না। তাই জড়তা আসা স্বাভাবিক। যিনি কষ্ট করে অযাচিত ভাবে এসেছেন, তারই তো কথা বলা উচিত।

আর ইউ ফিলিং অল রাইট টু ডে? নীরবতা ভঙ্গ করলেন ভদ্রলোক।

নয়না সুস্থ আছে কিনা জানতে চাইছেন? কিন্তু কেন? পরক্ষণেই নয়নার মনে পড়ল, সেই বৃষ্টির দিন নয়নাদের পৌঁছে দেবার পর নয়নাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, নয়না কখন এবং কোন সময় সুস্থ থাকে। সেই প্রশ্নের সূত্র ধরেই কি উনি জানতে চাইছেন, নয়না আজ সুস্থ কিনা! অর্থাৎ নয়না আজ ক্রোধ বর্জিত কিনা! এই কি জানতে চাইছেন? যদি সত্যিই তাই হয়, তাহলে কথাটার মধ্যে খোঁচা রয়েছে নয়নার জন্যে। যদি কেন? সত্যিই, হয়ত ইনি এই উদ্দেশ্যেই এসেছেন। নয়না সেদিন বলেছিল, এক দিন আসবেন আমি সুস্থ থাকলে আপনার কাজটা হয়ে যেতে পারে।

আশ্চর্য তো! ভদ্রলোকের আসবার কারণটা বুঝতে পেরে নয়না মনে মনে বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠল।

নয়না বিশ্বাস করতে পারছিল না, সত্যি সত্যিই এত মূল্যবান একজন মানুষ। সেদিনের কথা স্মরণে রেখে ঠিক এসে উপস্থিত হয়েছেন বলে!

নয়নার কাছ থেকে জবাব না পেয়ে ভদ্রলোক আবার জিজ্ঞেস করলেন, আর ইউ ফিলিং অল রাইট?

নয়না সেই ক্ষণে নিজের মনে কোন প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে ব্যস্ত হয়ে হয়েছিল! খেয়াল হল, ভদ্রলোকের প্রশ্নের জবাব দেওয়া উচিত নয়নার।

ভদ্রলোক দ্বিতীয় বার সেই একই প্রশ্ন করায়, নয়নার আর কোন সন্দেহ রইল না। সেদিনের কথার সূত্র ধরেই এসেছেন ভদ্রলোক। নয়নার, সেদিনের কথাকে অযথা ও অনর্থক মনে করলেও, ওই ভদ্রলোক তা করেন নি। ইনি নয়নাকে যা বলেছিলেন, গুরুত্ব দিয়েই বলেছিলেন এবং সেই সূত্র ধরেই আজ এখানে এসেছেন।

নয়না ভেতরে ভেতরে একটু কঠিন হলেও মুখে বলল, ইয়েস, হানড্রেড পার্সেন্টি। ইউ ম্যা প্রসিড।

নয়না মনে মনে ঠিক করে নিল উনি যা জিজ্ঞেস করতে চান করুন, নয়না কোন রকম অভদ্র আচরণ না করে সোজাসুজি তার উত্তর দেবে শুধু।

আগন্তুকের হঠাৎ বুঝি খেয়াল হল, অন্য কারো সাড়া শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না, তাই নয়নাকে জিজ্ঞেস করলেন, বাড়ীতে আর কেউ নেই?

নহী, ম্যা অকেলী হুঁ।

নয়নার মুখে একাধিক বার হিন্দী শুনে, এবারে বলেই ফেললেন, আমি কি শুদ্ধ বাংলা বলি না!

নয়না বলল, নাতো! খুব সুন্দর বাংলা বলেন আপনি। তবে ঐ উচ্চারণটা একটু অন্য রকম শোনায়।

তাহলে?

কি? নয়না জিজ্ঞাসু নেত্রে চাইল।

আপনি হিন্দীতে কথা বলছেন কেন?

নয়না সামান্য হেসে বলল, আমি কি হিন্দী গলত বলি?

নয়নার এবারের কথা শুনে ভদ্রলোকের অটুট গাম্ভীর্য ভাঙ্গল। সামান্য হেসে বললেন, না, গলত বলেন না। তবে ঐ উচ্চারণটা একটু অন্য রকম শোনায়।

সহাস্যে দুজনের দ্বারা দুজনের কথাকে সমর্থন করা হলে নয়না বলল, আমাদের দুজনের মাতৃভাষা আলাদা। তাই উচ্চারণে খুঁত থাকবেই। ভাষা যাই হোক না কেন, কথাটা বুঝতে পারলেই তো হল?

একজ্যাক্টলি! নয়নার কথাটায় সন্তুষ্ট হয়ে বুঝি বললেন ভদ্রলোক।

তাহলে খুঁত ধরা বাদ দিন। বাঙ্গালী হয়ে যেটুকুন হিন্দী বলতে পারি, সেটুকুনই কি যথেষ্ট নয়? নিন শুরু করুন।

কি? খুব অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

মানে, আপনি আমাকে কি সব জিজ্ঞেস করতে চেয়েছিলেন কিনা।

ওহ! বলে মেঝের দিকে দৃষ্টি রাখলেন।

নয়না অপেক্ষা করল।

আপনার পরিচয় জানতে পারি কি? নয়নার জন্য প্রথম প্রশ্ন রাখলেন বুঝি।

পহচান চাহিয়ে আপকো? ম্যা কিসকী বেটি হুঁ? কিসকে পত্নী হুঁ, ইয়া নহী?

ধরুন তাই। তবে, আপনি যে বিবাহিত সেটা বুঝতে পেরেছি। সেটা বাদ দিয়ে বলুন।

আমার বাবা সুবিমল বোস ডাক্তার ছিলেন। এই শহরেই বাস করেন। বয়েস হওয়ার দরুণ, এখন আর প্র্যাকটিস করেন না। আমি স্বামী অরিন্দম ঘোষ। উনি এখানে থাকেন না। ভারত সরকারের এক শিল্প উদ্যোগে কর্মরত উনি। ওনার বর্তমান কর্মক্ষেত্র অন্ধ্রপ্রদেশ। আমাদের এক মেয়ে ও এক ছেলে। মেয়ে বম্বেতে মেডিকেল পড়ছে। এবার থার্ড ইয়ার। ছেলেকে তো দেখেছেন।

ছেলে স্কুলে? না, কলেজে?

এবার টুয়েল্‌ভ-এ উঠবে। এখনো স্কুলেই বলতে পারেন।

আপকা আপনা কৈ পহচান!

একজন নারীর পরিচয়, সে কার সন্তান, কার পত্নি, কার মা, এই তো।

আপনি কি শুধু তাই?

হয়ত তাই। হয়ত নয়। ঠিক জানি না। মানে বুঝতে পারি না। বলতে বলতে নয়না একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেল।

সব মানুষের একটা নাম থাকে। আপনার কোন নাম নেই?

নয়নার নাম? নয়না আবার অন্যমনস্ক হল বুঝি। নয়নার নাম যদি নয়না না হয়ে নীরা হত, কিংবা মীরা, বীনা, লালী, নিলি, চেলি? তখন কি নয়না বদলে যেত? মানুষের নামে কি আসে যায়? নয়নার নাম জেনে কি করবেন এই ভদ্রলোক?

আপনার কোনও নাম নেই? ভদ্রলোক আরেকবার জিজ্ঞেস করলেন।

হ্যাঁ, তা আছে। মানুষ মানুষকে সম্বোধন করবার জন্য একটা নাম তো চাই। আমারও একটা নাম আছে। যেটা আমার জন্মের পর আমার মা বাবা রেখেছিলেন।

আপনি কি নিজের নামটা প্রকাশ করতে চান না?

আপনার কি খুব প্রয়োজন?

ভদ্রলোক আড়চোখে নয়নার দিকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে বললেন, না, প্রয়োজন কিছু নেই।

আবার নীরবতা। ভদ্রলোক বোধহয় কথার ফাঁকে ফাঁকে বিরতি পছন্দ করেন।

নয়না ঘড়ি দেখল। প্রায় দশটা বাজে। নয়নার জরুরী মিটিং ছিল। তা বোধহয় আর হবে না।

নয়নার ওপর সরাসরি দৃষ্টি রেখে ভদ্রলোক পরবর্তী প্রশ্ন রাখলেন নয়নার জন্য।

আপনার নিজের প্রতি আপনার ধারণা কি? সেটা একটু বলবেন?

প্রশ্নটা একটু অস্বাভাবিক এবং অস্বস্তিকর। চট্ করে এধরনের প্রশ্নের জবাব দেওয়া যায় না। তবুও নয়নাকে যখন প্রশ্নটা করা হয়েছে, জবাব একটা দিতে হবে নয়নাকে।

নয়না বলল, নিজের প্রতি নিজের ধারণা? নিজের প্রতি নিজের ধারণা ব্যক্ত করা একটু কঠিন জানেন। যে মানুষ চোর। চুরি করা যার পেশা, সে বাস্তবিকই নিজেকে চোর মনে করে কিনা আমি জানি না। আবার যে মানুষ, অসভ্য, অভদ্র, বদ মেজাজী, সে নিজেকে

বদ চরিত্রের বলে বিশ্বাস করে কিনা, তাও আমার জানা নেই। আবার, যে মানুষ অসুন্দর কুৎসিত, সে নিজেকে অসুন্দর বলে মেনে নেয় কিনা, তাও জানি না আমি। আসলে আমার ধারণায়, মানুষ নিজের চরিত্র নিয়ে তেমন মাথা গলায় না বোধ হয়। আমিও নিজের চরিত্রকে তলিয়ে দেখিনি কখনো। মানে, আমি ঠিক কেমন, আমি নিজেও বুঝতে পারি না।

বলতে বলতে নয়না অন্যমনস্ক হয়ে গেল। নয়নার হিসেবে, নয়নার একটা প্রাপ্য রয়ে গেছে এই পৃথিবীতে। সেই অজানা প্রাপ্তির আশা নিয়ে নয়না বেঁচে আছে। নিজেকে সক্রিয় করে কর্মযজ্ঞে সঁপে দিয়েছে। সন্তানদের প্রতি কর্তব্য ছাড়া আর কোন কর্তব্য বোধে কাতর নয় নয়না। নিজের কর্মভূমির বাইরে আর কিসের আকর্ষণ নয়নার? নয়না কি চায়? এই সত্য পরিষ্কার না হলে নিজের প্রতি কি ধারণা পোষণ করবে নয়না?

নিজস্ব চিন্তা থেকে নিজেকে মুক্ত করবার পর সামনে চাইতেই অস্বস্তি পেল নয়না। সামনে উপবিষ্ট ভদ্রলোক নয়নাকে ভীষণভাবে লক্ষ্য করছেন।

নয়নার সম্মুখে আজ এক যথার্থ মানুষ উপস্থিত হয়েছেন বলে কি নয়না অকস্মাৎ খুব স্পর্শ কাতর হয়ে পড়েছে?

নয়নার মধ্যে কি অন্য কোন প্রতিক্রিয়া শুরু হল? নয়নার অজান্তে নয়না কি আত্মবিচার চাইছে? অভিমানী মনের একমাত্র চাহিদা স্পষ্ট হচ্ছে।

নয়নার নিজস্ব চিন্তার ব্যাঘাত ঘটল। ভদ্রলোকের অন্য এক অদ্ভুত প্রশ্নে।

আপনি তো সুন্দরী নন?

হ্যাঁ! কি? কি বলছেন?

আপনি তো সুন্দরী নন?

আচমকা এই অদ্ভুত প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হল বলে নয়না বেশ বিব্রত বোধ করল। অবশ্য কয়েক সেকেণ্ডের জন্যেই। তারপর নয়নাও ভদ্রলোকের ওপর সরাসরি দৃষ্টি রেখে এই অস্বাভাবিক প্রশ্নটা সত্যিই উনি করলেন কিনা যাচাই করল।

ভদ্রলোকের স্পষ্ট উক্তিতে, সত্য ছাড়া অন্য কিছু নেই বুঝতে পারল নয়না। তাই খানিকটা নির্লিপ্ততা নিয়ে স্বীকার করল সত্য কে। বললে, হ্যাঁ, আমি একজন অসুন্দর মহিলা।

অলসো ইউ আর এ্যান এজেড লেডী!

নয়না এবারেও সরাসরি দৃষ্টি রাখল। ভদ্রলোকের কথাটা সত্য কিনা যাচাই করবার জন্য। অপর দিকের দৃষ্টিও সরাসরি নয়নার ওপর ন্যস্ত ছিল। নয়নার নেত্রদ্বয়কে অন্য দিকে সরাবার অবকাশ পেল না নয়না। অর্ধ সমাপ্ত প্রশ্নের শেষাংশ প্রকাশ করলেন ভদ্রলোক।

অর, আর ইউ থিংকিং ইয়র সেল্ফ এ বিউটিফুল ইয়ং লেডি?

নয়নাকে আঘাত দেবার জন্যেই কি এই ধরনের অস্বাভাবিক প্রশ্ন করা হচ্ছে? না, আঘাত দেবেন কেন? ভদ্রলোক নয়না সম্বন্ধে স্পষ্ট ভাষায় সত্য উচ্চারণ করছেন। সত্য হলেও এসব অপ্রিয় সত্য। অনেক লোক এই ধরনের সত্য নিয়ে কোনও মন্তব্য করা অশোভন মনে করেন। বিশেষ করে কোন মহিলার উদ্দেশ্যে।

এবারেও নয়না যাচাইয়ের ভঙ্গিতে সরাসরি দৃষ্টি রাখল উপবিষ্ট ভদ্রলোকের ওপর।

তারপর শান্ত কণ্ঠে ঘোষণা করল, নিজের জবাব। বলল, হ্যাঁ, আমি একজন অসুন্দর মহিলা। আমার নিজেকে সুন্দরী যুবতী মনে করবার কোন আগ্রহ নেই।

ইজ দ্যাট দ্যা রিজন ইউ বিহেব ভেরী রুডলি উইথ আদার্স? প্রশ্নটার সাথে সাথে ভদ্রলোকের চেহারায় রাগ ও আক্রোশ স্পষ্ট প্রকাশ পেল।

না! না! অন্তরে অব্যক্ত প্রতিবাদ বেজে উঠল নয়নার। নিজের রূপ ও বয়স নিয়ে কোন আক্ষেপ নেই নয়নার। নয়নার রূপ নয়নার নিজস্ব রচনা নয়। মানুষের বাহ্যিক রূপ অজানা এক সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টি। নয়না আপন হাতের সৃষ্টিতে নিঁখুত থাকতে চায়। ভুল হলে নিজেকে সংশোধিত করতে চায়। ভগবানের দানে নয়নার কোন আফসোস নেই।

অন্য দিকে, নয়নার মধ্যে ক্রোধ শব্দটা ক্রমশঃ ঘনীভূত হচ্ছে। অযাচিত ভাবে এসে এসব কি অদ্ভুত খেলা শুরু করেছেন ভদ্রলোক? নাকি নয়না ইচ্ছাকৃত ভাবে নয়নাকে জ্বালানোর উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছেন?

না, নয়না, ক্রোধ কে উস্কানী দেবে না। নিজের কাছে প্রতিজ্ঞা বদ্ধ নয়না। মানুষের সঙ্গে আর অভদ্র আচরণ করবে না।

ভদ্রলোকের যেমন ইচ্ছে প্রশ্ন করে যাক। নয়না শুধু উত্তর দিয়ে যাবে। ক্রোধের বশবর্তী হয়ে কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটাবে না।

কিন্তু, প্রশ্নটা যে সম্পূর্ণ অন্য ধাচের। নয়নার উত্তর দিতে অসুবিধে হচ্ছে।

ভদ্রলোক হয়ত মনে করেছেন, আগের প্রশ্নগুলোর মত, এই প্রশ্নটাও সত্যের উপর ভিত্তি করে করা যায় বলে।

আনসার মী! জবাব চাহিয়ে মুঝে।

ভদ্রলোকের উত্তেজিত স্বরে নয়না অবাক হল।

নয়নাকে কি জেরা করছেন ভদ্রলোক? কোন অধিকারে জেরা করবেন? নয়নাকি কাঠ গড়ার আসামী? নাকি, ইনিই কোন বিচারক! নয়নার বিচারের ভার নিয়েছেন?

জবাব দিজিয়ে।

নয়না অসুন্দর ও বয়স্কা। এই দুই জ্বালা নয়নাকে মানুষের সাথে ভদ্রতা বিরুদ্ধ আচরণ করতে বাধ্য করে। এই কি বলতে চাইছেন ইনি? আশ্চর্য! নয়না নিজের রূপ আর বয়সকে জ্বালা মনে করতে যাবে কেন? জন্ম হলে বয়স বাড়বেই। সেটাই তো স্বাভাবিক। তাহলে নয়না নিজের বয়সকে যন্ত্রনা মনে করতে যাবে কেন?

নয়নার যতই দোষ থাক, এক মার্জিত রুচিবান ব্যক্তি, একজন স্বল্প পরিচিত মহিলার প্রতি এই অস্বাভাবিক মন্তব্য করবেন কেন? আমি একটা প্রশ্ন করেছি তার জবাব চাই। আবার বললেন ভদ্রলোক।

এ কি ধরনের জবরদস্তি? নয়না বিরক্তি চাপতে না পেরে বলল, জানি না হতে পারে।

নয়নার অন্তরের কোথাও প্রবলভাবে নাড়া দিচ্ছিল অন্য কথা। আমার রূপ যেমনই হোক না কেন আমি একটা শব্দকে বিশ্বাস করি। আমি ভালবাসতে চাই। 'ভালবাসার পরিবর্তে ভালবাসা' জীবনের এই লেন দেনকে সত্য বলে মানতে চাই।

দিস ইজ নট দ্যা প্রপার আনসার। জানিনা বললে হবে না। প্রশ্নটা এড়ালে চলবে না। ইউ আর একজেক্টলি সো। ঠিক এই কারণেই আপনি মানুষকে অসম্মান করে, অবমাননা করে, আনন্দ উপভোগ করেন। ভাল মানুষদের সহ্য করতে পারেন না আপনি। অন্তরের জ্বালায় দগ্ধ হতে হতে, এত ভীষণ ও বিষম হয়ে যান, মানুষকে যা খুশী তাই বলে, বিধ্বস্ত করেও যেন সন্তুষ্ট হন না। আরো ভয়ংকর কিছু করে আত্মতৃপ্তি পেতে চান। ইউ আর নট ইভেন ফিট ফর।...

নিজের প্রতি অস্বাভাবিক, অদ্ভুত, মন্তব্যের তালিকা, আপন শ্রবনেন্দ্রিয়তে প্রবেশ করাতে করাতে, আচমকা ভদ্রলোককে মাঝ পথে থামিয়ে দিয়ে নয়না বলল, আমার খারাপ গুণের কোন সীমা নেই জানেন! মাই ওন্‌লী গুড কোয়ালিটি ইজ, আই হ্যাভ লটস অফ ব্যাড কোয়ালিটিস।

ভীষণ কণ্ঠ স্বরে ভদ্রলোক কি অন্তর্জ্বালা মেটাচ্ছিলেন? নাকি, নয়নাকে উত্তপ্ত করে বিধ্বস্ত করবার চেষ্টা করছিলেন? অবশ্য ভদ্রলোকের দোষ কি, নয়না প্রথমে ভদ্রলোককে অপমান করেছে, অসম্মান করেছে। নয়নার দুর্ব্যবহার অমার্জনীয়। নয়নার অপরাধ, নয়না অস্বীকার করতে পারে না। কিন্তু তবুও এভাবে কি কেউ কাউকে অপদস্ত করতে পারে?

নয়না এর আগে এই মানুষের সম্পূর্ণ রূপ প্রত্যক্ষ করেনি। বাইরের খোলসটা প্রত্যক্ষ করেছিল শুধু। এই মানুষের ভেতর একটা সুন্দর অন্তর আছে। অকৃত্রিম বিশুদ্ধ এক মন বিরাজ করছে এই মানুষের মধ্যে। নয়না এসব জানত না। এসবের সাথে নয়না আজই পরিচিত হল।

অন্তর বিহীন সহানুভূতি ও সহায়তা নয়না পছন্দ করে না, সহ্য করতে পারে না। রাস্তায় এই মানুষের সহানুভূতিকে কৃত্রিম লোক দেখানো সমবেদনার প্রকাশ মনে করেছিল নয়না। এই মানুষকে ভুল বুঝে, এই মানুষের মনুষ্যত্বকে অপমান করেছে নয়না।

তাই তো নয়না মেনে নিল। নিজ মুখে স্বীকার করল, অনেক খারাপ গুণের অধিকারী বলে। নয়না দোষ করলে কখনো অস্বীকার করে না। নিজের দোষ স্বীকার করে নিজেকে অভিযুক্তহীন রাখতে চায়।

সে যাই হোক, এই ভদ্রলোক কি নয়নার ব্যবহারে যথার্থ উত্তর দিতেই এসেছিলেন? তাই যদি হয়, তাহলে ঠিকই করেছেন। নয়না ভদ্রলোকের কাছে মাপ চাওয়ার কথা ভেবে রেখেছিল। কিন্তু শুকনো মাপ চাওয়ায় নয়নার প্রকৃত শাস্তি হত না। নয়নার অপরাধের উপযুক্ত শাস্তি দিলেন ইনি। শাস্তি দেবার প্রক্রিয়া নয়নার অন্তর বিদ্ধ করলেও নয়না অখুশী নয়। নয়নার ভেতরের অভিমানী মানুষটা কষ্ট পেলেও, নয়না অভিমান চেপে সহজ থাকবার চেষ্টা করল।

ভদ্রলোক বিশ্রাম নিচ্ছেন কি? বার বার বিরতির আনন্দ উপভোগ করলে নয়নার যে দেরী হয়ে যাবে। নয়না ঘড়ি দেখল। পৌনে এগারটা। না আজকের সবকিছু মাটি করে দিলেন ভদ্রলোক।

বার বার ঘড়ি দেখা হচ্ছে, খুব তাড়া আছে বুঝি? নয়নার জন্য আর একটা প্রশ্ন রাখা হল।

তা একটু আছে। আপনার এই ইন্টারভিউ কি আরো সময় নেবে?

খুব খারাপ লাগছে শুনতে তাই না?

খোঁচা দিলেন ভদ্রলোক। একবার ভদ্রলোকের দিকে চেয়ে দৃষ্টি অবনত করল নয়না। ভদ্রলোক এতক্ষণ ধরে যা বললেন, তা সত্য ছাড়া মিথ্যে নয়। তবুও কোথায়ও বুঝি অশোভন, অনুচিত, ইত্যাদি শব্দগুলো অবস্থান করছে। এই সমস্ত ভদ্রতা সূচক শব্দ অমান্য করেছেন, অগ্রাহ্য করেছেন, বলেই বুঝি নয়নাকে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে, শুনতে খারাপ লাগছে কিনা।

নয়নার খারাপ লাগবার জন্যেই তো বলা কথাগুলো। নয়নাকে অপমান করবার হেতুই তো এই সমস্ত প্রসঙ্গ টেনে আনা! কিন্তু, অপ্রিয়, অশোভন ও অনুচিত হলেও সত্য দিয়ে কাউকে অপমান করা যায় না। সত্য তো সত্যিই। সত্যকে মেনে নিলে অপমান কিসের!

এটাও কি আপনার একটা গুণ?

কি? কোন্‌টা? নয়না জিজ্ঞাসু নেত্রে চাইল।

এই যে কথায় কথায় অন্যমনস্ক হয়ে যাওয়া!

নয়না বিব্রত ভঙ্গিতে বলল, ওহ্! আপনি কি যেন জিজ্ঞেস করেছিলেন! আপনার কথাগুলো শুনতে খারাপ লাগছে কিনা এই তো?

সামান্য হেসে নয়না বলল, আসলে, ভাললাগা বা খারাপ লাগার প্রশ্ন তো নেই এখানে। আপনি প্রশ্ন করছেন, আমি উত্তর দিচ্ছি। তাই নয় কি?

নয়নার জবাবটা মন দিয়ে শুনে জিজ্ঞেস করলেন, সেই প্রশ্নের জবাব তো দিলেন না! বললেন না তো আপনার প্রতি আপনার নিজের ধারণা কি?

কিছুক্ষণ পূর্বে এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে না পেরে নয়নার খুব অস্বস্তি হচ্ছিল। এই মুহূর্তে মনে হল, সেই প্রশ্নের সঠিক উত্তর পেয়ে গেছে নয়না।

ভদ্রলোক নয়নার কাছ থেকে উত্তরটা শোনার জন্যে নয়নার দিকে চেয়ে বসেছিল।

নয়না বলল, একই। আমার প্রতি আপনার ধারনা যেমন, আমার প্রতি আমার নিজের ধারণাও ঠিক তেমনি। আপনি আমাকে যেমন ভাবছেন, আমি ঠিক তাই। আমার নামটাও এই পৃথিবীর খারাপ ও বদ লোকের তালিকাভুক্ত।

নয়নার জবাব শোনার পর, কোন বিশেষ চিন্তায় মগ্ন হলেন বোধ হয়।

নয়না উঠে দাঁড়াল। বিকাশ বাবুকে একটা ফোন করে দেওয়া উচিত। পরক্ষণে আবার মত পাল্টাল। না থাক। দেরী যখন হয়েই গেছে তখন আর ফোন করে কি হবে। আজ কোন কাজ হবার নয়।

প্রশ্ন কর্তার প্রশ্ন করা কি সমাপ্ত হয়েছে? আগন্তুক নীরব চিন্তায় মগ্ন। নয়না দাঁড়িয়ে অস্বস্তি পাচ্ছিল।

এক কাপ চা দেবে কি নয়না? উনি যতক্ষণ চিন্তা করবেন, ততক্ষণ নয়না চা তৈরী করে নিয়ে আসতে পারে।

চান তো এক কাপ চা খেতে পারেন। মানে, আপনি যদি ইচ্ছে করেন! নয়না চায়ের প্রস্তাবটা রাখল।

চায়ে। অগর আপ পিলায়েঙ্গে তো পি সকতা হুঁ।

তাহলে একটু বসুন। আমি এক্ষুনি নিয়ে আসছি। নয়না ভেতরে চলে গেল।

একটু পরে নয়না চা নিয়ে এল।

ভদ্রলোক দেওয়ালে টাঙ্গান কোন চিত্রকলা উপভোগ করছিলেন মনোযোগ সহকারে।

নয়না টেবিলে চা রেখে ভদ্রলোককে ডাকল, আইয়ে চায়ে ঠাণ্ডা হো যায়গা!

ওয়াণ্ডার ফুল! মানুষের এক অত্যাশ্চর্য কলা কৃতি এই পেইন্টিং। ছবির মাধ্যমে মনের গভীর সূক্ষ্ম ভাষা ও ভাব ধারাকে প্রকট করা সহজ ব্যাপার নয়। ভদ্রলোক দেওয়ালের ছবির দিকে দৃষ্টি রেখে নিজের অভিমত প্রকাশ করলেন।

নয়না বসে বসে অপেক্ষা করছিল।

ছবি দেখা শেষ করে নিজের আসনে এসে নয়নাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি বুঝি আর্টিষ্ট?

না। নয়না সংক্ষেপে জবাব দিল।

তাহলে? ভদ্রলোক ছবির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললেন।

আমি নির্গুণী বলে কি আমার বাড়ীতে কোন গুণী ব্যক্তির চিহ্ন থাকতে পারে না!

নয়নার কণ্ঠে বুঝি অভিমান ছিল। অভিমান থাকলেও ভদ্রলোকের কিছু এসে গেল না।

সম্পূর্ণ দৃষ্টি দিয়ে নয়নাকে একবার পড়বার চেষ্টা করলেন। তারপর সেই একই দৃষ্টি কামরায় একবার প্রদক্ষিণ করিয়ে পুনরায় নয়নার ওপর ন্যস্ত করলেন।

নয়না অস্বস্তি নিয়ে নেত্রদ্বয়কে অন্য দিকে পরিচালিত করল।

এই স্বর্গের একমাত্র মহারাণী বুঝি আপনি!

স্বর্গ? নয়না দৃষ্টি ফিরিয়ে খুব অবাক হয়ে উচ্চারণ করল।

হ্যাঁ, স্বর্গই তো! আমরা এই পৃথিবীর মানুষরা সত্যিকারের স্বর্গ তো কখনো দেখিনি। কল্পনা করি শুধু। তাই হঠাৎ কোনও অভুতপূর্ব সৌন্দর্য প্রত্যক্ষ করলে মনে করি এই বুঝি স্বর্গ।

কথাটার মর্মার্থ ঠিক মতন বুঝতে না পেরে নয়না আবার দৃষ্টি অবনত করল।

আগন্তুক আর একবার সম্পূর্ণ কামরাকে অবলোকন করে বললেন, এই সাম্রাজ্য, এই স্বর্গ রাজ্য তো আপনারই সৃষ্টি! তাই আপনিই এই সুন্দর রাজ্যের মহারাণী! তাই না?

এসব কেন বলছেন ভদ্রলোক? এসব কি নয়নার জন্য প্রশংসা পত্র! আসার পর থেকে আঘাত দিয়ে জর্জরিত করলেন।

তাই কি এখন আদরের প্রলেপ দিচ্ছেন? জুতো মেরে গরু দান! জুতোর মার খাওয়া নয়নার উচিত ছিল। কিন্তু গরু দান কেন? এই মানুষ জানেন না, গরু কেন, কোন দান গ্রহণ করবার কোন যোগ্যতা নেই নয়নার। অবাঞ্ছিত অবহেলিত এক জীব নয়না। এই মানুষের মনুষ্যত্ব আছে। তাই নয়নাকে অপমান করে আত্মতৃপ্তিতে মশগুল হলেন না। মানুষ ইনি। প্রয়োজনে লাথি ঝাঁটা মারলেও অন্তরে আঘাত দিয়েছেন, সে কথা বুঝতে পেরেছেন। তাই উপযুক্ত স্থান বাছাই করে সেখানে সান্ত্বনার প্রলেপ দিতে চাইছেন।

নয়না শুনে গেল। দৃষ্টি অবনত করে, নখ্ খুটিয়ে খুটিয়ে শুনল নয়না।

কেউ চা খেতে চেয়ে গরম চা অবহেলা করলে নয়না খুব রেগে যায়। চা-টা নিচ্ছেন না কেন উনি!

এর মধ্যে নয়না দুবার চায়ের কাপটা বাড়িয়ে ধরে ভদ্রলোক কে চায়ের কাপটার দিকে আকর্ষিত করবার চেষ্টা করেছে।

উনি অন্য চিন্তায় মশগুল ছিলেন। নয়না কি চা-টা আবার গরম করে নিয়ে আসবে? না থাক। নয়না তো ঠাণ্ডা চা নিয়ে আসেনি। উনি চায়ের প্রতি গাফিলতি করে চা ঠাণ্ডা করেছেন।

কথা বলতে বলতেও তো চা খাওয়া যায়! এই মানুষ বোধ হয় এই স্বভাবে অভ্যস্ত নয়।

নয়না মেঝের দিকে চেয়ে বসেছিল। নয়নাকে অপদস্ত করবার পাঠ বন্ধ করে নয়নার জন্য প্রশংসার ডালি খুলেছিলেন। এখন স্থির হয়ে বসেছেন কি?

নয়না সামান্য ঝুঁকে সেণ্টার টেবিলে রাখা চায়ের কাপটা আর একবার বাড়িয়ে দিতে যেতে অস্পষ্ট কিছু শুনল বুঝি। তাই চায়ের কাপটা হাতে নিয়ে, উম! বলে দৃষ্টি ওপরে ওঠাল নয়না। লাইয়ে! বলে চায়ের কাপটা নেবার জন্য ভদ্রলোকও সামান্য ঝুঁকে একটু এগিয়ে এসেছিলেন।

সেণ্টার টেবিলটা মাঝখানে রেখে দুজনে একই সঙ্গে ঝুঁকে আসায় আচমকা একেবারে মুখোমুখি অবস্থায় পড়ে গেল দুজনে। অবশ্য কয়েক সেকেণ্ডের জন্যেই। প্রবল অস্বস্তি নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে, দুজনে দুজনের নির্দিষ্ট আসনে গিয়ে বসলেও নয়নার অন্য রকম অস্বস্তি হল। সেই ক্ষণে, ভদ্রলোক যেন শ্রদ্ধা পূর্ণ মুগ্ধতা মেলে ধরেছিলেন নয়ন জোড়ায়। কিন্তু কার জন্য? মুহূর্তের জন্য সান্নিধ্যে চলে আসা নয়নার জন্য কি? সঙ্গে সঙ্গে আর একবার চাইলে নয়না হয়ত এই সত্যতার প্রমাণ পেত। কিন্তু, নয়না দ্বিতীয় বার চাইতে পারল না। দৃষ্টিকে পুনরায় সংঘর্ষের স্বীকার হতে দিতে চাইল না। মেঝের দিকে চেয়ে বসে রইল।

চা শেষ করে চায়ের কাপটা টেবিলে রাখলেন ভদ্রলোক। নয়না শব্দটা শুনল কিন্তু বলতে পারল না।

চায়ে বহুত বঢ়িয়া থী। আই লাইক মিল্ক এণ্ড জিঞ্জার টি।

এবারেও কিছু বলা গেল না।

মুখ তুলে চাইতে খুব সংকোচ হচ্ছিল নয়নার। যদিও সংকোচের কোন কারণ নেই। দুজনের হঠাৎ মুখোমুখি সংঘাত হবার ঘটনাটা, সহসা সংঘটন ছাড়া অন্য কিছু নয়। নয়নার কোথাও কোন দোষ নেই।

কিন্তু সেই ক্ষণে ভদ্রলোকের দৃষ্টির ভাষা পরিবর্তনের কারণ কি? শুধু কি শ্রদ্ধা ও মুগ্ধতা! নয়নার মনে হল সঙ্গে অন্য এক ভাষারও সংমিশ্রণ হয়েছিল। সেজন্যেই নয়নার বেশী সংকোচ হচ্ছে।

ভীষণ খারাপ লাগছে নয়নার। কেন হঠাৎ এমন হল? নয়নাকে আবার ভুল বুঝবেন

না তো ভদ্রলোক?

আপ কি চায়ে ঠাণ্ডা হো রহী হেয়।

নয়না শুনল। কিন্তু, চায়ের কাপ নেবার জন্য হাত বাড়াতে পারল না।। আশ্চর্য, নয়নার তরফের তো কোনো অস্বাভাবিকতা ছিল না। তা সত্তেও নয়না এমন অস্বস্তি পাচ্ছে কেন? নয়না সহজ না হলে ভদ্রলোক না আবার অন্য কিছু ভেবে বসে।

আপ কী চায়ে? আরেক বার বললেন ভদ্রলোক।

আমি ঠাণ্ডা চা খাই। অন্য দিকে দৃষ্টি রেখে স্বাভাবিক হবার হবার চেষ্টা করে বলল নয়না।

খুব বোর করলাম তো! আপনার সময় নষ্ট করলাম।

হ্যাঁ, কিছুটা সময় নষ্ট করেছেন। আমার সময়ের মূল্য আছে। এবারে স্বাভাবিক স্বরে বলল নয়না।

বোর করি নি? নিঃশ্চয় খুব বিরক্ত হয়েছেন!

আপনি কি আমাকে বোর করতে এসেছিলেন? নাকি আমার অশোভন আচরণের প্রত্যুত্তর দিতে? যে জন্যেই এসে থাকুন! আমি বোর হইনি। কিছুক্ষণের জন্য সত্যের মুখোমুখি হয়েছিলাম মাত্র।

নয়নার কথাটা ভাল করে বোঝার জন্য নয়নার ওপর দৃষ্টি ন্যস্ত করলেন বুঝি।

কিছু চিন্তা করে বললেন, আর একটা প্রশ্ন!

বলুন না। আমি তো তৈরী।

হোয়াট ইজ ইয়র আইডিয়া এ্যাবাউট মী? মানে আমার প্রতি আপনার কি রকম ধারণা হল, সেটা জানতে চাইছি!

নয়না, ভদ্রলোককে এক পলকের জন্য অবলোকন করে নিজের অনামিকার ওপর দৃষ্টি স্থির করে বলল, এ্যা ইয়ং লুকিং হ্যান্ড সাম, ওয়েল কালচার্ড, ওয়েল এস্টাব্লিশড ম্যান, উইথ এক্সেপ্শন্যাল পার্সোন্যালিটি অফ হিজ ওন।

এত সত্বর নয়নার কাছ থেকে এই ধরনের কোন উত্তর আশা করেননি ভদ্রলোক। তাই অবাক হলেন বোধ হয়।

নয়না সামান্য হেসে আবার বলল, অতি সংক্ষেপে বলতে গেলে বলতে হয়, আপনি একজন সম্পূর্ণ মানুষ। এবারে বোধ হয় ভদ্রলোক অস্বস্তি পেলেন।

সেটা লক্ষ্য করে নয়না বলল, কিছু মনে করবেন না। আপনার মত আমিও শুধু সত্য বলতে ভালবাসি।

নয়নার এবারের কথায় ভদ্রলোক সন্তুষ্ট হলেন মনে হল। লজ্জিত ভঙ্গিতে সামান্য হাসবার চেষ্টা করে দরজার দিকে এগোলেন। কিছু মনে পড়ে যাবার ভঙ্গিতে ঘুরে জিজ্ঞেস করলেন, আমার কোন পরিচয় জানতে চাইলেন না!

আপনি দিতে চাইলে দিন; আপত্তি থাকলে দেবেন না। এতক্ষণ পর নয়না নয়নার স্বাভাবিক নির্লিপ্ততা নিয়ে কথা বলল।

আমি আই. কে. শর্মা। আদত বাড়ী এলাহাবাদের কাছে। বর্তমানের কর্মক্ষেত্র এখানে। এই শহরে।

নয়না বলল, মনে থাকবে। অর্থাৎ আর কিছু জানতে চায় না নয়না।

তাহলে চলি।

হ্যাঁ আসুন।

মিঃ আই কে শর্মা চলে যাবার পরও শূন্য ঘরে অনেকক্ষণ বসে রইল নয়না। যা কিছু ঘটে গেল, মানে ভদ্রলোকের নয়নার বাড়ীতে আসা, আসবার উদ্দেশ্য ও উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা ইত্যাদি সব কিছু খুব অবিশ্বাস লাগছিল নয়নার।

ঘটনাচক্রে পড়ে, রাস্তায় হঠাৎ যোগাযোগ হওয়ার ফলে, কারো দ্বারা অপমানিত হয়ে সেই অপমানের প্রতিশোধ নেবার জন্য এত সুন্দর করে পরিকল্পনা করে উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা যেতে পরে বলে নয়নার জানা ছিল না।

খুব আশ্চর্য লাগছে নয়নার। হয়ত এই ভদ্রলোকও ভেতরে খুব রাগী এবং জেদী। নিজেকে ভদ্রতারবশে রেখে নয়নার ওপর প্রতিশোধ নিলেন।

কিন্তু, এই মানুষ যে সম্পূর্ণ অন্য রকম! এই মানুষের পক্ষে সম্ভব হল কি করে একজন মহিলাকে বাড়ী বয়ে এসে অপমান করা! ধ্যাৎ! শুধু শুধু নয়না এক অনাবশ্যক ব্যাপার নিয়ে চিন্তা করতে যাবে কেন। যত মার্জিত ও ব্যক্তিত্বপূর্ণ হোক ভদ্রলোক, নিশ্চয় কোথাও কোন গলদ এই মানুষেরই আছে। অকস্মাৎ কোন অঘটন ঘটেছিল মনে করে, নয়না নয়নার কাজে বেরিয়ে গেল।

কিন্তু, অন্তুর কাছে গোপন করল। অন্তুর কাছে প্রকাশ করতে পারল না নয়না। অন্তুর কাছে ঘটনাটা খুলে বললে অন্তু হয়ত মজাই পেত। নয়নাকে বলত, বেশ হয়েছে মা। তুমি আরো রাস্তায় দাঁড়িয়ে মানুষের সঙ্গে ঝগড়া কর, মানুষকে অপমান কর। আজকে একজন এসেছেন। অন্য দিন অন্য লোক আসবেন। তোমাকে অপমান করে যাবেন।

চেষ্টা করেছিল নয়না। কিন্তু কেমন যেন সংকোচবোধ হয়েছিল অন্তুকে বলতে। এই ঘটনার সবটা কি অন্তুকে বলা যেত? কয়েকটা কথা গোপন রাখতে হত নয়নাকে। অন্তু যে নয়নার সন্তান। সন্তানের কাছে সব কথা প্রকাশ করা চলে না।

যদিও, এখানে নয়নার কোন গর্হিত ভূমিকা ছিল না। নয়নার দোষের মধ্যে দোষ হয়েছিল নয়না এই নাটকের শুভারম্ভ করেছিল।

ঝগড়া বিবাদ ও অপমানজনক উক্তি ব্যবহার করা হলেও, নয়নাই দায়ী সেই ভদ্রলোকের সাথে যোগ সূত্র তৈরী করার ক্ষেত্রে। তা সত্ত্বেও, এই নাটকে নয়নাকে নায়িকার স্থান দেওয়া হল। অবশ্য ভূমিকাহীন নায়িকা। অনর্থকভাবে নাটকের একাংশে নয়নার এই ভূমিকাটাই নয়নাকে বাধা দিচ্ছিল অন্তুর কাছে ঘটনাটা প্রকাশ করতে।

মদন দাস, এম. ডি. র হাতে পায়ে ধরে অজস্র অর্থ ব্যয় করে মাত্র চল্লিশ বছর বয়সে রাতারাতি চিফ জেনারেল ম্যানেজার হয়ে গেলেন। আশাতীত ভাবে পদোন্নতি হওয়ায়, মদন

দাস খুশীতে উপচে পড়েচে। সেই খুশী অন্যের সঙ্গে মিলে মিশে উপভোগ করবার উপলক্ষে মদন দাস আজ পার্টির আয়োজন করেছে। টপ লেভেলের কয়েকজন অন্তরঙ্গ এবং জুনিয়র লেভের কয়েক জন ঘনিষ্ঠ বন্ধু সহ মোট দশ জন কে নিয়ে আজকের পার্টি।

জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার অবিনাশ ঝায়ের কোয়ার্টারটা ঠিক করা হয়েছে পার্টির হৈ-হুল্লোড়ের জন্য। অবশ্য তেমন রাজকীয় পার্টি নয়।

কয়েক জন ইয়ার দোস্ত এক সঙ্গে তামাসা ইয়ার্কি করে পানীয় সেবন করা ও আনন্দ করা ছাড়া অন্য কিছু নেই এই পার্টিতে। আজকের পার্টি নারী বর্জিত। এক দিকে রঙিন জল আর মাংসের কোপ্তা। অন্য দিকে, রুটি আর কসা মাংস।

বিভিন্ন আকারের বিভিন্ন বোতলে বিভিন্ন নামের রঙিন জল। যার যেমন খুশী মেশাও আর খাও। বরফ কুচি আর সোডা অতিরিক্ত রক্ষিত আছে। প্রয়োজন হলে ব্যবহার করা যেতে পারে।

অবিনাশের ছোকরা চাকরটাই সব তৈরী করেছে। অবিনাশ এই পার্টিতে নেই। সিনিয়র অফিসারদের সামনে অস্বস্তি হবে বলে সরে গেছে। মদন দাস অবশ্য বলেছিল, তোমার বাড়ীতে পার্টি হবে তুমি থাকছ না এটা কেমন কথা হে? তা ছাড়া পার্টিতে সিনিয়র জুনিয়র বলে কিছু নেই। পার্টি শুরু হয়ে গেলে তখন আর আমরা তোমার ওপরওয়ালা থাকব না। তখন ফেরিওয়ালা, কাবুলিওয়ালা, এমন কি নেংটিওয়ালাও হয়ে যেতে পারি আমরা।

অবিনাশ লজ্জা পেয়ে বলেছে, না, না, স্যার, তা কেন হতে যাবেন। একটা রাতই তো আমি না হয় অন্য কোথাও শোব স্যার। জোক করলাম ভায়া, কিছু মনে কর না। আমরা কোনও ওয়ালাতেই রূপান্তরিত হব না। তোমার ঘরে তুমি থাকবে না, তা কি কখনো হয় নাকি? তুমি থেক।

না স্যার। আমার ঘর হলেও আমি কিছু মনে করব না। আমি অন্যত্রই শোব স্যার।

অবিনাশের সিদ্ধান্তে মদন দাস খুশী হয়েছে। কারণ, সামান্য একজন জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার পার্টিতে উপস্থিত থাকলে অনেক কিছু খোলাখুলি ভাবে করা সম্ভব হবে না। মদন দাস পার্টি দিচ্ছে আনন্দ করবার জন্য। সেখানে কোন জুনিয়রের জন্য যদি সব খানেতে হিসেব কষে রাখা ঢাকা করে চলতে হয়, তাহলে কিসের পার্টি?

পার্টি শুরু হয়েছে ঘণ্টাখানেক হয়ে গেছে। পানীয় সেবন করতে করতে অধিকারীগণ একটা শব্দে হাবু ডুবু খেতে খেতে, সেই শব্দকেই পার্টির প্রধান আলোচ্য বিষয়রূপে বিবেচিত করে ফেলেছে। তাই অনেকক্ষণ থেকে সেই একটা বিশেষ শব্দ নিয়ে চর্চা চলছে। 'বৌ' শব্দ নিয়ে হৈ চৈ হুলুস্থুল শুরু করা হয়েছে মদন দাসের প্রমোশণের পার্টিতে।

আরম্ভ করেছিল মদন দাস স্বয়ং। প্রথম গ্লাসটা হাতে নিয়ে বলেছিল এটা আমার বৌয়ের নামে খাচ্ছি। আজ সকাল থেকে আমার বৌ বড্ড রেগে রয়েছে। সারাদিনে অনেক চেষ্টা করেও বশে আনতে পারিনি। আমার বৌয়ের গুসসা নিপাত যাক। বলে গ্লাসে চুমুক দিয়েছিল মদন দাস।

ধরনী চৌহান, পার্সোন্যালের সিনিয়র ম্যানেজার শূন্য গ্লাসে আর এক পেগ ঢেলে এগিয়ে

এলেন মদন দাসের দিকে। এই যে শুনছেন? বৌরা রেগে যায় কেন বলতে পারেন? বৌদের কি অধিকার আছে রাগ করবার? আমরা রোজগার করে পয়সা আনি ঘরে, তা সত্ত্বেও বৌরা রাগ করে কেন বলতে পারেন? কেন?

গ্লাসটা বুকে চেপে ধরে ধরনী হঠাৎ কাঁদতে শুরু করল।

কি হল ভায়া? মদন টলতে টলতে ধরনীকে সান্ত্বনা দিতে এল।

আবার বৌ আমায় ঘরে ঢুকতে দেবে না বলেছে। আবার বুক চাপড়ে কাঁদতে শুরু করল ধরনী।

ছিঃ ছিঃ ধরনী কাঁদতে নেই। আমি আমার বৌকে ওয়ার্নিং দিয়ে দিয়েছি। আমার দেরী হলেও গুসসা করা চলবে না। তুমিও বলে দিও ধরনী। ওয়ার্নিং দিলে বৌরা একটু ভয় পায়।

বসন্ত তিয়ারী ফাইন্যান্সের ম্যানেজার এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলেন, কান্নাকাটি কিসের? কি কেস?

মদন বলল, আরে ভায়া ধরনী টা বড্ড ছেলে মানুষ। এখনো বৌয়ের ভয়ে কান্নাকাটি করে।

বৌ? বৌকে ভয় পায় ধরনী? ছিঃ ছি, ধরনী তুই আমাদের ইজ্জৎ রাখলি না।

কেন ভায়া বসন্ত তিয়ারী, তুমি বৌকে ভয় পাও না? মদন চেপে ধরল তিয়ারীকে।

এই চুপ! চুপ! শুনতে পাবে। আসলে আমি বৌকে ভয় পাই না। আবার ভয়ও পাই। বলে তিয়ারী চারদিকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে দেখল বৌ শুনতে পেল কিনা।

মদন দাস তিয়ারীর হাত ধরে জিজ্ঞেস করল, এই বসন্ত বৌ-দের রাগের কোন কারণ জান তুমি?

জানি না আবার? তিয়ারী মদনের কানের কাছে মুখটা নিয়ে বলল, আমাদের যে বৌ-দের কাছ থেকে একটা জিনিষ না হলে চলে না। আমরা যে ওৎ পেতে বসে থাকি বৌয়ের শরীরটা পাবার জন্য।

মেকানিকেলের প্রদীপ সাক্সেনা কথাটা শুনতে পেয়ে প্রতিবাদ করলেন। আমরা ওৎ পেতে থাকি মানে? এসব তো আমাদের অধিকার। ধর্মীয় অধিকার, সামাজিক অধিকার। আমরা পুরুষরা বিয়ে করেছি এই অধিকার পাবার জন্যেই।

সুমন্ত সান্যাল মেটেরিয়েলের ম্যানেজার। বললেন, একটু শুদ্ধ করে বলুন না! আমরা পুরুষ ও নারী এই পৃথিবীতে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হই শুধু ঘর পাবার জন্য ও সন্তান উৎপাদন করবার জন্য নয়। আমাদের দু'পক্ষেরই এক বিশেষ প্রয়োজনে আমরা স্বামী-স্ত্রীর বেশে একত্রে বাস করি। সেক্স ছাড়া আমরা মানুষরা, জীবনের আসল স্বাদ উপলব্ধি করতে অক্ষম। আমাদের বৌরা আমাদের এই সুখ উপভোগ করতে সহযোগিতা করে। তাই অধিকার বা দাবী আমাদের পুরুষদের একতরফা নয়। বৌদেরও আমাদের ওপর সমান অধিকার আছে।

সুমন্ত সান্যালের কথা বুঝি পছন্দ হল না মদন দাসের। ধরনীকে নিয়ে খানিকটা সরে গিয়ে বললেন, বৌদের রাগের অর্থ হল নিজেদের দাম বাড়ান। নিজের দাম বাড়িয়ে আমাদের

বিপদে ফেলতে চায়।

ধরনী এক হাতে গ্লাস ও অন্য হাতে চোখ মুছতে মুছতে বলল, কি বলে না মাইরী। বৌ ছাড়া আমাদের যেন কোন গতি নেই।

অন্য মেয়েছেলে নেই এই দুনিয়ায়?

ধ্যাৎ, বৌদের আলোচনা হচ্ছে যখন, এখানে অন্য মেয়েছেলের কথা আসছে কেন? তিয়ারী মন্তব্য করল।

মদন দাস চক্ চক্ করে উঠল, ও আমার ধোয়া তুলসি পাতারে, বৌ ছাড়া আর কোন মেয়ে ছেলের গন্ধ নাও নি কখনো? সেবার এক সপ্তাহ ট্যুর নিয়ে বম্বে কাটিয়ে এলে, কোথায় কি করেছ সব জানি আমি।

মদন বাবু চুপ করুন! আমার বৌ শুনতে পেলে মেরে ফেলবে আমায়।

শুনতে পাবে কেন? এখানে কোথায় আপনার বৌ শুনি।

মদন, আমায় মারতে চান নাকি? বাতাসেরও কান থাকে।

আমার বৌ পাশে শুতে দেবে না বলেছে, আমার দুঃখ হবে না? বৌকে ছেড়ে কি করে থাকব মাইরি। ধরনীর শোক আবার উথলে উঠল।

আপনার কেসটা ভেরী প্যাথেটিক। মদন টলতে টলতে হাতে গ্লাস নিয়ে সান্ত্বনা দিল ধরনীকে।

তবে বৌ ছাড়া চলবে না আমাদের, এ কথাও সত্য নয়। এনি ওম্যান কেন সেটিসফাই আস। তৃতীয় বার গ্লাস পূর্ণ করে মন্তব্য করলেন মদন দাস।

নিশ্চয়। তবে সেটা সম্ভব হয় বৌকে লুকিয়ে, বৌ-এর আড়ালে।

প্রদীপ সাক্সেনার কথায় মদন দাস ক্ষেপে গেলেন। বললেন, হোয়াই? কেন আমাদের গোপন করতে হয়?

ভেরী সিম্পল ইকুয়েশন। বৌ ছেড়ে অন্য মেয়েছেলেতে যাবে তো বৌয়ের লাথি ঝাঁটা খাবে। একগাল হেসে প্রদীপ বলল। বেশ বললেন কিন্তু, এক জন মেয়ে মানুষের লাথি ঝাঁটা খেতে হয় আমাদের! চৌহান নিজের আসন ছেড়ে টলতে টলতে আবার উঠে এল।

লাথি ঝাঁটা খেতে হয়ই তো। পদাঘাতে জর্জরিত হতে হয় বৌ বলে কথা!

কি বললি মদন? তোর লজ্জা করল না বলতে? নেশার চোটে ধরনী দু'ধাপ উপরওয়ালা বস্‌কে তুই বলে সম্বোধন করল। তারপর মদন দাসের সার্টের কলার ধরে জিজ্ঞেস করল, এই, তুই তোর বৌকে এত ভয় পাস কেন বলবি?

মদন দাস ঢোক গিয়ে বলল, তা আমি পাই। আলবৎ ভয় করি আমি বৌকে। বৌ! আমার সোনার বৌ! গ্লাসটা উচিয়ে ধরে গ্লাসের সোনালী তরল পদার্থের দিকে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করাল।

দোষ তোর মদন। একশ বার বলব, তোর দোষ। বৌকে পায়ের তলার বদলে, মাথায় তুলে রাখিল তুই। ধরনী চৌহান বেশ গুরুত্ব দিয়ে বলল কথাটা।

মুক্তিয়ার আহমেদ পার্সোন্যালের ডেপুটি ম্যানেজার। আজকের এই পার্টিতে অনেকেই

ওর বস্। ডিপার্টমেন্টের খাতিরে মুক্তিয়ার আমন্ত্রিত এখানে। পান করেন না। ভদ্রতা করে এক পেগ ঢেলে নিয়েছিলেন। সেই গ্লাস এখনো হাতে।

মুক্তিয়ারের ভূমিকা এখানে একজন দর্শকের। মিশ্রিত রঙিন তরল পদার্থ পানের বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া দেখছেন মুক্তিয়ার।

কত সহজে আজে বাজে বিকৃত সংলাপ প্রয়োগ করে আনন্দ উপভোগ করছে সকলে। নেশার চোটে তাল হারিয়ে সকলে অচেতন ভাবে সচেতন এখানে।

মদন দাস চৌহানের বস্। মুক্তিয়ার গত কাল চৌহানের ওয়েলিং দেখে ছিল বাজারে। মিসেস মদন দাসকে খুশী করবার জন্য নিজের আত্ম সম্মানকে সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়েছিল চৌহান গতকাল।

মিসেস দাস একলা বাজার করতে এসে প্রচুর বাজার করে ফেলেছিলেন গতকাল। ব্যাগ সমালাতে পারছিলেন না। চৌহান কোথা থেকে দেখতে পেয়ে দৌড়ে এসেছিল। একে একে সব কটা ব্যাগ ও প্যাকেট নিজের হাতে স্থানান্তরিত করে মিসেস দাসের পেছন পেছন ঘুরছিলেন। মিসেস দাস কেশ পরিচর্যার জন্য বিউটি পার্লারে ঢুকলে, চৌহান, মিসেস দাসের চটি সেলাই করা শেষ করে প্রায় ঘণ্টা দেড়েক বিউটি পার্লারের বাইরের অপেক্ষা করেছিলেন।

মিসেস দাস বিউটি পার্লার থেকে বেরিয়ে কচি আম কিনতে গেলেন। চৌহান কর্দমাক্ত বাজারে বসের মিসেসকে প্রবেশ করতে দেয়নি। নিজেই বেছে তিন কিলো আম এনে দিয়েছিলেন। হাতে জায়গা ছিল না বলে মিসেস দাসের সেলাই করা চটি জোড়া বগল তলায় রাখতে হয়েছিল চৌহানকে।

মিসেস দাসের পায়ের চটি কাদায় আটকে ছিড়ে গেলে সেলাই করা চটির খোঁজ পড়ল।

ওমা, চটি জোড়া গেল কোথায়? বাথরুম স্লিপার আমার। মিসেস দাস নিজের খামখেয়ালীর জন্য নিজেকেই দোষারোপ করলেন। ধরনীও কিছুতেই বুঝতে পারছিলেন না চটিটা গেল কোথায়। এই প্যাকেট, সেই প্যাকেট খোঁজাখুঁজির পর, শেষমেষ চৌহানের বগলের তলা থেকে চটি জোড়া বার হলেও মিসেস দাসের পায়ে ঢুকছিল না সেই চটি। মুচি বুঝি সেলাই করতে গিয়ে বেশী ছোট করে ফেলেছিল। শেষ পর্যন্ত অনেক চেষ্টায় চৌহান বসের পত্নীর পদযুগলে জুতো পরাতে সমর্থ হয়েছিল। মুক্তিয়ার, চৌহানের ওয়েলিং পর্বের পরবর্ত্তী অধ্যায় আর প্রত্যক্ষ করেননি। নিজের বাজার সেরে ফিরে এসেছিলেন।

বসের মিসেসদের খুশী করতে পারলেই সে আসল ওয়েলিং করা হয়, মুক্তিয়ার সেটা গত কাল চৌহানের কীর্ত্তিকলাপ দেখে খুব ভাল করে বুঝতে পেরেছিল।

সেই চৌহান এখন নেশার চোটে বসের সার্ট খামচে ধরে তুই বলে সম্বোধন করছে।

মদন দাস দরজার বাইরে কাল্পনিক কোন নারীকে অবলোকন করে হঠাৎ চেঁচাতে শুরু করলেন, মিসেস তিয়ারী এসেছেন! মিসেস তিয়ারী এসেছেন!

বসন্ত তিয়ারীর প্রথম পক্ষের স্ত্রী মারা যাবার দু'বছর পর দ্বিতীয় পক্ষের বৌ নিয়ে এসেছিল। গ্রামের আনকোরা হলেও দেখতে অপূর্ব সুন্দরী। টকটকে গায়ের রং এবং এখনো যুবতীদের দলে স্থান পাবার যোগ্য। তাই তিয়ারীর বৌ এখনো অনেক পুরুষের মধ্যে গোপন

বাসনা প্রজ্বলিত রেখেছে।

মদন দাস গ্লাস রেখে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। টলতে টলতে দরজার দিকে এগোলেন।

কোথায় যাওয়া হচ্ছে শুনি? চৌহান পথ রোধ করল।

চৌহান তুমি একটু শান্ত হয়ে বস। আমি তিয়ারীর বৌকে নিয়ে আসছি ভেতরে।

এই মদন, তিয়ারীর বৌ কি আমার তোর বৌ নাকি! হ্যাঁ? তুই কেন আনতে যাবি শুনি? তোর কি রাইট আছে? হ্যাঁ? চৌহান চেয়ার ছেড়ে উঠে চেষ্টা করেও বসে পড়ল।

পার্টি ইজ পার্টি। এখানে নিজের বৌ আর পরের বৌ দিয়ে কি কথা শুনি? চলুন, দুজনে মিলে তিয়ারীর বৌকে নিয়ে আসি। ঘুরতে গিয়ে পড়ে যেতে যেতে টাল সামলাল মদন।

আমি ভদ্রলোক মদন। আমার পরের বৌ নিয়ে কোন কারবার নেই।

আমি কিচ্ছু করব না মাইরি, শুধু ভেতরে নিয়ে আসব। এই তোর গা ছুঁয়ে বলছি ছোব না।

এই হচ্ছে কি? চৌহান লম্বা জিহ্বা বার করবার চেষ্টা করে বলল।

মদন আর চৌহানকে ফুসুর ফুসুর করতে দেখে বসন্ত তিয়ারী কোন মতে তাল সামলে ওদের সামনে এল।

এই মদু কি হয়েছে? তিয়ারীর নেশাটা জমেছে ভালই। মদন দাস চিফ জেনারেল ম্যানেজার, এখন অন্তরঙ্গ মদুতে রূপান্তরিত হয়ে গেছে।

মদন দাস ফিস ফিস করে বলল, তিয়ারীর বৌ এসেছে।

তিয়ারী গদ্ গদ্ আহ্লাদে বলল, ওহ্, তাই নাকি? কোথায়? নিয়ে আয় না দেখি?

না, একদম না তিয়ারী। আমরা ভদ্রলোক তিয়ারী। চৌহান বাধা দেবার চেষ্টা করল।

মদন দাস হঠাৎ চেঁচাতে শুরু করল, আমার খুব ইচ্ছে করছে।

কি মদু? আর এক পেগ খাবি তো নে না। নাকি গরম কোপ্তা খাবি?

না, আমার ইচ্ছে করছে। মদন দাস অস্থির হয়ে উঠল।

ধরনী ব্যস্ত হয়ে উঠল মদন কে সামলাতে। কি হয়েছে বল মদু?

আমার ভীষণ ইচ্ছে করছে চুমু খেতে।

নে, খা না মদু? আমি তোর বন্ধু, লজ্জা কিসের? নে খা! ধরনী নিজের গালটা বাড়িয়ে দিল।

ধ্যাৎ, তোর শক্ত গালে আমি চুমু খাব না। আমার মেয়ে মানুষ চাই।

মেয়ে মানুষ কোথায় পাব মদু?

কেন, তিয়ারীর বৌ রয়েছে না বাইরে? তিয়ারীর বৌ কি মেয়ে ছেলে নয়?

ওহ্, একটু দাঁড়া মদু, আমি চেষ্টা করি। তিয়ারী এগিয়ে গেল। তিয়ারীর বৌকে নিয়ে আসবার জন্য।

না, তিয়ারী এক দম না। উই আর জেন্টলম্যান। চৌহান তিয়ারীকে বাধা দিতে গিয়ে টাল সামলাতে না পেরে উল্টে পড়ে গেল।

তিয়ারী চৌহানকে উঠিয়ে বলল, চৌহান শুধু একবার এনে দে তিয়ারীর বৌকে। মদনার

সাধ হয়েছে। আফটার অল হি ইজ আওয়ার বস্‌।

আনব?

হ্যাঁ চৌহান যা, নিয়ে আয়, একবার চুমু খাক মদনা।

চৌহান বীরে দর্পে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করল। অবিনাশের চাকরটা গরম কোপ্তা ভেজে নিয়ে আসছিল। ধরনীর সঙ্গে ধাক্কা লেগে সব মাটিতে পড়ে গেল।

তোরা একটু সামলে চলবার চেষ্টা করিস। এভাবে কেউ চলে? দিলি তো সব কোপ্তা মাটিতে ফেলে?

স্যার! আমি কোথায় পড়লাম! আপনি তো আমার গায়ে পড়লেন!

আমি যাচ্ছিলাম একটা দরকারে। আমি তোর গায়ে পড়তে যাব কেন শুনি?

তিয়ারী মদনের মুখের কাছে মুখ এনে জিজ্ঞেস করল, কেমন দেখতে গো মিসেস তিয়ারী?

মদন খুশীতে বিগলিত হয়ে জবাব দিল। এক তরতাজা যুবতী। দেখলেই মন ভরে যায়।

ওহ! আমায় একটু চান্স দিবি?

চৌহান তখন বারান্দায় এক পিলারকে জড়িয়ে ধরে আকুল হয়ে উঠেছে।

আমি না! বিশ্বাস কর তিয়ারিনী! ঐ মদু আব্দার করেছে। আমি তো তোমায় শুধু দেখছি।

আচ্ছা মদন, তিয়ারীর বৌ টা কে? মদনকে জিজ্ঞেস করল তিয়ারী।

ওমা! তিয়ারীর বৌকে চিনিস না! আমাদের বসন্ত তিয়ারীর বৌ।

ওহ। কিন্তু মদন, চৌহান এখনও এল না কেন বলত?

হ্যাঁ, তাই তো! চল তিয়ারী আমরা দেখে আসি।

দুই মাতাল টলতে টলতে বাইরে এল।

দিস ইজ আনফেয়ার চৌহান। আমার প্রথমে পাবার কথা ছিল। চৌহানকে কোন কার্যে লিপ্ত দেখে মদন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল।

এর বিচার হবে চৌহান। এই তিয়ারী, বসন্ত তিয়ারীকে ডেকে নিয়ে এস।

সঙ্গে সঙ্গে তিয়ারীও চেঁচাল, বসন্তকে ডেকে নিয়ে এস।

বসন্ত তিয়ারী কোন ক্রমে শারীরিক ভারসাম্য অটুট রেখে তিয়ারীর খোঁজে আবার ভেতরে এল।

তিয়ারী কোথায়? তিয়ারী? এই তিয়ারী? বসন্ত তিয়ারী হুলুস্থুল চেঁচামেচি করে তিয়ারীকে ডাকতে শুরু করল।

এত আকুল হয়ে নিজেকে খুঁজছেন কেন গো? সুমন্ত সান্যাল তিয়ারীর কাছে এসে জিজ্ঞেস করল।

ওরা দুজনে, মদন আর চৌহান তিয়ারীর বৌকে নিয়ে যা খুশী তাই করছে জানেন! তাই তিয়ারীকে খুঁজছি আমি। আচ্ছা সুমন্তবাবু, তিয়ারীর বৌটা কে বলুন তো? তিয়ারী জিজ্ঞেস করল।

আপনি কে?

আমি বসন্ত তিয়ারী।

তাহলে তিয়ারীর বৌ হচ্ছে গিয়ে আপনার বৌ।

আমার বৌ? মানে আমার স্ত্রী?

হ্যাঁ, তা নয় তো কি? বৌ আর স্ত্রীতে কোন প্রভেদ আছে কি?

মদন আমার বৌকে চুমু খাবে? চৌহানও? কি সাংঘাতিক! তিয়ারী দৌড়তে গিয়ে উল্টে পড়ে গেল।

মজুমদার সম্পূর্ণ আউট হয়ে গেছে। দাঁড়াবার বা বসবার ক্ষমতা নেই। তাই মেঝেতে ফ্ল্যাট হয়ে শুয়ে পড়েছে।

আমার মতন উদার মানুষ এই পৃথিবীতে খুঁজে পাওয়া যাবে না জানেন আপনারা! আমি আমার বৌয়ের ব্যাপারে একদম ফ্রী।

আমার বৌ আমার ওপর কখনো গুস্সা করে না। আমি কখনো বৌয়ের ওপর গুসসা করি না।

কি হল মজুমদার সাহেব, মেঝেতে শুয়ে পড়লেন যে! উঠুন? মুক্তিয়ার মজুমদারকে ওঠানোর জন্য হাত বাড়াল।

মুক্তিয়ার, ডোন্ট হেল্প মী। আই এ্যাম পারফেক্টলী অলরাইট।

হ্যাঁ তাই তো পারফেক্টলী অলরাইট আপনি। উঠুন তো!

মুক্তিয়ার মজুমদারকে টেনে তোলার পর মজুমদার আবার বলতে শুরু করল, আমাদের দুজনের আন্ডারস্ট্যান্ডিং আছে। আই কেন গো টু এনি ওম্যান। শী কেন গো টু এনী ম্যান। তারপর হো হো করে হাসবার চেষ্টা করল।

আরেক বার পড়ে যাচ্ছিল মজুমদার। মুক্তিয়ার মজুমদার কে ধরে বিছানায় নিয়ে এসে বলল, এখানে বসুন। না হলে শুয়ে থাকুন।

না মুক্তিয়ার, আমি বসব না। আমি মোটেও তাল হারাইনি। সামান্য একটু খেয়েছি তার জন্য তাল হারাতে যাব কেন?

টলতে টলতে অরিন্দমের চেয়ার ধরে দাঁড়াল মজুমদার।

অরিন্দমকে দেখে বুঝি কিছু মনে পড়ে গেল মজুমদারের। বলল, এই তো অরিন্দম বসে রয়েছে। বলুক তো অরিন্দম, আমি কখনো কোন অভিযোগ করেছি কিনা? আমার বৌকে অরিন্দম ভালবাসে। ভীষণ ভালবাসে। কিন্তু আমি কখনও অবজেকশন করি না। অরিন্দমকে জিজ্ঞেস করুন না আমি কতটা লিবারেল!

অরিন্দম ঘোষ অফিসে মজুমদারের বস্। অফিসে সর্বক্ষণ স্যার স্যার করে মজুমদার। সুরা পান করার প্রতিক্রিয়া বসকে নাম ধরে সম্বোধন করাচ্ছে।

অরিন্দমের যদি বুকের পাটা থাকে তাহলে বলুক না আমি কখনো ওকে বাধা দিয়েছি কিনা?

অরিন্দমের আজ মন খারাপ। একের পর এক গ্লাস শেষ করেও রঙিন হয়ে উঠতে পারছে না। অনেকক্ষণ থেকে একটা যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছে অরিন্দম। ক্রমাগত তীক্ষ্ণ কোন খোঁচা অরিন্দমকে অতিষ্ঠ করে তুলছিল।

এই মজলিসে এক মাত্র মুক্তিয়ারই এখন সচেতন ভাবে সচেতন। বাকী সকলে অচেতন অবস্থায় সচেতন থাকবার ভান করছে।

মুক্তিয়ার মেঝেতে চাদর পেতে সব কটা মাতালকে এনে বসাল।

অবিনাশের চাকরটা গরম গরম রুটি আর মাংস নিয়ে এসেছে।

মুক্তিয়ার সবার সামনে প্লেট দিয়ে বলল, যে যা খাবেন খেয়ে নিন।

খাওয়ার মত অবস্থায় কেউ ছিল না। তবুও পার্টি যখন খাবার নষ্ট হলেও পাতে খাবার নিতে হবে বৌকি।

একমাত্র মুক্তিয়ারই স্বাভাবিক ক্ষিদে নিয়ে স্বাভাবিক ভাবে খাচ্ছিল।

খেতে খেতে সকলের দিকে একবার দৃষ্টি ঘুরিয়ে মুক্তিয়ার বলল, আপনাদের সকলকে একটা কথা বলতে চাই। আপনারা কি ধৈর্য ধরে শুনবেন?

মদন দাস বললেন, আপনার বৌকে নিয়ে কিছু বলতে চান তো? বলুন না?

মুক্তিয়ার বলল, অনেকক্ষণ ধরে আমি একটা ব্যাপার লক্ষ করছি। আপনারা সবাই মিলে বৌ শব্দটার অপমান করছেন। এই বিশেষ শব্দটা স্ত্রী লিঙ্গ। অর্থাৎ বৌ মানে একজন নারী এবং কোনও পুরুষের বিবাহিত স্ত্রী। সে কারণেই বৌকে শুধু যৌন ক্ষুধা নিবারণের উপায় বলে মনে করেন আপনারা। বৌ শব্দের সঙ্গে আরও অনেক কিছু জড়িয়ে থাকে। সেসব সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করছেন আপনারা।

মুক্তিয়ার জানে তার কথা শোনার আগ্রহ কারো নেই। প্রসঙ্গটা নিয়ে যখন চর্চা হচ্ছেই, মুক্তিয়ারও না হয় একটু চেষ্টা করবে নিজের বক্তব্যকে উপস্থিত করা।

আমি বলব, কেবল মাত্র সেক্সের আনন্দ উপভোগ করবার জন্য আমরা কোনো নারীকে বিবাহ করে ঘর করি না। আমাদের স্ত্রী, আমাদের মনের আশ্রয়, আমাদের বন্ধু। এসব ছাড়াও বৌ শব্দের মধ্যে অনেক রোমাঞ্চ আছে।

রোমাঞ্চটা কি মশায়? সোহাগ রাত শেষ হয়ে গেলে আর কি কোন রোমান্স থাকে। মদন দাস বেশ সুস্থ মস্তিষ্কে বলল কথাটা।

থাকে মশায়। রোমান্স আছে বলেই তো আমরা মানুষরা এখনো এই পৃথিবীতে বিরাজ করছি। রাজা-প্রজা, ধনী-দরিদ্র, দুঃখী এই পৃথিবীর সকল মানুষ একট বিশেষ আনন্দকে উপলব্ধি করে চরম সুখে বিলীন হয়ে যেতে পারে বলেই এই পৃথিবীকে আঁকড়ে ধরে বেঁচে আছে মানুষ। নর-নারীর পবিত্র মিলনের দ্বারা এক অনাবিল সুখানুভূতির সংস্পর্শে আসতে সক্ষম হতে পারে বলেই নর ও নারীর উভয়কে উভয়ের প্রয়োজন।

লেকচার বাদ দিন মুক্তিয়ার সাহেব। মুখে অনেক কিছু বলা যায়। সবাইকে খেতে দিন। মদন দাস উঠে দাঁড়াল।

আপনারা সবাই পেট ভরে খান। আমার প্রমোশনের পার্টি। খেয়ে আমায় উইস করুন। মদন দাস পরিবেশনে ব্যস্ত হল।

লেকচার নয় স্যার। সেক্সকে কেবল শারীরিক ক্ষিদে মেটানোর উপায় বলে ধারণা করলে সেটা ভুল। আমরা আমাদের ইচ্ছানুসারে নব নব প্রক্রিয়ার দ্বারা বিভিন্ন আনন্দানুভূতির

স্বাদ গ্রহণ করতে পারি সেক্সের মাধ্যমে। তাইতো বিবাহিত পুরুষের কাছে বৌ কখনও পুরনো হয় না। মুক্তিয়ার আবার বলল।

বৌ পুরনো হয় না? বিশ বছরের পুরনো বৌকে নতুন বলা যেতে পারে কি? চৌহান ঢুলু ঢুলু নেত্রে মন্তব্য করল।

মন দিয়ে শুনুন না আপনারা। তাহলে অনেক কিছু পরিষ্কার বুঝতে পারবেন। আজ আপনারা কেউ প্রকৃতিস্থ নন। তবুও শুনুন।

মদন দাস বললেন, মুক্তিয়ার, আমার পার্টিতে সকলে ফিট্ থাকে। কেউ বেসামাল নয়। আমি কখনও কাউকে ওভার ডোস দিই না। মুক্তিয়ার অবাক হয়ে মদন দাসের দিকে চাইল। মদন দাসের কথা ও হাভভাব খুব স্বাভাবিক মনে হল। অথচ একটু আগেই মদন দাসকে এক ঘোর মাতাল মনে হচ্ছিল। নিয়মিত ভাবে পান করা লোকেরা কি সম্পূর্ণ মাতাল হয় না? সাময়িক ভাবে অপ্রকৃতিস্থ হয়ে আবার সুস্থ ও স্বাভাবিক হয়ে ওঠে? মুক্তিয়ার কিছু বুঝতে পারল না।

একটা আশ্চর্য সত্যি শুনবেন? শুনতে হলে আপনাদের একটু মনোযোগী হতে হবে। মুক্তিয়ার সকলের উদ্দেশ্যে বললেন।

আপনি অত ভাবছেন কেন মুক্তিয়ার, শুনবে শুনবে সকলে শুনবে। মদন দাস মুক্তিয়ারকে উৎসাহিত করে শ্রোতাগণের দিকে মন নিবেশ করে আবার বললেন, এই যে, মুক্তিয়ার যা বলতে চাইছে আপনারা সবাই মন দিয়ে শুনুন।

মদন দাসের চাইতে বড় ছোট সকলেই মদন দাসের আদেশ পালন করবার জন্য সতর্ক হল। কারো হাতে এক খণ্ড রুটি, কারো হাতে মাংসের হাড্ডি, কেউ শশার ঠুকরো নিয়ে খেলা করছে। যে যেমন অবস্থায় আছে, সে ভাবেই মুক্তিয়ারের দিকে চেয়ে অপেক্ষার ভঙ্গিতে রইল।

মুক্তিয়ার শুরু করল, 'সেক্স ইজ এন এভার আনফোল্ডিং ফ্লাওয়ার, রিলিজিং নিউ ম্যাজিক এভরি মোমেন্ট।

বলা শেষ করে মুক্তিয়ার লাজুক ভংগিতে আবার বলল, এ্যাট লিষ্ট আই ফিল সো।

মদন দাস চেঁচিয়ে বললেন, তালিয়া তালিয়া।

সকলে হৈ-হুল্লোড় করে করতল ধ্বনিতে বাদ্য বাজাতে আরম্ভ করল।

মুক্তিয়ার অপমানিত বোধ করল। ক্ষেপে গিয়ে বলল, আই এ্যাম নট জোকিং।

নিশ্চয় নয়। আমারও এই মাত্র কোন জোকারের কথা শুনলাম বলে মনে করিনি। মদন দাস বললেন।

মুক্তিয়ারের কাছ থেকে দৃষ্টি সরিয়ে সকলের উদ্দেশ্যে বললেন, নিউ ম্যাজিক রিলিজ করব ভাই তাড়াতাড়ি করুন। আমার বৌটা অপেক্ষা করছে।

মুক্তিয়ার আহমেদ আরেকবার অবাক হল মদন দাসের কথা শুনে। মদন দাস কি সত্যি একদম সুস্থ? মুক্তিয়ারের সব কথার মর্মার্থ স্পষ্ট বুঝতে পেরেছে? তা না হলে এধরনের মন্তব্য করবে কেন? যাক, শুধু একজন শুনলে ও বুঝলেও মুক্তিয়ার খুশী। মুক্তিয়ার অসমাপ্ত

কথা সমাপ্ত করতে ব্যস্ত হল। উই কান চেনজ আওয়ার স্টাইল, প্রসেস, ডিফারন্টেলী অন ডিফারেন্ট ডে, ডিপেন্ডিং আপন দ্যা ডিসায়ার অফ আওয়ার ওন। তবেই না আমরা পরস্পরকে সন্তুষ্ট করতে পারব।

ওরে ব্বাস! এ যে দেখছি বিরাট ব্যাপার। আহমেদ আপনি এই সমস্ত বিষয় নিয়ে গবেষণা করেন নাকি? কোথায় আমি তো আপনার মত এত গভীর ভাবে চিন্তা করতে পারি না। ইচ্ছে হলে বৌয়ের পাশে গিয়ে শুই। কিন্তু, কাজটা হয়ে গেলেই বড় বেস্বাদ লাগে। বড় একঘেয়েমী মনে হয়। সেই একই লোকের সাথে একই ব্যাপার। বড় পুরনো হয়ে গেছে বলে মনে হয়।

ধরনী চৌহান বেশ স্বাভাবিক স্বরে কথাগুলি বলল। মুক্তিয়ারের আবার খুব অবাক লাগল। কারণ, একটু আগে টাল সামলাতে না পেরে দুবার উল্টে পড়েছিল চৌহান। এখন সেই নড়বড়ে চেহারার কোন লক্ষণ নেই। তাহলে মদন আর ধরনী কি এতক্ষণ অভিনয় করেছিল? তা না হলে এত সুন্দর গুছিয়ে কথা বলতে পারবে কেন?

এই পৃথিবী সব কিছুই মানুষের নিজস্ব চিন্তাধারার ওপর নির্ভর করে স্যার। যে কোন জিনিষকে আপনি সুন্দর বা অসুন্দর যে ভাবে বিচার করবেন, সে ভাবেই সব কিছু আপনার মনে গেঁথে যাবে। মুক্তিয়ার আবার বলল।

সুমন্ত সন্যাল এতক্ষণ মন দিয়ে মুক্তিয়ারের কথা গুলো শুনছিল। মুক্তিয়ার থামলে বলল, ব্রেভো মাই ফ্রেন্ড! খুব ভাল কথা শেখালেন সবাইকে। আপনার সঙ্গে আমিও এক মত।

বসন্ত তিয়ারী তখনও অপ্রকৃতিস্থ। নিজের বেসামাল অবস্থাকে সামলাবার চেষ্টা করে জড়িয়ে জড়িয়ে বলল, মুক্তিয়ার বাবু আমি আমার বৌকে প্যায়ার করি। তাই আমার বৌয়ের প্রতি যদি অন্য কারো নজর থাকে, তাহলে আমি সহ্য করব না।

আহা, আপনার বৌয়ের প্রতি কে নজর দেবে? আপনি ছাড়া আর কারো অধিকার নেই আপনার বৌকে নজর দেবার।

তাই কি? মুক্তিয়ার বাবু, সেক্স আর আর প্যায়ার এক সাথে হতে পারে কি? আপনি জ্ঞানী মানুষ বলুন না!

তিয়ারী আব্দার করল।

কেন নয় তিয়ারীজী? সেক্স আর প্যায়ারের মিশ্রণ আপনাকে স্বর্গে নিয়ে যাবে! দেখবেন আপনি আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে স্বর্গে পৌঁছে গেছেন।

তাই মুক্তিয়ার বাবু? আমরা এত সহজে স্বর্গে পৌঁছতে পারব? বসন্তের দু'চোখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তারপর স্বর্গে যাব, স্বর্গে যাব, বলে আনন্দে নাচতে শুরু করল।

মজুমদারের নেশা বুঝি আজ কাটবার নয়। খাওয়া ছেড়ে উঠে জড়িত কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল। বৌ ইজ নাথিং বাট এ্যা লিগল প্রস্টিটিউট। বাইরের কেনা মেয়েছেলের শরীর যা, বৌয়ের শরীরও তাই। যখন যাকে কাছে পাবে, চাট! খাও! যা খুশী কর।

আহা, থামুন তো মজুমদার। কি সব আজে বাজে কথা বলছেন? কেউ বুঝি মন্তব্য করল।

কেন, আজে বাজে হতে যাবে কেন? বৌয়ের শরীর আর অন্য মেয়েছেলের শরীর কি আলাদা? কোথায় প্রভেদ রয়েছে শুনি? মুক্তিয়ার দৌড়ে এসে মজুমদারের মুখ চেপে ধরল। স্টপ মজুমদার। আর এক বর্ণ বাজে কথা উচ্চারণ করতে পারবেন না। এত অধিক পরিমাণে পান করেন কেন আপনারা? আপনাকে বলেছিলাম না শুয়ে থাকুন!

না মুর্কতি বাবু, আমি আউট হইনি। তবে একটু খেয়েছি। মদন খাওয়াচ্ছে আমি খাব না?

আর কথা নয় মজুমদার সাহেব, আসুন একটু শুয়ে থাকুন। মুক্তিয়ার মজুমদারকে এনে শুইয়ে দিল।

মদন দাস শুয়ে থাকা মজুমদারের পকেট থেকে একটা বোতল বার করে বলল, এই বেইমান! কখন লুকিয়ে আসলি বোতল পকেটে ঢুকিয়েছিলি শুনি? আমি রাখলাম জল মিশিয়ে, আপনারটা খাঁটি তরল পদার্থ হল কি করে শুনি?

কি বললে মদন দাস, তুমি আমাদের জল মিশিয়ে পানীয় খাওয়ালে? তোমার প্রমোশনের পার্টিতে ভেজাল বস্তু খাওয়ালে? ধরনী আঁতকে উঠল।

তা না করে কি করতাম শুনি? ভেজাল খেয়েই যা কেলেংকারি করছিস তোরা। ফিফটি ফিফটি না থাকলে শুধু আসলী খেলে তোরা সবাই এতক্ষণ অচেতন অবস্থায় মাটিতে লুটোপুটি খেতিস। চূড়ান্ত কেলেংকারি করে ফেলতিস। তারপর তোদের বৌ-রা তেড়ে এলে কে সামলাত শুনি?

তাই বলে তুই আমাদের? তুই তুই করে সম্বোধন করে জল মেশানো হুইস্কি খাওয়াবি? ছিঃ ছিঃ মদনা। এই তোর পার্টি?

এক পেগ খাঁটি মদ খাওয়াবার মুরোদ নেই। জানলে আমরা কেউ আসতাম না। তিয়ারী আফসোস করল।

তিয়ারী, আমার অনেক প্রবলেম, তোরা এসব বুঝবি না অনেক পয়সা খরচ হয়েছে জানিস! এখন খুব টানাটানিতে আছি আমি। তাই একটু ইকোনোমিক্যাল চলবার ব্যবস্থা আর কি। আরেকদিন হবে। সেদিন জল ছাড়া শুদ্ধ পানীয় খাওয়াব।

শুদ্ধ পার্টি দিবি?

হ্যাঁ, দেবই তো।

কিন্তু মদনা, তুই আমাদের এত ছোট করবি? একেবারে তুই তোকারী করে ডাকবি?

বাছাধনরা, তোমরাও কোথাও কম যাচ্ছ না। এখন আমি তোমাদের সবার বস্। তা সত্বেও, তোমরা আমার নাম পাল্টে দিয়েছ, তুই বলে সম্বোধন করে যাচ্ছ।

কথা বলার ফাঁকে মদন দাস তিয়ারীর পকেট থেকে একটা খাঁটি জিনসের বোতল বার করল।

তুইও তিয়ারী? আশ্চর্য। তাই তো বলি, আমাদের বসন্তের নেশা এতক্ষণ ধরে রয়েছে কি করে?

তিয়ারী হাঁউ হাঁউ করে কাঁদতে শুরু করে দিল। আমি আসল জিনিষ খেয়েছি, আমার

নেশা হয়েছে। আমার বৌ আমায় ঘরে ঢুকতে দেবে না।

বেশ করেছিস। যেমন কর্ম তেমনি ফল। মজুমদার দূর থেকে মন্তব্য করল।

তিয়ারী টলতে টলতে মজুমদারের কাছে এসে দাঁড়াল।

মজুমদার জিজ্ঞেস করল কি কেস? কাঁদছিস কেন?

আমার বৌ আজ আমায় ঘরে ঢুকতে দেবে না।

আহা কাঁদছিস কেন? তোর বৌটাও কি আমার বৌয়ের মতন, মানে, অন্য কারো সঙ্গে ইয়ে করে?

না, না, আমার বৌ আমার ঘরে ঢুকতে দেবে না। সেজন্যেই আমার কান্না পাচ্ছে।

মজুমদার তিয়ারীর কানের কাছে মুখ দিয়ে বলল, ডোন্ট ওরি তিয়ারী, আমরা দু'জন অন্য কোথাও চলে যাব। আমাদের বৌ আমাদের সাথে নাই বা থাকল।

বৌ! বৌ! বৌ! একই শব্দ বার বার শুনতে শুনতে অরিন্দমের কান ঝালাপালা হয়ে যাচ্ছিল। পার্টিতে আসবার পর থেকে একই জায়গায় বসে রয়েছে অরিন্দম। তিন পেগ খেয়েও আনন্দ পাচ্ছে না। অনেকক্ষণ থেকে একটা যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছিল অরিন্দম। সেই যন্ত্রণার খোঁচায় ক্ষত স্থান ক্রমাগত আহত হয়েছে। কিন্তু খোঁচার কারণটা মন থেকে সরিয়ে ফেলতে পারছে না।

ভাল লাগছে না অরন্দিমের। কিছু ভাল লাগছে না। সবাই খেতে বসলেও অরিন্দম খেতে বসেনি। অরিন্দম কোণের দিকে একটা চেয়ারে বসে ছিল। কাউকে কিছু না বলে নিঃশব্দে বেরিয়ে আসতে চাইল অরিন্দম।

অরিন্দম দরজার মুখে পৌঁছতেই মুক্তিয়ার অরিন্দমকে দেখতে পেল।

স্যর, এভাবে যেতে পারবেন না। একটু শুয়ে পড়ুন। পরে সুস্থ হলে যাবার চেষ্টা করবেন।

নো, আই মাস্ট গো। যেতে পারব না কেন? আমি কি মাতাল? এই দেখুন না সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছি। অরিন্দম জোর করে সোজা হয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করল।

স্যর আপনি সুস্থ নন। একটু বিশ্রাম নিন। তারপর যাবেন।

না, আমি যেতে পারব। অরিন্দম জোর দিয়ে বলল।

তাহলে স্যর, আমি আপনাকে পৌঁছে দিচ্ছি চলুন।

অরিন্দমকে চলে যেতে দেখে মজুমদার শুয়ে শুয়ে চেঁচাল, যাও অরিন্দম, যাও। লীনার কাছে যাও। লীনা তোমায় সব দেবে।

লীনা কে? লীনা অন্য এক জনের বৌ। তাহলে লীনার কাছে যাবে কেন অরিন্দম? অরিন্দম মনে মনে মজুমদারের ওপর রেগে গেল। হুশ থাকলে কোন গালি-গালাজ দিয়ে মজুমদারকে তিরস্কৃত করতে পারত। তা করতে পারল না বলে আফসোস করে বেরিয়ে এল।

মুক্তিয়ার অরিন্দমকে গাড়িতে উঠিয়ে বলল, ওভাবে গাড়ি চালাতে পারবেন না স্যর। আমি ড্রাইভ করে বাড়ি পৌঁছে দিচ্ছি।

না, না, বাড়ি যাব না আমি। জাহান্নামে যাব আমি।

আহমেদ বুঝল আজ অরিন্দম সাহেবেরও মাথায় চড়েছে। মদন দাস নিশ্চয় ড্রিংক তৈরী করবার সময় কিছু গড়বড় করেছে। তাই অরিন্দম ঘোষের মতন মানুষও আবোল-তাবোল কথা বলছেন।

মদন দাস অরিন্দমকে চলে যেতে দেখে ছুটে এল। কোথায় যাচ্ছেন স্যার? আমায় উইস করবেন না?

আহমেদ জানাল, ঘোষ সাহেব এখন উইস করবার মতন অবস্থায় নেই। এখন স্যারের বাড়ী চলে যাওয়াই সমীচীন হবে।

যাও! সবাই চলে যাও! কাউকে চাই না আমার। আমি মদন দাস চিফ জেনারেল ম্যানেজার একাই পার্টি করব। মদন দাস অভিমান প্রকাশ করল।

গাড়ীর ভেতরে বসবার সাথে সাথে অন্তরে কষ্টটা আবার চাড়া দিয়ে উঠল অরিন্দমের। অন্তরের অন্তস্থল থেকে একটা হাহাকার বোধ ভীষণ কাতর করে ফেলল অরিন্দমকে। ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল অরিন্দম।

মুক্তিয়ার জিজ্ঞেস করল, কি হয়েছে স্যার?

অরিন্দম জবাব দিল না।

মুক্তিয়ার বলল, স্যার বাড়ী গিয়ে একটু লেবুর জল খেয়ে শুয়ে পড়বেন, সব ঠিক হয়ে যাবে।

অরিন্দম হঠাৎ ছেলে মানুষের মতন ফুঁপিয়ে বলল, সবার বৌ আছে মুক্তিয়ার, শুধু আমার নেই।

ঘোষ সাহেব কখনও এমন করেন না। মুক্তিয়ার এই প্রথম সাহেবকে আবোল-তাবোল বলতে শুনছে। মুক্তিয়ার সান্ত্বনা দেবার মত করে বলল, আছে স্যার। ঘরে আছে। সবার বৌ ঘরেই থাকে।

পরের দিনটা যথা নিয়মে চলছে। গত রাতের পার্টিতে নিজেদের বেতাল ও মাতালের ভূমিকা ভুলে সবাই সুস্থ মার্জিত হয়ে অফিসে এসেছে।

অরিন্দম ঘোষ সিনিয়র চিফ জেনারেল ম্যানেজার। দায়িত্ব তো কম নয়! এক সাথে চারটে ফোন বাজতে শুরু করলে খুব মুশকিল হয় অরিন্দমের। সব কটা এক সাথে অ্যাটেন্ড করা সম্ভবও নয়। কখনও কখনও তাও করতে হয়।

দুটো পি এন. টি.-র ফোন এক সাথে বাজতে শুরু করল। অরিন্দম একটা উঠিয়ে নিয়ে, হ্যালো বলেই তটস্থ হল। হেড অফিস থেকে এম. ডি. সাহেব ফোন করেছেন।

হ্যালো মিঃ ঘোষ? এ কি শুনছি?

কিসের স্যার? অরিন্দম ব্যস্ত হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। যেন এম. ডি. সাহেব সম্মুখে দাঁড়িয়ে কোন কিছুর তলব করছেন।

আপনার কাজের প্রচুর সুনাম ছিল। হঠাৎ এই গাফিলতি কেন? দায়িত্ব নিয়ে পালন করতে না পারলে আপনার কাজ ছেড়ে দেওয়া উচিত মিঃ ঘোষ?

স্যার, তেমন কিছু তো হয়নি! মানে, কি হয়েছে ঠিক বুঝতে পারছি না। অরিন্দম ভীত

কণ্ঠে বলল।

হয়নি কি হয়েছে, সেটা আমরা এই দিল্লীতে বসেও টের পাচ্ছি। এম.ডি.র গলার স্বর বলছে, অরিন্দম কোথাও মারাত্মক কোন ভুল করেছে। কিন্তু কোথায় কি ভুল করল সেটাই তো অরিন্দম ধরতে পারছে না। ভুলটা ধরতে পারলে না হয় নিজের সাফাই দেবার চেষ্টা করা যেত।

· —অন্য একটা ফোন তখনো বাজছিল। অরিন্দম বিরক্ত হয়ে রিসিভারটা নীচে নামিয়ে রাখল।

—স্নায়বিক দৌর্বল্যকে আয়ত্তে এনে অরিন্দম জিজ্ঞেস করল, কি হয়েছে বলবেন স্যার?

—আপনার ইরেসপন্সিবিলিটি দিন দিন বেড়েই চলেছে মিঃ ঘোষ।

—স্যরি স্যার। কিন্তু, কোথায়, কি ভাবে, একটু ব্যাখ্যা করে বলবেন কি?

নিজে ভেবে দেখুন! আমায় কি জিজ্ঞেস করছেন? তবে এ ধরনের গাফিলতি পুনরায় সংঘটিত হলে আমরা এ্যাকশন নিতে বাধ্য হব। বলে এম. ডি. সাহেব ফোন রেখে দিলেন।

অরিন্দমের এত বছরের চাকরী জীবনে এই প্রথম অরিন্দমকে সরাসরি দায়িত্বহীন বললেন এম. ডি. সাহেব। শুধু তো দায়িত্বহীন বলে অভিহিত করলেন না। সঙ্গে ওয়ার্নিংও দিলেন। অরিন্দম খুব চিন্তায় পড়ে গেল। কোথায় কি ভুল করেছেন কিছুতেই স্মরণে আনতে পারছে না। অরিন্দম গুম্ হয়ে বসে রইল।

ঘণ্টা দু-এক পর আবার ফোন বাজতেই অরিন্দম ব্যস্ত হয়ে ফোন ওঠাল।

হ্যালো!

আমি লীনা বলছি।

আমি এখন ব্যস্ত আছি বলে অরিন্দম ফোন রেখে দিল।

ভীষণ অস্থির হয়ে উঠল অরিন্দম। অরিন্দমের কোথায় ভুল হয়েছে খুঁজে বার করতে হবে। কিন্তু মাথায় যে কিছু আসছে না। আবার ফোন বাজল। ফোন ওঠাতেই অপর পক্ষ বলল, আমি লীনা। তুমি বার বার ফোন নামিয়ে রাখছ কেন বলত!

লীনা এটা অফিস। খুব বিরক্তি ঢেলে বলল অরিন্দম।

আমি জানি অরিন্দম, আমি তোমার অফিসেই ফোন করেছি। তোমাকে ডিস্টার্ব করছি ভাবলে কেন? আমার কি দুশ্চিন্তা নেই? না হয় না? কাল রাতে কি হয়েছিল গো? শুনলাম বৌয়ের জন্য নাকি খুব কান্নাকাটি করছিলে? এক নাগাড়ে কথাগুলো বলে লীনা সামান্য থামলে, অরিন্দম অত্যন্ত রাগান্বিত স্বরে বলল, এটা অফিস। পরে ফোন করো। আমি খুব ব্যস্ত।

লীনা থামল না। বলল, ব্যস্ত থাকলেও বলতে হবে কাল কি হয়েছিল। তা ছাড়া এত ব্যস্ততার কারণ কি। তোমার বস্ তো ঘুরতে যাচ্ছেন।

লীনা!!

অরিন্দমের রাগ লীনাকে দমন করতে পারল না। অরিন্দমকে রেহাই দিতে চাইল না লীনা।

গত রাতে এলে না কেন গো? রাত নটা থেকে অপেক্ষা করেছিলাম তোমার ঘরে। কি এমন পার্টি যে রাত বারটা পর্যন্ত বসে থাকতে হয়েছিল?

অরিন্দম প্রচণ্ড রেগে গিয়ে ফোনটা রাখতে গিয়েও লীনার কাছ থেকে একটা খবর পাওয়া যেতে পারে ভেবে জিজ্ঞেস করল, আমার বস্, মানে, এম. ডি. সাহেব বাইরে ঘুরতে যাচ্ছেন, তোমায় কে বলল? ইনফর্মেশান কোথায় পেলে?

পেয়ে যাই অরিন্দম। তুমি তোমার লীনাকে কি মনে কর? বলা শেষ করে খিল্ খিল্ করে হাসতে শুরু করল লীনা।

হেঁয়ালী ছাড় লীনা। কোথায় খবর পেলে বল?

তোমার বাড়িতে বসেই তো পেলাম খবরটা। এম.ডি.সাহেব ফোন করেছিলেন। আমি তো ফোন ধরেছিলাম।

আমার বাড়ীতে?

তো আর কোথায়। তোমার জন্য অপেক্ষা করতে করতে ক্লান্ত হয়ে ফিরে আসছিলাম। তখনি ফোন এল।

কি বলেছিলেন উনি?

এই জান, এম ডি সাহেব না আমায় মিসেস ঘোষ বলে সম্বোধন করেছেন।

লীনার ন্যাকামী শোনার ধৈর্য নেই অরিন্দমের। দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে বলল, কি বলেছিলেন উনি সেটা জানতে চাইছি।

অত রেগে যাচ্ছ কেন বলত?

বল লীনা, এম.ডি.সাহেব কি বলেছিলেন? ধৈর্য চেপে অরিন্দম আর একবার জিজ্ঞেস করল।

অরিন্দম প্রচণ্ড রেগে গেছে বুঝতে পেরে লীনা থতমত খেয়ে বলল, উনি ঘুরতে যাচ্ছেন।

কোথায়, কেন, এসব কিছু বলেননি?

হ্যাঁ, এক মাসের জন্য ইউরোপ যাচ্ছেন উনি।

আর কি বলেছিলেন?

কোথায় আর কিছু তো বলেননি। খবরটা তোমায় দিতে বলেছিলেন শুধু।

অরিন্দমের কপালের দু'পাশের রগ দপ্দপ করতে শুরু করল। ব্যাপারটা খুব বিচ্ছিরি হল। এম. ডি. সাহেব জানেন, অরিন্দমের মিসেস অরিন্দমের সাথে থাকে না। মেয়েলী গলা শুনে উনি কি মনে করলেন?

অরিন্দম, আর একটা কথাও বলেছিলেন, তুমি বাড়ী ফেরার পর ওনার সঙ্গে ফোনে কন্টাক্ট করতে বলেছিলেন। খুব আর্জেন্ট কিছু ছিল বোধ হয়।

ওহ! লীনা তুমি আমায় রাত্রিবেলা জানালে না কেন?

ভুলে গিয়েছিলাম অরিন্দম। আসলে তোমার জন্য অপেক্ষা করতে করতে খুব ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিলাম তো। তাই বাড়ীতে আসবার সাথে সাথে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

অরিন্দম রাগে রিসিভার নামিয়ে রাখল।

ধ্যাৎ, ভীষণ বাজে ব্যাপার হয়ে গেল। কি মনে করলেন এম. ডি. সাহেব? লীনা নিঃশ্চয় জানিয়ে দিয়েছে অরিন্দম পার্টিতে গেছে। এও নিশ্চয় জানিয়ে দিয়েছে লীনা, মিসেস ঘোষ নয়। ছিঃ ছিঃ, এত দিনের সুনাম নষ্ট হয়ে গেল অরিন্দমের।

মন খারাপ করে বসে রইল অরিন্দম। লীনা যদি বুদ্ধি করে অন্য কিছু বলে অরিন্দমের মান রক্ষা করত তাও হত। কিন্তু লীনা তা করতে যাবে কেন?

কিন্তু, এম. ডি. সাহেব চলে গেছেন কিনা, কিংবা কবে যাবেন এটা তো জানা দরকার! এখন পর্যন্ত ফ্যাক্স আসেনি যখন, তখন এইটুকুতে অরিন্দম নিশ্চিন্ত যে, উনি এখনো যাননি। অরিন্দম এম. ডি. সাহেব কাছে ফোন করবার সিদ্ধান্ত নিল।

দিল্লীর অফিসে ফোন করে জানল, সাহেব কোনও কাজে অফিসের বাইরে গেছেন। কোথায় গেছেন তা জানা নেই।

অরিন্দম এম. ডি. সাহেবের বাড়ীর নম্বর ঘোরাল। অরিন্দমের ভাগ্য ভাল লাইন পাওয়া গেল। রিং হচ্ছিল।

এম. ডি. সাহেবের মিসেস ফোন ওঠালেন।

অরিন্দম বলল, হ্যালো ম্যাডাম! আমি অরিন্দম বলছি।

অরিন্দম? আপনি কে যেন! মিঃ ঘোষ না? গলার স্বরটা চেনা চেনা লাগছে।

ঠিক ধরেছেন ম্যাডাম। আমি অরিন্দম ঘোষ।

নমস্কার ম্যাডাম। শুনলাম আপনারা ইউরোপ ঘুরতে যাচ্ছেন?

হ্যাঁ ভাই, অনেক দিনের সাধ ছিল সুইটজারল্যান্ড দেখব। এতদিন পর সেই সুযোগ এল।

সাধ পূর্ণ হত অনেক আগেই ম্যাডাম। আপনি বোধ হয় ব্যাপারটাকে তেমন গুরুত্ব দেননি। তা না হলে, স্যার তো প্রতি বছরই যেতেন সুইটজারল্যান্ডে। আপনাকে সঙ্গে নেওয়া তা এমন কোন সমস্যা হত না।

হয়ত তাই। আসলে বাচ্চারা বড় না হওয়া পর্যন্ত সব রকম সাধের কাঙাল হওয়াটাও বোধ হয় ঠিক নয়।

কাঙাল কিসের ম্যাডাম। ইউ হ্যাভ এভরি রাইট টু গো এনি হোয়ার উইথ স্যার, অর উইথ ইওর ফ্যামেলী।

কি যে বলেন আপনি। উনি যান অফিসিয়াল কাজে। আমি কি করে সঙ্গে যেতে পারি?

ঠিকই বলেছি ম্যাডাম। ম্যানেজ করে নিলে অনেক কিছু সম্ভব করা যায়। এনি ওয়ে, সুইটজারল্যাণ্ডের বরফের ওপর স্কেটিংয়ের চাইতে বেশী আনন্দ দায়ক উপভোগ্য ভ্রমণ আর কি হতে পারে!

ঐ আর কি। ম্যাডাম লাজুক স্বরে অরিন্দমের কথার সমর্থন করলেন।

ফ্রান্স যাবেন না ম্যাডাম? এ্যাফিল টাওয়ার দেখবেন না ম্যাডাম?

হ্যাঁ, সব দেখব। যখন ইউরোপের ট্যুরে বেরিয়েছি, তখন কোনাটাই বাদ দেওয়া যাবে না। উনি পুরো নর্থ ইউরোপ ঘোরার প্ল্যান করেছেন।

খুব ভাল ম্যাডাম? আপনারা ঘুরে এলে সব গল্প শুনব ম্যাডাম। কোথায় কিভাবে আনন্দ

করলেন, গোপনীয় অগোপনীয় সব শোনাতে হবে ম্যাডাম।

এই নটি! অগোপনীয় আবার কি? আমরা কি যুবক-যুবতী।

উপভোগ করতে জানলে সব বয়সে সব মানায় ম্যাডাম। তা ছাড়া, ইউ টু আর স্টিল ইয়ং।

এই মিঃ ঘোষ! ওভাবে জোক করবেন না তো?

নো ম্যাডাম, দিস ইজ নট জোক। এটা খুব খাঁটি কথা। আপনি আর স্যার দু'জনেই এখনো ইয়ং। আমরা মাঝে মাঝে আলোচনা করি। সাহেব এত বড় পোষ্টে রয়েছেন ঠিকই কিন্তু আপনাদের বয়স তো তত বড় নয়। অসাধারণ ক্ষমতার গুণে এত বড় একটা ইন্ডাস্ট্রি এত সুষ্ঠ ভাবে চলছে।

সেটা মানব ভাই। আমার কর্তার একটা এক্সট্রা অর্ডিনারি ক্ষমতা আছে।

নিশ্চয় ম্যাডাম। ঠিক সেই কারণেই, আরো অনেক দূর যেতে সক্ষম স্যার। স্টিল মাইল্‌স টু গো ম্যাডাম। আর এসবের মূলে আপনি ম্যাডাম। আপনার কাছ থেকে সব রকম অনুপ্রেরণা পান বলেই আমাদের স্যার এত সক্ষম।

ম্যাডাম! স্যার, মানে স্যার কি বাড়ীতে আছেন?

হ্যাঁ, উনি বাড়ীতেই। কিছু কাজ ছিল। তাই এবেলা বের হননি।

ম্যাডাম, স্যারকে একটু ডেকে দেবেন?

হ্যাঁ নিশ্চয়, ধরুন না। ডেকে দিচ্ছি।

অরিন্দম কপালের ঘাম মুছে সাহেবের সঙ্গে কথা বলবার জন্য নিজেকে একটু প্রস্তুত করে নিল।

হ্যালো স্যার! আপনাদের প্লেন কটায় স্যার?

আজ কোথায় যাচ্ছি। আগামী কাল, ভায়া বম্বে হয়ে যাচ্ছি আমরা।

তাই তো! আমার মনে ছিল না।

কি মনে ছিল না?

না, মানে, আপনি যে কাল যাচ্ছেন, সে কথা মনে ছিল না। কটায় প্লেন স্যার?

রাত নটায়।

আমি আসব স্যার? মানে যদি কোন প্রয়োজন হয়!

আপনি এসে কি করবেন?

কি করব মানে যদি প্রয়োজন হয়, তাহলে কিছু করতাম স্যার। আপনার কোন প্রয়োজনে কিছু করতে না পারলে, মরার পরও শান্তি পাব না স্যার।

না, না, সেরকম কোন প্রয়োজন নেই আমার।

স্যার, আপনার দিল্লির বাড়ী এতদিন খালি থাকবে? কোন ব্যবস্থা করতে হবে না?

না, তার দরকার হবে না। একমাস আমার শালা তার ফ্যামেলী নিয়ে থাকবে এখানে।

স্যার, রনী, মানে আপনার ছেলে, সেও কি যাচ্ছে?

কি ধরনের কথা বলছেন মিঃ ঘোষ। রনীর এখন পুরোদমে স্কুল চলছে। স্কুল কামাই

করে ওকে নিয়ে যাব কেন?

হ্যাঁ স্যার, এটাও একটা পয়েন্ট, স্কুল কামাই করা উচিত নয়।

নিশ্চয় নয়। ও ওর হস্টেলেই থাকবে।

সে তো জানি স্যার। মানে বলতে চাইছিলাম রনীর জন্য কিছু করতে হলে, মানে আপনার অনুপস্থিতিতে।

এটা ভাল বলেছেন মিঃ ঘোষ। পারলে একটা ট্যুর নিয়ে একবার সিমলায় চলে যান। সিমলায় ওয়েদার ভাল। স্নো ফল বন্ধ হয়েছে। রথ দেখা কলা বেচা দুই-ই হবে।

নিশ্চয়ই যাব স্যার। ট্যুর হোক বা না হোক। রনীর হস্টেলে গিয়ে রনীকে দেখে আসব। আর কিছু স্যার?

আর কি করবেন? আপনি থাকেন অন্ধ্রপ্রদেশের একটা রিমোট প্লেসে। অতদূর থেকে কি করবেন?

স্যার, প্রয়োজন হলে কোন দূরত্বই মানব না। সব বাধা উল্লঙ্ঘন করতে সক্ষম স্যার।

অরিন্দমের কথা শুনে এম. ডি. সাহেব হো হো হাসতে শুরু করলেন।

হাসি থামিয়ে বললেন, আর কিছু বলবেন?

আপনি বলুন স্যার। মানে অফিসিয়াল কোন ইনস্ট্রাকশান যদি থাকে। আপনার অনুপস্থিতিতে কোন রকম অসুবিধায় না পড়ি। কারণ, অমি বরাবর আপনার ইনস্ট্রাকশন ফলো করে চলি স্যার।

এটাও ভাল বলেছেন। আপনি স্মরণ করিয়ে দিলেন। আমি একটা ইম্পর্ট্যান্ট ফাইল পাঠিয়েছি। আজ কালের মধ্যেই পেয়ে যাবেন। সেখানে যা ইনস্ট্রাকশন আছে সেভাবেই কাজটা করবেন। রিমেম্বার দিস ইজ ভেরি কনফিডেন্সিয়াল। আপনি আমি ছাড়া আর কারো কর্ণগোচর যেন না হয় আপাতত। আমি ফিরে আসবার পর মিনিস্টারের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে সর্বসাধারণের কাছে প্রকাশ করা হবে।

আপনি কোন চিন্তা করবেন না স্যার। মনে করুন, আমি ফাইলের ব্যাপারটা আমার ভেতরে তালা লাগিয়ে বন্ধ করে চাবি হারিয়ে ফেলেছি। আপনি ফিরে আসবার পর আপনার কাছ থেকে ডুপ্লিকেট চাবি পেলেই সেটা খোলা সম্ভব হবে।

আপনাকে নির্ভর করতে পারি বলেই তো আপনার কাছে এসব কনফিডেন্সিয়াল ফাইল পাঠাই। এম. ডি. সাহেব খুশী হয়ে মন্তব্যটা করলেন।

থ্যাংকিউ স্যার। অন্য কোন ভার্বেল ইন্সট্রাকশন স্যার?

আর কি ইন্সট্রাকশন দিই বলুন তো? আপনি সব কাজই নিখুঁত ভাবে করেন। কখনও কখনও মনে হয় আমার ইন্সট্রাকশনের কোন মূল্য নেই।

না স্যার, তা কেন হবে। কি যে বলেন আপনি। আপনার সব কথাকে গ্রাহ্য করে চলাই আমার অভ্যাস স্যার।

আপনারা সবাই ভাল থাকুন। আমার অনুপস্থিতি যেন আপনাদের কোন অসুবিধায় না ফেলে। এই আশা নিয়েই যাচ্ছি আমি।

নিশ্চয় স্যার। সে বিষয়ে আপনি চিন্তা করবেন না।

আপনার মিসেস এসেছে বুঝি মিঃ ঘোষ?

অরিন্দম, 'হ্যাঁ' বা 'না' কোনটা বলা উচিত বুঝতে না পেরে বলল, স্যার কাল রাত্রিবেলা আপনাকে ইচ্ছা করে ফোন করিনি স্যার। কারণ, সারাদিনের টেনশনের পর শুধু রাতের বেলাটাই তো আপনি বিশ্রাম নেন স্যার। তাই আপনাকে আর ডিস্টার্ব করতে চাইনি।

আমার ডিস্টার্ব ফিল করাটা বড় কথা নয় মিঃ ঘোষ। আমাদের কাছে কাজটা বড়।

একজ্যাক্টলি স্যার।

আপনার ডিস্টার্ব হবে মনে করে রাত্রিবেলা ফোন করিনি ঠিকই তবে, সকাল থেকে আপনার ফোনের অপেক্ষায় ছিলাম স্যার। আমারই ভুল হয়েছে স্যার। আপনার ফোনের অপেক্ষায় না থেকে আমার ফোন করা উচিত ছিল।

ভুলের কথা নয়। ইট ওয়াজ এন আর্জেন্ট পিস অফ ওয়ার্ক। ইউ মাস্ট কন্টাক্ট মী ইমিডিয়েটলী।

সরি স্যার।

আচ্ছা সে যাক। রাত্রি এগারটা-বারটা পর্যন্ত বাইবে কি করেন বলুন তো?

বাইরে কিছু করিনি স্যার। কেবল গতকালই থাকতে হয়েছিল। এক জায়গায় নেমন্তন্ন ছিল স্যার। মানে, কয়েকজন মিলে একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করা হয়েছিল আর কি। তবে, আপনার ফোন পেতে পারি জানা থাকলে আমি ঘরের বাইরে যেতাম না স্যার।

যাক, এনি ওয়ে আপনার সুনাম বজায় রাখবেন মিঃ ঘোষ। আপনার কর্ম ক্ষমতায় আমরা গর্বিত।

না স্যার। তেমন কিছু নেই আমার। আমি যা করি, সবই আপনার কাছ থেকে পাওয়া শিক্ষার ফল স্যার।

রাখি তাহলে!

আচ্ছা স্যার, রাখুন।

. মিঃ ঘোষ সকালবেলা ফোন করবার সময় আমি একটু রুড হয়ে পড়েছিলাম। প্লিজ ডোণ্ট মাইণ্ড ফর দ্যাট।

ছিঃ ছিঃ স্যার। এভাবে বলছেন কেন। আমি কিছু মনে করিনি সকালবেলা। ইন ফ্যাক্ট আপনি যা বলেন, তা শোনাও করা আমার কর্তব্য মনে করি স্যার।।

ঠিক আছে তাহলে!

হ্যাঁ স্যার। হ্যাপি জার্নি স্যার। হ্যাব এ্যান এনজয়েবল ট্যুর স্যার।

থ্যাংকিউ। থ্যাংকিউ।

ইউ আর অলয়েজ ওয়েল কাম স্যার।

স্যার, ম্যাডামকেও আমার উইশ জানাবেন।

নিশ্চয়।

রাখছি স্যার।

ও কে।

উহুঃ কি বিপদেই না পড়েছিল অরিন্দম। এতক্ষণ পর ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। নিজের কৃতিত্বে নিজেই নিজেকে বাহবা দিল অরিন্দম। রেডি মেড কথার মত চট্ করে মুখের ডগায় কথাগুলো কি করে যে এসে যাচ্ছিল, নিজেরই অবাক লাগল অরিন্দমের। যাক বাঁচা গেল। এই দফায় ভগবান রক্ষা করেছেন অরিন্দমকে।

একটু স্বস্তি নিয়ে বসতে না বসতেই আবার ফোন বাজল।

চৌহান সাহেব ফোন করেছেন।

স্যার, গতরাতে এম. ডি. সাহেব ফোন করেছিলেন। আমি যখন বাড়ীতে ছিলাম না তখন।

তো? অরিন্দম খুব নির্বিকার চিত্তে বলল।

স্যার। ব্যাপারটা খুব খারাপ হল। এতরাত পর্যন্ত বাড়ীতে ছিলাম না, কি মনে করলেন উনি?

কেন ছিলেন না শুনি? রাত্রি এগারটার পর বাইরে থাকেন কেন শুনি?

অরিন্দমের কথা শুনে চৌহান অবাক হয়ে গেল। কারণ গতরাতে চৌহান যে কারণে বাড়ীতে ছিল না, সে কারণটা অরিন্দমের জানা। খুব অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, এ কি বলছেন স্যার?

ঠিকই বলছি। বিইং এ্যা ক্যাপেবল অফিসার, ইউ মাস্ট মেইনটেইন রেগুলারিটি এণ্ড ডিসিপ্লিন।

স্যার, আমি কেমন করে জানব, এম. ডি. সাহেব সেই নির্দিষ্ট দিনেই ফোন করতে পারেন?

পার্টিতে না গেলে জানতে পারতেন। অন্য একটা ফোন বাজতে শুরু করলে অরিন্দম বাঁ হাতে রিসিভার নামিয়ে রেখে চৌহানকে বলল, বলুন চৌহান সাহেব।

এখন কি করি স্যার! দিল্লিতে ফোন করেছিলাম। কিন্তু, উনি নাকি অফিসে আসেন নি।

কোন ইনফরমেশন পাননি।

কিসের স্যার?

উনি দেশের বাইরে ঘুরতে যাচ্ছেন। সম্ভবত আগমীকাল রওয়ানা হবেন। আর্জেন্ট কিছু জানাবার থাকলে দিল্লিতে ফোন করে জেনে নিন। আমাদের প্রজেক্টের জন্য কোনও বিশেষ নির্দেশ আছে কিনা সেটাও জেনে নিন। এক্ষুনি সব করে নিন চৌহান।

নিশ্চয় স্যার। চৌহান স্বস্তি নিয়ে ফোন রেখে দিল। মনে মনে বুঝল ঘোষ সাহেব এম. ডি. সাহেবকে ম্যানেজ করে ফেলেছেন।

সংকট মুক্ত হতে পেরেছে বলে অরিন্দমের মনটা হাল্কা লাগছিল। এম. ডি. সাহেব ইউরোপ ঘোরার আনন্দে অরিন্দমের গলতী মাপ করে দিলেন। কিন্তু লীনা কথাটা চেপে গিয়েছিল কেন? এম. ডি. সাহেব ফোন করতে বলেছেন অরিন্দমকে এই গুরুত্বপূর্ণ কথাটা জানানো উচিত ছিল অরিন্দমকে।

কিন্তু লীনা কে? লীনা অরিন্দমের এসব দায়িত্ব নিজের কাঁধে নিয়ে যাবে কেন? লীনার

কিসের গরজ অরিন্দমের দায়িত্ব মনে করিয়ে দেবার?

খানিক বাদে আবার লীনার ফোন এল। অরিন্দম এবার সত্যিকারের বিরক্ত হল। বলল, তুমি বার বার বিরক্ত করছ লীনা। আই টোল্ড ইউ, দিস ইজ মাই অফিস।

ওমা! তা কি আমি জানি না? বার বার ফোন নামিয়ে রাখছ কেন বলত?

কারণ আমি তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাইছিনা, তাই।

ওমা! এ আবার কি কথা? এই, চলে এস না? তখন থেকে ডাকছি, কোন সাড়া দিচ্ছ না তুমি। যে বৌ তোমার সঙ্গে থাকে না, তার জন্য আবার কান্নাকাটি কিসের গো?

রাবিশ। বলে অরিন্দম ফোন রেখে দিল।

লীনার কথা অরিন্দমকে অন্য একটা চিন্তায় ফেলল। যত দূর মনে রেখেছে অরিন্দম, গতকাল পার্টিতে অরিন্দম একবারও মুখ খোলেনি। তিন পেগ খেয়ে চলে এসেছিল অরিন্দম। তাহলে এই কান্নাকাটির কথা কি ভাবে রটে গেল?

ফেরার পথে গাড়ীতে একটু কান্না পেয়েছিল যদিও, কিন্তু সেখানে তো মুক্তিয়ার ছাড়া অন্য কেউ ছিল না। মুক্তিয়ার এই ব্যাপারটা পাঁচ কান করবার মত মানুষ নয়। তাহলে? তাহলে মজুমদার ছাড়া আর কার কাজ হতে পারে এটা? বাড়ীতে গিয়ে বানিয়ে বানিয়ে বলেছে এসব।

লাঞ্চে বাড়িতে এলেও বিশেষ কিছু খেতে পারল না অরিন্দম। রাতের তরল পদার্থের প্রতিক্রিয়া তখন ছিল।

সামান্য খেয়ে ডবল নরম গদির ওপর শুয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল অরিন্দম।

সবার বৌ আছে শুধু অরিন্দমের নেই। বৌ নেই কে বলল? বৌ ছিল এখনও আছে। শুধু অরিন্দমের কাছে নেই অরিন্দমের বৌ। অনেকদিন পর বৌকে খুব দেখতে ইচ্ছে করল। এ্যালবাম বার করে আকুল হয়ে ছবি খুঁজতে বসল অরিন্দম।

এই তো অরিন্দমের বৌ। মিষ্টি হাসি নিয়ে অরিন্দমের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। অনেকদিন পর খুব মন দিয়ে ফটোটা দেখল অরিন্দম। তারপর নিজের মনেই বলল, আমার বৌ।

গতকাল থেকে একটা অদ্ভুত অস্থিরতা অনুভব করছে অরিন্দম। থেকে থেকে মনটা হাহাকার করে উঠছে। বিকেলে অফিস থেকে ফেরার পর এই অস্থিরতা প্রবল হয়ে উঠল। এ্যালবাম বার করে বৌয়ের ফটোটা আর একবার দেখল। ফটোটা রেখে উচ্চারণ করল, তুমি তো শুধু ছবি নও, জীবন্ত তুমি। শুধু আমার কাছে নেই।

এই 'বৌ' শব্দটা একদিন অসহ্য ব্যথা দিয়েছিল অরিন্দমকে। বিয়ে করে নতুন বৌ নিয়ে এসে বিয়ের পার্টি দিয়েছিল অরিন্দম। জমজমাট পার্টির মাঝখানে পার্সোন্যালের মিঃ দে হঠাৎ একটা অদ্ভুত মন্তব্য করে অরিন্দমকে লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছিল সেদিন।

বৌ দেখতে এসে সুন্দীর বৌয়ের পরিবর্তে অসুন্দর বৌ হলে মন খারাপ হয়ে যায়, তাই না? অবশ্য সকলের ভাগ্যে তো সুন্দরী বৌ জোটে না। যার ভাগ্যে যেমন জোটে তাকে সেটাই মেনে নিতে হয়। মিঃ দের এই মন্তব্য অরিন্দমের মস্তিষ্ককে অতিথিদের সামনে হেট করে দিয়েছিল। সেদিনের লজ্জা অরিন্দম বোধহয় আজও ভুলতে পারেনি।

যে অরিন্দম ঘোষ সুন্দরী নারীর পূজারী, সুন্দরী নারী ছাড়া আর কিছু জানত না, বুঝত না, যে অরিন্দম ঘোষ ধ্যানে জ্ঞানে সর্বত্র সুন্দরীদের আরাধনা করত সেই অরিন্দম ঘোষের বৌ অসুন্দর! এই ভয়ানক লজ্জাজনক সত্যটা সহ্য করতে পারেনি অরিন্দম।

সেদিন থেকেই বৌয়ের প্রতি অনীহা ভাব পোষণ করত অরিন্দম। বৌ মানেই অপছন্দের ও অপ্রিয় কিছু মনে করত অরিন্দম। বিবাহিত জীবন শুরু করেছিল, তাই সন্তানেরা এসেছে। সংসারও চলছিল। কিন্তু বৌয়ের প্রতি কোনও বিশেষ ভাবনায় আপ্লুত ছিল না অরিন্দম কখনও।

এত বছর পর হঠাৎ বৌয়ের জন্য মন খারাপ করছে কেন, ঘরে বৌ নেই বলে হাহাকারে মনটা জর্জরিত হচ্ছে কেন, বুঝতে পারছে না অরিন্দম। কিন্তু কষ্ট হচ্ছে এবং কষ্টটা ভীষণ তীব্র ভাবে অনুভব করছে অরিন্দম।

সন্ধ্যেবেলা চা জল খাবার এনে দিল টিম্পু। খেতে ইচ্ছে করল না। কিছু ভাল লাগছে না অরিন্দমের।

অনেকক্ষণ থেকে একটা এস. টি. ডি. নম্বর ডায়াল করছে। দুতিন বার লাইন পেলেও কেউ ফোন ওঠাচ্ছিল না। প্রায় ঘণ্টাখানেক চেষ্টার পর যোগাযোগ করতে পারল অরিন্দম। অপরপক্ষ ফোন ওঠাল।

লাইন পাওয়ার সাথে সাথে হ্যালো শুনে, অরিন্দম রেগে গেল। কি কর তোমরা? ফোন করলে পাওয়া যায় না কেন তোমাদের?

তুমি? ফোন করেছিলে বুঝি? কখন?

কখন আবার দুপুর থেকে ট্রাই করছি।

কেন? কি হয়েছে? ডিম্পি ভাল আছে? নয়নার কণ্ঠস্বর খুব উদ্বিগ্ন শোনাল।

কেন আবার কি? আমি কি ফোন করতে পারি না? অরিন্দমের গলায় অভিমান প্রকাশ পেল।

তা পারবে না কেন? ডিম্পি ভাল আছে? নয়না আর একবার ডিম্পির কথা জিজ্ঞেস করল।

শুধু ডিম্পির খবর দেবার জন্যেই আমি ফোন করেছি ভাবলে কেন?

না তা কেন ভাবব। বল কি জন্যে ফোন করেছ? কি হয়েছে?

কিছু হয়নি। এমনি খবর নিতে পারি তো!

অরিন্দম যেচে কবে বা কখন নয়নাদের খবর নিয়েছে, নয়না মনে করতে পারল না। তাও দুপুরবেলা! সত্যিই কিছু হয়নি তো? নয়না চিন্তায় পড়ে গেল।

নয়না বলল, দুপুরবেলা আমি বাড়ী থাকি না তা তো তুমি জানই। সন্ধ্যের পর কিংবা রাত্রিবেলা করতে।

কেন বাড়ী থাকবে না কেন? কি রাজকার্যে গিয়েছিল শুনি?

কোন রাজকার্য না হলেও, কাজে যাই। সে যাক, কি হয়েছে বলবে?

কাজ? শুধু কাজ দেখাও, তাই না?

অরিন্দম অনর্থক বাজে কথা বলে সময় নষ্ট করছে বলে নয়না আরেকবার ডিম্পির কথা জিজ্ঞেস করল। ডিম্পির কোন খবর জান? ওর সঙ্গে দেখা হয়েছিল তোমার?

হ্যাঁ, তোমার লাডলী ভাল আছে। এক সপ্তাহ আগে বম্বে গিয়েছিলাম। ওর সাথে দেখা করেছিলাম।

ডিম্পি যদি ভাল আছে, তাহলে এই অসময়ে অরিন্দম হঠাৎ ফোন করল কেন বুঝতে পারল না নয়না।

নয়না উৎকণ্ঠা নিয়ে জিজ্ঞস করল, হঠাৎ ফোন করলে যে?

হঠাৎ আবার কি, আমি কি ফোন করতে পারি না? রাগত স্বরে বলল, অরিন্দম।

রাগ করছ কেন বলত? তুমি তো এমনি এমনি কখনও ফোন কর না, তাও এই অসময়ে।

কখনো করিনি বলে। আর কখনো করব না বলে ভাবলে কেন?

ঠিক আছে। ফোন করে ভালই করেছ। আর কিছু বলবে?

অরিন্দম কোন জবাব দিল না।

নয়নার মনে হল নেশার চোটে অরিন্দম হঠাৎ নয়নার কাছে ফোন করে ফেলেছে। তা না হলে শুধু নয়নার সঙ্গে এই ধরনের অপ্রাসঙ্গিক ও অপ্রয়োজনীয় কথা বলবে কেন। আজ অন্তুর খবর জানতে চাইছে না। অন্তুর সাথে কথা বলতেও চাইছে না। অন্তু বাড়ীতে থাকলে নয়না অন্তুকে ফোনটা ধরিয়ে দিত।

আর কিছু বলবে, নয়না আবার জিজ্ঞেস করল।

কিছু না বললে বুঝি ফোন করা যায় না।

অযথা বাজে কথা বলে ফোনের বিল বাড়িয়ে তো লাভ নেই।

নয়না বলল, এই সন্ধ্যেবেলাই খুব খেয়ে নিয়েছ মনে হচ্ছে।

তাই তো? আমার প্রতি তোমার ধারণা মিথ্যে হবে কেন? আমার আর কি কাজ আছে বল? মাতাল হওয়া ছাড়া? অরিন্দম খুব অভিমান নিয়ে বলল কথাটা।

অরিন্দম কেন যে হঠাৎ হঠাৎ নেশার ঘোরে হলেও নয়নার ওপর অভিমান করে, নয়না বুঝতে পারে না। তাছাড়া, এখনো এত চুড় হয়ে মাতাল হবে কেন অরিন্দম? কেন এমন করবে অরিন্দম?

অরিন্দম! এখন তোমার বয়স বেড়েছে, পদন্নতিও হয়েছে অনেক। এখন নাহয় নিজের মধ্যে একটু পরিবর্তন আনবার চেষ্টা করলে। এখনো কি এই সমস্ত জিনিষ পান করা কমান যায় না!

এই প্রথম বৌয়ের মুখে নিজের নামটা শুনে অরিন্দমের ভাল লাগল। নয়না খুব আন্তরিক স্বরে নামটা উচ্চারণ করেছে। খুব মিষ্টি লাগল অরিন্দমের বৌয়ের মুখে নিজের নামটা শুনতে। খনিকের জন্য বিবশ হয়ে গেল অরিন্দম। ফলে, যা কোনদিন ভুল করেও করেনি, তা করে ফেলল। নয়নাকে জিজ্ঞেস করল, তুমি কেমন আছ নয়না?

নয়নাও ভীষণ অবাক হয়ে শুনল। অরিন্দম কি নেশার ঘোরে এসব বলছে!

তুমি ভাল আছ নয়না? অরিন্দম আরেক বার জিজ্ঞেস করল।

আমি! ভাল থাকব না কেন! তোমার ছেলেও ভাল আছে। তুমি অসময়ে ফোন করলে তাই অন্তুর সঙ্গে কথা বলতে পারলে না।

নয়নার ভাল থাকা বা না থাকাটা অরিন্দমের কাছে প্রধান খবর হতে পারে না। তাই নিজের ভাল থাকবার খবর জানানোর পরেই বলল, তোমার ছেলে ভাল আছে। নয়না তার কর্তব্য করবে। অন্তু থাকলে অরিন্দম খুশী হত। সেজন্য খারাপ লাগছে নয়নার। কিন্তু তাই বলে এতদিন পর নয়না কেমন আছে জানতে চাইবে কেন? শুধু কি মদের নেশায় কথাটা বলল অরিন্দম? নয়না বিস্ময় চেপে রাখতে না পেরে জিজ্ঞেস করল হঠাৎ?

হঠাৎ কি?

হঠাৎ অপ্রিয় মানুষ জনের খবর নেওয়া হচ্ছে?

খোঁচাটা গায়ে মাখল না অরিন্দম। নয়নাকে জিজ্ঞেস করল, কবে আসবে নয়না?

এখন তো যাবার সময় হয়নি অন্তুর। আরো চার পাঁচ মাস পর ওর পরীক্ষা শেষ হলে পাঠিয়ে দেব ওকে।

নয়নার কথা বুঝি শুনল অরিন্দম। হঠাৎ ফুঁপিয়ে উঠল অরিন্দম। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলল, সবার বৌ আছে জান! শুধু আমার বৌ নেই। অন্তরের ব্যথায় ডুকরে কেঁদে উঠল অরিন্দম।

অরিন্দম কাঁদছে! অবিশ্বাস্য ব্যাপার! তাও বৌকে স্মরণ করে! কি করে সম্ভব হল? নয়না সচকিত হল। উদ্বিগ্ন হল। এমন কি ঘটনা ঘটল যার জন্য অরিন্দম এমন করছে? আসলে হয়তো নেশাটাই খুব চড়েছে অরিন্দমের। সেজন্যই অপ্রকৃতিস্থ হয়ে পড়েছে। নেশার ঘোরে হলেও কোন কারণে হয়ত কষ্ট পেয়েছে। সেজন্য এমন করছে নয়নার মনে হল। কিন্তু নয়নার কি করা উচিত? নয়না কি সান্ত্বনা দেবে?

এই অরিন্দম কি হয়েছে বলত? কেন অমন করছ? বল অরিন্দম? বল আমায়? নয়না উদ্বিগ্ন স্বরে জিজ্ঞেস করল।

এত মিষ্টি ও আন্তরিক মনে হল বৌয়ের কথাগুলো যে অরিন্দম আবেগে আবার কেঁদে ফেলল।

অরিন্দমের মতন একজন ব্যক্তিত্বময় মানুষ বার বার কান্নাকাটি করা খুব অদ্ভুত লাগলেও নয়নার মনে হল অধিক মাত্রায়পান করার প্রতিক্রিয়া ছাড়া আর কিছু নয় এসব।

নয়না একটু শাসনের সুরে বলল, শোনো এখন তোমার বয়স হয়েছে, এখন এসব খাওয়া কমাও তুমি। কমান উচিত তোমার।

না, কমাব না। আমি আরো খাব। আমার কেউ নেই। আমি যা খুশি তাই করব।

না, অরিন্দম তোমার কেউ নেই কে বলছে তোমায়? সুন্দর দুই সন্তান আছে তোমার।

ওরা আমার নয়। তুমি ওদের নিয়ে নিয়েছ।

না, না অরিন্দম, আমি ওদের নিয়ে আসিনি। ওদের দু'জনকে সুন্দর করে তোমার হাতে তুলে দেবার চেষ্টা করছি। ওরা তোমার অরিন্দম। শুধু শুধু বাজে চিন্তা করে মন খারাপ করোনা।

অরিন্দম কিছু বলছে না দেখে নয়না জিজ্ঞেস করল, আর কিছু বলবে?

অরিন্দম সাড়া দিল না।

হ্যালো রাখব? নয়না জিজ্ঞেস করল।

কোন জবাব না পেয়ে নয়না আবার জিজ্ঞেস করল, কেন এমন করছো বলবে?

আর কিছু বলবে?

অরিন্দমের ভীষণ ইচ্ছে করছিল বলতে, নয়না তোমাকে ভীষণ দেখতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও পারল না। কেমন যেন আটকে গেল।

কি হল? কিছু বলতে হলে বল? নয়না অস্থির হয়ে উঠল।

শোন, তুমি ফোন করলে রাত্রিবেলা করো, তাহলে অন্তুর সাথে কথা বলতে পারবে।

আচ্ছা।

রাখি?

রাখ।

নয়নার সঙ্গে ফোনে কথা বলবার পর অরিন্দম বেশ হাল্কা বোধ করল। তারপর ঘুমিয়ে পড়ল।

গভীর ঘুমে অচেতন ছিল অরিন্দম। টিম্পুর চেঁচামেচিতে ঘুম ভেঙ্গে গেল অরিন্দমের।

অরিন্দম জাগলে টিম্পু বলল, সাহেব আপ ব্যবক্ত পর শো গয়ে থে। উঠিয়ে!

তাতে তোর কি হয়েছে রে হতভাগা! আমি ব্যবক্তে শুই, অর অন্য বক্তে শুই তোর কি রে? তুই আমায় জাগাবি কেন?

অরিন্দম খুব বিরক্ত হয়েছে বুঝতে পেরেও টিম্পু হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করল, চায়ে নাস্তা লাউ সাহাব?

এটা কি চায়ে নাস্তা খাবার সময় হয়েছে উজবুক? কটা বাজে ঘড়ি দেখেছিস। দশটা বেজে গেছে।

ইসলিয়েই তো বোল রহা হু সাহাব। কুছ খা লিজিয়ে।

তেরা হিম্মত বহুত বর গিয়া। মুব' পর হুকুম কেইসে চালাতে হো তুম?

সাহাব, খানে কে লিয়ে পুছনা হুকুম নহী হোতা। চায়ে লাউ সাহাব?

অভি? ঠিক হ্যায় থোরা চায়ে পিলাও। হতভাগা, কেউ ঘুমিয়ে থাকলে এভাবে কখনও জাগাবি না বুঝলি।

টিম্পু সামান্য হেসে বেরিয়ে গেল।

টিম্পু চা জল খাবার দুই নিয়ে এল। অরিন্দমের খিদে পেয়েছিল। মনে মনে টিম্পুর ওপর খুশী হল, অরিন্দমকে খাবার দিয়ে গেল বলে। খাওয়া শেষ করে একটু হেঁটে আসতে চাইল অরিন্দম। হাঁটলে শরীর ও মন সতেজ থাকে।

বেরোবার মুহূর্তেই অরিন্দমের ফোন এল। মেয়েলী কণ্ঠস্বরের হ্যালো শুনে অরিন্দম মনে করল লীনা ফোন করেছে। তাই বেশ বিরক্ত স্বরে বলল, আহা, লীনা তুমি আজ সারাদিন আমায় খুব বিরক্ত করেছ। নাও লীভ মি এলোন। আই এ্যাম নট এ্যাট অল ইন্টারেস্টেড টু ডে। বলেই ফোন রেখে দিল অরিন্দম।

দু'তিন মিনিট পর আবার ফোনট বাজল। ভীষণ বিরক্ত হল অরিন্দম। এ কি ধরনের বেয়াদপী লীনার! অরিন্দমের এত বারণ সত্বেও কথা শুনছে না লীনা!

অরিন্দম হ্যালো বলবার সাথে সাথে, অপর পক্ষর মেয়েলি কণ্ঠের হ্যালো শোনা গেল। অরিন্দমের ধৈর্যের সীমা কতক্ষণ থাকবে। গলার স্বরে তীব্রতা ঢেলে অরিন্দম ফেটে পড়ল, সী লীনা, অই ওয়ার্ন ইউ ফর দ্যা লাস্ট টাইম, ডোণ্ট বিস্টার্ব মী এ্যানি মোর। সঙ্গে সঙ্গে ওপক্ষের শান্ত নির্লিপ্ত স্বর শোনা গেল, আমি লীনা নই।

কে ? অরিন্দম চমকে উঠে জিজ্ঞেস করল।

আমি। তুমি ঘরে ছিলে না? অনেকক্ষণ থেকে চেষ্টা করছি। রিং হচ্ছিল কেউ ওঠাচ্ছিল না।

নয়না তুমি! স্যরি নয়না। ভেরি মাচ স্যরি। বল নয়না!

অন্য কিছু নয়। বিকেল বেলা তুমি যখন ফোন করেছিলে, তখন খুব ডিস্টার্বড ও অসুস্থ মনে হয়েছিল। এখন কেমন আছ সেটা জানবার জন্য ফোন করেছিলাম। এখন সুস্থ বোধ করছ তো!

আমি সুস্থ নয়না। বিকেলেও সুস্থ ছিলাম। তোমার সাথে কথা বলবার পর ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

ওহ! ঠিক আছে রাখছি তাহলে। অন্তু, তোমার সাথে কথা বলবার জন্য অনেকক্ষণ জেগে ছিল। এখন ঘুমিয়ে পড়েছে।

স্যরি নয়না। ওয়ান্স এগেইন স্যরি। অন্তুকে বলবে কাল সকালেই আমি ফোন করব।

ঠিক আছে রাখছি। বলে নয়না ফোন রেখে দিল।

লীনা আর অরিন্দমের সম্পর্কের কথা নয়নার জানবার কথা নয়। অবশ্য অরিন্দমের কোন অন্য নারীর সঙ্গে কোন সম্পর্ক থাকলেও বোধহয় নয়নার আজকাল কিছু যায় আসে না। বর্তমান নয়নার হাবভাব দেখলে অরিন্দমের তাই মনে হয়। তবুও সরাসরি নিজের মুখে লীনার সঙ্গে নিজের সম্পর্কের কথা প্রকাশ করল যেন অরিন্দম। সে জন্যই খারাপ লাগছিল অরিন্দমের। প্রথম বারের ফোনটাও নিঃসন্দেহে নয়নারই ছিল, তা না হলে দ্বিতীয়বার ফোন করবার পর লীনার প্রতি অরিন্দমের বিরক্তিপূর্ণ উক্তিগুলো শোনার সাথে সাথে বলবে কেন আমি লীনা নই? দ্বিতীয়বার তো অরিন্দম লীনার নাম উচ্চারণ করেনি। নয়না অরিন্দমের জন্য দুশ্চিন্তা নিয়ে ফোন করেছিল, বদলে অরিন্দমের মুখ থেকে অন্য কথা শুনল।

অরিন্দমের স্বভাবের অনেক কিছু জানলেও লীনার কথা নিশ্চয় জানত না নয়না। আজ সব জানা হয়ে গেল। আই এ্যাম নট এ্যাট অল ইন্টারস্টেড টু ডে। কথাটার মানে কি? অরিন্দম আজ উৎসাহী নয়। কিন্তু অতীতে ছিল এবং ভবিষ্যতেও থাকতে পারে। আজ যা জানল নয়না, তা নিয়ে কখনও কোন প্রশ্ন তুলবে না নয়না অরিন্দমের কাছে। নয়নার চরিত্রের এই বিশেষ দিকটা অরিন্দমকে আজকাল খুব বিধ্বস্ত করে।

সাড়ে এগারটার পর সাহেবকে খাবার জন্য ডাকতে এল টিম্পু। সাহেব বহুত রাত হো চুকা অভি খানা খা লিজিয়ে।

অরিন্দম তখন নয়নার ফটোর সামনে দাঁড়িয়ে স্বীকারোক্তি করছিল। বিশ্বাস কর নয়না, আজ আমি সমস্ত অন্তর দিয়ে শুধু আমার বৌকে কাছে চাইছিলাম। তুমি যা শুনলে তা সত্য নয় নয়না। অন্ততঃ আজকের জন্য সত্য ছিল না।

টিম্পু হাঁ হয়ে সাহেবের কাণ্ড কারখানা দেখছিল। মেমসাহেবের ফটোর সঙ্গে সাহেব কথা বলছেন কেন?

সাব?

টিম্পুর ডাক অরিন্দমের কার্যে বিঘ্ন ঘটাল। অরিন্দম বিরক্ত হয়ে বলল, কেয়া হুয়া ফির কিঁউ আয়া তু? হম খানা নহী খায়েঙ্গে।

এতক্ষণ ধরে জেগে বসে রয়েছে টিম্পু সাহেবকে খাবার দেবার জন্যেই। সাহেব খাবেন না শুনে টিম্পুও রেগে গেল। বলল, কেউ নহী খায়েঙ্গে? চলিয়ে খানা ঠাণ্ডা হোরহা হেয়!

অরিন্দম রাগত স্বরে বলল, তু ইঁহা সে যায়গা কি নহী?

আপ খানা খা লিজিয়ে, ব্যস মে ভী চলা যাউঙ্গা।

আচ্ছা না ছোর বান্দা তো তুই? তোকে যখন বলা হয়ে গেছে আমি খাব না। কিঁউ জবরদস্তি করতে হো?

সাহেব আপ খানা নহী খানে সে মেম সাহেব মুঝে ডাটতে হেয়। টিম্পু জানাল।

কোন মেমসাহেবের এত হিম্মত হয়েছে শুনি? আমার ঘরের লোককে বকুনি দেবে? আভি বুলাকে লাও!

টিম্পু নির্লিপ্ত স্বরে বলল, আপনা মেমেসাহেব! দুসরা মেম সাহেব কা বাত ম্যা কিঁউ শুনু!

অপনা মেমসাহেব? কোন আপনা মেমসাহেব? অরিন্দম খুব অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল।

অপনা মেমসাহেব!

অপনা মেমেসাহেব কেইসে তুঝে ডাটেঙ্গে?

ফোনমে হমেসা ডাটতে হেয়। আপকা দেখভা ন ঠিক সে করনে কে লিয়ে বোলতী হেয়।

তো এত দূর থেকেও তোর ওপর নজর রাখেন তিনি!

মুঝ পর নহী। আপকে উপর নজর রাখনে কে লিয়ে মুঝে ডাট খানে পড়তা হেয়। আপকে লিয়ে সাহেব। নহী তো মুঝে কিঁউ ডাটেঙ্গে মেমসাহেব?

এত দূর থেকে নয়না এসবও করে? অরিন্দমের খুব আশ্চর্য লাগল।

খানা লগাউ সাহাব?

যা লগা। আমি আসছি।

টিম্পু চলে গেলে অরিন্দম আবার নয়নার ফটো সামনে এসে দাঁড়াল। তুমি তো আমায় ছেড়ে চলে যাওনি নয়না! আমি শুধু শুধু কষ্ট পাচ্ছিলাম আমার বৌ আমার পাশে নেই বলে।

মহিন্দ্র পাল, দৈনিক ট্রিবিউনের রিপোর্টার হাঁটতে হাঁটতে একটা নির্দিষ্ট অফিস ভবনের

সামনে এসে দাঁড়াল। পকেট থেকে ঠিকানা বার করে মিলিয়ে নিলেন। সঠিক জায়গায় এসেছেন কিনা।

ত্রিতল ভবনের মাথার ডান দিকে সাইন বোর্ডটা দেখল মহিন্দ্র। অফিস ওফ দি ডিরেক্টর অফ এনভাইরনমেন্টল স্টাডিস। ঠিক জায়গাতে এসে উপস্থিত হয়েছে বুঝতে পেরে লিফ্‌ট বেয়ে ওপরে উঠে এল মহিন্দ্র।

নির্দিষ্ট কামরায় প্রবেশ করবার আগে রিসেপশনিস্টের অনুমতি নিতে হল। অভ্যর্থনা করবার জন্য উপবিষ্ট তরুণীটি অনুসন্ধান পর্ব শেষ করে মহিন্দ্রকে ভেতরে যাবার অনুমতি দিল। দরজা ঠেলে সামান্য উঁকি দিতেই নিজের বিশেষ আসনে উপবিষ্ট বিশেষ ব্যক্তি মহিন্দ্রকে ভেতরে আসবার জন্য আহ্বান জানালেন, প্লিজ কাম ইন!

টেবিলের ওপর বেশ কতকগুলো ফোন অনবরত বেজে চলেছে। কোন্‌টা ছেড়ে কোন্‌টা ধরবার অবস্থা বুঝি। মহিন্দ্রের মনে হল, ভদ্রলোক তার মধ্যেই সব কিছু সুন্দর করে ম্যানেজ করছেন।

ভদ্রলোকের বাঁদিকে কিছুটা দূরত্ব রেখে কম্পিউটার টেবিলে এক তরুণ কম্পিউটার নিয়ে ব্যস্ত। ডান দিকে কিছুটা পেছনে এক সুন্দরী তরুণী, এই বিশেষ পদাধিকারী ব্যক্তির পি. এস. এর ভূমিকায় কর্মরত নিঃসন্দেহে।

এক হাতে কলম, অন্য হাতে ফোন, সামনে খোলা ফাইল। মহিন্দ্র দাঁড়িয়ে কর্ম ব্যস্ততায় বিলীন হয়ে থাকা এক অটুট ব্যক্তিত্বকে লক্ষ্য করছিল।

মহিন্দ্র পাল প্রবেশ করবার পূর্বে অন্য এক ভদ্রলোক ফাইল হাতে অপেক্ষা করছিলেন।

ফোনের কার্যকলাপ কিছুটা শান্ত হলে বিশিষ্ট ব্যক্তি এক ফাঁকে মহিন্দ্র পালকে নিজের সামনের আসন দেখিয়ে বসতে বললেন। কয়েক মিনিট পর ফোন নামের যন্ত্রগুলো ভদ্রলোককে খানিকটা রেহাই দিলে মহিন্দ্র হাত বাড়িয়ে করমর্দন করবার জন্য এগিয়ে গেল। মহিন্দ্র, আমি মিঃ বলতেই সেই বিশেষ ব্যক্তি নিজের ডান হাত বাড়িয়ে বললেন, পাল তো!

মহিন্দ্র খুব অবাক হয়ে উপবিষ্ট ভদ্রলোকের কথার সমর্থন করল। তারপর ইতস্তত ভাব নিয়ে জিজ্ঞেস করল, আপনিই তো মিঃ আই. কে. শর্মা!

ফাইলে মনোনিবেশ করে কিছু লিখতে লিখতে বললেন, হ্যাঁ ঠিক জায়গাতে এসেছেন। তবে একটু বসতে হবে। ফাইলগুলো দেখে নিয়ে আপনার সাথে কথা বলব মিঃ পাল।

নিশ্চয় স্যার। আপনি আপনার কাজ করুন না।

অপেক্ষারত ভদ্রলোক ফাইল নিয়ে চলে যাবার পর কম্পিউটারের তরুণীটিও উঠে বাইরে চলে গেল।

আই. কে. শর্মা একটু স্বস্তি নিয়ে বসলেন যেন। তারপর ডান পাশের তরুণীটিকে জিজ্ঞেস করলেন আর নট ইউ গোইং আউট?

ইয়েস স্যার। ওয়ান মিনিট স্যার। কিছু লিখতে লিখতে জবাব দিল মেয়েটি।

দু'তিন মিনিট পর তরুণীটিও বাইরে চলে গেলে আই. কে. শর্মা মহিন্দের প্রতি মনোনিবেশ

করলেন। আগ্রহ নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন বলুন আপনাকে কি খবর দেব?

মহিন্দ্র অবাক হয়ে বলল, আপনি জানেন আমি কি জন্য এসেছি?

না, তা জানব কেমন করে? তবে আপনি যে একজন সাংবাদিক, তা আপনাকে দেখেই বোঝা যায়।

তা হয়ত বোঝা যায়। অনেকের মানুষের চরিত্র পড়বার অদ্ভুত ক্ষমতা থাকে। কিন্তু আমার নাম, মানে আমার টাইটেলটা কি করে জানলেন?

কেন, আপনার পোর্টফোলিও ব্যাগে আপনার নামটাই তো লেখা রয়েছে!

মহিন্দ্র মনে মনে খুব আশ্চর্য হল। ব্যাগের এক কোণে খুব ছোট করে, এম. পাল লেখা আছে। ভদ্রলোক এত দূর থেকে সেটা লক্ষ্য করে পড়লেন কি করে? ভদ্রলোক ব্যস্ত ছিলেন বলে মহিন্দ্র বেশ দূরে দাঁড়িয়ে ছিল। তার ফাঁকেই উনি এই সূক্ষ্ম লেখা পড়ে ফেলেছেন। অদ্ভুত ক্ষমতা তো!

সামান্য হাসবার চেষ্টা করে ভদ্রলোক বললেন, বলুন!

স্যার আমি এসেছিলাম একটা খবর জানতে।

হ্যাঁ, সেটা কি তাই বলুন না?

স্যার আমাদের দেশের এক উগ্রপন্থী নেতা, যিনি সম্প্রতি বিদেশে বন্দী অবস্থায় রয়েছেন, সেই বন্দীর জন্য আপনাদের হিউম্যান রাইটস কমিশন কি কোন এ্যাকশন নেবে?

মহিন্দ্রের প্রশ্নটা বুঝি ভদ্রলোকের পছন্দ হল না। তাই একটু গম্ভীর হয়ে চাইলেন বোধ হয় মহিন্দ্র পালের দিকে।

স্যার, আপনি হিউম্যান রাইটস কমিশনের একজন সক্রিয় মেম্বার বলেই আপনার কাছে আসা। মানে, যদি কিছু জানা যায়। মানে খবরটা তো একটা ইম্পোর্টেন্ট খবর, তাই আপনার কাছ থেকে কিছু আশা করছি স্যার। ভদ্রলোকের অসন্তুষ্ট ভাব দেখে মহিন্দ্র আবার বলল, এসেছেন ভাল করেছেন। কিন্তু এই ধরনের কোন ব্যাপারে প্রেসের জন্য কোন ব্যক্তিগত মতামত দেওয়া যায় না জানেন।

মহিন্দ্রের মনে হল ভদ্রলোক মুখ খুলতে চান না।

তাই বলল, তা না হয় না দেবেন স্যার! কিন্তু, আপনাদের মানব অধিকার সংঘ কি কোন এ্যাকশন নেবে না?

ভদ্রলোক আবার ইতস্তত করলেন। ইতস্তত ভাব নিয়ে বলেলন, হিউম্যান রাইটস কমিশন মানুষের অধিকারের জন্য লড়ছে। ঠিক, কিন্তু এ ক্ষেত্রে আমরা এখনো কিছু করবার সিদ্ধান্ত নিতে পারিনি। কারণ, আমাদের দেশের কোনও লোক বিদেশে বন্দী অবস্থায় থাকলে, সেই লোকের বিচার করবে সেই দেশ, যে দেশে সে বন্দী। আগে সেই দেশে তার বিচার হোক। তার অন্যায়ের তালিকাগুলো উন্মুক্ত হোক। তারপর আমাদের দ্বারা কিছু ভাববার বা করবার প্রশ্ন আসবে। তার আগে আমরা বা আমাদের সরকার কেউই হস্তক্ষেপ করতে পারিনা।

মহিন্দ্রর মনে হলো হস্তক্ষেপ করলেও এত গোপনে করছেন যাতে কেউ টের না পায়।

তাই মহিন্দ্রের কাছে এমন করে বললেন। ভদ্রলোক বলতে না চাইলে মহিন্দ্র তো জোর করে কথা আদায় করতে পরে না।

সেটা ঠিক স্যার। তবে আমি যা জানতে চাইছিলাম, তা হল হিউম্যান রাইটস কমিশন এই ব্যাপারটা কি ভাবে নিয়েছে? সেই উগ্রপন্থী নেতা তো আপনাদের সঙ্ঘের কাছে জোর আপীল করেছে! মহিন্দ্র আরেক বার চেষ্টা করল।

সে সম্বন্ধে এখনই কিছু বলা যাবে না।

না, ভদ্রলোক এই ব্যাপারে কোন ভাবেই মুখ খুলতে নারাজ। অনেক প্যাঁচালো কিংবা সাংঘাতিক কোন পরিস্থিতির মধ্যেও খবর সংগ্রহ করতে পারার সুনাম আছে মহিন্দ্রের। কিন্তু আজকে বুঝি আর সম্ভব হবে না। মহিন্দ্র পেটের খবর বার করবার অনেক কায়দা জানলেও এই ব্যক্তির সামনে সেই বিকৃত পদ্ধতি প্রয়োগ করা যাবে না। কারণ, ভদ্রলোকের ব্যক্তিত্বটা অসাধারণ। এই মানুষের সামনে নিজেকে অত্যন্ত ছোট মনে হচ্ছে মহিন্দ্রের।

সেই উগ্রপন্থী নেতা বন্দী হবার পর, ইনি এই শহরে ছিলেন না। গতকাল ইনি এসেছেন এই খবর পেয়ে মহিন্দ্র আজ এসেছিল। কোন জোরদার খবর প্রথমে ছাপিয়ে নিজেদের পত্রিকার মান উন্নত করার অভ্যেস ও ক্ষমতা আছে মহিন্দ্রের। কিন্তু আজ কিছু হবার নয় বোধ হয়। খুব হতাশ হয়ে গেল মহিন্দ্র।

মহিন্দ্র পাল এই ভদ্রলোকের কথা অনেক শুনেছেন। অত্যন্ত মাপা ঝোকা মানুষ ইনি। ন্যায্য কথা বলা ও ন্যায্য কাজ করাই এই মানুষের আসল ধর্ম। এই ব্যক্তি উচ্চমানের তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু মহিন্দ্র পাল কি আজ শূন্য হাতে ফিরে যাবে?

আপনাদের কোন পত্রিকা যেন? আই. কে. শর্মা জিজ্ঞেস করলেন?

মহিন্দ্র নিজের পত্রিকার নাম জানাল।

খুব জনপ্রিয় পত্রিকা। নাম শুনেছি অনেক।

স্যার, তা হয়ত মিথ্যে নয়।

স্যার, আপনি একজন বহুমুখী প্রতিভাধর ব্যক্তি। আপনার বহু পরিচয়ের প্রধান পরিচয় হল আপনি একজন মানবতাবাদী। মানব ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে নিঃস্বার্থ সেবাব্রতী রূপে সাধারণ মানুষের মাঝে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। আপনি মনেপ্রাণে এই একটা ধর্মকে বিশ্বাস করেন এবং মান্যতা দেন। অপানার এই ধর্মের উপর ভিত্তি করে আপনি আপনার নিজস্ব প্রচেষ্টায় যে সমস্ত কার্যপ্রণালী শুরু করেছিলেন এবং করে যাচ্ছেন, সে সম্বন্ধে কিছু অবগত করালে খুশী হব স্যার।

ইন্দর শর্মা হাসতে শুরু করেছেন। আমার সম্বন্ধে অনেক কথা সংগ্রহ করে ফেলেছেন। আপনি যে ভাবে বলছেন সে রকম কিছু অবদান নেই আমার। আমরা কয়েকজন বন্ধু মিলে একটা স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন করেছিলাম। ভলান্টারী অর্গানাইজেশন বলতে পারেন।

শুনেছি আপনি নিজের হাতে এমন অনেক সংস্থা তৈরী করেছেন?

ইন্দর বিব্রত ভঙ্গিতে বলল, সেসব এমন কিছু নয়। মানুষের জন্য কিছু করবার প্রচেষ্টা ছাড়া অন্য কিছু নয়। আমরা যা করি বা করছি, সব কিছুর উদ্দেশ্য একটাই। মানুষকে মানুষের

অধিকার সম্বন্ধে সচেতন করে তোলা।

স্যার আপনার মোটো জানলাম। এবার বিস্তারিত ভাবে একটু বলুন। মহিন্দ্র বায়না করবার ঢঙ্গে বলল।

মধ্যপ্রদেশের বস্তার জেলায় কখনো গেছেন? যাননি তো? সেখানে আজো আদিম যুগের মানুষের কালচারকে জীবিত রেখেছে মানুষ। সেই অঞ্চলের মূল বাসিন্দাদের অনেকে এখনও গভীর জঙ্গলে জংলি জানোয়ারদের সঙ্গে মিলেমিশে বাস করতে ভালবাসে। কেবল লজ্জার স্থানটুকু পত্র বল্কলের দ্বারা আবৃত রাখা ব্যতিরেকে আর কোন শারীরিক আচ্ছাদন ব্যবহার করতে জানে না তারা, কিংবা চায় না।

স্যার অঞ্চলটা তো আদিবাসী এলাকা!

হ্যাঁ, আমি বস্তারের আদিবাসীর কথাই বলছি। আদিবাসী হলেও মানুষ তো! আমাদের মতন স্বাভাবিক হাত পা মস্তিষ্ক নিয়ে, আমাদের মতন এই পৃথিবীর মানুষ তারাও। সেই স্থানেও আমরা আমাদের প্রথম আশ্রয় কেন্দ্র খুলি।

আশ্রয়!

হ্যাঁ আশ্রয়। আমরা এই ধরণের কেন্দ্রগুলোর নাম রেখেছি আশ্রয়। দীন, দুঃখী, দুঃস্থ বা কাঙাল বলে কথা নেই। শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে যে কোন মানুষ, যারা নিজেদের নিরাশ্রয়ী মনে করেন, তারা এই আশ্রয়ে স্থান পাবেন। এই আশ্রয় নামের সংস্থা প্রতিষ্ঠা করবার একমাত্র উদ্দেশ্য মানুষকে মনুষ্যত্ব বোধে সচেতন করা। বিভিন্ন উপায়ে জ্ঞান দান করে মানুষের অধিকার সম্বন্ধে মানুষকে সজাগ করা।

যারা আপনাদের এই আশ্রয়ে আশ্রয় নেবার উদ্দেশ্যে আসেন, তাদের সকলের খাওয়া পরা থাকা সব কিছুর ব্যবস্থা আপনারাই করেন?

নিশ্চয়! তা না হলে আর আশ্রয় কিসের?

আমরা সাধারণতঃ শহরের বাইরের অনুন্নত ভূমিখণ্ডকে কাজে লাগাই। শহরের বাইরে আমাদের আশ্রয় নির্মাণ হয়। ভরণ-পোষোণের ব্যবস্থা ছাড়াও এখানে প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্র আছে, প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র আছে, বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা আছে। আশ্রিত বা আশ্রিতাদের বয়স, ক্ষমতা, আগ্রহ ও প্রয়োজন অনুসারে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। বিশ্রামের অবকাশ ছাড়াও প্রত্যেককে সক্রিয় রাখবার ব্যবস্থার আছে। এই যেমন ধরুন প্রত্যেকেই একটা নির্দিষ্ট সময়ে বাগানের কাজে ব্যস্ত থাকে, কিংবা অন্য কোন না কোন হাতের কাজে ব্যস্ত থাকে। ইত্যাদি ইত্যাদি।

মহিন্দ্র মন দিয়ে শুনছিল ভদ্রলোকের কথা। ভদ্রলোক থামলে বলল, তাহলে আপনাদের এই আশ্রয় এক ধরনের আশ্রম বলুন!

না, না, আশ্রম নয়। আমাদের এই সংস্থায় মানুষকে শুধু আশ্রয় দেওয়া হয়। যাদের মনুষ্যত্ব বোধ নেই, যারা এখনো অজ্ঞ এই বোধে, যারা অচেতন ভাবে দিশেহারা হয়ে পথ খোঁজে, একটা অবলম্বনের প্রত্যাশী হয়ে ছন্ন ছাড়া হয়ে অস্থির জীবন যাপন করে, আমাদের আশ্রয় তাদের জন্য।

তাহলে, শিক্ষিত-অশিক্ষিত উভয়ের জন্য একই ধরনের আশ্রয় নির্মাণ করে থাকেন অপনারা?

আদিবাসী অঞ্চলে আশ্রয় নির্মাণের উদ্দেশ্যটা একটু ভিন্ন ধাঁচের। এদের অজ্ঞতা দূর করবার প্রচেষ্টা করে, পৃথিবীর অন্যান্য আলোক ধারার সাথে এদের পরিচিত করান আমাদের মূল উদ্দেশ্য। মানুষ চেতনাহীন অবস্থায় থাকাকালীন সময়ে, মানুষের দ্বারা সমালোচনার বিষয় হতে পারে না মানুষ। মানুষ একে অন্যের প্রতিযোগী হতে পারে তখনই, যখন, মানুষ একে অন্যের সমগোত্র হয়। মানুষের সাথে মানুষের যুদ্ধ আজকের নয়। মানুষের সাথে মানুষের যুদ্ধ চলে আসছে যুগ যুগ ধরে। মানুষ যুদ্ধ করুক। কিন্তু মানুষের সাথে করুক। সমপর্যায়ের সাথে করুক। তাই প্রয়াস করছি মানুষকে মানুষের রুপ দিতে। মানুষের যোগ্য করে তুলতে। সফল হওয়া না হওয়া পরের ব্যাপার।

আদিবাসী এলাকার লোকদের মধ্যে কোন পরিবর্তন আনতে পেরেছেন স্যার?

না, তা এখনো সম্ভব হয়নি। মানুষের মধ্যে পরিবর্তন আনা সহজসাধ্য কাজ নয় মিঃ পাল। আমরা চেষ্টা করছি। চেষ্টা চালিয়ে যাব। আমাদের অনুমান অনুসারে সফলতা না আসুক, আমরা সচেষ্ট থাকব।

আদিবাসী এলাকার মানুষদের আমরা সরাসরি আশ্রয়ের সদস্য হবার অনুমতি দেই না। অর্থাৎ যারা এখনও আদিম মানসিকতার সঙ্গে বাস করে, তাদের জন্য একটু অন্য স্কিম করেছি আমরা। ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার স্কিম নামে এক পদ্ধতি শুরু করেছি। তাদের নিজস্ব পরিচিত দুনিয়ার বাইরেও যে অন্য দুনিয়া বিরাজ করছে, এই সত্যটা ওদের মস্তিষ্কে ঢোকানো খুব শক্ত কাজ। তাই আদিবাসী এলাকার জন্য আমরা 'প্রাথমিক মস্তিষ্ক শুদ্ধি করণ' ও 'প্রাথমিক মস্তিষ্ক বিকশিত করণ' নামে এক ধরনের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছি। যা আমাদের ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার স্কিমের অন্তর্ভুক্ত। এই প্রশিক্ষণ সম্পূর্ণ হবার পর যারা আশ্রয়ের সদস্য হবার ইচ্ছা থাকে, তাদের আশ্রয়ের সদস্য করা হয়। যারা উৎসাহী নয়, অথচ আমাদের হিসেবে যাদের আশ্রয়ে সদস্য হওয়া উচিত, তাদের জন্য এক ধরণের প্রচার কার্যের ব্যবস্থাও আছে। যার দ্বারা তাদের আমাদের এই আশ্রয়ের প্রতি আপ্লুত করা যেতে পারে। তাদের আগ্রহান্বিত করে তোলা যেতে পারে।

অনেক জটিল কাজে হাত দিয়েছেন স্যার!

না জটিল হবে কেন? তবে শক্ত খুব শক্ত কাজ। আরে মশায়, যারা এখনো গায়ের চামড়াকেই শরীরকে আবৃত রাখবার একমাত্র সহজ আচ্ছাদন মনে করে, জঙ্গলের ফলমূল ও জন্তু জানোয়ার আসল ভক্ষনীয় বস্তু মনে করে, তাদের মধ্যে পরিবর্তন আনা সোজা নয়। আমরা একা এই পথে অগ্রসর হইনি। আমাদের পূর্বেও অনেক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা আমাদের ধাঁচের উদ্দেশ্যকে সফল করবার প্রযত্ন করেছিল নিশ্চয়। আসল কথা কি জানেন, এরা ভীষণ একগুঁয়ে। অন্যদিকে ওদের মধ্যে একতা এত বেশী যে, কেউ কাউকে ছেড়ে অন্যখানে অন্য রুচিতে আকৃষ্ট হবার কথা চিন্তা করতে পারে না।

আমাদের লোক গিয়ে ওদের কাপড় পরানো শিখিয়ে, কাপড় পরিয়ে এসেছিল। পরদিন

গিয়ে দেখা গেল, কোথায় সেই কাপড়? কাপড খুলে পোটলা বেঁধে জঙ্গলে ফেলে দিয়ে এসে নিজেকে মূল নিবাসীর ভূমিকায় পুনরায় অবতীর্ণ করে দিবি৷ সুখে স্বচ্ছন্দে বহাল তবিয়তে ঘুরে বেড়ানো হচ্ছে।

তাই বলব, এখনো আমরা সেরকম ভাবে সফল হইনি। তবে এক দম হতাশ হবার মতন ব্যাপার নয়। কিছু আদিবাসী ছেলে মেয়েরা সজাগ হয়েছে। আমাদের প্রাথমিক কেন্দ্রে আসতে শুরু করেছে। সরকারী স্কুলে নাম লিখিয়েছে। ইত্যাদি পরিবর্তনগুলো একেবারে ফেলনা নয়।

স্যার, আপনার এই উদার ও মহৎ পরিকল্পনার উৎস কি সেই আদিবাসি এলাকার মানুষরই? আপনি এত বড় একটা কাজের অনুপ্রেরণা কোথায় পেয়েছিলেন?

না, সেখানে থেকে কোন অনুপ্রেরণা নিইনি আমি। মানুষ যখন তারাও, তাদেরও অধিকার আছে এই সুন্দর বিশ্বকে জানবার দেখবার, এই বিশ্বের অশেষ বিস্ময় প্রত্যক্ষ করে আপ্লুত হবার। জায়গাটা মারাত্মক ভাবে অনুন্নত। সরকারের বিভিন্ন প্রচেষ্টা ও পরিকল্পনা সত্ত্বেও জায়গাটা সেরকম বিকশিত হয়নি। তাই আমরাও বলি, লেট আস ট্রাই।

এসবের ফাইনেন্স স্যার? সরকারী অনুদান পান নিশ্চয়!

না, সরকারের সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। আমরা সম্পূর্ণ আলাদা। যারা আমাদের উদ্দেশ্যকে শ্রদ্ধা করেন, তাদের দান আমরা গ্রহণ করি। বাকীটা আমরা কয়েকজন আমাদের নিজস্ব প্রক্রিয়ায় সংগ্রহ করি। সংগ্রহ করতে হয়। আমাদের চাকরীর পয়সায় তো এত বড় কার্যভার সিদ্ধি করা যায় না।

মাঝখানে পিয়োন এসে দু'কাপ কফি রেখে গেল। মহিন্দ্র কফি খেতে খেতে জিজ্ঞেস করল। স্যার, ভবিষ্যতে আরো কিছু গড়বার পরিকল্পনা আছে কি?

আপাতত এই আশ্রয় নিয়েই আমরা সীমিত। দেশের আরো পাঁচটি রাজ্যে আমাদের আশ্রয় স্থাপিত হয়েছে। মধ্যপ্রদেশে দুটো। বিহার উড়িষ্যা ও পঃবঙ্গে একটা করে আমাদের এই আশ্রয় আছে।

এত' স্যার সামলাতে অসুবিধে হয় না? পারেন কি করে? মহিন্দ্র আঁতকে উঠে বলল।

ইন্দর শর্মা হাসতে শুরু করেছেন। পারি মানে, আমি নিজের হাতে তো সব কিছু করি না। বিভিন্ন কাজের জন্য বিভিন্ন সংস্থায় বিভিন্ন লোক মোতায়েন আছে। আমি একজন সরকারী অফিসার। কাজ ছেড়ে জঙ্গলে বসে থাকলে চাকরী থাকবে কি করে?

তা নয়। তবে সব কিছু করাচ্ছেন তো আপনি! এই পরিচালনা করবার কাজটাই তো বেশী কঠিন।

তা বলতে পারেন। কোন কাজের পরিচালনা করবার দায়িত্ব বহন করাও সহজ নয়। আমাদের সব কেন্দ্রে অফিস আছে। সেখানে কাজের ভার বিতরণ করে দেওয়া হয় বিভিন্ন কর্মীর ওপর। আমরা কয়েকজন পরিকল্পনা, স্কিম, সিদ্ধান্ত, নির্ণয় ইত্যাদি ব্যাপারগুলো নিয়ে মাথা ঘামাই শুধু।

পাঁচ পাঁচটা সংস্থা চালানো সোজা কথা নয়। কখনও কোনো অসুবিধায় পড়েন নি স্যার?

আর্থিক অনটনের সম্মুখীন হতে হয়েছিল কি কখনও? পয়সা যোগাড় করতে কখনো কষ্ট হয় নি স্যার?

আমরা ভিখিরী নই মশায়। ভিক্ষে করে আমরা কোন কিছু যোগাড় করি না। আমরা আমাদের নিজস্ব পদ্ধতিতে পয়সা সংগ্রহ করি। হয়ে যায়। কখনো কোনও অসুবিধের মুখোমুখি হতে হয়নি এই পর্যন্ত।

তার মানে স্যার, আপনি সদাসর্বদা এসব নিয়েই ব্যস্ত থাকেন। আপনার পরিবারের লোকেরা কখনো আপত্তি করে না স্যার?

উদাস হাসি হেসে বললেন, সংকল্প দৃঢ় হলে কোন বাধা কোন কাজে অবরোধ করতে পারে না।

স্যার, যদি কিছু মনে না করেন, তাহলে আমাদের আগামীকালের পত্রিকায় আপনাকে নিয়ে দু'লাইনের একটা আর্টিকাল লিখব।

না, মিঃ পাল, ঐ কাজ করবেন না। আমাকে নিয়ে কেন? নো নেভার!

আপনার মধ্যে এক মহৎ প্রাণ আছে, আপনার মধ্যে এক সুউচ্চ ভাবনা আছে, সর্বোপরি আপনি একজন সত্যিকারের মানুষ। মানুষ আপনার মধ্যে একজন প্রকৃত মানুষের রূপ খুঁজে পাবে। আপনি মানুষকে অনুপ্রেরণা দেবার মতন একজন যোগ্য ব্যক্তি। আপনার এই সমস্ত পরিচয় জানলে মানুষ নিজেকে সংশোধিত করতে শিখবে। মানুষের উপকার হবে স্যার।

না, মিঃ পাল, ওরকম কখনো করবেন না। ফ্রম মাই সাইড ইট উইল বী হাইলি অব্জেকশনেবল।

স্যরি স্যার। আপনার অনুমতি ছাড়া কিছু করব না স্যার।

এক কাজ করতে পারেন মিঃ পাল। একবার আমাদের কোনও আশ্রয় পরিদর্শন করে আসুন। সেখানে যারা আজীবন সদস্য তাদের সাথে আলাপ আলোচনা করে জেনে আসুন, তারা এই আশ্রয় পেয়ে সুখী? না অসুখী?

বাই দা ওয়ে স্যার, আপনাদের আশ্রয়ে আজীবনের সদস্যপদ পাবার নিয়ম আছে?

হ্যাঁ, যারা চিরকাল আশ্রয়ের বাসিন্দা হয়ে বাস করতে ইচ্ছুক, তারা ভবিষ্যতের আশ্রয়ের একজন কর্মীরূপে সারাজীবন থাকতে পারেন। যারা আশ্রয়ের বাইরে সক্রিয়ভাবে বেঁচে থাকতে সক্ষম, তাদের জন্য কোন উপযুক্ত জীবিকা খুঁজে দেওয়া হয়। তারা চলে যেতে পারে।

যাব স্যার। আপনার হৃদয়ের ব্যাপকতা পরিদর্শন করে আসব স্যার।

হ্যাঁ যান। এখানকার স্থায়ী বাসিন্দা যারা, তাদের সঙ্গে আলাপ করে, তাদের মানসিকতার মানটা যাচাই করে আসুন। আপনার যদি মনে হয়, তাদের মধ্যে মানসিক শক্তির কোনও অভাব নেই, তারা কোন দিক দিয়ে মানবিকতা বোধে অসচেতন নয়, তাহলেই বুঝব আমাদের উদ্দেশ্য সফল হয়েছে।

যাব স্যার, নিশ্চয় যাব। আপনার সাথেই যাব।

না ভাই, আমার সাথে গেলে তো হবে না। আপনি হঠাৎ আচমকা গিয়ে পরিদর্শন করবেন।

তবেই না আশ্রয়ের সঠিক রূপটা প্রত্যক্ষ করতে পারবেন।

তাই হবে স্যার। হঠাৎই গিয়ে একদিন উপস্থিত হব।

সেই ভাল। আর কিছু বলবেন?

স্যার, আপনি একজন অসাধারণ ব্যক্তি। আপনার সম্বন্ধে আরো অনেক কিছু জানতে ইচ্ছে করে স্যার। শুনেছি আপনার প্রতিভা বহুমুখী। বিভিন্ন দিকে বিভিন্ন কর্মক্ষেত্র আপনার!

অত শত কিছু নয়। তবে আজ আমায় রেহাই দিতে হবে মিঃ পাল? আজ আর সময় দিতে পারব না। একদিন না হয় বাড়ীতে আসুন। আমার প্রতি আপনার কৌতুহল মিটিয়ে দেব। ইন্দর শর্মা হাতজোড় করলেন।

স্যার সেই ভাল। একদিন বাড়ীতে যাব।

স্যার আপনি তো বাঙালী নন। তা সত্বেও এত সুন্দর বাঙলা বলেন কি করে?

আমি বাঙালী নই, কিন্তু আমি ভারতীয় মশায়। তাই ভারতীয় ভাষা বলি। আমাদের দেশে যখন এত রকমের ভাষার প্রচলন আছে, তখন কয়েকটা ভাষা শিখতে ও বলতে দোষ কি?

ভাল স্যার। খুব ভাল লাগল আপনার সাথে আলাপ করে। আপনি একজন সত্যিকারের গুণী মানুষ।

এখন আসুন। আমার লাঞ্চ পিরিয়ড ওভার। আর সময় নেই আমার।

সে কি স্যার! আপনি কি আপনার খাবার সময়টা আমার জন্য ব্যয় করলেন?

তা নয় তো কি? সরকারী অফিসে বসে নিজের কাজ বন্ধ করে, আমি তো কারো কৌতূহল মেটাতে পারিনা? হাসতে শুরু করলেন ইন্দর শর্মা।

স্যরি স্যার। এক্সট্রিমলী স্যরি। ধন্যবাদ জানিয়ে মহিন্দ্র পাল বেরিয়ে এল।

মহিন্দ্র পাল যে অভিপ্রায় নিয়ে এসেছিল, তা সিদ্ধ হল না ঠিকই কিন্তু, তার বদলে একজন অসাধারণ মানুষকে জানতে পারল, বুঝতে পারল মহিন্দ্র। এই মানুষের কোথাও ছিঁটেফোঁটা সংকীর্ণতা নেই। নিঃস্বার্থ ভাবে কি বিশাল কর্মক্ষেত্রে নিজেকে সঁপে দিয়েছেন। শুধু চারিত্রিক বিশেষতায় বিশেষ নন ইনি। ভদ্রলোকের রূপটাও যেন অসাধারণ। এক সুদর্শন পুরুষ বললে কম বলা হবে। এক অসামান্য ব্যক্তিত্বের অধিকারী ভদ্রলোক। একবার সময় করে যাবে মহিন্দ্র। এই মহান ব্যক্তিত্বের সৃষ্টি সমূহ পরিদর্শন করে আসবে। ফিরে এসে, 'মানবতার ঊর্ধ্বে' বা এই ধরনের কোন নাম দিয়ে আশ্রয়ের বিষয়ে কিছু লিখবে।

মহিন্দ্র আশা করেছিল উগ্রপন্থী নেতার প্রসঙ্গে মানবাধিকার বিভাগের একজন কর্মকর্তা রূপে ইন্দর শর্মা কিছু বলবেন। কিন্তু তিনি এ বিষয়ে মুখ খুলতে গররাজি।

আজ কিছুই হল না মহিন্দ্রের। ক্যামেরাটাও কাজে লাগল না। কোন আকর্ষণীয় দৃশ্য চোখ পড়লেও ফটো তোলা যেত। মিঃ শর্মার বিষয়ে কিছু লিখবার অনুমতি পেলে শর্মা সাহেবের একটা ছবি নেওয়া যেত। তাও হল না।

অন্যমনস্ক ভাবে হাঁটছিল মহিন্দ্র। হঠাৎ খেয়াল হল, এভাবে অন্যমনস্ক ভাবে পথ চলা যায় না আজকাল। যে কোন মুহূর্তে কোন দুর্ঘটন হতে পারে। আজকাল কি রাস্তায় চলবার

জো আছে! সামনে পেছনে, ডাইনে বাঁয়ে চারদিকে চলমান যন্ত্রগুলি, পেঁ পুঁ, পিঁ বিভিন্ন ধরনের বিকৃত আওয়াজ করে চলেছে অবিরাম গতিতে। যন্ত্রের ফাঁকে ফাঁকে, ভীত মানুষ কোনক্রমে সতর্কতা অবলম্বন করে পথ চলে।

চৌমাথা পেরিয়ে মহিন্দ্র বাজারের পেছনের রাস্তা ধরে এগোল। মেইন ওয়ে বাদ দিয়ে গলি বা সাবওয়ে দিয়ে হাঁটলে গাড়ি ঘোড়ার ভীড় থেকে কিছুটা রেহাই পাওয়া যায়। মহিন্দ্র সেদিকেই গেল।

এদিকটায় তেমন বসতি গড়ে ওঠেনি বলে এখনো প্রচুর খালি জমি পড়ে আছে। সেই জমির ওপর সামিয়ানা টাঙিয়ে কোন মিটিং বা উৎসবের আয়োজন চলছে বুঝি। মহিন্দ্র দূর থেকে লক্ষ্য করল।

কোন রাজনৈতিক দলের মিটিং ছাড়া আর কি হবে! বর্তমানকালে, আগাছার মতন যত্র তত্র রাজনৈতিক দল গজাচ্ছে। দেশের আনাচে কানাচে সর্বত্র রাজনৈতিক পার্টির জন্ম হচ্ছে। প্রকৃত নেতা থাক বা না থাক। আলাদা দল চাই। যথার্থ নেতার অভাব হলেও ক্ষতি নেই, নেতৃত্বহীন হলেও স্ব অস্তিত্বের প্রচার করতে তৎপর বর্তমানের রাজনৈতিক দলগুলো।

আমাদের প্রত্যেকের বয়স বাড়ে। প্রতিদিন, প্রতি ঘণ্টায়, প্রতি মিনিটে, প্রতি সেকেণ্ডে আমাদের বয়স বাড়ছে। কিন্তু, এই বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে আমরা কি যথার্থই বড় হচ্ছি! বয়সের সহগামী হয়ে যথার্থ পরিণত হয় ক'জন মানুষ? বোধশক্তি ও বুদ্ধির উন্নতি ছাড়া কোনও মানুষ নিজেকে পরিণত মানুষ বলে গণ্য করতে পারে না। আমাদের মানসিকতার উন্নতি ব্যতিরেকে, শুধু বয়স বৃদ্ধির দাবীতে আমরা নিজেদের বয়স্ক ও পরিণত মানুষের সম্মান দিতে পারি না।

মহিন্দ্র উৎসব স্থলের সন্নিকটে এসে যাওয়ায় দেখতে পেল একজন ভদ্রমহিলা মঞ্চে দাঁড়িয়ে ভাষণ দিচ্ছেন। তেমন ভীড় নেই। বেশীর ভাগ গ্রাম্য অশিক্ষিত মহিলা। কেবল সামনের সারিতে কয়েকজন শিক্ষিত মহিলা বসেছেন। কোন রাজনৈতিক দলের মিটিং কি? মহিন্দ্র বুঝতে পারল না। অবশ্য, তা যদি হত, তাহলে সেই দলের প্রতীক চিহ্ন চোখে পড়ত মহিন্দ্রের। যিনি ভাষণ দিচ্ছেন তিনিও কোন চেনা পরিচিত নেত্রী নয়। স্থানীয় দল গুলির নেতা ও নেত্রী সকলের মুখ চেনে মহিন্দ্র।

নারী জাগরণ, নারী মুক্তি, নারী আন্দোলন ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আমাদের দেশে আজকাল খুব হৈ চৈ হচ্ছে। কিন্তু আমাদের দেশের মতন এক বিশাল দেশের বিরাট জনস্রোতের একাংশ শুধু নারীজাতিকে নিয়ে মানুষের এত মাথা ব্যথা কেন? আমাদের দেশের পুরুষরাও কি সম্পূর্ণ জেগে? তারা কি প্রয়োজন অনুসারে সচেতন? আমরা যে বর্তমানে বাস করছি, সে বর্তমানের নির্দিষ্ট কোন পরিভাষা নেই। কারণ, আমাদের এই বর্তমানের কোন ছবি আঁকতে গেলে আমরা দিশেহারা হয়ে যাই। এই বর্তমানের চালচুলোহীন অস্তিত্বটা দুর্নীতি ও অরাজকতার উপর ভিত্তি করে টলমল হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এই ছবি যে কোন মুহূর্তে ভেঙ্গে চৌচির হয়ে আরো ভীষণ আকার ধারণ করে আমাদের সকলকে ক্ষত বিক্ষত করে ফেলতে সক্ষম।

সংশয়, সংকট, অনাচার, অবিচার, অনিরাপত্তা, অনাস্থা, ইত্যাদি শব্দগুলো যা ইদানীং আমাদের জন্য খুবই স্বাভাবিক সাধারণ এবং পরিচিত রূপে পরিগণিত হয়েছে এবং আমাদের বর্তমানের নড়বড়ে প্রতিকৃতিকে অবলোকন করাচ্ছে। সব মিলিয়ে, বর্তমানের আমরা, ভীষণ ভাবে দিশেহারা। চলবার তাল খুঁজে পাই না। ডাইনে গেলে মনে হয়, বে-তাল হয়ে পড়ে যাব। বাঁয়ে গেলে মনে হয় তল নেই অন্তত সাগরের গভীরে ডুবে যাব। সামনে গেলে সুবৃহৎ দেওয়াল দেখে থমকে যাই। সবখানেতে যদি অবরোধ, তাহলে মানুষ চলবে কি করে? চতুর্দিকের কঠিন বাধা অতিক্রম করে সম্মুখে অগ্রসর হবার ক্ষমতা কি বর্তমানের বিধ্বস্ত মানুষের আছে? কিন্তু পরিস্থিতি যাই হোক, মানুষ তো স্থির হয়ে এক জায়গায় বসে থাকতে পারে না। মানুষকে চলতে হবে। জীবন তরী বইতে হবে মানুষকে। জন্ম থেকে মৃত্যু, এই নির্দিষ্ট কাল অতিবাহিত করতে হবে, উপভোগ করতে হবে। অনুভব করতে হবে আমাদের জন্য নির্ধারিত এই সময়টুকুকে।

প্রথমে এত লোক ছিল না। ক্রমশঃ শ্রোতার সংখ্যা বাড়ছে অনেক পুরুষ মানুষও পেছনে দাঁড়িয়ে ভদ্রমহিলার ভাষণ শুনছে। একটা শূন্য আসন পেয়ে মহিন্দ্রও বসে গেল।

ইতিহাসের পাতায় আমরা বিভিন্ন যুগের কথা পড়েছি। এই পৃথিবীতে এক একটা যুগ আসে কালের বাস্তবতা সঙ্গে নিয়ে। প্রত্যেক যুগেরই অবসান হয়। সাম্প্রতিক কালের এই যুগ বড় কঠিন যুগ, বড় দুর্বোধ্য যুগ। অসহজ লড়াইয়ের যুগ। এই শক্ত যুগের সম্মুখীন হয়েছে কারা? আমরা। এই যুগকে অতিক্রম করতে হবে কাদের? আমাদের।

সুতরাং, আমরা আমাদের নির্জীব ও দুর্বল ভেবে হাহাকার ও পরাজয়কে স্বীকার করে, নিজেদের সীমিত ক্ষমতার কাছে আত্মসমর্পণ করলে তো চলবে না। বর্তমান যুগের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের সকলকে সদা জাগ্রত থাকতে হবে। কেবল নারী জাগরণ নয়, পুরুষ জাতের যে অংশ এখনো গভীর নিদ্রায় মগ্ন তাদের নিদ্রা ভঙ্গ করতে হবে। নারী পুরুষ নির্বিশেষে সক্রিয় হয়ে উঠতে হবে মানুষকে। আমাদের বোধ শক্তিকে সচেতন করতে হবে, মস্তিষ্কের অভ্যন্তরীণ ক্রিয়াকার্যকে সুবিবেচনা করবার যোগ্য করে তুলতে হবে।

আমাদের দেশ গরীব, তাই আমাদের দেশের দারিদ্র ঘুচবার নয়। এটা কিন্তু শেষ কথা হতে পারে না। আমাদের দেশ গরীব, তাই আমাদের এই গরিবী দূর করবার দায়িত্ব একমাত্র সরকারের ছাড়া আর কারো বহন করবার কথা নয়, এটাও কিন্তু শেষ কথা হতে পারে না। অন্যের ওপর সাহায্যের হাত বাড়ানোর পূর্বে, আমরা নিজেরা কি আত্মনির্ভর হবার চেষ্টা করতে পারি না? আমাদের নিজেদের বোধশক্তি ও বুদ্ধিবলে কোন উপায় বার করতে পারি না? মানুষ নিজেই নিজের সব চাইতে বড় সহায়ক। এটা একটা অতি খাঁটি সত্য কথা। মানুষ আপনাকে ছাড়া আর কাউকে গভীর ভাবে বুঝতে পারে না। অর্থাৎ যাকে আমরা বুঝতে সক্ষম, তার কাছ থেকে আমরা বেশী আদায় করতেও সক্ষম।

আমাদের দেশে এখনও বহু মানুষ দু'বেলার অন্ন জোটাতে অক্ষম। বস্ত্র ও অন্যান্য সামগ্রী জোটানোর কথা তো কল্পনাই করতে পারে না তারা। দু'বেলার অন্ন জোটে না কেন? জিজ্ঞেস করলে জবাব পাওয়া যাবে, আমরা দীন-দরিদ্র। অর্থাভাবে জর্জরিত আমরা। দুবেলার অন্ন

কোথায় পাব?

এই যে নিজের অক্ষমতা ঘোষণা করা, এটা কিন্তু অর্থাভাবের চাইতেও মারাত্মক বড় অভাবের ঘোষণা। আমাদের নেই। ব্যস, এখানেই আমরা একটা সীমারেখা টেনে, একটা নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে নিজেদের ক্ষমতাকে দাবিয়ে রেখে নিজেদের দারিদ্রকে মেনে নিই। আমাদের মধ্যে আসল অভাব কোথায় জানেন? আমাদের মনে? আমরা মন খুলে জাগতে পারিনি এখনো। আমরা সচেতন ভাবে সচেতন নই এখনো। তাই আমাদের সর্বপ্রধান অভাব, সক্রিয়তার অভাবকে দূর করবার কথা ভাবতে পারিনা আমরা। আমাদের বোধশক্তির বিকাশ ঘটাতে হবে। বুদ্ধি প্রয়োগ করে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করতে হবে। দেখবেন উপায় একটা বেরিয়ে আসবেই।

আমার মূল বক্তব্য হল, আপনারা সকলে একসঙ্গে সজাগ হন, চেতনাকে উপলব্ধি করুন, মস্তিষ্ক পরিণত করুন। তারপর নিজেকে একজন পরিণত মানুষ ভাবতে শিখুন। মানুষ সে যত নিম্ন মানেরই হোক, অশিক্ষিত দরিদ্র হোক, অক্ষম হতে পারে না কখনও। কাজেই, আপনাদের অনেকের অভাবের মূল কারণ, আপনারা অক্ষম, এটা অন্তিম রায় হতে পারে না। আমরা সকলে একজোট হয়ে আমাদের শক্তির ওপর আস্থা রেখে যুগের সাথে লড়াই করব, লড়াই করে যাব। সেখানে জয় নিশ্চিত না হলেও, পরাজয়ও নিশ্চিত নয়।

মহিন্দ্র পাল কখন শ্রোতাদের মধ্যে ঢুকে পড়েছে নিজেরই খেয়াল নেই। ভাষণ অনেকেই দেয়, মহিন্দ্রের যা পেশা তাতে মাসে অনেকবার, নেতা বা নেত্রীদের ভাষণ শুনতে হয়। কিন্তু আজকের মত অন্য রকম কথা মহিন্দ্র এর আগে শোনেনি। ভদ্রমহিলা বোধ হয় এই পেশায় নতুন, তাই বিশেষ ঘুছিয়ে নিজের বক্তব্য রাখতে পারেনি। তবুও, মহিন্দ্রের শুনতে খারাপ লাগল না। ভদ্রমহিলা একনাগাড়ে বলছিলেন, এখন বুঝি শ্বাস নেবার জন্য একটু বসলেন। মঞ্চে আরো দু'জন ভদ্রমহিলা বসেছিলেন তাদের পাশে গিয়ে বসলেন বক্তা। তিন জনের মধ্যে কিছু কথাবার্তার পর বক্তা আবার স্ব-স্থানে এসে মাইক্রোফোন হাতে নিলেন।

মানুষের চেতনার উদয় যে কোন সময় পরিস্থিতির বিপাকে পড়েও হতে পারে। তার একটা উদাহরণ আমি আপনাদের দেব। শ্রোতাদের মাঝখানে বসে থাকা এক অর্ধশিক্ষিত মহিলাকে হাতের ইসারায় মঞ্চে ডাকা হল।

বেশ আড়ষ্ট ভঙ্গিতে সেই অর্ধশিক্ষিত মহিলা, মঞ্চের সামনে গিয়ে সলজ্জ হয়ে দাড়াল। বক্তা, তাকে ডেকে নিজের কাছে নিয়ে নিয়ে এসে বললেন, এদের সবার কাছে তোমার কথা বল!

এই মহিলার নাম হামিদা। হামিদা ওর নিজের কিছু কথা আপনাদের কাছে ব্যক্ত করবে।

বল হামিদা!

আমি! আমি পারব না।

পারবে না কেন? তোমার কথা তুমিই তো বলবে! নাও এটা ধর। এটা মুখের সামনে রেখে বল। ভদ্রমহিলা মাইক্রোফোনটা বাড়িয়ে দিলেন।

আমার লজ্জা করছে।

বসে থাকা দু'জনের একজন বললেন, লজ্জার কিছু নেই বল হামিদা। বক্তা অন্য দুই মহিলার পাশে গিয়ে বসলেন।

হামিদা তখনো আড়ষ্টতা কাটিয়ে উঠতে পারে নি।

বক্তা পেছন থেকে আবার বললেন, ওরকম করতে নেই হামিদা, বল। তা না হলে লোকেরা বুঝবে কি করে তোমার মধ্যে লড়াই করবার শক্তি আছে না নেই!

এবারে বুঝি কাজ হল। হমিদা বানুর আড়ষ্টতা দূর হল। বলল আমি নিজের হাতে কাজ করতে শিখেছি, আমার মধ্যে যে ক্ষমতা ছিল তাকে প্রকাশ করতে পেরেছি।

আমার নাম হামিদা বানু। আমি, আমার স্বামী আর আমাদের এক মেয়ে। স্বামী প্রথম প্রথম রোজগার করত। তারপর নেশায় ধরল। রোজগার বন্ধ হয়ে গেল। ঘরে মারপিট, হাঙ্গামা, ক্ষুধার জ্বালা। পেটের খিদে সহ্য করতে না পেরে একদিন ভিক্ষা করতে বাইর হলাম। সেই সময় এই দিদির সাথে দেখা হয়। পেছনে বসে থাকা বক্তাকে দেখাল হমিদা।

আমি দিদির কাছে ভিক্ষে চাইলে দিদি বললেন, ভিক্ষে করছ কেন? আমার বিত্তান্ত বললাম। সব শুনে দিদি বললেন, তুমি অন্য কাজ পার না? রান্না, বাসন মাজা আদি ঘরের কাজ জান না? আমি বললাম পারি। দিদি বললেন, ভিক্ষে করার চাইতে লোকের ঘরে কাজ করা ভাল, এতে নিজের সম্মান নষ্ট হয় না। তাই কর না কেন তুমি?

আমি মানুষের ঘরে কাজ করব? লজ্জা লাগতি লাগল। পারবুনি মনে হল। দিদি অনেক বোঝালেন। বললেন কাজ করলে তুমি পরিশ্রমের বদলে পয়সা পাবে, ভিক্ষে করলে লোকে দয়া করবে, কখনও বা তাও করবে না।

দিদির কথায় লজ্জা ছেড়ে কাজে নেমে পড়লাম। কিন্তু আমি মোসলমান বলে হিঁদুর ঘরের কেউ আমার কাজ দিতে চাইল না। দিদি তখন তেনার ঘরে আমাকে কাজ দিলেন। দিদির ঘরে থেকে আমি লেখাপড়া শিখেছি, অন্য কাজ শিখেছি। এই দিদিই আমায় শিখিয়েছেন। বলে পেছন ফিরে সেই ভদ্রমহিলার উদ্দেশ্যে হাত জোড় করে, পেন্নাম দিদি, বলল হামিদা।

আমি এখন একটা স্কুলে আয়াব কাজ করি। এইটুকু বলে হামিদা থেমে গেল। তারপর, সেই ভদ্রমহিলার দিকে পেছন ফিরে বলল, আর বলব না দিদি।

না! ওকি? পুরোটা বল! বক্তা আদর ও ধমকের মিশ্রণে বললেন।

আমার স্বামী চুরি করে জেলে গিয়েছিল। এক বছর পর জেল থেকে ছাড়া পেয়ে আমার কাছে এসেছিল। আমি তেনাকে আমার কাছে রাখতে চাইনি। এই দিদি তখন আমাকে আবার বোঝায়। হামিদা তুমি ভেবে বল, তুমি তোমার স্বামীকে চাও কি চাও না? যদি চাও, তাহলে ভালবেসে ঘরে ডেকে নাও তোমার স্বামীকে। যদি না চাও, তাহলে তালাক দিয়ে দাও। শেষের কথাটা খুব লাজুক স্বরে বলল হামিদা। তারপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নখ খুটতে লাগল।

এর পর কি হয়েছে বল?

এখন আমরা সুখে শান্তিতে বাস করি। আমার স্বামী মজদুরী করে পয়সা আনে। আমি স্কুলে কাজ করে পয়সা আনি। কোন অভাব নাই আমাদের।

হামিদা থামলে, বক্তা মাইক্রোফোন হাতে নিয়ে বললেন, আপনারা সবাই হামিদার কথা হামিদার মুখেই শুনলেন। অভাব অনটন সহ্য করতে না পেরে ভিক্ষে করতে রাস্তায় নেমেছিল হামিদা। হামিদার জীবনে পরিবর্তন এসেছে, যা হামিদা নিজে নিয়ে এসেছে। নিজের সুখ নিজে আনতে সক্ষম হয়েছে। কারণ, অচেতন হামিদার মধ্যে সুচেতনা এসেছে, সুবুদ্ধি এসেছে। যার ফলে ও বিবেচনা করতে শিখেছে, ওর জন্য কোনটা ভাল ও কোনটা ভাল নয়। ওর বর্তমান জীবন প্রনালী, পূর্ব্বের জীবন প্রণালীর অপেক্ষায় তুলনামূলকভাবে উৎকৃষ্ট, এই সত্যটা ও বুঝতে পেরেছে। হামিদা যদি এখনো ভিক্ষে করাটাই বেঁচে থাকবার একমাত্র উপায় মনে করত তাহলে ওর জীবনে এখন হাহাকার ও যন্ত্রণা ছাড়া অন্য কিছু থাকত না। বর্তমানের হামিদা একজন সুখী মহিলা এবং এই সফলতা হামিদা অর্জন করেছে নিজের চেষ্টায়।

তবে সব চেয়ে বড় কথা ও আনন্দের কথা এই, হামিদা ওর নিজের জীবনের এক অসাধারণ সাফল্যের কথা নিজের মুখে কত সুন্দর করে আপনাদের কাছে ব্যক্ত করল। বলে বক্তা নিজেই হাততালি দিতে শুরু করলেন। সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত সকলে হাততালি দিল।

বক্তা স্নেহপূর্ণ স্নিগ্ধ একটা হাসি নিয়ে হামিদার দিকে চেয়ে বলল, দেড় দু বছর আগে এই হমিদা ভাল করে কথা বলতে পারত না। লোক দেখলে লজ্জায় সংকোচ কুঁকড়ে থাকত। আমি পারবুনি। আমার অদিষ্ট আমি ভিক্ষা করমু। মানুষে ভিক্ষা দিলে খামু, না দিলে না খামু। আপনাগো মাথাব্যথা কেন? ইত্যাদি বলত। এখন সেই হামিদা প্রতিদিন স্কুলে যায়।

হামিদা লজ্জায় আনন্দে জড়সড় হয়ে মাথানত করল। ডায়াসে বসে থাকা ভদ্রমহিলা দু'জন হামদাকে খুশী করবার জন্য আবার হাততালি দিলেন।

বক্তা শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে আবার বললেন, আমার আজকের বক্তব্যের মাধ্যমে আমি যা বোঝাতে চেষ্টা করলাম, আমি আশা করব আপনারা তা বুঝতে সক্ষম হয়েছেন। আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ, আপনারা পথে ঘাটে হামিদাদের দেখতে পেলে, তাদের মন খুলে দেবার চেষ্টা করবেন। তাদের জাগিয়ে তুলবার প্রয়াস করবেন। জীবনকে উপভোগ করবার পথ দেখিয়ে দেবেন। মিনতি! সুভদা! কি? খারাপ লাগছে আমাদের এই সমিতির কাজ কর্ম?

শ্রোতাদের মাঝখানে বসে থাকা দুই অশিক্ষিত মহিলা উঠে দাঁড়াল।

না, না, দাঁড়াতে হবে না। তোমাদের খারাপ লাগছে কিনা সেটাই জিজ্ঞেস করছিলাম। আজ আমি যা বললাম কিছু বুঝলে?

না! নাতো!

কিছু বোঝোনি?

আজ্ঞে, অল্প একটু বুঝতে পারছি। আপনি কাজ করতি বললেন। হামিদার মতন লেখাপড়া শিখতে বললেন।

শুধু বললাম না, তোমাদের তাই করতে হবে। কি? পড়তে লিখতে ভাল লাগে না? কি কি লিখতে শিখেছ বলবে? আজ্ঞে, অ আ ই ঈ শিখেছি। এই তো। ধীরে ধীরে আরো

শিখবে। তখন আমার কথা বুঝতে পারবে। হামিদা এখন আমার অনেক কথা বোঝে।

তাহলে আমাদের আজকের সভা এখানেই সমাপ্ত করলাম। আগামী বুধবার বিকেলে পাঁচটায় আবার আমরা সকলে মিলিত হব।

মহিন্দ্র এতক্ষণ একটা ঘোরের মধ্যে ছিল বুঝি। কোন মহিলা সমিতির সভাকে উপভোগ করছিল। কিন্তু মহিলা সমিতির সভা যদি হবে, তাহলে পুরুষরাও এসে বসেছে কেন। এদের উদ্দেশ্যটা বোধ হয় অন্য। ইচ্ছে করলে পুরুষরাও এই সভায় শ্রোতার ভূমিকা গ্রহণ করে অপ্রত্যক্ষ ভাবে জ্ঞান লাভ করতে পারে। মহিন্দ্রর মনে হল তাই। তাই এই খোলা মাঠে আসর বসান হয়েছে। মহিলা সমিতির নামে সার্বজনীনকে জ্ঞান দান কেন্দ্র! বেশ মজার তো!

মঞ্চে বসে থাকা দু'জন মহিলা বেশ আভিজাত্য সম্পন্ন মনে হল। তাদের একজনের মধ্যে বেশ নেত্রী নেত্রী ভাবও লক্ষ্য করল মহিন্দ্র। ইনিই বোধহয় সভানেত্রী। আর যিনি এতক্ষণ ধরে বক্তৃতা দিলেন, তিনি কে? সমিতির প্রবক্তা? স্পোকস ওম্যান? ভদ্রমহিলা কোন অসাধারণ বক্তব্য রাখেন নি। যা বলেছেন খুব সাধারণ কথা বলেছে। কিন্তু সাধারণ হলেও কথাগুলো মূল্যবান। মানুষ সাধারণ ও সামান্য জিনিষকে অবহেলা করেই তো বিপদে পড়ে। দেশের বর্তমানের প্রতিচ্ছবিটা সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন। দেশের বর্তমান অবস্থার জন্য ভদ্রমহিলার কথাগুলোর প্রয়োজন আছে। মহিন্দ্রের সব চাইতে ভাল লেগেছেন ভদ্রমহিলার বক্তব্যের উপস্থাপনের স্টাইল। নিজের বক্তব্যকে এমন ভাবে রেখেছেন উনি, যাতে শিক্ষিত অশিক্ষিত উভয় শ্রেণীর লোকেরই জ্ঞান চক্ষুর উন্মেষ হয়। যা বললেন একসঙ্গে চেতনা সম্পন্ন এবং চেতনা হীন মানুষের জন্য বললেন। শ্রোতারাও তো তেমনি ছিল, মিশ্রিত বর্ণের ও স্তরের। মহিন্দ্র পাল মনে মনে চিন্তা করল, এই সমস্ত আয়োজন কি পরিকল্পনা করেই রেখেছিল এই মহিলা সমিতি?

নিজেই নিজেকে ধিক্কার দিল মহিন্দ্র। কোথাকার কোন মহিলা সমিতিকে নিয়ে ভাবতে বসল কেন মহিন্দ্র? এতক্ষণ সময়ই বা নষ্ট করল কেন?

সভা থেকে বেরিয়ে হাঁটছিল মহিন্দ্র। সামনে একটি এ্যাম্বেসাডার গাড়ি দাঁড়িয়েছিল। সেখানে মঞ্চে বসে থাকা দুই ভদ্রমহিলা ঢুকলেন। সঙ্গে ওদের প্রবক্তাও ছিলেন। তিনি গাড়িতে না উঠে একটা রিক্সা নিয়ে অন্য পথে এগিয়ে গেলেন।

গাড়ী ও রিক্সা চলে যাবার পর মহিন্দ্র নিজেকে আরেকবার ধিক্কার দিল। সকাল থেকে কোন কাজ হয়নি বলে যে আফসোস ছিল মহিন্দ্রের, সেই আফসোস দূর করা যেত। কোনও মহিলা সমিতির তিন মহারথীর সঙ্গে আলাপ করে, কিছু তথ্য সংগ্রহ করা যেত। তারপর কলমের ছোঁয়া দিয়ে একখণ্ড সুন্দর লেখনী রচনা হয়ে যেত। গাড়ির মহিলা দু'জনকে ধরতে না পারলেও, রিক্সার মহিলাকে ধরা অসম্ভব হত না। একটু তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে মহিন্দ্র অনায়াসে রিক্সাটার নাগাল পেয়ে যেত। রিক্সার মহিলাই মহিন্দ্রকে বেশী আকর্ষণ করেছে। আজ হল না। কিন্তু আবার কখনো এধরনের সুযোগ এলে, সে সুযোগকে কাজে লাগাবার পণ করে দ্রুত পা চালাল মহিন্দ্র।

পর পর তিনটে মিটিং সেরে পাঁচটার পর ইন্দর আবার অফিসে এল। রনজয় তখনো কম্পিউটারে কাজ করছিল। ইন্দর নিজের আসনে বসে বলল, তুমি এখনো যাওনি?

এই যাচ্ছি স্যার। শেষ করেই উঠছি।

পাঁচ মিনিট পর কাজ শেষ করে রনজয় উঠল। স্যার সব আপডেট করে রেখেছি।

ঠিক আছে যাও।

রনজয় চলে যাবার কিছুক্ষণ পর পারমিতা এল।

ইন্দর কিছু লিখছিল। পারমিতার উপস্থিতি টের পেয়ে জিজ্ঞেস করল, তুমি এখনো যাওনি?

স্যার, আপনি না গেলে আমি যাই কি করে? আফটার অল আই এ্যাম ইওর পি. এ.।

কয়েকদিন থেকে লক্ষ্য করেছে ইন্দর, মেয়েটার খুব সাহস দেখাচ্ছে যেন আজকাল। অনাবশ্যক ভাবে গায়ে পড়ে ইন্দরের সাথে কথা বলতে চায় যেন।

ইন্দর নিজের গাম্ভীর্যের মাত্রা বাড়িয়ে বলল, ইউ মে গো। আমার আর কোন প্রয়োজন নেই। বলে নিজের কাজে ব্যস্ত হল ইন্দর।

পাঁচ মিনিট কেটে যাবার পরও পারমিতা উঠল না। টাইপ মেশিনের সামনে বসে রইল।

কি হল? তুমি গেলে না? বললাম তো আমার কোন প্রয়োজন নেই।

স্যার টাইপের প্রয়োজন হলে?

আমি নিজে করে নেব।

না স্যার, আমার কাজ আপনি করবেন কেন?

ইন্দর রেগে গেল। ইন্দর নিজে বলছে চলে যাবার জন্য, তা সত্ত্বেও মেয়েটি জেদ করছে! ইন্দর বলল, তাহলে বসে থাক আটটা অব্দি।

ইন্দর নিজের কাজে মনোনিবেশ করল।

ইন্দরের কথায় খুশীই হল পারমিতা। বসে বসে ইন্দরকে লক্ষ্য করতে লাগল। এত মনোযোগ দিয়ে কাজ করেন স্যার, কাজের সময় কোন দিকে তাকাবার প্রয়োজন মনে করেন না। সামনে যে পারমিতার মতন এক সুন্দরী যুবতী বসে রয়েছে, কাজের সময় সে খেয়ালও থাকে না স্যারের।

তবুও, এই শূন্য অফিস ঘরে ইন্দর শর্মা নামের এক প্রবল ব্যক্তিত্বময় পুরুষ ও পারমিতা একা, এটা ভাবতেই রোমাঞ্চ লাগছে পারমিতার। স্যার অনেক উঁচুদরের হলে কি হয়েছে, পুরুষ তো!

ইন্দর জানে এক সুন্দরী তরুণী ইন্দরের পি. এ.। ব্যস, এই পর্যন্তই। এর বাইরে আর কোন আগ্রহ নেই ইন্দরের। কাজের সময় কাজ নিয়ে যেটুকু কথাবার্তা হয়, তার বাইরে অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তাও হতে পারে এই তরুণীর সাথে, এসব ভাবনা ভাববার সময় নেই ইন্দরের।

স্যার ইউ আর ভেরি হ্যান্ডসাম এন্ড স্মার্ট স্যার।

ইন্দরের কাজে ব্যঘাত সৃষ্টি করে বলল. পারমিতা। শূন্য ঘরে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করার মত

শোনাল পারমিতার কণ্ঠস্বর। তাই কাজে ব্যস্ত থাকলেও ইন্দরের কানে গেল কথাটা। এই ধরণের বাড় ইন্দর একদম পছন্দ করে না। বাচ্চা মেয়েটা ইন্দরকে এই কথা বলবার সাহস পেল কি করে?

ইন্দর নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে চাইল। হাতের কলমটা নিয়ে নাড়া চাড়া করল খানিকক্ষণ। ঠিক কি বলে এই মেয়েটিকে বাইরে পাঠিয়ে দেওয়া যায় সেটাই ভাবছিল।

ইন্দরের এই ভঙ্গি দেখে পারমিতা বুঝি আরো সাহস পেল। বলে ফেলল, স্যার ইওর পার্সোন্যালিটি ইজ ইউনিক। ইউ আর ডিফারেন্ট স্যার!

এবারে ইন্দর চট্ করে জবাব দিল। বলল, আই নো আই এ্যাম সো। সো হোয়াট?

ইন্দরের গম্ভীর কণ্ঠস্বরে পারমিতা থতমত খেল।

কিন্তু, এই বাচ্চা মেয়েটা এভাবে ডিস্টার্ব করতে থাকলে ইন্দর কাজ করবে কি করে? ইন্দরের কথার অবাধ্যতা আজ পর্যন্ত অফিসের কেউ করেনি। কেউ ভাবতেই পারে না ইন্দরের কথা অমান্য করা যায়। এই ছুটকি মেয়েটা ইন্দরের কথা অগ্রাহ্য করে জেদ করছে!

ইন্দর জিজ্ঞেস করল, তোমার কোন বয়ফ্রেন্ড নেই?

নো স্যার। গুড়ি গুড়ি বয়দের আমার পছন্দ নয় স্যার। আই লাইক ম্যাচুয়র ম্যান স্যার। খুব আহ্লাদী স্বরে বলল পারমিতা।

বাট আই ডোন্ট লাইক এ্যানি ইম্যাচুয়র গার্ল। ইউ মে গো।

ইন্দরের কণ্ঠস্বর এত কঠিন ছিল যে, পারমিতা অবজ্ঞা করতে পারল না। বেরিয়ে গেল।

কাজে ব্যস্ত থাকলে ক্লান্তি লাগে না ইন্দরের। কাজ শেষ করে ঘরে ফেরার পথে ক্লান্তিটা টের পায় ইন্দর। চৌমাথার কাছে এসে গাড়ী থামাতে হল। সিগন্যাল পেল না বলে সারি সারি গাড়ীর লাইনের পেছনে ইন্দরের গাড়িটাও গিয়ে প্রবেশ করল।

এই স্থানটা ইন্দরের জন্য একটা স্মরনীয় স্থান হয়েছে আজকাল। এদিক দিয়ে যাতায়াত করলেই সেদিনের কথাটা মনে পড়ে যায়। ভদ্রমহিলার কি মাথার ঠিক ছিল না সেদিন? চলন্ত গাড়ীর স্রোতকে অবহেলা করে রাস্তা ক্রশ করছিলেন! এক সেকেণ্ড এদিক-ওদিক হলে চরম দুর্ঘটনা ঘটে যেত। শেষ পর্যন্ত প্রাণ বাঁচিয়ে রাস্তা পার হতে সমর্থ হলেও নিজের দোষ স্বীকার করলেন কোথায়? জনবহুল চৌমাথার সামনে ঘটনাটা ঘটতে যাচ্ছিল বলে বহু লোক সেই মহিলাকে নানান মন্তব্য শুনিয়েছিলেন। ইন্দরও সেদিন সেখানে উপস্থিত ছিল বলে নিজের বিচার নিয়ে এগিয়ে গিয়েছিল। বলেছিল, ম্যাডাম দিস ইজ নট দ্যা ওয়ে টু ক্রশ দ্যা রোড। শুধু এই টুকুনই। ব্যস, তাতেই একেবারে জ্বলে উঠলেন ভদ্রমহিলা। উল্টো ইন্দরের ওপরই অভিযোগ খাড়া করেছিলেন, হোয়াই আর ইউ পোকিং ইওর নোজ? হোয়াট ইজ ডান ইজ ডান।

ইন্দর প্রবল বিরক্তি নিয়ে আবার বলবার চেষ্টা করেছিল। দ্যাট ইজ নট দ্যা রাইট ওয়ে।

তো ক্যায়া হোতা? ইফ ইট ওয়াজ এ্যা রং ওয়ে, আই উড হ্যাভ ডাই! ইস দুনিয়াসে এক আদমী কম হো যাতা!

ইন্দর কি কোন অযৌক্তিক কথা বলেছিল? ইন্দরেরও রাগ চড়ে গিয়েছিল, আবার বলবার

চেষ্টা করেছিল, হোয়াট আই ওয়ান্টেড টু সে ইজ ইট ওয়াজ এ্যা রংওয়ে।

সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ মূর্তি ধারণ করেছিলেন ভদ্রমহিলা। ম্যানে গলতী কি থী, ম্যা মর যাতি। আপকো ক্যায়া হোতা? উড ইউ বীন এ্যা সাফারার?

সীগন্যাল পেয়ে চৌমাথা ক্রশ করে গাড়ী নিয়ে এল ইন্দর। ভদ্রমহিলার সেদিনের উদভ্রান্ত চেহারাটা এখনো চোখের সামনে ভাসছে যেন। সেই ভয়ংকর মূর্তির মধ্যে এক ভীষণ অভিমানী উক্তি ছিল, আমি মরে গেলে তোমার কি?

এর পর সেই মহিলাকে মনে রাখবার কথা নয় ইন্দরের। একদিন হঠাৎ কামাখ্যা মন্দিরে দেখা হয়ে যাওয়ায়, ইন্দর খোঁচা দেবার সুযোগটা ছাড়তে চাইল না। জিজ্ঞেস করেছিল, বেঁচে আছেন? হ্যাঁ এখনো মরিনি? শ্লেষপূর্ণ জবাব ওপক্ষেরও ছিল। ইন্দর কথা না বাড়িয়ে চলে এসেছিল।

কিন্তু, তারপরও সেই ভদ্রমহিলার সঙ্গে আবার যোগাযোগ হবে কেন? ইন্দরই বুঝি যোগাযোগ করছে। প্রথম দিন মারাত্মক একটা ভুল করে ফেলার পর, ভদ্রমহিলা হুশ হারিয়ে ইন্দরের সঙ্গে অশোভন আচরণ করেছিল। কিন্তু, তারপর থেকে তো ইন্দরই কথা বলছে! সেদিনও কম তেজ ছিল না ভদ্রমহিলার। যেদিন প্রচণ্ড বৃষ্টিতে মাতা ও পুত্রকে অপেক্ষারত অবস্থায় দেখতে পেয়ে ইন্দর লিফ্‌ট দিতে চেয়েছিল। কিন্তু ভদ্রমহিলার ভাবটা এমন ছিল, ইন্দর উপকার করতে চেয়ে ইন্দরই দোষ করে ফেলেছে। ইন্দরকেও তো চেনে না? ইন্দরও যে অনেক জেদ করতে পারে, তাতো জানা নেই ওনার। ঠিকানাটা জেনে নেবার কয়েকদিন পরই বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিল।

ইন্দরের হয়ত এটা বাড়াবাড়ি হয়েছিল। একদম বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হওয়া উচিত হয়নি। কিন্তু, ইন্দরেরই বা দোষ কি কারো অনাবশ্যক জেদ দেখলে ইন্দর সহ্য করতে পারে না। তার উপর, ইন্দর কোন পরিচিত জন ছিল না সেই ভদ্রমহিলার। ইন্দরের ওপর এভাবে চড়াও হবার, ইন্দরকে এভাবে অপমান করবার কোনও মানেই হয় না। দরজায় সত্যি সত্যি ইন্দরকে দেখে বিস্ময় ধরে রাখতে পারেনি। বিস্ময়ের ঘোর কাটতে বেশ কিছুক্ষণ সময় লেগেছিল। এক অপরিচিত ব্যাক্তির অপ্রত্যাশিত ভাবে হঠাৎ বাড়ীতে আগমনের হেতু কি, এই প্রশ্নটা অনেকক্ষণ স্পষ্ট ছিল চেহারাটায়। অস্বস্তি ও ইতস্তত ভাব নিয়ে অভ্যর্থনা করলেও, জেদ বা ক্রোধ প্রকাশ করেনি সেদিন। ইন্দর কি জানত, ইন্দর একের পর এক অস্বাভাবিক প্রশ্ন করে যাবে? প্রশ্নগুলো যে আপনা থেকে এসে যাচ্ছিল। বেশ করেছিল ইন্দর গিয়েছিল। সেই রমনী বুঝুক কার কাছে জেদ দেখাচ্ছে! তবে এ কথাও ঠিক, ভদ্রমহিলার ওজন আছে। ঘরের সুন্দর স্নিগ্ধ পরিচ্ছন্ন রূপ দেখলে বোঝা যায়, ভদ্রমহিলার অন্তরটাও সুন্দর।

কিন্তু, হঠাৎ এই মহিলাকে নিয়ে ভাবনা শুরু করেছিল কেন ইন্দর? নিজের কাছেই প্রশ্নটা রাখল ইন্দল। ভাবনার মূল কারণ অন্য কিছু নয় অবশ্য। সেই মহিলার একটা কথাই ইন্দরকে প্রবলভাবে নাড়া দিয়েছে। ইফ আই উড হ্যাভ ডাইড, উড ইউ বীন এ্যা সাফারার?

এই কথাটা ব্যাক্ত করবার সময় সেই মহিলার মনে কি ছিল? ভীষণ অভিমান নয় কি? এত তীব্র অভিমান কার কাছে প্রকাশ করতে চান উনি? সমগ্র মানব জাতির ওপর কি? কোথায়ও কি সেই মানুষের মারাত্মক অবিচার হয়েছে? অনেকক্ষণ থেকে অন্যমনস্ক হয়ে গাড়ী চালাচ্ছিল ইন্দর। অকস্মাৎ ভীষণ উত্তেজিত হয়ে উঠল। অন্তরের কোথাও একটা অন্য অনুভূতি ইন্দরকে উত্তেজিত করে তুলল। সম্মুখের এক মারুতির সঙ্গে সংঘাত হতে হতে বেঁচে গেল ইন্দর। নিজের ভাবনায় মগ্ন থাকায় ক্ষণিকের জন্য অসতর্ক হয়ে পড়েছিল ইন্দর। নিজের পটু হাত কোন দুর্ঘটনার মুখোমুখি থেকে রক্ষা করল ইন্দরকে। হ্যাঁ হত! তুমি মরে গেলে আমার কষ্ট হত! আমার অন্তর কেঁদে উঠল। আর কখনো এমন কাজ কর না তুমি। আর কখনো এভাবে বল না। গাড়ী চালাতে চালাতে সেই মুখকে স্মরণ করে নিজের অজান্তে কথাগুলো উচ্চারণ করল ইন্দর। বাড়ী ফিরে চান সেরে বিছানায় গা এলিয়ে দিল ইন্দর। সারাদিনের পরিশ্রমের পর, এই এখন একটু আরাম মিলল। আজ খুব খাটনী গেছে, সামান্য পানীয় সেবন করতে হবে। তা না হলে শরীরটা অবাধ্যতা করবে। তারপর রাতের খাওয়া সেরে লম্বা ঘুম দেবে। গত সপ্তাহে বাড়ীতে ফোন করা হয় নি। মা, নিশ্চয় চিন্তা করছেন। ডাব্বুর সঙ্গেও অনেক দিন দেখা হয়নি।

লাইন পেয়ে গেল ইন্দর। ইন্দরের মা অভিযোগ করলেন, ইন্দর নিজের বাড়ী ও মাকে ভুলে গেছে বলে। ইন্দর বলল, তাকি হয় মা! তোমাদের ভুলব কেন? আসলে কাজের চাপ এত বেশী, ছুটি নেবার সুযোগ হয় না। ইন্দরের মা জানাল, ইন্দরের ছেলে ডাব্বু ফার্স্ট ডিভিশনে পাস করেছে। ইন্দরের খুব ভাল লাগল শুনে। ডাব্বু বাড়ীতে নেই, তাই ডাব্বুর সঙ্গে কথা হল না। ইন্দর বলল, যত রাতই হোক ডাব্বু যেন ফোন করে। এবার যে করেই হোক ইন্দর বাড়ী যাবে জানিয়ে ফোন রেখে দিল। মায়ের সঙ্গে কথা বলে মনটা ভাল লাগছে। ইন্দর শুয়ে শুয়ে ডাব্বুর কথা চিন্তা করছিল। ছেলেটা দেখতে দেখতে বড় হয়ে গেল। স্কুলের পাঠ শেষ করে, এবার কারিয়ার গঠনের সময়। এসবে ইন্দর কোন মতামত দেবে না। নিজের পথ নিজেই বেছে নেবে ডাব্বু। যে লাইনে যেতে ইচ্ছুক সে লাইনে যাবে। ডাব্বুকে আগেই বলে রেখেছিল ইন্দর, আপনা পছন্দ সে, আপনা চাহত সে, রাস্তা চুন লেনা।— স্যার খানা লগাও? শম্ভু এল খাবার দেবে কিনা জিজ্ঞেস করতে।

কেয়া বনায়া রে?

সাহাব, দাল ঔর আলু গোবি কা সব্জি।

খানা বাদ মে খাউঙ্গা দো আণ্ডা ফ্রাই করকে লাও।

ছেলেটাকে অনেক দিন দেখেনি ইন্দর। মা ছাড়া ছেলে। তাই বেশী মায়া করে ইন্দর। কিছু কাজ সামলে বাড়ী যাবার সিদ্ধান্ত নিল ইন্দর। ছেলে বরাবর দাদীর সঙ্গেই থেকেছে। ওখানেই ওর ভাল লাগে। ইন্দর একা থাকে। তার ওপর ইন্দরের ট্রান্সফারের চাকরী। তাই ছেলেকে নিজের সাথে রাখেনি ইন্দর। হস্টেলে থেকে পড়াশোনা করলেও দাদীই ওর সব। দাদীও কম ভালবাসেন না ছেলেকে। যেন ছোট ইন্দরকে আবার ফিরে পেয়েছেন, এই মনে করেই মানুষ করছেন ডাব্বুকে।

ইন্দর গ্লাসে হুইস্কি ঢেলে নিল। এক পেগই যথেষ্ট। একা একা এসব খেতে ভাল লাগে না। বরফ জল মিশিয়ে ডিম ভাজার জন্য অপেক্ষা করল।

শম্ভু, ডিম ভাজা আর আলু ভাজা নিয়ে এল।

আমি আলু ভাজা চাইলাম কখন?

আপনি চান নি। আমি বানিয়ে নিয়ে এলাম। আপনি তো আলুর চিপ্স পছন্দ করেন।

নিজের মর্জি মতন যা খুশী তা করো না শম্ভু।

খাইয়ে না সাহাব, প্যায়ার সে বনায়া।

খেতে তো হবেই বানিয়েছিস যখন।

সাহাব কিতনা রোটি বনায়?

অভি নহী বাদ মে। অভি যাও।

শম্ভু কথা বলতে ভালবাসে ইন্দর বুঝতে পেরেছে। ইন্দরের সাথে একটু কথা বলতেই এসেছিল শম্ভু। বেচারা শম্ভুও তো সারাদিন একাই থাকে। কিন্তু আজ ইন্দরের ভাল লাগছে না। তা না হলে, প্রায়ই দু'জনে গল্প করে অনেকটা সময় কাটিয়ে দেয়। শম্ভু ছেলেটা ভাল। ইন্দরের যত্ন নেয়। কিন্তু শুধু শম্ভুর সেবা শুশ্রূষায় ইন্দরের মন তৃপ্ত হয় না। ইন্দরের মন যেন আরো কিছু চায়। অফিস থেকে ফিরে আসার পরই আপনজনের অভাবটা খুব বোধ করে ইন্দর। শূন্য ঘরে কেমন যেন লাগে।

নিজের শূন্য ঘরের যন্ত্রণাটা অনুভব করতেই অন্য একজনের শূন্য ঘরের কথা মনে পড়ে গেল ইন্দরের। গত সপ্তাহেই তো গিয়েছিল ইন্দর, অযাচিত আগন্তুক সেজে! শূন্য হলেও সে ঘর ছিল স্বর্গ, আর ঘরের মালকিন ছিল এক মহারাণী।

অফিস থেকে আসার পথে আচমকা যে অদ্ভুত অনুভূতিটা হয়েছিল, সেই অনুভূতিটা আবার বোধ করল ইন্দর। আশ্চর্য! আজ এমন হচ্ছে কেন? বার বার সেই রমনীর মুখটা মনে পড়ছে কেন?

মহারাণী! হ্যাঁ সেই মুহূর্তে, সেই মহিলার জন্য এই নামটাই সঠিক ও উপযুক্ত মনে হয়েছিল ইন্দরের। মহারাণীই তো! সুখে শান্তিতে, আহ্লাদে আদরে অবস্থান করবার জন্যেই তার আগমন হয়েছে এই পৃথিবীতে। কিন্তু, তার মধ্যে এক ভয়ঙ্কর কষ্ট কেন প্রতিফলিত হয় মাঝে মাঝে? কিসের কষ্ট তার?

সেদিনের কথা মনে করে ইন্দরের হাসি পেল। কেমন জব্দ হয়েছিল সেদিন ইন্দরের কাছে? বেশ করেছিল ইন্দর, তাকে অসুন্দর ও বদ সুরৎ বলেছিল। বয়সটা চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিল।

কিন্তু তিনি কি যথার্থই জব্দ হয়েছেন? ইন্দরের সব কথা যেন খুব নির্লিপ্ত ভাবে মেনে নিয়েছিল।

ইন্দর আবার নিজের মনে হাসতে শুরু করল। সত্যি কি তুমি অসুন্দর মহারাণী? তাহলে মেনে নিলে কেন?

অন্যদিকে সব কিছুতে এত আপত্তি কেন তোমার মহারাণী? তোমার নিজের পরিচয়

দিতেও তোমার আপত্তি? আমি তোমার পরিবারের পরিচয় চাইনি মহারাণী। আমি শুধু তোমার পরিচয় চেয়েছিলাম।

আমার স্বামী অরিন্দম ঘোষ। বিবাহিত কোন মহিলার স্বামী তো থাকবেই। এটা আবার ঘোষণা করবার কথা নাকি? কথাটা ভাবতেই ইন্দরের মনটা উদাস হয়ে গেল। এতক্ষণ একটা অনুভূতিতে বিভোর ছিল ইন্দর। অরিন্দম ঘোষ নামে কোন ভদ্রলোকের অস্তিত্ব এই পৃথিবীতে আছে, এই সত্যটা প্রকট হয়ে ইন্দরের মনটা ভীষণ শূন্য করে দিল বুঝি। মন খারাপ নিয়ে রাতের খাবার না খেয়েই ইন্দর ঘুমিয়ে পড়ল।

পরদিন সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর অন্য একটা অশোভনীয় অস্থিরতায় অস্থির হয়ে উঠল ইন্দর। ইন্দরের নিজেরই খুব অবাক লাগছিল, কেন এমন হচ্ছে ইন্দরের। সেই রমনীকে দেখবার জন্য চঞ্চল হয়ে উঠেছে ইন্দরের মন। হঠাৎই যেন মনের মধ্যে এই চাহিদা উত্তপ্ত করে তুলল ইন্দরকে। একজনের বিবাহিত স্ত্রীর প্রতি এই আগ্রহ থাকাটা নিন্দনীয় ও গর্হিত, এসব কি ইন্দর জানে না? না বোঝে না? নিজের স্ত্রী নেই বলে ইন্দর শর্মা অন্যের স্ত্রী প্রতি আসক্তি দেখাচ্ছে?

না, ইন্দর শর্মা কারো প্রতি কোন আসক্তি দেখাচ্ছে না। ইন্দরের দেখতে ইচ্ছে করছে সেই রমনীকে, কারো স্ত্রীকে নয়। শুধু সেই নারীর দর্শনের জন্য ইন্দর আকুল হয়ে উঠেছে। সেই নারী যদি কারো স্ত্রী, তাহলে সেটা সেই নারীর অন্য পরিচয়।

ইন্দর বুঝি নিজেকে শাসনে রাখতে পারছে না। নিজের ইচ্ছেকে দমন করবার শক্তি নেই ইন্দরের।

উত্তেজিত হয়ে পায়চারী শুরু করল ইন্দর। আমার স্বামী এখানে থাকেন না, সেই রমনীর এই উক্তিই কি ইন্দরকে অনুপ্রাণিত করছে? এই নারীকে দর্শনের জন্য উন্মাদ করে তুলছে?

না! না! আমি কোন সুযোগ নিচ্ছি না। তার স্বামী কে বা কোথায় বাস করেন, তা দিয়ে আমার কিছু যায় আসে না। তার স্বামীর জন্য আমার কোন মাথা ব্যাথা নেই। নিজের কাছেই নিজে কৈফিয়ৎ দিল ইন্দর।

যদি একবার দর্শন চায় ইন্দর, তাহলে তার বাড়ীতে চলে যাচ্ছে না কেন ইন্দর? সাত আট দিন পূর্বেই তো গিয়েছিল ইন্দর সেখানে নিঃসংকোচে, বিনা দ্বিধায়। আজ কেন এমন করছে ইন্দর? সেদিনের ব্যাপারটা ছিল আলাদা। সেদিনই, এই নারী ইন্দরের অপরিচিত ছিল। পরিচিত হবার পর অকারণে গিয়ে কোথাও উপস্থিত হওয়া যায় না। ইন্দরের এই প্রবল বাসনাটা কি কারণ নয়? হাঁ, ইন্দরের বাসনা ইন্দরের কাছে সেখানে যাবার নিমিত্ত হতে পারে। কিন্তু তার কাছে ইন্দরের উপস্থিতিটা তো অনাবশ্যক হবে! তার কাছে কোন কারণ নেই সেখানে যাবার।

তাহলে ইন্দর কি করবে? অবশেষে একটা উপায় বার করল ইন্দর। নিজের বয়স ও ব্যক্তিত্ব ভুলে একটা উদ্দেশ্য নিয়ে ঠিক নটায় বাড়ী থেকে বেরিয়ে এল ইন্দর। না, ইন্দর ভেতরে যাবে না। অতটা পারবে না ইন্দর। ফ্ল্যাটের খানিকটা দূরে গাড়ী দাঁড় করিয়ে ফ্ল্যাটের সামনে এক দোকানে অপেক্ষা করতে লাগল।

ক্যাম্পাসের ভেতর ছটা পঞ্চ তলের ভবন রয়েছে। কম করে হলেও, অন্ততঃ একশত পরিবার এখানে বাস করেন। ইন্দর, ক্যাম্পাসের মেইন গেটের উল্টোদিকে রাস্তার ওপার থেকে লক্ষ্য করছে। ছেলে, বুড়ো, কচি-কাচা, বুড়ী তরুণী, অনেকেই ব্যস্ততা নিয়ে ক্যাম্পাসের বাইরে বেরোচ্ছে। কিন্তু ইন্দরের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হচ্ছে কোথায়? ইন্দর কি অস্থির হয়ে উঠেছে? নিজেরই অস্বস্তি করতে লাগল নিজের অস্থিরতায়। দোকানদারও বুঝি ইন্দরের ভাবভঙ্গি দেখে খুব অবাক হচ্ছিল। একজন মূল্যবান ব্যক্তি সামান্য একটা বইয়ের দোকানে কি করছেন? একটা দৈনিক পত্রিকা অবশ্য ক্রয় করেছেন ভদ্রলোক। দোকানদারের মনে হল, পত্রিকাটা পড়বার ভান করছেন ভদ্রলোক। খুব টেনশন নিয়ে কারো অপেক্ষা করছেন বলে মনে হচ্ছে। দোকানদার কিছু জিজ্ঞেস করবার সাহস পেল না। এই ধরণের দামী ব্যক্তিদের চট্ করে কিছু বলাও যায় না।

বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবার পর, শ্রীমতীর ছেলেকে ক্যাম্পাস থেকে বের হতে দেখল। ইন্দর। স্কুলে যাচ্ছে নিশ্চয়। শ্রীমতী কি এই সময় বাইরে বের হন না। কিন্তু দেখে তো মনে হয় না ঘরে আলস্যে বসে থাকা মহিলা বলে!

ঐ তো! হঠাৎ আকাংক্ষিত মানুষকে দেখতে পেয়ে ইন্দর উত্তেজিত হয়ে উঠল। ভাগ্যিস, ঐ তো বলে চিৎকার করে ওঠেনি। তা না হলে দোকানি কি মনে করত! যেন কোন কঠিন পরীক্ষায় সফল হল ইন্দর। হলুদ কটন শাড়ী ও পাড়ের সাথে মিলিয়ে সবুজ ব্লাউজ। চোখে সান গ্লাস লাগান হয়েছে। ইন্দরের দৃষ্টি স্থির হল। তরুণ প্রেমিকের মত ইন্দর সতৃষ্ণ নয়নে চেয়ে রইল।

ভদ্রমহিলা রাস্তা পেরিয়ে বাস ধরতেই, ইন্দর তাড়াতাড়ি গাড়ী স্টার্ট করল। বাসের পেছন পেছন ধাওয়া করা সোজা কথা নয়। ইন্দর কোন কিছুর পরোয়া না করে তাই করল। প্রতিটি স্টপেজে গাড়ী থামান যায় না। বিশেষ করে এই স্কুল কলেজের ও অফিসের সময়। ইন্দর সব মুশকিল আসান করে গাড়ী নিয়ে এগোচ্ছে।

পাঁচটা স্টপেজের পর বাস থেকে অবতরণ করলেন ভদ্রমহিলা। তারপর আবার রিক্সায় ওঠা হল। সব বাধা তুচ্ছ করে, হামাগুড়ি দিয়ে, ইন্দরের গাড়ী রিক্সার পেছনে পেছনেও গেল।

অবশেষে বুঝি শ্রীমতীর গন্তব্যের সন্ধান মিলল। ছোট একটা অফিস ডি এ ইন্ডাষ্ট্রি। ভদ্রমহিলা সেই অফিসেই ঢুকলেন। এখানেই কাজ করেন কি? নাকি, অন্য কোনও কাজে এসেছেন? কিছুটা দূরত্ব রেখে গাড়ী থামিয়ে ভেতর থেকে লক্ষ্য করছিল ইন্দর, ভদ্রমহিলা আবার বার হন কিনা!

প্রায় পনের মিনিট অপেক্ষা করবার পর ইন্দর বাইরে এল। সামনের পানের দোকান থেকে এক প্যাকেট সিগারেট কিনে পানওয়ালাকে জিজ্ঞেস করল, ওটা কিসের অফিস? পানওয়ালা বলল, এটা ডি. এ. ইন্ডাষ্ট্রির অফিস। দূরে কোথাও কারখানা আছে, সেখানে মালপত্র তৈরী হয়। ইন্দর জিজ্ঞেস করল মালিক কোথায় থাকেন?

মালিক তো ম্যাডাম। থাকেন দূরে কোথাও আমি ঠিক জানি না।

ম্যাডাম কে? একটু আগে যিনি এলেন তিনিই কি?

হ্যাঁ, উনিই তো ম্যাডাম। খুব ভাল মানুষ। সকলে পছন্দ করেন।

পানওয়ালার কাছ থেকে যেটুকু খবর সংগ্রহ করা হল সেদিনের জন্য যথেষ্ট। আপাতত আর কোন খবর চায় না ইন্দর।

তাহলে ম্যাডামের বিজনেস করা হয়? স্বামী যদি এখানে থাকেন না, তাহলে একলা হাতে এত সব ঝক্কি নেওয়া কেন? অলক্ষ্যে থেকে স্বামিই সব পরিচালনা করেন! কিন্তু সেদিন তো নিজের সম্বন্ধে কিছু প্রকাশ করেনি? সেদিন ইন্দর অযাচিত ভাবে পরিচিত হতে গিয়েছিল। নতুন লোকের কাছে কেউ সব কিছু খুলে বলে না।

মহারাণী তাহলে এই কর! তাহলে আমায় কেন বলা হয়েছিল একজন নারীর পরিচয়, সে কারো কন্যা, কারো পত্নী ও কারো মাতা ছাড়া অন্য কিছু হয় না। আমার কাছে কিছু গোপন রাখতে পারবে না মহারাণী। আমার পাল্লায় যখন পড়েছ, তোমায় কেউ রক্ষা করতে পারবে না মহারাণী।

ইন্দরের তৃষিত মনটা তৃপ্ত হয়েছে কি? আজ বুঝি অপূর্ব দেখাচ্ছিল। নিজের মনে হাসল ইন্দর। একজন মধ্য বয়স্ক রমনীর জন্য এই উক্তিটা কি বেমানান নয়? ইন্দর তো বয়স জানে না। তবে, দেখতে যেমনই লাগুক, বয়স চল্লিশের আশে পাশে হতে বাধ্য। পরিণত দুই সন্তানের জননীর বয়স ত্রিশের প্রথম কোঠায় হতে পারে না।

বিকেলে অফিস থেকে বেরিয়ে ইন্দর বাড়ী গেল না। সিনিয়র ক্লার্ক চৌধুরীর বাড়ীতে চলে গেল। সাহেব কে দেখে চৌধুরী অবাক হয়ে বলল, সাহেব কিছু প্রয়োজন থাকলে আমায় কাউকে দিয়ে খবর দিলে পারতেন, আমি চলে যেতাম।

তাতে কি হল? এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম, ভাবলাম একবার ঢুকে যাই। কেন, খারাপ ভাবলেন নাকি আপনি?

না না স্যার, আপনি এসেছেন খুব ভাল লাগছে।

আসলে ইন্দর একটা উদ্দেশ্য নিয়েই গিয়েছিল। চৌধুরীর ছেলে ক্লাশ টেন কিংবা ইলেভেনে পড়ে। তাই এই ছেলেটার মারফতে সেই ছেলের কোন খবর সংগ্রহ করা যায় কিনা চেষ্টা করবে। সেই ছেলে এদের পরিচিত হলে, সেই ছেলের মায়ের সাথেও এদের পরিচয় থাকতে পারে। প্রয়োজন হলে সেই সূত্রের সহায়তা নিতে পারবে ইন্দর। এই মনে করেই ইন্দর এসেছে।

অফিস সংক্রান্ত দু'একটা কথা বলে ইন্দর জিজ্ঞেস করল, আপনার ছেলেমেয়ে ক'জন?

স্যার, আমার একটাই। একছেলে এবার ক্লাশ টেনে।

ডাকুন না দেখি।

লম্বা ফর্সা ছিপ ছিপে ছেলেটা এসে নমস্কার করল।

বাঃ সুন্দর! এখনি এত দীর্ঘ আকৃতি হয়েছে তোমার? পরে তো বাবাকে ছাড়িয়ে যাবে। পড়াশোনা কেমন কর?

স্যার এই আর কি, প্রথম দ্বিতীয় হতে না পারলেও দশ জনের মধ্যে নাম থাকে।

খুব ভাল। ভবিষ্যতে আরো ভালো হবার চেষ্টা করো।

নিজের কাছেই অপ্রস্তুত বোধ করল ইন্দর। চৌধুরীর ছেলের কাছে থেকে কারো খবর জানবার উদ্দেশ্যে ডাকল ছেলেটাকে। কিন্তু যার খবর জানতে চায়, তার নাম জানা নেই ইন্দরের। শুধু শুধু পরিশ্রম করল ইন্দর।

নাম জানা না থাকলেও পদবীটা তো জানা আছে। কিন্তু শুধু পদবী দিয়ে কি কারো আত্মপরিচয় টেনে বার করা সম্ভব হয়? তবুও একটু চেষ্টা করল। বড় ক্লাশের ছেলেদের সঙ্গে তো মেলামেশা হয় না তোমাদের? আমার এক বন্ধুর ছেলে—তুমি চেন কিনা জানি না। নামটা ঠিক মনে পড়ছে না।

আংকেল, পড়ার চাপ এত বেশী থাকে যে নিজের ক্লাশের ছেলেদের সাথেই ভাল করে মেলামেশা করতে পারি না।

না, কোন মতেই সম্ভব হবে না। ইন্দর যে জিজ্ঞেস করবে ক্লাশ ইলেভেনের ঘোষ পদবীর কোনো ছেলেকে চেনে কিনা তারো উপায় নেই। এও যে আর এক পদের। নিজের ক্লাশ ছাড়া অন্য কাউকে চেনেই না।

স্যার, কোন ক্লাশের ছেলে?

ইন্দর বলল, ইলেভেনের।

স্যার, পরিচয় না থাকলেও সবার মুখ চেনা। দেখলে ঠিক চিনতে পারব।

ইন্দর কোত্থেকে ধরে এনে দেখাবে? জিজ্ঞেস করবে একে চেন নাকি?

এই পর্ব বাদ দিয়ে ইন্দর জিজ্ঞেস করল, তোমার নাম কি?

মলয়, স্যার। মলয় চৌধুরী।

মলয়! সুন্দর নাম।

আজ তাহলে উঠি!

সে কি স্যার! ওদিকে চা তৈরী হচ্ছে স্যার!

না, চায়ের কোন প্রয়োজন নেই। আর একদিন এসে না হয় চা খাওয়া যাবে।

মিসেস চৌধুরী চা আর জল খাবার নিয়ে ঢুকলেন। ইন্দর ভদ্রতা করে শুধু চা খেয়ে চলে এসেছিল।

এর পর টানা এক সপ্তাহ কেটে গেল। কাজের চাপে ইন্দর মাথা তোলার সময় পায়নি। নিজের এই ব্যস্ততায়, অন্য কোথাও অবহেলা করে ফেলল বুঝি। কাজের মধ্যেও ইন্দর অস্থির চঞ্চল, সে কেমন আছে! একটু খবর নেবার সময় পায়নি ইন্দর। যদিও বাড়ীর ও অফিসের দুটো ফোন নম্বরই সংগ্রহ করে ডাইরীতে টুকে রেখেছিল। কিন্তু ফোন করতে পারেনি। কারণ হঠাৎ ইন্দর ফোন করবে কেন? স্বল্প পরিচিত কারো বাড়ীতে কোনও কারণ ছাড়া ফোন করা যায় না।

ইন্দর নিজেও নিজের গতিবিধি দেখে অপ্রস্তুত বোধ করেছে। অকস্মাৎ নিজের মধ্যে এই পরিবর্তনের কারণ কি? নিজের অজান্তে নিজেকে কিসের দায়িত্বে ভার দিচ্ছে ইন্দর!

দেশে বিদেশে বহু জায়গায় বহু আমন্ত্রণ ও সুযোগ পেয়েও ইন্দর কোন নারীর কাছে ধরা দেয় নি। আসলে ইন্দরের মনে কোন নারী প্রবেশ করতে পারেনি। মনিকার সঙ্গে সম্পর্ক

বিয়ের এক বছর পরই শেষ হয়ে গিয়েছিল। মনিকা এখন বিস্মৃতির অন্তরালে। জীবনের সন্ধ্যালগ্ন আগত প্রায়। এই অবেলায় সহসা এই রমনী ইন্দরকে এভাবে আকর্ষিত করেছে কেন? ইন্দরের মতন অটল, অনড় ব্যক্তিত্বকে নাড়া দেওয়া সোজা কথা নয়।

কয়েকদিন পর অফিসে নিজের কামরায় প্রবেশ করতে গিয়ে ইন্দর চৌধুরীকে লক্ষ্য করল করিডোরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মন দিয়ে পত্রিকাতে কিছু দেখছে। ইন্দর জিজ্ঞেস করল, কি চৌধুরী মন দিয়ে এত কি দেখছেন? কোনও ইম্পোর্টেন্ট খবর কি?

চৌধুরী লজ্জা পেয়ে বলেছিল, না স্যার তেমন কিছু না।

তেমন কিছু না কেন হবে, আপনার চেহারা বলছে বিশেষ কিছু।

চৌধুরী আবার লজ্জা পেল, বলল, আসলে স্যার, ছেলেটা স্কুলের টিমের সঙ্গে খেলতে গেল তো, তাই দেখছিলাম পত্রিকায় নামটা দিয়েছে কিনা।

পেলেন নাম? কি খেলা?

চৌধুরী খুব সংকোচ নিয়ে বলল, হ্যাঁ স্যার, টি টি খেলতে গেছে শহরের বাইরে। স্যার, এটা এমন কিছু নয়। শুধু টিমের নাম। তবুও নিজের ছেলের নাম তো তাই আর কি?

চৌধুরী, ওরকম হয়। স্নেহ মমতায় কাতর পিতা-মাতা অনাবশ্যক ভাবে অনেক কিছু করে ফেলে।

ইন্দর নিজের টেবিলে বসে পত্রিকাটা তুলে নিল। হেড লাইনগুলো পড়ে এখন রেখে দেবে। পরে সময় মতন খবরের গুরুত্ব অনুসারে একের পর এক খবর ডিটেলসে পড়বে। পেপারটা রাখতে গিয়েও চৌধুরীর কথাটা মনে পড়ায় স্পোর্টস কলমটা মেলে ধরল। একটা ছোট অংশে টি. টি. র জন্য কয়েক জোড়া নাম রয়েছে। কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের ছাত্র সবাই। একজোড়া নামের মধ্যে চৌধুরীর ছেলের সঙ্গে অন্তু ঘোষ বলে একটা ছেলের নাম চোখে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে ইন্দর অস্থির হয়ে উঠল। ঘোষ যখন, এ কি সেই মায়ের বাহন! ইন্টার ডিস্ট্রিক্টে খেলতে শহরের বাইরে যাচ্ছে!

আচ্ছা বেকাদায় পড়েছে তো ইন্দর? সেই মায়ের বাহন হলেই বা ইন্দরের কি? ইন্দর এসব অনাবশ্যক চিন্তা মন থেকে সরিয়ে কাজে মনোনিবেশ করল। কিন্তু কাজের ফাঁকেও একটা চিন্তা ইন্দরকে রেহাই দিল না। অন্তু ঘোষ যদি তারই ছেলে,তাহলে তো আজ তার একলা থাকবার কথা। আর কেউ তো থাকবে না সঙ্গে।

ইন্দর কি পাগল হয়ে গেল? কে, কোথায়, একলা থাকবে বলে ইন্দরের দুশ্চিন্তা হতে যাবে কেন?

হয়ত পাগলই ইন্দর। তা না হলে সারাদিন অনেক চেষ্টা করেও এই দুশ্চিন্তা মন থেকে সরাতে পারল না কেন?

এই অশান্তি নিয়ে দুপুরবেলায় কাজ সারলেও তিনটের পর আর নিজেকে আয়ত্বে রাখতে পারল না। ডি. এ. ইন্ডাস্ট্রির ফোন নম্বর বার করে ফোন করল।

সেখান থেকে জানাল ম্যাডাম অফিসে নেই। কোথায় গেছে সেটাও জানতে চাইল ইন্দর। কোনও পার্চেজিং এর জন্য রবি আনন্দ এণ্ড সন্সে যেতে পারেন বলে জানাল।

ইন্দর ফোন রেখে নিজের মনেই বিরক্ত হল। এ কি ধরনের কাজ? দোকানে দোকানে ঘোরা হবে কেন?

আশ্চর্য, ইন্দর কার জন্য এসব ভাবছে? কে কোথায় অনাবশ্যক কাজ করছে তা নিয়ে ইন্দরের রাগ বা বিরক্তি হবে কেন?

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ইন্দর সেই দোকানে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিল। দামী খদ্দের মনে করে দোকানদার আপ্যায়ন করে বসিয়েছিল ইন্দরকে। ইন্দর অনাবশ্যক ভাবে জিনিষ পত্রের দাম যাচাই করতে লাগল।

বেশীক্ষণ সময় লাগল না। ইন্দরের অশান্তি দূর হল ডি. এ. ইন্ডাস্ট্রির মালকিন এক ভদ্রলোককে নিয়ে ঢুকলেন। ইন্দর একটা কাগজে অনাবশ্যক ভাবে মনোযোগ দিয়ে দোকানের মালিকের সামনে যেমন বসেছিল তেমনি রইল।

ইন্দরের মাথায় সত্যিই কি কোন গণ্ডগোল হয়েছে? আজ সারাদিন অবিশ্বাস্য ভাবে যা যা করল, তাতে নিজেই লজ্জা পাচ্ছে। নিজের ঘরে নিজেকে কেউ এভাবে লজ্জিত প্রতিপন্ন করে কি? যার জন্য সকাল থেকে এই অস্থিরতা, তার দিকে চাইতেও লজ্জা করছিল ইন্দরের। এই ধরনের পাগলামীর মানে কি? খুব কড়া সুরে নিজের কাছে প্রশ্নটা রাখল ইন্দর।

তবে, অস্থির মনটা এতক্ষণ পর শান্ত হল। সেই মানুষের উপস্থিতি ইন্দরকে শান্তি দিল।

ডি. এ. ইন্ডাস্ট্রির কাজ শেষ হলে দোকানের মালিক নিয়মিত গ্রাহককে বিদায় দেবার জন্য এগিয়ে গেল। ইন্দরও উঠে দাঁড়াল। যার জন্য এত অশান্তি পাচ্ছে ইন্দর গত কয়েক দিন ধরে, তাকে এত কাছে পেয়ে দু'একটা কথা বলবার ইচ্ছা দমন করতে পারল না। বের হবার পর পথে হঠাৎ মুখোমুখি পড়ে যাওয়া ঢঙ্গে ইন্দর জিজ্ঞেস করল, কেইসে হ্যায় আপ?

ওদিকের সংক্ষিপ্ত জবাব, ঠিক হুঁ। পরিচয় যখন হয়ে গেছে তখন আরো দু'একটা কথা বললে দোষ কি?

এখানে কোন কাজ ছিল কি? ইন্দর দ্বিতীয় প্রশ্ন রাখল।

হ্যাঁ, একটু কেনাকাটা ছিল। বলে এগিয়ে গেল। অর্থাৎ ইন্দর সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছুক নয়।

দোকানের মালিক ইন্দরকে ডাকল, সাহেব আপকো কেয়া লেনা হ্যায়? ইন্দর আরেক দিন আসবে বলে বেরিয়ে এল।

সঙ্গের লোক মাল নিয়ে চলে গেল। উদাসী নারী পায়ে হেঁটে রওয়ানা হলেন। ভীষণ অন্যমনস্ক, চিন্তামগ্ন। কোন অন্য জগতের মানুষ যেন এই পৃথিবীতে এসে হুশ হারিয়ে পথ চলছে। ইন্দর দূর থেকে নিজেকে আড়ালে রেখে লক্ষ্য করছিল। একটা চলন্ত রিক্সা থামাতে চাইলেন। রিক্সায়ালা বুঝি রাজী হল না। তাই আবার উদাস ভাবে পথ চলা। ইন্দর আর দেরী করেনি। গাড়ী নিয়ে দরজা খুলে ভদ্রমহিলার সামনে দাঁড়াল, প্রথম অনুরোধে রাজী হবেন না সে তো ইন্দর জানতই। দ্বিতীয়বার অনুরোধ করায় আর গররাজী হয়নি।

এত অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য নিয়ে কেউ কি থাকে? কথা বললে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে

যেত? মনকে কোথাও কোন সুদূরে পাঠিয়ে ইন্দরের সামনে এক মূর্তিমান স্ট্যাচু হয়ে বসে রয়েছে যেন।

ইন্দর কি মানুষ না? নাকি ইন্দরের ক্ষমতা নেই? ইন্দর কি এই অস্বাভাবিকতা ভেঙ্গে দিতে পারে না? ইন্দর কাছে টেনে নিতে পারে না? দু'হাতে জাপটে ধরে মুখ খোলাতে পারে না ইন্দর? তোমার কষ্ট আমার কাছে খুলে ধর রমনী। তোমার কিসের দুঃখ বল আমায়। সামান্য হাত বাড়লেই তো ইন্দর স্পর্শ করতে পারে? না, না, এসব কি চিন্তা করছে ইন্দর। ইন্দর নিজেকে সংযত রেখে গাড়ী চালাতে লাগল।

অশ্চর্য! নিজের গন্তব্যটা বলে দেওয়া উচিত ছিল। তা না হলে গাড়ী কোথায় নিয়ে যাবে ইন্দর! এই অপ্রকৃতিস্থ মানুষকে কি কোথাও একলা ছাড়া যায়? তাই ইন্দর সেদিন বাড়ীতেই পৌঁছে দিয়েছিল সেই অস্বাভাবিক মহিলাকে। ইন্দর কষ্ট করে বাড়ীতে পৌঁছে দিল। বদলে ইন্দরকে ঘরে ডাকা যেত না? মানুষ তো ভদ্রতা করেও বাড়ীতে ডাকে। কিন্তু এই মহিলার বুঝি এসব ভদ্রতা জ্ঞান নেই। এমন কি গাড়ী থেকে নেমে ধন্যবাদ দেওয়াটা পর্যন্ত প্রয়োজন মনে করেনি সেদিন। ইন্দর চলমান অস্বাভাবিকতার দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে মনে মনে বলেছিল, হে নারী! তুমি কোন রাজ্যে বাস কর?

ইন্দরের জীবনে কখনো অনিয়ম ছিল না। কিন্তু গত মাস খানেক ধরে ইন্দরের জীবনে বেশ কিছু ত্রুটি দেখা দিয়েছে। আজকের কথাই ধরুন না। ইন্দর সকাল থেকে এত ঝামেলা কাঁধে চাপিয়েছে কেন? এই রমনী ইন্দরের কে? ইন্দরের সারা দিনের কার্যকলাপে ইন্দর নিজেই হতবাক হয়েছে। কিন্তু এই নিশীথ বেলায়ও সেই রমনী ইন্দরকে উৎপীড়িত করবে কেন? টি. টি. টিমে খেলতে যাওয়া অন্তুল ঘোষ যদি এই রমণীর পুত্র, তাহলে ইনি শূন্য ঘরে সম্পূর্ণ একা, এই দুশ্চিন্তায় ইন্দর ঘুমোতে পারছিল না। নিজেকে অশান্তির কবল থেকে বাঁচানোর জন্য ইন্দর শেষ পর্যন্ত ফোন করেছিল সেই রমণীর বাড়িতে। ইন্দর যা আন্দাজ করেছিল ঠিক তাই হয়েছিল। নিদ্রাবিহীন রাত কাটাচ্ছিলেন উনি। তা না হলে রাত বারটার পর ফোন ধরবে কেন? ইন্দর বলতে চেয়েছিল আজ কি তুমি একা? তোমার ভয় করবে না তো? কিন্তু মুখ দিয়ে যে কথা বার হয়েছিল, তা একটু অন্য রকম হয়ে গিয়েছিল। ঘুম আসছে না তাই তো? অপর পক্ষের উৎসাহ ছাড়া উদ্দেশ্যহীন ভাবে কথা বলা যায় না? ইন্দর ফোন করে বুঝতে পেরে খুব বিরক্তি প্রকাশ করেছিল। তবুও ঘুমানোর জন্য কিছু উপদেশ দেবার চেষ্টা করেছিল ইন্দর। কিন্তু, বেশীক্ষণ কথা বলা যায়নি। ওপক্ষের রাগ ও বিরক্তি প্রবল হয়ে উঠেছিল।

কি মনে করেছিল ইন্দরকে? একজন বদ লোক? যা খুশী মনে করুক। ইন্দর যখন দায়িত্ব নিয়েছে, ইন্দর যেমন চাইবে তেমন করবে। কিন্তু কিসের দায়িত্ব নিয়েছে ইন্দর? কে দিয়েছে ইন্দরকে এই সমস্ত দায়িত্ব। হঠাৎ ইন্দরের মনে এই উৎসাহ জাগবে কেন?

ঘরে বাইরে সবখানেতে তাড়াহুড়ো নয়নার। প্রতিটি কাজে দ্রুত গতি অবলম্বন করে নয়না। সদাসর্বদা, চটপট্ সব কর্ম সম্পন্ন হয়ে যাক এই যেন চায় নয়না। কিন্তু কেন এই দৌড় নয়নার? কিসের আশায় এভাবে ছুটতে চায় নয়না? কোন্ গন্তব্যকে সামনে স্থির রেখে

নয়না ছুটবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে? নয়না নামের যন্ত্রটা কোন সীমানায় গিয়ে স্থির হবে? এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর জানা নেই নয়নার।

এই ধরনের চিন্তা মাথায় এলেই, নয়না অস্থির হয়ে ওঠে। নিজের ভবিষ্যত হারিয়ে ফেলে। দু'দিন পর অন্তু নামের আশ্রয়টা নয়নাকে একলা করে দিয়ে হস্টেলে চলে গেলে নয়না কি নিয়ে থাকবে? অন্তু আরো বড় হবে। ধীরে ধীরে এক পরিণত মানুষে রূপান্তরিত হয়ে যাবে। তখন মায়ের জন্য কতটুকু সময় দিতে পারবে অন্তু? এই সমস্ত ভাবনা ভাবতে বসলে কেমন যেন হয়ে যায় নয়না। নিজের ভবিষ্যতের কোন কূল কিনারা খুঁজে পায় না। জীবনের হিসেবের খাতায় শূন্য অংশ তা স্পষ্ট প্রকট হয়ে পড়ে। সেই হিসেবের খাতা থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে চাইলেও দৃষ্টি ফেরাতে পারে না নয়না। কারণ, এ যে এক কঠোর বাস্তব যা নয়নার জীবনে নির্মম সত্য।

অন্তু ক্লাস টুয়েলভে ওঠার পর থেকেই এই চিন্তা নয়নাকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছে। ডিম্পির ডাক্তারী পড়া শেষ হয়ে গেলে ও হয়ত আরো পড়াশোনা করবে বা নিজের কর্মজীবনে অভ্যস্ত হয়ে যাবে। তাছাড়া মেয়ে যখন বিয়ে দিতেও তো হবে। তাহলে ডিম্পি অন্তু কেউই নয়নার সঙ্গে আর থাকছে না। নয়না তাহলে বাঁচবে কি করে? একলা সঙ্গীবিহীন জীবন কাটাতে হবে নয়নাকে। নয়না সেরকম ধার্মিকও নয়, যে পূজা আচ্চা, মন্দির ইত্যাদি নিয়ে সময় কাটিয়ে দেবে? তাহলে কি করবে নয়না? নিজেকে এখনো সেরকম বুড়ো ভাবতেও অভ্যস্থ হয়নি নয়না।

কিন্তু ডিম্পি অন্তু কি সত্যি সত্যিই চিরদিনের জন্য নয়নাকে ছেড়ে চলে যাবে নাকি? ছুটিছাটায় কি নয়নার কাছে আসবে না? বর্তমানে যেভাবে চলছে, সেভাবেই চলবে নয়না। নয়নার বিভিন্ন ধরনের বিস্তৃত কর্মভূমি রয়েছে। অন্তু ডিম্পির অনুপস্থিতে আরো অন্য কর্মভূমিতে নিজেকে সঁপে দেবে নয়না। কেন নিজের জন্য দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবে নয়না? আজকাল এভাবেই নিজেকে সান্ত্বনা দেয় নয়না।

কাজ করতে নয়না ভয় পায় না। কিন্তু শরীরটা মধ্যে মধ্যে বেঁকে যায়। সেটাই একটা অশান্তি নয়নার। একলা ঘরে অসুস্থ হয়ে পড়ে থাকলেও তো আরেক জ্বালা। নিজেকে যত সান্ত্বনাই দিক নয়না, একলা থাকার যন্ত্রণা আছে এবং থাকবে। সত্য মানতে হবে নয়নাকে। নিয়তিকে অস্বীকার করলে তো চলবে না!

সে যাই হোক, শুধু কর্মব্যস্ততায় সারাদিন কাটানো যায় না। শরীরের দিকেও একটু নজর দেওয়া উচিত। নয়না বুঝি সেটাই পারে না। নিয়ম করে নিজের শরীরের একটু যত্ন নিলে কোন ক্ষতি হয় না। তবুও নয়না নিজের শরীরের প্রতি গাফিলতি করবে। নয়না নিজে নিজেকে না দেখলে আর কে দেখবে? থাকে তো একটা বাচ্চা ছেলের সঙ্গে। আজকাল একটু আধটু চেষ্টাও করে। প্রতিদিন বাইরে যাবার সময় ঠিক করে বেরোয়, শুধু অফিস ছাড়া আর কোথাও যাবে না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর তা হয় না। কোথাও কারো ডাক পড়লে নয়না এড়াতে পারে না।

শরীর ভাল ছিল না, তাও নয়না হন্তদন্ত হয়ে অফিসে গেল। আজ অফিসে একজন

নতুন লোকের জয়েন করবার কথা। খুব সপ্রতিভ ছেলেটা। এম. বি. এ. পাশ। তাছাড়া, আরো কি সব ডিপ্লোমাও আছে। দিল্লির লোক বোধ হয়। ওদেকেই কোথাও চাকরী করত।

নয়নার কাছে চাকরীর খোঁজে নিজেই এসেছিল। নাম পুরন্দর শর্মা। নয়নার খুব পছন্দ হয়েছে ছেলেটাকে। এই ধরনের স্মার্ট ছেলে থাকলে ডি. এ. ইন্ডাস্ট্রির মানমর্যাদা দুইই উর্ধ্ব গতিতে চলতে বাধ্য।

নয়না জিজ্ঞেস করেছিল, এদিকে এসে পড়লে কিভাবে?

আসলে এদিকে একটা সরকারী চাকরী পেয়েছিলাম। এসে দেখি জায়গাটা ভাল নয়। টেররিষ্টদের ঘাঁটি আছে আশে পাশে। তাই সেই চাকরীতে জয়েন না করাই স্থির করলাম।

নয়না বলেছিল আমাদের এই উদ্যোগ খুব সাধারণ। আপনার ভাল লাগবে কিনা জানি না।

চাকরী, চাকরী ম্যাডাম। ছোট সংস্থা বা বড় সংস্থা বলে কি কথা? এদিকের প্রাকৃতিক শোভা খুব মনোরম। এটাও এখানে কিছুদিন থাকবার একটা প্লাস পয়েন্ট আমার জন্য।

তা অবশ্য, এদিককার প্রাকৃতিক শোভা আপনাদের ওদিকে খুঁজে পাবেন না। প্রকৃতিকে যারা ভালবাসে তারা এই জায়গাকে ভালবাসতে বাধ্য।

আপনি চাইলেই আমি পূর্বস্থলের এই সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারব ম্যাডাম। তা না হলে আবার সেই পুরোন চাকরীতে ঢোকার চেষ্টা করতে হবে।

নয়না আর আপত্তি করেনি। এত সুন্দর ছেলেটা যেচে এসেছে। খুবই ভাল মনে হয়েছে ছেলেটাকে। কোথাও কোন গলদ আছে বলে মনে হয়নি নয়নার।

ছেলেটাকে রেখে দিল নয়না। বয়সে পঁচিশ ছাব্বিশের বেশী নয়। প্রথম দিনেই তুমি বলে ডাকবার অনুমতি নিয়ে নিয়েছে নয়না।

এক সপ্তাহ পর, পুরন্দরের কাজকর্ম দেখে নয়না অভিভূত। ডি. এ. ইন্ডাস্ট্রির অনেক খুঁত ধরা পড়ল পুরন্দরের চোখে। খুঁতগুলো দৃষ্টির সামনে এসে যাওয়ায় নয়নার মনে হল, এসব খুব স্বাভাবিক ত্রুটি যা অনেক আগেই নয়নাদের কারো চোখে পড়া উচিত ছিল। সব খুঁত বর্জন করে নতুন পরিকল্পনা করে পুরন্দর দেখিয়ে দিল, আরো অনেক সুষ্ঠুভাবে উদ্যোগ চলতে পারে। নয়না অভিভূত হয়ে বলেছে, যেখানে যেখানে মডিফাই করা প্রয়োজন, তুমি নোট করে নাও। ধীরে ধীরে প্রয়োজনের ভিত্তিতে সব পরিবর্তিত হবে।

পুরন্দরের প্রস্তাব অফিসে একটা শোরুম থাকলে পাবলিসিটি বেড়ে যাবে এবং নিঃসন্দেহে এই উদ্যোগের বস্তু সমূহ আরো আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে। ফলে মার্কেটিংয়ের অনেক সুবিধে হবে। কারণ, খদ্দেররা তো সরাসরি এই অফিসেই ঢোকেন প্রথমে। নয়না সঙ্গে সঙ্গে সায় দিয়েছে, নিশ্চয় নিশ্চয়। তবে, ফাইন্যান্সিয়েলি বিশেষ সাউণ্ড নই আমরা। সেটাই আমাদের আসল সমস্যা। মানে এক সাথে অজস্র খরচের ঝক্কি নিতে অক্ষম আমরা।

ডোন্ট ওরি ম্যাডাম। কোন অতিরিক্ত খরচ হবে বলে ভাবছেন কেন আপনি? দেখুন না কি করি? সামনের বারান্দায় অনায়াসে একটা শোরুম তৈরী করা যেতে পারে।

সেই শোরুম তৈরীর ব্যবস্থা হচ্ছে আজ। মিস্ত্রী এসে সব মাপ জোক নিচ্ছে। নির্মাণ

কার্য শুরু হবে আজই। দুপুর এগারটা সাতচল্লিশে নাকি শুভ লগ্ন আছে।

বাইরে বিকাশবাবুর সাথে নয়নাও কাজের তদারকী করছিল। অফিসের সামান্য দূরে, রাস্তায় অপেক্ষারত একটি গাড়ী নজরে পড়ল নয়নার। গাড়ীর রংটা চেনা মনে হল। গাড়ীর রংটা আনকমন। ঠিক লালও নয়, আবার চকলেটের রংও নয়। সব মিলিয়ে খুব সুন্দর রংটা। গাড়ীর বর্ণ দিয়ে নয়না মুগ্ধ হল না। গাড়ীটা দেখতে পেয়েই নয়না গাড়ীর নম্বর মেলানোর উদ্দেশ্যে এগিয়ে গেল। কোনও গাড়ীর নম্বর মনে রাখবার কথা নয় নয়নার। কিন্তু এই গাড়ীর নম্বর কিভাবে যেন মনে রয়ে গেছে। নম্বরটা মিলে যেতেই কার গাড়ী বুঝতে পারল নয়না। যদিও গাড়ীর ভেতর মালিক বা চালক নেই। তা সত্ত্বেও শুধু গাড়ীটা দেখেই নয়না উত্তপ্ত হল। ভেতরের চাপা রাগ বাড়তে শুরু করল। নয়না কাজে মন দিতে পারল না। ভিতরে নিজের আসনে এসে বসল।

গাড়ীর মালিককে নয়না ভদ্র মনে করত। কিন্তু গভীর রাতে কোন স্বল্প পরিচিত ভদ্রমহিলার ঘরে ফোন করা কোন ভদ্রলোকরে কাজ হতে পারে না। কোন কারণ ছাড়া এধরনের ফোন করা খুবই দৃষ্টিকটু এবং অশোভন। তার উপরে নয়নার মতন মানুষকে তুমি বলে সম্বোধন! এ কি ধরণের ব্যবহার ছিল ভদ্রলোকের? কেন এমন করবেন তিনি? রাস্তায় দেখতে পেলেই লিফ্‌ট দিতে আসা, যেচে উপকার করতে চাওয়া, এসবও কম গুরুতর অপরাধ নয়। এসবের একটা বিহীত করতে হবে। ওনাকে বলে দিতে হবে, নয়না এই সমস্ত সহ্য করতে পারে না। নয়নার মাথা ঠিক ছিল না বলে নয়না একদিন সেই লোককে অপমান করেছিল। তার প্রত্যুত্তর দেওয়া হয়ে গেছে। বাড়ীতে এসে নয়নাকে অপমান করা হয়ে গেছে। ফলে শোধ বোধ করা হয়ে গেছে। তা হলে, এখনো ভদ্রলোক নয়নাকে বিরক্ত করবেন কেন?

নয়না কিছুতেই সইবে না এই অদ্ভুত আচরণ। কি ভেবেছেন উনি? বিকাশ বুঝি ঠিকই বলেছিলেন, নয়নাই বোধহয় কোথাও অসাবধান? সে যাই হোক, ভদ্রলোককে বুঝিয়ে দিতে হবে নয়না আর এসব বরদাস্ত করবে না।

গাড়ীতে ভদ্রলোক থাকলে নয়না কি গিয়ে বলে আসবে, আপনি এমন ব্যবহার করতে পারেন না আমার সঙ্গে। না, নয়না যাবে কেন? নয়না কেন নিজেকে ছোট করবে? কোনদিন যদি আবার পথে দেখা হয়ে যায়, তখন বলাটাই ভাল হবে।।

কাজে মন দিতে পারল না নয়না। রাগে উত্তপ্ত হয়ে রইল।

কিছুক্ষণ পর জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখে নিল গাড়িটা আছে কিনা। গাড়ীটা নেই দেখে নয়না স্বস্তি পেল। যাক. ভালই হয়েছে। নয়নাকে অপদস্ত করে যদি তৃপ্তি পেয়েছেন তো পেয়েছেন এরপর, এই লোককে দূর থেকে দেখতে পেলেই নয়না এড়িয়ে যাবে।

একটু পরে মিসেস বড়ুয়া ফোন করে বললেন, মিসেস ঘোষ, আপনার জন্য আমরা সবাই অপেক্ষা করছি। কখন আসবেন?

ওহ, মিসেস বড়ুয়া? এই তো এক্ষুনি আসছি।

হ্যাঁ, তাড়াতাড়ি আসুন।

আজ যে বুধবার নয়না সেটা ভুলেই গিয়েছিল। প্রতি বুধবারে নয়নাদের মহিলা সমিতির নারী জাগরণ সভায় ভাষণ দেবার দায়িত্ব নয়নার। ঠিক ভাষণ নয়, আসলে অচেতন ও অর্শিক্ষিত মহিলাদের জাগ্রত করবার জন্য কিছু করতে হয়। আজ অনেকদিন পর, শরীরটা বেশ খারাপ করেছে। শোরুমের কাজটা শুরু করে দিয়েই বাড়ী চলে যেত নয়না। বিকাশ ও পুরন্দর জোর করে আটকে রাখল নয়নাকে। ম্যাডাম সামান্য পূজা হবে। পূজা শেষ হলে চলে যাবেন। এদিকে মিসেস বড়ুয়াকেও কথা দিয়ে দিল নয়না যাবে বলে।

দুটোর সময় বেরিয়ে গেল নয়না। কথা যখন দেওয়া হয়ে গেছে তখন কথার খেলাপ করবে না নয়না।

মিসেস বড়ুয়া, মিসেস রোশনাবা বেগম, মিসেস ভরালী, সকলেই উপস্থিত। নয়নাই বিলম্ব করল পৌঁছাতে।

মিস লীলাবতী তখন পড়াচ্ছিলেন। মাত্রা জ্ঞানহীন, অক্ষর জ্ঞানহীন, বয়স্ক মানুষদের শুধু অক্ষর পরিচিতি দেওয়াটাও অতিশয় কঠিন কার্য। লীলাবতীকে দেখে তাই মনে হচ্ছিল। একজনকে তালব্য 'শ' শেখাতে গিয়ে হিমসিম খাচ্ছিল লীলাবতী।

লীলাবতীর একঘণ্টা ডিউটি। লীলাবতীর পর নয়নার ডিউটি।

নয়না জিজ্ঞেস করল আমি আমারটা সেরে নেব? নাকি, আপনারা কেউ কিছু বলবেন?

মিসেস বড়ুয়া বললেন, মিসেস ঘোষ আপনি ব্যস্ত মানুষ, আবার কোথাও ব্যস্ত হয়ে পডতে পারেন। আপনি আগে শেষ করে নিন। কি বষয়ে কি বলবে পূর্ব পরিকল্পতি না হলে হঠাৎ করে কোন বিষয়ে কিছু বলতে অসুবিধে হয় নয়নার। আজকে বুধবার বলে খেয়াল থাকলে নয়না একটু তৈরি হযে আসত। এখন কিছু করবার নেই। বিনা তৈয়ারীতেই বলতে হবে নযনাকে।

নয়না সকলকে স্বাগত জানিয়ে বলল, আজ আমি পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে কিছু বলব।

এদিকে নয়নাকে মঞ্চে দেখতে পেয়ে, পেছনের সারিতে বসা এক বয়স্ক স্ত্রীলোক, খুব তাড়াতাডি মঞ্চে উঠে, নয়নার সামনে গিয়ে নয়নার পা দুটো জড়িয়ে ধরল।

কি হচ্ছে কি করছ? পায়ে হাত দেবে কেন? বলে পিছিয়ে এল নযনা।

ম্যা আপকো প্রণাম করুঙ্গী। ম্যারে লিয়ে আপ ভগবান হ্যা।

ছোড়িয়ে? কেয়া কর রহী হ্যায় আপ?

নয়না অস্বস্তিতে, সেই স্ত্রীলোক নয়নার পা ছেড়ে হাঁউ হাঁউ করে কাঁদতে শুরু করল।

নয়না বিব্রত ভঙ্গিতে বলল কেয়া হুয়া আপকো? কিউ এইসা কর রহী হ্যায়?

নয়নার বিরক্তি দেখে সেই স্ত্রীলোক কান্না থামিয়ে উপস্থিত সকলের উদ্দেশ্যে বলল, আপ সবকো পতা হ্যায় ইন্হোনে ম্যারা বেটাকো বঁচায়া। মেরা বেটা রাস্তে ম্যা বেহুঁশ পরা থা। ইন্হোনে মেরা বেটাকো হাসপাতালে লে গয়ে, অচ্ছা দাক্তর দিখায়া, ইয়ে মেরা ভগবান হ্যায়। বলতে বলতে আবার কান্না শুরু করে দিল সেই মহিলা। মিসেস বড়ুয়া নিজের আসন ছেড়ে উঠে এসে সেই স্ত্রীলোককে বললেন, যাইয়ে, আপকা জগহ পর যাইয়ে। তারপর নয়নাকে দেখিয়ে বললেন, ইন্হোনে যো কিয়া, ইসমে কৈ বড়ী বাত নহী হ্যায়। ইয়ে ব্রিফ

আপনা কর্ত্তব্য কিয়া। হম আপকে লিয়ে করেঙ্গে, আপ হমারে লিয়ে করেঙ্গে, ইয়েহি দুনিয়াকা দস্তুর হ্যায়।

মিসেস বড়ুয়ার কথায় সেই স্ত্রীলোক চলে গেলে নয়না স্বস্তি পেল। সুস্থির হয়ে নিজের কাজ আরম্ভ করল।

আমরা এই পৃথিবীতে মানুষেরা বেঁচে আছি কিভাবে বলতে পারেন? আসলে আমাদের সবার জীবন সম্পূর্ণ নির্ভর করে একটা মসৃণ লেনদেনের উপর। আপনারা দেবেন, আমরা নেব। আমরা দেব, আপনারা নেবেন। আপনার সকলেই দেখলেন, একজন মহিলা আমাকে ভগবান বলতে দ্বিধা করল না। আমি কি সত্যিই ভগবান? না, আমি কেন ভগবান হতে যাব? কিন্তু ভগবান কে? এবং কোথায় অবস্থান করেন তিনি ইত্যাদি বিষয়েও আমরা বিদিত নই। আমরা শুধু এইটুকু বিশ্বাস করি, ভগবান আছেন। আমাদের কোন চরম বিপদে কারো সহায়তার দ্বারা যখন বিপদমুক্ত হই আমরা, তখন মনে করি সেই উদ্ধার কর্তা আমাদের সম্মুখে ভগবানরূপ নিয়ে এসেছিলেন। ঠিক এই ভাবে, আমাদের অজান্তে আমরা প্রত্যেকে অন্য কারো সহায়তার উপর নির্ভর করে থাকি। মানুষের বিপদে মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে, অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াতে হবে। এটাই যথার্থ মানুষের ধর্ম। এই সত্যটা অনুভব করতে শিখলে মানুষে মানুষে পারস্পরিক নির্ভরতার লেনদেনের ব্যাপারটা সকলের কাছে স্পষ্ট হবে। সে যাক। আমি আজ যে বিষয়ে আপনাদের সামনে কিছু আলোকপাত করবার চেষ্টা করব বলেছিলাম, তাহল পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা। আমি খুব সাধারণ কয়েকটা কথা বলব। সাধারণ হলেও কথাগুলো অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ। অনেক সময় সাধারণ অনেক ব্যাপারকে সাধারণ ভেবে আমরা উপেক্ষা করি, তুচ্ছ ভেবে গুরুত্ব দিতে চাই না, কিংবা মনে করি এসব তো আমরা জানিই, এসব আবার শুনব কি? আমার আজকের কথাকে সেরকম মনে করলে চলবে না।

মানুষ পরিষ্কার থাকে কেন? আপনাদের মধ্যে কেউ কি আমার এই প্রশ্নের জবাব দেবেন?

পরিষ্কার থাকলে নোংরা লাগে না দেখতে। একজন জবাব দিলেন।

হ্যাঁ, আর কি কারণে আমরা পরিষ্কার থাকি?

আমরা পরিষ্কার থাকি। কারণ পরিষ্কার থাকলে সুস্থ থাকি। আমাদের অসুখ করে না।

হ্যাঁ, একদম ঠিক বলেছ।

পরিষ্কার থাকবার আসল এবং প্রধান উদ্দেশ্য, নিজেকে জীবাণু মুক্ত রাখা। বাইরে খোলা বাতাসে বিচরণকারী জীবাণুসমূহকে আমাদের শরীরে প্রবেশ করতে না দেওয়া।

আপনারা সকলে প্রতিদিন সাবান ব্যবহার করেন। সাবান আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অতি প্রয়োজনীয় সামগ্রীর মধ্যে পড়ে। সাবানের ব্যবহার স্নানের সময়, কাপড় কাচার সময়, শৌচের পর ইত্যাদি সময় ছাড়া আর কখনো করেন কি আপনারা? নয়নার প্রশ্নে অনেকে 'হ্যাঁ' বলল, অনেকে 'না' বলল।

নয়না নিজের হাত দুটো তুলে ধরে দেখাল। এই যে আমার হাত দুটো দেখছেন, আমার

এই হাত দুটো কি পরিষ্কার?

হ্যাঁ আপনার হাত খুব পরিষ্কার। দু'একজন জবাব দিল।

না, আমার এই হাত দুটো পরিষ্কার নয়। আমার এই হাতে প্রচুর জীবাণু রয়েছে, যা আমরা খালি চোখে বুঝতে পারি না। কিন্তু, এই জীবাণু এল কি করে? আমি তো কোন নোংরা ঘাঁটিনি। মাটি কাদায় খেলা করিনি! আসলে, আমাদের আশেপাশের বাতাসে সর্বত্র অনবরত জীবাণু ঘুরে বেড়াচ্ছে। সেই জীবাণু আমাদের শরীরের অনাবৃত অংশে, প্রতি মুহূর্তে প্রবেশ করবার চেষ্টা করে, বাসা বাঁধবার চেষ্টা চালায়। সেই অনুসারে আমার এই হাত দুটোয় এখন প্রচুর জীবাণু জমা হয়েছে। আমি যদি, আমার এই হাত দুটোকে জীবাণুমুক্ত না করি, তাহলে আমি যখন এই হাত দিয়ে কোন খাদ্য বস্তু গ্রহণ করব, সেই খাদ্যবস্তুর সাথে অনেক জীবাণু আমার পেটে প্রবেশ করবার সুযোগ পাবে এবং আমাকে অসুস্থ করে তুলবে। এখানেই আসছে সাবানের অন্য এক প্রয়োজনীয় ব্যবহার। আমার এই হাত দুটোকে জীবাণু মুক্ত করবার জন্য আমাকে সাবানের ব্যবহার করতে হবে।

সাবানে এমন কতগুলো জিনিষ আছে, যা আমাদের শরীরে নোংরা জীবাণু মেরে ফেলতে সক্ষম! এই যে আপনারা যারা বসে রয়েছেন, আপনাদের সকলের শরীরের অনাবৃত অংশে জীবাণু রয়েছে। তাই, আপনাদের সকলের উচিত, ঘরে গিয়ে সবচেয়ে প্রথমে হাত-পা মুখ প্রভৃতি অনাবৃত অংশগুলো সাবান মেখে ভাল করে ধুয়ে ফেলা। তারপর কোন খাদ্যবস্তু গ্রহণ করা। মিসেস বড়ুয়া পেছন থেকে টিপ্পনী কাটলেন, 'ডেটল সাবান'। নয়না হেসে বলল, আমাদের ম্যাডাম বলছেন, ডেটল সাবান ব্যবহার করতে। আমাদের শরীরকে জীবাণু মুক্ত রাখবার জন্য এই সাবানটা বেশী কার্যকরী।

আপনারা সকলে এমন করেন কি? নয়না জিজ্ঞেস করল।

একজন বলল, মুখ হাত ধুই আমি, তবে সাবান দিয়ে ধুই না।

আপনারা! বাকীরা!

অনেকেই জবাব দিল শুধু জল দিয়ে হাত মুখ ধোয়া হয়।

নয়না বলল, এখন থেকে সাবান দিয়ে ধোবেন। দেখবে তার ফলে পেটের অসুখ, ছোটখাট জ্বরজাড়ি এবং আরো বহু অসুখের কবল থেকে দূরে থাকবেন।

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকবার আর একটা গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি হল, আমরা সকলে বাইরে ঘোরাঘুরি করে, ঘরে ফেরার সময়, একটা ব্যাপারে খুব অসতর্ক থাকি। তাই প্রায়ই ভুল করে থাকি। ঘরে ঢোকার আগে, আমরা আমাদেব জুতো খুলতে ভুলে যাই। ফলে কি হয়, রাস্তার জীবাণু আমাদের জুতোর দ্বারা আমাদের ঘরে প্রবেশ করে এবং আমাদের ঘরের ভেতর দূষিত করে তোলে। এখন প্রশ্ন আসছে জীবাণু কি? এই প্রশ্নটা নিশ্চয় আপনাদের অনেকের মনে উদয় হয়েছে। জীবাণু হচ্ছে, এক ধরনের অতি সূক্ষ্ম পোকা, যা একবার আমাদের শরীরে প্রবেশ করবার সুযোগ পেলে, আমাদের শরীরে বাসা বেঁধে ফেলে ও আমাদের রোগে আক্রান্ত হবার সুযোগ করে দেয়। অনেক সময় দেখবেন, আমাদের অসাবধানতার জন্য, ইঁদুর, আরশোলা, ছারপোকা আদি কীটেরা আমাদের ঘরে প্রবেশ করে

স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে দেয়। তারপর, দিন নেই, রাত নেই, আমাদের জ্বালাতে থাকে। আমরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠি। ঠিক তেমনি, জীবাণু নামের অতিসূক্ষ্ম কীটরাও আমাদের অসাবধানতার দ্বারাই আমাদের শরীরে প্রবেশ করবার সুযোগ পায়। তারপর আমাদের শরীরের ওপর হামলা শুরু করে।

অসুখ করলে তার চিকিৎসা আছে, ডাক্তার বদ্যি আছে তা ঠিক। কিন্তু, সেই অসুখ নিরাময়ের জন্য ডাক্তার ও ওষুধের খরচটার কথাও আমাদের ভাবতে হবে। তাই আমি বলব, আমরা সকলে যদি একটু নিয়ম মেনে চলি, সাবধানতা মেনে চলি, তাহলে উটকো ডাক্তারের খরচাও কমাতে পারব, আবার নিজেকে সুস্থ ও সুস্বাস্থ্যের অধিকারীও রাখতে পারব।

এতক্ষণ আমি শরীরকে সুস্থ ও পরিষ্কার রাখবার কথা বললাম। আসলে সত্যিকারের সু-পরিচ্ছন্ন মানুষ সে, যার মন পরিষ্কার। আমাদের সকলের উচিত, সর্বপ্রথম আমাদের মন পরিষ্কার রাখবার চেষ্টা করা। অযথা মানুষকে সন্দেহ করা, কারো কোন দোষ দেখলে তা, শোধরানোর পরিবর্তে তার নিন্দা করা, কারো সফলতা দেখে তাকে হিংসে করা ইত্যাদি প্রবৃত্তিগুলো, আমাদের সংকীর্ণ মনের পরিচয় দেয় ও আমাদের মনকে বিষাক্ত করে তোলে। ফলে আমাদের মন ক্রমশঃ অপরিচ্ছন্ন হতে থাকে এবং আমাদের মন অসুস্থ হয়ে যায়। মনের এই সমস্ত কু-প্রবৃত্তি মুক্ত করবার উদ্দেশ্যে আমাদের উদার হতে হবে। মানুষকে ভালবাসতে হবে। মানুষের জন্য মনে ভালবাসা ও শ্রদ্ধাবোধ থাকলে মানুষের মন উদার হতে বাধ্য। সুখ-দুঃখ প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই আছে ও থাকবে। তাই আমাদের আশে-পাশের সকলের সুখ-দুঃখ সঙ্গে নিয়ে আমাদের বাঁচতে হবে। আমাদের মন পরিষ্কার থাকলে আমরা মানুষের সুখে সুখী হতে বাধ্য হব, মানুষের দুঃখে দুঃখী হতে বাধ্য হব।

আর পারবে না নয়না। অনেকক্ষণ থেকে চোখ মুখ জ্বলছিল নয়নার। শরীরটা ভীষণ গরম হয়েছে টের পেয়েছে। তবুও নিজের বক্তব্য শেষ করতে চাইছিল। কিন্তু আর কিছু বলা সম্ভব নয় নয়নার পক্ষে। নয়না এখন কোনমতে বাড়ি পৌঁছাতে চায়। মিসেস বড়ুয়াও লক্ষ্য করছিল, নয়নার কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে।

মিসেস বড়ুয়া নয়নাকে বললেন, আপনার কোন অসুবিধে হলে চলে আসুন মিসেস ঘোষ।

নয়না মাইক্রোফোন মিসেস বড়ুয়ার দিকে বাড়িয়ে বলল, বাকীটা আপনি বলুন মিসেস বড়ুয়া।

মিসেস বড়ুয়া নয়নার কাছ থেকে মাইক্রোফোন নিয়ে বললেন, আপনি একটু বিশ্রাম নিন মিসেস ঘোষ। বাকীটা আমি ম্যানেজ করছি।

মিসেস ঘোষ এতক্ষণ আপনাদের যা বললেন, তা খুব সাধারণ কথা। কিন্তু কথাগুলো সাধারণ হলেও, প্রতিটি কথা খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা। প্রতিদিন আমরা যদি এই সাধারণ কথাগুলো মেনে চলি, তাহলে আমরা অনেক বিপদের হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে পারি। মানুষের জীবন, শরীর ও মন, এই দুয়ের সমন্বয়ে চলে। অর্থাৎ শরীর ও মন এই দুই মিলেই আমদের জীবন। কাজেই শরীর ও মনকে সুস্থ রাখবার অভ্যাস করতে পারলেই আমরা সুস্থ ও সুখময় জীবন

উপভোগ করতে পারব। শরীর ও মন সুস্থ ও নিরোগ থাকা মানে, আমাদের জীবন হাসি ও স্ফূর্তির জীবন। সেখানে অসুখ শব্দ কাছে আসবার সাহস পাবে না।

একটু বসে নয়না উঠে পড়ল। বসে থাকতে পারছে না নয়না। শুতে ইচ্ছে করছে নয়নার। সমস্ত শরীরে উত্তাপে মুখচোখ সব শুখিয়ে গেছে যেন। একটু ঠাণ্ডা জল চাই নয়নার। নয়না মিসেস বড়ুয়ার জন্য আর অপেক্ষা করল না। মিসেস ভরালীকে বলে চলে এল। বাইরে বেরিয়ে এসে আর এক সমস্যা। চলবার ক্ষমতা নেই নয়নার। যাবে কি করে নয়না? একটা রিক্সা বা অটো না পেলে যেতে পারবে না নয়না। কিন্তু, এই গলি পেরিয়ে বড় রাস্তায় না পৌঁছলে কোন যানবাহন পাবার আশা নেই। টলতে টলতে কোনক্রমে চলছে নয়না। সমিতির মিটিং থেকে চট্ করে চলে না এলে পারত নয়না। করো গাড়ী করে বাড়ী চলে যেত। মাতালের মত পথ চলছিল নয়না।

অসহায় নয়নাকে সাহায্য করবার জন্য ভগবান কাউকে পাঠিয়ে দিলে নয়না বিরক্ত হত না। নয়না খুশী মনে তার কাছে আত্মসমর্পণ করত। কিন্তু, নয়নার জন্য সেই একই মানুষের সাহায্যের হাত বাড়ানো থাকবে কেন? নয়না অনেক সহ্য করেছে আর এই মানুষের সহায়তা চায় না নয়না। নয়নার সম্মুখে সেই একই মানুষের গাড়ী নয়নার পথ রোধ করে দাঁড়াবে কেন? সেই অসহায় হয়ে পথ চলছে। তাই ইনি নিজস্ব বাহন নিয়ে তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হয়েছেন নয়নাকে উঠিয়ে নেবার জন্য। গাড়ীর দরজা খুলে নয়নাকে গাড়ীতে ওঠার জন্য আহ্বান। উঠুন!

নয়না ক্লান্ত চোখে সামান্য হাসবার চেষ্টা করে এগিয়ে গেল।

কি হল? ওঠো!

সম্বোধনের পরিবর্তন দেখে নয়না আরো জ্বলে উঠল। জ্বালা তো ছিলই, সেই মুহূর্তে ভীষণভাবে প্রজ্জ্বলিত হল।

হাও ডেয়ার ইউ মিঃ শর্মা? আমাকে আপনি কোন্ সাহসে তুমি বলে সম্বোধন করছেন? আমি মনে করি মানুষের কাছ থেকে ন্যায্য সম্মান ও মর্যাদা পাবার উপযুক্ত যোগ্যতা আমার আছে।

ইন্দর কিছু বলল না। বলা উচিত নয় বলে বলল না। তুমি সম্বোধন ইন্দর ইচ্ছে করে করেনি, আপনা থেকে এসেছে। ইন্দরের মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়েছে।

নয়নার শরীরের উত্তাপের সঙ্গে মানসিক উত্তাপও প্রচণ্ড হল। আমি মানছি, আমি কোন একদিন অযাচিত ভাবে আপনার সঙ্গে অভদ্র আচরণ করেছিলাম। কিন্তু সেখানে কোন সীমা উল্লঙ্ঘনের ব্যাপার ছিল না মিঃ শর্মা! মানুষ মানুষের ব্যবহার সহ্য করতে না পেরে মানুষের ওপর প্রতিশোধ নেয় না কেউ নিজের মানমর্যাদার কথা ভুলে মাঝ রাতে কোনও অপরিচিত ভদ্রমহিলাকে ফোন করে না কোন স্বাভাবিক মানুষ!

নয়নার কথাগুলো মাথা নত করে শোনার পর ইন্দর আবার নয়নাকে গাড়ীতে ওঠার জন্য আদেশ মিশ্রিত অনুরোধ করল।

গাড়ীতে উঠুন!

কি ভেবেছেন আপনি? আপনার গাড়ী রয়েছে বলে প্রতিদিন আপনার গাড়ীতে ওঠার প্রস্তাব দেবেন?

গাড়ীতে উঠুন। এবারে ইন্দরের স্বরও কঠিন হল।

আপনি চাইলেই উঠতে হবে বলে কোন কথা আছে কি? উঠব না। উঠতে পারি না।

এ্যাম আই জোকিং?

না, জোক না করলেও আপনি অন্যায় করেন। ভীষণ অন্যায় করেন। রাস্তায় অপরিচিত কাউকে দেখলেই তাকে এভাবে অনুরোধ করতে পারেন না। এটা আপনার অন্যায় জুলুম। আপনি উপকার করে আনন্দ উপভোগ করতে চাইলেও আমি আপনার উপকারে খুশী হতে পারি না।

এতক্ষণ রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা শুনতে হচ্ছে বলে ইন্দরও বিরক্ত হয়ে উঠেছে। বিরক্তি নিয়েই বলল, ইসমে কৈ ফারাক নহী পড়তা। একই পথে যাবার সময় কাউকে গাড়ীতে উঠিয়ে নিলে কোন অপরাধ হয় না।

হয় মিঃ শর্মা! ম্যারা উসুল ম্যা ফারাক পড়তা হ্যায়।

ডোন্ট ফলো দ্যাট টাইপ অফ স্ট্রিক্ট প্রিন্সিপাল। রাগত স্বর ইন্দরেরও।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যেটুকু বলেছে, বলেছে। আর পারছে না নয়না। সমস্ত শক্তি বুঝি হারিয়ে ফেলেছে নয়না। তবুও সামনের মানুষের ওপর কঠিন দৃষ্টি বুলিয়ে এগোতে চাইল নয়না।

শুধু আজ উঠুন!

নয়না দু'পা এগিয়েছিল। ইন্দরের কথায় চট্ করে ঘুরে গিয়ে বলল, আপনার আদেশ কি মানতে হবে?

প্রয়োজন হলে মানতে হবে বৈকি? ইন্দরের ক্রোধের মাত্রা বেশ উঁচুতে পৌঁছে গিয়েছে।

নয়না মাথা ঘুরে পড়ে যাচ্ছিল বুঝি। জোর করে নিজেকে শক্ত রাখবার চেষ্টা করে বলল, যদি না মানি আপনার আদেশ, কি করবেন আপনি?

সঙ্গে সঙ্গে ইন্দরও খুব কঠিন হয়ে উঠল। প্রবল তিক্ততা নিয়ে কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেল ইন্দর। শান্ত কণ্ঠে অনুনয়ের সুরে বলল, আমার আর কোনদিন ভুল হবে না। আপনাকে আর কখনো আমার গাড়ীতে ওঠার জন্য অনুরোধ করব না।

হঠাৎই বুঝি খুব শান্ত ও স্বাভাবিক হয়ে গেল ইন্দর। নয়নার তাই মনে হল। নয়না এগিয়ে যাবার জন্য পা বাড়াতেই মাথা ঘুরে গেল। গাড়ীর দরজা ধরে টাল সামলাল নয়না।

শুধু আজ উঠতে হবে বলে, ইন্দর আলগোছে নয়নার বাহুতে ধরল। ধরতে হলো। তা না হলে নয়না যে পড়ে যাচ্ছিল।

নয়না নিজের জেদ বজায় রাখতে পারল না। শরীরটাকে ইন্দর শর্মার গাড়ীতে ফেলে দিতে হল। তা না হলে নয়নাকে যে রাস্তায় আশ্রয় নিতে হত।

নয়না অবসন্ন দেহটা গাড়ীতে রেখে বেহুঁশের মত পড়েছিল। তা সত্বেও ইন্দর শর্মা নয়নাকে খোঁচা দিতে ছাড়ল না।

চলবার ক্ষমতা যখন নেই তখন এভাবে রাস্তায় রাস্তায় ঘোরেন কেন? মরবারই যদি

ইচ্ছে তাহলে রাস্তায় মরবেন কেন? রাস্তার মানুষদের বিব্রত করবেন কেন? নিজের বাড়ীতে যা খুশী করুন না!

নয়নার জবার দেবার শক্তি নেই। বেহুশের মত পড়েছিল। গাড়ী এসে নয়নার ফ্ল্যাটে থামতে, নয়না কোনক্রমে গাড়ী থেকে নামতেই শুনতে পেল, ভাড়াটা দিয়ে যাবেন।

নয়না ক্লান্ত চোখে চাইবার চেষ্টা করল। সত্যি ভাড়া চাইছেন কিনা বুঝতে চাইল।

তিন দিনের পেট্রোলের দাম ত্রিশ টাকা। আর আমার পয়ত্রিশ, মোট সিক্সটি ফাইভ। দিন! তাড়াতাড়ি করুন। আমার কাছে বেকার সময় নেই, যথেষ্ট তাড়া আছে আমার।

না, এ তো ঠাট্টা নয়। ভদ্রলোক সত্যি সত্যি ভাড়া চাইছেন।

নয়না কোনমতে পার্স খুলে একটা একশ টাকার নোট বার করে দিল।

দাঁড়ান. চেনজ টা নিয়ে যান। বলে মানী ব্যাগ খুলে গুণে গুণে পঁয়ত্রিশ টাকা বার করে দিলেন।

নয়না টাকা নিয়ে গাড়ীর বাইরে আসতেই মাথা ঘুরে গেল। গাড়ীর দরজা ধরে সামাল দিল নিজেকে।

ইন্দর উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞেস করল, যেতে পারবেন?

নয়না জবাব না দিয়ে ধীরে ধীরে এগোতে শুরু করল।

এতক্ষণ মনের জোরে সব কিছু চেপে ছিল নয়না। ঘরে ঢোকার সাথে সাথে সব বেরিয়ে আসতে চাইল। ওয়াক, ওয়াক করতে করতে বাথরুমে ঢুকল নয়না।

বমি করবার পর, মাথার যন্ত্রণাটা একটু কমল। ঠাণ্ডা জলে হাত মুখ ধুয়ে মাথায় জল দিয়ে আরাম বোধ করল একটু। কিন্তু গা যে প্রচণ্ড গরম। বেহুশের মত বিছানায় পড়ে রইল নয়না।

ও মা! মা! অন্তর ডাকে নয়না চোখ মেলবার চেষ্টা করল।

মা তোমার কি হয়েছে? শরীর খারাপ তোমার?

কখন এলি অন্তু?

এই তো এখনই এলাম। তোমার কি হয়েছে? এ ভাবে শুয়ে রয়েছ কেন?

আমার শরীর ভাল নেই। তাই শুয়ে রয়েছি। তুই হাত মুখ ধুয়ে কিছু খেয়ে নে।

তোমার শরীর ভাল না থাকলে তুমি বাইরে যাও কেন মা?

ক্লান্ত দৃষ্টিতে চাইল নয়না।

অন্তু লক্ষ্য করল, মায়ের চোখ দুটো লাল দেখাচ্ছে। কপালে হাত দিয়ে অন্তু চেঁচিয়ে উঠল। মা, তোমার গা তো পুড়ে যাচ্ছে।

তোমার খুব জ্বর উঠেছে মা।

নয়না মাথা নেড়ে অন্তুর কথার সমর্থন করল।

ওষুধ খেয়েছো মা?

আমার মাথায়, কপালে একটু জল দে অন্তু।

মা জলপট্টি দেব?

হ্যাঁ দে। কেমন যেন লাগছে রে অন্তু।

অন্তু একটু রুমাল ভিজিয়ে নয়নার কপালে রাখল। বলল, একটু দাঁড়াও মা। আমি ড্রেস ছেড়ে আসছি।

খানিক পরে স্কুলের পোষাক ছেড়ে ঘরের কাপড় পড়ে মায়ের মাথার কাছে এসে বসল অন্তু। মগে জল নিয়ে, হাতের রুমাল ভিজিয়ে ভিজিয়ে মায়ের কপালে আরাম দিতে লাগল।

আজ কোন্ তিথী? অমাবস্যা কি? চতুর্দিকে এত অন্ধকার কেন? নয়না যে কিছু দেখতে পাচ্ছে না। কোথাও কোনও কূল পাচ্ছে না। অন্ধকারের স্রোতে ভেসে যাচ্ছে। যাচ্ছে তো যাচ্ছেই। তিমির সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছে নয়না। আলোর ঠিকানা হারিয়ে ফেলেছে যেন। এই পৃথিবীর আলোক রশ্মি কি ফুরিয়ে গেল? না, না, ওভাবে নয়। সঠিক পথে চলো, তবেই না সম্মুখে দিশা নজরে পড়বে, আলোর সন্ধান পেয়ে যাবে। কেউ যেন সান্ত্বনার প্রলেপ বুলিয়ে দিচ্ছে নয়নাকে।

আলো কি কখনো ফুরোয়? আলো খুঁজে নিতে হয়। আবার বুঝি কেউ সান্ত্বনা দিল।

কিন্তু, আমার যে খুব কষ্ট হয়। খুব কষ্ট।

মা, কি বলছ তুমি? কি বকছ? অন্তু মাকে ঝাঁকুনি দিল।

নয়না সজাগ হয়ে দু'চোখ মেলে চাইল। কি হয়েছে রে?

কিছু হয়নি, তুমি কি সব বলছিলে ঘুমের মধ্যে।

কোথায় আমি ঘুমোই নিতো!

ঘুমোই নি আবার কি, ঘুমোচ্ছিলে তুমি। তোমার জ্বরটা বোধ হয় বেড়েছে। নাও থার্মোমিটার লাগাও মা। কত জ্বর দেখি। অন্তু জ্বর পরীক্ষা করে আঁতকে উঠল। একশ তিন ডিগ্রী জ্বর মা! আমি কোনও ডাক্তার ডেকে নিয়ে আসি মা।

নারে অন্তু, একটা ক্রশিন দে, ক্রশিন খেলেই জ্বর ছেড়ে যাবে। ডাক্তার লাগবে না।

অন্তু ওষুধ এনে দিল।

বমি হয়ে যাবে না তো অন্তু!

মা, আমি ভাস্করণ আন্টিকে ডেকে নিয়ে আসছি।

না অন্তু, লোককে বিরক্ত করবি কেন? নয়না ওষুধ খেয়ে বলল, ওই ওষুধে জ্বর না কমলে তখন কোন ডাক্তার নিয়ে আসিস তুই। অন্তু, এক হাতে জল পট্টি, অন্য হাতে পাখার বাতাস দিয়ে মায়ের জন্য আরাম আনবার ব্যবস্থায় রত রইল।

প্রায় ঘণ্টা খানেক বাদে নয়না একটু সুস্থ বোধ করল। মাথার যন্ত্রনাটাও লাঘব হয়েছে মনে হল।

এবারে তুই কিছু খেয়ে নে অন্তু। এখন আমার একটু ভাল লাগছে। জ্বরটাও কমেছে।

না খাব না।

কেন রে? স্কুল থেকে এসে তো কিছু খাসনি?

আমার গন্ধ লাগছে, ফিনাইলের গন্ধ।

সে তো তখন বাথরুমে দিয়েছিলাম। এখনো কি সে গন্ধ লেগে রয়েছে?

না থাক। এখন কিছু খাব না। অন্তু নয়নার পাশে শুয়ে পড়ল।

নয়না সাত আট দিন আগের ঘটনাটার কথা চিন্তা করছিল। দুপুর বেলা রিক্সা নিয়ে বাড়ী ফিরছিল। পথে এক অসহায় বুড়ীকে দেখে রিক্সায়ালাকে থামতে বলেছিল নয়না। ফুটপাতের ওপর একটা জোয়ান ছেলে অনবরত বমি করে যাচ্ছিল। সঙ্গে সেই বয়স্ক স্ত্রীলোক যে সামলাতে পারছিল না ছেলেটিকে। বমি করতে করতে ছেলেটা তেড়ে বেঁকে যাচ্ছিল। শরীরের অস্বাভাবিক অদ্ভুত প্রতিক্রিয়ার শরীরটা স্থির রাখতে পারছিল না।

পথ সদা ব্যস্ত থাকে বিভিন্ন পথচারীর ক্রমাগত আনাগোনায়। কিন্তু, সেই ছেলেটা ও সঙ্গের বুড়ী মানুষটার অসহায়তা কারো নজরে পড়ছিল না। ছেলেটা ঝিমিয়ে থিতিয়ে যাচ্ছে। আবার ওয়াক করে উঠছে। শরীরে শক্তি নেই তবুও শরীরের আভ্যন্তরীণ ক্রিয়ার দ্বারা পরিচালিত হতে হচ্ছে।

লে বেটা, উঠ! ঘর চল। বুড়ী মা অসহায় হয়ে ছেলেকে বলছিল, কিন্তু বেটার কোন হুশ নেই। কাহিল অবসন্ন অবস্থা। নয়না রিক্সা থেকে নেমে সামনে গিয়ে দাঁড়াল। সেই স্ত্রীলোককে জিজ্ঞেস করল, কেয়া হুয়া?

পতা নহী, তবসে উল্টি কর রহা হ্যায়। ঘর লে যানা চাহতী হু, লেকিন খাড়া ভী নহী হো সকতা, কেইসে লে যাউ! বুড়ী কাঁদ কাঁদ হয়ে বলল।

নয়না রিক্সা করে হাসপাতালে নিয়ে যাবার কথা বলে আরেকটা রিক্সা ডেকে নিল।

নয়নার কথা শুনে বুড়ী বলল, আরে বাপরে আসপতাল না যাব। অসপতাল যানে সে মেরা বেটা মর যায়গা।।

আজকাল হাসপাতালেও পয়সাওয়ালা লোক ছাড়া অন্যদের খাতির হয় কোথায়! গরীব দরিদ্রদের অবহেলা ও লাঞ্ছনার স্বীকার হতে হয় হাসপাতালে গেলে। তাই হাসপাতালে গিয়ে চিকিৎসা করাতে ভরসা পায় না দীন দরিদ্ররা। হাসপাতালের নাম শুনে বুড়ীর আতংকিত হবার কারণ কি, সেটা বুঝল নয়না।

নয়না বলল, ঠিক আছে আমিও না হয় যাব সঙ্গে।

আপ যাইয়েগা! উঠ বেটা, উঠ! দেখ ইয়ে মেম সাহাব তুঝে হাসপাতাল লে যানে কে লিয়ে তৈয়ার হ্যায়।

কিন্তু, বেটা তখন আরও নেতিয়ে গিয়েছিল। মাটিতে শুয়ে পড়েছিল।

নয়না রিক্সাওয়ালাকে বলল, অসুস্থ ছেলেটাকে রিক্সায় তুলে দিতে।

রিক্সাওয়ালাটা বড একগুঁয়ে। নয়নার কথা শুনল না। চলতে শুরু করল। নয়না বলল, দাঁড়াও, যাবে না। তুমি ওকে স্পর্শ করতে চাইছ না তো! করো না। তবে, তোমায় ওকে হাসপাতালে পৌঁছে দিতে হবে। তারপর নয়না আর বুড়ী দু'জনে মিলে অনেক কষ্টে জোয়ান ছেলেটাকে রিক্সাতে উঠিয়েছিল।

ডাক্তার পরীক্ষা করে বললেন, সিরিয়াস কেস হাসপাতালে রাখতে হবে। ওষুধ ইনেজকশন সেলাইন তিনদিন ধরে চিকিৎসা চলল। চার দিনের দিন সুস্থ হল ছেলেটা। হাসপাতালের খরচ, ডাক্তারের খরচ, সব নয়নাই বহন করেছিল এই কয়দিন। নয়নার এইটুকু করবার

সামর্থ ছিল তাই করেছিল। ফলে একটা জীবন রক্ষা পেয়েছে। ছেলেটা সময়ে সেবা শুশ্রূষা ও ডাক্তার পেয়েছিল বলে আরোগ্য লাভ করেছে।

এই স্ত্রীলোকই, মহিলা জাগরণ সভায় নয়নাকে দেখতে পেয়ে অন্তরের কৃতজ্ঞতা বোধে, নয়নার চরণ স্পর্শ করতে চাইছিল। নয়নাকে ভগবান মনে হয়েছিল সেই স্ত্রীলোকের। নয়নার জন্য সেই স্ত্রীলোকের উক্তি ন্যায্য ছিল। নয়নাও ভগবানের রূপ ধরে বুড়ীর বিপদে, বুড়ীর পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল সেদিন।

ঠিক সেরকম, আজ যদি সেই লোক যথা সময়ে নয়নাকে ঘরে পৌঁছে না দিত, তাহলে নয়নার কি হত? নয়নাও কি রাস্তায় বমি করতে করতে বেহুশ হয়ে পড়ে থাকত? নয়না একলা বাড়ী ফিরতে পারত কি? পথ চলবার শক্তি ছিল না নয়নার। তাহলে নয়নারও আজ অবসন্ন শরীরে রাস্তায় পড়ে থাকবার কথা ছিল? নাকি, কেউ দয়া করে নয়নাকে হাসপাতালে পৌঁছে দিত! আজকের এই শোচনীয় অবস্থা নিয়ে অসহায় নয়নার আচমকা সেই মানুষের সাথে সাক্ষাৎ হওয়াটা কি কোন অলৌকিক যোগাযোগ! অসহায়তার চরম মুহূর্তে নয়নাকে গাড়ীতে উঠিয়ে বাড়িতে পৌঁছে দিলেন তিনি। তাহলে কি সেই মানুষ আজ ভগবানের রূপ ধরে নয়নার সম্মুখে উপস্থিত হয়েছিলেন!

নয়নার কি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত ছিল না? সেই স্ত্রীলোক যেমন কৃতজ্ঞতা বশতঃ নয়নার চরণ স্পর্শ করতে চেয়েছিল, নয়নারও কি সেই মানুষের চরণ যুগল স্পর্শ করে, অন্তরের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা উচিত ছিল। কিন্তু নয়না তো তেমন কিছু করেনি। উল্টে ভীষণ অদ্ভুতভাবে, সেই মানুষকে এড়ানোর জন্য অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। নিজেকে ভদ্রতার গণ্ডির বাইরে নিয়ে সেই মানুষের দোষ ও ত্রুটি নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল নয়না।

কে তুমি! বার বার আমায় ক্ষমা করে দাও! অসহায় আমাকে বিপদ মুক্ত কর! নয়নার চোখ দুটো জলে ভিজে গেল। আজ নয়না কৃতজ্ঞ। সত্যিকারের কৃতজ্ঞ। আজ সেই লোকের সাহায্য না পেলে নয়না নির্ঘাৎ পথের মাঝে অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকত। কিন্তু, সেই লোক কি জানত, ঠিক সেই নির্দিষ্ট সময়ে অসুস্থ নয়না সেই পথ দিয়ে যাবে? ঘটনাটা নেহাতই সহসা সংঘটিত কোন ঘটনা ছাড়া অন্য কিছু তো নয়! অন্য কিছু হতে যাবে কেন?

সন্ধের পর সুবীর আর নমিতা এল। নয়নার জামাইবাবু আর দিদি। ড্রয়িং রুমে ঢুকে অন্তুর মুখে নয়নার অসুস্থতার খবর পেল ওরা। নয়নার জ্বর হয়েছে, বমি করেছে। নমিতা উদ্বিগ্ন হয়ে নয়নার মাথার কাছে এসে দাঁড়াল।

কিরে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লি?

নয়না শোয়া অবস্থা থেকে উঠবার চেষ্টা করে দু'জনকে বসতে বলল।

না, না, উঠতে হবে না। আমরা বসছি। তা হঠাৎ অসুখ করল যে!

হঠাৎ আবার কি জামাইবাবু। অসুখ তো হতে পারে।

তা পারে। কিন্তু তোর অসুখ করেছে শুনতে যেন কেমন লাগে। কিরে অন্য কিছু নয় তো?

অন্য কিছু মানে?

অন্য কিছু মানে অন্য কিছুই।

কি বলছিস দিদি তুই? একটু ভেবে চিন্তে বলবি তো! দুটো পরিণত ছেলেমেয়ে থাকতে, এখন এই সমস্ত প্রশ্ন আসবে কেন?

জামাইবাবু দেখুনতো দিদির আক্কেলটা। নয়না সামান্য আহ্লাদ মেখেই বলল কথাটা।

তাইতো! এই সমস্ত কিছু হবার কথা নয়। তবে অরিন্দম চন্দ্র যদি লুকিয়ে চুরিয়ে এসে কোন কর্ম্ম করে গিয়ে থাকে, তাহলে কিছু হলেও হতে পারে।

জামাইবাবু আপনিও। নয়না কপট রাগ প্রকাশ করল।

অবশ্য অরিন্দম চন্দ্র যে আসেনি তা আমরা জানি। তবে অন্য কোনও প্রেমিক ট্রেমিকের দ্বারা যদি কোন অঘটন হয়ে থাকে, এবং ফলে, কোন ফল মানে।

সুবীর কথাটা সমাপ্ত না করে ছেড়ে দিল।

নয়না এবারে সত্যিকারের রাগ ও দুঃখ নিয়ে বলল, জামাইবাবু, আপনার লজ্জাও করল না এসব বলতে।

লজ্জা করবে কেন? যা একখানা পার্সোন্যালিটি তৈরী করেছ, পথে ঘাটে সর্বত্র মানুষ কাৎ হবে।

লোকেদের তো আর খেয়ে দেয়ে কাজ নেই! আমার মত বুড়ীর দিকে দৃষ্টিপাত করবে।

কাজ থাকবে না কেন লোকেদের অনেক কাজ, শত কাজের ফাঁকেও অনেক কিছু করা যায়?

জামাই বাবু!

নয়না রাগ দেখে সুবীর হাত জোড় করে বলল, শালিকার সঙ্গে একটু ঠাট্টাও কি করা যায় না। ঠিক আছে, ঠাট্টা বাদ দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা বলছি। তোমার উপসর্গগুলো বল, আমি নাহয় কিছু ওষুধ নিয়ে আসি।

ওষুধ লাগবে না জামাইবাবু। ক্রশিন খেয়েছি, তাতেই ভাল হয়ে যাবে।

ধ্যাৎ, ক্রশিন একটা ওষুধ হল নাকি। সুবীর ডাক্তারের কাছে চলে গেলে। নয়নাকে একা পেয়ে নমিতা বেশী করে নয়নার ব্যাপারে আগ্রহ দেখাতে শুরু করল।

কি রে নয়না, সত্যি করে বলত কি হয়েছে?

সত্যি করে আবার কি বলব রে? তোর কি মনে হচ্ছে আমি কোথায় কিছু লুকোচ্ছি? খুব অদ্ভুত তো তুই?

দিদি মুখে কিছু না বললেও দিদির চেহারা দেখে নয়নার মনে হল, দিদি বুঝি সেরকমই কিছু সন্দেহ করছে?

তুই কি পাগল হয়েছিস দিদি। এতদিন পর আবার এসব হতে যাবে কেন? আর, তা ছাড়া তোরা তো জানিস আমি এখানে একা আছি। তা সত্ত্বেও এই সন্দেহ করবি কেন?

নয়নার কৈফিয়ৎ দেওয়া সত্ত্বেও দিদির সন্দেহ বুঝি ঘুচল না।

ডাক্তার বাবু এসে নয়নাকে পরীক্ষা করে বললেন, এমন গুরুতর কিছু হয়নি। কোন কারণে অজীর্ণ হয়েছে। সেজন্যেই বমি ও জ্বর হয়েছে। ওষুধ খেলে কমে যাবে। ভয়ের কিছু নেই।

সুবীর সঙ্গে সঙ্গে ওষুধ ও কিছু ফল নিয়ে এল। নয়না অন্তুকে দিয়ে পয়সা দিতে গেলে বলল, তোমার যে অঢেল পয়সা আছে তা আমি জানি। এই গরীব না হয় আজ তোমার জন্য সামান্য খরচ করলই।

ওরকম করে বললে তো জোর করে আপনাকে পয়সা দিতে পারি না জামাইবাবু। তবে আপনার প্রাচুর্য থেকে সামান্য কিছু এই শালিকার জন্য খরচ করলেন ভেবেই নিচ্ছি।

দিদি রান্না ঘরে চা তৈরী করছিল। দু'জনের কথার মাঝখানে এসে জিজ্ঞেস করল, কি নিয়ে ঝগড়া হচ্ছে শুনি?

নয়না বলল, এই দিদি তোর বরকে বাহাদুরী মার্কা কথা বলতে বারণ করবি তো। সব সময় নিজেকে গরীব বলে জাহির করা এটা কি কোনও নতুন স্টাইল সিভিল ডিপার্টমেন্টের চিফ ইঞ্জিনিয়ারের?

নয়না, তুমি আমার ডিপার্টমেন্ট নিয়ে গালিগালাজ করো না।

না জামাইবাবু, গালি গালাজ হবে কেন, আমি যা বলছি, তা হল আপনি নিজেকে গরীব বললে, মনে হয় নিজেকে নিজে পরিহাস করছেন।

ঠিক আছে এখন থেকে নিজেকে একজন ধনী ব্যক্তি রূপে জাহির করব, হলো তো! কিন্তু, তুমি যে আমার আশাটা মাটি করে দিলে? সেটার কি হবে?

কিসের আশা জামাইবাবু?

আমি অনেক আশা করে এসেছিলাম, আজ তোমার হাতে খিচুড়ী খাব বলে।

তোলা রইল জামাইবাবু, আর একদিনের জন্য তোলা রইল।

আর তোমার তোলা থাকা! এখন তোমার নজর অন্যখানে স্থানান্তরিত হয়েছে। আমার মতন মানুষের দিকে কি নজর দেবে?

যাকে যেমন নজর দেবার প্রয়োজন তা ঠিকই দেব জামাই দেব। নয়না হেসে জবাব দিল।

নমিতা খিচুড়ী বানাল। সঙ্গে আলু ভাজা আর ডিম ভাজা। নয়না খুশী হল। অন্তুটা বিকেল থেকে কিছু না খেয়ে রয়েছে। এখন গরম খিচুড়ী খেতে পারবে। জামাইবাবুও খিচুড়ী খেতে চেয়েছিলেন।

নয়না ঠাট্টা করল, জামাইবাবু দেখলেন, আপনার প্রতি দিদির টান কত গভীর! আপনি শুধু একবার খিচুড়ী শব্দটা উচ্চারণ করেছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে খিচুড়ী রেডি।

আহা, আমি তো তোমার হাতের খিচুড়ী খেতে চেয়েছিলাম। নমিতাও সঙ্গে সঙ্গে বলল, আমি তো তোদের জন্য বানালাম রে নয়না। সবাই গল্প করে করে, অনেকক্ষণ ধরে খাওয়া হল। নয়নাও সারাদিন অভুক্ত ছিল, তাই সামান্য খেল। দিদি, জামাইবাবু, নয়না আর অন্তুক নিজেদের বাড়ীতে নিয়ে যেতে চাইল? নয়না আপত্তি করল। বলল, না জামাইবাবু, সে রকম কঠিন অসুখ তো নয়। আজ একটু অসুস্থ। কাল সম্পূর্ণ সেরে যাবে।

তুমি যেতে না চাইলে জোর করব না। কিন্তু, পরে যেন না শুনি যে, আমরা আমাদের দায়িত্ব থেকে বিরত ছিলাম। তাই বাইরের লোকের সাহায্য নিতে হয়েছে। না জামাইবাবু,

সেরকম কিছু হবে না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমি কখনো কাউকে দায়িত্বহীন বলব না। এই যে আজ হঠাৎ এসে পড়ে আমায় অসুস্থ দেখে এত করলেন, আমি তার জন্য কৃতার্থ। সব সময় মনে রাখব। প্রয়োজন হলে আপনাদের কাছ থেকেই তো সাহায্য নেব। অন্য বাইরের লোকের কাছে সাহায্য চাইতে যাব কেন?

হ্যাঁ, নয়না, যা করবি একটু বিবেচনা করে করবি। প্রয়োজন হলে বাইরের লোকের কাছে হাত পাতার আগে আমাদের খবর দিবি।

বার বার তোরা বাইরের লোক কথাটা উচ্চারণ করছিস কেন বলত? কোন বাইরের লোকের সাহায্য নেব আমি? আমি আমার সব কাজ নিজে করতে ভালবাসি। বাইরে কোথাও যাবার সময় বা সুযোগ আমার হয় না। অযথা বাইরে যাওয়া আমি পছন্দ করিনা। তাই কারো কাছ থেকে সাহায্য চাইবার প্রশ্ন আসে না।

আমরা সেরকমই আশা করব। দিদি যেতে যেতে বলে গেল।

নমিতা আর সুবীর চলে যাবার পরও নয়না অনেকক্ষণ ওদের দু'জনের কথাবর্তাগুলো নাড়াচাড়া করল। নয়নার মনে হল ওদের আজকের কথাবার্তায় নয়নার জন্য কোন অন্য ইঙ্গিত ছিল।

প্লেন এক ঘণ্টা দেরীতে ছাড়ল। এই এক ঘণ্টা সময়ও বুঝি সহ্য করতে পারছিল না ইন্দর। তীব্র অভিমান বোধটা চাপা দেবার নিমিত্ত যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই শহর থেকে নিজেকে সরিয়ে নিতে যেতে চাইছিল ইন্দর। এই স্থান পরিত্যাগ করবার জন্য অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল ইন্দর। এই শহর ত্যাগ না কার পর্যন্ত নিজের মনে শান্তি আনতে পারছিল না। তাই রাতারাতি ছুটির ব্যবস্থা করে দিল্লি যাচ্ছে ইন্দর।

দিল্লিগামী উড়োজাহাজটা তিন ঘণ্টা সময় নেবে দিল্লি পৌঁছাতে। এই তিন ঘণ্টা অতিবাহিত করে ফেলতে পারলে ইন্দরের মুক্তি। আর কোন দুর্বলতা থাকবে না। অন্যস্থানে পদার্পণ করবার সাথে সাথে, নিজের স্বাভাবিক অস্তিত্বটার স্বাভাবিকত্ব ফিরে পাবে ইন্দর। সেই আশা নিয়েই যাচ্ছে ইন্দর।

অকস্মাৎ এ কিসের নেশায়, নেশাগ্রস্থ হয়ে পড়েছিল ইন্দর? এত অদ্ভুত অস্বাভাবিকতা ইন্দরের অন্তরে ধাক্কা দিতে চাইছিল যেন। কিন্তু, কেন? গত দু'মাস এক অজানা ঘোরের মধ্যে বিভোর ছিল ইন্দর।

মেঘের আড়াল ভেদ করে উড়ন্ত জাহাজটা এখন অনেক উঁচুতে। বিশাল যন্ত্রটা যত গন্তব্যের দিকে ধাবিত হচ্ছে, ইন্দরের মনটা তত অশান্তি মুক্ত হচ্ছে। ইন্দর দুর্বল নয়। কোন কালেই শক্তিহীন ছিল না ইন্দর। কিন্তু, মাঝে কি যেন হয়ে গিয়েছিল ইন্দরের। দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দিতে বাধ্য হয়েছিল। আর নয়, এবারে সোজা সরল রেখাকে আশ্রয় করে চলবে ইন্দর।

সহসা, অন্তর বীনায় নব ঝংকার বাজবার তোড়জোড় চলছিল। সুরের নেশায় মাতোয়ারা হয়ে উঠতে চাইছিল ইন্দর। নেশার চমক তারে ঠাঁই দিত কি অন্তরে? যা ছিল না তা হত

নতুন করে? না, না, আর নয়, এবার দিতে হবে পাড়ি অন্যখানে। ইন্দর ঠিক করে রেখেছে দিল্লিতে পৌঁছনোর পরই ট্রান্সফারের ব্যবস্থা করতে হবে। আউট ওফ সাইট আউট ওফ মাইন্ড। শহর ছেড়ে অন্য খানে বাস করলে ইন্দরের মন থোরাই কোন অস্বাভাবিক রমনীর কথা চিন্তা করতে বসবে।

কিন্তু, এ কি শুধু মোহ? মধ্য বয়স্ক বিবাহিত এক রমনী ইন্দরের হৃদয়ে হঠাৎ ঢেউ তোলার চেষ্টা করল কেন? ইন্দরের জীবন সন্ন্যাসীর জীবন নয়, এ কথা সত্যি হলেও, এত দিন ইন্দরের জীবন যেভাবে চলেছে সেখানে নারীর প্রবেশ ঘটেনি। এক ব্যাপক বিশাল পরিধি নিয়ে ইন্দরের কর্মভূমি। তার বাইরে অন্য কোনখানে মনোনিবেশ করবার উৎসাহ বা সুযোগ আসেনি হয়ত ইন্দরের। তবুও কখনো অন্তরের চাহিদা বা আগ্রহ প্রকাশ হয়ে পড়লে, ইন্দর কি জীবনের অন্য সুখকে অনুভব করবার আয়োজন করত না? তাহলে হৃদয়ের কোথাও গোপন আগ্রহ ছিল ইন্দরের? ইন্দর শর্মা এক যথার্থ, জ্ঞানে গুণে এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব। অন্য সুখে আগ্রহ না থাকবার কোন কারণ নেই। সে আগ্রহ এত দিন পর হঠাৎ উঁকি ঝুঁকি দিতে চাইল যদিও, কিন্তু কোথায়? এক অস্বাভাবিক ভূমির প্রতি ইন্দরের আগ্রহ জাগল কেন?

কেন সে কিছুই চায় না? সব কিছুতে কেন এত অনীহা তার? মারাত্মক উদাসীনতার মাধ্যমে, মানুষের সহৃদয়তা ও সহানুভূতিকে দূরে ঠেলে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখতে চায় কেন?

থেকে থেকে অদ্ভুত এক বেদনায় কাতর হচ্ছে ইন্দর। সেদিন অসুস্থ অবস্থায় রেখে এসেছিল ইন্দর। এখন কেমন আছে তা যে জানা হল না! মারাত্মক অভিমান বোধ এক কঠিন শেকলের বেষ্টনী দিয়ে বেঁধে রেখেছিল ইন্দরকে। তাই ইন্দর তার খবর জানতে পারেনি। দীর্ঘশ্বাস ভরা অভিমানী মনটা নিঃশব্দে ব্যক্ত করল, এই দেখ আমি চলে যাচ্ছি দূরে, আমার একলার জগতে। এক্সকিউজ মী স্যার ইওর কফি প্লিজ!

অন্যমস্কতা ভেঙ্গে ইন্দর চোখ তুলে চাইল। এক রুপসী তরুণী, কফি সহ ট্রে হাতে দাঁড়িয়ে। তরুণীর দৃষ্টির মুগ্ধতা ক্ষণিকের তরে হলেও, ইন্দরের অসাধারণ ব্যক্তিত্বের আকর্ষণে স্থির।

ইন্দর স্যরি বলে, কফির কাপটা নিয়ে এয়ার হোস্টেস রূপী সেবিকাকে রেহাই দিল।

ইন্দর কি নিজেকে শাসন করতে অক্ষম? ইন্দরের শক্তি নেই নিজেকে আয়ত্তে রাখবার! ইন্দর সংযম হারাবে কেন? অন্তরের কোনও সুপ্ত চাহিদা অকস্মাৎ প্রকাশিত হয়ে পড়েছিল। সেই চাহিদা উত্তপ্ত হয়ে বিস্তার চেয়েছে এক নারীকে কেন্দ্র করে। কিন্তু, এই নারীর যে এক অন্য পরিচয় আছে। অন্য কোন পুরুষের বিবাহিত স্ত্রী সেই নারী। তাহলে? এই নারীর প্রতি ইন্দরের মনের ভাবনা ও তার প্রতিক্রিয়ার ইন্দর অশান্তি পাবে কেন? অসম্ভব, ইন্দর অস্বাভাবিক পাগলামী শুরু করেছিল। না, আর ফিরে চাইবে না ইন্দর। নিজের আত্মমর্যাদার কথাও কি ভুলে গিয়েছিল ইন্দর!

নয়নার অফিসে সেদিন হঠাৎ নয়নার স্কুলের বন্ধু বৈশালী এসে হাজির। নয়না প্রথমে

চিনতে পারেনি। বাপরে বাপ। নয়না, তোর ঠিকানা খুঁজতে খুঁজতে হয়রাণ হয়ে গেছি। যাক, শেষ পর্যন্ত পেলাম।

বৈশালীর কথা শুনেও নয়না বেশ কিছুক্ষণ বৈশালীর মুখের দিকে চেয়েছিল। তারপর চিনতে পেরে চেঁচিয়ে উঠেছে, আরে! বৈশালী তুই-ই!

কেন আমি হতে পারি না? তুই খবর দিস না বলে কি আমি আসতে পারি না তোর কাছে? আমি দেখা করতে পারি না তোর সাক্ষাৎ পাবার জন্য।

আচ্ছা বাবা দোষ হয়েছে। এখন অভিমান ও অভিযোগ বাদ দিয়ে বোস তো! হাঁপাচ্ছিস তুই।

অন্তর থেকে বলছিস নয়না?

কি যে বলিস না বৈশালী, তোর কাছ থেকে কি নিজেকে বিচ্ছিন্ন রাখতে পারি?

তাহলে আমাদের বন্ধুত্বকে অস্বীকার করিস না?

অস্বীকার করব? এক সময় আমরা দুটি যে একপ্রাণ ছিলাম রে? নয়না বৈশালীকে জড়িয়ে ধরল।

নয়না বৈশালীকে বসিয়ে জিজ্ঞেস করল, তা আমার খবর পেলি কোথায় তুই?

তুই খবর না দিলেও আমি খবর পাই নয়না। বৈশালী আবার অভিমান করল।

আমার অন্যায় হয়েছে। এবারে বল কোথায় খবর পেলি আমি এখানে বলে?

বৈশালী হাসতে শুরু করেছে।

বল বৈশালী, কে দিল তোকে আমার খবর?

কে আবার দেবে, আমাদের সর্বকালের গেজেট প্রবীর চন্দ্র ছাড়া?

প্রবীর! একদিন অবশ্য এসেছিল প্রবীর। কিভাবে নয়নার এখানে থাকার খবর ও ঠিকানা যোগাড় করে এসে উপস্থিত হয়েছিল। সেদিন প্রবীরও নয়নার কাছে অনেক অভিযোগ করেছিল। নয়না পুরনো বন্ধু বান্ধবদের খবর নেয় না ইত্যাদি বলেছিল।

নয়না এই শহরে আত্মগোপন করবার জন্য ফিরে এসেছে তাতো নয়? আসলে অতীতকে আবার টেনে এনে বর্তমানের সঙ্গে মেলাতে চায়নি নয়না। অতীত ভবিষ্যত এসব দূরে সরিয়ে শুধু বর্তমানটায় ব্যস্ত থাকতে চায় নয়না। এই পৃথিবীতে যখন বাস করতে হবে তখন, এই জীবনটাকেও বইতে হবে বৈকি! জীবনটাকে বহন করা মানেই তো, নিজের জন্য ধার্য নির্দিষ্ট সময়টুকু অতিবাহিত করা। এই নির্দিষ্ট কালের দায়িত্বভার বহন করতে হবে নয়নাকে। এই বাহ্য দায়িত্বের মাঝে অনাবশ্যক ও অপ্রয়োজনীয় মনে করে অনেক কিছু বাদ দিতে হয়েছে নয়নাকে। অনেক সুখ থেকে নিজেকে বঞ্চিত রাখতে হয়েছে নিজেকে। নয়না হঠাৎই অন্যমনস্ক হয়ে উদাস হয়ে গিয়েছিল। বৈশালী জিজ্ঞেস করল, কিরে কি ভাবছিস?

স্বাভাবিক হয়ে বলল, হ্যাঁ কি বলছিলি যেন?

তুই বল নয়না, অনেক দিন তোর কথা শুনিনি।

তুই আগে শান্তিপুরে থাকতিস না বৈশালী? এখন কোথায় থাকিস?

কোথায় আবার থাকব নিজের বাড়ী ছেড়ে কোথায় যাব? শান্তিপুরেই থাকি।

একদিন যাব।

না নয়না, তোকে যেতে হবে না। আবার অভিমান করল বৈশালী।

ঠিক আছে তাহলে যাব না।

নয়না বসাককে দিয়ে চা মিষ্টি আনাল।

বৈশালী চা খেতে খেতে বলল, নয়না তুই এভাবে একা একা থাকবি তা কিন্তু ভাবিনি।

একা কোথায়, ছেলেটা তো রয়েছে সঙ্গে। ওর পড়াশোনার জন্যেই তো থাকছি এখানে।

হলেও কষ্ট করছিস তো বিলাস-ব্যসন আড়ম্বর ছেড়ে? তুই তো বিরাট সুখী মানুষ ছিলিরে?

নয়নার সুখ? কথাটা কেমন যেন শোনায়। নয়না সুখী মানুষ ছিল, এই কথাটা নয়নার জন্য ব্যঙ্গ ছাড়া আর কি?

আমি খুব সুখে ছিলাম তোর এমন ধারণা হল কেন রে?

ওমা, তোর বর এত বড় একজন চাকুরে। তুই সুখী নোস তো কে সুখী?

আশ্চর্য কিন্তু তোরা। তোকে কিন্তু আমার জীবনের একজন বুদ্ধিমান ও সুবিবেচক বন্ধু বলে জানতাম। এখন মনে হচ্ছে তুই সে রকম নোস। কিভাবে ধরে নিলি স্বামীরা বড় চাকুরে হলেই স্ত্রীরা সুখী হয়।

এটা তো একটা সাধারণ সত্য। এখানে রাগবার কি হল বুঝলাম না।

না, কথাটা সব সময় সত্য হয় না।

কেন, তুই সুখী নোস?

আমি সুখী কি অসুখী সেটা অন্য কথা।

বৈশালী অবাক হয়ে নয়নাকে দেখছিল। নয়না বুঝি আর আগের মত নেই। কেমন যেন বদলে গেছে।

আচ্ছা নয়না তুই এমন বদলে গেলি কেন বলত? ভীষণ সিরিয়াস হয়ে গেছিস যেন। তোর এই পরিবর্তনের কারণ কি তোর এই বিজনেস!

নয়না হেসে বলল, সিরিয়াস একটু হয়েছি বোধ হয়।

একটু নয়, বেশ হয়েছিস। কেমন যেন মাপ জোক করে কথা বলছিস।

আচ্ছা বাবা নে, তোর সাথে আমার কোনও মাপ জোক থাকবে না হল!

হঠাৎ এখানে এই ব্যবসা করতে গেলি? তো এখানেই চিরকাল থাকবার কথা স্থির করে ফেলেছিস?

করলাম ঠিক নয় হয়ে গেল।

আগে তো কোনো কলেজে কাজ করতিস, সেই চাকরী ছেড়ে এই ঝামেলা ঘাড়ে নিলি কেন? কর্তা সময় পায় তোর এসব দেখবার?

কর্তা দেখতে যাবে কেন। কর্তার সময় কোথায়? আমি দেখি।

তুই? সামলাতে পারিস?

সামলানোর কি আছে। লোকজন আছে, আমি একা তো কিছু করি না।

তবুও নয়না, একজন মেয়েছেলের পক্ষে ব্যবসা করা সোজা কথা নয়। তাও তোর আবার লোহা লক্করের ব্যবসা।

নয়না হেসে বলল, এই অমন করে বলবি না তো। ঝামেলা অবশ্য আছে। তবে ভাল লোক পেয়েছি বলে বিশেষ কষ্ট হয় না আমার।

ভাল। চালাতে পারলে খুবই ভাল। তুই বরাবরই একটু অন্য ধাঁচের ছিলি। আমাদের মতন কেরানী গিরি করে সন্তুষ্ট থাকবার মানুষ নোস তুই। বড় লোক স্বামী থাকা সত্ত্বেও টাকার গাছ লাগিয়েছিস। ব্যবসা সুষ্ঠু ভাবে চলা মানেই তো টাকার গাছ।

নারে বৈশালী, মানি ইজ নট ফ্যাক্টর হিয়ার। পরিশ্রম করলে তার পরিবর্তে কিছু পেলে আনন্দ হয় ঠিক। কিন্তু, আমার ক্ষেত্রে ব্যাপারটা একটু আলাদা। আমি অন্য ধরনের আনন্দ উপভোগ করি। নিজের হাতে কিছু গড়বার অনুভূতি আমাকে খুব পরিতৃপ্ত করে। তাছাড়া আরো দশজন লোককে নিয়ে আমি কাজ করছি, তার তো একটা পৃথক আনন্দ আছে।

এতসব বুঝি না বাবা। তোর জ্ঞান বুদ্ধি বরাবরই আমদের তুলনায় বেশী ছিল।

আচ্ছা নয়না, তুই এখনো বুড়ী হোসনি কেন বলত?

ওমা, বুড়ী হতে যাব কোন্ দুঃখে? ছেলেমেয়েরা বড় হয়ে গেলেই কি বুড়ী হতে হবে নাকি?

বুড়ী মানে, সেরকম বুড়ীর কথা বলছি না। তবুও বয়সের একটা নিয়ম আছে তো? তোকে অন্য রকম দেখাচ্ছে। অনেক দিন পর তোকে দেখলাম কিনা।

অন্য রকম আবার কি? নয়না হাসল।

তোর মধ্যে অন্য রকম কোনো চমক নজরে পড়ছে। সুন্দর হয়েছিস তুই।

ভাল কমপ্লিমেন্টস দিলি। চল্লিশের কাছাকাছি এসে পড়েছি, এখন আবার সুন্দর কি রে? তুই না বললেও, অনেকে আমায় বুড়ী বলে বৈশালী।

সেসব নয়রে নয়না। তুই এখন আরো আকর্ষনীয় হয়েছিস। সেটাই বলতে চাইছি।

কি যে বলছিস না বৈশালী। মাথা খারাপ হয়েছে তোর। বয়স বাড়লে কি মানুষ সুন্দর হয় নাকি? এই অসময়ে আমি হঠাৎ আকর্ষনীয় হতে যাব কেন?

তোর একটা আলাদা চটক তো ছিলই। আমাদের দলের মধ্যে তুই সব চাইতে আকর্ষণীয় ছিলি। তোর সঙ্গে একটু কথা বলার জন্য ছেলেগুলো কি রকম হা পিত্যেস করত ভুলে গেলি সব! নয়না তুই সুন্দরী ছিলি। এখন আরো আকর্ষনীয় হয়েছিস। তোকে দেখতে বেশ লাগছে, আমাদের মতন ম্যাস্তা মারা পুরনো মনে হচ্ছে না।

যাক বাবা, অন্য কথা বল। বন্ধু বলে কি শুধু প্রশংসাই করে যাবি! তোর কথা বল।

আমার আর নতুন কথা কি। সেই এক ঘেয়েমী জীবন আমাদের।

তুই ভীষণ মুটিয়েছিস বৈশালী।

কি করি বলত? ভাত আর আলু ছাড়তে পারিনা। একদিন তোর বাড়ীতে গিয়ে তোর ডায়েটিঙের রুটিনটা নিয়ে আসব।

নয়না হাসতে শুরু করেছে। কে বলল তোকে আমি ডায়েটিং করি!

বৈশালী অবাক হয়ে বলল, করিস না! তাহলে এত সুন্দর স্বাস্থ্য ধরে রেখেছিস কি করে?

নয়না হেসে বলল, ধরে রাখিনি আপনা থেকেই হয়েছে।

তাহলে তোর কোনও মন্ত্র জানা আছে সুন্দর স্বাস্থ্য ধরে রাখবার!

নারে, কিছু নেই আমার। আমার নিজের ব্যাপারে আমি খুব বেশী উদাসীন বলতে পারিস। তুই ভাত আর আলু খাওয়া একটু কমিয়ে দে, তেল ঘি খাওয়া কমিয়ে দে, দেখবি আপনা থেকেই তোর শরীরের চর্বি কমে যাবে।

কিছু একটা করতে হবে জানিস। এই বপু নিয়ে চলাফেরা করতে অসুবিধে হয়রে।

এই বৈশালী আমরা দুজনে যে একবার স্কুল পালিয়ে উত্তম ও সুপ্রিয়ার 'চিরদিনের' সিনেমাটা দেখতে গিয়েছিলাম মনে আছে?

মনে নেই আবার! এই নয়না আর একদিন যে টিফিন পিরিয়ডে লুকিয়ে বাইরে গিয়ে ঘুগনি খেয়েছিলাম মনে আছে?

না, এটা বোধ হয় আমি নই। অন্য কারো কথা বলছিস। তা না হলে আমার স্মরণে থাকত।

তুই নোস! তাহলে বোধ হয় রীনা। তুই তো আবার বাইরের জিনিস খেতে চাইতিস না।

এই নয়না, প্রবীর কি বলে জানিস! তুই নাকি এখন বিরাট এক আকর্ষনীয় বস্তু করে ফেলেছিস নিজেকে। আর সেই জোরেই তোর ব্যবসা চলছে।

প্রবীর বলেছে? ওর হয়ত এমনি ধারণা।

প্রবীরের ধারণা অনুযায়ী তোর ব্যবসা চলছে কিনা জানি না। তবে তোর প্রতি যা মন্তব্য করেছিল, সেটা খাঁটি সত্য ছিল।

এই বৈশালী আর বলবি না। আমি কাল থেকে মুখে কালি মেখে ঘাড় গুজে হাঁটব।

নয়নার কথা শুনে বৈশালী হাসতে শুরু করেছে। সত্যি রে তোকে দেখতে দারুণ লাগছে। কর্তাকে গিয়ে বলব তোর কথা।

এই নয়না, তোর মেয়ে নাকি ডাক্তারী পড়ছে?

হ্যাঁ পড়ছে। তোর ছেলেও তো ইঞ্জিনিয়ার হয়ে গেল।

তোর মেয়ে আমার ছেলের চাইতে বেশ ছোট তাই না।

ছোট আবার কিসে, সেই বিশ বছর আগে জন্ম দিয়েছিলাম।

এই তোর মেয়ের বয়স বিশ হতে পারে না।

বিশ না হলেও কাছাকাছি। আঠার, উনিশ, বিশ, এগুলো তো সব কাছাকাছি।

আমার সন্দীপের বাইশ পুরল। আসলে, আমার তো তোর আগে বিয়ে হয়েছিল। আমি তো তোর চাইতে দু'বছরের বড়।

এই বৈশালী, এত বয়সের হিসেব করছিস কেন বলত?

তোকে দেখে হিংসে হচ্ছে রে! সে জন্যে হিসেব করলাম। আমি তোর চাইতে বড় তাই বুড়িয়ে গেছি। এইটুকুন মেনে নিতে পারব। কিন্তু, তুই আর আমি একই বয়সের; অথচ,

তোর মধ্যে বয়সের কোন পরশ থাকবে না। আমার থাকবে। এটা মানতে কষ্ট হত আমার।

এই বৈশালী, আরেকবার আমায় নিয়ে এই ধরনের কিছু বললে কিন্তু আমি সহ্য করব না বলে দিচ্ছি।

বৈশালী নয়নাকে জড়িয়ে ধরল। তুই আমার আদরের বন্ধুরে নয়না। আমি কি তোকে হিংসে করতে পারি? তোকে দেখে আমার খুব ভাল লাগল। এইটুকুন তো বলতে পারি!

আজ চলিরে নয়না। আর একদিন এসে খুব গল্প করব।

হ্যাঁ নিশ্চয় আসবি। কর্তাকে নিয়ে আসবি।

না এলে আমি একাই আসব। এখন আর কর্তার সঙ্গে বাইরে কোথাও যেতে ইচ্ছে করে না। মস্ত পেট আর টাক নিয়ে একটুতেই কাহিল হয়ে পড়েন।

বৈশালী স্বামীর নিন্দে করছিস? দেখা হলে বলব।

মোটেও নিন্দে নয়, যা সত্যি তাই বললাম।

তোদের এ. জি. অফিসের এই একটা সুবিধে, যখন তখন বেরোতে পারিস।

এই নয়না, অফিসের বদনাম করছিস কেন বলত? নিন্দে করলে আমার নিন্দে কর। আসলে চাকরীটা পুরোন হয়ে গেছে তো তাই আর নিয়ম মানি না। কেউ কিছু বললেও চাকরী তো নিতে পারবে না।

আসি রে নয়না।

হ্যাঁ আয়। ছুটির দিন দেখে একদিন বাড়ীতে আসিস। সারাদিন গল্প করব। নয়না গেট পর্যন্ত এসে বৈশালীকে ছেড়ে দিল।

অনেকদিন পর বৈশালীর সঙ্গে দেখা হল, কথাবার্তা হল। তাই অতীতের অনেক স্মৃতি স্পষ্ট হল। ক্লাশ টু-তে থাকতে একবার দু'জনকে ক্লাশ থেকে বের করে দিয়েছিলেন হেড মিস্ট্রেস। সেই ছোটবেলা থেকে দু'জনে খুব কথা বলত। একবার সেলাই ক্লাশে নয়না বৈশালীর উলকাঁটা নিয়ে বুনছিল। তখন টিচার ক্লাশে এসে পড়ায় নয়না বৈশলীকে বৈশালীর উল্ কাটা ফেরৎ দিতে পারেনি। ফলে সেলাই ক্লাসে সেলাই না নিয়ে আসবার জন্য বৈশালীকে শাস্তি পেতে হয়েছিল। নয়না টিচারকে বলতে চাইছিল, দিদিমনি, বৈশালীর সেলাই আমার কাছে। আসলে আমি আজ সেলাই নিয়ে আসতে ভুলে গেছি। কিন্তু, কথাটা বলতে চেয়েও বলতে পারেনি নয়না। নয়নার আশ্চর্য লেগেছিল, বৈশালী কেন নিজের উলকাঁটা চাইল না? পরে ক্লাশ শেষ হবার পর নয়না খুব অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, এই বৈশালী তুই শুধু শুধু বেঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে রইলি, কেনরে? তোর উলকাঁটা আমার কাছ থেকে চাইলি না কেন? বৈশালী জবাব দিয়েছিল, তাহলে তো তোর সাজা হত নয়না!

হলে হত। আমি সেলাই নিয়ে আসিনি। সাজা তো আমারি পাওয়া উচিত ছিল।

আমি তোর বন্ধু নয়না! বন্ধুর জন্য এতটুকু ত্যাগ করা যায়। নয়না জিজ্ঞেস করেছিল, ত্যাগ মানে কি রে বৈশালী? বৈশালী বলেছিল, ওসব তুই বুঝবি না। তুই এখনো জুনিয়র। ক্লাশ ফোরের সেই ঘটনাকে অনেকদিন পর্যন্ত মনে রেখেছিল নয়না। আসলে বৈশালী সত্যিই নয়নাকে খুব ভালবাসে। সেই ছোটবেলা থেকেই। তাই তো কষ্ট করে ঠিকানা খুঁজে নয়নার

সঙ্গে দেখা করে গেল।

এই ধরনের আরও কতকথা বিস্মৃতির আড়ালে চলে গেছে! অতীতের কথা ভোলা যায় না। নয়নাও এক সময় ফ্রক পরা এক ছোট্ট মেয়ে ছিল। ক্রমশঃ বড় হয়েছে, পরিণত হয়েছে, বুড়ী হয়েছে, আরো বুড়ী হবে। তারপর মৃত্যুর কোলে চলে যাবে।

বৈশালী কি মনে করল নয়না বৈশালীকে এড়াতে চাইছে বলে ইচ্ছে করে এতদিন বৈশালীর সঙ্গে দেখা করেনি? ছোটবেলার বন্ধুর প্রতি নয়নার আন্তরিকতা নেই! ভালবাসা নেই, তাতো সত্য নয়।

নয়নার জীবন অন্য পাঁচ জনের মত সহজ স্বাভাবিক নয়। নয়নার জীবন চিরাচরিত নিয়মে চলা জীবন নয়। নয়নার জীবনটা সম্পূর্ণ নয়নার একলার। নয়না একলার দায়িত্বে চলছে, জীবন ও সংসার। এই সত্য বাইরে প্রকাশ করতে অস্বস্তি হয় নয়নার। লোকের সাথে যত মেলামেশা থাকবে, তত ঘরের কথা ফাঁস হয়ে যাবে। এই রকম একটা আশঙ্কা নয়নার মনে বদ্ধ বদ্ধপরিকর হয়ে আছে বলেই, নয়না বেশী লোকের সাথে মেলামেশা করতে অস্বস্তি বোধ করে।

এখন বয়স হয়ে যাওয়ায় স্ট্যামিনা অনেক কমে গেছে। তা সত্ত্বেও অরিন্দম খেলা ছাড়তে পারেনি। বিশেষ করে টি. টি. ও ব্যাডমিন্টন। এককালে ডিস্ট্রিক্ট চ্যাম্পিয়ন ছিল অরিন্দম। তরুণ বয়সের সেই উৎসাহ ও উদ্দীপনা না থাকলেও, নিজেদের অফিসার্স ক্লাবে নিয়মিত এই দুটো খেলা খেলে আসছে অরিন্দম। এবং বার্ষিক প্রতিযোগিতাসমূহে সসম্মানে প্রথম বা দ্বিতীয় স্থান হাসিল করে আসছে।

বয়স যাই হোক অরিন্দমের, অফিসার্স ক্লাবে টি. টি. ও ব্যাডমিন্টন খেলায় অরিন্দমের জুড়ি কেউ ছিল না এত দিন। গত পরশু থেকে অফিসার্স ক্লাবে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়েছে। আজ ব্যাডমিন্টনের সেমি ফাইন্যাল ম্যাচ চলছে।

এবার যেন অরিন্দমের বেশ অসুবিধে হচ্ছে। দৌড় ঝাঁপে অপারদর্শী ও অপরিণত বিরোধী থাকায়, অরিন্দম সেমি ফাইন্যাল পর্যন্ত উঠে এলেও বিরোধী পক্ষের এক জুনিয়র ইঞ্জিনিয়র অরিন্দমকে খুব নাচাচ্ছে আজ। অরিন্দম কি অত দৌড়তে পারে? প্রথমে চার—একে এগিয়ে ছিল অরিন্দম। কিন্তু, তারপর আর পারছে না। হাঁপাচ্ছে অরিন্দম।

অরিন্দমকে চারে রেখে শ্রীবাস্তব দশে উঠে গেল। এক বার হাত থেকে র‍্যাকেটটা পড়ে গেল। একবার বেকায়দায় দৌড়তে গিয়ে পড়তে পড়তে বেঁচে গেল। ইত্যাদি নানান ঝামেলায় ব্যতিব্যস্ত হচ্ছে অরিন্দন।

ও মা, ঘোষদার আজ কি হয়েছে গো! দর্শকমণ্ডলী থেকে কোন মহিলার মন্তব্য অরিন্দমের কানে গেল। ফলে, অরিন্দম আরো নার্ভাস হয়ে গেল। পট্ পট্ করে শ্রীবাস্তব আরো তিন পয়েন্ট নিয়ে নিল।

বাক আপ! বাক আপ! মিঃ ঘোষ! অরিন্দমের জন্য দর্শক মণ্ডলীর মাঝখান থেকে পুরুষ ও মহিলার মিলিত উৎসাহবাচক ধ্বনি· শোনা গেল।

মন দিয়ে খেলুন ঘোষদা। এবারে কোন নির্দিষ্ট মহিলা কণ্ঠে অরিন্দমকে উৎসাহ দিল।

অরিন্দম ঘোষ, টি টি বা ব্যাডমিন্টনের র‍্যাকেট হাতে নিয়ে কোর্টে অবতরণ করলে দর্শকদের মধ্যে মহিলার সংখ্যা বেশী থাকে।

তাই মহিলাদের নানান উৎসাহবাচক বা নিরুৎসাহ বাচক মন্তব্য শুনতে অভ্যস্থ অরিন্দম।

অরিন্দম দর্শকদের দিকে মনোনিবেশ করতে না চাইলেও অরিন্দমের কানে কথাগুলো পৌঁছে যাচ্ছে।

খেলার ময়দানে নেমে পড়লে কে না জিততে চায়? অরিন্দমও কি নিজের জিত চাইছে না? অরিন্দম চেষ্টা করছে, অথচ শরীরটা যেন আজ সহযোগিতা করতে চাইছে না।

ঘোষদা, বাঙ্গালীদের নামটা রাখুন! অপরিচিত, কি পরিচিত, গলা ঠিক ঠাহর করতে পারল না অরিন্দম। তবে, শুনে খারাপ লাগল। অরিন্দম র‍্যাকেট হাতে, তেতে ঘেমে, কোর্টের মধ্যে দৌড়াদৌড়ি খেলা খেলছে কি উদ্দেশ্যে? বাঙ্গালীদের নাম রাখবার জন্যেই তো! তাহলে এই ধরনের মন্তব্যের মানে কি?

সব ব্যাপারে ওরকম হাঁপালে চলে? পুরুষদের পুরুষোচিত না হলে বড় বাজে লাগে। এবারে, নিঃসন্দেহে কোন বিশেষ পরিচিত জনের গলা শুনতে পেল অরিন্দম। চার—চোদ্দ চলছিল অনেক ক্ষণ ধরে। মহিলা কণ্ঠের ভর্ৎসনা স্নায়ুরেখা দুর্বল করে ফেলল। অরিন্দম অনায়াসে পরপর দুটো খেলায় হেরে শ্রীবাস্তবকে জিতিয়ে দিল। এক গেম-ই হেরেছে অরিন্দম। আরো দুটো গেম আছে। বেস্ট আউট অফ থ্রি। অরিন্দম নিজেকে সান্ত্বনা দিল।

দ্বিতীয় গেমে দুই—পনের পয়েন্টে খুব লজ্জাজনকভাবে হেরে অরিন্দম শ্রীবাস্তকে জয়ী করে দিল।

অরিন্দমের সাপোর্টারদের মধ্যে শোরগোল পড়ে গেল। কেউ বলল, আরে এই বয়সে কেউ খেলতে পারে? আবার কেউ বলছে, অরিন্দম ঘোষের কাছে বয়স কোন ফাক্টর নয়। উনি যেন ইচ্ছে করে হার স্বীকার করলেন। ইচ্ছে করলে পারবে না কেন? যেচে উইদাউট ফাইট করে হেরে গেলেন, একটু সময়ও নিলেন না। ইত্যাদি বিভিন্ন মন্তব্যে কান ঝালাপালা হল অরিন্দমের।

খেলা মানেই তো হার, কিংবা জিৎ। একজন হারবে, অন্যজন জিতবে। এই তো নিয়ম। এমন কোন কথা নেই যে অরিন্দমকেই ববাবর জিততে হবে।

কোর্ট থেকে বেরিয়ে দর্শকদের মাঝে যেখানে মহিলাদের শোরগোল হচ্ছে, অরিন্দম সে দিকেই চাইল। চোখাচোখিও হল কোন বিশেষ জনের সাথে। অরিন্দম সহানুভূতি পাবার আশায় চাইছিল। কিন্তু সেই পরিচিত দৃষ্টি বুঝি বিরক্তি ও রাগ বর্ষণ করল অরিন্দমের উপর। তারপর দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল।

অরিন্দম যখন প্রথম গেমটা খেলছিল, তখন এই বিশেষ দৃষ্টি আগ্রহ নিয়ে অরিন্দমকে লক্ষ্য করছিল, অরিন্দমের খেয়াল আছে।

ঘণ্টা খানেকের মধ্যে মিসেস মজুমদার এমনভাবে বদলে গেলেন কেন? এই অস্বাভাবিক পরিবর্তনের কারণ কি অরিন্দমের হার! অরিন্দম কি ইচ্ছে করে জিতল না! অন্যরা যেমন

খুশী মন্তব্য করুক, অরিন্দমের কিছু এসে যায় না। কিন্তু, এখানে অরিন্দমের দাবী বা অধিকার আছে বলেই অরিন্দম সহানুভূতি পাবার আশা করেছিল।

মিসেস মজুমদারের ব্লাউজের কাটিং অনেক পুরুষের মাথা ঘুরিয়ে দিতে সক্ষম। এক সময়, এই কথা শুধু শোনা কথা ছিল অরিন্দমের কাছে। অরিন্দমের বিশেষ পারদর্শিতায়, অরিন্দম এই শোনা কথাকে সত্যি সত্যিই প্রত্যক্ষ করতে পেরেছিল একদিন। প্রথম দিন প্রত্যক্ষ করবার পর অরিন্দম দু'রাত ঘুমোতে পারেনি। লোকে কি মনে করবে না করবে তা দিয়ে অরিন্দম ঘোষ মাথা ঘামায় না। অরিন্দম কাছে যে সব বস্তু উপভোগ্য, অরিন্দম ঘোষ তা উপভোগ করে।

তারপর নিজের চাতুরীতায় প্রথমবার মিসেস মজুমদারকে হাতের কাছে পেয়ে, অরিন্দম, কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে সেই আর্ধেক খোলা বুকেই কামড়ে দিয়েছিল। কাজটা করেই খুব ঘাবড়ে গিয়েছিল অরিন্দম। অবশ্য খানিক পরেই বুঝতে পেরেছিল অরিন্দমের ভয় পাবার কোন কারণ নেই। সেই মহিলা অরিন্দমকে তিরষ্কৃত করবার পরিবর্তে পরোক্ষভাবে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। আমন্ত্রণটা জোরাল করবার জন্য বলেছিল, দাঁড়ান, অত অধৈর্য হলে কি হয়! সবুর করুন, সবটা উন্মুক্ত করবার অবকাশ দিন! দুধে আলতায় মেশানো প্রচণ্ড ফর্সা তুলতুলে বস্তু দুটো কি শুধু দর্শন করবে? স্পর্শ করবে? নাকি খাবে? কি করা উচিত বুঝতে না পেরে, নিজের মুখটা নিয়ে দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী অঞ্চলে গুঁজে দিয়েছিল।

সেই মিসেস মজুমদার ব্যাডমিন্টন কোর্টে অরিন্দমের খেলার গুণ নিম্নমানের প্রতিপন্ন করে কোন মন্তব্য করলে, অরিন্দমের স্নায়ুবিক দৌর্বল্যের স্বীকার হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়।

দ্বিতীয় খেলায় শ্রীবাস্তব যখন পাঁচ—শূন্যতে এগিয়ে গিয়েছিল, এই ভদ্রমহিলার মন্তব্য তখনো একবার অরিন্দমের কানে গিয়েছিল। কাউকে বলছিলেন, এই ভদ্রলোক আজকাল ভীষণ কেলো হয়ে যাচ্ছেন। কেমন যেন মরা মাছের মতন এক জায়গায় স্থির হয়ে থাকতে ভালবাসেন। তারপই হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠেছিলেন, আরে, বাক আপ!

কেউ অপমান করলে অপমানিত বোধ আসবেই। ভেতরে জ্বলে উঠলেও শরীরটা অথর্ব মনে হচ্ছিল অরিন্দমের। মিসেস মজুমদারের পুরো ব্যাটেলিয়ন তখন অরিন্দমকে সাপোর্ট করবার জন্য চেঁচাচ্ছে। বাক আপ অরিন্দম দা! বাক আপ ঘোষদা! অরিন্দম যদি চেষ্টা না করত, তাহলে অন্য কথা ছিল। অরিন্দম চেষ্টা করেছে। শরীরের অবাধ্যতাকে তুচ্ছ করে, এমাথা থেকে ও মাথা দৌড়িয়ে, শ্রীবাস্তবকে হারানোর প্রয়াস করেছে।

অত হাঁপালে চলে না। টেক ইট ইজি। ইউ মাস্ট উইন। শেষের কথাটা স্পষ্ট আদেশের সুরে ছিল বুঝি। কিন্তু, শেষ পর্যন্ত অরিন্দম পারল না। এই বয়সে এক তরতাজা যুবকের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে খেলা যায় নাকি? অরিন্দম নিজের হারের ন্যায্য কৈফিয়ৎ এই কারণকেই মনে করে।

দূর থেকে লক্ষ্য করেছিল অরিন্দম, লীনা অরিন্দমের হার সহ্য করতে পারেনি বলে অরিন্দমের উপর বিরক্তির দৃষ্টি রেখেছিল। তা সত্ত্বেও অরিন্দম লীনার দিকেই এগোল। লীনা অরিন্দমের অনেক খেলার প্রত্যক্ষদর্শী। অরিন্দমের হার জিত যাই হোক, অরিন্দমের খেলা

দেখতে পছন্দ করে লীনা। একটু বিব্রত ভঙ্গিতে গিয়ে দাঁড়াল অরিন্দম লীনার কাছে। বিব্রত স্বরে বলল, এখন তো আর সে বয়স নেই, এখন একটুতেই হাঁপিয়ে উঠি।

অরিন্দমের কথায় লীনা আরো বিরক্ত হল বলল, হাঁপিয়ে ওঠা লোকদের আমি একটুও পছন্দ করি না। অরিন্দমকে আর কিছু বলবার সুযোগ না দিয়ে লীনা সেই স্থান পরিত্যাগ করল।

পরিশ্রান্ত শরীর নিয়ে একটু সহানুভূতি পাবার আশাতেই অরিন্দম লীনার কাছে গিয়েছিল। কিন্তু, লীনা অরিন্দমকে অবজ্ঞা করে চলে গেল। খুব আঘাত পেল অরিন্দম। মনটা খারাপ হয়ে গেল। লীনার এই ধরনের রাগের কোন কারণ খুঁজে পেল না। অরিন্দম ব্যাডমিন্টনে জিততে পরেনি বলে লীনা এমন করবে কেন?

ক্লাবের হল রুমটার এক প্রান্তে তখন রামীর আসর বসেছে। নামী দামী জুয়াড়ুরা টেবিল ঘিরে গোল হয়ে বসেছে, যে যার মত করে জিত হাসিল করবার জন্য।

রামীর আসরে বসবার আগ্রহ বোধ করল না অরিন্দম। একটু এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করে বেরিয়ে এল।

হল রুম থেকে বেরোতেই মজুমদারের সাথে দেখা হল। মজুমদার জিজ্ঞেস করল কি হল স্যার? খেলার ফলাফল কি?

অরিন্দম কাচু মাচু হয়ে জবাব দিল, হেরে গেলাম।

আরে মশায়, এই হার কিছু নয়। আসুন আপনাকে মদিরা পানে জিতিয়ে দেব!

আসুন স্যার! প্রবীর মিত্র নিজের আসন থেকে উঠে চেয়ারটা অরিন্দমের দিকে বাড়িয়ে দিল।

পাণ্ডেজী বললেন, আইয়ে গুরুজী! আজ হম গুরু বিণে বৈঠে হ্যায়।

অরিন্দম কোথায়ো কোন আকর্ষণ বোধ করল না। ঘামে জ্যাব জ্যাব করছে শরীর ও জামা। চান করতে হবে, তাই নিজের ঘর অভিমুখে রওয়ানা হল অরিন্দম।

পথ চলতে চলতে অভিমান বোধটা আবার উথলে উঠল অরিন্দমের। লীনা আজ এভাবে অগ্রাহ্য করল কেন অরিন্দমকে?

মানুষের বয়সের একটা ক্ষমতা আছে। তাছাড়া, সব মানুষের শক্তি সমান নয়। আজকাল অরিন্দমের শরীরটা স্থুল হয়েছে। তাই অনেক কাজে, শরীরের ভার অসুবিধে সৃষ্টি করে। লীনাও বুঝি আজকাল অরিন্দমের এই ভার সহ্য করতে পারে না।

না, নিজের একটু যত্ন নেওয়া উচিত। খাওয়া দাওয়া কম করে, নিয়মিত ব্যায়াম করতে হবে। সে যাই হোক! অরিন্দম হেরে গেল বলে লীনা এমন করবে কেন? লীনার উচিত হয়নি এমন করা। মন খারাপ করে হাঁটতে লাগল অরিন্দম।

এদিককার কোয়ার্টারগুলো বেশীর ভাগ বাঙালীদের। এই সারির উল্টো দিকে আবার বেশীর ভাগ তেলেগু। কোন নিয়ম করে নয় অবশ্য। আপনা থেকেই হয়ে গেছে।

অরিন্দমের বাংলো যাবার আগে, বাঁদিকের বাইলেন ঘুরে গেলে সর্টকাট হবে বলে অরিন্দম সেই রাস্তাই ধরল। এদিক দিয়ে খুব একটা যায় না অরিন্দম। এদিকে গাড়ী ঢোকানো যায়

না, তাই মেইন রাস্তা ধরেই যায়। কখনো হাঁটবার শখ হলে এই পথ ধরে অরিন্দম।

বাইলেনে ঢুকতেই, সামনের কোয়ার্টার থেকে কেউ জিজ্ঞেস করল, অরিন্দমদা খেলার রেজাল্ট কি হল?

অরিন্দমের খেলা মানে কলোনীর সবার উৎসুকতা। এরা সাধারণ ছোট অফিসার হলেও অরিন্দম ঘোষের ব্যাপারে স্বাধীন। সেই স্বাধীনতা অরিন্দম ঘোষই দিয়েছে এদের।

মেয়েলী গলার আওয়াজ শুনে অরিন্দম চাইল। লনের মধ্যেই গোলাকৃত হয়ে মহিলা আসর বসেছে। মহিলাদের এক দল নিজেদের মধ্যে আলোচনা ও গল্প গুজবে ব্যস্ত।

অরিন্দম থামল না। হেরে গেলাম, বলে এগিয়ে গেল।

ঘরের মালকিন মিসেস সেন, ততক্ষণে গেটের সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। ওমা, হেরে গেলেন! আমরা কিন্তু আশা করেছিলাম আপনি জিতবেন।

অরিন্দম বলল, খেলাটাকে স্পোর্টিংলি নিতে হয়। ছেলেটা আমরা চাইতে অনেক ছোট। দৌড়ঝাঁপ করতে পারে ভাল। আমার স্ট্যামিনার চাইতে ওর স্ট্যামিনা অনেক উচ্চস্তরের ছিল। অরিন্দম বিব্রত ভঙ্গিতে নিজের কাছে যে কারণ ন্যায্য মনে হয়েছে সেই কারণকেই এদের কাছে তুলে ধরল।

কেন অরিন্দমদা, আপনি কি বুড়ো হয়ে গেলেন? বসে থাকা মহিলাদের একজন জিজ্ঞেস করলেন।

কথাটা শুনে, দাঁড়িয়ে থাকা মিসেস সেনের দিকে চেয়ে অরিন্দম বোকার মত হাসল।

অরিন্দমের গলা শুকিয়ে গিয়েছিল। তাই মিসেস সেনকে এক গ্লাস চাইল।

মিসেস সেন গেট খুলে অবিন্দমকে ভেতরে ডাকল। আসুন না ভেতরে।

অরিন্দম ড্রয়িং রুমে অপেক্ষা করল। মিসেস সেন জল নিয়ে এসে, প্রায় অরিন্দমের গা ঘেষে জলটা বাড়িয়ে দিল। অরিন্দম সরে দাঁড়াবার চেষ্টা করল, কিন্তু সরল না। এ ধরনের গা ঘেষাঘেষি অরিন্দমের ভালই লাগে। নিজেকে হিরো হিরো মনে হয়। মেয়েরা অরিন্দমের সান্নিধ্য বা সামান্য স্পর্শ পেলে নিজেদের সৌভাগ্য মনে করে যেন। তাই কোনও সুযোগ ছাড়তে চায় না।

সুন্দরী নারীদের প্রতি অরিন্দমের মোহ যতটা ঠিক সেরকম অনেক নারীরও ততটা মোহ অরিন্দমের প্রতি।

হঠাৎ কটা বাজে গো বলে, অরিন্দমের ঘড়ি শুদ্ধ বাঁ হাত, নিজের হাতে নিয়ে সময় দেখলেন মিসেস সেন।

অরিন্দম এক নিঃশ্বাসে জল খেয়ে বলল, চলি!

বসবেন না!

না, আজ নয়।

এসব ব্যাপারে অবশ্য অরিন্দম কাউকে আস্কারা দেয়না। কেউ যদি অরিন্দমের সান্নিধ্য বা সামান্য স্পর্শ পেয়ে তৃপ্ত হতে চায়, তো হোক না! অরিন্দম বাধা দেবে কেন। তবে অরিন্দম মচকাবে না। নিজে সেধে যেটুকু নিতে পারে নিক। এই সমস্ত ছোটখাট ব্যাপারে

অরিন্দম বিশেষ আকর্ষণ বোধ করে না।

অরিন্দম বাইরে এলে, মহিলা মহলের একজন আহ্লাদী গলায় বলল, চলে যাচ্ছেন অরিন্দম দা? একটু বসুন না?

কথাটায় অরিন্দমের মন গলে না গেলেও, অরিন্দম আটকা পড়ল। অরিন্দমের মন চাইল এই মহিলা আসরে বসে কিছুক্ষণ আড্ডা দেয়। কিন্তু, দেখাতে চাইল অরিন্দমের এখানে বসবার ইচ্ছে নেই। তাই বলল, আমি! আমি আপনাদের মধ্যে বসে কি করব?

কি আবার করবেন, গল্প করবেন!

ততক্ষণে, একজন উঠে গিয়ে ভেতর থেকে একটা চেয়ারও নিয়ে এসেছে। চেয়ার দেখে অরিন্দম আর আপত্তি দেখাতে পারল না। বলল, কৈ বাত নহী, আজ না হয় আপনাদের কথা রাখলামই।

বেশ আছেন কিন্তু আপনি অরিন্দমদা! কোনও ঝুট ঝামেলা নেই। কি সুন্দর মুক্ত জীবন আপনার।

আমার ঝামেলা নেই কে বলল? অফিসে আমার চেয়ারে একবার গিয়ে বসুন তো!

সে তো অফিসের ঝামেলা। এসব ঝামেলা তো সবার থাকে। আপনার মত বড় পোস্টের লোকের তো আরো ঝামেলা থাকবে। অরিন্দম বেশ গর্বিত হাসি হাসল মিসেস সেনের কথাটায়।

অরিন্দমদা, আপনি ভীষণ ভাল মানুষ গো! এত বড় এক পোস্টে আছেন আপনি, অথচ, এতটুকু অহংকার নেই আপনার।

সকলের সঙ্গে কি সহজভাবে মেলা মেশা করেন! অন্যরা যারা বাঙ্গালী নয়, তারা, আপনার মত উদার হবার কথা ভাবতে পারে না অরিন্দমদা। তারা আমাদের মতন সাধারণ মানুষের সঙ্গে মেলামেশার কথা চিন্তা করতে পারেন না।

অরিন্দম আবার গর্বিত হাসিটা হাসল। বলল, আমার একটা গাল ভরা অফিসিয়েল পদ আছে ঠিকই। কিন্তু সেই পদটা কি আমি সঙ্গে নিয়ে নিয়ে ঘুরি? সেটা আমার অফিসেই থাকে।

তা হলেও অরিন্দমদা বাঙালীদের মধ্যে যতটা আন্তরিকতা, অন্যদের মধ্যে ততটা নেই। বাঙালী ছাড়া অন্য সকলে এখানে নিজেদের স্ট্যাটাস ও পজিশন নিয়ে সতর্ক।

অরিন্দমদা, মিসেস মজুমদার এখানে নেই?

প্রশ্নটা শুনে অরিন্দম একটু অস্বস্তি পেল। এখানে যারা বসে রয়েছে, তারা সকলে অরিন্দমের চাইতে অনেক ছোট। তাদের স্বামীরাও বয়সে ও পদে অরিন্দমের অনেক নীচে। অরিন্দম উদার বলেই এদের সকলের মধ্যে বসেছে। কিন্তু, তাই বলে এই ধরনের প্রশ্ন রাখবে কেন? অরিন্দমকে অস্বস্থিতে ফেলবার জন্যেই কি মিসেস মজুমদারের কথা জিজ্ঞেস করল?

মিসেস মজুমদার মানে লীনা। লীনাকে একটু আগে দেখেছে অরিন্দম। নিজস্ব দলবল নিয়ে বসে বসে অরিন্দমের খেলা দেখিছিল।

তাই, জানি না বলাটাও উচিত হবে না।

মিসেস সেন আবার প্রশ্নটা করলেন। উনি এখনে নেই অরিন্দমদা?

মিসেস মজুমদার কথা জিজ্ঞেস করছেন তো? ওনাকে ব্যাডমিন্টন কোর্টে দেখেছিলাম। অস্বস্তি নিয়ে বলল অরিন্দম।

মিসেস মজুমদারের আজ ব্যস্ত থাকবেন। একজন মন্তব্য করলেন। অরিন্দম বক্তার দিকে চাইল। বক্তাকে চিনতে পারল না।

বক্তার নাম বুঝি রেবতী। মিসেস সেন রেবতীকে উদ্দেশ্য করে বললেন, এই রেবতী কি হচ্ছে?

কানিৎকারের গাড়ী দেখলাম কিনা। তাই বললাম কথাটা। সকালেই এসেছেন কানিৎকার। রেবতী নামের কম বয়সী মহিলা এবারে ফলাও করে ঘোষণা করল, মিসেস মজুমদারের ব্যস্ত থাকবার কারণ।

মিসেস সেন এবারে চোখের ইশারায় কিছু বোঝাবার চেষ্টা করলেন রেবতী নামের অবুঝ মেয়েটাকে।

রেবতী নতুন এসেছে। কলোনীর অনেক কিছু জানেনা, চেনে না। রেবতী, এই আসরের উপযুক্ত ভেবেই বলেছিল কথাটা। কিন্তু, এমন একজন উপস্থিত রয়েছেন এই আসরে, যার সামনে এই কথা বলা উচিত নয়। সেই কথাটা বুঝল রেবতী। এবং পলকে, অরিন্দমের দিকে চেয়ে, নিজের অনুচিত কথার ওপর ঢাকনা দেবার চেষ্টা করে বলল, কানিৎকার সাহেব তো নিজের বিজনেসের জন্য এখানে এসেই থাকেন। এবারেও নিশ্চয় অফিসিয়াল কাজেই এসেছেন!

মহিলা সভায় একলা পুরুষ হয়ে বসে থাকতে খারাপ লাগে না অরিন্দমের। বিভিন্ন রঙ্গে রসে মেতে থাকা যায়। আজ যেন হঠাৎই রসভঙ্গ হল। রেবতী নামের মেয়েটার মুখ দিয়ে বেফাঁস কথাটা বেরিয়ে গেল বলে।

অরিন্দম অস্বস্তি কাটিয়ে উঠে দাঁড়াল। বলল, আপনারা বসুন আমি উঠি। গেট পেরিয়ে কিছু দূর হাঁটবার পর চাপা মেয়েলী হর্ষধ্বনি শুনতে পেল অরিন্দম। সঙ্গে সঙ্গে অরিন্দমের কান দুটো গরম হয়ে গেল।

অরিন্দমের সামনে লীনার কথাটা কি ইচ্ছে করে প্রকাশ করেছিল ওরা? অরিন্দমকে লজ্জায় ফেলবার জন্য? হঠাৎ কানিৎকারকে এখানে টানবার প্রয়োজন কি ছিল? কানিৎকার, নাম করা এক কোম্পানীর প্রতিনিধি। অরিন্দমদের সংস্থার সঙ্গে লেনদেন আছে। কিন্তু, এই ব্যক্তি এখানে উপস্থিত থাকার সঙ্গে লীনার ব্যস্ত থাকার কি সম্পর্ক? তাহলে কি লীনার সঙ্গে কানিৎকারের কোন সম্পর্ক আছে? কোথায়, লীনা তো কখনো বলেনি। অরিন্দমও আচ্ছা মানুষ! লীনা কেন অরিন্দমকে এসব বলতে যাবে? তাহলে কি অরিন্দমের আড়ালে লীনা অন্য পুরুষের সঙ্গেও সম্বন্ধ রাখে? কথাটা ভাবতেই কেমন যেন গা ঘিন ঘিন করল অরিন্দমের। অরিন্দমেরও কখনো সন্দেহ হয়নি, অরিন্দম ছাড়া আর কারো সাথে লীনার কোন সম্পর্ক থাকতে পারে। থাকতে না পারার কোন কারণ তো নেই। লীনা একজনের স্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও যদি অরিন্দমের সাথে অবৈধ সম্পর্ক রাখতে পারে তাহলে অন্য পুরুষের সাথে রাখতে

পারবে না কেন? লীনা তো অরিন্দমের কেউ নয়। অরিন্দমের বিশ্বাস রাখবার কোন দায় থাকতে পারে না লীনার। নিজের স্বামীর কাছে বিশ্বাস রাখেনি যে নারী, সে অবার অন্য পুরুষের ওপর কি বিশ্বাস রাখবে? অরিন্দমের কোন অধিকার নেই লীনার ওপর।

লীনা আর অরিন্দমের ঘনিষ্ঠতার বিষয়ে অনেকেই অবগত। কিন্তু অরিন্দমের সামনে কেউ কখনো কোন মন্তব্য করেনি। এমন কি স্বয়ং মজুমদার সাহেবও কখনো কিছু বলেন নি। অরিন্দমের যে নারীকে মনে ধরে, তাকে চাইই অরিন্দমের। সেই নারী কে, বা, কি তার পরিচয়, ইত্যাদি অন্য কিছু ভাববার সময় থাকে না অরিন্দমের। লীনা অরিন্দমের মনে ধরা রমনী। তাই অরিন্দমের কাছে লীনার মূল্য ছিল অন্য রকম। তা ছাড়া লীনার সঙ্গে অরিন্দমের সম্পর্ক তো আজকের নয়? সেই লীনা অরিন্দমকে ধোকা দেবে? অরিন্দমকে ধোকা দিয়েছে লীনা। এই কথা অরিন্দম ছাড়া কলোনীর সকলেই বুঝি জানে। তাই মহিলা মহলে অরিন্দমের বোকামী নিয়ে হাসির রোল উঠেছিল।

লীনা কে? লীনা অরিন্দমের কেউ নয়। লীনার পরিচয়, বিনয় মজুমদার নামে এক ভদ্রলোকের বিবাহিত স্ত্রী। অরিন্দমের সাথে এক ধরনের সম্পর্ক থাকলেও আসলে লীনা অরিন্দমের কেউ নয় এই সাধারণ কথাটা অরিন্দম বুঝি জানত না।

এসব কথা নিয়ে চিন্তা করতে ভাল লাগছে না অরিন্দমের। মিসেস সেনের বাড়ীর মেয়ে মহলের হাসির ধ্বনি ভীষণ অপমানিত করেছে অরিন্দমকে। নিজেকে খুব ছোট মনে হচ্ছে অরিন্দমের।

বাথরুমে ঢুকে বেশ কতক্ষণ চান করল অরিন্দম। তারপর টিম্পুকে ডেকে কিছু খাবার দিতে বলল।

টিম্পু খাবার আর চা নিয়ে এল। অরিন্দমকে বলল, সাহাব ছোটা মেমসাহেব কা ফোন আয়া থা। আপ কো ফোন করনে কে লিয়ে বোলী হ্যায়।

অরিন্দম বিরক্ত হয়ে বলল, কোন ছোটা মেমসাহেব?

আপনা ছোটা মেমসাহেব। ডিম্পি দিদি!

ওহ। বলে ফোনটা কাছে নিয়ে বসল অরিন্দম। চা শেষ করে ডিম্পির নম্বরে ফোন করল।

লাইন পেয়ে গেল। অরিন্দম জিজ্ঞেস করল, কি হল? কেন ফোন করেছিলি?

বাবা, আমাদের ছুটি শুরু হয়ে গেছে। আমি গৌহাটি যাচ্ছি মায়ের কাছে।

ওহ, যানা! একা যেতে পারবি তো?

হ্যাঁ বাবা, আরো বন্ধুরা আছে।

প্লেনে চলে যা'

ট্রেনে যাব বাবা, সবাই মিলে। রিজার্ভেশন হয়ে গেছে।

ওহ, তাহলে আমি কালই কারো হাতে টাকা পাঠিয়ে দিচ্ছি।

বাবা, এখন টাকা লাগবে না। আমার কাছে আছে।

তাহলে যা ঘুরে আয়। সাবধানে যাস।

হ্যাঁ বাবা। বাবা, মাকে কিছু বলতে হবে?

না কিছু না। কি বলবি!

তাহলে রাখছি বাবা। বাই-ই।

বাই-ই।

ফোন রেখে দেবার পর, সুন্দর তরতাজা আঠার উনিশ বছরের এক তরুণীর চেহারা চোখের সামনে ভেসে উঠল। কি মিষ্টি স্বরে বাবা বলে ডাকল অরিন্দমকে। এত সুন্দরী যুবতীর পিতা অরিন্দম। ভাবতেই মনটা খুশীতে ভরে গেল। ডিম্পি প্রায়ই ফোন করে। কিন্তু, আজকের মত অনুভূতি এর আগে হয়নি। আশ্চর্য, এই অনুভূতি অরিন্দমের না হলে আর কার হবে? অরিন্দম তো পিতাই। ডিম্পি নামের সুন্দরী তরুণীর ওপর পিতৃত্বের অধিকার আর অন্য কারো নেই। ডিম্পির ওপর পিতৃত্বের অধিকার শুধু অরিন্দমের। এই সত্যটা কি এতদিন অস্পষ্ট ছিল অরিন্দমের কাছে? অস্পষ্ট কেন থাকবে? আসলে এতদিন অরিন্দম উদাসীন ছিল নিজের অন্য অধিকারের বিষয়ে। তাই কি?

অন্ধ্রপ্রদেশের এক অবাঞ্ছিত এলাকা অরিন্দমের কর্মস্থল। এইস্থান ও এই স্থানের মানুষজনদের, নিজের ঘর, পরিবার ও আপনজন মনে করত অরিন্দম। অথচ এসবের বাইরেও অরিন্দমের আত্মীয়-স্বজন ও আপনার জন আছে এই খেয়াল অরিন্দমের মনে এতদিন উদয় হয়নি? আসলে অরিন্দম বোধহয় এই সমস্ত নিয়ে চিন্তা করতে চাইত না।

ডিম্পি নামের এক সুন্দরী কন্যার পিতা অরিন্দম! অরিন্দম কি এতদিন নিজের পিতৃত্বের প্রতি সচেতন ছিল না? এই ডিম্পি তো সেই ডিম্পিই, যে একদিন এক নবজাতক শিশুরূপে অরিন্দমের ঘরে এসেছিল। হাসপাতাল থেকে ছোট ফুটফুটে শিশুটিকে নিয়ে এসেছিল অরিন্দম। নয়নার ফ্যাকাশে চেহারাতেও খুশী উপচে পড়েছিল। বলেছিল, খুব ফর্সা হবে তাই না? সেই ডিম্পি আজ এত বড় হয়ে গেছে? ডাক্তারী পড়ছে? অরিন্দম সব জেনেও নিজেকে আড়ালে কোথাও রেখে দিয়েছিল যেন। খানিক পূর্বের টিম্পুর কথা মনে পড়ল। আপনা ছোটা মেম সাহাব! ডিম্পি দিদি! টিম্পু পর্যন্ত দিদিকে আপনজন মনে করে নিজের অধিকার প্রকাশ করল। অরিন্দমের কোন বোধ ছিল না এত দিন?

এক অন্য অনুভূতি ও উত্তেজনা নিয়ে অরিন্দম বাইরে বেরিয়ে এল। রাস্তায় পায়চারী শুরু করল। আশ্চর্য! অরিন্দমের পিতৃত্ব এতদিন কি করে চাপা ছিল? এই অনুভূতিকে কি চাপা দেওয়া যায়? অদ্ভুত লাগছে।

রাস্তায় চলতে চলতে তেওয়ারীর সাথে দেখা হল। তেওয়ারী জিজ্ঞেস করল, কোথায় যাচ্ছেন স্যার?

অরিন্দম বলল, এমনি একটু হাঁটছি। আপনি কোথায়?

আমি একটু দোকানে যাচ্ছি স্যার। কাল বম্বে যাচ্ছি তো, তাই ঘরের কিছু জিনিষপত্র এনে দিয়ে যাচ্ছি। তা না হলে, আমার স্ত্রীর আবার অসুবিধে হবে সব দিক সামলাতে।

কেন? হঠাৎ বম্বে কেন?

স্যার, মেয়েটার ছুটি শুরু হলো তো! তাই নিয়ে আসতে যাচ্ছি। অরিন্দম লক্ষ্য করল,

কথাটা বলবার সময়, তেয়ারীর চেহারায় আনন্দ ও খুশী টুপছে পড়ছে।

অরিন্দম পায়চারী করতে করতে, তেয়ারীর কথাই ভাবছিল। তেয়ারী কি, মেয়ে আসছে বলে খুশী? না, পিতৃত্বের অহংকারে খুশী? তারপর, নিজের মনে বিচার করে ধরে নিল, বোধ হয় দুটো কারণেই খুশী।

সেদিন অরিন্দমের টাইপিস্ট এক ঘণ্টার জন্য ছুটি চেয়ে ফিরে এল পাঁচ ঘণ্টা পর। অরিন্দম সেদিন মাখনলালের উপর খুব রেগে গিয়েছিল। বলেছিল, এরকম দায়িত্বহীনের মত কাজ করলে তোমার চাকরী রাখা মুশকিল হবে। আমি এ্যাকশন নিতে বাধ্য হব। মাখনলাল কাচুমাচু হয়ে বলেছিল, কি করব স্যার! গিয়েছিলাম ছেলেকে স্কুলে ভর্তি করতে। কিন্তু ছেলে তো নামেই স্যার।

ইন্টারভিউ হল আমার। তাও বিরাট লাইনে দাঁড়িয়ে আমার সময় আসবার জন্য অপেক্ষা করতে হল।

অরিন্দম মেজাজের রুক্ষতা কমিয়ে বলেছিল, তো ভর্তি হল?

সঙ্গে সঙ্গে মাখনলাল মুখে বিগলিত হাসি এনে বলেছিল, আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার। এখন থেকে ছেলের পিতা তো শুধু নই ছেলের সেবক হলাম। সারাজীবন ধরে দায়িত্ব পালন করতে হবে। মানুষ করতে হবে ছেলেকে।

সেদিনের মাখনলালের কথায় প্রচ্ছন্নভাবে পিতৃত্বের অহংকার ছিল না কি? সেদিনের মাখন লালের চেহারার মূল ভাবটা কি ছিল, সেটা নিয়ে নতুন করে বিচার করতে শুরু করল অরিন্দম। তারপর, নিজের কাছে নিজের রায় দিল, নিঃসন্দেহে সেদিনের মাখনলালের চেহারায় পিতৃত্বের অহংকার ছিল।

জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার চৌধুরী, ঘরে রান্না ঘর সামলায় বলে সবাই খুব ক্ষ্যাপায় চৌধুরীকে। একদিন অরিন্দমও ঠাট্টা করে বলেছিল, কি হে চৌধুরী, তুমি নাকি প্রতিদিন রান্না কর!

চৌধুরী খুব লজ্জিত স্বরে বলেছিল, তা মাঝে মাঝে করি স্যার।

কেন? তোমার স্ত্রী কি রান্না জানে না?

তা জানে স্যার। আসলে, আমি একটা জিনিষ জানি না, মানে, পারি না। তাই, রান্নাবান্নাও আরো অনেক কাজ করতে হয় আমাকে।

কি পারনা তুমি? অরিন্দম অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিল।

স্যার, ঐ ছেলে পড়নোর কাজটা পারিনা আমি স্যার। আমার স্ত্রী খুব সুন্দর পড়াতে পারে। তাই, ওকে ছেলে পড়ানোর ভার দিয়ে, ওর কাজ আমি সামলাই। দু'জনের সংসার যখন, তখন দুজনে ভাগাভাগি করেই তো কাজ করা উচিত।

চৌধুরীর পিতৃত্বের অহংকার ও আনন্দ অপ্রত্যক্ষ ভাবে প্রকাশিত হয়। পিতৃত্বের খাতিরে, চৌধুরী রান্নাঘর সামলাতে লজ্জা পায় না। এটাই চৌধুরীর আনন্দ ও অহংকার।

রাজ্যের যত পিতা আছে, সব পিতার পিতৃত্বের অহংকার, অধিকার, দায়িত্ব, স্নেহ মমতা ও ভালবাসা নিয়ে অরিন্দম গবেষণা শুরু করল।

সুখন পিয়ন একদিন এক বাক্স মিষ্টি নিয়ে এসেছিল অরিন্দমের ঘরে। অরিন্দম বিরক্ত

হয়ে বলেছিল, কি ব্যাপার হঠাৎ মিষ্টি কেন? জানই তো আমি মিষ্টি খাই না।

স্যার, আমার মেয়েটা স্কুল ফাইন্যাল পাশ করল তো! আজ একটু খান স্যার! সেদিনও এক অভূতপূর্ব খুশীর ঝলক মেখে, এক অনবদ্য সুখ নিয়ে সুখন এসেছিল পিতৃত্বের আনন্দ ও সুখ প্রকাশ করতে।

অরিন্দম হাঁটতে হাঁটতে অনেক দূর এসে গিয়েছিল। হঠাৎ মনে পড়ল একটা দায়িত্ব পালন করা হয়নি। ডিম্পির পরীক্ষা চলছিল। পরীক্ষা কেমন হল সেটা তো জিজ্ঞেস করেনি অরিন্দম! ছিঃ ছিঃ, মেয়েটা কি মনে করল?

খুব দ্রুত পা চালিয়ে অরিন্দম ঘরে ফিরে এল। ডিম্পিকে ফোন করল। রিং হচ্ছে কিন্তু কেউ ফোন ওঠাচ্ছে না। অরিন্দম ঘড়ি দেখল সাড়ে দশটা বেজে গেছে। রাত সাড়ে দশটার পর, হস্টেলে ফোন করবার নিয়ম হয়ত নেই। অরিন্দম নিরাশ হয়ে গেল।

ডিম্পির সাথে যোগাযোগ করতে না পেরে অরিন্দম আর এক জায়গায় ফোন করল। এখানে তো কোন নিয়ম নেই। অরিন্দম যোগাযোগ করতে পারবে না কেন?

হ্যালো! ঘুম চোখে নয়না ফোন ওঠাল।

কি হল? এখনই সব ঘুমিয়ে পড়েছ মনে হচ্ছে?

রাত্রি বেলাতো মানুষ ঘুমোয়ই।

আমি তো ঘুমোই নি?

তোমার কথা আলাদা। বল, কি হয়েছে? নয়না বিরক্তি নিয়ে বলল।

কিছু হয়নি। ডিম্পি তোমার ওখানে আসছে জানতো!

হ্যাঁ, ডিম্পির সাথে কথা হয়েছে আমার।

অন্তুকে দাও তো!

অন্তু এখন ঘুমাচ্ছে। কি বলবে আমাকে বল, আমি কাল বলে দেব।

আহা, অন্তুকে ডাক না!

এই রাত্রিবেলা ভীষণ বিরক্ত করছ কিন্তু তুমি। বেচারা ঘুমোচ্ছে। এখন কি ঘুম থেকে ওঠাব?

অন্তু চোখ রগড়াতে রগড়াতে এসে ফোন ধরল।

হ্যালো!

কি হল ঘুমোচ্ছিলি?

হ্যাঁ।

শোন, তোর কি ঘড়ি পছন্দ বল আমি পাঠিয়ে দেব।

এত রাতে ঘুম ভাঙ্গিয়ে ঘড়ির কথা জিজ্ঞেস করবার কোন কারণ খুঁজে পেলনা অন্তু। তাই বলল, ঘড়ি? ঘড়ি তো আমার আছে।

কিন্তু এত রাতে ঘড়ির কথা কেন বাবা?

আমি এবার তোমাদের ওখানে যাব। তোমার প্রিন্সিপালের সাথে দেখা করব। অরিন্দম আবার বলল।

হঠাৎ এসব অপ্রাসঙ্গিক কথা শুরু করলেন কেন বাবা, অন্তু বুঝল না। অন্তু বলল, কেন বাবা? প্রিন্সিপালের সাথে দেখা করবে কেন? আমার নামে তো কোন কমপ্লেনই নেই বাবা।

তা না থাক। আমি এমনি দেখা করব।

অন্তু বাবার কথার কোন অর্থ খুঁজে না পেয়ে বলল, করবে।

ছেলের কাছে পিতৃত্বের দায়িত্ব পালন করতে চাইল, কিন্তু ঠিক সুবিধে করতে পারছে না যেন অরিন্দম। তাই অন্য কথা জিজ্ঞেস করল। আর সব ভালো তো? তুই ভাল আছিস তো?

হ্যাঁ আমার ঘুম পাচ্ছে। রাখব বাবা।

ঠিক আছে, তোর মাকে দে।

মা তো ঘুমিয়ে পড়েছেন!

কি আশ্চর্য! তোরা দু'জনে এত ঘুম কাতুরে হয়েছিস কেন বলত?

অন্তু রেহাই পেতে চাইছে, তাই বলল, ডাকব মাকে?

হ্যাঁ, ডাক।

নয়নাকে আবার ঘুম চোখে উঠে আসতে হল।

আবার কি হল? তোমার চোখে ঘুম নেই বলে কি রাজ্যশুদ্ধ লোক জেগে থাকবে?

আচ্ছা. আমি এত দূর থেকে ফোন করছি, আর তুমি এমন করছ কেন বলত? ঘুমটাই তোমার কাছে প্রধান হল?

ঠিক আছে বাবা, যা বলতে চাইছ বলে ফেল না? নয়না গলার স্বর শান্ত করে বলল।

তুমি ওরকম করবে কেন?

কি করলাম আমি?

এমন দায়সারা গোছের কথা বলবে কেন?

তাই বুঝি? মনে হচ্ছে আজ তুমি উপোস! খাওয়া-দাওয়া হয়নি। তাই না? মানুষ অভুক্ত থাকলে খিদের জ্বালায় অবাঞ্ছিত খাবারের কথাও স্মরণ করে।

নয়নার ইচ্ছে হল জবাবটা এইভাবে দেয়। কিন্তু, বলতে পারল না। জিজ্ঞেস করল, আর কিছু বলবে?

থাক। অরিন্দম অভিমান করে বলল।

অরিন্দম আজ অন্য আগ্রহ নিয়ে ফোন করেছিল। কিন্তু, নয়না এমন নির্জীব ও নির্লিপ্ত হয়ে জবাব দিল কেন বুঝল না অরিন্দম। অভিমান করে লাইন কেটে দিল অরিন্দম।

সন্ধ্যেবেলা ব্যাডমিন্টনে হেরে যাওয়ার পর অরিন্দমের খুব মন খারাপ হয়েছিল। সঙ্গে, লীনার দুর্ব্যবহার ও মিসেস সেনের বাড়তে মহিলাদের দ্বারা, অরিন্দমের বিদ্রূপ ও অপমান, সব মিলিয়ে, অরিন্দম এক পরাভূত অপমানিত মানুষ ছিল সন্ধ্যেবেলা। সেই পরাস্ত অসম্মানিত মানুষটার কি নবজন্ম হল? না, নবজন্ম নয়, অচেতন অরিন্দম, চেতনা ফিরে পেয়েছে অকস্মাৎ। সজাগ হয়ে উঠেছে আপন ব্যক্তিসত্তার প্রতি।

কিন্তু, অরিন্দমের মধ্যে এই চেতনার উদয় হল কি করে? অরিন্দম চিন্তা করে দেখল,

টিম্পুই সহসা অরিন্দমকে জাগিয়ে তুলেছে। যেই মুহূর্তে টিম্পু, ডিম্পির প্রতি নিজের আধিকারের দাবী নিয়ে ঘোষণা করল, আপনা ছোটা মেমসাহাব। আপনা ডিম্পি দিদি! সেই মুহূর্তে টিম্পু, ডিম্পির প্রতি নিজের অধিকারের দাবী নিয়ে ঘোষণা করল, অপনা ছোটা মেমসাহাব! আপনা ডিম্পি দিদি! সেই মুহূর্তে অরিন্দম নিজের অধিকার ও কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন হয়েছিল।

সত্যিই, টিম্পুরও এই ঘরের প্রতি, ঘরের মানুষের প্রতি মায়া ভালবাসা শ্রদ্ধা আছে। তাই, ঘরের মানুষদের ওপর নিজের আন্তরিক অধিকার প্রকাশ করতে পারে।

অরিন্দম কি নিজের ঘরের প্রতি, ঘরে মানুষের প্রতি অধিকার বোধ প্রকাশ করেছে কখনো?

আমার মেয়ে! আমার ছেলে! বলেছে কখনো অরিন্দম! আমার শব্দের দ্বারাই তো আপন অধিকার প্রকাশ হয়ে পড়ে!

আজকের সন্ধ্যা লগ্নের পর হঠাৎ অরিন্দমের মনে যে আশ্চর্য সুন্দর অনুভূতি হল, তার জন্য টিম্পুর কাছে কৃতজ্ঞ অরিন্দম।

নিজের পিতৃত্বের আনন্দ ও অনুভূতি ভুলে গিয়েছিল অরিন্দম। অরিন্দম ঘোষ, ডিম্পি অন্তু নামের দুই সন্তানের পিতা। এই সত্য তো ডিম্পি অন্তুর জন্মের পরই ধার্য হয়েছিল। তাহলে? অরিন্দমের পিতৃত্ব তো ছিলই। কোন কারণে অরিন্দম পিতৃত্বের আনন্দ, দায়িত্ব, ভালবাসা, অধিকারাদিকে, মনের কোথাও চাপা দিয়ে রেখেছিল। ছোট্ট ডিম্পি অন্তুকে কি অরিন্দম ভালবাসত না? নাকি, অরিন্দম ওদের কোন দায়িত্ব পালন করেনি? ছোট ডিম্পি অন্তু অরিন্দমের প্রাণ ছিল। ভীষণ ভালবাসত অরিন্দম দুই সন্তানকে। কিন্তু, মাঝখানে সব কিছু, কেমন যেন ওলট পালট হয়ে গেল। ডিম্পি অন্তুকে নিয়ে নয়না জব্বলপুরে চলে গেল। অরিন্দমও নিজেকে অন্যত্র ব্যস্ত রাখতে অভ্যস্থ হয়ে গেল।

ডিম্পির পরীক্ষা কেমন হল, এই কথাটা ডিম্পিকে জিজ্ঞেস করতে পারল না বলে নিজেকে অপরাধী মনে হল অরিন্দমের। ডিম্পিকে না পেলেও অন্তুকে পেয়েছে! এই সুখানুভূতিই অরিন্দমকে বেশ শান্তি দিল।

ছোট দুই শিশু সন্তান এত বড় হয়ে গেল! অরিন্দম টের পেল না কেন? অরিন্দমের দুই সন্তান পরিণত মানুষের রূপ পেতে যাচ্ছে, এই সত্য এতদিন উপলব্ধি করল না কেন অরন্দিম?

অরিন্দম পিতা। অরিন্দম দুই সন্তানকে জন্ম দিয়েছিল। সেই সন্তানদের একজন ডাক্তার হতে চলেছে। অন্য জন স্কুল ডিঙ্গিয়ে কলেজে প্রবেশ করবার পথে। অথচ, সন্তানদের এই বর্দ্ধিত কালকে কেন্দ্র করে অরিন্দমের কোন ভূমিকা ছিল না কেন? অরিন্দম তো কখনো কোন দায়-দায়িত্ব নেয়নি! নিজেকে কখনো দুশ্চিন্তাগ্রস্থ পিতা মনে হয়নি অরিন্দমের। ছেলেমেয়ের ভবিষ্যতের দুর্ভাবনায় কাতর হয়নি কখনো অরিন্দম।

ডিম্পি অন্তু, দুজনের মধ্যেই মায়ের চেহারার আদল বেশী। ডিম্পির গাত্রবর্ণ পরিষ্কার, অন্তুরটা চাপা। ছেলেমেয়ে দুজনের মুখাকৃতি কল্পনা করলে, স্বাভাবিক ভাবে, আরেক জনের

চেহারা চোখের সামনে ভাসবেই। শক্ত ব্যক্তিত্বের উদাসী অভিমানী এক চেহারা স্পষ্ট হল অরিন্দমের কল্পনায়। আজকাল কি নয়নাকে খুব ক্লান্ত দেখায়? একবার গৌহাটির বৌদি ফোন করে বলেছিল, তোমার বৌ বোধহয় ভীষণ পরিশ্রম করে গো। মাঝে মাঝে অসম্ভব ক্লান্ত দেখায়। একটু যত্ন আত্তি করো।

কতদিন হয়ে গেল নয়নার সাথে দেখা হয়নি।

গতবার অন্তু একাই এসেছিল। দুবছর হয়ে গেল নয়না আসেনি অরিন্দমের ঘরে। নয়না কি ইচ্ছে করে আসে না। নাকি, অন্য কোন কারণে আসতে পারে না। শেষ কবে এসেছিল যেন নয়না? অরিন্দম হিসেব করে দেখল, প্রায় সাড়ে তিন বছর হয়ে গেছে নয়না আসেনি। সেই ডিম্পির মেডিকেল ভর্তির সময় এসেছিল। তারপর আর আসেনি নয়না।

কিছুদিন পূর্বে নয়নাকে দেখবার প্রবল আকুলতা জেগেছিল। এই মুহূর্তেও সেই আকুলতাটা ভীষণভাবে অনুভব করল অরিন্দম। তিন বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে, নয়না এল না কেন? ঘরে আসতে ইচ্ছে করেনি নয়নার?

স্মৃতির আড়াল থেকে সেই দিনটিকে সম্মুখে এনে হাজির করল অরিন্দম। যাবার দিন, এখানে, এই কামরাতেই বসেছিল নয়না। শান্ত মূর্তির মধ্যে ধৈর্যের এক অপরিসীম প্রলেপ মেখে বসেছিল। অরিন্দম সেদিন অসম্ভব বিরূপ ছিল নয়নার ওপর। প্রবল বিতৃষ্ণায় অসহ্য মনে হয়েছিল নয়নাকে সেদিন। কিন্তু কেন?

অরিন্দম উঠে পায়চারী শুরু করল। কি দোষ ছিল নয়নার? নয়নার বিচার করতে বসলে অরিন্দম কি কোথাও কোন দোষ ত্রুটি খুঁজে পাবে? ছেলে মেয়েকে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে গিয়ে মানুষ করছে, এই কি নয়নার অপরাধ? নয়নার এই অহংকার সহ্য করতে পারেনি অরিন্দম। কিন্তু, নয়নার এই কাজের উদ্দেশ্য তলিয়ে দেখলে বোঝা যাবে নয়নার এই দোষ, কোন মারাত্মক দোষ ছিল না। যার জন্য অরিন্দম চূড়ান্ত অপমান করেছিল সেদিন নয়নাকে। অন্য দিকে অরিন্দমের দোষ ছিল প্রচুর।

অরিন্দম নয়নাকে বিয়ে করে এনে ঘর বেঁধেছিল। কিন্তু সেই ঘরে অরিন্দমের কোন আকর্ষণ ছিল না। ঘরের বাইরে, নিজস্ব দুনিয়া নিয়ে ব্যস্ত থেকেছে অরিন্দম। যেখানে নব নব সুখ ও আনন্দধারা রচিত হত অরিন্দমের জন্য। অরিন্দম সেই সুখে বিভোর থাকত। অরিন্দম মানুষটার সুখ বা আত্মতৃপ্তির অভাব ছিল না। স্বার্থপরের মত, কেবল আপন খুশীর নেশায় মেতে থাকত অরিন্দম। ঘর ও ঘরের মানুষের জন্য কোন আন্তরিক অনুভূতি ছিল না অরিন্দমের। ফলে, ঘরের মানুষটাকে বরাবরই করুণা করে এসেছে অরিন্দম। আত্মসুখের উৎকৃষ্টতায় আচ্ছন্ন অরিন্দম, ঘরের মানুষটাকে অপ্রয়োজনীয় ও অবাঞ্ছিত মনে করত। কিন্তু, অরিন্দমের আপনার পৃথক জগতে যে সুখ রচিত হত, সেই সুখ রচয়িতারা কারা? অরিন্দমের কোন আপনার জন কি? যাদের ভূমিকা অরিন্দমকে আত্মহারা করে, আবেশে পুলোকিত করে তুলত, তারা কেউ তো অরিন্দমের আপনার ছিল না? বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন রমনীর, বিভিন্ন ভূমিকা সহযোগে, অরিন্দম আত্মতুষ্টির চরম শিখরকে উপলব্ধি করলেও, অরিন্দমের সেই সুখ ছিল ক্ষণিকের, সাময়িক। কিছুটা সময়ের জন্য অরিন্দমের অধিকারে থাকত তারা।

কারণ, তাদের সবরাই, এক একটা পৃথক পরিচয় ছিল বা আছে। অরিন্দমকে মাতোয়ারা করে পাগল করে দেওয়া এই প্রেয়শীরা, অরিন্দমের অন্য সুখ-দুঃখের ভাবনা নিয়ে কখনও মাথা ঘামাত না, তারা অরিন্দমের সন্তানদের জন্য চিন্তিত ছিল না। অরিন্দমের সন্তানের দায়িত্বের বোঝা ঘাড়ে চাপাত না। নয়নার ফটো সামনে রেখে মুখোমুখি বসল অরিন্দম। ফটোর মধ্যে নয়নার যুবতী বয়সের ছবি। এই চেহারার রূপান্তর হয়েছে নিঃসন্দেহে। অরিন্দমের কাছে নয়নার আর কোন ছবি নেই বলে, অরিন্দম এই ছবিটাই মন দিয়ে দেখে।

একটা কথার জবাব দেবে নয়না? তুমিই বোধহয় সব চাইতে ভাল জবাব দিতে পারবে নয়না। তাই তোমাকেই জিজ্ঞেস করছি। অরিন্দম ঘোষের আসল পরিচয় কি বলবে?

অরিন্দম ঘোষ একজন চরিত্রহীন? দিনের পর দিন, লাস্যময়ী নারীদের মোহে আকৃষ্ট হয়ে সুখ আহরণ করা এক লম্পট?

না, নয়না, অরিন্দম ঘোষ নৈতিক জ্ঞানবর্জিত হীনচরিত্রের নয় শুধু। আত্মকেন্দ্রিক স্বার্থপরও শুধু নয়, দায়িত্ব জ্ঞানহীন অপদার্থও নয়। অরিন্দম ঘোষ এক নিরেট মূর্খ, বোধবুদ্ধি হীন অমানুষ। আত্মসম্মানকে বাঁচিয়ে রেখে চলবার সুবুদ্ধিটুকু যার ছিল না। যে অরিন্দম ঘোষ তোমার মত মানুষকে করুণা করে আত্মতৃপ্তি উপভোগ করত, সেই অরিন্দম ঘোষ নিজেই লোকের করুণার পাত্র! লোকের পরিহাসের পাত্র! আই এ্যাম নাথিং বাট এ্যা বোনলেস ফেলো নয়না!

আমার এত রকমের বিশেষ বিশেষ গুণ থাকা সত্বেও তুমি আমায় ত্যাগ করনি নয়না। ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নাও নি। ইউ আর স্টিল উইথ মী নয়না। তুমি আমার এই ঘরে ছিলে, আছ, থাকবে।

জান নয়না, আজ হঠাৎ নতুন করে আমার পিতৃত্বকে উপলব্ধি করলাম আমি। আমার ভীষণ অহংকার হচ্ছে নয়না। পিতৃত্বের অহংকার যে এত আনন্দদায়ক, আমার জানা ছিল না। এক অপূর্ব সুখানুভূতি আমি আজ বিভোর। আমি একজন পিতা। আমার দুই সন্তানের পিতা। আমার মধ্যে এই উপলব্ধিকে তুমি গেঁথে দিয়েছিলে নয়না। বিভিন্ন কারণে, সাময়িকভাবে সেই অনুভূতি থেকে বিরত থাকলেও ডিম্পি ও অন্তুর ওপর পিতৃত্বের অধিকার ও দাবীতো আমারই নয়না। আই এ্যাম গ্রেটফুল টু ইউ নয়না। আমি কৃতজ্ঞ নয়না।

আমার এই ঘরকে কেন্দ্র করে, তোমার দুটো পরিচয় অতি স্পষ্ট ও সত্য নয়না। যা প্রমাণ করে তুমি আমার এই ঘরের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছ। তুমি অরিন্দম ঘোষের স্ত্রী ও তার সন্তানদের মাতা। তোমার এই দুটো পরিচয়ের প্রকৃত মর্যাদা রেখেছ তুমি। এটা তোমার মহানুভবতা নয়না।

একক হস্তে, একক পরিশ্রমে ও কর্তব্য বোধে দুটো শিশুকে এতবড় করে তুলেছ! তোমার ধৈর্য ও সহনশীলতার তুলনা নেই নয়না। কষ্ট চাপতে অরিন্দম চোখ বন্ধ করল। দু'ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল।

অরিন্দম খুব মনযোগ দিয়ে নয়নার ফটো দেখতে শুরু করল। আমি তোমাকে আপন করতে চাইনি, না, তুমি আমার আপন হতে চাওনি? কোনটা সত্য নয়না?

নয়না তুমি কি সত্যিই আর আসবে না? আজ তোমায় খুব দেখতে ইচ্ছে করছিল নয়না। তুমি কি আমার উপর রাগ করেছ নয়না? তুমি সেবার এসে যখন ডিম্পিকে মেডিকেল কলেজে নিয়ে গেলে, আমি তখন খাণ্ডালায় যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। তোমার দর্প চূর্ণ করতে আমি জোর করে ডিম্পিকে নিয়ে যেতে চেয়েছিলাম অবশ্য। কিন্তু, পর দিনই আমার মত পাল্টাতে হয়েছিল। আমি আর এক জনের কথা রাখতে বাধ্য হলাম। কারণ, সেই আরেক জনের খাণ্ডালার হোটেলে আয়েশ করবার শখ হয়েছিল। তোমার স্বামী যখন খাণ্ডালা হোটেলে শয্যাসঙ্গীনীর বাহুডোরে আবদ্ধ হয়ে পরম সুখ আহরণ করছিল, তুমি তখন মেয়েকে কলেজে ভর্তি করবার জন্য নাজেহাল হচ্ছিলে নয়না।

আমি যে কত দুর্বল ও অক্ষম মানুষ আমার বোধগম্য হত না নয়না। আমার নিজস্ব গণ্ডির বৃত্তে আমি বিরাজ করতাম এবং সেখানেই আমার জন্য শ্রেষ্ঠ সুখ গচ্ছিত আছে বলে মনে করতাম। যদি না, টিম্পু আজ আমায় চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে না দিত, আমারো তোমাদের সবার ওপর অধিকার ও দাবী আছে।

সাহাব, খানা খয়িয়েগা নহী? টিম্পু সাহেবকে ডাকতে এল।

অরিন্দম বিরক্ত হয়ে বলল, তুই আজ কাল যখন তখন এসে খুব জ্বালাতে শুরু করেছিস।

আপকো খানা খানা হ্যায় কি নহী? আধি রাত বীত চুকা আপকো পতা হ্যায়?

দে, খেতে দিবি তো দিয়ে দে। তা না হলে তো পেছনে লেগে থাকবি আঠার মত।

অরিন্দম খেতে বসে বুঝতে পারল, বেশ খিদে পেয়েছে। অরিন্দম গপাগপ্ খাচ্ছিল।

টিম্পু বলল, ধীর ধীরে খাইয়ে না সাহেব, কহী যানা তো নহী আপকো।

তা অবশ্য, এত তাড়াহুড়ো করবার কোন কারণ নেই। দেরী হলেও, রাত আর একটু গভীর হওয়া ছাড়া অন্য কিছু তো হবে না?

টিম্পু আজকাল বেশ কথা বলে। ভালই লাগে অরিন্দমের।

টিম্পুর সন্ধ্যেবেলার কথাটাও দারুণ লেগেছিল। অপনা ছোটা মেমসাহাব! অপনা ডিম্পি দিদি! খুব আন্তরিক লেগেছিল।

অরিন্দম বলল, এই হতভাগা, তুই এত সব বলিস কি করে রে? শুধু ডিম্পি দিদি তোর আপন? আর কেউ আপন নয়?

কিঁউ নহী, অন্তু বাবু ভি অপনা হ্যায়! মেম সাহেব ভী অপনা হ্যায়!

আর আমি? অরিন্দম সত্যিকারের আহত কণ্ঠে চেঁচাল?

আপ? আপ বাহার কো আপনা সমস্তে হ্যায়। ঘরকা পরোয়া তো আপকা নহী হ্যায়।

অরিন্দম টিম্পুর কথা শুনে অবাক হয়ে গেল। টিম্পুও এত বোঝে? ঘরের প্রতি অরিন্দমের টান নেই? ঘরের পরোয়া করে না অরিন্দম! অরিন্দম কষ্টটা হজম করে জিজ্ঞেস করল, আমি যাই করি না কেন, তুই আমায় আপন ভাবিস না?

হাঁ সোচতা হু। মেম সাহেব বোলী থী, যে ঘরে থাকবি, সে ঘরকে আপন মনে করবি। সে ঘরের লোকদের আপন বলে ভাববি।

কোন মেম সাহাব বোলী থী? অরিন্দম জিজ্ঞেস করল।

আপনা মেম সাহেব!

অন্তর যার থাকে, সেই তো অন্তরের খেলা খেলতে পারে! অন্তর যার নেই, সে কেমন করে অন্তর বিলোবে?

অরিন্দম আর খেতে পারল না। নিজেকে খুব ছোট মনে হল। কোন একদিক দিয়ে টিম্পুর থেকেও নিম্নমানের মনে হল নিজেকে।

ডি. এ. ইন্ডাষ্ট্রির উপর দেবতা আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হয়েছে। দেবতার দূতরূপে পুরন্দরের আগমণ হয়েছে। তাই ডি. এ. ইন্ডাষ্ট্রি, নব উদ্যোমে, নব উচ্ছ্বাসে উন্নতির সোপান সম্মুখে রেখে আপনগতি নিয়ন্ত্রণ করছে, সফলতার সুউচ্চ শিখরে প্রবেশ করবার আয়োজন করছে। শুধু মার্কেটিং নয়, অন্যান্য সকল বিষয়ে পুরন্দরের বিশেষ দক্ষতার প্রমাণ ডি. এ. ইন্ডাষ্ট্রির সকলকে অবাক করে দিয়েছে। ফলে, গুরুত্বপূর্ণ অনেক কাজের দায়িত্ব পুরন্দরের উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। নয়নার অনেক কাজও পুরন্দর নিজের হস্তগত করে ফেলেছে। তাই, নয়নাকে এখন আর বাজারে ও দোকানে দোকানে ঘুরতে হয় না। কেনাকাটা সব পুরন্দর করে। অর্থাৎ, পার্চেজিংয়ের সব দায়িত্বও এখন পুরন্দর নিয়েছে।

অফিসের বারান্দার একাংশে শোরুম তৈরী হয়ে গেছে। বারন্দায় বাকী অংশ লোহার গারাদে বাঁধিয়ে শক্ত আবেষ্টনীতে ঘিরে রাখা হয়েছে। নিরাপত্তার এই ব্যবস্থাও, পুরন্দরের মূল্যবান মস্তিষ্কের অবদান। সেই শো রুম সাজিয়ে গুছিয়ে খদ্দেরদের জন্য আকর্ষনীয় করে তুলতে হবে। বিকাশ ও পুরন্দর সেই কাজেই খুব ব্যস্ত। সামান্য হলেও, ডি. এ. ইন্ডাষ্ট্রির সম্পূর্ণ আকৃতির রূপান্তর হয়েছে। ডি. এ. ইন্ডাষ্ট্রি এই নবরূপে সকলে খুব খুশী। নয়না আনন্দ ধরে রাখতে পারছে না। আপন হাতের সামান্য সৃষ্টিকে এই অসামান্য পরিবর্তিত রূপে প্রত্যক্ষ করবে বলে ভাবেনি কখনো।

পুরন্দর সকালে এসে একবার নয়নাকে জানিয়ে গেছে, প্রয়োজনীয় কিছু কেনাকাটা করতে হবে। নয়না বলেছে, যা যা লাগবে একবারে নিয়ে নাও। বিকাশ বাবুর সঙ্গে বসে একটা তালিকা করে নাও। তবে, বাজেটের বাইরে যেন কিছু না হয়। না ম্যাডাম, তা কি কখনো হয় নাকি। পুরন্দর নয়নাকে আশ্বাস দিয়েছে।

মাঝখানে অসুখের জন্য নয়না একটু ঝিমিয়ে পড়েছিল। কাজে কর্মে উৎসাহ পাচ্ছিল না। এখন আবার নব উৎসাহে মেতে উঠেছে নয়না। মানুষের আসল শক্তি সক্রিয়তা। সদা চলমান থাকলে, মানুষ কখনো ক্লান্তি বোধ করে না, অবসন্নতার স্বীকার হয় না। নয়না নামের যন্ত্রটার গতি এখন ভীষণভাবে সচল। শরীর ও মন দুইই স্বতঃস্ফূর্ত্ত ও আগ্রহী ডি. এ. ইন্ডাষ্ট্রি নামক নেশাকে ঘিরে। নয়নার মন ভালো থাকবার আর একটা প্রধান কারণ অবশ্য ডিম্পি আসছে গৌহাটিতে। বহুদিন মেয়েকে দেখেনি নয়না। সেই অন্তুকে নিয়ে বম্বে গিয়েছিল, তারপর আর ডিম্পির সাথে দেখা হয়নি নয়নার। ছুটিতে একবার বন্ধুর সঙ্গে বাঙ্গালোর গিয়েছিল ডিম্পি, একবার বাবার কাছে পঞ্চশীলাতে। নয়না অনেক দূরে থাকে বলে নয়নার কাছে আর আসা হয়নি ডিম্পির। এবার অনেকদিন পর মেয়েকে দেখবে নয়না। ডিম্পির

আগমনে, অন্তু ও নয়নার একাকিত্বের ও এক ঘেয়েমির অবসান হবে, নয়নার ঘর উচ্ছল ও তরঙ্গায়িত হয়ে উঠবে।

নয়না নিজের আসনে বসে বসে ডিম্পির কথাই চিন্তা করছিল। পুরন্দর আর বিকাশ লিস্ট নিয়ে এল।

ম্যাডাম, দেখুন ঠিক আছে কিনা! বিকাশ কাগজ বাড়িয়ে দিল। নয়না বলল, আমার দেখবার প্রয়োজন আছে কি?

নিশ্চয় ম্যাডাম। আপনার অনুমতি ছাড়া তো কিছু হতে পারে না।

পুরন্দর আর বিকাশকে বসতে বলে, নয়না কাগজটা হাতে নিল।

ফার্নিশিং মেটেরিয়েল, ছোটখাট কয়েকটা টুলস ও মেশীনের নাম, এগুলো নিয়ে নয়না মাথা ঘামায় না। নয়না কিছু বোঝেও না।

তাই এসব পুরন্দরের ওপর ছেড়ে দিয়েছে। যদিও, আগে এসব পার্চেজ করত নয়না নিজেই। নয়না জানে, পুরন্দর প্রয়োজনের বাইরে যাবে না। নয়না তালিকাভুক্ত জিনিষগুলোর নাম পড়ছিল। কাগজ, কার্বন, পেপার ইত্যাদি ছোটখাট কিছু জিনিষের পর পরবর্তী আইটেম এয়ার কণ্ডিশন ও গাড়ী।

নয়না কপাল কুঞ্চিত করে, এই দুই বিষয়ে লাল চিহ্ন দিল। দু'জনের দিকে দৃষ্টি রেখে জিজ্ঞেস করল, এ দুটো কেন?

বিকাশ ও পুরন্দর নিজেদের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময়ে করল। পুরন্দর বলল, ম্যাডাম এই দুটোরও প্রয়োজন আছে।

এখন কিসের প্রয়োজন এসবেব? পরে দেখা যাবে। এয়ার কন্ডিশনের মেইন্টেনেন্স খরচ অনেক। আর গাড়ী কেনার কোন প্রশ্নই আসেনা এখন।

পুরন্দর বলল, ম্যাডাম, এগুলো ঠিক অফিসিয়েল কাজের জন্য নয়। অবশ্য, আনঅফিসিয়েলও নয়।

অফিসিয়েল, আন অফিসিয়েল দিয়ে কি কথা? এই দুটো কেটে দাও। এধরনের বিলাসিতার কোন প্রয়োজন নেই এখন। পরে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করা যাবে।

প্রয়োজন আছে ম্যাডাম। দুটো জিনিষেরই প্রয়োজন আছে। গরমে আপনার খুব কষ্ট হয়, তাই, এয়ার কণ্ডিশনটা আপনার এই কামরায় থাকবে। বিকাশবাবু বল্লেন।

নয়না রেগে গিয়ে বলল, আমি আরাম করব, আর আপনারা সেদ্ধ হবেন? এ হতে পারে না। পরে দেখা যাবে, সুবিধে হলে এক সঙ্গে দুটো কামরাতেই লাগানো যাবে।

কেন হবে না ম্যাডাম! আমরা সকলে এখানে আপনার জন্য কাজ করছি ম্যাডাম। আপনার সুখ সুবিধে দেখা আমাদের কর্তব্য ম্যাডাম। আমাদেরটা পরে ম্যাডাম।

আর ঐ গাড়ীটা, মানে সেকেণ্ড হ্যাণ্ডই, সেটাও আপনার যাতায়াতের সুবিধের জন্য ম্যাডাম। বিকাশের কথা শেষ হতে, গাড়ীটার কথাও বলে ফেলল পুরন্দর।

আশ্চর্য! আমার জন্য এত চিন্তা করছেন কেন আপনারা বলুন তো? গরমে বা যাতায়াতে কোন কষ্ট হয় না আমার। আমি এত শৌখিনতা ও বিলাসিতা করলে আপনাদের কাউকে

মাইনে দিতে পারব না। পুরন্দর তুমি জান না, আমার আর অন্য কোন অতিরিক্ত ক্ষমতা নেই। হঠাৎ পয়সার আবশ্যকতা হলে, আমি বিপদে পড়ে যাব। তাই ইমার্জেন্সির জন্য সর্বদা কিছু সঞ্চয় রাখা দরকার। অনাবশ্যক কাজে খরচ করলে আমাদের চলবে কেন?

ম্যাডাম, আপনি এত ভাবছেন কেন? আমরা সব কিছু হিসেব করেই এই লিষ্ট তৈরী করেছি। কোথাও কোন ঘাটতি হবে না। পুরন্দরের কার্য কুশলতায়, আমাদের উদ্যোগ এখন উন্নতির চরম শিখরে। আমাদের উৎপাদিত বস্তু এখন প্রেষ্টিজিয়াস প্রডাক্টরূপে বাজারে বিক্রি হচ্ছে। বাজার এখন সম্পূর্ণ আমাদের হাতে ম্যাডাম।

বিকাশের অভয়বাণী সত্বেও, নয়না বিরক্তি নিয়ে বসে রইল।

তাহলে, ম্যাডাম ঠিক আছে তো সব?

এতসব করতে কে বলল আপনাদের বিকাশবাবু? কিছুদিন আগেই তো কম্পিউটারের জন্য বেশ খরচ হয়ে গেছে।

ম্যাডাম, ইউ ডিসার্ভ অল দিজ থিংস। ধরুন আপনার জন্য আমাদের সবার সামান্য শ্রদ্ধা এসব।

পুরন্দরের কথায় নয়না আরো আরো গম্ভীর হল। বলল, আমাকে না জানিয়ে সর্বকিছু তো করা হয়ে গেছে পুরন্দর! তাহলে আবার অনুমতি নেওয়া কেন?

নয়নার কথায় সাহস পেয়ে, পুরন্দর বাকীটাও বলে ফেলল। হ্যাঁ ম্যাডাম, সব কিছু করেই ফেলেছি। কাল শুধু ডেলিভারী নেব। তাহলে সব ফাইন্যাল তো ম্যাডাম! বিকাশবাবুও চট করে বলে ফললেন।

কি আশ্চর্য, সব হয়ে যাবার পর, আবার জিজ্ঞেস করা হচ্ছে সব ফাইন্যাল তো!

মাপ চাইছি ম্যাডাম। আপনার অনুমতি ছাড়া এই দুটো জিনিষ কেনার বন্দোবস্ত করে ফেলেছি বলে। আসলে আমরা জানতাম আপনি আপত্তি করবেন। তাই, কাজগুলো শেষ করেই আপনাকে জানালাম।

পুরন্দর, যখন ধরেই নিয়েছ তোমার দ্বারা সব কিছু সম্ভব, তখন আমার অনুমতি নেওয়াই বা কেন, আমার কাছে মাপ চাওয়াই বা কেন! তোমাদের যা খুশী কর তোমরা। আমি বাড়ী যাচ্ছি।

পুরন্দর হাসতে শুরু করেছে।

ম্যাডাম এই কান ধরেছি, আর কখনও আপনার অনুমতির বাইরে কাজ করব না। কাল দশটায় আসবেন ম্যাডাম। আগামীকাল আমাদের প্রদর্শনী কক্ষের শুভ উদ্বোধন হবে।

নয়না পুরন্দর আর বিকাশে দিকে একবার দৃষ্টি রেখে, কৃত্রিম রাগ প্রকাশ করে চলে এল।

পরদিন অফিসে ঢোকার মুখেই কোনও বিশেষ আয়োজনের ব্যবস্থা চলছে বলে মনে হল নয়নার। সামনের উঠোনে সামিয়ানা টাঙ্গিয়ে ঘেরাও করা হয়েছে চারধার। নব নির্মিত কক্ষটা চাদরে আবৃত। তবে উৎসবের উদ্যোক্তাদের কাউরে নজরে পড়ল না।

তাই উৎসব মুখর কোন ধ্বনিও শুনতে পেল না। নয়না নিজের কামরায় চলে এল।

নয়না নিজের আসনে বসবার সাথে সাথেই রোজকার মত, বসাক জলের গ্লাস নিয়ে হাজির হল।

নমস্কার ম্যাডম!

বসাক প্রতিদিনই নয়নাকে নমস্কার জানায়। আজ যেন বেশী খুশী দেখাচ্ছে বসাককে।

নয়না মনে মনে খুশী হল। নিঃসন্দেহে আজকের উৎসবের জন্যেই বসাককে বেশী খুশী দেখাচ্ছে।

একটু পরে বিকাশ আর পুরন্দর এল নয়নাকে ডাকতে।

চলুন ম্যাডম, সব রেডি।

কিসের?

ফিতে কাটবেন। আজ আমাদের শো রুমের শুভ উদ্বোধন হবে না!

এসব আবার কেন? আমাদের এই ছোট্ট চারজনের সংসারে, এত সব ফর্মেলিটির প্রয়োজন কি?

ম্যাডাম, চার জনের হোক, আর দুজনের হোক, সংসার তো! সব নিয়ম মানব আমরা। প্রতিটি কাজ বিধিবৎ হবে।

পুরন্দরের উৎসাহ বেশী, নয়নার সব কথার জবাব আগ বাড়িয়ে পুরন্দর দিচ্ছে।

আসুন ম্যাডাম!

যেতে হল নয়নাকে। যদিও এই ধরনের ব্যাপারগুলো নয়না পছন্দ করে না।

নব নির্মিত কক্ষটা এখন পর্দার আড়ালে। পর্দার মাঝখানে। গোলাপী রঙের চকচকে ফিতে আড়ে আড়ে বেঁধে রাখা হয়েছে।

বিকাশ বাবু, ট্রের মধ্যে কাঁচি নিয়ে দাঁড়ান।

নিন ম্যাডাম কাটুন। শুভ উদ্বোধন হোক আমাদের এই প্রদর্শনী গৃহের। পুরন্দরও বিকাশ বাবুর সঙ্গে ট্রে বাড়িয়ে ধরল।

নয়না খানিকটা বিবশ হয়ে, ওদের দ্বারা পরিচালিত হওয়াটাকে স্বীকার করে কাঁচি ওঠাল। ফিতে কাটল।

পর্দা সরে গেল। ডি. এ. ইন্ডাস্ট্রির অভিনব প্রদর্শন গৃহ ঝলমল করে উঠল। শ্বেত প্রস্তরে নির্মিত, দশ বাই বারো ফিটের ক্ষুদ্র কক্ষটির চার ধারের মসৃনতা, শ্বেত কোমল মখমলে আবৃত কোন অলৌকিক সৌন্দর্য মনে হল নয়নার। তার মাঝখানে ও দুইধারে, স্বচ্ছ পুরু কাচের সারি সারি স্তর। শুভ্র সাটিন বস্ত্রে আচ্ছাদিত সেই স্তর সমূহে, শ্রেণীবদ্ধভাবে, থরে থরে সজ্জিত, ডি. এ. ইন্ডাস্ট্রির রকমারি নমুনা। প্রতিটি স্তর, স্ব-অস্তিত্বের উজ্জ্বলতার প্রতীক রূপে চমক দিচ্ছে।

ঝকঝকে, তকতকে, বস্তু সমূহ রঙিন আলোক রশ্মির প্রতিফলনে কোন অসামান্য চুম্বক শক্তি সৃষ্টি করছে বুঝি, ফলে, সম্পূর্ণ প্রকোষ্টটি অসম্ভব ধাঁ ধাঁ লাগল নয়নার। তাই, প্রথমে ঠিকমত চাইতে পারল না। মুহূর্ত পরেই, দৃষ্টি রেখে, সম্মুখের কলাকুশলতা অবলোকন করে অভিভূত হয়ে গেল। চিত্ত উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। আনন্দ ও খুশী ধরে রাখতে পারছিল না

নয়না। নয়নার অজান্তেই, নয়না, উচ্চরবে আনন্দধ্বনি গেয়ে উঠল। চমৎকার! অভাবনীয়! এ্যা ইউনিক ডিসপ্লে!

কেবল নয়নার একলার আহ্লাদ ও স্ফূর্তি তো নয়। নয়নার হর্ষধ্বনি সংক্রামিত হয়ে, উপস্থিত সকলকে আনন্দ সাগরে ডুবিয়ে দিল। নয়না খানিকটা ধাতস্থ হয়ে বলল, এ যে দেখছি কুড়ে ঘরকে স্বর্গ বানিয়ে ফেলেছ তোমরা! অপূর্ব!

প্রত্যেকের চেহারায় খুশী উপচে পড়ছে। নয়না উপস্থিত সকলের দিকে এবার দৃষ্টি ঘোরাল। পুরন্দর ও বিকাশবাবুর সাথে, বিজন, সমীর, রিমা, বাসবী ছাড়াও আরো অনেকে অর্থাৎ কারখানায় যারা কাজ করে, তারাও বোধহয় এসেছে। সামান্য এক নির্মাণকে কেন্দ্র করে অসামান্য উৎসাহে ও উচ্ছ্বাসে এক মহা উৎসবের শরীক হয়েছে প্রত্যেকে।

নয়নার বোধহয় কিছু বলা উচিত। এদের সকলের অন্তরের উল্লাস ও অকল্পনীয় ভাবাবেগের অপ্রত্যক্ষ উৎস নয়না, এই সত্যটা নয়নার অন্তরে প্লাবন শুরু করল বুঝি।

নয়না সকলের উদ্দেশ্যে এক সঙ্গে বলল, তোমরা সকলে আমার আন্তরিক অভিনন্দন গ্রহণ কর। আমি আশা করি, আজকের এই নির্মাণ, এক খণ্ড নতুন আবির্ভাব রূপে, এই উদ্যোগের অনেক খুঁত বর্জিত করতে সমর্থ হবে।

ম্যাডাম, অল ক্রেডিট গোঁজ টু পুরন্দর। ওনাকে প্রথমে অভিনন্দন করুন ম্যাডাম।

বিকাশবাবুর কথা সমাপ্ত হবার আগেই নয়না পুরন্দরকে জড়িয়ে ধরল। ভাই, তুমি যে আমাদের কাছে কি, সেটা প্রকাশ করবার ভাষা আমার নেই। আমরা সকলে তোমাকে অন্তরে রেখে দেব পুরন্দর। এ ভাবে সর্বদা আমাদের পথ নির্দেশ করে যাবে তো।

বলতে বলতে নয়নার চোখ দুটো জলে ভরে গেল। হৃদয়ের স্পর্শ পেল যে নয়না এখানে। পুরন্দর নামের দক্ষতা আপ অন্তর ঢেলেছে এই উদ্যোগের উন্নতির স্বার্থে।

পুরন্দর লজ্জা পেল। নয়নার কাছে থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, ম্যাডাম, আমাদের এই মিলিত শক্তি, একদিন আমাদের এই উদ্যোগের জন্য আন্তর্জাতিক দরজা খুলে দেবে।

নয়না, পুরন্দরের পিঠে হাত রেখে বলল, তোমার ওপর সে ভার রইল ভাই। তুমি যখন, এতটা পেরেছে, আরো অনেক কিছু পারবে বলে আমার বিশ্বাস।

ম্যাডাম চলুন। এবার গাড়ীটা দেখবেন। বিকাশ গাড়ীর চাবিটা নয়নার দিকে বাড়িয়ে দিলে।

না, না, গাড়ী আবার কি দেখবে?

উদ্বোধন করবেন না ম্যাডাম। শুভদিনে একসঙ্গে হয়ে যেত!

সে, আপনি বা পুরন্দর, গাড়ীটা এক বার চালিয়ে নিয়ে এলেই হবে। বিকাশবাবু একটু মিষ্টি আনবার ব্যবস্থা করুন।

তা আনা হয়ে গেছে ম্যাডাম। মিষ্টি, কোল্ড ড্রিংক্স সব আনা হয়েছে।

আর একটু আনান বিকাশবাবু, আমার তরফ থেকে।

পুরন্দর বিজন সমীররা সব হৈ চৈ করতে করতে গাড়ী নিয়ে বেরিয়ে গেল। নয়না, বাসবী আর রিমাকে নিয়ে নিজের কামরায় চলে এল। খানিকক্ষণ পর বিকাশবাবু আবার এলেন নয়নাদের ডাকতে।

আবার কি হল? আর কি বাকী রয়েছে?

আপনাদের জন্য সবাই অপেক্ষা করছে। যজ্ঞ শুরু হয়েছে। যজ্ঞ শেষ হলে, সবাই মিষ্টি মুখ করব আমরা।

এসবের আয়োজনও করেছেন বিকাশবাবু?

তা একটু করেই নিলাম ম্যাডাম। পূজো অর্চনা করে শান্তি ও মঙ্গল কামনা করলে লাভ বৈ কোন ক্ষতি তো হবে না।

সামিয়ানা দিয়ে ঘেরাও করার অর্থ বাইরের লোককে চোখের আড়ালে, শুধু ডি. এ. ইন্ডাস্ট্রির মজদুর ভাইরা ও অন্যান্য কর্মচারীরা সকলে এক সঙ্গে মিলিত হয়ে কিছু কথাবার্তার আদান-প্রদান হবে ও খাওয়া-দাওয়া হবে এই ভেবেছিল নয়না। ভেতরে প্রবেশ করে দেখল সেখানেও বিরাট আয়োজন করা হয়েছে। হোমের আয়োজন করা হয়েছে। যজ্ঞ কুণ্ডের সম্মুখে, যাজ্ঞিক আপন বিধি নিয়ম পালন করতে ব্যস্ত। সবার অনুরোধে নয়নাকেও যজ্ঞে বসতে হল।

কোন কিছুই বাদ দেয়নি পুরন্দর আর বিকাশ। নয়না পূজো আর্চায় বিশ্বাস না করলেও, বাকী সকলে করে। তাই যজ্ঞের আয়োজন দেখে নয়না খুশী হল। এখানে উপস্থিত সকলের কর্মস্থল এই উদ্যোগ। এই উদ্যোগেব কল্যাণার্থে এবং এই উদ্যোগের কর্মচারীবৃন্দের মঙ্গল কামনায়, পুবোহিত মহাশয় অতি সুষ্ঠুভাবে যজ্ঞানুষ্ঠান সম্পন্ন করলেন। অনুষ্ঠান সমাপ্ত হলে শান্তি জল নিক্ষিপ্ত করে সকলের শান্তি কামনা করা হল।

পুরোহিত মহাশয় দক্ষিণা গ্রহণ করে বিদায় নেবার পর, নয়না বিকাশবাবুকে বলল, সবই যখন করেছেন আপনারা একটু খিচুড়ী ভোগের আয়োজনও করতে পারতেন। সকলে মিলে একসঙ্গে প্রসাদ খাওয়া যেত।

ম্যাডাম আয়োজন করা হয়নি কে বলল আপনাকে? সব হচ্ছে। আপনি কোন চিন্তা করবেন না।

নয়না বিকাশবাবুর উপর সন্তুষ্ট হল। বলল, খুব ভাল করেছেন বিকাশবাবু।

আপাতত আমরা সবাই একটু চা ও জল পান করব ম্যাডাম। একটু বাইরে আসুন আমরা জায়গাটা একটু ঠিক করে নিই।

পাঁচ মিনিট পর, নয়না আবাব সেই স্থানে এল। ঢুকতেই অস্বস্তি পেল। কারখানার শ্রমিকেবা একদিকে সারি দিয়ে বসেছে। অন্যদিকে অফিসের কর্মচারীরা। নয়নার জন্য আলাদা টেবিল চেয়াব সাজান হয়েছে সম্মুখে।

সব সময় আমাকে এভাবে আলাদা করে ফেলেন কেন বলুন তো? আমার জন্য সব সময় পৃথক ব্যবস্থা কেন?

ম্যাডাম আপনাকে আলাদা করব কেন? আমবা সবাই আপনার পাশে আছি। কিন্তু, আপনার নির্দিষ্ট আসন থেকে তো আপনাকে সরিয়ে আনতে পারি না। আপনার এই আসন সর্বদা থাকবে।

নিন, বসুন। বিকাশবাবু নয়নাকে বসতে বলল।

নয়না ঢোকার সাথে সাথে সবাই উঠে দাঁড়িয়েছিল। সেটাতেও নয়নার অস্বস্তি হয়েছিল। তাই নয়না আসন গ্রহণ না করে সামনের মানুষদের লক্ষ্য করছিল। কারখানা থেকে সবাই এসেছে, ওয়েল্ডার শিবরতন, মানিকলাল, রামদীন চৌকিদার। শ্রমিকদের মধ্যে সনাতন, প্রমোদ, রফিককে চিনল, নয়না। বাকী শ্রমিকদের নাম জানে না নয়না। শুধু মুখ চেনে। মোট ছত্রিশজন শ্রমিকই যোগদান করতে এসেছে। নয়নার খুব ভাল লাগল সবাইকে একসঙ্গে প্রত্যক্ষ করে। একটা অন্য অনুভূতি নয়নার অন্তরে তোলপাড় করতে শুরু করল।

নয়না, সম্মুখের সবার উপর ক্রমাগত দৃষ্টি বোলাচ্ছে বলে হয়ত, সেই অনুভূতিতে আপ্লুত হচ্ছে নয়না।

আজ আমার মনে একটা অন্য অনুভূতি আপনাদের কাছে কিছু ব্যক্ত করতে চায়। খুব আন্তরিক স্বরে বলল নয়না।

নিশ্চয় ম্যাডাম, বলনু না! তবে, আপনি দাঁড়িয়ে রয়েছেন কেন? পুরন্দর বলল।

আজ আপনাদের সকলকে একত্রে প্রত্যক্ষ করে মনে হচ্ছে, আমরা সবাই একটা পরিবারের সদস্য। এই সত্যটা আমার মনের মধ্যে ছিল, আজ নতুন করে উপলব্ধি করলাম যেন। কারণ আজ প্রথম, ডি. এ. ই পরিবারের সদস্যরা, এক সঙ্গে মিলিত হলাম। আপনাদের সকলের উপস্থিতিকে সাদর অভ্যর্থনা করছি।

বিকাশবাবু হাত তালি দিয়ে অন্তরের খুশী ব্যক্ত করলেন।

নয়না অস্বস্তি পেল। বলল, বিকাশবাবু এসব কি? আমি কি কোন ভাষণ দিচ্ছি? আপনাদের একত্রে কাছে পেয়ে কয়েকটা কথা বলা আবশ্যক মনে হল। মানে, আপনাদের উপস্থিতি আমাকে অনুপ্রাণিত করছে কিছু বলতে।

আজ আমি পৃথিবীর বৃহত্তম শক্তির মূল্যটা ভীষণ ভাবে উপলব্ধি করছি জানেন! আমি সুউচ্চ স্বরে বলতে পারি, আমাদের অতি আপন আমাদের ডি. এ. ইন্ডাস্ট্রি, আপনাদের সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফল।

ভাইরা, আপনাদের সবার কাছে আমার একটাই অনুরোধ, আপনাদের একতার বলকে, জীবিত রাখবার প্রয়াস করবেন। এই উদ্যোগ আপনাদেরই। আপনাদের প্রত্যেকের অতি আপন কর্মস্থল। আপনাদের কর্মক্ষমতাকে সজীব রেখে, এই কর্মভূমিকে সদা সক্রিয় রাখবেন।

ম্যাডাম, সকলকে একসঙ্গে উদ্দেশ্য করে কিছু বলতে পারেন, কেউ আশা করেনি। বিশেষ করে বিকাশবাবু মোহিত হয়ে গেলেন। ম্যাডাম, সবাইকে একত্রে অন্তরে গ্রহণ করেছেন এবং একই আন্তরিক সুরে প্রত্যেককে এই উদ্যোগের প্রতি আরও আগ্রহান্বিত করে তুলেছেন।

পুরন্দর ম্যাডামকে দেখছিল। ম্যাডাম খুবই সাধারণ, তবুও কোথায়ও এমন কিছু আছে ম্যাডামের, যা মানুষকে আকৃষ্ট করতে বাধ্য। এই মুহূর্তেও, ম্যাডামকে সেরকম কিছু মনে হচ্ছে।

নয়না নিজের ডান হাতের অনামিকা নাড়াচাড়া করতে করতে কিছু ভাবছিল। অন্যমনস্কতা কাটিয়ে সকলের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলল, সামান্য পুঁজি নিয়ে অনিশ্চয়তার উপর নির্ভর করে, প্রায় তিন বছর পূর্বে আমি এই কর্মভূমিতে অবতরণ করেছিলাম। সে সময়,

আমার একমাত্র সাথী ছিলেন বিকাশবাবু। বিকাশবাবুর অসাধারণ কর্মক্ষমতা, সুবুদ্ধি ও বিবচনাবোধের দ্বারা এই উদ্যোগের গোড়াপত্তন করা সম্ভব হয়েছিল। সত্যি কথা বলতে গেলে, বিকাশবাবুর, সহযোগিতা, ধৈর্য ও সহনশীলতা ছাড়া ডি. এ. ইন্ডাস্ট্রির অস্তিত্বকে একটা সক্রিয় রূপ দেওয়া অসম্ভব হত। তাই আমি স্বীকার করব, বিকাশবাবুর আন্তরিক সাহচর্য ব্যতিরেকে আমি একা কিছু করতে পারতাম না।

গোড়াপত্তনের পর, গত তিন বছর ধরে আমরা কোথাও তেমন মুস্কিলের মুখোমুখি হইনি যদিও, তবুও তেমন মসৃণ বোধ হয় আমরা ছিলাম না, যতটা আজ থেকে আমাদের এই প্রদর্শনী গৃহের কার্যকাল আরম্ভ হওয়ার সাথে সাথে আমরা হব। প্রদর্শনী কক্ষের নামে এক নতুনের সমাবেশ হয়েছে আমাদের এই কর্মভূমিতে, যা আমাদের ভীষণভাবে প্রভাবিত করেছে। সঙ্গে আমাদের এই উদ্যোগকেও প্রভাবিত করবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

আমার মনে হচ্ছে আজ যেন কোন উৎসবের আয়োজন করা হয়েছ আমাদের এই সংসারে। সকালে অফিসে প্রবেশ করবার সাথে সাথে আমি এক শুভধ্বনি শুনতে পেয়েছিলাম। আপনাদের সবার আগ্রহপূর্ণ আগমনে, সেই ধ্বনি মুখর হয়ে আমাকে আপ্লুত করে তুলেছে। যে কোন উন্নতির ক্ষেত্রেই কোনও নতুনত্বের প্রবেশ ঘটলে মানুষ উৎসুক হয়ে ওঠে, আশান্বিত হয়ে ওঠে, নতুনের স্পর্শে আপন উৎকর্ষতাকে আরো ফলপ্রসু রূপে প্রত্যক্ষ করতে চায়। সেই ফল লাভের পরিপ্রেক্ষিতে, নবপ্রাপ্তির আনন্দ ধ্বনি ও নতুনকে গ্রহণ করবার আনন্দে মেতে উঠেছি আজ আমরা সকলে। তাই নয় কি?

পুরন্দর হাসছে। মুখে আনন্দের হাসি নিয়ে মাথা নেড়ে ম্যাডামের কথার সমর্থন করল।

এই উৎসবের দিনে সর্বপ্রথম আমি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি বিকাশবাবুকে।

নয়নার কথায় বিকাশবাবু বিবশ ছিল, এই মুহূর্তে আরও বিবশ হয়ে নয়নার দিকে চেয়ে রইল।

বিকাশবাবুর পর, আমাদের এই সংস্থায় রিমা ও বাসবী এসেছে। দুজনেই নিখুঁত নিপুণ কর্মী। ওরা ছাড়া আমাদের এই সংস্থা অচল। কারণ, অফিসের যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ কাজ কর্মের কথা, যা আমরা মুখে বলি, ওরা যন্ত্রের দ্বারা চট্ করে টুকে নিয়ে লিপিবদ্ধ করে রাখে। এই দু'জনের যান্ত্রিক ক্রিয়াকুশলতা আমাদের কাজকর্ম অব্যাহত রেখেছে।

এরপর সমীর ও বিজনরা এসেছে। ওদের কর্মক্ষমতা ও দক্ষতার ফলে, এই উদ্যোগের মাল তৈরী করবার নির্দিষ্ট ভূমিখণ্ডটি কারখানা নামে স্বীকৃতি পেয়েছে।

অন্যদিকে এই কারখানার শ্রমিক ভাইদের অবদানকে ভুললে চলবে না আমাদের। শ্রমিক ভাইরা আমি আপনাদের সবার নাম মনে রাখতে পারিনি। সেজন্য ক্ষমা করে দেবেন। আপনাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের দ্বারাই আমাদের এই উদ্যোগ সদা সচল থাকে। আমাদের এই উদ্যোগ দ্বারা উৎপাদিত প্রতিটি বস্তু, আপনাদের পরিশ্রমের মূল্য বহন করে। এই উদ্যোগের প্রতিটি বস্তুর সাথে আপনারা জড়িয়ে আছেন।

নতুনত্ব ও পরিবর্তন, মানুষের জীবনে অন্য স্বাদ, অন্য আগ্রহ ও অন্য অনুভূতি নিয়ে আসে। আমাদের পুরন্দর ভাই, আমাদের সকলের একঘেয়েমী ভরা পুরোন স্বাদ থেকে মুক্তি

দিল। পুরন্দরের সংস্পর্শে এসে আমরা নব উৎসাহে নবীনকে গ্রহণ করলাম। আমাদের পুরন্দরের কোন তুলনা হয় না। আমি আশা করব, পুরন্দর আধুনিক আলোকধারা রূপে আমাদের মাঝে সদা বিরাজ করবে।

নয়না পুরন্দরের দিকে চেয়ে বলল, কি পুরন্দর আমাকে স্বার্থপর ভাবছ নাতো!

কি যে বলেন ম্যাডাম।

আজ তাহলে এই পর্যন্তই থাক । নয়না আসন গ্রহণ করল।

বিকাশ উঠে দাঁড়াল। ম্যাডাম যদি অনুমতি দেন, তাহলে আমি দুটো কথা বলব। তারপর, আমাদের চা পর্ব শুরু হবে।

অনুমতির কি আছে, কি বলেতে চান বলুন না!

আমার প্রিয় ডি. এ. ইন্ডাস্ট্রি কর্মীবৃন্দ, আপনারা সকলেই জানেন, ম্যাডাম আমাদের অন্নদাতা। ম্যাডামের দয়ায় আমরা আমাদের আর্থিক প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম হই।

নয়না বাধা দিল। এভাবে বলছেন কেন বিকাশবাবু? আমি কিন্তু কখনো আপনাদের পর মনে করিনি। আমি নিজেকে আপনাদের অন্নদাতা মনে করব কেন? আপনারা আপনাদের পরিশ্রমের ফল পান, তাহলে আমি হঠাৎ অন্নদাতা হতে যাব কেন?

বিকাশ হাতজোড় করে বলল, ম্যাডাম, আমার কথাটা শেষ করতে দিন না।

বিকাশ বলতে শুরু করল, যিনি, প্রকৃত অর্থে আমাদের অন্নদাতা বা দাত্রী, তার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা থাকবেই। আমি মনে করি, এখানে যারা উপস্থিত, তার প্রত্যেকে ম্যাডামের কাছে এবং কাজে কৃতজ্ঞ ও ধন্য।

আমাদের ম্যাডাম খুবই উদার চিত্তের মানুষ। সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে বাস করেন তিনি। তাই, উনি হৃদয় উন্মুক্ত করে মানুষকে ভালবাসতে পারেন।

আমাদের পরম সৌভাগ্য, আজ আমরা সকলে, একত্রে, ম্যাডামের অন্তরের স্পর্শ পেলাম। ম্যাডাম এক সম্মিলিত বাহিনীরূপে সফল হয়েছে। খানিক পূর্বে ম্যাডাম আমাদের সকলকে কিছু দিলেন। তাই নয় কি?

ম্যাডামের এই দানকে উপহার বলে মনে করি আমি, অন্তরস্পর্শী উপহার। ম্যাডামের, এই উপহারে আমরা পরম আদরের সহিত গ্রহণ করলাম। সমগ্র ডি. এ. ইন্ডাস্ট্রির হয়ে, আমি ম্যাডামকে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানালাম।

করতালি সহযোগে বিকাশের বক্তব্যকে সমর্থন করল সকলে।

নয়না এই ধরনের পরিস্থিতিতে খুব অস্বস্তি বোধ করে। তবে, এই লগ্নে এক সত্যকে দারুণভাবে উপভোগ করল। এই পৃথিবীতে ভালবাসা আছে। নয়নার জীবনের কিছু অভিজ্ঞতা নয়নার মনে বিশ্বাস ধরিয়ে দিয়েছিল, এই পৃথিবী বুঝি ভালবাসা শূন্য হয়ে যাচ্ছে। তা সম্পূর্ণ ভুল। কোন নির্দিষ্ট স্থানে, ভালবাসা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার অর্থ এই নয় যে সমগ্র জগৎ থেকে সেই শব্দ উধাও হয়ে গেছে। নয়নার জন্যেও এই পৃথিবীতে অনেক কিছু আছে। সব ফুরিয়ে যায়নি।

অভিমানী মানুষটার নয়ন জোড়া কি ভিজে গেল। ভিজুক, প্লাবিত হোক নয়নার চক্ষুদ্বয়।

এ তো আনন্দাশ্রু।

বিকাশ আর পুরন্দর কোন কিছু বাদ দেয়নি। নয়নার জন্য গাড়ী কেনার সাথে সাথে ড্রাইভারও মোতায়েন করে ফেলেছে। খাওয়া দাওয়ার পর নতুন গাড়ী ও ড্রাইভার নয়নাকে পৌঁছে দিল।

নয়নার ফ্ল্যাটের নীচে নয়নার গাড়ী রাখার জায়গাটা এত দিন শূন্য ছিল। আজ সেই শূন্যস্থান পূর্ণ হল। নয়না গাড়ী থেকে নেমে চলে এল। ড্রাইভার গাড়ী মুছে পরিষ্কার করে, একটু পরে চাবি দিতে গেল।

অন্তু বসে বসে টি. ভি.-তে ক্রিকেট খেলা দেখছিল। নয়না ঘরে ঢুকে আর ভেতরে যায় নি, অন্তুর পাশে বসে ছিল। ড্রাইভার চাবি দিয়ে জিজ্ঞেস করল থাকবে, না চলে যাবে। নয়না বলল এখন আর কোথায়ো যাব না। তুমি চলে যাও। কাল ঠিক সময়ে এস।

আব্দুল চলে গেলে অন্তু জিজ্ঞেস করল, কিসের চাবি মা!

নয়না অহ্লাদী দৃষ্টি দিয়ে অন্তুর দিকে চাইল। অন্তু ততক্ষণে চাবিটা হাতে নিয়ে পরীক্ষা করতে শুরু করে দিয়েছে।

এটা তো গাড়ীর চাবি মা!

হ্যাঁ, বলে নয়না মাথা নাড়ল।

কার গাড়ী নিয়ে এসেছ মা?

ধর তোরই মানে আমাদের!

মানে! অন্তুর দু'চোখ উজ্জ্বল হল।

মানে আবার কি? গাড়ীটা এখন আমাদের।

তুমি কোথায় পেলে? কিনেছ?

ওরা জোর করে নিয়ে এসেছে। মানে পুরন্দর আর বিকাশ।

জোর করে আবার কি? তোমার টাকা দিয়েই তো কেনা হয়েছে?

তাই বোধ হয়।

বোধহয় আবার কি? ওরা ওদের টাকা দিয়ে তোমার গাড়ী কিনবে নাকি?

নয়না হেসে বলল, বোকা ছেলে অফিসের পয়সা দিয়ে গাড়ীটা কেনা হয়েছে।

অফিসের পয়সা তো তোমারই পয়সা মা!

বোধহয়।

তখন থেকে বোধহয় বোধহয় করছ কেন? গাড়ীটা তোমার জন্যেই কেনা হয়েছে বলছ না কেন?

নয়না এবার সম্মতিসূচক ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল।

তুমি না মা! তখন থেকে শুধু ভনিতা করে যাচ্ছিলে। বলবে তো মা? তুমি আমাকে কিছু জানাও না মা!

তোকে জানাব কি, আমি নিজেই কি জানতাম নাকি?

সব কিছু ঠিক করার পর ওরা জানাল আমায়।

ওরা খুব ভাল তাই না মা? কোথায় শুনেছ, এমপ্লয়িরা এমপ্লয়ারের জন্য এত কিছু করে?

নয়নার খুব ক্লান্তি লাগছিল। হাই তুলে বলল, হবে হয়ত।

অন্তু চাবিটা নিয়ে বলল, আমি এক্ষুনি আসছি মা। একটু ইনোগোরেট করে আসি।

অন্তু না! খবরদার না। এত ভীড়ে তুই গাড়ী নিয়ে যাবি না। গাড়ী নিয়ে ছেলেখেলা নয়।

কে শোনে কার কথা। অন্তু ততক্ষণে বেরিয়ে গেছে। নয়না দৌড়ে ব্যালকনীতে এসে দাঁড়াল।

এই অন্তু কথা শোন!

অন্তু নয়নার কথা শুনতে পেল না। গাড়ী ততক্ষণে গেটে পৌঁছে গেছে।

কি হবে এখন নয়নার বুক কেঁপে উঠল। এত ভীড়ে অন্তু কি করে গাড়ী চালাবে? তাছাড়া অন্তুর লাইসেন্সও নেই।

শহরের ব্যস্ত রাস্তায় অন্তু কখনো গাড়ী চালায়নি। কোনও অঘটন ঘটলে কি করবে নয়না? ভীষণ ভীত হয়ে উঠল নয়না। কি করবে বুঝতে পারল না।

সদা বুদ্ধি রেখে চলা নয়না, আজ হঠাৎ এত বড় ভুল করল কেন? গাড়ীটা ঘরে নিয়ে আসাই ভুল হয়েছে। ড্রাইভিং জানলেই তো গাড়ী চালান যায় না।

বুকের কাঁপুনি নিয়ে, শ্বাস রুদ্ধ করে, গেটের দিকে দৃষ্টি রেখে প্রবল উৎকণ্ঠা নিয়ে ব্যালকনীতে দাঁড়িয়ে রইল নয়না। পাঁচ মিনিট শেষ হল। নয়না কি যাবে? কিন্তু, কোথায় যাবে নয়না? অন্তু এমন পাগলামী করল কেন? প্রবল অস্থিরতায় নিজেকে আয়ত্তে রাখতে পারছে না নয়না। দশ মিনিট অতিক্রান্ত হল। গাড়ীর কোন চিহ্ন নেই। নয়না কোথায় খোঁজ নেবে? নয়না অন্তুর হাত থেকে চাবি কেড়ে নিল না কেন? কিন্তু নয়না সুযোগ পেল কোথায়? অন্তু টেবিল থেকে চাবিটা তুলে নিয়েই তো বেরিয়ে গেল। ভীষণ অবাধ্য ছেলে হয়েছে অন্তু। নয়নার বারণ শুনল না।

প্রায় পনের মিনিট পর গাড়ীটা ঢুকতে দেখল নয়না।

বুকে হাত চাপা দিয়ে নয়না স্বস্তির নিঃশ্বাস নিল। আসন্ন কোন বিপদের আশংকায় নয়না আধমরা হয়ে গিয়েছিল। আর একটু সময় এভাবে থাকলে অজ্ঞান হয়ে যেত নয়না।

অন্তু দু'বাক্স মিষ্টি নিয়ে ঢুকল। মায়ের থমথমে চেহারার কারণ আঁচ করতে পেরেও সব কটা দাঁত বের করে জিজ্ঞেস করল, কি হয়েছে?

তুই আমার কথা অমান্য করে গাড়ী নিয়ে যাবি কেন?

তো কি হয়েছে মা? আমি তো এখন বড় হয়েছি! গাড়ী চালাতে পারি না আমি?

না!

মায়ের রাগের পরিমাণ আঁচ করতে পেরে অন্তু চুপ হয়ে গেল।

তুই এখনো বড় হোসনি। এই ব্যস্ত রাস্তায় গাড়ী চালানোর মত লায়েক হোস নি তুই।

তুমি কখন যে কি বল তার ঠিক নেই মা। কখনো বল আমি বড় হয়েছি, কখনো বল

আমি ছোট। তোমার কথার মানে বোঝা মুস্কিল।

তুই আর কখনো এমন বেয়াদবের মত আচরণ করবি না। গাড়ী নিয়ে বাইরে যেতে পারবি না। বিনা লাইসেন্সে কি কেউ এভাবে গাড়ী চালায়? দুর্ঘটনা ঘটতে কতক্ষণ? তারপর?

গাড়ী চালালে কি হয় মা? আমার লাইসেন্স আছে কি না আছে, তা তো লোকের জানবার দরকার নেই। এই তো দিব্যি বাজার থেকে ঘুরে এলাম। কি হল আমার? তুমিই তো বল মনে দৃঢ়তা থাকলে সবাই সব কাজ পারে।

তুই আবার গাড়ী নিয়ে বের হলে, আমি শেষ হয়ে যেতে পারি, আমার হার্টবিট বন্ধ হয়ে যেতে পারে অন্তু। তুই এমন অবাধ্যতা করলে আমি গাড়ী ফিরিয়ে দেব।

ঠিক আছে যাও। আমি আর কখনো তোমার গাড়ী স্পর্শ করব না।

অন্তুর গলার স্বরের পরিবর্তন দেখে নয়না একটু নরম হল। বলল, আমার খুব ভয় কররে। তোকে নিয়েই তো আমি বেঁচে আছি।

আমাকে নিয়ে একলা থাকতে কে বলছে তোমাকে? বাবাও একা, তুমিও একা, আমি কি বলেছি তোমাদের একা থাকতে?

না, তুই কেন বলবি। প্রয়োজন বা পরিস্থিতি যে জন্যেই হোক আমি একা। সে যাক। তবে আমি ভীষণ দুঃখীরে অন্তু। সে জন্যেই আমার ভয় করে, একটুতেই ভীত হয়ে পড়ি। এসব কথা বুঝবি না তুই।

অন্তু সত্যিই কিছু বুঝল না। মায়ের দিকে বোকার মত চেয়ে রইল।

অন্তুর সব উৎসাহ মাটি হয়ে গেল। ম্লান মুখে বসে ছিল।

নয়না কাছে ডাকল, আয় কাছে আয়, লক্ষ্মী ছেলে আমার। রাস্তা ঘাটের কি অবস্থা দেখছিস না তুই? কোন ভরসায় তোর হাতে গাড়ী ছেড়ে দেব বল? আমার ভয় করে। তুই যাবার পর আমার অজ্ঞান হবার অবস্থা হয়েছিল। আর একটু হলে ব্যালকনীতে পড়ে থাকতাম আমি।

অত ভয় করলে এই দুনিয়াতে কিছু করা যাবে না মা।

সে অন্য ব্যাপার অন্তু। তুই আর একটু বড় হ। তখন গাড়ীর ব্যাপারটা বিবেচনা করা যাবে।

অন্তু বুঝি আজ মায়ের কোন কথাই মানবে না। তাই বলল, মা আমার কিছুই হবে না। অনায়াসেই আমি গাড়ী চালাতে পারব। কাল আমি তোমাকে অফিসে পৌঁছে দিয়ে আসব দেখবে।

না, এই ছেলে বুঝি কিছুতেই মায়ের কথা বুঝবে না। চোখ বড় বড় করে চাইল নয়না। মনে মনে ঠিক করে নিল, গাড়ী রাখবার বন্দোবস্ত অফিসেই করতে হবে।

অন্তু মুখ কালো করে ড্রয়িং রুমে বসেছিল। নয়নার মায়া হল, বলল, কোথায়, তোর মিষ্টি কোথায়? নিয়ে আয়, আমরা সেলিব্রেট করি!

অন্তু উঠল না? অভিমান করে বসে রইল। নয়না উঠে দুটো প্লেটে মিষ্টি নিয়ে এল।

নে ধর! রাগ করবার কি হয়েছে, অন্যায় করলে আমি দুটো কথা বলতে পারি না?

অন্তু প্লেট হাতে নিয়ে বলল, এটা কোন অন্যায় নয় মা। তুমি চট্ করে মানুষের উৎসাহে জল ঢেলে দাও।

নে, আরো দুটো রসগোল্লা খা?

অত খাওয়া যায় না।

কেন? বললি যে আমি কোন কাজে উৎসাহ দিই না! নয়না মুখে হাসি নিয়ে বলল।

অন্তুও হাসতে শুরু করল।

নয়না মিষ্টির বাক্সের নাম পড়ে, আঁতকে উঠে বলল, অত দূরে গিয়েছিলি অন্তু? এখানকার ট্রাফিক রুলস সম্বন্ধে তোর কোন জ্ঞান আছে? রাস্তাঘাট পর্যন্ত তুই ভাল করে চিনিস না? কিছুদিন আব্দুলের সাথে চালিয়ে শিখে নে, তারপর দেখা যাবে।

মা, তুমিই তো বল, মানুষকে নির্ভয় হতে হয়! আমি ভয় পাই না। দেখবে আমি পারব। আরো অনেক কিছু পারব আমি। একদিন আমি এরোপ্লেন চালাব মা। দেখবে! মা আমার শক্তি আছে। মনের জোরও আছে।

নয়না চোখ বড় বড় করে, অবাক দৃষ্টি রাখল ছেলের উপর। অন্তুই কি বলছে এসব? বিশ্বাস হচ্ছে না যেন।

তুমি সব সময় বল, মনের জোরটাই আসল জোর মানুষের। মনে বল থাকলে সব কাজ সম্পন্ন করতে পারে মানুষ। তাছাড়া, তুমি এত কিছু পার মা। আমি কেন গাড়ী চালাতে পারব না! আমি তো তোমারই ছেলে!

নয়না আশ্চর্য হয়ে ছেলেকে লক্ষ্য করছিল। অন্তু কি সত্যিই বড় হয়ে গেল? অন্তুকে, এত দৃঢ়তা ও আত্মবিশ্বাস নিয়ে কথা বলতে কখনো দেখেনি নয়না।

এই ছেলে তুই কবে এত বড় হয়ে গেলি বলত? নয়না মায়া মেখে বলল।

অন্তু লাজুক ভঙ্গিতে হাসল। নয়না অসীম স্নেহ মেখে ছেলের কপালে চুমু খেল।

রাত্রিবেলা মিসেস বড়ুয়া ফোন করলেন, মিসেস ঘোষ মনে আছে তো রোববারের কথা?

কি কথা বলুন তো? কোন বিশেষ দিন কি সেদিন?

আপনি খুব তাড়াতাড়ি ভুলে যান মিসেস ঘোষ। রোববার পানী পুকুরের বন্যা পরিস্থিতি পরিদর্শনে যাবার কথা।

ওহ, মনে ছিল না জানেন, এক মিনিট মিসেস বড়ুয়া, একটু দেখতে হবে সেদিন কোন ইম্পোর্টেন্ট এ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে কিনা।

হ্যাঁ দেখে নিন, সেদিনটা ফ্রি থাকবার ব্যবস্থা করুন।

হঠাৎ মনে পড়ল, রোববারে কোথাও যাবে কি করে নয়না? সেদিন তো ডিম্পি আসছে!

মিসেস বড়ুয়া রোববার আমি যেতে পারব না। মাপ করতে হবে।

কেন বলুন তো! আপনার সেদিন ছুটি নয়? অন্য কোন এ্যাপয়েন্টমেন্ট থাকলে বাদ দিয়ে দিন।

ছুটি হলেও, সেদিন আমার মেয়ে আসছে মিসেস বড়ুয়া।

তাতে কি হয়েছে মিসেস ঘোষ, আমরা সন্ধ্যেবেলা ফিরে আসব।

তা হোক মিসেস বড়ুয়া, এতদিন পর মেয়ে আসবে আর আমি বাড়ী থাকব না, এটা হতে পারে না।

মিসেস বড়ুয়া একটু নিরাশ হয়ে বললেন ঠিক আছে। আপনার আপত্তি থাকলে জোর করতে পারি না মিসেস ঘোষ। তবে ঐ কন্ট্রিবিউশনটার কথা মনে আছে তো?

তা আছে, সেটা আমি সময় মত পাঠিয়ে দেব। কিছু মনে করবেন না মিসেস বড়ুয়া।

না, না, মিসেস ঘোষ, আপনার ব্যক্তিগত কারণে আপনি যেতে পারবেন না। সেখানে মনে করবার কি আছে? তবে ঐ ব্যাপারটা ভুলবেন না।

না, মিসেস বড়ুয়া ওটা ভুলব না। ওটা ঠিক সময়ে পেয়ে যাবেন।

ডোন্ট মাইন্ড মিসেস ঘোষ, কথাটা স্মরণ করিয়ে দিলাম বলে।

না, না মনে করবার কথাই নয়। এটা তো আমাদের সবার কর্ত্তব্য। যে যার ক্ষমতা অনুযায়ী ডোনেট না করলে আমাদের সমিতি চলবে কেন?

জানেন মিসেস ঘোষ, এই জন্যেই আপনাকে এত পছন্দ করি আমি। আপনি সব জিনিষের গুরুত্ব বুঝে মন্তব্য করেন। অন্যরা মনে করে আমি বুঝি আমার স্বার্থে সব করি।

তা মনে করবে কেন মিসেস বড়ুয়া, আপনি সমিতির উন্নতির জন্য দিবারাত্র পরিশ্রম করছেন। এসব কি লোকের নজরে পড়ে না? তা ছাড়া, ইউ ক্যান এফোর্ড মেনী থিঙ্গস। আপনার কি পয়সার অভাব?

মিসেস ঘোষ এভাবে বলবেন না। আমার পয়সার অভাব নেই, শুনতে বাজে লাগে।

সে ভাবে বলিনি আমি, হোয়াট আই মীন ইজ, আপনাকে সন্দেহ করবার কারণ কি? হিসেব পত্র সব তো কমিটির সামনেই হয়। সেটাই তো জানেন! সন্দেহ জিনিষটা বড় বাজে। এসব চিন্তা করলে মন খারাপ হয়ে যায় জানেন। তখন আপনার কথা ভাবি। আপনার মত উদার মনের মানুষ যদি সবাই হত!

লোকের কটু মন্তব্যে কান দেবেন না মিসেস বড়ুয়া, বী এ্যা ডিটার্মাইন্ড সোসিয়েল এ্যাকটিভিস্ট, উইথাউট ওয়ারিং আদার্স কমেন্ট।

ঠিক বলেছেন মিসেস ঘোষ। মনে শান্তি পেলাম। রাখি তাহলে। মিসেস বড়ুয়া শুভরাত্রি জানিয়ে ফোন রেখে দিলেন।

খাওয়া দাওয়া সেরে অন্তু ও নয়না দুজনেই অনেকক্ষণ ঘুমিয়ে পড়েছে। ফোনের শব্দে নয়নার ঘুম ভেঙ্গে গেল। আজকাল অরিন্দম যখন তখন ফোন করতে শুরু করেছে। মানুষটার সময় অসময় জ্ঞান নেই। অরিন্দম ছাড়া আর কে এত রাতে বিরক্ত করবে? নয়না কিছু বলতে গেলেও অসন্তুষ্ট হয়।

বিরক্ত হয়ে ঘুম চোখে ফোন ওঠালো নয়না।

হ্যালো!

ম্যাডাম, আমি পুরন্দর বলছি।

পুরন্দর! এত রাতে কি ব্যাপার বলত?

ম্যাডাম, ভীষণ বিপদ হয়েছে। ভেবেছিলাম, এত রাতে আপনাকে আর জানাব না। কিন্তু, না জানালেও তো হয় না।

অসম্ভব উদ্বিগ্ন শোনাল পুরন্দরের কণ্ঠস্বর।

কি হয়েছে পুরন্দর? পুরন্দরের অদ্ভুত কণ্ঠস্বরের প্রকৃত কারণ বুঝতে না পেরে নয়নার কণ্ঠও উদ্বিগ্ন হল।

ম্যাডাম আমাদের কারখানাতে আগুন লেগেছে।

কথাটার, আক্ষরিক অর্থ বুঝতে পারলেও, পুরন্দর কি বলতে চাইছে তা বোধগোম্য হল না নয়নার।

তাই জিজ্ঞেস করল, কি?

ম্যাডাম কারখানাতে আগুন লেগেছে। পুরন্দর আর একবার বলল।

প্রবল অস্থিরতা সত্বেও পুরন্দর অস্পষ্ট উচ্চারণ করেনি। নয়নার বুঝতে না পারার কোন কারণ নেই। তবুও, নয়না সময় নিল অপ্রত্যাশিত কথাটা সত্য কিনা বুঝতে।

আগুন! আগুন শব্দের গূঢ় অর্থ তো একটাই, সব কিছু পুড়ে ভস্মে রূপান্তরিত হয়ে যাওয়া! অর্থ, বোধগম্য হওয়ার সাথে সাথে মস্তিষ্ক শূন্য হয়ে গেল নয়নার। সকাল বেলার আনন্দ উৎসব, সুখানুভূতি সব কি মিথ্যে ছিল? কেন?

ম্যাডাম! নয়নার কাছ থেকে কোন সাড়া না পেয়ে, পুরন্দর আরেকবার ডাকল।

নয়না কথা খুঁজে পাচ্ছে না তো কি বলবে? পুরন্দরকে কি বলা উচিত বুঝতে পারছে না।

ম্যাডাম আপনি কি আসবেন?

আসব! কোথায়?

ম্যাডাম!

হ্যাঁ, বল পুরন্দর!

আপনি কি আসবেন?

কোথায় যাবার কথা বলছ পুরন্দর?

আমাদের কারখানায় আগুন মানে, আপনি কি আসতে চান?

এসব কি বলছ তুমি পুরন্দর? কি করে হতে পারে?

কি করে কি হল, সে বৃত্তান্ত এখনো জানা যায় নি ম্যাডাম। রামদীন ়টার সময় ফোন করে বসাককে জানাল, বসাক সঙ্গে সঙ্গে আমাকে ফোন করে খবরটা দিয়েছে। আমি আর বিকাশ সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে গিয়ে উপস্থিত হই। তখনো আগুনের তেজ ভীষণ ছিল। বিজন সমীররা সবাই ঘটনাস্থলেই। ফায়ার ব্রিগেড আনানো হয়েছে।

পুরন্দর, অতি সংক্ষেপে হলেও, দুর্ঘটনার স্পষ্ট বর্ণনা দিল। কিন্তু, নয়নার মস্তিষ্ক এইটুকুতে সন্তুষ্ট হল না।

আর পুরন্দর! জিজ্ঞেস করল নয়না।

নয়না জানতে চাইছিল। আসল প্রতিক্রিয়াটা কি হয়েছে। সব কিছু দগ্ধ হয়ে ভস্মে রূপান্তরিত হয়েছে কিনা। স্পষ্টভাবে জিজ্ঞেস করতে ভয় পাচ্ছিল নয়না।

আর কি হয়েছে পুরন্দর? নয়না ভীত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল।

পুরন্দর নয়নার কথার জবাব না দিয়ে জিজ্ঞেস করল, আপনি কি আসবেন ম্যাডাম? যদি আসতে চান, তাহলে আমি গিয়ে নিয়ে আসতে পারি?

ডি এ ইন্ডাষ্ট্রির সব কিছুর দায়িত্ব অন্যের উপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্তে বসে থাকলেও, মালিকের নামের স্থানে যে নামটা থাকবে সেটা তো নয়নারই। মালিকের দায়িত্ব ভার বহন করবার সময় উপস্থিত হলে, নয়নাকে নিতেই হবে সেই দায়িত্ব ভার।

যেতে তো হবেই পুরন্দর। তোমরা একা সামলাবে কি করে।

না, মানে, এত রাতে আপনার কষ্ট হতে পারে। তাই বলছিলাম, কাল ভোরেই না হয় আসতেন।

তোমরা কষ্ট করছ না!

আমাদের তো করতেই হবে ম্যাডাম। এত বড় বিপদ আমাদের।

তুমি এস ভাই। এত রাতে একা তো যেতে পারব না।

এক্ষণি আসছি ম্যাডাম।

নয়না অস্তুকে জাগাল। বাবা, একটু সময় একা থাকতে পারবি?

কেন মা? ঘুমোনো অস্তু আবার পাশ ফিরে শুল।

এই ওঠ! একটু উঠতে হবে।

কেন মা কি হয়েছে? ঘুমোতে দাও না তুমি।

একটা মস্ত বড় বিপদ হয়েছে রে আমাদের। আমাদের কারখানায় আগুন লেগেছে।

আগুন! অস্তু চোখ কচলে উঠে বসল।

কেন মা? কি করে?

ওসব জানি না। তুই একা থাকতে পারবি? না কি, পাশের আন্টির ঘরে চলে যাবি।

মা, আমিও তোমার সাথে যাব। তুমি একা কি করে যাবে?

না, তুই যাবি না! পুরন্দর আসছে আমায় নিতে।

আমি গেলে কি হবে মা?

না, তুই যাবি না। এসব আমার কাজ, আমি একাই যাব।

মায়ের কণ্ঠস্বরের দৃঢ়তা দেখে অস্তু কিছু বলবার সাহস পেল না।

আমার ভয় করবে না মা। ভয় পেলে লাইট জ্বালিয়ে শোব আমি।

ঠিক আছে বাবা। আমার দেরি হলে চিন্তা করিস না। আমি না ফেরা পর্যন্ত দরজা খুলবি না।

খানিক পরে পুরন্দর এল। উস্কো-খুস্কো মাথার চুল, ময়লা পোষাক, যেন কয়লা খনির মজদুর। কারো জীপ নিয়ে এসেছে পুরন্দর। নয়না কিছু জিজ্ঞেস করতে চাইল না, কিছু জানতেও চাইল না। নীরবে শুধু গাড়ীতে উঠে বসল।

সঙ্গে আর কেউ নেই। পুরন্দরই ড্রাইভ করছে। কার গাড়ী, কি ভাবে যোগাড় হল, ইত্যাদি প্রসঙ্গ নয়না আর ওঠাল না। এসব বৃত্তান্ত এখন অবান্তর। এই মুহূর্তে নয়নার মধ্যে একটাই প্রশ্ন, আগুন! সে কি রূপ নিয়ে এসেছিল। দুঃসহ তাপে শুধু কি কারখানাটা? নাকি, নয়নাকেও সম্পূর্ণ দগ্ধ করে ভস্মীভূত করে দিয়ে গেছে? তাই, যত শীঘ্র সম্ভব, নয়না, সেই স্থান পরিদর্শন করতে চায়।

দমকল বাহিনীর কর্মীরা তখনও, যান্ত্রিক কলা কুশলতার দ্বারা জ্বলন্ত কয়লা স্তূপকে সম্পূর্ণ নির্বাপিত করবার প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। গণ-গণে কয়লা স্তূপ, জলের আঘাতে নির্বাপিত হলেও, বাতাসের ঘর্ষণে পুনঃপ্রজ্বলিত হচ্ছে।

মাঝে মধ্যে, ভস্মরাশির উপর কালো ভূতের মত অদ্ভুত আকারের যন্ত্র সমুহের ন্যাংটো আকৃতি, ধ্বংস স্তূপের সাদৃশ্য রাখতে সক্ষম যেন।

নয়না অধীর হয়ে, এক ভয়ংকর শক্তির ভয়াবহ প্রতিক্রিয়া আঁচ করতে চাইছিল। পরিদর্শন পর্ব সমাপ্ত হয়নি কি? নয়না কি আশা করেছিল? আগুন অর্থাৎ অগ্নিসংযোগের অর্থ কি? জ্বলবে, পুড়বে, ছাই হয়ে যাবে! এই তো? তাহলে বাকী রইল কি? শূন্য! শূন্য ছাড়া আর কি অবশিষ্ট থাকবে?

নয়নার জীবনের একমাত্র আশ্রয়টা জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে গেল? নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল নয়নার সাধের ডি এ ইন্ডাস্ট্রির উৎপাদন কেন্দ্র? কিন্তু, নয়নারও কি এক শক্তিশালী বাহিনী ছিল না? তাদের শক্তি কি রক্ষা ব্যবস্থায় সম্পূর্ণ অপটু ছিল? দমকল বাহিনীর প্রচেষ্টা কি বিলম্বিত ভাবে আরম্ভ হয়েছিল? কেন?

নয়না এসব কি ভাবতে বসল? অগ্নি নামক এক বিধ্বংসী শক্তির সাথে, কোনও মানবিক দল মোকাবিলা করতে পারবে কেন?

তবুও, সময়ে দমকল এলে কি এত শোচনীয় পরিনাম হত? এই সর্বনাশা বিনাশকারী শক্তির প্রয়োগ কিভাবে হয়েছিল নয়নার জানা নেই। শুধু নয়না কেন, হয়ত ডি এ ইন্ডাস্ট্রির কোন সদস্যই, যথার্থক্ষণে, এই বিধ্বংসী লীলার বিষয়ে অবগত ছিল না? এখন এই মুহূর্তে কিভাবে? কেন? ইত্যাদি প্রসঙ্গ টেনে এনে তো লাভ নেই। এক বিনাশকারী ক্ষমতা নয়নার সর্বস্ব নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। এটাই সত্য এই মুহূর্তে।

নয়নার সম্মুখে এখন শুধু শূন্য। সেই স্পষ্ট শূন্যকে মেনে নিতে হবে নয়নাকে। আগে পিছে চাওয়া অর্থহীন এখন।

এই মাত্র ভস্ম হয়ে যাওয়া চিতার পাশে, বহু মানুষ, দর্শকের বেশে ছাই রঙের ছাই প্রত্যক্ষ করছে, তপ্তশ্বাস নিচ্ছে, উত্তাপ অনুভব করছে। কিন্তু তাদের মধ্যে কয়েকজন কি দগ্ধ হয়ে যায়নি? তাদের অন্তরাত্মা পুড়ে যায়নি? কিছু লোকের অক্লান্ত পরিশ্রম ও অপরিসীম চেষ্টায়, এই সৃষ্টি সম্ভব হয়েছিল, সেই সৃষ্টি ধূলি কণার সঙ্গে মিলে মিশে একাকার হয়ে গেল। কোন মতেই আর সেই অতি পরিচিত অস্তিত্বকে ফিরিয়ে আনা যাবে না। এই কঠিন বাস্তবকে সহ্য করতে কষ্ট হচ্ছে না তাদের?

বিকাশ, বিজন সমীর সকলে কঠিন স্তব্ধতা নিয়ে হতভম্ভ দর্শক। গভীর হতাশায়, অতি

আপনার ডি এ ইন্ডাস্ট্রির ভস্মিকৃত অবশিষ্টাংশকে সম্মুখে রেখে ভীষণ হাহাকারে মুহ্যমান সকলে।

জ্বলন্ত কয়লা খণ্ডের উত্তাপ অগ্রাহ্য করে, একজন লোক, বিনা দ্বিধায় লাঠির খোঁচা দিয়ে কিছুর অনুসন্ধান করছিল। হঠাৎ, 'পেয়েছি' বলে চিৎকার করে, সরাসরি আগুনের মধ্যে হস্ত নিক্ষেপ করে কিছু আনবার চেষ্টা করল। বিজয় দেখতে পেয়ে, এক ঝটকায় সরিয়ে আনল লোকটাকে।

হাতটা ঝলসে যাওয়া সত্ত্বেও, আমার হাতুড়ীটা, বলে লোকটা আবার এগিয়ে যেতে চাইল। বিজয় বাধা দিয়ে আটক করে রাখল। লোকটা হাউ হাউ করে কান্না জুড়ে দিল।

নয়না চিনল লোকটাকে। কারখানার শ্রমিক রফিক।

রামদীন চৌকিদার, নয়নাকে দেখতে পেয়েই হাউ হাউ করে কাঁদতে শুরু করল। বলল, ম্যাডাম আমি বাঁচাতে পারলাম না।

সন্ধ্যে সাতটার পর হঠাৎ একটা পোড়া পোড়া গন্ধ আমার নাকে আসে। আমি সঙ্গে সঙ্গে কারখানার চারদিক ঘুরে দেখি। কিন্তু কোথাও কোন চিহ্ন দেখতে পাইনি। তথাপি, প্রায় দশটা পর্যন্ত আমি বাইরে ঘুরে পাহারা দিয়েছি। পোড়া গন্ধটা শুধু একবারই নাকে এসেছিল বলে, সন্দেহটা মন থেকে সরিয়ে, ঘরে এসে রান্না করে কিছু খেয়ে নেব ভাবলাম। দশটার পর, হাত মুখ ধুয়ে খেতে বসতে যেতেই, তীব্র পোড়া গন্ধ নাকে আসে। আমি দৌড়ে গিয়ে দেখি, কারখানার পেছন দিকে দাউ দাউ আগুন। আমি কি করব বুঝতে না পেরে, জল ঢালতে শুরু করলাম। কিন্তু, এই আগুন তো বালতির জলে নেভার নয়। ততক্ষণে আমাদের কারখানার, দু একজন শ্রমিকও এসে পড়েছিল। ওদের দেখতে পেয়ে, আমি সাহস পাই। তারপর অফিসে বসাককে ফোন করি আপনাদের খবরটা দেবার জন্য।

রামদীনের কথা, কিছু নয়নার কানে গেল, কিছু গেল না।

ম্যাডাম!

বিকাশ বাবুর গলাটা খুব নিস্তেজ শোনাল। নয়না চাইল। কেমন যেন নেতিয়ে পড়েছে বিকাশ বাবু। তবুও, নয়নার উপস্থিতিতে সাহস পেলেন যেন।

ম্যাডাম কারখানার শ্রমিকরা সব আশেপাশেই থাকে। শুরুতেই কারো চোখে পড়ল না কেন, সেটাই আশ্চর্য লাগছে। তাছাড়া এদিকটায় তো তেমন জনবসতি নেই। সামান্য অগ্নি স্ফুলিঙ্গও দূর থেকে নজরে পড়বার কথা।

ম্যাডাম!

এবারে বিজন। এক এক করে এসে, সবাই কি নয়নাকে কৈফিয়ত দিচ্ছে? কিসের কৈফিয়ত? নয়না নামের মালকিন ওদের হাতে যে দায়িত্বভার তুলে দিয়েছিল, সেই দায়িত্ব পালন করতে না পারার কৈফিয়ত?

বিনাশকারী এক শক্তি, হঠাৎই দহন ক্রিয়ায় মত্ত হয়ে উঠেছিল। আচম্বিতে, অকস্মাৎ ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনার দরুন এরা দায়ী হতে যাবে কেন? এরা কেন কৈফিয়ত দেবে? না, নয়না এদের ওপর সেরকম কোন দায়িত্বভার দেয়নি।

ম্যাডাম! আমার মনে হচ্ছে, আগুন এক স্থান থেকে অন্যস্থানে স্থানান্তরিত হয়নি। কারো কোন অভিসন্ধি চরিতার্থ করবার উদ্দেশ্যে, পূর্ব পরিকল্পিত ভাবে, এক সঙ্গে একাধিক স্থানে অগ্নিসংযোগ করা হয়েছিল, তাই, চতুর্দিকে একসাথে আগুন ছড়িয়ে পড়েছিল, এবং মুহূর্তের মধ্যে, তৎক্ষণাৎই,

থাক বিজন! নয়না বিজনকে মাঝপথে থামিয়ে দিল। হতবুদ্ধি, বিমূঢ় নয়না, এতক্ষণ পর দুটো শব্দ বার করল মুখ দিয়ে। নয়নার এসব শুনতে ভাল লাগছে না। স্তম্ভিত নয়না এখন অন্য জগতে। এই মাত্র যার সমাপ্তি ঘটল, সেই সমর্পণ কার্যের আরম্ভ জেনে কি লাভ নয়নার?

নয়নার মাথা কি টলছে? এই সময় মাথা টলবে কেন? নয়না অকেজো হলে চলবে কেন? এক নতুন কার্যভার গ্রহণ করবার উদ্দেশ্যে প্রস্তুত হতে হবে নয়নাকে।

নয়নার কঠিন মূর্তি, শান্ত দৃষ্টি রাখল ডি এ ইন্ডাস্ট্রির সকল কর্মীবৃন্দের উপর। ওদের কি আরো কিছু বক্তব্য আছে? না, ওরা আর কি বক্তব্য রাখবে! ওদের প্রত্যেকে এখন অধীর অপেক্ষায়, নয়না নামের একমাত্র ভরসাকে ঘিরে প্রতীক্ষা করছে একটা ক্ষণের, যে ক্ষণে নয়না একটা রায় দেবে।

পরবর্তী পদক্ষেপ কি হবে? এরপর কি? সেই রায় দেবে নয়না। ডি এ ইন্ডাস্ট্রি, বিপন্ন, বিভ্রান্ত, ভীষণ দুর্দশাগ্রস্থের সম্মুখীন হওয়ার দরুন, তছনছ হয়ে, ভেঙ্গে চুরে সমাপ্ত হয়ে গেলেও, নয়নাকে একটা রায় দিতে হবে। বিপদ যত ভয়ংকর ও অসামান্য হোক, পরিস্থিতি যত অসহনীয় হোক, পরবর্তী কার্যপ্রণালী স্থির করে, একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে নয়নাকে। আর সেই সিদ্ধান্তের ব্যাপারে এদের সকলকে অবগত করাতে হবে।

তাহলে নয়নাও কি অপেক্ষা করবে? প্রতীক্ষা করবে কোনও ক্ষণের, যে ক্ষণে নয়নাও কারো কাছ থেকে নাকি রায় শুনতে পাবে!

না, তা কি করে সম্ভব! নয়নার তো কোন মালিক নেই! নয়না কারো মুখাপেক্ষী হতে পারে না।

অপ্রত্যাশিত ভাবে, সহসা কোন বিপর্যয়ের স্বীকার হলে, হিতাহিত জ্ঞান শূন্য মানুষ, কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে। সেই সংকটময় অবস্থার থেকে পরিত্রাণ পাবার হেতু, কোন সুপরামর্শ দাতার দ্বারা পরিচালিত হয়ে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর উপায় খোঁজে। কিন্তু বিপদাপন্ন নয়না কার পরামর্শ নেবে? একটু সহানুভূতি ও সহায়তার জন্য কার প্রতীক্ষা করবে নয়না? এই পৃথিবীতে নয়নার দায়িত্ব ভার কেউ নেয়নি। নয়না একা।

নিজেকে ধাতস্থ করে, সকলের উদ্দেশ্যে নয়না বলল, এখন সবাই বাড়ী চলে যান, কাল সকালে একটা কিছু ব্যবস্থা হবে। বিকাশবাবু একটু দেখবেন, আগুন যেন সম্পূর্ণ নিভে যায়। তারপর পুরন্দরকে বলল আর একটু কষ্ট কর ভাই পুরন্দর, আমাকে একটু বাড়ী পৌঁছে দাও।

কথা বলবার শক্তি দুজনেরই ছিল না। নির্জীব পুরন্দর যেন কোন অলৌকিক শক্তি বলে গাড়ী চালাচ্ছিল। নয়না নীরব যাত্রী তার পাশে।

অন্তু মায়ের জন্য দুশ্চিন্তা নিয়ে জেগে বসেছিল। নয়না ফিরে আসবার সাথে সাথে দরজা খুলে দিল।

অন্তুকে জড়িয়ে ধরল নয়না। ভয় পাসনি তো অন্তু? রাত্রিবেলা তোকে একলা ছেড়ে কখনো বাইরে যাইনি তো। তাই খুব চিন্তা হচ্ছিল।

আমি ভয় পাইনি মা। কারখানায় কি হয়েছে আগে সেটা বল।

আগুন লাগলে কি হয় জানিস না?

পুড়ে যায়?

তাই হয়েছে।

মায়ের ভীষণ কঠিন নির্লিপ্ত স্বর শুনে ঘাবড়ে গেল অন্তু। ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল, কিছু বাঁচান যায়নি মা?

ওসব থাক। অনেক রাত হয়েছে এবারে শুয়ে পড়।

মায়ের এই বিষম রূপ অন্তু কখনও প্রত্যক্ষ করেনি। তাই আর কিছু না বলে নীরবে শুয়ে পড়ল।

প্রত্যেক মানুষের জীবনে সমস্যা থাকে। ছোট বড় অনেক পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয় মানুষকে। সংগ্রাম করেই মানুষকে বাঁচতে হয়। কিন্তু নয়নার মত এত কঠিন সংগ্রামের মুখোমুখি কি কেউ কখনো হয়েছে? নয়নার মত সাধারণ একজনের জীবনে এত শক্ত পরীক্ষা থাকবে কেন? দুরূহ, দুর্বোধ্য সমস্যার সমাধান খুঁজে বার করতে বড় কষ্ট হয় যে নয়নার। একটা মস্তিষ্কের দ্বারা আর কত জটিলতার হাল অন্বেষণ করতে সমর্থ হবে নয়না?

আর কত পরীক্ষা দেবে নয়না? একটা দায়িত্ব ভার শেষ হতে না হতে, অন্য বিশাল দায়িত্বের বোঝা ঘাড়ে এসে যাচ্ছে।

একটা সামান্য অঙ্ক নিয়ে নয়নার জীবনের শুরু হয়েছিল। সরল, সরল, সোজা সমাধান ছিল সেখানে। কিন্তু, কোথায় যেন সব গরমিল হয়ে গেল। গিটের ওপর গিট লাগিয়ে ফেলেছে নয়না। এখন সেই গিট খোলার কোন উপায় পাচ্ছে না। কেন? কেন এত দায় নয়নার? হে ভগবান, এত ঝামেলা থেকে কখন মুক্তি পাবে নয়না?

রাত্রিটা শুধু নিদ্রাবিহীন রাত ছিল না। আসন্ন যুদ্ধের প্রস্তুতি পর্ব অনুষ্ঠানের শরীক করে, সারারাত নিজের মস্তিষ্ককে ভীষণভাবে ব্যস্ত রেখেছিল নয়না।

সম্পূর্ণ অজানা ও অপরিচিত এক যুদ্ধক্ষেত্র পর্যবেক্ষণ করে এসেছিল নয়না। রাজা, মন্ত্রী, সেনাপতি, সেনাবাহিনী, সব মিলিয়ে একটাই নাম– নয়না। নয়নার ক্ষমতা ও অক্ষমতার নির্ণয় হবে। আত্মসমর্পণ! নাকি, যুদ্ধ!

ভয়ংকর এক লড়াইয়ের মোকাবিলা করল নয়না, সমস্ত নিশি জাগরণে। হার? না, জিত? কোনটা চায় নয়না? জয়-পরাজয়ের সন্ধিক্ষণে এনে দাঁড় করাল নিজেকে।

যতশক্ত পরীক্ষাই হোক, মানুষের জীবনে জয়ী হবার পথ তো একটাই। একমাত্র চেষ্টার দ্বারাই মানুষ সফলতার আশা নিয়ে অগ্রসর হতে পারে। বারবার, প্রতিবার চেষ্টা করতে হবে। পতন উত্থান, আবার পতন, আবার উত্থান।

যে কোন সৃষ্টির পতন অনিবার্য। গড়বার পর ভাঙ্গন তো আসবেই। আবার গড়তে হবে। সব শুভারম্ভের অন্ত আসে এক সময়ে। সেই অন্ত নিয়ে আসে পুনঃ নির্মাণের উত্তেজনা।

এই পৃথিবীর সব সৃষ্টি কি অমর! কত সভ্যতার রচনা হল, কত সভ্যতা বিলুপ্ত হয়ে গেল। এই প্রক্রিয়ার দ্বারা নব সভ্যতা স্থান পায় ইতিহাসের পাতায়।

জয় বা পরাজয় মুখ্য নয়, হার বা জিত আসল নয়, যা সত্য, যা বাস্তব, তা হল, মানুষের চেষ্টা—ক্রমাগত চেষ্টা।

আশা থাকবে অন্তরে, লড়ে যাবে মানুষ। হাতিয়ার হবে প্রচেষ্টা। এটাই সঠিক নিয়ম।

মানুষ অনড় অটল কিংবা স্থবির নয়। মানুষ গমনশীল। চরৈবেতি, চরৈবেতি, এই মূল মন্ত্র নিয়েই মানুষ এগিয়ে চলেছে। কর্ম ব্যস্ততাকে সাথী করে ক্রমান্বয়ে পথ চলছে এই মানব জাত। তাই, কোন ভাঙ্গনই মানুষকে স্তব্ধ করে না, বাক্ রহিত করতে পারে না। আগমন হোক ভয়াবহ তুফানের, প্রলয়ের ঝংকারে পৃথিবী কেঁপে উঠুক, আসুক সর্বগ্রাসী বান, প্রকৃতির তাণ্ডব লীলায় তছনছ হয়ে যাক এই বিশ্ব সংসার, মানুষ আত্মসমর্পণ করে না। মানুষ লড়ে যায়। চিরকালই লড়াই করে এসেছে মানুষ। সংগ্রাম করবার প্রয়াস জারি রেখে মানুষ বেঁচে থাকে।

সারা রাত দু'চোখের পাতা এক করতে পারেনি নয়না। ভোরের দিকে একটু তন্দ্রার মত এসেছিল। সেই আধো ঘুমেই স্বপ্ন দেখল নয়না। 'দিস ইজ নট দ্যা ওয়ে' কেউ বুঝি নয়নাকে সংশোধিত করবার চেষ্টা করছে।

তন্দ্রা ভেঙ্গে গেল নয়নার। সজাগ হল নয়না। শুধু স্বপ্নে নয়, বাস্তবেও, সত্যি সত্যিই একদিন এই কথা শুনেছিল নয়না।

নয়নার পথ সংশোধন করবার ইংগিত দিয়েছিলেন কেউ। তাহলে কি কথাটা সত্যি প্রযোজ্য নয়নার ব্যাপারে? এতদিন নয়না যা করে এসেছে সব ভুল!

একদিন পথ চলতে চলতে, রাস্তা পার হতে গিয়ে নয়না ভুল করেছিল, পুলিসের সতর্ক বাণী উপেক্ষা করে এগিয়ে গিয়েছিল। নয়না স্বীকার করে সেদিন ভুল করেছিল। সেই ভুল প্রত্যক্ষ করে এক ভদ্রলোক যে মন্তব্য করেছিল, সেদিনের মন্তব্যটা মাঝে মাঝে ভীষণ নাড়া দেয় নয়নাকে। সেদিন উনি কি কেবল নয়নার নির্দিষ্ট কোন পথ ভুলের কথা বলেছিলেন? নাকি, নয়নার জীবন ভুল পথ অবলম্বন করে চলছে, সে কথার ইংগিত দিয়েছিলেন?

এই মর্মান্তিক দুঃখেও, নিজের বিবেচনাবোধ দেখে নয়নার হাসি পেল। সে মানুষ কি নয়নাকে জানতেন? চিনতেন? তাহলে নয়নার জীবনের ব্যাপারে উনি মন্তব্য করতে যাবেন কেন?

নয়নার নাড়ী নক্ষত্র জানা না থাকলেও, সেই মানুষ যে একজন সুবিচারক ও সুবিবেচক, এইটুকু আন্দাজ করতে পেরেছে নয়না। হয়ত সেই মানুষ, মানুষের চরিত্র পড়তে সক্ষম, তাই নয়নাকে দেখেই আন্দাজ করে নিয়েছিল, নয়নার চলবার পথ সঠিক নয়।

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে, মায়ের চেহারা লক্ষ্য করল অন্তু। ভীষণ অন্য রকম দেখাচ্ছে মাকে। তাই জিজ্ঞেস করল, মা স্কুলে যাব?

কেন স্কুলে যাবি না? নয়নাও অবাক হল।

তোমাদের কারখানায় আগুন লেগেছিল না! অন্তু মায়ের নির্লিপ্ত অথচ শান্ত চেহারার প্রকৃত অর্থ বুঝতে না পেরে বলল। তো! কোথাও কোন দুর্ঘটনা ঘটলে, মানুষের স্বাভাবিক জীবন যাত্রায় ব্যাঘাত হবে কেন?

অন্তু খানিকটা সাহস সঞ্চয় করে জিজ্ঞেস করল, তুমি এখন কি করবে মা?

নয়না ছেলের দিকে চাইল। এক রাতের মধ্যে অন্তুর চেহারাটাও বুঝি বদলে গেছে! নয়না ম্লান হেসে বলল, কিছু তো করতে হবে। দেখি কি করা যায়। কিন্তু, তুই এসব ভাবতে যাবি কেন অন্তু? আমার কারখানার ব্যাপার নিয়ে তোর মাথা ঘামানোর প্রয়োজন কি? আমার কাজ নিয়ে একদম চিন্তা করবি না তুই। নে স্কুলের জন্য তৈরী হয়ে নে। তাড়াতাড়ি খাওয়া-দাওয়া সেরে নে। আমিও বের হব।

আজ আর রান্না ঘরে যাবার মন নেই নয়নার। মুন্নির মা আসবার সাথে সাথে, মুন্নির মাকে সব দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। রান্না করা অন্তুর টিফিন করা সব মুন্নির মা-ই করছে।

ম্যাডাম বুঝি আজ কোথাও যাবেন? নয়নাকে অসময়ে তৈরী হতে দেখে জিজ্ঞেস করল মুন্নির মা।

অন্য কোথাও নয়। অফিসেই যাব। একটু কাজ আছে তাই, একটু তাড়াতাড়ি যেতে হচ্ছে।

আপনার কি শরীর ভাল নেই ম্যাডাম? কেমন যেন দেখাচ্ছে?

হুম, শরীর ভাল আছে। তুমি একটু তাড়াতাড়ি হাত চালাও। আমাদের বেরোতে হবে।

রিক্সাতে বসে বসে দূর থেকে দেখতে পেল নয়না, অফিসে বেশ ভীড়। ভীড় দেখে নয়না বিরক্ত হল। আগুন লেগেছিল যানাখানে। তাও গতরাতে। তা সত্বেও, এখানে ভীড় করবার মানে কি? কি হয়েছিল? হঠাৎ আগুন লাগল কেন? সব পুড়ে গেছে কি? কিছু কি বাঁচান সম্ভব হয়নি? ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর দিতে যাবে কেন নয়না! যা ঘটে গেছে, তার প্রভাব অন্য কারো উপর পড়বার কথা নয়। এরা এখানে এসেছে কেন? শুধু সহানুভূতি দেখাতে?

নয়না অফিসের সন্নিকটে এলে, বুঝতে পারল, এতক্ষণ দূর থেকে সে যাদের দেখে বিরক্ত হয়েছিল, তারা বাইরের কেউ নয়, নয়নার অফিসের কর্মীবৃন্দ ও শ্রমিকরা।

প্রত্যেকের চেহারা উদগ্রীব, দুশ্চিন্তাগ্রস্থ। শান্ত ভারাক্রান্ত মুখে একটা অন্য চিহ্ন খুব স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়েছে। উঠোনে ও বারান্দায় উপবিষ্ট সকলে, একমাত্র আশা ও ভরসার পথ চেয়ে অধীর অপেক্ষায় বসে রয়েছে যেন।

নয়না রিক্সা থেকে নামার সাথে প্রত্যেকের চেহারা পরিবর্তিত হল। নির্বাপিত চেহারাগুলো সামান্য উজ্জ্বল হল। একমাত্র পুরন্দরই বুঝি গত রাতের ভয়াবহতা ভুলে খানিকটা সপ্রতিভ রয়েছে।

নয়না ভেতরে ঢুকে কয়েক সেকেণ্ড দাঁড়িয়ে রইল। গত কালই তো এই স্থানে মহা উৎসবের আয়োজন করা হয়েছিল, ডি. এ. ইন্ডাস্ট্রি পরিবারের সকল সদস্য আনন্দে আত্মহারা

হয়ে উঠেছিল। মাত্র চব্বিশ ঘণ্টা বাদে, পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বিপরীত হয়ে গেল। সুখ বা দুঃখের কি কোন নিয়ম নীতি নেই? আজকের সুখ, কাল কি ভাবে দুঃখে পরিণত হয়ে যেতে পারে? বিষাদ মাখা ম্লান চেহারাগুলো আর একবার প্রত্যক্ষ করলেন। না, এই সময় বিচলিত হলে চলবে না। নয়নার ভূমিকা এখন দুঃখে কাতর হওয়া নয়। কিছু ভেঙ্গে যাওয়া মানুষের মনোবল ফিরিয়ে আনা।

কোন এক সময় নয়নার দায়িত্ব ছিল, কেবল, দুই সন্তানকে প্রতিপালন করা ও মানুষ করা। কিন্তু, আজ এই মুহূর্তে, মনে হচ্ছে সেই দায়িত্বের বাইরেও অনেক বৃহৎ দায়িত্বের বোঝা নিজের কাঁধে চাপিয়েছে নয়না।

নিজেকে ধাতস্থ করে, সকলের উদ্দেশ্যে বলল, কি হল? সব ভীষণ ভাবে ভেঙ্গে পড়েছেন মনে হচ্ছে! কেন? আপনাদের পরিস্থিতির সাথে মোকাবিলা করবার ক্ষমতা নেই? সব শক্তি হারিয়ে ফেলেছেন? আমাদের সম্মুখে যত কঠিন পরিস্থিতিই থাকুক না কেন, আমরা মোকাবিলা করব, যা হারিয়ে গেছে, যার অস্তিত্ব নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, তার জন্য দুঃখ করে, মনোব্যথা নিয়ে বসে থাকব না আমরা! আমরা পুনঃনির্মাণের প্রচেষ্টা করব। আমরা যুদ্ধ করে বাঁচব।

এই আমাদের বর্তমান সংকল্প হওয়া উচিত। পথ চলতে চলতে, আপনারা কি কখনও আছাড় খেয়ে পড়ে যান না? এই ধরনের দুর্ঘটনার মুখোমুখি হননি আপনারা কখনও? পড়ে গেলে কি ওঠার চেষ্টা করেন না? নাকি, সেখানেই জীবনটা কাটিয়ে দেবার সংকল্প করেন?

নয়নার কথায়, কে কতখানি আশ্বস্ত হল, তা বুঝল না। কারণ, নয়না জানে, শুধু কথার দ্বারা মানুষকে সন্তুষ্ট করা যায়না। খানিকক্ষণ শ্বাস নিয়ে নয়না আবার বলল, আমরা আমাদের মিলিত প্রচেষ্টায় একবার গড়েছিলাম। কোন দুর্যোগের ফলে আমাদের সেই নির্মাণ নষ্ট হয়ে গেছে। সেই কষ্টে আমাদের হতাশ হয়ে ভেঙ্গে গেলে চলবে না। আমরা শক্তি হারাব না। আমরা আবার গড়ব। আমাদের প্রয়াস থাকবে। নব নির্মাণ হবেই।

নয়নার কথার মর্মার্থ অনেকে বুঝল না।

নিজের কেবিনে প্রবেশ করে আবার অস্বস্তি পেল নয়না। এয়ার কন্ডিশন লাগান হয়েছে, তাই কামরাটা অন্য রকম দেখাচ্ছিল। এত ঝামেলার মধ্যে এসব কেন? এই যন্ত্রটা নিশ্চয় গত কালই লাগান হয়েছে। গতকাল তো কোন ঝামেলা ছিল না। তাহলে নয়নার বিরক্ত হবার কারণ কি?

আবার সব নতুন করে গড়তে হবে, পারবে কি নয়না? সম্ভব হবে কি? এতদিন তিল তিল করে, এক সম্পূর্ণতার আকার পেয়েছিল নয়নার নির্মাণ কার্য। সেই সম্পূর্ণতাকে আবার ফিরিয়ে আনতে পারবে কি?

মনে দৃঢ়তা এনে, পুনঃনির্মাণের সংকল্প নিয়ে নিলেও, কাল শেষ রাতে স্বপ্নটা দেখার পর, নয়না বেশ দোমনায় পড়ে গেছে। আবার এত বড় দায়িত্বের বোঝা কাঁধে চাপিয়ে নয়না ভুল করবে না তো? 'দিস ইজ নট দ্যা রাইট ওয়ে,' এই মন্তব্য পুনরায় নয়নার জন্য প্রযোজ্য হবে না তো? সে যে পথে অগ্রসর হয়েছিল, সেই পথের মধ্যবর্তী স্তরে এখন

নয়না। এই পথ ভুল বা সঠিক, যাই হোক, মাঝপথে থেমে যেতে পারে না। এই মধ্যবর্তী অঞ্চলে পৌঁছতেও, অনেককে অনেক ভাবে পরিশ্রম করতে হয়েছে, অনেক ঘাত প্রতিঘাত, বাধা বিপত্তি সহ্য করতে হয়েছে। এসবের কি কোন মুল্য নেই? নয়না স্থির করল, নিজের পথ অবলম্বন করেই এগোবে। পথ বা মত, বদল করবে না নয়না। তাছাড়া, নয়না কবে, কখন, অন্যের দ্বারা পরিচালিত হয়েছে?

বিকাশবাবু আর পুরন্দর, দরজার সামনে এসে অনুমতি চাইল, আসব!

হ্যাঁ আসুন।

বিকাশবাবু আর পুরন্দর আসন গ্রহণ করলে, নয়না সামান্য হেসে বলল, আসতে তো হবেই।

বিকাশ জিজ্ঞেস করল, ম্যাডাম, আমি কি, এল. আই. সি. র অফিসে এখনি চলে যাব!

হ্যাঁ, যাবেন। তার আগে আমাদের সকলের, এই মুহূর্তে কি করনীয় সে বিষয়গুলো ঠিক করে ফেলি।

বিজন ও সমীরকেও ডাকা হল।

নয়না গাম্ভীর্য নিয়ে বলল, আমি চাইছি আজ থেকেই কাজ শুরু হয়ে যাক।

আজ থেকে? মানে, কি কাজের কথা বলছেন ম্যাডাম?

আমাদের কারখানার কথা বলছি! যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কাজ শুরু করে দেওয়া উচিত নয় কি?

উপস্থিত সবাই নিজেদের মধ্যে মুখ চাওয়াচায়ি করল।

আপনারা কিছু বলুন? আপনাদের সহযোগিতা ছাড়া আমি একা তো কিছু করতে পারব না।

ম্যাডাম, তাতো নিশ্চয়। কিন্তু, ইন্সিওরেন্সের টাকা না পেলে তো আমরা কোন কাজে এগোতে পারব না।

টাকা পাব না কেন বিকাশবাবু! হয়ত দু একদিন দেরি হতে পারে। তার বাইরে আর কি হবে?

আবার নতুন করে সব করা কম ঝামেলা নয় ম্যাডাম। সমীর ইতস্ততঃ করে বলল।

ঝামেলা মানে, আমাদের সবাইকে একটু বেশী পরিশ্রম করতে হবে তাই তো? তা কি সম্ভব নয়? কি মনে হয় তোমার? সমীর কোন জবাব না দিয়ে মাথা নত করে রইল।

আমার মনে হয় তুমি আর বিজন আজ থেকে কারখানা তৈরীর কাজ আরম্ভ করে দাও। তোমরা এখনই সাইটে চলে যাও। প্রথমে জায়গাটা পরিস্কার করবার ব্যবস্থা করো, একটা চালা তৈরী করে নিতে হবে। তারপর, দু-একদিনের মধ্যে কনস্ট্রাকশন আরম্ভ করা যাবে।

নয়নার কথায় বেশ বিরক্ত হল সমীর। একটু অবাকও হল, ম্যাডাম এধরনের কান্ডজ্ঞানহীন কথা বলছেন দেখে। বলল, আজকের মধ্যে মানে? আজ কি করে হবে? টেন্ডার কল করতে হবে, ফর্মালিটিজ শেষ করে, পার্টি ঠিক করতে হবে, কম করে হলেও এক

সপ্তাহের আগে কিছু করা সম্ভব নয়।

নয়নাও বিরক্ত হল সমীরের কথা শুনে। বলল, তোমাকে আমি সম্পূর্ণ বাড়ীর কাজ আজ শুরু করতে বলিনি। আজ কেবল, চালাটা তৈরীর ব্যবস্থা কর। যাতে প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র এনে রাখতে অসুবিধে না হয়। ইট কাঠ বালি রাখবার জন্য একটা জায়গা চাইত!

সমীর জবাব দিল না। ম্যাডামের কথাটা খুব অযৌক্তিক মনে হল।

সমীর, সব ব্যাপারে দালালের ওপর নির্ভর না করে, আমরা নিজেরা কিছু করতে পারি না! এবার আমরা ঠিকাদারের সাহায্য নাই বা নিলাম। আমার মনে হয়, আমাদের কাছে যখন সম্পূর্ণ নক্সা রয়েছে, তখন মিস্ত্রী ঠিক করে, সেই নক্সা অনুযায়ী আমরা নিজেরাই কারখানার কাঠামোটা বানিয়ে নিতে পারি। কি বল বিজন?

করা যেতে পারে ম্যাডাম। তবে,

কোন তবে নয় বিজন, করতে হবে। পারবে না? না পারলে বল, মিস্ত্রি ডেকে আমি সব কিছুর বন্দোবস্ত করছি।

না, মানে কাজটা তেমন সহজ হবে না। সেটাই বলছিলাম।

সমীর আর বিজন দুজনের মধ্যেই কোন উৎসাহ না দেখে, নয়না গম্ভীর হয়ে গেল। বলল, আমি তোমাদের জোর করব না।

তোমরা যোগ্য লোক। ইচ্ছে করলেই অন্য জায়গায় ভাল কাজ পেয়ে যাবে। তোমাদের মনে সেরকম কোন ভাবনার উঁকি ঝুঁকি থাকলে, তোমরা বিনা দ্বিধায় চলে যেতে পার। অন্যস্থানে, নিজের নতুন কর্মস্থল বেছে নিতে পার। আমার দিক থেকে কোন বাধা থাকবে না।

ম্যাডাম এ কি বলছেন? আমাদের মনে সেরকম কোন ভাবনা থাকবে কেন?

তাহলে যাও সমীর, বিজন তুমিও যাও, এক্ষুনি যাও, কাজে লেগে পড়। জিনীষ পত্র আনবার ব্যবস্থা কর।

নয়না এত আকুল হয়ে বলল, সমীর আর বিজন ইতস্ততঃ করে চাইল শুধু, কিছু বলতে পারল না।

বিকাশ আর পুরন্দরও অস্বস্থি পাচ্ছিল নয়নার কথা শুনে।

ম্যাডাম সব হবে, আগে পয়সার ব্যবস্থা হোক।

পয়সার ব্যবস্থা হবে বিকাশবাবু। আমার ইচ্ছে, যত শীঘ্র সম্ভব আমাদের কাজে নেমে পড়া উচিত।

পয়সা ছাড়া কি ভাবে কাজ শুরু করতে চাইছেন ম্যাডাম, কারো বোধগম্য হচ্ছে না।

আমাদের বর্তমান ব্যাংক ব্যালেন্স কেমন বিকাশ বাবু?

ম্যাডাম তেমন বিশেষ কিছু তো নেই। সাতাশ হাজারের মত হবে।

মাত্র সাতাশ হাজারে কি হবে নয়না ভেবে পেল না। সব চাইতে প্রথমে যে জিনিষের প্রয়োজন, তা হল অর্থের। কাল রাত থেকে এই চিন্তা কি নয়নাকে অস্থির করে তোলেনি? কথা হচ্ছে, নয়না কাজ ও পয়সা দুটোই একত্রে চাইছে। তাও এই মুহূর্তে চাইছে।

পুরন্দর তুমি কিছু বলছ না! তোমার মস্তিষ্ক থেকে কিছু বার কর।

ম্যাডাম আমি কি বলব, আমাদের মেইন ফ্যাক্টর হচ্ছে মানি, সেটা সলভ করতে না পারলে কিছুই করা যাবে না। বিব্রত ভাবে জবাব দিল পুরন্দর।

পুরন্দর এর মধ্যে ডেলিভারী দেবার সব মাল কি তৈরী ছিল।

না ম্যাডাম। তৈরী মাল বোধ হয় আর্দ্ধেকও হবে না, যা অফিসের গুদামে আছে। হাফ ডান অবস্থায় একপ্রস্থ মাল তো কারখানাতেই ছিল।

অর্থাৎ সেই অর্ধ নির্মিত বস্তুগুলোর কোন অস্তিত্ব এখন আর নেই, অস্তিত্ব থাকলে বিকলাঙ্গ বিকল সেগুলো। যান্ত্রিক চিকিৎসা শাস্ত্রের কোনও ধারাই এদের সুস্থ করে পুনর্জীবিত করে তুলতে পারবে না। নয়না মেঝের দিকে চেয়ে কষ্টটা হজম করল।

পুরন্দর, আপাততঃ আমাদের স্টকে তৈরী মাল যা আছে, সেগুলো ডেলিভারী দেওয়া যায় না!

যার যেমন অর্ডার ছিল, সেই হিসেব মত না পেলে, আংশিক ভাবে কেউ কি মাল নিতে রাজী হবে? উল্টে যারা এডভান্স দিয়েছিল, তারা হয়ত টাকা রিফাণ্ড চাইবে।

আকস্মিক কোন দুর্ঘটনার জন্য, সময়ে মাল দেওয়া সম্ভব হবে না তাই, মাস খানেক সময় চেয়ে নাও। তবে, যারা টাকা ফেরৎ চাইবে তাদের টাকা ফেরৎ দিতে হবে বৈকি, যেমন করে হোক। আমি যা চাইছি তা হল, আমাদের স্টকে যা মাল আছে, সেগুলো বিক্রির ব্যবস্থা হলে ইমিডিয়েটলি আমরা কিছু টাকা পেতে পারি।

তা করা যেতে পারে ম্যাডাম।

করা যেতে পারে নয়, তুমি আজ থেকেই শুরু কর। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হাতে পয়সা চাই আমাদের। যারা এডভান্স দেয়নি এবং অপেক্ষা করতে রাজী নয়, তাদের অর্ডার ক্যান্সেল করে দাও। সেই মাল অন্যখানে বিক্রির ব্যবস্থা কর! প্রয়োজন হলে, রেটটা একটু কমিয়ে দাও।

সেরকম পার্টি খুব কমই ম্যাডাম। কারণ, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে আমরা মোর দেন ওয়ান ফোর্থ এডভান্স নিয়ে থাকি।

নয়না আবার অস্বস্থি পেল। কারণ সবার এডভান্সের টাকা ফেরৎ দিতেও তো প্রচুর টাকার প্রয়োজন হবে। ঠিক এই কারণেই নয়না, কারখানা পুনঃনির্মাণ করে, যত শীঘ্র সম্ভব উৎপাদন শুরু করে দিতে চায়।

ম্যাডাম, আজ এ ধরনের কথা বলছে কেন, চার জনের একজনও বুঝতে পারছে না। ছেলে মানুষের মত সব কিছু এই মুহূর্তেই চাইছেন। মাত্র গত কালই দুর্ঘটনাটা ঘটেছে। সঙ্গে সঙ্গে কি রিকভারী হয়?

পুরন্দর কিছু বলতে যাচ্ছিল, তার আগে নয়না বলল, ওঠ পুরন্দর। কি করা যায় একটু চেষ্টা কর।

ম্যাডাম বুঝি আজ ছাড়বেন না, যেতেই হবে। এইভাব করে পুরন্দর উঠে দাঁড়াল। বলল, দেখি ম্যাডাম চেষ্টা করে। কি করা যায়। বাইরের ঘরে দেখতে হবে।

পুরন্দর বেরিয়ে যাচ্ছিল, নয়না বলল, শোনো পুরন্দর, গাড়ীটারও একটা ব্যবস্থা করতে হবে।

ম্যাডাম, গাড়ীটা থাক। মাত্র কালই তো আনা হল!

তা হোক। আমাদের এখন পয়সার প্রয়োজন, যে ভাবে আমদানী করা যায়, করতে হবে।

ম্যাডাম, আপনি এত ভাবছেন কেন। লোনের ব্যবস্থা করা যাবে। আমি ইন্সিওরেন্সের অফিসের খবর সংগ্রহ করে, ব্যাংকে যেতাম। না বিকাশ বাবু, লোন নেবার পক্ষপাতি নই আমি।

সবাই আবার নিজেদের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় করল, লোন ছাড়া, কিভাবে, কি করতে চান ম্যাডাম, এইভাব চার জনের চেহারায়। বিজন বলল, ম্যাডাম, ব্যাংক ছাড়া অনেক প্রাইভেট পার্টি আছে, যারা ইমিডিয়েটলি কর্জ দিতে রাজী থাকে। হয়ত ইন্টারেষ্ট একটু বেশী নেবে, তবুও টাকা পাওয়া যাবে।

সেসব পরে বিবেচনা করা যাবে বিজন। আপাততঃ কর্জ না নিয়ে আমরা কি ভাবে এগোতে পারি সেই চেষ্টাই করতে হবে।

তাছাড়া, ইন্সিওরেন্সের টাকাটা হাতে এসে গেলে তো সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাচ্ছে।

ম্যাডাম, তাই বলছিলাম গাড়ীটা না হয় এখন থাক। পুরন্দর আবার বলল।

না পুরন্দর, এখন এসব সেন্টিমন্টোল কথা ভাবা চলবে না। যত শীঘ্র সম্ভব, আমাদের কারখানাকে সচল করতে হবে। ভবিষ্যত আমাদের হাতে, তখন কি গাড়ী কেনা যেতে পারে না!

বিজন, মেশিনগুলো কি সব অকেজো হয়ে গেছে? সারিয়ে কাজে লাগান যায় না? কোনও কোনোটা? প্রয়োজন হলে সেই নির্দিষ্ট কোম্পানীর লোক ডেকে এনে দেখাও।

না, ম্যাডাম, তা বোধ হয় আর সম্ভব নয়। অবশিষ্ট যা বেঁচে আছে, তা পুড়ে যাওয়া লৌহ খণ্ড।

আজ যেন নয়নার সব কথা নাকচ করছে এরা। নয়নারও রাগ হল। বলল, দেখতে আপত্তি কি বিজন? কোম্পানীর লোককে খবর দাও। ওরা যদি রায় দেয় যে রিপ্লেস করতে হবে, তবে তাই করা হবে। কিন্তু, তার আগে আমাদের জানতে তো হবে, যন্ত্রগুলো সম্পূর্ণ অকেজো হয়ে গেছে কিনা!

ম্যাডাম, আমি সকাল বেলাই কোম্পানীর ইঞ্জিনিয়ার মিঃ ভৌমিককে সঙ্গে করে সাইটে গিয়েছিলাম। উনি সব দেখে বলেছেন, আর কিছু করা সম্ভব নয়। মেশিনগুলো এখন পরিত্যক্ত লৌহ খণ্ড।

ওহ! তাহলে কাজটা করে ফেলেছ' ভাল করেছ। নয়না খুশী হল।

তাহলে এক কাজ কর তুমি বিজন, যা যা লাগবে লিষ্ট বানিয়ে অর্ডার দিয়ে যাও।

ম্যাডাম, আমাদের প্রয়োজন অনুসারে মেশিন আপাততঃ ওদের স্টকে নেই। কোলকাতা থেকে আনাতে হবে।

যেখান থেকেই আনাতে হোক, আনতে হবেই, ইমিডিয়েটলি।

এত তাড়াহুড়ো করে কিছু করা সম্ভব হবে না ম্যাডাম।

সম্ভব কর বিজন। এই কাজের জন্য মিনিমাম যতটা সময়ের প্রয়োজন, শুধু সেই সময়টুকু ব্যয় কর।

ম্যাডাম মেশিনের জন্য টোটাল কস্ট্ সিক্স লাখ সামথিং।

টাকার কথা তুমি চিন্তা কর না বিজন। পেমেন্ট উইল বী ডান্ ওন দ্যা সেম ডে, হোয়েন দ্যা আইটেম উইল বী রিসিভড। অর্ডার দেবার সময় ফিফটি পার্সেন্ট এ্যাডভান্স দিতে হবে ম্যাডাম।

নয়নার সব কথা অগ্রাহ্য করতে চায় কি বিজন? তা না হলে নয়নার প্রত্যেকটা কথার না বাচক জবাব দিচ্ছে কেন বিজন?

নয়না গম্ভীর হয়ে বলল, তুমি কি সাত সকালে এত সব ইনফর্মেশন সংগ্রহ করে ফেলেছ?

ম্যাডাম আমি কারো সাহায্য নিতে যাব কেন, যা করবার আমি নিজেই করেছি। আমি অফিসেই ছিলাম। অফিসে বসে আগের ফাইল ঘেঁটে সব মেশিনের নাম ও লিষ্ট দেখেছি। প্রিভিয়াস এস্টিমেটেও যাচাই করেছি। তাই সঠিক রেট আন্দাজ করতে পেরেছি। নয়না কিছুটা শান্ত হল। এতক্ষণ মনে হচ্ছিল, এরা কেউ বুঝি নয়নাকে সহায়তা করতে চায় না।

তাই বল না বিজন! তুমি এত কিছু করে ফেলেছ, না জানালে জানব কি করে? ধন্যবাদ বিজন। তোমার বিবেচনা বোধের জন্য অনেক ধন্যবাদ।

নয়না ব্যস্ত হয়ে উঠল। তাহলে তো অনেকটা এগিয়েছি আমরা। এখন যার যা করনীয়, সে কাজে লেগে পড় সকলে।

বিজনকে আরেকবার ধন্যবাদ জানিয়ে, নতুন মেশিন অর্ডার দেবার জন্য মিঃ ভৌমিকের কাছে পাঠিয়ে দিল নয়না। সমীরকে বলল, তুমি সাইটে চলে যাও সমীর। নব নির্মাণ কার্যের শুভারম্ভ করে ফেল। আমাদের শ্রমিক ভাইরাও হাত লাগাবে। অবশ্য ওরা রাজী হবে কিনা জানি না। কারণ, এখন তো এদের অন্য কোন কাজ দেওয়া যাবে না।

রাজী হবে না কেন ম্যাডাম? আপনি ওদের পছন্দ মত কাজ দেবেন? নাকি, আপনার, মানে, আমাদের প্রয়োজন অনুসারে কাজ দেবেন? তাহলে সবাই যাবে। সমীর নয়নাকে আশ্বস্থ করল।

তাহলে আর দেরি করো না। শুভ কাজটা শুরু করে ফেল।

ঠিক আছে ম্যাডাম। আমি আমার সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে কাজে নেমে পড়ছি।

তাই যাও সমীর। শুরু করে দাও।

বিকাশবাবুও উঠে দাঁড়াল। নয়নাকে জিজ্ঞেস করল, এখন যেতে পারি?

হ্যাঁ, আপনিও বেরিয়ে পড়ুন। ইন্সিওরেন্সের কাগজপত্র নিয়ে প্রথমে ওদের অফিসে চলে যান।

একে একে সবাইকে কাজে পাঠিয়ে, নয়না এল. আই. সি.-র অফিসে ফোন করল।

রিজিয়ন্যাল ম্যানেজারের সাথে যোগাযোগ করে, ঘটনা সম্পর্কে অবগত করিয়ে, কাজটা যত সত্বর সম্ভব করে দেবার জন্য অনুরোধ করল।

চারজনকে, চার রকম কাজে পাঠালেই তো নয়না নিশ্চিন্ত থাকতে পারে না। আসল দুশ্চিন্তায় থেকে তো রেহাই পেল না। এত শীঘ্র এত অর্থ যোগাড় করা কি সম্ভব হবে? বিজয় সমীর ও বিকাশবাবু নতুন করে কাজে অবতরণে অনিচ্ছা প্রকাশ করবার তো একটাই কারণ ছিল। ওরা সবাই জানে এত সত্বর পয়সা যোগাড় করা সম্ভব হবে না। পয়সা ছাড়া কিছু হবার নয়। কিন্তু, কিসের জোরে নয়না এই সত্যকে বুঝতে চাইছে না? নয়নার হাত বর্তমানে একদম শূন্য।

তাই বলে কোনো ভাবেই কি একটা সমাধান খুঁজে পাওয়া যাবে না?

একটা উপায় অবশ্য আছে। গৌহাটিতে আসবার পর নয়নাকে পঠানো, অরিন্দমের সব টাকা ব্যাঙ্কে জমা রয়েছে। সেই টাকার পরিমাণ কত সেটা কখনো হিসেব করেনি নয়না। তবে, নিঃসন্দেহে একটা বড় পরিমাণ হবে। কিন্তু, অরিন্দমের পয়সা নয়না খরচ করবে কেন? নেবে কেন? কিন্তু, এটা তো ঠিক নেওয়া নয়। আকস্মিক প্রয়োজনের ভিত্তিতে কর্জ হিসেবে খরচ করা হবে। পরে, ডি এ ইন্ডাস্ট্রি একটু সুস্থির হলে, ব্যায় করা অর্থের পরিমাণ পুনরায় সেই একাউন্টে রেখে হিসেব মিলিয়ে রাখা হবে। এই প্রক্রিয়ার দ্বারা নয়না অরিন্দমের টাকা কাজে লাগাতে পারে।

না। নয়নার মন সায় দিল না। পরোক্ষভাবে হলেও, নয়না অরিন্দমের পয়সা ব্যবহার করবে না। হঠাৎই খুব উদাস হয়ে গেল নয়না। কিন্তু, নেবে নাই বা কেন? অরিন্দম, নয়নার স্বামী, ডিম্পি অন্তুর পিতা, সমাজের চোখে, আইনতঃ নয়নার একমাত্র সঙ্গী ও আপনজন। সেই অনুসারে নয়নার সব দায়িত্ব অরিন্দমের। অরিন্দমের সাহায্য নেওয়া অনুচিত বিবেচিত হতে পারে না। অনুচিত ভাববার কোনো কারণ থাকতে পারে না। নিতে পারে নয়না অরিন্দমের টাকা। এই সিদ্ধান্ত নিয়ে, একটু সুস্থির হতে না হতেই, একটা বিশেষ দিনের কথা মনে পড়ে গেল নয়নার। যেদিন অরিন্দম নয়নাকে সেই বিষম কথাটা বলেছিল। এখানে আসবার পূর্বে শেষ যেদিন অরিন্দমের সম্মুখে উপস্থিত ছিল নয়না। বহুদিন হয়ে গেল বুঝি! প্রায় চার বছর হতে চলেছে। হঠাৎই খুব ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল অরিন্দম সেদিন। ভয়ানক এক আক্রোশ নিয়ে ব্যক্ত করেছিল, অন্তরের বিরূপতা। 'তোমাকে আর কত দিন সহ্য করতে হবে বলতে পার'। অরিন্দম নয়নাকে সহ্য করতে পারে না। এই কথার চাইতেও দুঃসহনীয় ছিল সেদিনের অরিন্দমের ভাবমূর্তি। সেদিন সেই উক্তি করবার সময়, অরিন্দমকে ভয়ংকর নিষ্ঠুর ও নির্মম মনে হয়েছিল নয়নার। বলবার ধরনটা অন্তরের অভ্যন্তরে গিয়ে আঘাত দিয়েছিল নয়নাকে। অনেক দিন পর, দু'চোখ জলে ভরে গেল নয়নার।

চোখ মুছে ধাতস্থ হল নয়না। না। না। এ কি ভাবছে নয়না? অরিন্দমের কোনো রকম সাহায্য নিতে পারে না সে। অপ্রত্যক্ষ হলেও নয়। এতদূর যখন নয়না, স্বামীর সহায়তা বিনা অগ্রসর হতে পেরেছে, বাকী জীবনটাও পারবে। আজ হঠাৎ অরিন্দমের টাকা ব্যবহার করবার কথা চিন্তা করবে কেন নয়না? যে করেই হোক, একটা অন্য উপায় বার করে

টাকার ব্যবস্থা করবে সে। দুপুরের পর, বিকাশবাবু ফিরে এসে জানালো, এল. আই. সি.-র অফিসে গিয়ে বিশেষ লাভ হল না। গত কালের ঘটনা কোনো দুর্ঘটনা কিনা, তাতে ওদের সন্দেহ হচ্ছে। দুর্ঘটনার প্রমাণ আরো জোরালো করে চাইছে ওরা।

নয়না বলল, কি আশ্চর্য! আগুনে পুড়ে সব ভস্ম হয়ে গেছে। এই তো প্রমাণ। এর বাইরে আর কি প্রমাণ দেব?

আসলে ঘটনাটা আমাদের নিজেদের তৈরী বলে ভাবছে ওরা।

আশ্চর্য বিকাশ বাবু! আমরা নিজেরা আমাদের সর্বনাশ করে, ইন্সিওরেন্সের টাকা দাবী করছি মনে করছে কি করে ওরা?

ওরা পুলিসের রিপোর্ট দেখতে চাইছে। কিভাবে আগুন লাগলো সেসব ডিটেলস তদন্ত না করে কিছু করবে না।

পুলিসের কাছে গিয়ে ঝামেলা বাড়িয়ে কোনো লাভ নেই বিকাশবাবু। অন্য যে ভাবে হোক কিছু করবার চেষ্টা করুন।

সোমবারের আগে কিছু হওয়া সম্ভব বলে মনে হয় না ম্যাডাম। আপনি বরং আর. এম. এম কে একবার রিকোয়েস্ট করুন।

তা করা হয়ে গেছে বিকাশবাবু। আমার তরফের যা যা বলবার বলেছি আমি।

সহজে মেনে নেবে বলে মনে হয় না। পকেট গরম না হওয়া পর্যন্ত ওরা কিছু করবে না।

উই স্যাড ফলো দ্যা অর্ডার ওফ দ্যা ডে। ওদের খুশী করে হলেও, কাজটা করে নিতে হবে। যে কোনো উপায় বার করে আমাদের কাজটা হাসিল করতে হবে।

আমি আর একবার গিয়ে আর. এম. এর সাথে দেখা করে কাজটা সোমবারের আগে শেষ করে দিতে বলব।

নয়নার হঠাৎ কিছু মনে পড়ে যাওয়ায়, বিকাশবাবুকে জিজ্ঞেস করল, আজ কি বার বলুন তো?

বিকাশ জানালো শুক্রবার।

আজই মিসেস বড়ুয়ার কাছে দশ হাজার টাকা পাঠাবার কথা। শুক্রবারেই, বন্যা পীড়িতদের সাহায্যার্থে মহিলা সমিতির তরফের সব টাকা পাঠিয়ে দেবেন মিসেস বড়ুয়া।

কি হল ম্যাডাম?

একটা অন্য কাজের কথা মনে পড়ে গেল জানেন।

নয়নাও দশ হাজার টাকা দেব বলেছে। পরিস্থিতির বিপাকে পড়ে এখন কথার খেলাপ করতে পারে না সে। মিসেস বড়ুয়াকে নয়নার কারখানার কথা খুলে বললে হয়ত কিছু মনে করবেন না। কিন্তু, নয়নার নিজস্ব সমস্যার কথা পাঁচ কান করতে চায় না। উনি আপনা থেকে কিছু জেনে ফেললে সে আলাদা কথা। নয়না নিজের ব্যাঙ্ক একাউন্ট থেকে দশ হাজারের একটা চেক কেটে, একটা নির্দিষ্ট ঠিকানা সহ বিকাশ বাবুর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, কাইগুলি কাউকে দিয়ে টাকাটা উঠিয়ে এই ঠিকানায় একটু পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করে দিন বিকাশবাবু।

বিকাশ বাবু চেকটা হতে নিয়ে বলল, এটা কি এই মুহূর্তে খুব জরুরী ম্যাডাম? আমাদের কি এখন দান করবার সময়?

নয়না কপাল কুঞ্চিত করে চাইল।

ম্যাডাম, এই সময় আমরা একটা সমস্যা নিয়ে হিমসিম খাচ্ছি। সেই অবস্থায় এই ধরনের দান খুব দৃষ্টিকটু মনে হচ্ছে। সৎ উপদেশ হলেও, নয়না কারো উপদেশ সহ্য করতে পারে না। নয়নার রাগ চড়ে গেল। বলল, আমরা সবাই আজ খুব অস্থির একটা বিশেষ, সমস্যার সমাধান খুঁজতে। এ কথা অসত্য নয়। তবে, সেই সমস্যার সাথে সেই চেকের কোনো সম্পর্ক নেই। এটা সম্পূর্ণ আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। আমি মনে করি না, আমার এই চেক আমাদের সেই কার্য সিদ্ধিতে কোনো ব্যাঘাত ঘটাবে।

তাছাড়া, আমি আমার ব্যক্তিগত জীবনে কি করব না করব, তা নির্ণয় করবার ক্ষমতা রয়েছে আমার।

খুব উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল নয়না। পরক্ষণেই নিজের ভুল বুঝতে পেরে সুস্থির হল। অনুতপ্ত স্বরে বলল, স্যরি বিকাশবাবু।

কিছু মনে করবেন না।

কিছু মনে করিনি ম্যাডাম। ইট ইজ ও কে।

দুপুরবেলা কারখানার কাজ পরিদর্শনে গেল নয়না। সেখানে প্রত্যেকের সক্রিয়তা দেখে অবাক হয়ে গেল। ছেলেগুলো সত্যিই খুব পারদর্শী। গত রাতের নিদারুণ অবস্থা ভুলে পুনরায় সজীব হয়ে উঠেছে। এদিক দিয়ে নয়নার ভাগ্য সুপ্রসন্ন ছিল। ছেলেগুলো কখনো ধোকা দেয়নি নয়নাকে। ডি এ ইন্ডাস্ট্রির প্রত্যেকে এক একজন নিষ্ঠাবান কর্মী। এরই মধ্যে পাথর সিমেন্ট, বালি, ইত্যাদি সব এনে ফেলা হয়েছে। গত রাতের ভস্মীভূত ভূমি এক সুপরিচ্ছন্ন ভূমিখণ্ডে রূপান্তরিত হয়েছে। অর্থাৎ কারখানার পরিকাঠামো তৈরির কাজ পুনরায় আরম্ভ করে দিয়েছে এরা।

প্রত্যেকের হাতে কোদাল, হাতুড়ী, কিংবা, অন্য কোনো হাতিয়ার। যার সহায়তায় সকলে কাজে ডুবে রয়েছে। প্রত্যেকেই ক্লান্ত শ্রান্ত, অথচ মলিন নয়।

দক্ষ হাতের অপূর্ব কলাকৌশল! নয়না আপন মনে ব্যক্ত করল।

সমীর একজন মিস্ত্রি নিয়ে মাপজোক নিচ্ছিল। নয়নার কথা শুনে চাইল।

আমাকে কিছু কাজের ভার দেবে সমীর?

ম্যাডাম, এই সময়েও আপনি ঠাট্টা করতে পারেন!

ঠাট্টা নয় সমীর। আমি সত্যি বলছি। সকাল থেকে প্রখর রৌদ্রের তাপ মাথায় নিয়ে তোমরা অমানুষের মত পরিশ্রম করে যাচ্ছ।

আমি তো আরাম করে ভেতরে বসেছিলাম। তাই এখন কোন কাজের ভার বহন করতে চাইছি।

কি করতে চান আপনি ম্যাডাম? ইট ভাঙ্গবেন? মাটি কাটবেন? না, সিমেন্ট বালির মিশ্রণ তৈরী করবেন?

ওসব তো আমি পরব না ভাই। আমার এই হাত দুটো এসব কাজে অপটু। তোমাদের কাজের ভাগ কিছুটা নিতে চাইছি ঠিকই। কিন্তু এসব কার্যে আমার দক্ষতা নেই। আমি এক নিষ্কর্মা।

সমীর কাজ বন্ধ করে কয়েক মুহুর্ত নয়নাকে গভীরভাবে অবলোকন করে বলল, ম্যাডাম একটা কথা বলব?

বল না, কি বলতে চাও।

ম্যাডাম, এই যে আপনি দাঁড়িয়ে রয়েছেন আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে, আপনি পাঁচ ফুট এক বা দুই ইঞ্চি সাইজের একজন সাধারণ মানুষ। কিন্তু আপনার মস্তিষ্কের ক্রিয়া কর্ম অসাধারণ। আপনার মনোবল সাংঘাতিক। অন্য দিকে, হৃদয়ের ব্যাপকতার দিক দিয়েও আপনি একজন উচ্চ শ্রেণীর মানুষ।

নয়না বিব্রত ভঙ্গিতে বলল, হঠাৎ এসব কেন সমীর?

ম্যাডাম গত কালকের দুর্ঘটনায় আমাদের ক্ষতির পরিমাণ এখনও আন্দাজ করতে পারিনি আমরা। তবে, আনুমানিক বিশ পঁচিশ লাখের মতন তো হবে। ইন্সিওরেন্সের টাকা পেলেও আমরা অর্ধেকের বেশী পাব না। সেই হিসেবে, গতকাল আপনার কয়েক লক্ষ টাকা পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। তা সত্ত্বেও, আপনার ধৈর্য দেখে আমরা আশ্চর্য হয়ে গেছি। নিজের এত বড় ক্ষতিকে অগ্রাহ্য করে, পুনরায় আমাদের সকলের ভার নিজের কাঁধে নিলেন। আমরা কেউ এতটা আশা করিনি ম্যাডাম। আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা নেই।

ছাড়তো এসব! তোমাদের সকলের ভার আমি নিইনি। তোমাদের ডি এ ইন্ডাস্ট্রি, তোমাদের সকলের সহযোগিতা আশা করে। ডি এ ইন্ডাস্ট্রি আজ বিপন্ন অবস্থার মুখোমুখি হয়েছে বলে কি তোমাদের দূরে ঠেলে দেবে? তাকি সম্ভব? চট্ করে কোথায় যাবে তোমরা? ডি এ ইন্ডাস্ট্রি পুনরায় সচল ও সক্রিয় না হওয়া পর্যন্ত, তোমাদের সকলকে কিছুদিন কষ্ট করতে হবে এই যা। আপনি যাই বলুন ম্যাডাম, গত রাত থেকেই আমরা সবাই আপনার কথা চিন্তা করছিলাম ম্যাডাম। আপনি এখনো সুস্থ মস্তিষ্কে রয়েছেন কি করে? আপনার ভি পি এখনো স্বাভাবিক রয়েছে কি করে?

নয়না ম্লান হেসে বলল, ভগবানের দয়া সমীর।

না ম্যাডাম, কারো দয়া নয়। এসব আপনার অসাধারণ ক্ষমতা। আপনার, ধৈর্য্য, সহনশীলতা ও সুবিবেচনা বোধের উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

নয়না আবার ক্লান্ত হাসি হাসল। জানিনা সমীর কতখানি কি করতে পারব। তোমাদের সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টা ও আগ্রহ আমাকে শক্তি যুগিয়ে যাচ্ছে। তোমরা আমার পাশে রয়েছ বলেই আমি হয়ত শক্তি খুঁজে পাই।

ম্যাডাম, এভাবে সর্বদা আমাদের উৎসাহ দিয়ে যাবেন, আর কিছু চাই না আমরা। আজ সকালবেলা আপনি আমাদের সবার মস্তিষ্ক ধুয়ে মুছে সাফ করে দিয়েছেন। তা, না, হলে, আজই আবার কাজে নামবার উৎসাহ পেতাম না।

ঠিক আছে বাবা, আমি তোমাদের কাজের উৎসাহ দিয়েছি। এবারে থামবে!

ম্যাডাম , এই যে আপনি, এত বিশৃংঙ্খল এক পরিস্থিতিকে উপেক্ষা করে, এখানে এসে দাঁড়ালেন, আমাদের কাছে তার মূল্য অনেক। আপনার উপস্থিতিটাই আমাদের অনুপ্রেরণা। আপনি কোন চিন্তা করবেন না ম্যাডাম, আপনার পরিকল্পনাকে আমরা সার্থক করে তুলব। নিজের হাতে কোদাল ও কুড়াল চালানোর যে একটা আলাদা আনন্দ আছে, আপনি জোর করে কাজে পাঠিয়ে না দিলে, কোন দিনও হয়ত বুঝতে পারতাম না।

আমাকে অনেক উঁচুতে ওঠাচ্ছ সমীর। আর নয়। নয়না সলজ্জ হাসি হাসল।

ম্যাডাম আপনি এখন বাড়ি যান। একটু বিশ্রাম নিন। এখানকার কাজের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকুন। সব হয়ে যাবে।

নয়না অফিসে ফিরে এসে দেখল, পুরন্দর নয়নার জন্য অপেক্ষা করছে।

ম্যাডাম, অনেকটা হয়ে গেছে। মোট, টু পয়েন্ট থ্রি লাখ আমরা আগামী কালের মধ্যেই হাতে পেয়ে যাব। আমাদের গুদামের সব মাল ডিসপোজ করবার ব্যবস্থা করে ফেলেছি।

আরে! তাই? এ তো ভীষণ সুখবর শোনালে পুরন্দর। নয়না খুশী হয়ে বলল, আসলে তোমার হাতটাই আলাদা, যে কাজে হাত দাও সফলতা আসবেই।

আর একটা কথা ম্যাডাম, গাড়ীর জন্য যার কাছে গিয়েছিলাম, উনি বললেন, গাড়ী ছাড়াও লোন দিতে রাজী আছেন উনি, তিন চার মাসের মধ্যে শোধ দিয়ে দিলেই হবে।

না, পুরন্দর, কারো দয়া ভিক্ষে গ্রহণ করতে পারব না। গাড়ীটা রেখে যদি টাকা দিতে চান দিক। তা, না হলে, অন্য জায়গায় দেখ। ম্যাডাম,গাড়ীটা নিয়ে আপনি এত জেদ করছেন কেন বলুন তো? আমাদের খারাপ লাগছে না ম্যাডাম? মাত্র গত কালই গাড়ীটা নিয়ে আসা হয়েছিল। তা ছাড়া, এখন আমাদের পরিস্থিতি অন্যরকম। এই পরিস্থিতিতে আপনাকে অনেক ছুটাছুটি করতে হবে। গাড়ী ছাড়া পারবেন না আপনি।

তা হোক পুরন্দর। একটু কষ্ট না হয় আমি করবই। এখন আমাদের টাকা যোগাড় করবার সব উপায়কে কাজে লাগাতে হবে। কোন ভাবাবেগ থাকলে চলবে না।

আপনি খুব জেদী ম্যাডাম। আপনাকে বুঝিয়েও কোন লাভ হয় না। একবার যা করবেন বলে স্থির করেন, তা করে ফেলেন।

পুরন্দরের কথায় হাসল নয়না। পুরন্দর অনেকক্ষণ থেকে ছেলেমানুষী আব্দার করে যাচ্ছে। পুরন্দরকে দেখে মায়া হল। নয়না জিজ্ঞেস করল, খাওয়া-দাওয়া হয়েছে? নাকি, সারা দিন অভুক্ত থেকে কাজ করে যাচ্ছ? খাবার সময় পাইনি ম্যাডাম, একবারে সব কাজ সেরে নিলাম। খুব ক্ষিদে পেয়েছে জানেন!

পুরন্দরের কথায় নয়নার মায়া আরো বেড়ে গেল, এখানেই কিছু খাবার আনিয়ে খেয়ে নাও না?

না ম্যাডাম। বাড়ী যাব। চান করে খাব।

তাহলে আর দেরী কর না, বাড়ী চলে যাও।

পুরন্দর উঠতে যাচ্ছিল, হঠাৎ মনে হল ম্যাডামকেও ভয়ানক ক্লান্ত দেখাচ্ছে। দেখাবে নাই বা কেন? এত বড় দুর্ঘটনা ঘটে গেল, তারপর, আবার সঙ্গে সঙ্গেই উঠে পড়ে লেগেছেন

উদ্ধারকার্যে। গতকাল রাতের পর থেকে ম্যাডামের মস্তিষ্কটা বুঝি এক দণ্ডের জন্যেও রেহাই পায়নি। ম্যাডামের, শান্ত নির্লিপ্ত চেহারার ভেতরে, এক অতি ভীষণ সক্রিয় মানুষ রয়েছে, যিনি সর্বদা নিজের বুদ্ধি ও বিবেচনার যথাযথ প্রয়োগ করেন।

পুরন্দরের চাহুনী দেখে নয়না অস্বস্থি পেল। জিজ্ঞেস করল, কি হল? এমন করে কি দেখছ?

ম্যাডাম আপনার খাওয়া হয়েছে? আপনি কি সারা দিনে একবারও বিশ্রাম নিয়েছিলেন?

নয়না আবার হাসল, বলল, আমার এখনো খাবার ও বিশ্রাম নেবার সময় হয়নি। বিকাশবাবু আর বিজন আসুক, ওরা দুজন কতটা কি করল জেনে নিই। তারপর না নিজের কথা ভাবব!

ওদের কাছ থেকে খবর সংগ্রহ করে আবার চিন্তা করতে বসবেন তো?

নয়না আবার হাসল, চিন্তা না করলে চলবে কেন পুরন্দর?

না ম্যাডাম, আজ আর কিছু নয়। এবারে আপনিও বাড়ী যান। বিশ্রাম নিন গিয়ে। বাকী যা করবার আবার কাল হবে। তা, না হলে অসুস্থ হয়ে পড়বেন।

তাই করতে হবে। আমার শরীরটাও তো মানুষের শরীর। বিশ্রাম না নিলে আপনা থেকে অবসন্ন হয়ে পড়বে। তাই বাড়ি গিয়ে বিশ্রাম নিতে হবে বৈকি। তুমি চলে যাও পুরন্দর। তোমরা ছেলে মানুষ, কতক্ষণ ক্ষিদে আটকে রাখবে।

বসাককে দুকাপ চা নিয়ে আসতে বলেছিলাম। সেজন্যে অপেক্ষা করছি। চা খেয়ে চলে যাব।

তখনই বসাক দুকাপ চা আর বিস্কুট নিয়ে এল।

চা পেয়ে নয়না খুশী হল, অনেকক্ষণ থেকে গলা শুকিয়ে রয়েছে টের পেল।

চা খেতে খেতে নয়না জিজ্ঞেস করল, বাড়ীতে খাওয়া দাওয়া কর? না বাইরে?

বাইরে খাব কেন, বাড়ীতেই খাই।

রান্নাবান্না তুমি নিজেই কর? না, লোক রেখে দিয়েছ?

লোক মানে আমাদের সব কিছু শম্ভুদাই করে দেয়। তাই আমাদের কোন অসুবিধে হয় না।

আমাদের মানে? আর কেউ থাকে তোমার সাথে?

না, হ্যাঁ, মানে আমার চাচা এসেছেন তো। শম্ভুদাকে চাচা দেশের বাড়ী থেকে নিয়ে এসেছিলেন। শম্ভুদাই আমাদের সব করে দেয়।

পুরন্দর ইতস্ততঃ ভাব নিয়ে কথা বলছে কেন নয়না বুঝল না।

তোমার চাচা? নতুন এসেছেন?

না, নতুন কেন অনেক দিন ধরেই তো আছেন চাচাজী।

নয়না ঠিক বুঝল না। খানিক আগে পুরন্দর বলল, ওর চাচা নতুন এসেছেন। এখন আবার বলছে, অনেক দিন ধরে আছেন।

পুরন্দরের কথাটা ঠিকমতন বোঝার জন্য নয়না আবার বলল, তোমার চাচা এখানে

থাকতেন, তুমি তার সাথে থাক! নাকি, তুমি যেখানে থাক, সেখানে তোমার চাচা এসে তোমার সাথে থাকছেন?

পুরন্দর যেন আবার ইতস্ততঃ করল। বলল, ঐ আর কি। মোট কথা আমি আর আমার চাচা এক সঙ্গে থাকি।

পুরন্দর কি কিছু অস্পষ্ট রাখতে চাইছে? নয়নার যেন তাই মনে হল। তা না হলে, নয়নার প্রশ্নটার সঠিক উত্তর দিল না তো?

পুরন্দর বলতে না চাইলে, বলবে না। এই নিয়ে আর কোন প্রশ্ন করল না নয়না। ওর সঙ্গে ওর চাচাই থাকুক, বা, অন্য কেউ থাকুক তা দিয়ে নয়নার কি?

চা শেষ হয়ে গেলে নয়না বলল, এবারে তুমি যাও পুরন্দর। কাল আবার যা করবার করো। আজকের সফলতার জন্য অনেক ধন্যবাদ।

ম্যাডাম, এখনও অনেক কাজ বাকী। এখনি ধন্যবাদ দিচ্ছেন কেন? সুস্থ শরীরে সব কাজ সমাপ্ত করি। আমাদের কারখানা আবার চালু হোক, তখন ধন্যবাদ দেবেন।

পুরন্দর চলে যাবার পর, বিকাশবাবু এলেন। বললেন, আজ বেশী কিছু করতে পারিনি ম্যাডাম, শুধু রেজিস্ট্রেশনটা রিনিউ করে নিয়ে এলাম।

আবার রিনিউ কেন?

ম্যাডাম, কিছুদিনের জন্য হলেও তো আমাদের কারখানা নিশ্চিহ্ন থাকবে। এই নিয়ে যদি কেউ আবার কোন ঝামেলা ওঠায়। সেজন্যই কাজটা আগে করে রাখলাম।

ঠিক আছে। এই ব্যাপারগুলো আপনি যা ভাল বোঝেন করে নেবেন। আমাকে জিজ্ঞেস করবার কোন প্রয়োজন নেই।

ম্যাডাম আজকের মত অনেক হয়েছে। এবারে আপনি বাড়ী যান।

যাব। আমি একা কি পরিশ্রান্ত? আপনারা সকলেই পরিশ্রম করছেন। আপনাদেরও বিশ্রাম প্রয়োজন।

বিজন এখনো এল না তো?

আপনি বিজনের জন্য চিন্তা করবেন না। ও, খুবই সিরিয়াস ছেলে। ও ঠিকই করবে। আপনি চলে যান। আমি কিছুক্ষণ আছি। বিজনের খবর আমি ফোনে পৌঁছে দেব আপনাকে।

অনেকক্ষণ থেকে মাথা ধরেছে নয়নার। বিকাশবাবুর কাছ থেকে ভরসা পেয়ে, বাড়ী চলে আসতে চাইল নয়না। বসাক এসে জানাল, এক ভদ্রলোক নয়নার সঙ্গে দেখা করতে চান।

নয়না বিকাশকে বলল, দেখুন গিয়ে। চট্ করে আবার আমার কাছে পাঠিয়ে দেবেন না। আপনি কথা সেরে বিদায় করে দিন। আমার আজ শক্তি নেই।

বিকাশ, গিয়ে আবার ফিরে এসে বলল, ম্যাডাম আমার দ্বারা হবে না। একজন সাংবাদিক আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন।

না, না, বিকাশবাবু, ওসব আমি পারব না। আমার শরীর ভাল লাগছে না। আমি বাড়ী যাচ্ছি। আপনি কথা বলে নিন।

অনেক বোঝালাম ম্যাডাম, আমার কথা শুনতে চাইছেন না। অন্ততঃ পাঁচ মিনিটের জন্য হলেও আপনার সাথে কথা বলতে চাইছেন। আমায় চাইছেন না।

কি জন্য এসেছেন? কালকের দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে কিছু জানতে চাইছেন কি?

হতে পারে ম্যাডাম। আমায় কিছু বলছেন না। এই জার্নালিস্টগুলো হচ্ছে এক একটা জোঁক। যতক্ষণ না সঠিক লোকের কাছে পৌঁছতে পারছেন, ততক্ষণ জোঁকের মত লেগে থাকেন। কাজ হয়ে গেলে আপনা থেকে সরে যায়। আপনি অসুস্থ তাও বললাম ম্যাডাম, তবুও মানছেন না।

আমি অসুস্থ বললেন কেন?

মানে, এড়ানোর জন্য বলতে হল।

ঠিক আছে আসতে বলুন। তবে ঐ পাঁচ মিনিটের বেশী সময় দিতে পারব না আমি।

ত্রিশ বত্রিশ বয়সের এক ভদ্রলোক ঢুকে নয়নাকে নমস্কার করে বললেন, ও আপনি?

নয়না প্রতি নমস্কার জানিয়ে বলল, মানে? আপনি কি আমায় চেনেন নাকি?

ঠিক চিনিনা। তবে দেখেছি।

দেখে থাকতে পারেন। বলুন কি জন্য এসেছেন?

গত কাল আপনাদের কারখানার মর্মান্তিক দুর্ঘটনার জন্য খুবই দুঃখিত।

ওসব সহানুভূতি মাখা কথা বাদ দিয়ে কি চান সেটাই বলনু।

কালকের ঘটনাকে কেন্দ্র করে দু একটা প্রশ্ন করতে চাই। যদি আপত্তি না থাকে।

আমার আপত্তি ছিল। আপনি শুনলেন কোথায়? নয়নার গলার স্বরে রাগ ও বিরক্তি প্রকাশ পেল।

কি করব বলুন? রিপোর্টার মানুষ, যে করেই হোক, খবর সংগ্রহ করতে হয়।

বলুন? নয়না তাড়া দিল।

গতকালের অগ্নিকাণ্ড সম্পর্কে আপনার ধারণা কি? কোন আতংকবাদী বা দুষ্কৃতকারী এই কার্যে লিপ্ত আছে বলে সন্দেহ করেন কি? নাকি নেহাৎই দুর্ঘটনা!

এ বিষয়ে আমরা কোন তদন্ত করিনি।

বাহ! এত বড় মারাত্মক একটা ঘটনা ঘটে গেল, আপনারা তার কারণ জানতে চাইবেন না?

নয়না বলল, আমাদের ফাইনেন্সিয়েল ব্যাক গ্রাউন্ড বিশেষ সাউন্ড নয়। তাই, আমরা এই মুহূর্তে যে ব্যাপারটাকে প্রাধান্য দিচ্ছি, তা হল যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই কারখানা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে সচল করে তোলা।

আচ্ছা বেশ, এ বিষয়ে আর কোন প্রশ্ন করব না। তবুও জিজ্ঞেস করছি, আপনার মনে এই বিষয়কে কেন্দ্র করে নিশ্চয় কোন সন্দেহের উদ্রেক হয়েছে। সেই সন্দেহ কি অসাবধানতা? নাকি, নেহাৎই দুর্ঘটনা?

অসাবধানতার জন্য আগুন লাগবার মত কোন কারণ থাকতে পারে না। কারণ, আমাদের কারখানাটা শহরের বাইরে অবস্থিত। আশে পাশে জনবসতি নেই। কারখানায়

মজদুররা কিছু দূরে থাকে। যে চৌকিদার রাত্রিবেলা পাহারা দেয়, সে বিড়ি বা সিগারেট খায় না। মজদুরদের কেউ, বা অন্য কেউ অসতর্ক ভাবে বিড়ি বা সিগারেটের টুকরো ফেলে গেলে, অগ্নি সংযোগ হবার সম্ভাবনা থাকত আরো আগে। কারণ ঠিক পাঁচটায় আমাদের কারখানা বন্ধ হয়ে যায়।

ইলেকট্রিক সর্ট সার্কিট?

সেখানেও সন্দেহের কারণ থাকতে পারে না। পাঁচটার পর মেইন সুইচ বন্ধ করে দেওয়া হয়। চৌকিদারের ঘরে ও বাইরের গেটে যে দুটো বাল্ব জ্বলে, সেটার লাইন আলাদা।।

তাহলে কেউ কি ইচ্ছাকৃত ভাবে এই কাজ করেছে?

না, আমার ধারণা আমাদের কোন শত্রু নেই, যারা এই কাজ করতে পারে। তবুও কেউ কোন অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে এই কাজ করেছে কিনা বলতে পারব না।

অসৎ উদ্দেশ্য মানে? আপনি কি টেররিস্টদের কাউকে মীন করছেন?

আমি কাউকে মীন করছি না। যা ঘটেছে, তা আমাদের অগোচরে, আমাদের অজান্তে ঘটেছে।

ম্যাডাম, আপনার চৌকিদার বলেছে, দশটা নাগাদ পোড়া গন্ধ পায়। এবং বাইরে বেরিয়ে এসে দেখতে পায় পেছন দিকে দাউ দাউ আগুন জ্বলছে।

ও যা দেখেছে, তাই বলেছে। ও দেখবার আগে যা ঘটেছিল, তা ওর অগোচরে হয়েছিল।

ম্যাডাম আপনি কিন্তু আমার সঙ্গে সহযোগিতা করছেন না।

কি সহযোগিতা চাইছেন আপনি বলুন তো? এই বিষয়ে আর কোন প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবেন না বলেও, কিন্তু এই বিষয়েই অনেক প্রশ্ন করে ফেলেছেন।

আই ওয়ান্ট টু নো দ্যা ট্রুথ।

সত্যটা আমিও জানি না। নয়না নির্লিপ্ত গলায় বলল।

সত্যিই জানেন না?

কি বলতে চাইছেন আপনি? এই কাজ আমাদের দ্বারা ইচ্ছাকৃত সংঘটিত হয়েছে বলে সন্দেহ করছেন কি? নয়না রেগে গেল।

অন্য কেউ হলে হয়ত এ ধরনের সন্দেহ হত। আপনি এ ধরনের কাজ করতে পারেন না, এটা আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

আমার মন ও শরীর ক্লান্ত রিপোর্টার বাবু। এখন আমার আপনার কথা শোনার ধৈর্য নেই।

তাহলে আপনি সত্যটা প্রকাশ করতে চাইছেন না?

কি ভেবেছেন বলুন তো আপনি? বার বার একই প্রশ্ন করে আমাকে উত্তপ্ত করতে চাইছেন? আমি যা জানিনা তা কেমন করে বলব আপনাকে? যে বিষয়ে কোন কিছুই অবগত নই আমি, সে বিষয়ে রায় দিতে পারি কি করে?

তাহলে কবে নাগাদ এলে আপনার রায়টা শুনতে পাব বলবেন?

আশ্চর্য! কোন কারণে একটা ছোট কারখানা জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। যা সম্পূর্ণ

ভস্মে রূপান্তরিত হয়ে গেছে, তার কারণ জেনে আপনার কি লাভ বলুন তো? যা সমাপ্ত হয়ে গেছে, তাকে নিয়ে অনর্থক চর্চা করবার অর্থহীন প্রচেষ্টা করছেন আপনি।

অর্থহীন নয়, অর্থ আছে! এখানে যে আপনি জড়িয়ে রয়েছেন।

আমি? আমি কি করে জড়িয়ে রয়েছি? নয়না আঁতকে উঠল। হোয়াট ডু ইউ মীন?

ঠিক আছে আমি উঠছি। বলে ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে গেলেন।

নয়না বলল, না উঠবেন না। আমাকে নিয়ে কি বলতে চাইছেন তা বলে যান।

ভদ্রলোক সামান্য হেসে বললেন, অন্য কিছু নয়, আপনি মানুষটা অন্য রকম, আপনি সত্য পছন্দ করেন, মানবতাকে প্রাধান্য দেন। যে করেই হোক সত্য খুঁজে বার করবেন আপনি।

আপনি কি ইয়ার্কি করতে এসেছেন এখানে? নয়না ক্রোধান্বিত হয়ে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

না ম্যাডাম, ডোন্ট টেক লাইক দ্যাট।

তাহলে কি বলতে চাইছেন আপনি?

কিছুই নয়, আপনি সত্য বার করুন, তারপর নাহয় একদিন আসব নমস্কার করে বেরিয়ে গেলেন ভদ্রলোক।

ভদ্রলোক কিসের ইংগিত দিয়ে গেলেন নয়না কিছুই বুঝল না। কোন সত্য বার করবে নয়না?

কোনও ধ্বংসের পর, সেই ধ্বংসের কারণ খুঁজতে যাওয়া নেহাৎই বোকামী মনে করে নয়না। নয়নার কারখানায় কিভাবে আগুন লেগে ছিল এই সত্য জানতে পারলেও নয়নার কি লাভ হবে? কেউ নয়নাকে ক্ষতি পূরণ দেবে না।

বাড়ী ফেরার পর ক্লান্তি ধরে রাখতে পারছিল না নয়না। বাইরের কাপড়েই শরীরটাকে বিছানায় আশ্রয় দিল।

মুন্নির মা জিজ্ঞেস করল, ম্যাডাম যে শুয়ে পড়লেন! শরীর ভাল আছে তো?

মুন্নির মা মাথাটা খুব ধরেছে। একটু টিপে দেবে!

দেবনা কেন ম্যাডাম। মুন্নির মা একটা মোড়া নিয়ে নয়নার মাথার পাশে বসল। সকালবেলা আপনাকে দেখে মনে হয়েছিল আপনি অসুস্থ ছিলেন। আজ বাইরে না গেলেও পারতেন ম্যাডাম।

কাজ ছিল মুন্নির মা। তাই যেতে হয়েছিল।

এক কাপ গরম চা খান ম্যাডাম ভাল লাগবে।

না, চা লাগবে না। তুমি শুধু মাথাটা একটু টিপে দাও। খুব যন্ত্রণা হচ্ছে।

ম্যাডাম কাপড়টা বদলে নিলে পারতেন? তাহলে আরাম করে শুতে পারতেন।

এখন কিছু ভাল লাগছে না। ওসব পরে হবে। দুচোখ বন্ধ করে পড়ে রইল নয়না। আর কত পারবে নয়না। শরীর যে অবশ হয়ে আসতে চায়।

কিসের পোড়া গন্ধ লাগছে নাকে? অন্ধকারে ঠিক ঠাহর করতে পারছে না। কিছুক্ষণ পর বুঝতে পারল, এ তো ধূপ ধুনো গুগ্গুলের গন্ধ। জোরাল গন্ধটা চার দিকে ছড়িয়ে রয়েছে।

কপালে হাত দিয়ে টের পেল, নিজের কপালেই মলমটা লাগান রয়েছে। তাহলে মুন্নির মাই মলম দিয়ে মালিশ করে নয়নাকে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছিল? অফিস থেকে ফিরেই তো শুয়ে পড়েছিল নয়না।

শরীরটা ভীষণ ভার ভার লাগছে উঠতে ইচ্ছে করছে না। ঘরে ঢোকার সময় অন্তুর সাথে দেখা হয়েছিল, এর পর আর কোন কথা হয়নি।

ঠাণ্ডা জলে বেশ কিছুক্ষণ হাত মুখ ধুয়ে, কাপড় বদলে অন্তুর রুমে এল নয়না। অন্তু টি ভি দেখছে। মুন্নির মা কার্পেটে বসে রয়েছে। এবার কিছু খাব মুন্নির মা। ক্ষিদে পেয়েছে।

চা বানিয়ে দিচ্ছি ম্যাডাম। এখন কেমন বোধ করছেন?

এখন অনেকটা সুস্থ বোধ করছি। তারপর ছেলের দিকে চেয়ে বলল, কি রে তোর সাথে আজ কোন কথাই হল না। তুমি বিশ্রাম নিচ্ছিলে তাই আমি আর ডাকিনি মা।

খেয়েছিস তো?

হ্যাঁ, মুন্নির মা দিয়েছিল।

এক দিকে ধুনোর গন্ধ, অন্য দিকে খাবারের গন্ধ। মুন্নির মা সব কাজই সেরে ফেলেছে, নয়নার জন্য কিছু আর রাখে নি। ধুনো দিতেও ভোলেনি।

কি মুন্নির মা খুব গন্ধ ছড়াচ্ছে চারদিকে? কি রান্না করছ?

রান্না হয়ে গেছে ম্যাডাম। আলুর দম আর পরোটা বানিয়েছি। এখনি ম্যাগি বানালাম। অন্তুবাবু খাবে বলল।

খুব ভাল করেছ মুন্নির মা। আমি বলবার আগে সব করে ফেলেছ। আজ আমার কাজ করতে ভাল লাগছে না।

মুন্নির মা সলজ্জ হাসি নিয়ে বলল তা কেন করব না ম্যাডাম, প্রয়োজনে কাজে লাগব না?

মুন্নির মা নয়নার জন্য চা আর ম্যাগি নিয়ে এল। নয়নার ক্ষিদে পেলেও ম্যাগি খেতে ইচ্ছে করল না। মুন্নির মাকে পরোটা আর আলুর দম নিতে বলল।

সারাদিনের পর এই খাচ্ছে নয়না। সকালে দু-পিস টোস্ট আর চা খেয়েছিল। তারপর অফিসে এক কাপ চা আর দুটো বিস্কুট।

বাহ, দারুন হয়েছে। মুন্নির মা তোমার রান্না।

সে তো আপনার কাছ থেকেই শেখা ম্যাডাম।

কিন্তু ম্যাগি খেতে খেতে বলল মা সব শেষ করবে না। আমার জন্য রেখ।

নয়না ঠাট্টা করল, না, আমি সব খেয়ে নেব।

মুন্নির মা তুমি খাও, দুটো পরোটা খাও।

এই তো ম্যাগি খেয়ে নিচ্ছি আর কিছু লাগবে না। একটু পরে বাড়ী গিয়ে খাব।

বিকেলে কিছু খেয়েছিলে তো?

হ্যাঁ ম্যাডাম চা জল খাবার খেয়েছি।

তাহলে এবার বাড়ী চলে যাও। যথেষ্ট করলে আজ।

তাই যাব ম্যাডাম। আটটা বাজতে চলল। আর কিছু কাজ থাকলে বলুন।

না, আর কিছু লাগবে না। এখন যাও। সকালবেলা এসো।

তা আসব ম্যাডাম, আপনি চিন্তা করবেন না।

মুন্নির মা চলে যাবার পর অন্তু মায়ের দিকে নজর দিল। মা, এখন তুমি সুস্থ তো? সকাল বেলা তোমাকে ভীষণ অসুস্থ দেখাচ্ছিল।

আমার ওপর বড় বেশী চাপ পড়েছে রে অন্তু, খুব কষ্ট হয় আমার।

মায়ের করুণ মুখটা দেখে অন্তুর মায়া হল, বলল, মা তোমাকে কে বলেছে এসব করতে? শুধু শুধু তুমি নিজেকে কষ্ট দেবে কেন? নয়না পাশে বসা অন্তুকে কাছে টেনে নিল। মাথার চুলে বিলি কেটে দিতে লাগল। বলল, হয়তো তাই হবে, রে অন্তু, শেষ পর্যন্ত আমি আর পারব না। বড় নিঃসঙ্গ মনে হয় নিজেকে। এত বড় দায়িত্ব দেখলে অত্যন্ত অসহায় বোধ করি। যদি আমি আর সামলাতে না পারি, তুই তোর বাবার কাছে চলে যাস অন্তু।

একটা কথা জিজ্ঞেস করবার জন্য অন্তু উসখুস করছিল, ভরসা পাচ্ছিল না জিজ্ঞেস করতে। মায়ের আদরের চোটে সাহস করে বলেই ফেলল। মা, কারখানার কি অবস্থা?

সব শেষ হয়ে গেছে রে। কিছুই বাঁচে নি।

মায়ের হতাশ ক্লান্ত চেহারাটা দেখে অন্তুর খুব কষ্ট হল। জিজ্ঞেস করল, মা তোমার অনেক ক্ষতি হল তাই না?

ক্ষতি তো হোয়েছেই। যা গেল তা নিয়ে আর ভাবছি না। যাবার ছিল চলে গেছে।

তাহলে আর দুশ্চিন্তা করছ কেন মা? সব বন্ধ করে দাও।

তাই কি হয় রে! এতগুলো লোকের চাকরী চলে যাবে। বে রোজগার হয়ে যাবে।

ওরা অন্য কোথাও চাকরী নিয়ে নিতে পারে না মা?

চাকরী কি এত সোজা রে অন্তু? চট করে চাকরী কোথায় পাবে ওরা? তাই আবার সব নতুন করে ব্যবস্থা করছি।

মা আবার সব তৈরী করবে? এত টাকা কোথায় পাবে তুমি। আবার কেন এসব ঝামেলায় নিজেকে জড়াচ্ছ মা? ধরে নাও তোমার ব্যাড লাক। আর কিছু করা যাবে না।

নয়না ছেলের কথা শুনে ম্লান হাসল। অন্তু ছোট হলেও, হয়ত ঠিকই বলেছে। আবার নতুন করে ঝামেলায় জড়ানোর প্রয়োজন কি? কিন্তু সেটাই তো পারল না নয়না। গত রাতেই তো নয়না এই নতুন দায়িত্ব নিজের কাঁধে নিয়ে নিয়েছে।

নারে অন্তু, তা হয় না। আমরা কোথাও কোন দোষ করিনি। আমরা তো সব কিছু ঠিক মতনই করছিলাম। প্রফিটও হচ্ছিল।

মা কার দোষে হল মা? মানে আগুন লাগল কি করে জানতে পেরেছ?

জানি না রে, কেন হল? কি করে হল? ওসব আর চিন্তা করতেই চাই না।

তোমার এত বড় ক্ষতি হল তুমি চিন্তা করবে না? এংকুয়েরি করবে না? পুলিশ কোন ক্লু দেয়নি মা?

অন্তু এক সঙ্গে অনেকগুলো প্রশ্ন করল। নয়না, অন্তুর সব প্রশ্নের একটাই জবাব দিল, না।

কি না মা? অন্তু বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করল।

নয়না একটু কঠিন কণ্ঠে বলল, কি করে হল? কেন হল? এসব জেনে আর কি করব। তুইও আর এসব প্রশ্ন তুলিস না।

অন্তু সকাল থেকেই এই প্রশ্নের উত্তর জানবার জন্য অস্থির হয়েছিল। মা বুঝি এবারে ইতি টেনে দিল। আর জানা যাবে না।

আগুন লাগল কি করে, মা জানতে চায় না শুনে অন্তু অবাক হল।

অন্তু গাড়ীটাও বেচে দিলাম রে। তোর খারাপ লাগবে না তো?

ভাল করেছ মা। তোমার এখন টাকার দরকার। আমার মন খারাপ করবে কেন? আমার রিক্সা রয়েছে। তোমার অটো রয়েছে। গাড়ীর প্রয়োজন কি আমাদের।

নয়না অন্তুকে আবার কাছে টেনে নিল। এই তো ভাল ছেলে। নে, এবারে সব দুশ্চিন্তা মন থেকে সরিয়ে ফেলে পড়ায় মন দে।

অন্তু জানাল সকাল বেলা কারো ফোন এসেছিল। নয়নার সাথে কথা বলতে চেয়েছিল।

নয়না জিজ্ঞেস করল, কে? মামুরা কেউ নয় তো? কিংবা মেশো?

না ওদের কারো ফোন হলে আমি কি চিনতাম না? ইংরেজীতে কথা বলছিল।

নয়না চিন্তায় পড়ে গেল। কে হতে পারে? সেই মানুষ নয় তো? যে মানুষ একদিন মাঝরাতে ফোন করে, নয়না ঘুমোচ্ছে কিনা যাচাই করছিল? সেই মানুষ সব দিক দিয়ে উৎকৃষ্ট হয়েও, পাগল আছে একটু। কোনও ভাবনা চিন্তা না করে হঠাৎই কিছু করে বসে। হলেও হতে পারে সে মানুষ।

হ্যাঁরে অন্তু, তোর সেই পরোপকারী আংকেল নয় তো?

শর্মা আংকেলের কথা বলছ মা? না উনি নন, ওনার গলা আমি চিনি।

তাহলে কে? এবার থেকে বাড়ীতে না থাকলে, কোন অচেনা লোকের ফোন এলে নামটা জেনে নিস।

সুযোগ পেলাম কোথায় মা। তুমি নেই শুনেই ফোন রেখে দিলেন।

রাত্রি বেলা অনেকবার ফোন এল। নয়নার বাপের বাড়ীর আত্মীয়রা সব পালা করে ফোন করল। জামাইবাবু ভগ্নিপতি, দাদা সকলে। সবাই গতকালের দুর্ঘটনার জন্য দুঃখ প্রকাশ করলেও নয়নার দুঃসাহসিক অভিযানের ফলটা যে নয়না হাতে নাতে পেল, সেটাও বুঝিয়ে দিল।

মানুষের মুখ যখন আছে, মানুষ বলবেই। নয়না একটা কাজ শুরু করেছিল। চলছিলও। হঠাৎ অতর্কিতে কোন কারণে এক দুর্ঘটনার কবলে পড়ে নয়না ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। দুর্ভাগ্য ছাড়া আর কি? সবাই কি সব কাজে সফল হয়? বাধা বিপত্তি থাকে না? অকস্মাৎ কোন বিপদ হতে পারে না? সবাই কি জীবনে সাফল্য লাভ করে? এই পৃথিবীতে কি অসফল মানুষ বাস করে না? অসফল মানুষরা কি বেঁচে থাকে না? তবুও মানুষ এমন করে কেন?

নয়না অবশ্য কিছু মনে করে না। মানুষের নানান মন্তব্যের টক, ঝাল, তেতো স্বাদে নয়না অভ্যস্থ।

খাওয়া সেরে ঘুমোতে যাবার সময় আবার ফোন এল। নয়না বিছানায় উঠে পড়েছিল। অন্তুকে বলল, ফোন ধরতে।

অন্তু বিরক্ত হল। বলল, ফোনটা কিন্তু কখনো কখনো খুব জ্বালায় মা।

নয়না বলল, প্রয়োজনেও তো মানুষ ফোন করে। নে ওঠ। নিশ্চয় তোর বাবা। তুই আবার কারখানায় আগুন লাগার ঘটনার কথা বাবাকে বলতে যাস না। নয়না শুয়ে পড়ল।

মা, বাবাকে বারণ করে দিতে পার না, এত রাতে যেন ফোন না করেন।

তুই বলে দে তোর কথা শুনবেন।

নয়না চোখ বুজল। আজ আর অন্য কোন চিন্তা করবার শক্তি নেই। এখন শুধু ঘুম। অনেকটা সুরাহা করে ফেলেছে নয়না। এখন আর তেমন দুশ্চিন্তার কারণ নেই। কাল কি করা হবে, সেটা আগামী কাল চিন্তা করবে নয়না। সন্ধ্যেবেলা যদিও ঘুমিয়ে ছিল, তা সত্বেও নিদ্রাদেবী এখন আবার স্বাগত জানাচ্ছে নয়নাকে। এত ক্লান্তি নয়নার! এই ক্লান্তি বহু দিনের নিদ্রা হয়ে শোধ নেবে।

নয়নার হঠাৎ খেয়াল হল, অন্তু কার সঙ্গে কথা বলছে? অরিন্দমের সাথে নয় নিশ্চয়।

আই ওয়ান্ট টু নো দ্যা স্পিকার্স নেম। অন্তুর মুখের কথাটা শুনে নয়না অবাক হল।

নো শী উইল নট বী এভেইলেবল ফর ইউ। অন্তু আবার বলল। নয়না ধড়ফড় করে উঠল। সকালেও কেউ ফোন করেছিল অন্তু বলেছিল সেই লোক নয় তো? অন্তুর চেনা লোক নয় বোঝাই যাচ্ছে। অন্তুর হাত থেকে রিসিভার নিয়ে নয়না বলল, ইয়েস, হুম ডু ইউ ওয়ান্ট।

আই ওয়ান্ট টু টক উইথ ইউ, ওনলি ইউ। বেশ চিবিয়ে চিবিয়ে বলল।

কে হতে পারে? নয়না রাগে উত্তপ্ত হয়ে উঠল। বলল, বাট আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু টক উইথ ইউ মিস্টার। ডোন্ট ডিস্টার্ব লাইক দিস। নয়না, ফোনটা রেখে দিতে চাচ্ছিল, তার আগে কানে গেল, আমি মানব নয়না, চিনতে পারনি!

মানব! শব্দটা উচ্চারণ করবার সাথে সাথে, একটা হিম শীতল পরশ নয়নাকে চমকে দিল।

কি হল? এমন ভাব করছ যেন চেনই না!

নয়না নিজেকে প্রস্তুত করতে সময় নিচ্ছিল। নয়নার কি কথা বলা উচিত?

কি হল? চিনতে পারলে? নাকি, না চেনার ভান করছ?

চিনলেও, কোন এক সময় চিনতাম। এখন তো চিনি না। আমার সঙ্গে তোমার যোগাযোগের কারণ আছে বলেও মনে করি না আমি মানব।

ভুল বললে নয়না। খুব ভুল বললে। আমি চাইছিলাম তোমার সঙ্গে আমার যোগাযোগটা চিরস্থায়ী হোক। তোমার আমার সম্পর্ক আবার আন্তরিক হয়ে উঠুক। কিন্তু, তুমি তা হতে দিলে না। তাই তোমাকে তার উসুল দিতে হল। তার ফল ভোগ করতে হল।

সেই হিম শীতল স্পর্শে, আরেক বার ভীষণ ভাবে চমকে উঠল নয়না। নয়না কথা হারিয়ে ফেলেছে যেন। ফোনটা রেখে দেওয়া উচিত কিনা সেটাও বুঝতে পারছিল না।

ওপক্ষের কথা অসমীয়াতে হচ্ছিল। নয়নাও এক সময় ভাল অসমীয়া বলতে পারত। বহুদিনের অনভ্যাসে এখন পারে না। তাই বাংলাতেই কথা বলছিল নয়না। কিন্তু, এখন মনে হচ্ছে চুলোয় যাক সব ভাষা অন্তরাত্মায় যে কাঁপুনি শুরু হল নয়নার। বাংলা কেন, এই মুহূর্তে, কোন ভাষাই বার করতে পারবে না নয়না।

কি হল? কিছু বল নয়না?

নয়না ভীত হয়ে উঠেছে, এই কথাটা বুঝতে দেওয়া উচিত নয়। এমনি নির্বাক হয়ে না থেকে কিছু বলা উচিত নয়নার। যার দ্বারা বোঝান যাবে নয়না ভয় পায়নি।

দেখ মানব, তুমি এক সময় আমার বন্ধু ছিলে। আমরা একসঙ্গে পড়তাম। ইউনিভার্সিটিতে মেধাবী ছাত্রদের মধ্যে তুমি এক বিশেষ জন ছিলে, তাই তোমাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করতাম। কিন্তু, সেই পাঠ বহু দিন চুকে বুকে গেছে। আর তো কোন প্রয়োজন থাকতে পারে না তোমার সঙ্গে আমার যোগাযোগ রাখবার।

হ্যাঁ, তা বলতে পার নয়না। তবে, বহু দিনের ব্যবধানের পর, পুনরায় তোমার সাথে যোগসূত্র রাখতে আগ্রহী হয়ে উঠেছিলাম কেন, তা তো তুমি খুব ভাল করে জানতে নয়না।

নয়না নিশ্চুপ রইল।

জানতে না? ক্রোধান্বিত সুর।

নয়না জবাব দিল না।

আমার সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে অস্বীকার করেছিলে বলে তোমার কি পরিণতি হল, সেটা হাড়ে হাড়ে টের পেলে তো?

আমার কোন কথা বলতে ভাল লাগছে না মানব। আমি ফোন রেখে দিচ্ছি।

না! একদম রাখবে না। তাহলে, সারারাত তোমাকে বিরক্ত করব।

আর কি বলবে মানব! যা বলবার, তাতো বলে ফেলেছে!

নয়না, তোমার প্রতিক্রিয়াটা কি হল একবার বলবে না! ভীষণ জানতে ইচ্ছে করছে। যেন মজা করছে, এই সুরে বলা হল। কথাটা।

নয়না স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। জবাব দিল না।

আচ্ছা ঠিক আছে আজ তোমার মন ভাল না থাকাই স্বাভাবিক। তাই আমিই বলছি বাকী কথাগুলো। এখন পর্যন্ত যা হল। তা ছিল আমাদের তরফের ওয়ার্নিং। এরপর আরো বিভৎস ও চরম পথ অবলম্বন করব আমরা। এ্যান্ড, বী রেডী ফর দ্যাট। নয়নার ভীত ভাবটা কেটে গেছে ততক্ষণে! নয়নাও এখন কঠিন ও নির্লিপ্ত হয়ে উঠেছে। মানব যদি বেপরোয়া হয়ে, এক সময়ের সহপাঠীকে এ ভাবে অপদস্থ করতে পারে, নয়না কেন বেপরোয়া হতে পারবে না?

এর পর আর কি চরম সিদ্ধান্ত নেবে মানব? ইউ ম্যা কীল মী, আই ডোণ্ট কেয়ার। কিন্তু তাতে তোমার কি লাভ হবে মানব?

হ্যাঁ তোমার কি লাভ হবে? তোমার হাতে মানুষ খুনের তালিকায় আর একজনের নাম যোগ হবে শুধু। এ ছাড়া আর কি লাভ তোমার মানব?

কে খুনী? হাউ ডেয়ার ইউ নয়না?

বিনা কারণে মানুষ খুন করলে তাদের কি বলে মানব? খুনী বলে না? আমাকে কখন মারতে চাও বল?

ধ্যামালী পাইছ? (ইয়ার্কি পেয়েছ?)

না মানব, আই এ্যাম ভেরী মাচ সিরিয়াস। নয়না কঠিন স্বরে ঘোষণা করল।

বাজে কথা বাদ দাও নয়না! তুমি পয়সা দেবে কিনা বল। আগামী কাল আমি পাঁচ লাখ টাকা চাই। তা না হলে তোমার কি পরিণতি হবে, সেটা দেখার জন্য তোমার অস্তিত্ব বোধহয় আর এই পৃথিবীতে থাকবে না।

এখনো বুঝি চব্বিশ ঘন্টা পার হয়নি। নয়নার কয়েক লক্ষ টাকা পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। নয়নার মনের অবস্থা কেমন হতে পারে তাও কি ভাববে না মানব! নয়নার সাধের ডি এ ইন্ডাস্ট্রির সর্বনাশ করে, কি স্বচ্ছন্দে চিবিয়ে চিবিয়ে বলছে, তুমি টাকা দেবে কিনা বল?

আমার ক্ষমতা সীমিত মানব। তথাপি, আমি মানুষকে সাহায্য করি। তবে ভাল কাজে ও কল্যাণমূলক কাজে আমি সহায়তা করি। কোন অসৎ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করবার জন্য আমি কাউকে সাহায্য করি না। আমি দেশদ্রোহীদের ঘৃণা করি মানব। শোন আমার দেশপ্রেমী বান্ধবী, আমি কাল দুপুরবেলা আবার আসব। আমার শুধু পয়সার প্রয়োজন। তুমি আমাকে ঘৃণা করলেও আমার কিছু যায় আসে না।

না, না, মানব, তোমাকে ঘৃণা করি না। আমি তোমার পথটাকে ঘৃণা করি। তুমি কি কারো ঘৃণার যোগ্য ছিলে মানব? তোমার মধ্যে একজন সত্যিকারের মানুষের রূপ ছিল। আজ তুমি সেই রূপ পরিবর্তন করতে চাইছ বলে তোমাকে আমি ঘৃণা করতে পারি না। তোমার জন্য আমার শ্রদ্ধা ভালবাসা সবই আছে, থাকবে। এখন যে অতিরিক্ত বোধ তোমার জন্য আমার মনে উদয় হল, সেটা হচ্ছে দুঃখ বোধ। তোমার মধ্যে এই নব রূপের মুখোশ দেখে আমার দুঃখ হয় মানব। জানি আমার দুঃখে কষ্টে তোমার কিছু এসে যাবে না। তবুও অনুরোধ করব, যদি ফিরে আসতে পার মানব, ফিরে এস। সুস্থ স্বাভাবিক জীবন যাপন কর।

অন্তরের বেদনা ও অভিমান মিশিয়েই বলল নয়না কথাগুলো। কিন্তু ওপক্ষ কি শুনতে পেয়েছে? কোন সাড়া নেই কেন? কয়েক সেকেণ্ড অপেক্ষা করে নয়না ফোন রেখে দিল।

অন্তু খুব অবাক হয়ে মায়ের কথোপকথন শুনছিল। নয়না ফোন রাখলে খুব অবাক জিজ্ঞাসা নিয়ে চাইল মায়ের দিকে।

নয়না তখন ভীষণ ভাবে অস্থির হয়ে উঠেছে। সম্মুখে আবার কঠিন পরীক্ষা আবার কিছু করতে হবে নয়নাকে। কিন্তু সেই কিছুটা কি? তার নিজের মস্তিষ্কটা যে এখনো বিকৃত হয়ে যায়নি, তার জন্য নিজেকে ধন্যবাদ দিল নয়না।

মা – অন্তু মায়ের অপ্রকৃতিস্থ রূপ দেখে ভয়ার্ত কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল।

তুই শুতে যা অন্তু। এসব বুঝবি না তুই।

কি হয়েছে মা?

কিছু না। তুই যাবি?

মায়ের কঠিন মূর্তি দেখে অন্তু নিজের ঘরে চলে এল। টেলিফোন ডাইরেক্টরি ঘেঁটে একটা গুরুত্বপূর্ণ ফোন নম্বর বার করে ফোন করল নয়না।

হ্যালো!

স্যার, আপনি আমাকে চিনবেন না। বিশেষ এক প্রয়োজনে আপনার কাছে ফোন করতে হল।

পরিচয় না জানালে আপনার প্রয়োজনটা বুঝব কি করে বলুন তো ম্যাডাম?

স্যার আমি একজন সামান্য ব্যবসায়ী। একটা ছোট উদ্যোগের মালিক আমি বলতে পারেন। মানে ছিলাম। গত কাল রাতে এক অগ্নিকাণ্ডের ফলে আমার কারখানা জ্বলে ভস্মীভূত হয়ে যায়। কেবল অগ্নি দগ্ধ লৌহ খণ্ড ছাড়া আর কিছুই বাঁচান সম্ভব হয়নি।

আচ্ছা আচ্ছা, আমার কাছে খবর এসেছিল, ডি এ ইন্ডাস্ট্রি নামে কারখানায় আগুন লেগেছিল বলে। সেটাই কি?

হ্যাঁ স্যার। ঠিকই ধরেছেন। যা হয়েছিল, তাকে দুর্ভাগ্য বলে মেনে নিয়ে, পুনরায় কার্য শুরু করে ফেলি এবং আমাদের সংস্থার কর্মীদের প্রচেষ্টায় পুনর্গঠন কার্যের অনেকখানি করেও ফেলেছিলাম স্যার আজই। স্যার, কোন প্রতিষ্ঠানকে ভস্মীভূত করে দেওয়া যায় মুহূর্তের মধ্যেই, কিন্তু সেই প্রতিষ্ঠান তৈরী করতে বহু সময়ের প্রয়োজন, আরো বহু প্রকার আবশ্যকতার প্রয়োজন। তাই স্যার আমি চাই না আমাদের আজকের সারাদিনের পরিশ্রমের ফল পুনরায় ধ্বংস হয়ে যাক। আর সে কারণেই আমি আপনাকে এত রাতে ফোন করছি। আমি আপনার সাহায্য চাই।

দাঁড়ান দাঁড়ান, ম্যাডাম। আপনি এক নাগাড়ে বলে গেলে আমি বুঝব কি করে? একটু বুঝিয়ে বলুন আপনি ঠিক কি চাইছেন? আই ওয়ান্ট সিকিউরিটি স্যার। আমাদের নিরাপত্তা চাই। প্লিজ স্যার! আপনাকে কিছু করতে হবে। অফিসিয়েল নিয়ম কানুন, ওসব আমি কাল করে দেব। আজ রাত থেকে, মানে, এই মুহূর্তেই আমার পুলিস পাহারা চাই স্যার।

অত উত্তেজিত হবেন না। একটু ধীরে বলুন, তাহলে আমার পক্ষে বুঝতে সুবিধে হবে। আপনার কি কাউকে সন্দেহ হয়েছে?

কোথায় সেরকম কোন রিপোর্ট তো আসেনি?

স্যার, পুলিশ ডেকে অতিরিক্ত হাঙ্গামা করতে চাইনি বলে পুলিসে রিপোর্ট করিনি। কিন্তু, এখন মনে হচ্ছে আপনাদের সাহায্য না নিলে, আমার সব তছনছ হয়ে যাবে।

তো বলুন আপনি কার বিরুদ্ধে রিপোর্ট লেখাতে চান? এখন শুধু নামটা বলুন, কাল অফিসিয়েলি জানাবেন।

স্যার কোন একজনের বিরুদ্ধে রিপোর্ট লিখিয়ে তো লাভ নেই। আপনি শুধু আমায় এইটুকু ভরসা দিন, যে, আপনি আমায় সাহায্য করবেন।

তা হয়ত করব ম্যাডাম। কিন্তু আসল অপরাধীকে ধরবার সুযোগ দেবন না কেন? নাম বলবেন না কেন?

স্যার, নাম জানিয়ে তো কোন লাভ হয় না। এই আমি যদি কাল মরে যাই কি করবেন আপনারা? কিছুই না। শুধু এই পৃথিবী থেকে একজন মানুষ কমে গেল বলে হয়ত খানিকটা স্বস্থি পাবেন।

ম্যাডাম, আপনার মস্তিষ্ক বোধহয় এখন ঠাণ্ডা নয়। আপনার ঠাণ্ডা মাথার সহযোগিতা আমরা চাই। ইউ মাস্ট টেল মী দ্যা নেম।

নাম জানলেও আপনারা কিছু করবেন না। কারণ, আপনারা পারেন না। কিছুই পারেন না। আপনারা ভীষণ ভাবে অক্ষম, অসফল। এই যে বিদ্রোহের নামে দেশের ভাল ভাল কৃতি ছাত্ররা বিপথে গিয়ে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, কিছু করতে পেরেছেন? কজনকে সুপথে আনতে পেরেছেন আপনারা। অন্য দিকে, ওদের দ্বারা অপকর্মের তালিকা বাড়ছে বই কমছে না। কোন নিয়ম বার করে, অপরাধীকে ক্ষান্ত করতে পেরেছেন? নাকি, চরম কোন শাস্তির ভয় দেখিয়ে ওদের অপরাধ বন্ধ করতে পেরেছেন?

ম্যাডাম আপনি বোধ হয় ভুলে গেছেন, এখন, এই মুহূর্তে, আপনি পুলিশ কমিশনারের সাথে কথা বলছেন?

আই নো স্যার, ইউ আর দ্যা পুলিশ কমিশনার অফ আওয়ার ডিস্ট্রিক্ট স্যার। কিন্তু, কি করব বলুন। আমাদের মতন সাধারণ মানুষদের বেঁচে থাকাটাই একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই, আমাদের মস্তিষ্ক ঢিলে হয়ে গেছে।

চতুর্দিকে, চোর জোচ্চর, খাদ্য দ্রব্যের অগ্নিমূল্য, বে রোজগারী গরিবী, ইত্যাদি সমস্যা ছাড়াও, বর্তমান যুগের একটি প্রধান সমস্যা, নিরাপত্তার অভাব। মানুষকে যেন বেঁচে থাকবার শাস্তি পেতে হচ্ছে, আত্মবলি দিয়ে। শান্তিতে বেঁচে থাকবার অধিকার হারিয়েছে মানুষ। তাই হত্যার স্বীকার হতে হচ্ছে মানুষকে, মানুষের অরাজকতার হাতে।

উত্তেজনা কমলে নয়না লজ্জিত স্বরে বলল, কিছু মনে করবেন না কমিশনার সাহেব। আপনারা আইনের রক্ষক, তাই মনের দুঃখে আপনাদের কাছেই প্রকাশ করতে হয় নিজেদের অসহায়তার কথা।

ইন্টারেস্টিং! ও কে ম্যাডাম। আই উইল মীট ইউ টুমোরো এট্ মাই অফিস।

সেটা কালকের কথা স্যার। আপনি আমাকে কথা দিন আপনি এক্ষণি পুলিস ফোর্স পাঠাবেন।

ও কে ম্যাডাম আই উইল সেন্ড এ্যা ফোর্স ফোর ইউর সিকিউরিটি রাইট নাও।

আমার জন্য নয় স্যার। আমাদের কারখানার জন্য। নয়না কারখানার ঠিকানা বলে দিল।

স্যার আর একটা অনুরোধ, ফোর্সকে প্লেন ড্রেসে পাঠাবেন।

ও. কে. ম্যাডাম। আই উইল ডু।

থ্যাংক ইউ স্যার।

অন্তু এতক্ষণ আড়ালে দাঁড়িয়ে মায়ের কথাবার্তা শুনছিল। মা কার সাথে কথা বলছিল

বুঝতে না পারলেও, পুলিশ সংক্রান্ত কোন ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করছিল, এইটুকু বুঝতে পেরেছে অন্তু। মায়ের গতিবিধি দেখে অন্তু ভীত হয়ে উঠল।

নয়না ফোনটা রাখতেই, অন্তু মায়ের কামরায় এসে কাঁদ কাঁদ স্বরে জিজ্ঞেস করল, কি হয়েছে মা?

কিছু হয়নি। তোকে কে বলল ঘুম থেকে উঠে আসতে? এখনো জেগে রয়েছিস কেন? বেশ রাগ ও ধমকের সুরে বলল, নয়না। পরক্ষণেই মনে হল, অন্তু বাচ্চা ছেলে। অন্তু নয়নার এত রকমের কঠিন সমস্যার কথা বুঝবে কেন? নয়নার ভাব সাব দেখে ওর ভয় পাবারই কথা। তাহলে নয়না অন্তুকে বকুনি দেবে কেন, রাগ প্রকাশ করবে কেন?

কিছু হয়নি বাবা। তুই ভয় পাচ্ছিস কেন? বলে অন্তুকে বুকে চেপে ধরল নয়না। অনেকক্ষণ ছেলেকে বুকে চেপে রেখে নয়না সান্ত্বনা পেতে চাইল কি? নাকি, গত রাত থেকে যে সব অস্বাভাবিক অসহায়তার মুখোমুখি হচ্ছে, সে অসহায়তাকে লাঘব করবার চেষ্টা করল, অন্তু নামের ছেলেটাকে আশ্রয় করে?

বাবা, একটা কথা শুনবি?

অন্তু অভিমান নিয়ে চাইল।

গত রাত থেকে আমি খুব মুস্কিলে পড়েছি। অনেক রকম সাংঘাতিক সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি আমি। সমস্যা যখন আমার, তখন সমাধান খুঁজে বার করবার দায়িত্বও আমার। তাই নয় কি? তাই আমি যা করছি আমায় করতে দে। আমায় কোন প্রশ্ন করিস না তুই।

কি হয়েছে আমাকে বলবে না কেন মা? অন্তু আবার অভিমান প্রকাশ করল।

সব কথা কি তোকে বলা যায় রে বাবা! তোকে কতবার বলেছি, এসব আমার ব্যাপার, তুই এসব নিয়ে চিন্তা করবি না। তা সত্ত্বেও তুই কথা শুনতে চাস না। যা এবারে শুয়ে পড়।

তুমি শোবে না? আমার ভয় করছে মা।

ভয়ের কোন কারণ নেই রে বোকা ছেলে। তোর মা আজকাল কোন কিছুকে ভয় পায় না। যা বাবা শুতে যা, ঘুমিয়ে পড়।

মা, পুলিসের ব্যাপারে কি বলছিলে?

অন্তু তুই মায়ের কথা শুনবি না? পুলিশের সাহায্যের প্রয়োজন হতে পারে ভেবে, পুলিস কমিশনারের সাথে কথা বলে রাখলাম।

কেন মা?

অন্তু তোকে কি সব কথা বুঝতে হবে? আমি কাল সকালবেলা তোকে সব বুঝিয়ে বলব। এখন যা, অনেক রাত হয়েছে।

না মা, আমি যাব না। আগে বল কি হয়েছে, তা না হলে, আমি বাবার কাছে ফোন করে বাবাকে ডাকব।

অন্তু সেরকম মারাত্মক কিছু হয়নি রে। কোন বিশেষ ব্যাপার হলে, আমি নিজেই তোর বাবাকে ফোন করে সব বলতাম।

ফোনে মা যার সাথে কথা বলছিল, সেসব কথা ঠিক মতন বুঝতে পারে নি অন্তু, তবে, কিছু একটা হয়েছে সেটা আন্দাজ করেছে।

কিন্তু, মা অন্তুর কাছে লুকোতে চাইছেন কেন ব্যাপারটা। অন্তু বুঝতে পারছে না।

অন্তু আমায় কাজ করতে দিবি না?

এখন আবার কি কাজ করবে মা?

অন্তু অত জেরা করিস না। আমার ধৈর্য থাকে না। পুরন্দরকে ফোন করে সব কথা বলব।

পুরন্দরের নাম শুনে অন্তু একটু নিশ্চিন্ত হল। পুরন্দরকে খুব সাহসী মনে হয় অন্তুর।

অন্তু ভেতরে গেলে নয়না অফিসে ফোন করল।

অফিসে বসাক ছাড়া আর কারো থাকবার কথা নয়। বসাক ফোন ওঠালে, নয়না জিজ্ঞেস করল পুরন্দরের বাড়ি চেনে কিনা।

বসাক বলল, বাড়ী তো ঠিক চিনি না, তবে কোথায় থাকেন জানি।

বসাক পুরন্দরের বাড়ী খুঁজে তাকে একটা খবর দিতে পারবে?

এত রাতে ম্যাডাম? কাল সকালে গেলে হয় না?

রাত হয়েছে অবশ্য। তবুও যেতে হবে, খুব জরুরী।

ম্যাডাম, এক কাজ করতে পারেন, একটা ফোন নম্বর আছে আমার কাছে পুরন্দরবাবু আজই দিয়েছিলেন, কোন বিপদ আপদ হলে যেন সঙ্গে সঙ্গে ফোন করে ওনাকে জানাই। আপনি নম্বরটা নিয়ে একবার দেখুন।

বসাকের কাছ থেকে ফোন নম্বরটা নিয়ে নয়না ডায়েল করল। পুরন্দর ফোন ওঠাল।

পুরন্দর!

হ্যাঁ ম্যাডাম। এত রাতে ফোন করলেন? কি হয়েছে?

তোমার ফোন নম্বরটা আমাকে দেওয়া উচিত ছিল পুরন্দর।

আসলে ম্যাডাম এটা ঠিক আমার নয়। আমি যেখানে থাকি সেখানকার ফোন। বর্তমান পরিস্থিতির বিপাকে পড়ে বসাককে নম্বরটা দিয়েছিলাম। আপনি নিশ্চয়ই বসাকের কাছ থেকেই পেয়েছেন নম্বরটা!

হ্যাঁ, পুরন্দর তোমাকে একটু খবর দেবার জন্য বসাককে ফোন করি, বসাকই তোমার নম্বরটা আমায় দিল। সে যাক, এই নিয়েপরে কথা হবে। পুরন্দর, কাল ভোরবেলা যত শীঘ্র সম্ভব তুমি আমার এখানে চলে এস।

তা আসব ম্যাডাম। কিন্তু, কিছু হয়েছে কিনা সেটা বলুন। প্রয়োজন হলে এখনই চলে আসছি আমি।

না, এখন থাক। কাল ভোরেই এস। রাখছি।

সংগ্রামই জীবন। এই কথাটা কোন এক সময় ছোটবেলার পাঠ্যপুস্তকে পড়েছিল নয়না। কিন্তু, নয়নার জীবনে এই কথার সত্যতা ও তাৎপর্য এত স্পষ্ট রূপে প্রমাণিত হতে পারে বলে কখনো কল্পনা করেনি নয়না। জীবনতরী বইতে গিয়ে বার বার, প্রতি পদক্ষেপে, নয়নাকে

যেভাবে যুদ্ধ করতে হচ্ছে, এই ধরনের যুদ্ধের সম্মুখীন আর কাউকে হতে হয়েছে বলে নয়নার জানা নেই। কি ভয়ানক কঠিন লড়াই করতে করতে জীবনতরী বইছে, ভাবতে নিজেরই আশ্চর্য লাগে। নয়নার তো কোন অসাধারণ শক্তি নেই। সাধারণ সাদামাটা এক সামান্য রমনীর জীবনে এত রকম পরীক্ষা থাকবে কেন? নয়নার জন্য বেঁচে থাকাটা যেন এক প্রতিদ্বন্দ্বিতা। তা না হলে, বার বার একের পর এক, নতুন যুদ্ধে অবতীর্ণ হবার আমন্ত্রণ আসবে কেন? আর কত সংগ্রাম করবে নয়না। নয়নার কি ক্লান্তি নেই? নয়না কি অবসর চায় না? নয়নার শক্তি কি সীমাহীন পাহাড়?

ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতেই, নয়না, উঠে দাঁত ব্রাস করে মুখ ধুয়ে তৈরী হয়ে রইল। পুরন্দরকে যখন ডেকেছে নয়না, তখন ঠিকই আসবে।

বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না নয়নাকে। পাঁচটা বাজবার আগেই কলিং বেল বাজল। কিন্তু, দরজা খুলে অপ্রস্তুতে পড়ল নয়না। পুরন্দর নয়, মধ্য বয়স্ক এক অপরিচিত ভদ্রলোক। নয়না বিব্রত ভাব নিয়ে জিজ্ঞেস করল, কাকে চাই? আপনি নিশ্চয় সঠিক দরজায় আসেন নি? কোথাও কিছু ভুল করেছেন নিশ্চয়।

না, ভুল করে নয়। সঠিক জায়গাতেই এসেছি আমি।

নয়না খুব অবাক হয়ে বলল, কিন্তু আমি তো আপনাকে চিনি না?

আমিও আপনাকে চিনি না। যদি কিছু মনে না করেন, মিসেস ঘোষের সঙ্গে আমার একটু প্রয়োজন ছিল।

নয়না আরও অবাক হল, বলল, কি প্রয়োজন বলুন তো? আমি মিসেস ঘোষ, আমি তো আপনাকে চিনতে পারলাম না।

চিনবার সুযোগ হয়নি, তাই চেনেন না। আজ থেকে আপনার পরিচিত জন হলাম আমি। বলে জোড় হস্ত করে ভদ্রলোক সামান্য হাসবার চেষ্টা করলেন।

নয়না তখনও অপ্রস্তুত ভাব নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে দেখে ভদ্রলোক আবার বললেন, আমি মি. ভার্মা!

মি. ভার্মা! মানে পুলিস কমিশনার মিঃ ভার্মা? নয়না অবিশ্বাস্য ভাবে জিজ্ঞেস করল।

ভদ্রলোক মুখে হাসি নিয়ে মস্তক নাড়লেন।

যদি ভেতরে ঢোকার অনুমতি দেন তো কয়েকটা প্রশ্ন করতাম আপনাকে।

আরে! নিশ্চয়, আসুন না! নয়না দুয়ার থেকে সরে দাঁড়াল।

ভদ্রলোক ভেতরে প্রবেশ করে বললেন, প্লিজ ডোন্ট মাইন্ড মিসেস ঘোষ, এত ভোরে আপনাকে বিরক্ত করলাম বলে।

মনে কিছু করিনি। তবে খুব অবাক হয়েছি। আপনি স্বয়ং এখানে এসেছেন, তাও এত ভোরে।

অবাক হবার কিছু নেই মিসেস ঘোষ। আমরা পুলিসের লোক, যে কোন সময় যেখানে খুশী যেতে পারি। অবশ্য কোন অনুসন্ধানকে কেন্দ্র করে।

আপনি আমার বিষয়টা নিয়ে অনুসন্ধান করতে এসেছেন?

হ্যাঁ, মনে করুন তাই। এবারে ঠাণ্ডা মাথায় বলুন তো গত রাতে কি হয়েছিল? এত উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন কেন?

ভদ্রলোকের পরিচয় পাবার পর নয়নার ভীষণ লজ্জা করছিল। ভদ্রলোকের এই মুহূর্তের কথা শুনে আরও সংকোচ হল নয়নার। গত রাতে যখন ভদ্রলোককে ফোন করে নয়না, তখন সত্যিই বুঝি হুঁশ ছিল না নয়নার।

এত বড় একটা ঘটনা ঘটে যাবার পর, আপনারা পুলিসে ইনফর্ম না করে, নিশ্চিন্তে ছিলেন কি করে বুঝতে পারলাম না। অথচ, ঘটনাটা, মানে অগ্নি সংযোগের পর, চব্বিশ ঘন্টা যেতে না যেতেই, মাঝ রাতে আপনি যেভাবে পুলিসের সাহায্য চেয়ে ফোন করলেন, আমার সন্দেহ হচ্ছে, নিশ্চয় আপনাকে কেউ মারাত্মকভাবে থ্রেটনিং দিয়েছে।

নয়না মাথা নত করে জবাব দিল, আপনি অভিজ্ঞ পুলিশ অফিসার, আপনার কাছে অস্বীকার করি কি করে? আপনি ঠিকই ধরেছেন।

দিস ইজ দ্যা পয়েন্ট। পাবলিক প্রথমে অপরাধীর অপরাধকে পুলিসের কর্ণ গোচর করতে চায় না। মনে করে পুলিস এই ক্ষেত্রে কিছু করতে পারবে না। অথচ, আপনারা বুঝতে চান না, আপনাদের সহযোগিতা ছাড়া পুলিসের দ্বারা কোন কালপ্রিটকে ধরা সম্ভব নয়।

নয়না জবাব দিল না।

আপনার জন্য যদি এটাই প্রথম থ্রেটনিং কল হয়ে থাকে, তাহলে আলাদা কথা। কিন্তু যদি, এর আগেও এ ধরনের কোন ফোন পেয়েছিলেন, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে আপনার পুলিসে ইনফর্ম করা উচিত ছিল মিসেস ঘোষ।

না, মানে, নয়না কিছু বলবার চেষ্টা করতে, ভদ্রলোক নয়নাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, আপনারা জনসাধারণেরা, আমাদের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করতেও চান না, আবার দুষ্কৃত কারীদেরও ভয় পান। আপনাদের এই দোমনার জন্যেই বহু কেশ অমীমাংসিত থেকে যায়। ফলে বিভিন্ন রকম বিপদের সম্মুখীন হতে হয় আপনাদেরই

আপনি ঠিকই বলেছেন স্যার। অনেক সময় দুষ্কৃতকারীরা, এই বলে হুমকি দেয়, যে, খবরটা পুলিশের কানে পৌঁছলে প্রাণে মেরে ফেলা হবে। তাই, অনেকে আত্মরক্ষার খাতিরে পুলিসে খবরটা না দিয়ে খবরটা চেপে যান। তবে আমার ব্যাপারটা একটু আলাদা স্যার।

হ্যাঁ, সেটাই বলুন না! আপনার ব্যাপারটা জানবার জন্যেই আমি সাত সকালে এসে উপস্থিত হয়েছি।

নয়না গত রাতের ঘটনার ব্যাপারটা বলল। তবে, যে ফোন করেছিল, সে যে নয়নার এককালের পরিচিত এবং নয়না সেই লোকের নাম জানে, এ কথা গোপন করে রাখল।

ভীতি প্রদর্শনীর দ্বারা কোন বিপদের সংকেত পাওয়া কি এটাই প্রথম ছিল আপনার জন্য।

হ্যা স্যার। সেই অদ্ভুত ফোন পাবার পর সঙ্গে সঙ্গেই আমি আপনাকে ফোন করি।

কেবল আপনাকে হত্যা করবার কথাই বলেছিল? নাকি, অন্য কাউকেও টার্গেট বানাবার ইংগিত দিয়েছে?

সেরকম স্পষ্ট করে কিছু বলেনি স্যার। আমাকে মেরে ফেলবার কথাটাও স্পষ্ট করেনি। শুধু, পয়সা না পেলে আরো বীভৎস ও মারাত্মক পথ অবলম্বন করবে বলে শাসিয়েছিল।

যেমন?

আমি কথার খেলাপ করলে, আমার পরিণতি দেখবার জন্য আমার অস্তিত্ব এই পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে। এই ধরনের কিছু বলেছিল।

এর মানে কি দাঁড়ায় মিসেস ঘোষ? আপনাকে এই পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া মানে আপনাকে মেরে ফেলা নয় কি?

আপনার বর্তমান অবস্থা কি বিদিত ছিল না সেই লোকের? আপনার সর্বস্ব পুড়ে ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পরও কি কেউ এভাবে এক বিরাট পরিমাণ অর্থ দাবী করতে পারে?

স্যার আপনিও! ওরা কি মানুষের দুঃখ কষ্ট নিয়ে চিন্তা করে কখনও? তাছাড়া, গতকাল নিজে মুখেই স্বীকার করেছে, এখন পর্যন্ত যা হয়েছে, তা ছিল, আমাকে কেবল সতর্ক করে দেওয়া। অর্থাৎ ওদের দ্বারা আমার কারখানা ভস্মিভূত করে দেওয়াটা ছিল আমাকে ওয়ার্নিং দেওয়া। ওদের পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য আমাকে তৈরি থাকতে বলা হয়েছে।

আপনার এত বড় সর্বনাশ করবার পেছনে ওদের অভিসন্ধি কি ছিল? কোন অগ্রিম সতর্ক বাণী ছাড়াই কি ওরা এই কাজ করল।

আশ্চর্য? আপনার কখনও সন্দেহ হয় নি এ ধরনের কিছু ঘটতে পারে বলে?

না, তেমন কোন সন্দেহ ছিল না আমার মনে। তবে, মাস তিনেক আগে একটা ঘটনা ঘটেছিল। সেটাকে আমি তেমন গুরুত্ব দেইনি। এখন মনে হচ্ছে তখন ব্যাপারটা নিয়ে একটু তলিয়ে দেখলে পারতাম।

যা ঘটেছিল, আপনার আপত্তি না থাকেলে সে সম্বন্ধে আমি কিছু জানতে পারি কি?

নয়না ঘটনাটা বলতে শুরু করল। মাস তিনেক পূর্বে, একদিন দুই ভদ্রলোক নয়নার সাথে দেখা করবার জন্য নয়নার অফিসে এসেছিল। দুজনেই স্থানীয় লোক ছিল, তার কথা বার্তা অসমীয়াতে হচ্ছিল। নয়নার একটু অসুবিধা হলেও নয়নাও চালিয়ে যাবার চেষ্টা করছিল। কারণ নয়নার ধারণা ছিল, নয়নাদের তৈরী মাল নিতে আসা ছাড়া আর কোন কারণ নেই দুই ব্যক্তির আগমনের। কিছু সাধারণ কথাবার্তার পর জানতে পারা যায়, সেই দুজনের একজন বিশ বছর পূর্বে নয়নার সহপাঠী ছিল। দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে সেই লোকের চেহারার পরিবর্তিত রূপ দেখে নয়না সঠিক লোকটিকে চিনতে পারে নি। চিনতে পারার পর নয়না খুশী হয়েছিল। উৎসুকতা নিয়ে অপেক্ষা করছিল ওরা কি জন্য এসেছে তা শোনার জন্য।

দুজনেই, একথা সেকথা, করে আসল কথা এড়িয়ে যাচ্ছিল। নয়নার সহপাঠী ভদ্রলোক এক সময় বললেন, তুমি দেখছি একজন মালদার মানুষ হয়ে গেছ! আমায় একটু সাহায্য করবে?

পুরোন সহপাঠীকে স্বীকৃতি দেওয়া উচিত মনে করে নয়নাও বলেছিল, নিশ্চয়, কি ধরনের সাহায্য চাই বলনা? তবে আমি মালদার নই। কিছু করি, তাই সামান্য আয় হয়।

এখানে এসে ব্যবসা শুরু করেছ? পয়সা লুটছ? আমাদের উপোস রাখতে পার না।

কথাটায় অসম্মানিত বোধ করলেও উত্তর দিয়ে ছিল নয়না, লুটছি না, পরিশ্রম করছি, তার পরিবর্তে কিছু পাচ্ছি। তুমি সাহায্য চেয়েছ আমার ক্ষমতা অনুযায়ী নিশ্চয় করব। বল তোমার কি ধরনের সাহায্য চাই?

তোমার ক্ষমায় আমার কিছু যায় আসে না। আই ওয়ান্ট ফাইভ লাখ্স। হঠাৎ সরাসরি বলেছিল ভদ্রলোক।

নয়না প্রথমে ভেবেছিল ঠাট্টা করা হয়েছে। কিন্তু সেই লোকের কঠিন চেহারা লক্ষ্য করে বুঝেছিল ঠাট্টা নয়। ভেতরে ভেতরে আঁতকে উঠলেও, মুখে হাসি এনে নয়না বলেছিল। তুমি কি ঠাট্টা করছ? আমি কোথা থেকে এত টাকা দেব তোমায়।

নয়নার কথা শুনে সেই লোক আরো ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল। বলেছিল, সেসব আমি জানি না। টাকাটা আমার চাই-ই। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।

নয়না ধৈর্য ধরে বলেছিল, এটা তো তোমার অস্বাভাবিক আব্দার! এটা কি করে সম্ভব হবে? সে লোক তখন আরো ভীষণ উগ্র হয়ে উঠেছিল। নয়নাকে অবাক করে দিয়ে বলেছিল, এটা তো একটা লাম্প-সাম্প চাইলাম। এরপর নিয়মিত ভাবে, প্রতি মাসে একটা মোটা অংক দিতে হবে আমায়। তখন নয়নাও রেগে উঠেছিল। বলেছিল, যা খুশী তাই চাইলেই কি দেওয়া যায় নাকি? আমি পারব না। আমি অক্ষম।

নয়নার আপত্তি দেখে, লোকটা পকেট থেকে একটা আগ্নেয়াস্ত্র বার করে নয়নার টেবিলে রেখে, নয়নার দিকে তীর্যক দৃষ্টিতে চেয়েছিল। হতভম্ব নয়না কি করবে বুঝতে না পেরে অস্থির হয়ে উঠেছিল। নয়নার অস্থিরতা দেখে, সেই লোক আবার নিজের আর্জি ব্যক্ত করেছিল, 'পারব না' কথাটা আমার জন্য কখনোও ব্যবহার কর না। তাহলে বিপদে পড়বে।

নয়নাও অনেকক্ষণ ধরে বেয়াদপী সহ্য করছিল বলে নিজের ধৈর্য রাখতে পারছিল না। উষ্ণ কণ্ঠে বলেছিল, আমি যা পারব না, তাকে পারব বলবার স্বভাব আমার নয়। সেই লোক তখন আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে, চোখ মুখ খিঁচিয়ে বলে, জুঁই লগাই দিন। (আগুন লাগিয়ে দেব)। পরক্ষণেই আবার খুব শান্ত স্বরে বলেছিল, এমনেই ধ্যামালী করিলু, বেয়া না পাবা দেই। (এমনি ঠাট্টা করলাম, খারাপ পেও না)। তারপর আর কোন কথা না বলে দুজনে বেরিয়ে গিয়েছিল।

এই ঘটনাকে আপনি গুরুত্ব দেননি? নিজের পরিকল্পনাকে আপনার কাছে স্পষ্ট ব্যক্ত করে গিয়েছিল। তা সত্ত্বেও আপনি পুলিসে খবর দেননি? মিঃ ভার্মা আশ্চর্য কণ্ঠে বললেন।

আমি মনে করেছিলাম সত্যি সত্যিই কিছু ঘটলে পুলিসকে জানাব।

এখন যেমন করলেন! আপনার কারখানা পুড়ে ভস্ম হয়ে যাবার পর আমায় ফোন করলেন! শ্লেষ মেখে বললেন মিঃ ভার্মা।

আসলে পুরো ব্যাপারটা সেদিন এত অতর্কিতে ঘটেছিল, কি করা উচিত বুঝতে পারছিলাম না। আমার এক সময়ের সহপাঠী হঠাৎ আমার ওপর এই ধরনের হিংসাত্মক ঘটনা ঘটাতে পারে কিনা বুঝবার জন্য সময় নিচ্ছিলাম। দেখতে দেখতে তিন মাস সময়

অতিবাহিত হয়ে যাওয়ায়, সেদিনের ঘটনাকে ক্রমশঃ মন থেকে সরিয়ে ফেলেছিলাম।

আপনার ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়া আলাদা, আর পুলিসকে একটা জানান দিয়ে রাখা আলাদা মিসেস ঘোষ, যা আপনার উচিত ছিল।

স্যার পুলিসে একটা জনান দিয়ে রাখা উচিত ছিল বলে যে ভাবিনি তা নয়। কিন্তু কি করলে সঠিক কিছু করা হবে সেটা বুঝতে পারছিলাম না। আমি পুলিসের সঙ্গে যোগাযোগ করলে হয়ত, আমার জন্য অন্য ব্যবস্থা নেওয়া হত। কিংবা আমায় হয়ত এই পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হত! আপনারা সেই কালপ্রিটকে ধরতে পারতেন? নাকি ওদের অরাজকতা বন্ধ করতে পারতেন? কিছুই হত না। মিঃ ভার্মা।

এভাবে বলবেন না মিসেস ঘোষ, আমাদের প্রতি আস্থা হারালে চলবে কেন?

আস্থা হারানোর কথা নয় স্যার, আসলে বর্তমান যুগটাই এক অদ্ভুত যুগ। মানুষ দিশা খুঁজে পায় না। পরিস্থিতি ও পরিবেশ বিভিন্ন চাপ সৃষ্টি করে মানুষকে ভীষণভাবে অস্থির করে তুলেছে।

তা বুঝলাম, পরিস্থিতিকে অগ্রাহ্য করতে পারেন না আপনি। তবুও আত্মরক্ষার খাতিরে আপনাকে একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে বৈকি। প্রয়োজন হলে পুলিসের সহায়তা নিতে হবে।

স্যার, আপনি বার বার বলছেন, পাবলিক ভয়ে পুলিস ইনফর্ম করে না। কিন্তু স্যার, ভয়ের কি সত্যিই কোন কারণ নেই? এই যে, দেশে পুলিস ফোর্সের সমান্তরাল হয়ে, আতঙ্কবাদী নামে, অন্য এক গুপ্ত ফোর্সের উদয় হয়েছে, এটাই তো ভীতির প্রধান কারণ স্যার। আপনারা আইনের রক্ষক, তাই, আপনারা আমাদের রক্ষা কর্তা। আপনাদের ভরসায় আমরা নিরাপদে বাস করতে পারি। অন্যদিক গুপ্ত বাহিনী হচ্ছে, আইন অমান্যকারী, বিধ্বংসী এক বেপরোয়া শক্তি। আপনাদের দুই বাহিনীর মাঝখানে, আমরা। স্বভাবতঃ আমরা দুই নৌকতে পা রেখে চলতে পারি না। আমাদের স্বার্থে এক শক্তিকে গ্রাহ্য করতে বাধ্য হব আমরা। যে শক্তিকে অমান্য করলে, পরিত্রাণ পাওয়ার আশা কম থাকে, সেই শক্তির বিরুদ্ধে যেতে চায় না মানুষ। কারণ, আপনাদের বাইরে, অন্যায় কারীদের দমন করবার অন্য কোন তৃতীয় বাহিনী নেই স্যার। আপনারা অসফল হলে, আমাদের অবস্থা কি দাঁড়াবে সেটা ভেবেছেন? তাই আত্মরক্ষার খাতিরেই, আপনাদের দল ও সেই গুপ্ত বাহিনীর দলের মধ্যে, অর্থাৎ দুই ক্ষমতা ধারীর মাঝে, অধীক বলশালী কোন দল, আজ কাল সেটাও একটা বিবেচনার বিষয় স্যার। এমন একদিন ছিল স্যার, আপনাদের কাছে নালিশ জানিয়ে মানুষ নিশ্চিন্তে বসে থাকত। আপনারা অপরাধীকে ধরে, তাকে ন্যায্য শাস্তি দেবেন বলে ভরসা রাখত। কিন্তু, বর্তমানে তো তা হচ্ছে না। দেশের আইন রক্ষকদের ওপর নির্ভর করে নিশ্চিন্তে নিরাপদে দিন কাটাবার আস্থা নেই মানুষের।

বেশ বললেন কিন্তু আপনি অন্যায় কারীর অন্যায় মেনে নেবেন? তবুও পুলিসের সাহায্য নেবেন না?

সেটা অন্য ব্যাপার স্যার। অন্যায় কারীর অন্যায় মেনে নেওয়া, না নেওয়া, অন্য ব্যাপার। আমি শুধু এইটুকুন বলতে চাইছি, নিজের প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে মানুষ মূক সেজে বর্তমানের

শাস্তিকে মেনে নেয়। নীতি বোধ ইত্যাদি নিয়ে ভাবতে বসলে কারো বলির শিকার হতে কতক্ষণ?

আপনি অনেক কিছু চিন্তা করে ফেলেছেন মিসেস ঘোষ। আমরাও মানুষ, সব সময় যে আমরা সফল হব, তার গ্যারান্টি দিতে পারি না।

না, মিঃ ভার্মা, আমি আপনাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ করছি না। কেমন যেন একটা অস্বাভাবিক পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছে বর্তমান যুগের মানুষরা, নিশ্চিন্ত পথ হারিয়ে ফেলেছে যেন। কোথায়ো কোন নির্ভরতার আশ্বাস না পেয়ে, অনেক ক্ষেত্রে নিজের হাতে আত্মরক্ষার ভার তুলে নিতে বাধ্য হচ্ছে।

ও. কে. ম্যাডাম। আপনার কথাগুলো মনে রাখব।

কিছু মনে করবেন না মিঃ ভার্মা। গত দুদিন থেকে আমার মানসিক অবস্থা খুবই খারাপ। আমার বক্তব্যে খুঁত পেলেও পেতে পারেন আপনি। এই মুহূর্তে আমি একজন যোদ্ধা। তাই যুদ্ধ করবার বিভিন্ন হাতিয়ার যোগাড় করে, বিভিন্নভাবে প্রয়োগ করতে চাইব বৈকি।

কিছু মনে করিনি মিসেস ঘোষ। আমি খুব খুশী হয়েছি, আপনি নিজ মুখে আপনার সংকটের কথা আমাকে অবগত করালেন বলে। আপনারা এগিয়ে আসবেন ম্যাডাম। তাহলে আমরাও কাজে উৎসাহ পাব। এ্যানি ওয়ে, আপনার যা ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, তা আপনাকে ফিরিয়ে দিতে পারব না। তবে কালপ্রিটকে ধরবার পর ক্ষতি পূরণ চাইবার ব্যবস্থা করব, কথা দিচ্ছি।

না স্যার, অতটা আশা করি না। ক্ষতি পূরণের আশা করি না। তবে অপরাধী শাস্তি পাক এইটুকু আশা করব।

এবারে আপনি নামটা বলুন তো! নাম ছাড়া অপরাধীকে খুঁজে বার করা মুশকিল।

স্যার, নামটা ঠিক মনে করতে পারছি না। বহু বছরের ব্যবধানে নামটা বিস্মৃতির আড়ালে চলে গেছে। সেদিন জিজ্ঞেস করবার সুযোগ হয়নি।

সত্যি বলছেন মিসেস ঘোষ?

নাম জেনে কি করবেন বলুন তো?

আপনি যদি কোন কারণে নামটা চেপে রাখতে চান, তাহলে জোর করব না। তবে, গত রাতে, কোন নির্দিষ্ট ফোন নম্বর থেকে নির্দিষ্ট সময়ে, কোথা থেকে ফোন করা হয়েছিল সেটা বার করতে পারব। এই ক্লু ধরেই অগ্রসর হব।

পারবেন?

যদি পারি!

তাহলে আমার আত্মা শান্তি পাবে মিঃ ভার্মা।

ঠিক আছে তাহলে আমি উঠি।

একটু বসুন মিঃ ভার্মা, এক কাপ কফি খেয়ে যান।

তা খেতে পারি। সকালবেলা এক কাপ কফি খাওয়া আমার অভ্যেস।

নয়না কফি আর বিস্কুট নিয়ে এল।

মিসেস ঘোষ এখন থেকে আমাদের ওপর একটু আস্থা রাখতে শিখুন। কোথায়ো সামান্য কোন সন্দেহের উদ্রেক হলেও সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জানাবেন। ভয় পাবার কোন কারণ নেই। আমরা কাউকে দয়া করি না। আমরা আমাদের কর্ত্তব্য করি। কাজেই এখানে লজ্জা বা সংকোচের কোন প্রশ্ন আসে না।

তাই হবে স্যার। ভরসা থাকলে মানুষ অনেকটা আশ্বস্থ হয়। আপনি আমার ব্যাপারটায় এত উৎসাহ দেখালেন, ভোর বেলা স্বয়ং এসে উপস্থিত হয়েছেন অনুসন্ধান করতে, সেজন্য আমি কৃতজ্ঞ স্যার।

এটা আপনার ব্যাপার কে বলল আপনাকে? এটা দেশের এক মারাত্মক সমস্যা। দেশের নিরীহ মানুষরা অকারণে, অনবরত অরাজকতার স্বীকার হচ্ছে। তবে আমার একটা অনুরোধ মিসেস ঘোষ, কোন দ্বিধা না করে আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করবেন। আমরা আমাদের কাজ করে যাব। আপনি অপরাধীর নামটা গোপন করে আমাদের সঙ্গে অসহযোগিতা করলেন, তার জন্য আমাদের অসুবিধে হবে ঠিকই, কিন্তু তাই বলে আমাদের কাজ আটকাবে না। অপরাধীকে খুঁজে বার করবই।

নয়না হাসল বলল, তা বোধ হয় পারবেন। তা না হলে, এত ভোরে, আমার মত একজন সাধারণ মানুষের ঠিকানা যোগাড় করে এখানে এসে উপস্থিত হতে পারতেন না।

এবারে ভদ্রলোকও হাসলেন। জানেন, রাত একটার সময় আপনার ওখানে পুলিস ফোর্স পাঠানোর পরেই আমি আপনার ঠিকানা যোগাড় করে রেখেছিলাম। ভোর চারটেতে উঠে পায়ে হেঁটে আপনার এখানে এলাম। আমার কোয়ার্টার থেকে আপনার এই জায়গা প্রায় চার কিলোমিটার পথ। কিন্তু, আমি অনেক রাস্তা বদল বদল করে এলাম বলে প্রায় পাঁচ কিলোমিটার পথ হাঁটতে হয়েছে আমাকে।

নয়না মিটি মিটি হাসছে। যাতে কেউ বুঝতে না পারে আপনি কোথায় যাচ্ছেন, বা যাতে আপনাকে কেউ ফোলো করতে না পারে সেই জন্যেই কি এই লুকোচুরি করলেন?

একজেক্টলি

ধন্যবাদ মিঃ ভার্মা।

ধন্যবাদ দিচ্ছেন কেন বলুন তো? আপনি কোথায়ো আত্মগোপন করে লুকিয়ে নেই। শহরের মাঝখানেই বাস করছেন আপনি।

আপনাকে খুঁজে বার করা কষ্টকর নয়।

এই জন্য নয় মিঃ ভার্মা, আপনি আমার অনুরোধে কারখানায় পুলিস ফোর্স পাঠিয়েছেন সাত সকালে আমার বাড়ি এসে, আমার সব বৃত্তান্ত শুনে আমায় সহযোগিতা করতে রাজী হলেন বলে ধন্যবাদ জানালাম।

ইট ইজ আওয়ার ডিউটি মিসেস ঘোষ, তবে শুধু ধন্যবাদে হবে না, আগে অপরাধীকে গ্রেপ্তার করি, তারপর একদিন মিসেসকে সঙ্গে নিয়ে আসব। মিঃ ভার্মা উঠে দাঁড়ালেন।

ওয়েল কাম মিঃ ভার্মা। নিশ্চয় আসবেন। আমার দরজা সদা অবারিত থাকবে আপনাদের আতিথেয়তা করবার জন্য।

মিঃ ভার্মা চলে গেলে ব্যালকনীতে গিয়ে বসল। সকাল বেলার প্রকৃতির রূপটাই অন্য রকম। শান্ত স্নিগ্ধ মধুর মনে হচ্ছে প্রকৃতিকে। ভোরের প্রথম আলোর স্পর্শ পেয়ে মানুষের মনও প্রসন্ন থাকে। কিন্তু এই প্রসন্নতা বেশীক্ষণ থাকে না। বেলা বাড়ার সাথে সাথে মানুষ বদলে যায়। মানুষের অনিষ্ট করে, নিজের স্বার্থ রক্ষার তোড়জোড় শুরু করতে ব্যস্ত হয়ে ওঠে মানুষ। ক্রমশঃ নিজেকে বিষিয়ে ফেলে মানুষ। কেন মানুষের মন এভাবে পরিবর্তিত হয়ে যায়?

নয়নার খুব ইচ্ছে করে ভালবাসতে, এই পৃথিবীকে, এই পৃথিবীর মানুষকে।

অশান্ত মনে নয়না বার বার ঘড়ি দেখছে। পুরন্দর এল না কেন! পুরন্দরকে কয়েকটা জরুরী কথা বলবার ছিল। পুরন্দর না এলে কেমন করে হবে? নয়না অস্থির হয়ে উঠল।

মিঃ ভার্মার কাছে নয়না তিনটে জিনিষ গোপন করেছে। এক সে লোকের নাম। দ্বিতীয় সে লোক এক সময়ে শুধু নয়নার সহপাঠী ছিল না, সেই ব্যক্তি নয়নার বন্ধু ছিল। তৃতীয়, আজ দুপুর বেলা তার নয়নার কাছে আসবার কথা, এসে, নয়নার কাছে থেকে তার দাবীর অঙ্ক গুণে নেবার কথা।

মিঃ ভার্মা অভিজ্ঞ লোক। নয়নার এই গোপনীয়তা আঁচ করতে পারলেও করতে পারেন। এই তিনটে গোপণ করবার উদ্দেশ্য, নয়না চায় সেই ব্যক্তির সঙ্গে একলা মোকাবেলা করতে। নয়নাকে কেউ যুদ্ধের জন্য আমন্ত্রণ জানালে নয়না আমন্ত্রণ গ্রহণ করে! নয়নাকে ব্যক্তিগত ভাবে আহ্বান করা হয়েছে। তাই নয়নাও ব্যক্তিগত ভাবে শুধু একলা লড়বে। এই তিনটি ব্যাপার বাদ দিয়ে, অন্য সূত্র গুলো সম্বন্ধে পুলিসকে সজাগ করে দিয়েছে নয়না। কাজেই এই আসন্ন যুদ্ধে নয়নার হার হলেও, আসামী পুলিসের কাছ থেকে পরিত্রাণ পাবে না। কখনো না কখনো পুলিসের হাতে ধরা পড়বেই।

নয়নার মতন আর পাঁচ জন সাধারণ মানুষ, নয়নার মত পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে কোন নীতি মেনে চলে কিনা নয়না জানে না। কিন্তু, নয়না একটি নীতিকে ভীষণ ভাবে প্রাধান্য দেয়। 'ভালবাসার পরিবর্তে ভালবাসা' এই নীতির সঙ্গে নয়না নিজেকে ওতোপ্রোতভাবে জড়িয়ে ফেলেছে। নয়নার বিশ্বাস, একমাত্র 'ভালবাসা' শব্দই, মানুষকে অকলুষিত, পবিত্র ও নির্মল রাখতে সক্ষম। মানুষের মন পরিচ্ছন্ন থাকলে মানুষ অপবিত্র ও অমানবিক হতে পারে না।

অন্তরে দিলাম পরশ তোমারে।

ফিরায়ে দিও তারেই, অন্তরে পরশিব যারে!

ভালবাসা পেলে, বদলে, একমাত্র ভালবাসাই ফিরিয়ে দেওয়া উচিত। অতি শৈশব থেকেই নয়না এই সত্যকে চিনতে পেরেছে, বুঝতে পেরেছে। তাই নয়না মনে করে, এই সত্যই নয়নার জীবনের নীতি। এই নীতি অবলম্বন করেই নয়না এতগুলো বছর পার করে এসেছে। ভালবাসার সুবাস যেখানে থাকে না, সেখানে নয়নাও থাকে না।

আর আদর্শ! নয়নার জীবন কি কোন আদর্শের উপর ভিত্তি করে চলছে? চলার পথে নয়না যে সব নিয়ম মেনে চলে সেই নিয়মই কি নয়নার জীবনের আদর্শ? নয়না সর্বদা

নিখুঁত ও অভিযুক্তহীন থাকতে চায়। শৈশব থেকেই বুঝি অভিমানী মনটা বলত, তোমরা আমায় যেমন খুশী ভাবে অভিযুক্ত কর না কেন, আমি নিজের কোনও খুঁত রাখব না। পরিণত বয়সে নয়না বিচার করতে শিখেছে, খুঁতহীন মানুষরাই পরিচ্ছন্ন ও পরিষ্কার মনের সন্ধান পায়। জীবনের এতগুলো বছর অতিবাহিত করে ফেলেছে নয়না নিজেকে অভিযুক্তহীন রাখবার চেষ্টা করেই। কর্তব্য পরায়না নয়না, সত্যের উপর ভিত্তি করে সর্ব্বস্তরে ন্যায্য ও যুক্তিপুর্ণ বিচার করবার প্রয়সা চালিয়ে নিজেকে সদা নিখুঁত প্রতিপন্ন করতে চেয়েছে। মানুষের হিতার্থে ন্যায্য বিচার করে যাওয়াই তার জীবনের আদর্শ ও পাথেয়।

নয়নার জীবনের লড়াই আগেও ছিল। এই হাতিয়ার ব্যবহার করেই লড়ে এসেছে এত দিন। যদিও আজকের লড়াই সম্পূর্ণ অন্য। অজানা নতুন এক আলাদা যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হতে হবে নয়নাকে। তবুও হাতিয়ার পরিবর্তন করবে না। সেই একই হাতিয়ারের সহযোগিতা নিয়েই লড়বে। নয়নার জীবনের নীতি ও আদর্শের কি জয় হবে? নাকি, পরাজয়? সেই চূড়ান্ত ফয়সালা হবে আজ।

কিন্তু, যুদ্ধক্ষেত্র রচনা করেছেন যিনি, যুদ্ধে নয়নাকে মুখোমুখি হবার আহ্বান জানিয়েছেন যিনি, তার শক্তি কি সম্পূর্ণ অন্য ধাঁচের নয়? তার হাতিয়ার যে যান্ত্রিক বিশেষতায় সমৃদ্ধ, তার কাছে কি নয়না হেরে যাবে না? না, নয়না শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত নির্ভয় থাকবে। যতক্ষণ আয়ু থাকবে, দুর্নীতির কাছে আত্মসমর্পণ করবে না। কখনো নয়।

আজকের এই সুন্দর পবিত্র ভোর বেলাটা কি নয়নার জীবনের শেষ প্রভাত? হলেও হতে পারে। কথাটা ভাবতেই সমস্ত শরীরে একটা শিহরণ খেলে গেল, বুকের ভেতর হাহাকার ধ্বনি বেজে উঠল। এই সুন্দর পৃথিবী আর কোনো দিনও তার থাকবে না!

নয়নার ডিম্পি অন্তু আর নয়নার থাকবে না!

ভীষণ অস্থির হয়ে উঠল নয়না। পুরন্দর আসছে না কেন? সময় যে এগিয়ে আসছে। পুরন্দর তো কখনো কথার খেলাপ করে না

অন্তু ঘুমিয়ে থাকা অবস্থায় পুরন্দরের সাথে কাজটা সেরে ফেলতে চায় নয়না।

পৌনে সাতটার পর পুরন্দর এল। চেহারায় ক্লান্তির ছাপ সুস্পষ্ট। কোটরাগত চক্ষুদ্বয় প্রমাণ দিচ্ছে, নিদ্রাবিহীন রাত কাটিয়েছে পুরন্দর। জামা কাপড় ময়লা অপরিচ্ছন্ন, এলো মেলো, উস্কোখুস্কো চুলে চিরুণী পড়েনি। করুণা ও সহানুভূতি দেখাবার একাধিক কারণ থাকা সত্ত্বেও, নয়না নিজের ক্রোধ সামলাতে পারল না।

আমি তোমাকে ভোর বেলা আসতে বলেছিলাম পুরন্দর। আমার কথার কি কোন মূল্য নেই? কি ভেবেছ তুমি?

ম্যাডাম, আপনি শুধু শুধু উত্তেজিত হবেন না। কোনও নতুন উপসর্গের মুখোমুখি হয়ে থাকলে বলুন। কাল রাতে হঠাৎ আপনার ফোন পেয়ে আমি অনুমান করেছি, নিঃশ্চয় আবার কিছু হয়েছে। সেটা কি, তাই বলুন?

তোমার কি কোন আক্কেল আছে পুরন্দর? তোমাকে বলে আর কি করব?

ম্যাডাম, সময়ে আস্তে পারিনি তার জন্য মাপ চাইছি।

মাপ চাইলেই সব অপরাধ শেষ হয়ে যায় না পুরন্দর? কতখানি টেনশনে আমার রাত কেটেছে তুমি জান না।

এক মিনিট ম্যাডাম, কোন রাতের কথা বলছেন আপনি? গত রাতের কথা কি? নাকি, তার আগের রাতের কথা?

আই এ্যাম নট জোকিং পুরন্দর। আমি অসহায় অবস্থায় পড়ে তোমার সহায়তা চাইছি বলে তুমি কি ঠাট্টা করছ?

ঠাট্টা করিনি ম্যাডাম, গত পরশুর অগ্নি কাণ্ডের মত, গত রাতেও যদি কিছু হয়ে থাকে তো, তা ব্যক্ত করুন।

নয়না গম্ভীর হয়ে গেল। বলল, তোমার ওপর আমি নির্ভর করতে শুরু করেছি হয়ত, কিন্তু তাই বলে কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারকে তুচ্ছ তচ্ছিল্য করতে পার না তুমি।

ম্যাডাম, আমি এখনো জীবিত আছি, বলুন কি হয়েছে? সময়টা আমি মেক আপ করে নেব।

ওরকম বাহাদুরী মার্কা কথা বলবে না পুরন্দর। আমার ভাল লাগে না।

ম্যাডাম, মারাত্মক কিছু একটা হয়েছে বুঝতে পারছি, কিন্তু কি করব বলুন এর চাইতে আগে আসতে পারলাম না। রাত বারটার পর কোন অজ্ঞাত ব্যক্তি আমাদের কারখানা স্থলে এসে রামদীনের সঙ্গে নিষ্ঠুরের মত মারপিট করে চলে যায়। আমি সমীর আর বিজন রাত বারটার পর যখন খেতে যাই, তখন রামদীন একা ছিল সেখানে, সেই সময়ে ঘটনাটা ঘটে। আমি পৌনে একটা নাগাদ ফিরে এসে দেখি মাথায় গভীর ক্ষত নিয়ে রক্তাক্ত অবস্থায় বেহুশ হয়ে পড়ে আছে রামদীন। সকাল সাড়ে ছটা পর্যন্ত আমি হাসপাতালে ছিলাম ম্যাডাম। রাত্রি বেলা আপনি যখন ফোন করেছিলেন, তখন আমি খেতে এসেছিলাম। রামদীনের ওপর হামলা তারপর হয়েছে। তাই আপনার সঙ্গে আর যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি। আপনার আদেশ মত সময়ে উপস্থিত হতে পারিনি। পুরন্দর ঘরে প্রবেশ করবার পর নয়না দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই কথা বলছিল, পুরন্দরের কথা শোনার পর হতাশ হয়ে বসে পড়ল নয়না। ততোধীক হতাশ হয়ে জিজ্ঞেস করল, মানুষ কেন এমন করে পুরন্দর?

পুরন্দর বলল, এসবের কোন জবাব নেই ম্যাডাম। এটা কলিযুগ। তাই অপকর্মের যুগ।

এই অপকর্মের কোনো অনুশোচনা নেই? বিবেক বোধ নেই পুরন্দর? খুব ক্লান্ত শোনাল নয়নার কণ্ঠস্বর।

নেই ম্যাডাম। বর্তমান যুগে, সুকর্ম বা কুকর্ম বলে কোন ভেদাভেদ নেই। যে যেমন পারছে, কর্ম করে যাচ্ছে। সু, বা, কু নিয়ে কেউ মাথা ঘামাচ্ছে না।

রামদীন এখন---, কথাটা অসমাপ্ত রেখে, ভীতদৃষ্টি রাখল পুরন্দরের ওপর।

এখনো অসুস্থ ম্যাডাম। তবে ড্যাঞ্জার এরিয়া কেটে গেছে। সেটা জানবার পরই আমি এলাম।

তুমি কি ভগবান পুরন্দর? তা না হলে রাত্রি একটার পর আবার কারখানায় যাবে কেন?

এসব কথা এখন থাক ম্যাডাম। আপনি যে জন্যে ডেকেছিলেন সেটা বলুন। অনেকক্ষণ থেকে ধৈর্য ধরে রেখেছি।

তুমি কি দাঁড়িয়েই থাকবে পুরন্দর? আমি বসতে না বললে বসবে না? পার না আমায় আপন ভেবে এই ছোটখাট দায়িত্বগুলো থেকে আমায় রেহাই দিতে? না হয় আমার মন মেজাজ আজ ভাল নেই। তাই বলে আমাকে এভাবে অবজ্ঞা করবে কেন পুরন্দর?

ম্যাডাম এসব কি বলছেন? আমি আপনাকে অবজ্ঞা করব কেন?

তাহলে বসছ না কেন? আমার অনুমতির অপেক্ষায় থাকবে? আপন মনে করে দায়িত্ব নিতে পার না? না হয় আমাকে তোমার কোন আপন জন ভাবলেই!

আজ আপনার কি হয়েছে বলুন তো ম্যাডাম? এমন উল্টো পাল্টা কথা বলছেন কেন? আপনি আমাদের আপনজন।

আপনাকে কখনো পর মনে করিনি আমি। ম্যাডাম আমি এখন হাসপাতাল থেকে এসেছি, অপরিচ্ছন্ন হয়ে রয়েছি, তাই আর বসিনি। তা না হলে অনেকক্ষণ বসে পড়তাম।

নয়না মাথা নত করে বসে রইল।

পুরন্দর অধৈর্য হয়ে বলল, এবারে বলবেন ম্যাডাম কি হয়েছে? নাকি, আপনার সারা রাত টেনশনে কেটেছে বলে, কথাটা না জানিয়ে আমাকেও টেনশনে রাখতে চাইছেন?

নয়না একটা গভীর দৃষ্টি নিয়ে পুরন্দরের দিকে চাইল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, একটা বড় দায়িত্ব তোমায় দিতে চাই পুরন্দর, নেবে?

দিয়ে দেখুন না ম্যাডাম। আমি তো আপনার সব রকম কাজের জন্য নিযুক্ত হয়েছি। পারি কিনা দেখুন! কথাটা এমনভাবে বলল পুরন্দর, যেন পুরন্দরকে অন্য কেউ নিযুক্ত করেছে, নয়নার সব কাজের ভার নেবার জন্য।

পুরন্দরের কথার ধরনে নয়নাও একটু বিব্রত বোধে চাইল। জিজ্ঞেস করল, মানে?

মানে হল ম্যাডাম, আপনি যা কাজ দেবেন, আদেশ দেবেন, সব কিছু পালন করবার চেষ্টা করব। বলে নিজেকে সামাল দেবার চেষ্টা করল পুরন্দর। ম্যাডামের আজ মন মেজাজ ভাল নেই বলেই পুরন্দর রেহাই পেয়ে গেল। তা না হলে পুরন্দরের বেফাস কথাটার জবাবদীহি চাইতেন নিশ্চয় ম্যাডাম।

বলুন ম্যাডাম কিসের দায়িত্ব দিতে চান?

তোমার তো আজ টাকা সংগ্রহ করবার কথা, মানে, ক্লায়েন্টদের কাছ থেকে টাকা আদায় করবার কথা তাই না?

হ্যাঁ, ম্যাডাম গাড়ীর টাকা শুদ্ধ মোট পৌনে পাঁচ লাখ টাকা আমরা আজ পাচ্ছি।

সব টাকা তোমার একাউন্টে জমা করে দিও।

পুরন্দর খুব অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, কেন ম্যাডাম?

আমি যা বলছি তাই কর। কেউ চেক্ দিতে চাইলে তোমার নামে নিয়ে নিও।

পুরন্দর আর একবার ম্যাডামের ওপর অবাক দৃষ্টি বোলাল।

আমার অবর্তমানে, এই ডি এ ইন্ডাস্ট্রিকে পুনরায় দাঁড় করানোর দায়িত্ব তোমার পুরন্দর।

পারবে না? যদিও জানি, এত কাল তোমাদের দ্বারাই পরিচালিত হয়ে আসছে এই ডি এ ইনডাস্ট্রি। তোমরাই সব এই উদ্যোগের। যদি, ডি এ ইনডাস্ট্রি আবার উঠে দাঁড়াতে সক্ষম হয়, তাহলে তোমাদের দ্বারাই হবে। তবুও, অফিসিয়েলি মালিকের নামের স্থানে আমার নামটা তো রয়েছে।

এতদিন অপ্রত্যক্ষ ভাবে হলেও, সেই নামের দ্বারা স্বীকৃতি বিনা কোন কাজ সমাধা হয় নি। কিন্তু, এখন থেকে তোমার স্বীকৃতি ও তত্ত্বাবধানে ডি এ ইণ্ডাষ্ট্রি চলবে। এই দায়িত্বটাই তোমাকে দিলাম। পারবে না? খুব ম্লান কণ্ঠে বলল নয়না।

তা হয়ত পারব। কিন্তু, আপনি হঠাৎ কোথায় যাচ্ছেন ম্যাডাম?

কোথায় যাব? ধর, যদি এই পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নিতে হয় আমাকে!

এতক্ষণ পর বুঝি পুরন্দর আসল কথা বুঝল। বুঝতে পেরেই উত্তেজিত হয়ে উঠল। এসব কথার মানে কি ম্যাডাম?

যা বললাম তাই। আমি জানি তুমি এই উদ্যোগকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত না করে কোথাও যাবে না। সে জন্যই তোমার উপর এই দায়িত্বভার দিলাম।

খুলে বলুন ম্যাডাম কি হয়েছে?

আর একটা দায়িত্বও তোমাকে দিতে চাই পুরন্দর। যদিও, এটা আমার ব্যক্তিগত কাজ, তবুও তুমি ছাড়া আর কাউকে আমি ভরসা করতে পারছি না পুরন্দর।

ম্যাডাম, ভরোসে কে লিয়ে আপ চিন্তা মত করিয়ে। জান দে দেঙ্গে, আপকা ভরোসা কভি নহী তোড়েঙ্গে।

যদি আমার কিছু হয়ে যায়, যত শীঘ্র সম্ভব আমার অন্তুকে ওর বাবার কাছে পাঠিয়ে দেবে। এই ব্যাপারে কোথাও যেন এতটুকু গাফিলতি না হয়।

তাও না হয় করব ম্যাডাম, কিন্তু, আপনাকে কোথায় ফেলে যাব?

এই পরিস্থিতেও, পুরন্দরের বলবার ঢঙে হাসি পেয়ে গেল নয়নার। হাসি চেপে বলল, যদি, পৃথিবী ছাড়তে হয়, তাহলে, যেখানে খুশী পড়ে থাকব না হয় আমি। কি এসে যাবে? সৎকার সমিতি আছে, মিউনিসিপালটি আছে।

নয়নার বলবার ভঙ্গি দেখে ভীষণ উত্তেজিত হয়ে গেল পুরন্দর। বলল, এভাবে না বলে, খুলে বলুন ম্যাডাম। আপনি খুলে বলছেন না কেন? আমি বেঁচে থাকতে আপনাকে এ ধরণের কথা বলতে দেব না ম্যাডাম।।

যা বললাম, তার চাইতে বেশী বলা যাবে না পুরন্দর। তুমি আমাকে কথা দাও আমার কাজগুলো করবে!

ম্যাডাম, জানি আপনার জীবনটা আপনারই। তবুও, আপনি একা, আপনার জীবনের ফয়সলা নিতে পারেন না। আমাদেরও কিছু অধিকার রয়েছে আপনার ওপর। আমাদেরও দাবী আছে আপনার ওপর। খুব তেজদীপ্ত কণ্ঠে বলল পুরন্দর।

জানি ভাই তোমরা আমাকে খুব ভালবাস শ্রদ্ধা কর। সেই সুবাদে তোমাদেরও অধিকার আছে আমার ওপর। কিন্তু আজ আমি নিরূপায়। আমার জন্য এক রণভূমি তৈরী হয়েছে

পুরন্দর, আহ্বান এসেছে সেই রণভূমিতে উপস্থিত থাকবার। আমি তো পেশাদার যোদ্ধা নই। সেই যুদ্ধে জিত হাসিল করব বলে জোর গলায় ঘোষণা করতে পারি না। অবশ্য পরাজয় সুনিশ্চিত না হলেও, জয়টাও তো নিশ্চিত নয়। তবুও আমি লড়ে যাব পুরন্দর। একাই লড়ব। পুরন্দর ম্যাডামকে লক্ষ্য করছিল, ম্যাডাম, কথাগুলো বলছেন ঠিকই, কিন্তু কেমন যেন অস্বাভাবিক দেখাচ্ছে ম্যাডামকে। ম্যাডাম কি কোন অন্য জগতে যাবার প্রস্তুতি নিয়ে নিয়েছেন? কোনও মারাত্মক ঘটনা ঘটবে, এবং ঘটনার সম্ভাব্য পরিণাম আঁচ করে নিজের মানসিক প্রস্তুতি সেই অনুসারে রচনা করে ফেলেছেন! পুরন্দরের বুকটা কেঁপে উঠল।

ম্যাডাম বলুন, কে এত স্পর্ধা দেখিয়েছে? কার এত দুঃসাহস হয়েছে আপনাকে হত্যা করবার হুমকি দেবে? কে, বা কারা আপনাকে থ্রেটনিং দিয়েছে তার নামটা বলুন? আমি এক্ষুণি গিয়ে তাকে ঘাড় ধরে নিয়ে আসব।

না, পুরন্দর, আর কিছু চাই না আমি। তুমি দায়িত্বগুলো নিয়েছ, সেই যথেষ্ঠ। বাদবাকী আমি একা পারব পুরন্দর। আমার একার লড়াই আমি একাই লড়ব। চিরকাল আমি এভাবেই লড়ে এসেছি। এটাই আমার জীবনের নিয়ম, জীবন পথের পাথেয়।

তোমাদের ভাষায় বলতে পার, এটাই আমার উসুল।

পুরন্দর অবাক হয়ে ম্যাডামকে দেখছিল। খুব অন্য রকম দেখাচ্ছে ম্যাডামকে। মানুষটার শান্ত চেহারায়, আজ যেন এক তেজদীপ্ত নিডর ব্যক্তিত্বের ছাপ খুব স্পষ্ট ভাবে ধরা পড়ছে।

এবারে তুমি যাও পুরন্দর। বাড়ী গিয়ে একটু বিশ্রাম নাও। চান করে পরিচ্ছন্ন হও।

যাব না ম্যাডাম। আপনাকে সব খুলে বলতে হবে। তা না হলে, আমি এখান থেকে এক পাও নড়ব না।

যাবে না কেন পুরন্দর? তুমি এখান থেকে না গেলে আমার কাজগুলো করবে কি করে?

পুরন্দর মুখ গোমড়া করে বসে রইল।

পুরন্দর তোমার তুলনা হয় না। তোমার সাহায্য ছাড়া আমার কি চলে? এত ঝামেলার মধ্যেও, কাল সারা রাত জেগে, রামদীনকে সারিয়ে তুললে। এসবের কোনও প্রতিদান দিতে পারব না। শুধু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা ছাড়া আর কিছু নেই আমার। বলতে গেলে আমার প্রতিটি কাজই সম্পন্ন হয় তোমার সহায়তা দ্বারা। কিন্তু, আমার ব্যক্তিগত লড়াইয়ে আমি তোমার সাহায্য নেব না পুরন্দর। এই লড়াই আমাকে একা লড়তে দাও। জেদ করোনা পুরন্দর, যাও।

না ম্যাডাম, যতক্ষণ না আপনি রহস্য খুলবেন, ততক্ষণ আমি এখানে বসে থাকব।

পাগলামী কোরনা পুরন্দর, যাও! এবারে কড়া গলায় আদেশের সুরে বলল নয়না।

আপনি না জানালেও আমি অনেক কিছু জানি ম্যাডাম। আপনি কাল রাত বারটার পর পুলিশ কমিশনারকে ফোন করে আমাদের কারখানায় পুলিস পাহারার বন্দোবস্ত করেছেন। কোন মারাত্মক থ্রেটনিং কল না পেলে আপনি এই ব্যবস্থা নেবার কথা চিন্তা করতেন না।

ম্যাডাম কি পুরন্দরের কথা শুনছে? কেমন যেন দেখাচ্ছে ম্যাডামকে, ভীষণ উদাসী

একটা ভাব নিয়ে কোন অন্য চিন্তায় মগ্ন বুঝি।

ম্যাডাম কি খুব অভিমানী ও জেদী? নাকি, এক রোখা? কোনও ভয়ংকর কিছু ঘটেছে সন্দেহ নেই, তা সত্ত্বেও কেমন জেদ করছেন।

ম্যাডাম! আই বিলিভ, সাম বডি ডিমান্ডেড এ রেনসাম, এণ্ড ইউ রিফিউস্ড! আর তাই, কোনও লাষ্ট ওয়ার্নিং দিয়ে আপনাকে পুনঃ ফয়সলা করবার সুযোগ দিয়েছে এবং সেটা অমান্য করলে, আপনাকে প্রাণে মেরে ফেলবার হুমকি দিয়েছে!

নয়না ম্লান হাসল। বলল, অনেকটা সেরকমই।

আপনি মরবেন, আর আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখব ম্যাডাম?

মরব তো বলিনি। যদি মরি? প্রবেবিলিটির কথা এটা।

কোন গ্রুপের হুমকী ম্যাডাম?

ওসব আমি বলব না পুরন্দর। তোমাদের কাউকে এসবে জড়াব না। আমি একলা লড়ব।

না! নহী! কভী নহী! খুব উত্তেজিত কণ্ঠে চিৎকার করে উঠল পুরন্দর।

বেশ, তাহলে তুমিও যুদ্ধ করবে আমার সাথে। এবারে তুমি বাড়ি যাও। অফিসে দেখা হবে তোমার সাথে।

আপনাকে একা ফেলে যাওয়াটা ঠিক হবে না ম্যাডাম।

এখানে কিছু হবে না পুরন্দর। কথাটা পুলিস কমিশনারের কানে যখন প্রবেশ করেছে, তখন এখানে এসে আমার ওপর কোন হাঙ্গামা করবার সুযোগ পাবে না কেউ।

আপনি অফিসে যাবেন না? বাইরে বের হবেন না।

যাব। তখন কিছু হয়ে গেলে, কিছু করবার নেই। সেটাই আমার ভাগ্য বলে মনে নিতে হবে।

ম্যাডাম আপনি অত্যন্ত সাহস দেখাতে যাচ্ছেন।

এসব আমার সাহস কিনা জানি না। তবে, ঐ ভীতু মানুষগুলোর সঙ্গে একবার মোকাবিলা করতে চাই। একবার হলেও ওদের মুখোমুখি দাঁড়াতে চাই আমি। বিদ্রোহের নামে যারা দিনের পর দিন, অন্যায় ভাবে জনসাধারণকে আত্মসাৎ করছে, গণহত্যাকে খুব সাধারণ পুতুল খেলার পর্যায়ে নামিয়ে এনেছে, ওদের মুখোমুখি একবার হতে চাই আমি। কোনও সত্যের উপর ভিত্তি করে ওরা বিক্ষোপ করছে না। ওদের এই আন্দোলনের কোন দাম নেই। বিদ্রোহের নামে, আত্মগোপন করে আড়ালে দাঁড়িয়ে নিজেদের অমানুষ পরিচয়টায় ঢাকনা পডাতে চায় শুধু এরা। ভীতুর দল সব। তাই মানুষের সম্মুখে এসে উপস্থিত হতে ভয় পায়। আড়ালে, গোপনে নিজেদের অপকর্ম সেরে পালিয়ে যায়।

ম্যাডাম, মানুষ যতক্ষণ না নিজেকে চিনতে পারে, বুঝতে পারে আত্মসচেতনতা বোধে আপ্লুত না হয়, ততক্ষণ মানুষ নিজের থাকে না। অন্যের দ্বারা পরিচালিত জীবনরূপে বাস করে এই পৃথিবীতে। এই বিদ্রোহী দলগুলোর ক্ষেত্রেও, সেই একই কথা প্রযোজ্য ম্যাডাম। এদের বেশীর ভাগ কেবল বিদ্রোহ শব্দটার দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। প্রকৃত বিদ্রোহের সাথে এদের কোন সম্পর্ক নেই। ওরা যা করছে বা করবে, তাই ওদের দ্বারা বিদ্রোহ বলে বিবেচিত

হচ্ছে। আসলে এরা একটা নেশায় চলছে। বিদ্রোহী হবার স্বপ্ন নিয়ে এক অযৌক্তিক কর্ম ভূমিকে আঁকড়ে ধরে পড়ে রয়েছে।

এখন এসব থাক পুরন্দর। যদি বেঁচে থাকি পরে কখনও আলোচনা করা যাবে। এবারে তুমি যাও।

হ্যাঁ ম্যাডাম এবারে যাব।

নাকি, এখানেই চান টান করে নাস্তা করে নেবে?

না ম্যাডাম বাড়ি যাই। পুরন্দর উঠল।

অন্তুকে খাবার বেড়ে দিয়ে নিজেরটাও নিয়ে নিল নয়না। মুন্নির মাকে বলে দিল তাড়াতাড়ি কাজ সারতে। এখনি বের হবে নয়না।

অন্তু খাবার সামনে নিয়ে চুপচাপ বসে রয়েছে। খাচ্ছে না।

নয়না জিজ্ঞেস করল, কি হল খাবি না?

অন্তু অভিমানী কণ্ঠে বলল, তুমি আমার কাছে অনেক কিছু গোপন কর মা। অনেক কিছু আমাকে বল না তুমি।

তুই এখনো সেরকম বড় হোসনি অন্তু। তোকে সব কথা খুলে বলা যায় না। বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সাথে আমি জড়িয়ে পড়েছি অন্তু। সব কিছুর সমাধান হবে কিনা তাও জানি না। তবুও চেষ্টা করছি। এসব আমার ব্যাপার।

মা, তুমি তো আমার মা, তোমাকে যদি কেউ মেরে ফেলবে বলে, আমার চিন্তা হবে না? কষ্ট হবে না?

কি পাগল ছেলেরে বাবা, কে বলল তোকে এই সমস্ত আজগুবি কথা?

কেন, কাল রাতে যে লোক ফোন করেছিল, সেই লোক তোমাকে মেরে ফেলতে চায়, বলে নি? তাহলে, তুমি কেন চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে সেই লোককে বলেছিলে, আমাকে মারতে চাও তো? মেরে ফেল। আই ডোন্ট কেয়ার!

তুই যা শুনেছিস তা সত্য নয় রে অন্তু। আমি তোকে কতবার বারণ করেছি, আমার ব্যবসা সংক্রান্ত কথায় তুই মাথা গলাবি না।

চিন্তা করবি না এসব নিয়ে।

করব মা। আমি বড় মেশোকে ফোন করে বলে দিয়েছি এক্ষুনি একবার আসবার জন্য।

কি আশ্চর্য অন্তু! তুই আমাকে না জানিয়ে এমন করবি কেন? নয়না আঁতকে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে দিদির ঘরে ফোন করে জামাইবাবুকে আসতে বারণ করে দিল। অন্তু ছেলেমানুষ না বুঝে ফোন করেছিল বলে রেহাই পেল।

এমন কাজ কখনও করবি না। এসব অন্য ধরনের কথা, পাঁচ কান করা উচিত নয়। নে এবারে খেয়ে নে। একসঙ্গে বের হব।

মা তুমি বড় মেশোকে আসতে বারণ করলে কেন? অন্তু রাগত স্বরে বলল।

শুধু শুধু উনি নিজের কাজ ফেলে এখানে আসবেন কেন? তা ছাড়া, আমাকে এক্ষুণি বের হতে হবে।

মা, তুমি কেন এত জেদ করছ? আমার ভয় করছে।

নয়না অন্তুকে জড়িয়ে ধরল। মনে সাহস রাখতে হয় রে বাবা! তোর মাথায় যে সব চিন্তা ঢুকিয়েছিস, সব বার করে ফেল।

আমার এক পুরোন বন্ধু ড্রাঙ্কেন অবস্থায় ফোন করেছিল। নেশার চোটে কি বলতে কি বলেছে, আমি ভাল করে বুঝিনি। তাই আমিও বিশেষ চিন্তা করছিনা।

এই বাজে লোকটা তোমার ফোন নম্বর জানল কি করে?

সেটা অবশ্য ঠিক। আমার ফোন নম্বর ওর জানবার কথা নয়। বহুদিন দেখা সাক্ষাৎ নেই। সেই কবে, আমি এম. এ. পড়তাম তখন পরিচয় ছিল।

সে যাই হোক অন্তু, তোর মাথায় এই সমস্ত ঢুকিয়েছিস কেন? আমাকে নিয়ে তুই কোন চিন্তা করবি না। আমি নিজেরটা নিজে করে নেব। তোর কাছ থেকে আমি শুধু এইটুকুন চাই, তুই মানুষের মত মানুষ হয়ে উঠে দাঁড়া। নিজের কাঁধে নিজের দায়িত্ব নিতে শিখেনে। তারপর আমার কাজের কথা নিয়ে ভাবিস। তুই এখন অপরিণত অন্তু। তাই, এখনই তোকে আমি আমার ব্যাপারে জড়াতে পারি না। যেদিন যোগ্য হয়ে উঠবি, সেদিন নিজেই নিয়ে নিস আমার সব ভার। আমি আপত্তি করব না। অন্তুর কপালে একটা স্নেহ চুম্বন দিয়ে, নয়না অন্তুকে ছেড়ে দিল।

একটা কথা সব সময় মনে রাখবি বাবা। মনের শক্তিটাই মানুষের আসল শক্তি। মনোবলে পৃথিবীও জয় করা যায়।

অন্তু মায়ের মুখের দিকে চাইল। মুখে যাই বলুক মা, অন্তুকে চিন্তা করতে বারণ করুক, মায়ের চেহারাটা কেমন যেন দেখাচ্ছে। গতকাল কারখানায় আগুন লাগার কথা শুনে মায়ের খুব কষ্ট হয়েছিল। কিন্তু, আজ যেন শুধু কষ্ট নয়, চেহারার মধ্যে আরো অনেক কিছু যেন প্রতিফলিত হয়েছে। অন্তুর খুব ভয় করছে।

মা, চলনা আমরা এখান থেকে চলে যাই। বাবার কাছে চল মা। আমি ওখানেই পড়াশোনা করব।

সে রকম পরিস্থিতি হলে যেতে হবে বৈকি। এখন তোকে চিন্তা করতে হবে না। নয়না অন্তুর মাথায় হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দিল।

অন্তুকে স্কুলে পৌঁছে দিয়ে নয়না অফিসে চলে এল। রাস্তায় নেমে একটু যে ভয় করেনি তা নয়। এই বিশাল জনস্রোতের মাঝে কেউ কি নয়নাকে মারবার জন্য ওৎ পেতে বসেছিল? নয়নার গতিবিধি লক্ষ্য করবার উদ্দেশ্যে কেউ কি কোন আড়ালে আত্মগোপন করে অপেক্ষা করেছিল। নয়না রোজ যেমন অটো করে আসে, তেমনিই এসেছে। কোথাও কোন অস্বাভাবিকতা নজরে পড়েনি। রোজকার মত একই নিয়মে দুনিয়া চলছে।

অফিসে বসাক ছাড়া আর কেউ আসেনি। এত তাড়াতাড়ি কেউ আসেন না।

বসাক নমস্কার করে বলল, ম্যাডাম আজ যে খুব জলদি এলেন?

এত তাড়াহুড়ো করে নয়না কেন এল, নয়না নিজেও জানে না। শূন্য অফিসে একলা বসে থাকবার কোন মানে হয় না। নয়নার কি মাথার ঠিক আছে? কোনদিন যে সম্পূর্ণ

বিকৃত হয়ে যাবে নয়নার মস্তিষ্কটা! তখন বদ্ধ উন্মাদ হয়ে পথে পথে ঘুরবে নয়না। রাস্তার অবাঞ্ছিত মানুষের একজন রূপে পরিগণিত হবে।

সত্যিই তো, কেন এত সকাল সকাল এল নয়না? নাকি, এই ব্যস্ততা ও তাড়াহুড়ো সব আসন্ন যুদ্ধের প্রস্তুতি! যুদ্ধক্ষেত্রে অবতরণ করবে নয়না, তাই কি আপন হাতিয়ার ও অস্ত্রশস্ত্র পরীক্ষা করতে চাইছে নয়না? ধারাল ও শাণিত করতে চাইছে আপন তলোয়ার? কঠিন রণভুমির সমপোযোগী করে তুলতে চাইছে আপনাকে!

নয়ন জোড়া ভেজা ভেজা লাগছে কেন? নয়ন জোড়ার তো দোষ নেই, একটা করুণ সুর তো সকাল থেকেই নয়নাকে উদাস করে দিচ্ছিল। নিজেকে যতই, সক্রিয় ও সতর্ক রাখবার চেষ্টা করুক নয়না, মনের জোর সঞ্চয় করে নিজেকে এক নির্ভীক যোদ্ধার ভূমিকায় প্রস্তুত করলেও, অন্তর তো তা মানবে না। অন্তর ব্যাথা বোঝে। তাই অন্তর তো কাঁদবেই। আপনজনের সাথে বিচ্ছেদের সময় হলে, অন্তর কেঁদে উঠবেই। আর, এতো কোন সাময়িক বিচ্ছেদ নয়, চিরকালের জন্য বিচ্ছেদ।

অন্তর কাঁদ কাঁদ মুখটা মনে পড়ল। এই বিষম পরিস্থিতিতেও কি নয়নার জেদ বড় হবে? নয়নার কি উচিত ছিল না, ঘটনা ও ঘটনার সম্ভাব্য পরিণাম সম্বন্ধে অরিন্দমকে খানিকটা অগ্রিম জানান দিয়ে রাখা?

নয়না যেখানে খুশী থাকুক, মরুক বাঁচুক, নয়নার ডিম্পি অন্ত, নির্বিঘ্নে পরম নিরাপদে সুস্থ ও সতেজ থাকবে চিরকাল। নয়না এই চায়। তাহলে নয়না এত বড় ভুলটা করল কি করে? অরিন্দমকে অবশ্যই অতি শীঘ্র এখানে চলে আসবার কথা বলা উচিত ছিল নয়নার। অরিন্দম ও নয়না দুজনের অনুপস্থিতিতে ডিম্পি অন্তর ভার কে নেবে? সন্তানের মা যদি এই পৃথিবী থেকে নিশ্চিন্ন হয়ে যায়, তাহলে সন্তানের দায়িত্ব কার ওপর পড়ে? পিতার উপর নয় কি? কিন্তু, অন্ত ও ডিম্পি কোনও দুর্দশার মুখোমুখি হতে পারে বলে না জানলে, ওদের পিতা, ওদের উদ্ধার করবে কি করে? অন্যমনস্কতায় নয়না অরিন্দমের অফিসের ফোন নম্বর ডায়েল করল। কিন্তু, অনেক বার চেষ্টা করেও, এই সকাল বেলা এতদূরের লাইন পাওয়া গেল না। সাড়ে নটা দশটা এই সময় লাইন এমনিতেই ব্যস্ত থাকে।

গাঢ় নীল জিন্সের প্যান্ট আর সাদা স্পোর্টিং গায়ে সতেজ পুরন্দর এসে দাঁড়াল। সকালবেলা ক্লান্তির ছাপ, রাত্রি জাগরণের চিহ্ন সব ধুয়ে মুছে গেছে। নব রূপে, নব শক্তিতে, কোন ভয়ংকরের মোকাবিলা করতে প্রস্তুত হয়ে এসেছে যেন পুরন্দর।

নয়না খানিকক্ষণ চেয়ে রইল।

কি হল ম্যাডাম?

তোমাকে একজন নির্ভীক নাবিক মনে হচ্ছে পুরন্দর। মহাসমুদ্রের উত্তাল, অশান্ত তোলপাড়কে অগ্রাহ্য করে তোমার জাহাজ এগিয়ে নিয়ে যাবার দৃঢ় সংকল্প নিয়ে এসেছ মনে হচ্ছে। লুকিং লাইক এ্যা রিয়েল ফাইটার!

এত বড় কমপ্লিমেন্টস পেয়েও পুরন্দর শুধু হাসল। পুরন্দর ভীতু নয়। তবে, বেপরোয়া শক্তির সঙ্গে কখনো মোকাবিলা করেনি। এক অচেনা পরিস্থিতি কেমন হবে পুরন্দর জানে

না। তা সত্ত্বেও পুরন্দর নিজের জন্য চিন্তা করছে না। ম্যাডামের দুঃসাহসিকতা দেখে আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছে। যে কোন সময়ে বুঝি ম্যাডামের উপর হামলা হতে পারে, তা সত্ত্বেও কত নির্বিকার ম্যাডাম।

ম্যাডাম আজ এত তাড়াতাড়ি এলেন? কোনো আর্জেন্ট কাজ ছিল কি?

না, নাতো! এমনি এসে পড়েছি।

আমি আপনাকে আনবার জন্য আপনার বাড়ীতে গিয়েছিলাম।

তা কেন করলে পুরন্দর? তুমি কি আমায় এসকোর্ট করে রাখতে চাও? যখন যার মৃত্যু যোগ আসবে তাকে মেনে নিতেই হবে। শত এসকোর্টেও কোন কাজ হবে না। নিয়তি প্রদত্ত মৃত্যুকে অস্বীকার করা যাবে না।

সে তো ওপরয়ালার হাত ম্যাডাম। তবে আপনি বড় বেশী নির্বিকার যেন।

নয়না উদাস ভাবে হাসল। পুরন্দরকে আজ খুব বেশী ভাল লাগছে। গত দুদিন থেকে নয়না, অশান্তি ও যন্ত্রণায় অস্থির, বিপর্যস্ত।

নয়নার এই সংকট কালে, একমাত্র পুরন্দরই বুঝি নয়নার জন্য অকৃত্রিম সান্ত্বনা ও সহায়তার হাত বাড়িয়েছে।

জান পুরন্দর, তোমার সঙ্গে কোথায় যেন আমার খুব মিল আছে। মনে হয় আত্মার যোগাযোগ। তোমাকে দেখলেই মনে হয় তুমি আমার কোন আপনজন। তোমার উপর ভরসা করতে ইচ্ছে করে আমার।

হয়ত তাই ম্যাডাম। আপনাকেও শুধু আমার বস্ মনে হয় না। মনে হয় আপনার কেউ।

তোমাকে আর একটা কাজের ভার দেব ভাই।

আপনি এমন করে বলছেন কেন ম্যাডাম? আদেশ করুন।

আগামী কাল দুপুরের ট্রেনে আমার মেয়ে আসছে বম্বে থেকে, সাময়িকভাবে, ওর দায়িত্বও তোমায় নিতে হবে পুরন্দর।

তারপর ছোট কাগজের টুকরো একটা বাড়িয়ে দিল নয়না। পুরন্দর কাগজটা হাতে নিয়ে বলল, এখানে একটা ফোন নম্বর আছে, সেই নম্বরে ফোন করে স্যারকে জানিয়ে দিতে হবে, মানে আপনি যে খবরটার কথা ভাবছেন, তারপর, আপনার ছেলে ও মেয়েকে সেখানে পৌঁছে দিতে হবে এই তো?

কিন্তু, ম্যাডাম, এই ধরনের কাজ করবার সুযোগ আমার জীবনে কখনও আসবে না। ডোন্ট বী সো প্যাশিমিস্টিক ম্যাডাম। পুরন্দর আমিও কি চাইছি তোমাদের সকলের কাছ থেকে এত তাড়াতাড়ি বিদায় নিতে? কিন্তু, আমার অদৃষ্টে যা আছে তা তো আমি খণ্ডাতে পারব না। তোমাকে আমার ছেলে মেয়ের দায়িত্ব দিয়ে আমি কিন্তু অনেক শান্তি পেলাম পুরন্দর। আমার আর কোন চিন্তা নেই।

ম্যাডাম, আপনি আজ বড় বেশী ভাগ্য নির্ভরশীল হয়ে উঠেছেন! দু পক্ষের সহযোগিতায় একটা সহজ ও সঠিক মীমাংসা করবার কি কোন উপায় নেই? সেই কার্লপ্রিট কি বলে? এত অশান্তি এত টেনশন মাথায় নেবার কি দরকার, ওরা যা চাইছে, সম্ভব হলে ওদের

মুখের উপর ছুড়ে দিন ম্যাডাম। যেটুকু যাবে, সেটুকু আনবার ব্যবস্থা আবার করব আমরা। পুলিসের কাছে খবর পৌঁছলেও, আমরা আমাদের সম্পূর্ণ নিরাপদ ভাবতে পারি না ম্যাডাম।

না পুরন্দর তা হয় না। এটা ওদের প্রথম চাহিদা হলেও, এটাই ওদের শেষ চাওয়া নাও হতে পারে। এর পর ওরা আমাদের সোনার ডিম দেওয়া মুর্গী মনে করবে। নিয়মিত ভাবে অর্থ লাভের আশা করতে পারে। তাই, প্রথমেই ওদের বুঝিয়ে দেওয়া উচিত, আমরা ওদের ভয়ের চাপে পড়ে ওদের কথার মান্যতা দিয়েছি বলে যেন মনে না করে ওরা। আর একটা ব্যাপার লক্ষ করেছ? মাত্র গত পরশুই অগ্নিসংযোগে কারখানা ভস্মীভূত করে দিয়ে, পর দিনই একটা বিরাট অর্থের পরিমাণ দাবী করেছে। নির্দ্বিধায় আমাদের জিনিষ ধ্বংস করে, আবার নির্বিকার চিত্তে টাকার প্রস্তাব রেখেছে। আমরা ওদের কথা মানতে পারিনা পুরন্দর। ওদের অন্তর নেই। কিন্তু আমাদের আছে। আমাদের অন্তর ব্যথায় জ্বলে পুড়ে গেছে সেটা ঠিক। কিন্তু, তাই বলে ওদের কথা মেনে নেব না। ওদের প্রস্তাবে রাজী হতে পারি না আমরা। কিছুতেই নয়।

কিন্তু, ম্যাডাম। এর ফল যদি ভীষণরূপে আমাদের ওপর প্রতিফলিত হয়?

কি হবে পুরন্দর? বড় জোড় একটা প্রাণের নাশ হবে, এর চাইতে বেশী কিছু তো হবে না?

ম্যাডাম ওভাবে বলবেন না। আমার লাগে ম্যাডাম।

পুরন্দর আমি চাইছি না নেগেটিভ কিছু হোক। কিন্তু, তবুও যদি কিছু ঘটে যায়। আমাদের কিছু করবার নেই। লেটআস ওয়েট এন্ড সি।

পুরন্দর শক্তি সঞ্চয় করে নতুন করে সক্রিয় হয়ে বলল, ম্যাডাম, কোন অঘটন হবে না। ভাল মানুষরা এই পৃথিবী থেকে এত তাড়াতাড়ি বিদায় নিতে পারে না। এই পৃথিবীর জন্য অনেক দায়িত্ব থাকে তাদের।

ঠাট্টা করছ পুরন্দর?

না ম্যাডাম, আপনার সঙ্গে আমি কখন ঠাট্টা করিনা। বী রিলাক্স ম্যাডাম।

ঠিক আছি পুরন্দর। তুমি আমার কাজগুলো করবার দায়িত্ব নিয়েছ, তাই আমি এখন নিশ্চিন্ত।

আপনার দেওয়া সব দায়িত্ব আমি নিয়েছি ম্যাডাম।

নয়না ছল ছল চোখে চাইল। পুরন্দরের হাত দুটো চেপে ধরল।

পুরন্দরের দু চোখও ঝাপসা হল। পুরন্দর মুহূর্তে নিজেকে ধাতস্থ করে বলল, ম্যাডাম, আজকের দিনটা আপনার জন্য, আমার জন্য, আর আমাদের ডি এ ইন্ডাস্ট্রির জন্য খুব শুভ।

কেন? হঠাৎ এই কথা বলছ কেন?

ভোরবেলা যখন শূন্য রাস্তা দিয়ে হাঁটছিলাম, তখন খুব সুন্দর একটা নীল পাখী দেখেছিলাম। আমার চাচাজী বলেন নীল পাখী দেখা নাকি খুব শুভ।

তুমি দেখেছ তোমার শুভ হতে পারে। মানে তোমার চাচাজীর বিশ্বাস অনুযায়ী। সঙ্গে আমার বা ডি এ ইন্ডাস্ট্রির কেন?

ম্যাডাম, পাখীটা দেখার সঙ্গে সঙ্গে আমি উইশ করেছিলাম। আপনার জন্য ও ডি এ ইন্ডাস্ট্রির জন্য।

ভীষণ ইয়ার্কি করতে শিখেছ তাই না পুরন্দর!

না ম্যাডাম, দিজ ইজ এ ফ্যাক্ট। আমার চাচাজী বলেন, ওনার জীবনের এক অসামান্য প্রাপ্তি হয়েছে এই নীল পাখী দর্শন করে। সে তোমার চাচাজী ভদ্রলোকের কি হয়েছে, না হয়েছে, দিয়ে আমাদের কি? তাছাড়া, তোমার চাচাজী বোধ হয় নীল রং পছন্দ করেন।

শুধু নীল রং নয় আরো অনেক কিছু পছন্দ করে আমার চাচাজী।

পুরন্দরের চাচাজীর পছন্দ অপছন্দ নিয়ে নয়নার কি। তবে, এইটুকু বুঝল, পুরন্দর নয়নাকে ভুলিয়ে রাখবার চেষ্টা করছে। নয়নার হাসি পেল। নয়না কি ছেলে মানুষ?

কটা বাজে পুরন্দর? তোমার কাজগুলো?

হ্যাঁ ম্যাডাম, বিকাশ বাবু এলেই আমি যাব। টাকা নিয়ে একবারে ব্যাংকের কাজ শেষ করে আসব।

সব পেমেন্ট আজই হবে তো?

হ্যাঁ ম্যাডাম, সব রেডি, আমি গেলে শুধু টাকাটা আমার হাতে তুলে দেবে। বাদ বাকী সব কাল করে ফেলেছি।

পুরন্দর ম্যাডামকেই শুধু লক্ষ্য করছে। ভীষণ উদাসীন দেখাচ্ছে। মনোবল যতই থাকুক, ভেতরে ভেতরে কি অস্থির হয়ে উঠেন নি? ম্যাডামকে একলা ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করছে না। কিন্তু, না গেলেও তো নয়, কাজগুলো আজই এবং পুরন্দরের দ্বারাই সম্পন্ন হবে।

ম্যাডাম কমিশনার সাহেবকে ভালই পটিয়েছেন। আমাদের অফিসের সামনে চারটে নতুন মুখ আনাগোনা করছে দেখে এলাম।

নতুন মুখ?

হ্যাঁ ম্যাডাম। সিভিল ড্রেসে ঘুরছে। কমিশনার সাহেবের হুকুম মানা সিপাহী, কিংবা অফিসারও হতে পারে। আমাদের ভয়ের তেমন কারণ নেই ম্যাডাম।

কে ভয় পেয়েছে পুরন্দর?

সামনের দোকানে একটা বেঞ্চ পেতে দুজন বসেছে। বোধ হয় সারাদিনের ডিউটি। বাঁ পাশে, প্রাইমারী স্কুলের গলিটার মুখে একজন দাড়িয়ালা মোল্লা। আর আমাদের অফিসের গেটের সামনে আস্তানা গেড়েছে, এক অর্ধ মুমূর্ষু ভিখিরী। আধশোয়া অবস্থায় পড়ে রয়েছে, সামনে একটা ছেড়া চাদর পেতে। সেই চাদরে কয়েকটা খুচরো পয়সাও রেখে দেওয়া হয়েছে।

নয়না বলল, এরা প্রত্যেকেই ছদ্মবেশে এসেছে তুমি কি করে বুঝলে?

সবার চোখের দৃষ্টি দেখে ম্যাডাম। সবার চোখ খুব সজাগ ও সতর্ক ছিল, আর ডান হাত পকেটে। অবশ্য মোল্লা সাহেবের হাত ঝোলায় ছিল। বেঞ্চিতে বসা দুজন আমার দিক যে ভাবে দেখছিল, আমি ভয় পাচ্ছিলাম, আমায় না আবার সন্দেহ করে জেলে নিয়ে যায়।

বাইরে সব পর্যবেক্ষণ করে, যাচাই করে এসেছ!

ইট ইজ মাই ডিউটি ম্যাডাম। চার দিক যাচাই করে দেখতে হবে বৈকি।

এবারে যাও পুরন্দর কাজগুলো সেরে এস।

বিকাশবাবু তো এলেন না ম্যাডাম?

এসে যাবেন, তুমি চলে যাও।

তাহলে যাই ম্যাডাম, কাজগুলো সেরে ফেলি। পুরন্দর উঠে দাঁড়াল।

কাজগুলো খুব সাবধানে করবে পুরন্দর।

সেজন্য আপনি চিন্তা করবেন না ম্যাডাম। যেতে যেতে পুরন্দর জিজ্ঞেস করল যুদ্ধের শুভারম্ভে কোন নির্দিষ্ট সময়-সীমা দেওয়া ছিল কি?

হুম! না সেরকম কোন নির্দেশ ছিল না। শুধু দুপুরবেলা পদার্পণ করবার কথাটাই উল্লেখ করা হয়েছিল।

দুপুরবেলা বলতে বিফোর টুয়েলভ? না, আফটার টুয়েলভ?

ওসব জানি না পুরন্দর।

ঠিক আছে ম্যাডাম। আমি বারটার মধ্যে ফিরে আসবার চেষ্টা করব। বিকাশবাবুকে অফিসেই থাকতেই বললেন।

বিকাশবাবু অফিসেই থাকবেন।

চলি ম্যাডাম। ডোন্ট বী সো আপসেট। এভরিথিংগ উইল বী অলরাইট।

পুরন্দর মোটর সাইকেলের ভট্ ভট্ আওয়াজ করে বেরিয়ে গেল।

পুরন্দর চলে যাবার পর, খুব উদাস হয়ে কিছুক্ষণ বসে রইল নয়না। কিন্তু, এভাবে উদাস হলে তো চলবে না। নয়নাকে সক্রিয় থাকতে হবে।

বিকাশবাবু এতক্ষণে নিশ্চয় এসে গেছেন। বিকাশবাবুকে ডেকে কিছু আগাম জানিয়ে দেবে নয়না। তা না হলে অতর্কিতে কিছু ঘটে গেলে বিকাশবাবু অসুবিধায় পড়ে যেতে পারেন। তাছাড়া, রিমা বাসবীও তো আছে? ওদেরও কি কিছু আগাম জানান দিয়ে দেওয়া উচিত। পরক্ষণেই মনে হল, না থাক। কাউকে কিছু জানানোর দরকার নেই। যখন যা হবার হবে।

সাত বছরের বাচ্চা একটা মেয়ের কতখানি জ্ঞান বুদ্ধি থাকতে পারে? জ্ঞান বুদ্ধি তেমন না থাকলেও, একটা তীক্ষ্ণ অনুভূতি বোধ ছিল মেয়েটার। স্নেহ ভালবাসা, আদর অনাদরের অর্থ বুঝত। মায়ের স্নেহ মমতার কাঙাল ছিল মেয়েটা। হাপিত্যেশ করে বসে থাকত, কখন মায়ের স্নেহ মেশানো ডাক শুনতে পাবে। তখন থেকেই বুঝি চেষ্টা ছিল, নিজেকে ত্রুটিহীন রাখবার। কারণ, দোষ না থাকলে মায়ের আদর পাওয়ার সুযোগ বেশী করে পাওয়া যাবে মনে করত। কিন্তু, একদিন এক মারাত্মক দোষ করে ফেলেছিল। সেদিনের কথাটা এখনো মনে আছে। সেদিন মা মাংসের সিঙ্গাড়া বানিয়েছিলেন। টেবিলে রাখা ডিসের উপর সাজান সিঙ্গারা দেখে মেয়েটি বলেছিল, মা আমি একটা নেব? মা বলে ছিলেন, নিয়ে নে একটা। সেই সিঙ্গারা খেতে খেতে আচমকা প্রচণ্ড জোরে এক চড় খেতে হয়েছিল। কারণ কি? কেন এই বেদনা দায়ক তিরস্কার? বুঝতে না বুঝতেই, শুনতে পেয়েছিল, সব চাইতে ভালটা কেন নিলি? ওটা বেশী করে পুর দিয়ে দাদার জন্য বানিয়ে ছিলাম। টেবিলে সাজান খাবারের

মধ্যে ভাল খারাপ মেশান ছিল বলে জানত না মেয়েটি। তাই থমমত খেয়ে কুঁকড়ে গিয়েছিল। অত শত বুঝবার বয়স ছিল না সেটা। তবে সেদিন থেকে একটা জিনিষ বুঝতে শিখেছিল, যেই বাড়িতে অধীক সন্তান থাকে. সেই বাড়ীতে স্নেহ মমতার সমান বিতরণ হয় না। ক্রমশঃ বড় হবার সাথে সাথে, নিজের অবহেলা ও অনাদর বুঝতে শিখেছে। নিজের ঘরে, নিজের মা, বাবা, ভাই বোনদের সাথে বাস করলেও, কেমন যেন নিঃসঙ্গ মনে হত নিজেকে। স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষার সময়, হঠাৎ বাবার বদলীর অর্ডার এল। বাবার সঙ্গে অন্যান্য ভাই বোনদের নিয়ে মাও চলে গেলেন বাবার নতুন চাকুরীস্থলে। শূন্য ঘরে, এক মামাতো ভাইয়ের জিম্মায় রেখে গেলেন এই মেয়েটিকে পরীক্ষা দেবার জন্য। বড় দুই ভাই বোনের স্কুল ফাইন্যাল পাশ করা হয়ে গিয়েছিল অনেক দিনে। তাই হয়ত এই মেয়ের বেলায়. মা ও বাবার কোন উৎসাহ ছিল না। কিন্তু, মেয়েটির জীবনে তো সেটাই ছিল প্রথম পরীক্ষা। স্কুল পেরিয়ে এক নব অধ্যায়ে প্রবেশ করবার অধ্যায় ছিল সেটা।

সেদিন কি মা বাবা ইচ্ছে করে অবহেলা দেখিয়েছিল এই মেয়েকে? নাকি, পরিস্থিতি অনুযায়ী, সেটাই স্বাভাবিক ও সঠিক ব্যাবস্থা করেছিলেন মা বাবা, সেটা অবশ্য মেয়েটি আজও জানে না। হলেও হতে পারে, সেদিন মা বাবার মনে মেয়েটির জন্য কোনও অবহেলা ছিল না। কিন্তু, মেয়েটি মনে বড় কষ্ট পেয়েছিল। সেই কষ্ট চিরদিনের জন্য, এক কঠিন আঘাত রূপে মনে গেঁথে রয়েছে। মেয়েটি তো অনাথ ও পিতৃ-মাতৃহীন ছিল না। তবুও, নিজের কাঁধে, নিজের প্রথম পরীক্ষার সব দায়িত্ব নিতে হয়েছিল কেন? প্রথম পরীক্ষার দিন ভীষণ কান্না পেয়েছিল। আশীর্বাদ দেবার কেউ নেই, ভাল করে প্রশ্নোত্তর লেখার জন্য উৎসাহ দেবার কেউ নেই, পরীক্ষা যার, আনুষাঙ্গিক আচার বিধির দায়িত্বও বুঝি তারই। কেমন যেন অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হয়েছিল সেদিন! নিজে নিজে পড়া তৈরী করা, নিজে নিজের খাবার তৈরী করা, নিজের বিচারে বিবেচনা করা, পরীক্ষা কেমন দিতে হবে। কিন্তু, মেয়েটির জন্য কেউ আসেনি। কেন আসেনি? এই প্রশ্ন করে নিজের মনে জবাব পেয়েছিল, প্রয়োজন মনে করেনি তাই কেউ আসেনি! সেদিন থেকেই মনে বদ্ধ ধারণা পুষে রেখেছে. মেয়েটিকে মূল্যহীন মনে করেই মেয়েটির প্রথম পরীক্ষার সময়, আত্মীয় স্বজন কেউ উপস্থিত ছিল না।

কোণঠাসা নিঃসঙ্গ মেয়েটার, নিজের কাঁধে নিজের দায়িত্ব নেবার অভিজ্ঞতা সেই থেকেই শুরু। যার জন্য অন্যের সহায়তা নেই তার জন্য আপনাকে গাছিয়ে রাখতে হবে। তারপর থেকে, নিজের হাতেই সব রকমের কঠিন শক্ত সংকল্প নেবার মনঃস্থির করে ফেলেছিল মেয়েটি।

অন্যমনস্কতা ভাঙ্গল নয়নার। চারদিক খুব নিস্তব্ধ মনে হচ্ছে যেন, কোথাও কোন আওয়াজ পাচ্ছে না কেন? সম্পূণ অফিসে নীরবতা ছেয়ে রয়েছে. কারো কোন সাড়া শব্দ নেই। এই অফিস সদা কর্মব্যস্ততায় মুখর থাকে। আজ হঠাৎ নিয়মের ব্যাঘাত হল কেন বুঝতে পারল না নয়না।

বেল বাজিয়ে বসাককে ডাকল নয়না। বেল বাজা সত্ত্বেও বসাক এল না। বসাক কি নেই? বুঝতে পারল না নয়না। নয়না বাইরে চলে এল। বিকাশবাবুর কামরা, রিমা বাসবীর

কামরা, সব শূন্য। এমন কি বসাককে পর্যন্ত কোথাও দেখতে পেল না। আশ্চর্য সবাই মিলে গেল কোথায়? বিকাশবাবু কি অফিসে আসেনি? আসবে না কেন? কোনও কারণে না এলে অন্ততঃ পুরন্দর জানত কথাটা। পুরন্দর বেরিয়ে গেছে নয়না জানে। তা সত্বেও, নয়না একবার পুরন্দরের কামরাতেও উঁকি দিল। না, সেখানেও কেউ নেই। এমন আজগুবি ব্যাপার তো কখনো হয় না! নয়না কিছু বুঝতে পারছে না। কেমন যেন রহস্য মনে হচ্ছে সব কিছু। আর কেউ থাক না থাক, বসাক তো থাকবে। নয়না অফিসে আসবার পর বসাককে দেখেছে।

সম্পূর্ণ অফিসটা প্রদক্ষিণ করে ঘুরল নয়না। না, কারো টিকিটি দেখতে পেল না। এ কি বিড়ম্বনা? এমন বিভ্রান্ত অবস্থায় পড়ল কেন নয়না? নিজের কামরায় ফিরে আসবার পথে, কৌতুহল বশতঃ একবার কম্পিউটার রুমেও উঁকি দিল নয়না।

সেখানে আর একটা চমক খেল। যাকে বেরিয়ে যেতে দেখেছে নয়না, সেই পুরন্দর বসে, মনোযোগ দিয়ে কোন কাজ করছে।

আশ্চর্য তো! পুরন্দর যদি এসেছে, তাহলে নয়নার কামরায় এল না কেন? পুরন্দর তুমি কখন এলে? বলতে গিয়েও নয়না থেমে গেল। নিশ্চয় খুব জরুরী কোন কাজেই এসেছে পুরন্দর। আগে কাজটা শেষ করে নিতে চায় বলে নয়নার সাথে আর দেখা করেনি। আজকে অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ কাজের ভার নিয়ে গিয়েছিল পুরন্দর। সেগুলোর সমাধা করাটা বেশী জরুরী।

আর কেউ না থাক, পুরন্দর তো আছে! পুরন্দর কে দেখে, নয়না কিছুটা নিশিন্ত হয়ে নিজের কেবিনে ফিরে এল।

হঠাৎ ভীষণ শূন্য ও নিস্তব্ধ পরিবেশ প্রত্যক্ষ করে নয়না বেশ ভয় পেয়ে গিয়েছিল। ভয়ংকর শূন্যতাকে কোনও রহস্যের ইঙ্গিত বলে ভ্রম হয়েছিল। পুরন্দরকে দেখে সেই ভয় কেটে গেল। বসাককে পুরন্দর কোন জরুরী কাজে বাইরে পাঠিয়ে থাকতে পারে। কিন্তু, বাদ বাকীরা কোথায় গেল? ওরা কি এখনো আসেনি? পুরন্দর যখন অফিসে রয়েছে, তখন আর এই সমস্ত নিয়ে চিন্তা করবার প্রয়োজন নেই মনে করল নয়না।

নয়না ঘড়ি দেখল, সাড়ে এগারটা। এখন কি তবে অপেক্ষা? সেই আগন্তুকের? এই বেলা এসে যার নয়নার কাছ থেকে পাঁচ লাখ টাকা নেবার কথা! সেই লোক ভেবে বসে রয়েছে নয়না পাঁচ লাখ টাকা হাতে নিয়ে সেই লোককে সাদর আপ্যায়ণ করবার জন্য বসে রয়েছে? কিন্তু, নয়নার কাছে মুখের হাসি ছাড়া আপ্যায়ণ করবার অন্য কোন বস্তু নেই! নয়না খালি হাতে বসে রয়েছে। রুক্ষ রূঢ় আগন্তুক কি নয়নার হাসিকে তোয়াক্কা করবে? নাকি, ভয়ংকর ভীষণ হয়ে নয়নাকে বাধ্য করবে টাকা দিতে? কিন্তু, কারো জোর বা জেদে তো নয়নার কিছু এসে যাবে না। নয়না যখন একবার স্থির করে ফেলেছে, আজকের সংগ্রামের মোকাবিলা করবে শূন্য হাতে, তখন কথার নড় চড় করবে না। জয়ী কে হবে? নয়না? নাকি, সেই উগ্র রুক্ষ মূর্তির ক্রোধকে আয়ত্তে রাখতে না পেরে, এলোপাথারি গুলি বর্ষণ শুরু করে দেবে। নিজের অনিবার্য জয়ের তিলক আঁকতে, নয়নাকে রক্তাক্ত অবস্থায় ধরাশায়ী করে বেরিয়ে যাবে? দিক না! নয়না হার স্বীকার করতে বাধ্য হবে? অন্যায়ের বিরুদ্ধে যে

যুদ্ধ, সেই যুদ্ধে আত্মসমর্পণ অসম্মানের নয়। লজ্জাজনক নয়। এই পরাজয়ের গ্লানি থাকবে না। থাকে, সমাজের নিমিত্ত সচেতনতা। নয়না নামের এক রমণীর অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার শক্তি ছিল, মানুষ ইচ্ছে করলে অমানুষিকতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে পারে। এই সত্যকে তো জিইয়ে রেখে যেতে পারবে নয়না।

নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে ক্রিং ক্রিং আওয়াজ করে টেবিলের ফোনটা বাজল। সঙ্গে সঙ্গে নয়নার অন্তর কেঁপে উঠল। ফোনের আওয়াজটাকে কোন বার্তাবহ সংকেত মনে হল নয়নার। হৃদয়ের অভ্যন্তরে প্রবল দাপাদাপি অস্থির করে তুলল নয়নাকে।

ফোনটা ক্রমাগত বেজেই চলেছে। কিন্তু, তা সত্ত্বেও, নয়না হাত বাড়িয়ে ফোনটা ধরবার অবকাশ পাচ্ছে না যেন।

সংকেত হলেও, যান্ত্রিক সংকেত, কোনও রুক্ষ উগ্র মূর্তির সশরীরে আগমন নয়। নয়না হাত বাড়িয়ে ফোনটা ওঠাল।

ম্যাডাম! এত দেরী করলেন? আমাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছিলেন। পুরন্দরের গলা।

না ভয়ের কিছু নেই, আমি ফোন ধরতে একটু দেরী করেছি। কি খবর বল!

ম্যাডাম, ভেবেছিলাম বিকাশ বাবুকে না হলেও হবে। কিন্তু, ব্যাঙ্কের লোক মানছে না। একটু সময়ের জন্য বিকাশ বাবুকে পাঠিয়ে দিন ম্যাডাম। আধঘণ্টার মধ্যে আমরা দুজনেই ফিরে আসছি।

বিকাশবাবু তো অফিসে নেই পুরন্দর, বোধ হয় আসেন নি।

কেন থাকবে না? আমি অফিস থেকে আসবার পথে বিকাশ বাবু অফিসে ঢুকছিলেন। তাছাড়া, ওনাকে আমি অফিসে থাকতে বলে এসেছি। আপনার কোন কাজে বাইরে পাঠান নি তো?

আহা পুরন্দর, বলছি বিকাশবাবু অফিসে নেই। আমি একটু আগে অফিস ঘুরে দেখে এসেছি। কিন্তু, তুমি কখন চলে গেলে পুরন্দর? আমার সঙ্গে দেখা করে যেতে পারতে! তোমরা যে কি আরম্ভ করেছ না!

আমি তো আপনার সঙ্গে দেখা করে, কথা বলে, এলাম! আপনার বোধ হয় মাথার ঠিক নেই।

কি পাগলের মত কথা বলছ পুরন্দর? মিনিট পনের আগে তোমাকে আমি কম্পিউটারে কাজ করতে দেখেছি।

আপনি ভুল বলছেন ম্যাডাম। কোথাও কোন ভুল হয়েছে আপনার। আমি দশটার আগে আপনার সামনে অফিস থেকে বেরিয়ে এসেছি। তারপর আর অফিসে যাইনি। যাব কি করে, একফোটা অবসর পাইনি।

এবসার্ড পুরন্দর! আমার এত বড় ভুল হতে পারে না। একটু অস্থির হয়ে উঠেছি আমি সেটা ঠিক। কিন্তু, মস্তিষ্ক বিগড়ে যায়নি। ব্লু জিন্সের প্যান্ট আর সাদা স্পোর্টিং গায়ে তুমি মন দিয়ে কম্পিউটারে কিছু করছিলে, তুমি ব্যস্ত ছিলে বলে তোমাকে ডাকিনি।

এ হতে পারে না ম্যাডাম। আপনি কি দেখতে কি দেখেছেন, আর বিকাশবাবুই বা

থাকবেন না কেন?

শুধু বিকাশ বাবু নেই নয়, কেউ নেই অফিসে, এমন কি বসাকও নেই।

স্ট্রেইনজ! আমি এক্ষণি আসছি ম্যাডাম। কোথাও কোন গণ্ডগোল হয়েছে নিশ্চয়।

নয়নার মাথা ঘুরতে শুরু করল। পুরন্দর যদি অফিসে ছিল না, তবে, কম্পিউটারের সামনে পুরন্দররূপী কাকে দেখল নয়না?

বসে কাজ করছিল বলে, পুরন্দরের পেছন দিকটা দেখলেও, সে ব্যক্তি পুরন্দর নয়, এটা হতে পারে না। সন্দেহ করবার মত কিছু নজরে পড়েনি। কম্পিউটারের কাজ পুরন্দরই করে। পুরন্দরের আসনে পুরন্দর বসে রয়েছে, এই তো দেখেছে নয়না। প্রতিদিন পুরন্দরকে কর্মরত অবস্থায় কম্পিউটারের কামরায় দেখে নয়না, তাই, আজও মনে হয়েছে পুরন্দর বসে রয়েছে? তাহলে কি নয়নার চোখের ভ্রম ছিল সেটা! এ ধরনের চোখের ভ্রম মানুষের হয়। নয়নারও কি চোখের ভ্রম ছিল? নাকি, মাথাটা সত্যি সত্যিই খারাপ হয়েছে নয়নার? ব্যাপারটার কোন সুরাহা করতে না পেরে ভীষণ অস্থির হয়ে আবার বাইরে এল নয়না।

অফিসের প্রত্যেকটা কামরা খাঁ খাঁ করছে। খানিক আগে উপবিষ্ট পুরন্দরকে প্রত্যক্ষ করা, কম্পিউটারের সামনের আসনটাও শূন্য। আশ্চর্য, এখন পর্যন্ত কেউ আসেনি অফিসে? এসে থাকলে গেল কোথায়? ডি এ ইন্ডাস্ট্রির এই অফিসকে নয়না কখনো এত নির্জীব ও বাক রহিত অবস্থায় প্রত্যক্ষ করে নি।

শূন্য স্তব্ধতাকে সাথী করে কিছুক্ষণ বারান্দায় দাঁড়িয়ে রইল নয়না। দৃষ্টি সামনে রেখে সন্দেহজনক কিছু অবলোকন করা যায় কিনা তার চেষ্টা করল। অফিসের বাঁ পাশে দোকানের একটা বেঞ্চে কেউ বসে রয়েছে। পুরন্দরের ধারণা অনুসারে, সেই লোক পুলিসের লোক কিনা নয়না বুঝল না। অবশ্য, অফিস আর দোকানের দূরত্ব খুব সামান্য নয় বলে, সঠিক ঠাহর করা সম্ভব নয়। পুরন্দর বলেছিল অফিসের গেটের কাছে এক ভিখিরী আস্তানা গেড়েছে। নয়নার দৃষ্টি কাউকে প্রত্যক্ষ করল না।

আজ দিনের শুরু থেকেই আবহাওয়ার ভাবটা উড়ু উড়ু ছিল। বাতাস বইছিল সকাল থেকেই। হঠাৎ যেন বাতাসের গতি বেড়ে গেল। ধূলো বালি উড়িয়ে এলোপাথাড়ি হাওয়া যেদিকে খুশী আপন দিক নির্ণয় করে বইতে আরম্ভ করল। নীল আকাশ, ঘণ কালো মেঘের ঢাকনা পরে, সহসা ম্যাজিকের মত সমস্ত সূর্য রশ্মি উধাও করে দিয়ে, উজ্জ্বল প্রকৃতিকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে ফেললে। মুহূর্তেই এই পরিবর্তিত রূপ কেন? কিসের সংকেত দিচ্ছে এই অস্বাভাবিকতা? নয়নার সাথে কি কোথাও মিল আছে প্রকৃতির এই অস্বাভাবিক আচরণের?

আজ সকাল থেকে নয়না এক অস্বাভাবিক যুদ্ধের মুখোমুখি হবার আয়োজন করে প্রতীক্ষা করছিল।

সেই প্রতীক্ষার কি সমাপ্তি ঘটবে এইক্ষণে? সময় কি আগত প্রায়?

নয়না, দ্রুত নিজের কামরায় ফিরে এল। নয়না যদি আর কোন দিনও বাড়ী ফিরতে না পারে, অন্তু কি করবে? অন্তুর স্কুল ছুটি হয়ে গেলে অন্তু তো বাড়ী যাবে। কিন্তু, অন্তুর মা যদি বাড়ীতে না পৌঁছয়? তাড়াতাড়ি অন্তুর স্কুলের নম্বর ঘুরিয়ে অন্তুকে ফোন করল

নয়না। অন্তুকে বলল, স্কুল ছুটির পর তুই বাড়ীতে যাস না, সুদীপের গাড়ী করে দিদার বাড়ী চলে যাস।

অন্তু খুব অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, কেন মা?

এমনিই। আমি হয়ত ওখানে যেতে পারি। না গেলেও চিন্তা করিস না। কাল ডিম্পি আসবে মনে আছে তো?

অন্তু মায়ের অপ্রাসংগিক কথার জবাব না দিয়ে জিজ্ঞেস করল, আমাকে দিদার বাড়ী যেতে বলছ কেন মা?

এমনি। সুদীপ তো ওদিকে থাকে ওর গাড়ীতে চলে যাস।

তুমি আসবে তো মা! তা না হলে আমি যাব না।

নয়নার ভীষণ কান্না পেয়ে গেল। আমার দেরী হলে পুরন্দরের সাথে কথা বলে নিস, ফোন রেখে দিল।

এইক্ষণে দুর্বল হলে চলবে না। নয়না সমস্ত দুর্বলতাকে দূরে ঠেলে শক্ত কঠিন হয়ে বসে রইল।

ঘড়ি দেখল নয়না, পৌনে একটা। আগন্তুকের দুপুরবেলা কি এখনও শুরু হয়নি? এর পর তো বিকেল শুরু হয়ে যাবে? ডি এ ইন্ডাস্ট্রির অফিস শূন্য করে নয়নাকে একলা করে, পরিবেশ ও সুযোগ তো তৈরী করে নেওয়া হয়েছে! সঙ্গে প্রকৃতিও সচ্ছন্দে সাথ দিয়েছে। তাহলে আর বিলম্ব কেন?

বাইরে প্রকৃতি ক্ষেপে উঠেছে, তাণ্ডব লীলা শুরু করে দিয়েছে। বায়ু স্রোতের ভয়ংকর দাপাদাপির সাথে তাল মিলিয়ে প্রচণ্ড বেগে বর্ষণ হচ্ছে।

ভীষণ কঠিন এক বাস্তবকে সম্মুখে রেখে নীরবে বসে রইল নয়না।

ম্যাডাম!

চমকে চাইল নয়না। পর্দার আড়ালে বসাক।

বসাককে দেখে প্রাণ ফিরে পেল বুঝি নয়না। কি হল? কোথায় গিয়েছিলে সব? এই অফিস কি একলা আমার? তোমাদের কারো কোন দায়িত্ব নেই। এ ভাবে না বলে কয়ে কোথায় যাওয়া হয়েছিল শুনি? উত্তেজিত হয়ে দাঁড়িয়ে গেল নয়না।

ম্যাডাম পুরন্দর বাবু সিগারেট আনতে পাঠালেন বলে দেরী হয়ে গেল। সামনের দোকানে পেলাম না। তাই দূরে যেতে হল।

সম্পূর্ণ ভেজা শরীরে বসাক ভেতরে ঢুকল।

পুরন্দর! নয়না কপাল কুঞ্চিত করে উচ্চারণ করল।

হ্যাঁ, ম্যাডাম, তা না হলে আপনাকে না জানিয়ে আমি তো কোথাও যাই না।

নয়না বসাকের কথা বিশ্বাস না করে বলল, এভাবে নিজের ইচ্ছে মত যেখানে সেখানে গেলে চাকরী থাকবে না মনে রেখ।

ম্যাডাম। পুরন্দর বাবু বললেন বলেই. তা না হলে আমি যেতাম না। বসাক মাথা নত করে জবাব দিল।

আবার বলে পুরন্দর? পুরন্দর সকাল দশটায় বেরিয়ে গেছে তুমি দেখ নি?

আবার এসেছিলেন। খানিক আগেই তো ছিলেন। আমি তো সিগারেট দিয়ে এলাম। বৃষ্টি শুরু হবার আগে ছিলেন। এখন বোধ হয় আবার বেরিয়ে গেছেন।

নয়না স্থির দৃষ্টি রেখে কিছুক্ষণ বসাককে দেখল। নয়নার মনের একটা সন্দেহ ক্রমশঃ যেন সত্য রূপে স্পষ্ট হচ্ছে। পুরন্দরের ছদ্মবেশে অন্য কেউ কি কম্পিটারের কামরায় বসেছিল? হলেও হতে পারে। যাকে দেখে বসাকও ধোকা খেয়েছে। পুরন্দর সিগারেট খায় না। খেলেও, অফিসে খায় না। নয়না কখনো দেখেনি। এটাও একটা সন্দেহের কারণ।

নয়না, আর কিছু বলছে না দেখে বসাক ফিরে যাচ্ছিল। নয়না আবার ডাকল। তুমি সত্যি দেখেছিলে পুরন্দরকে?

দেখেছি মানে? পুরন্দর বাবু তো নিজের জায়গাতেই ছিলেন রোজকার মত।

তোমাকে কি বলেছিল?

বেল বাজলে আমি গেলাম। পকেট থেকে বিশ টাকার একটা নোট বার করে বললেন, উইলস ফিল্টার নিয়ে এস।

পুরন্দর বসে ছিল, না দাঁড়িয়েছিল।

উনি বসে বসে কাজ করছিলেন, তাই পেছনের পকেট থেকে টাকাটা বার করে দিয়েছিলেন।

তার মানে ওর পেছন দিকটা দেখেছ শুধু? স্পষ্ট করে দেখনি?

দেখেছি ম্যাডাম। মুখটা দেখিনি শুধু, পেছন করে বসেছিলেন তো!

ঠিক আছে এখন যাও।

শোন! আবার ডাকল নয়না।

আজ্ঞে ম্যাডাম?

ভিজলে কি করে?

ম্যাডাম, সকালবেলা গেটের কাছে এক ভিখিরী বসে ছিল। তারপর, কখন উঠে গেছে জানি না। যাবার সময় ছেঁড়া কাপড় একটা ফেলে গেছে। সেটা সরিয়ে ফেলতে গিয়েছিলাম। তখনই ঝম্ ঝম্ করে বৃষ্টি নামল।

তাহলে ব্যাপারটা এই দাঁড়াল, কেউ পুরন্দরের ছদ্মবেশে অফিসে প্রবেশ করেছিল। আবার ফিরে গেছে। কিন্তু, কি উদ্দেশ্য? সেই আগন্তুক যদি এসেছিল, তবে, নয়নার সঙ্গে মোকাবিলা করল না কেন?

বসাকের সঙ্গে যখন সেই পুরন্দরের কথা হয়েছে। বসাক নিশ্চয় সেই পুরন্দরের গলার আওয়াজ শুনেছে। দুজনের গলার স্বর তো এক হবে না। নয়না বসাককে আবার ডাকল। জিজ্ঞেস করল, তুমি ঠিক দেখেছিলে তো পুরন্দরকে?

বসাক খুব অবাক হয়েছে, ম্যাডাম পুরন্দরকে নিয়ে এত জেরা করছেন কেন? বসাক জিজ্ঞেস করল, ম্যাডাম, পুরন্দরবাবু কি কোন অন্যায় করেছেন?

না, তুমি বল পুরন্দরের গলার স্বর কেমন ছিল?

আবার খুব অবাক হল বসাক। বলল, গলার স্বর, গলার স্বরের মতই ছিল। তবে ওনার বোধ হয় কাশি হয়েছে। কেমন যেন ভাঙ্গা গলায় কথা বলছিলেন।

এখন আর কোন সন্দেহ রইল না নয়নার, পুরন্দরের বেশ ধরে সত্যিই কেউ এসেছিল এই অফিসে।

বসাক, বাসবী আর রিমা আজ আসেনি?

না ম্যাডাম। ওনারা দুজনেই আসেন নি। রিমা দিদির বোধ হয় জ্বর হয়েছে। আর বাসবী দিদির মায়ের অসুখ। এপ্লিকেশন দিয়েছেন তো। আমি আপনার টেবিলে রেখে দিয়েছিলাম।

ওহ! টেবিলে রেখেছিলে, ঠিক আছে আমি দেখে নেব।

বিকাশ বাবু কোথায় বসাক?

উনি আসবার পরই তো বেরিয়ে গেলেন। একজন ভদ্রলোক এসেছিলেন তার সঙ্গেই বেরিয়ে গিয়েছিলেন।

কে এসেছিল?

চিনি না ম্যাডাম।

ঠিক আছে যাও।

বিকাশ বাবু নয়নাকে না জানিয়ে কোথাও যান না! আজ সব কিছু উল্টোপাল্টা হচ্ছে কেন এই অফিসে? এসবের পেছনে কারো অলক্ষ হাত রয়েছে কি? মানব তুমিই কি এই চাল চালছ? তোমার ক্ষমতার দৃষ্টান্ত দেখানোর জন্য? কিন্তু এই ছদ্মবেশ কেন তোমার মানব? এই লুকোচুরি খেলাই বা কেন? তোমার কাজ আমার সঙ্গে, সরাসরি আমার কাছেই তো তোমার আসবার কথা ছিল? এস মানব! তোমাকে আর কত সময় দেওয়া যায়? আমার প্রতীক্ষারও তো একটা সীমা আছে? বহু বছর পূর্বে তোমার মধ্যে দুটো বিশেষ গুণ ছিল মনে পড়েছে। তুমি খুব এক রোখা ও মারাত্মক জেদী ছিলে। আজ, এত বছর বাদেও কি তোমার সেই একই রূপ নিয়ে আমার কাছে উপস্থিত হবে? কিন্তু, আমি তো প্রত্যাখ্যান ব্যতিরেকে আর কিছু দিতে পারব না!

হন্ত দন্ত হয়ে পুরন্দর প্রবেশ করল, নয়নার কোথনে। পুরন্দরকে দেখে স্বস্তি পেল নয়না। বলল, এস তোমাদের সবার ব্যাপার স্যাপার কি? এক একজন, মুহূর্তেই স্থানান্তরিত হয়ে যাচ্ছ, উধাও হয়ে যাচ্ছ অফিস থেকে! পুরন্দর কোন জবাব না দিয়ে আলতো টেবিলে স্পর্শ করে নয়নার সম্মুখে দাঁড়িয়ে রইল।

নয়না নিজের আসনে সোজা হয়ে পুরন্দরকে লক্ষ্য করল। পুরন্দরকে এমন দেখাচ্ছে কেন?

পুরন্দর! নয়না আর এক বার ডাকল। কিন্তু, নয়না যাকে ডাকল সে পুরন্দরই তো? পুরন্দর সানগ্লাস পরে না। পুরন্দরের মত লাগছেও, আবার লাগছেও না। যাচাই করবার জন্য সময় নিল না নয়না। কারণ, পুরন্দর হলে, নয়না কিছু বলবার আগেই কথা শুরু করে দিত। এ পুরন্দর হতে পারে না।

তবুও নয়না চেয়ে রইল। পুরন্দরের গাত্র বর্ণ এত তামাটে নয়। গোঁফ জোড়া ও চুলের

পারিপাট্য পুরন্দরের সাজে নকল করবার চেষ্টা করলেও, হুবহু এক রকম হয়নি। তাছাড়া, পুরন্দরের চেহারায় পরিশ্রান্ত ও ভারাক্রান্ত ভাবটা নেই। সজীব পুরন্দরের মধ্যে তারুণ্যের সব রকম বিশেষত্ব ভরপুর। অবশ্য, দুজনের মুখাকৃতির অনেক মিল আছে এটা মানতে হবে। দূর থেকে দেখলে ধোকা হতে পারে। তবে, আজকের জন্য যা সব চেয়ে ধোকা দিচ্ছে, তা হল, পুরন্দরের পোষাকের হুবহু নকল। অন্যদিকে দুজনের উচ্চতায় বোধ হয় ফারাক নেই।

ভাল নকল করেছে এই ছদ্মবেশী! কিন্তু, এই গোপন বেশ কেন? নকল চেহারার আড়ালে আসল চেহারার লোককে নয়না চিনে ফেলেছে। তিন মাস আগে যেদিন এসেছিল, সেদিন গাল ভর্তি দাড়ি ছিল, পোষাকেরও তেমন পরিপাটি ছিল না।

কি এত দেখা হচ্ছে শুনি? নকল পুরন্দর অসমীয়াতে জিজ্ঞেস করল।

নয়না, শান্ত কণ্ঠে, বাংলায় জিজ্ঞেস করল, আমার লোককে কি তুমি আটক করে রেখেছ মানব?

তোমার চোখ কিন্তু সাংঘাতিক নয়না। ঠিক চিনে ফেলেছ আমাকে!

আমার কথার জবাব দাও মানব? হঠাৎই ভীষণ শান্ত হয়ে গেল নয়না। সকাল থেকে এক অস্বাভাবিক যুদ্ধে অবতরণের হেতু, যে তোড়জোড় ছিল, সব যেন আচমকা মিইয়ে গেল। যুদ্ধ করবার আর কোন উৎসাহ নেই বুঝি নয়নার।

না আটক করিনি, ব্যাঙ্কে পাঠিয়েছি। আমার লোক সঙ্গে রয়েছে।

শত অস্থিরতার মধ্যেও বিকাশ বাবুর জন্য দুশ্চিন্তায় ছিল নয়না। বিকাশবাবুর ওপর কোন হামলা করবে না তো এরা! বিকাশবাবু তৃতীয় ব্যক্তি। বিকাশবাবুর ওপর কোন রকম জুলুম করা উচিত নয়। গতকাল রাম দীনের ওপর যে অত্যাচার করেছে এরা, সেটাও সহ্য করতে পারেনি নয়না।

কি হল? চিন্তায় পড়ে গেলে? আমি যা বলি তাই করি। তুমি ব্যাঙ্কের সব টাকা সরিয়ে নেবার আদেশ দিয়েছ তো? আমি আদেশ দিয়েছি, সব টাকা তুলে নিয়ে আসবার! সেই টাকা হাতে এসে গেলে, তোমার লোক তুমি পেয়ে যাবে নয়না।

চিবিয়ে চিবিয়ে কোন সুখবর প্রকাশ করল, পুরন্দরের ছদ্মবেশী।

নয়নার কপাল কুঞ্চিত হল। তাহলে এই খবরও সংগ্রহ করা হয়ে গেছে! পুরন্দর কি উদ্দেশ্যে ব্যাঙ্কে গেছে তাও জানা হয়ে গেছে? কিন্তু, এই খবর সংগ্রহ করল কি করে? নয়না ব্যাঙ্কের ব্যাপারে যা সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তা আজ সকালেই নিয়েছে, এবং পুরন্দরকে সেই সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়েছে আজ সকালেই। এত শীঘ্র এই খবর বাইরে রাষ্ট্র হবার তো কথা নয়?

অত ভাবনার কিছু হয়নি। এই তো আরো দশ পনের মিনিটের মধ্যেই সব কিছুর সমাধা হয়ে যাবে। তুমি তোমার লোক পেয়ে যাবে। ছদ্মবেশী পুরন্দর নয়নাকে আশ্বাস দিল।

নয়না শান্ত স্থির হয়ে বসে ছিল। মানব নয়নার কামরায় প্রবেশ করবার পরও নয়নার অন্য কোন রকম প্রতিক্রিয়া হয়নি। আগন্তুককে প্রত্যক্ষ করে ভয়ে ভীত হয়ে ওঠেনি। কিন্তু,

শান্ত চেহারার ভেতরে, মারাত্মক এক ক্রোধ ক্রমশঃ ঘনীভূত হচ্ছিল। তুমি আমার ওপর খুব রেগে রয়েছ তাই না নয়না। যেন কোন সহৃদয় ব্যাক্তি, নয়নার প্রতি সহানুভূতি বশতঃ জিজ্ঞেস করছে নয়না রাগ করেছে কি না? নয়নার এত বড় ক্ষয়ক্ষতি করে, এত বড় সর্বনাশ করে, এত মোলায়েম স্বর বার করে কি ভদ্রতা করছে মানব? নয়না কি জবাব দেবে, না, মানব আমি রাগ করিনি, খুব খুশী হয়েছি! গত পরশু তুমি আমার কারখানা পুড়িয়ে ভস্ম করে দিয়েছ, আজ আমার ব্যাঙ্কের সব টাকা আত্মসাৎ করতে চাইছ! তোমার ক্ষমতায় আমি অভিভুত! বলবে নয়না? এই কি চাইছে মানব?

সহসা অন্তরের ক্রোধ উত্তেজিত ভারে প্রকাশিত হতে চাইল। জ্বলে উঠল নয়না। সম্মুখে দণ্ডায়মান ব্যাক্তিকে অসহ্য মনে হল। এ তোমাদের কি ধরনের খেলা মানব? বিদ্রোহের নামে, দেশের সাধারণ মানুষের সর্বস্ব লুটে, নিংড়ে, সর্বহারা করে ছেড়ে দিচ্ছ! নিজেরই দেশেরও এক খণ্ড জমিকে স্বাধীন করবার অবাস্তব প্রচেষ্টা ও আগ্রহে মেতে উঠেছ! লুঠ, মার, অপহরণ, ধ্বংস ইত্যাদি বিভিন্ন পাশবিকতার আশ্রয় করে অবাস্তব আব্দার নিয়ে দেশদ্রোহীতা করে যাচ্ছ তোমরা দিনের পর দিন! রাগে ফেটে যাচ্ছে নয়না। আগন্তুক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নয়নার ক্রোধ দেখছে।

আমাদের দেশ কি পরাধীন মানব? হাজার হাজার মানুষের ত্যাগ, নিষ্ঠা, সাধনা ও বলিদানে আমাদের দেশ কি স্বাধীন হয়নি? বিদেশীর কবল থেকে মুক্তি পায়নি, তাহলে তোমরা আবার কিসের বিদ্রোহ করছ? তোমরা কি আপন দেশকে আপন মনে করো না? যে নির্দিষ্ট ভূমিখণ্ডে তুমি জন্ম নিয়েছিলে, সেই নির্দিষ্ট ভূমি—মাতৃভূমিটুকুই কি তোমার দেশ? তাহলে তো তোমাদের মধ্যে প্রবল স্বার্থপরতা লুকিয়ে আছে মানব। তোমাদের দেশপ্রেম সংকীর্ণতার বেড়াজালে সীমিত। তোমাদের দিক দিয়ে বিচার করলে বলতে হয়, যে ঘরে তুমি কখনো জন্ম নিয়েছিলে, সেই নির্দিষ্ট ঘরের বাইরে, দেশের অন্য কোন ভূমিখণ্ডকে দেশ মনে করো না তোমরা। তোমাদের দেশপ্রেম কি আলাদা মানব? যদি তাই হয়, তাহলেও তোমরা প্রকৃত বিদ্রোহ করছ কোথায়? তোমরা যা করছ, তাতো তোমাদের বিকৃত মনের, বিকৃত রুচির পরিচয় দিচ্ছে শুধু। একবার ভেবে দেখেছ কি কার বিরুদ্ধে বিক্ষোপ করছ তোমরা? দেশের সাধারণ জনতা তোমাদের কি ক্ষতি করেছে? অমানুষিকতার চুড়ান্ত দৃষ্টান্ত দেখিয়ে সাধারণ মানুষকে তছনছ করে অতিষ্ঠ করে তুলছ?

বড় লেকচার দিচ্ছ, থাম! খুব বিকৃত ভঙ্গিতে বলল, মানব।

নয়না থামল না। নয়না যখন বলবার সুযোগ পেয়েছে নয়না বলবেই।

এভাবে, দেশপ্রেম বা মাতৃভুমির প্রতি শ্রদ্ধা স্তাপন হয় না মানব। স্বাধীনতা এভাবে হাসিল করা যায় না। তার জন্য চাই, ত্যাগ, নিষ্ঠা, সাধনা ও সেবা। তোমার মধ্যে এসব গুণাবলীর কোনোটা আছে কি? তোমাদের আসল পরিচয় যা, তোমরা নিজেরাই রচনা করেছ, তা হল, তোমরা এক এক জন গুণ্ডা, ডাকাত ও খুনী।

স্টপ অল দিজ ননসেন্স। মানব খিঁচিয়ে উঠল।

নয়নার তাতে কিছু এসে গেলো না। নয়না নয়নার বক্তব্যে অটল রইল। যে সুর ধরে

কথা বলছিল, সেই সুরেই কথা চালিয়ে গেল।

তোমরা স্বার্থপরের মত কেবল দেশের এক নির্দিষ্ট অংশকে ভালবাসতে চাইছ, তাই আমরা সাধারণ জনতারা এত বড় আত্মত্যাগ করতে পারি না। আমরা কেন সর্বহারা হয়ে তোমাদের পাপের মাশুল দেব? ভালবাসা শব্দের অর্থ জান? চেন? ভালবাসা শব্দের সঙ্গে পরিচিত হয়েছ কখনো? ভালবাসার অপর নাম আত্মত্যাগ। অন্যের পয়সা লুঠ করে আত্মতৃপ্তি ও সুখ ভোগের দ্বারা দেশপ্রেমিক হওয়া যায় না মানব।

থাম। তোমার বক্তৃতা শুনতে আসি নি আমি।

আমি কোন বক্তৃতা দিচ্ছি না মানব, যা সত্য তাই বলছি। আত্ম বলি দান ও আত্মত্যাগ ব্যতিরেকে কোন ভালবাসা সফল হয় না। তোমরা যা করছ, তা তো উল্টো করছ! আত্মবলির বদলে, তোমরা বলি দিচ্ছ নিরীহ মানুষদের। ক্রমাগত মানুষ খুন করে পাশবিক লিপ্সা চরিতার্থ করে ক্রমশঃ মনুষ্য সমাজের বাইরে ঠেলে দিচ্ছ নিজেদের। এসব কথা কখনো চিন্তা করো?

নয়না, আমাদের কাজ ছাড়া, অন্য কোন অভিপ্রায় থাকে না আমাদের। কারো লেকচারে আমাদের কোন প্রতিক্রিয়া হয়-না। নয়না আরো জ্বলে গেল। বলল, তোমরা কি মনে করেছ এসবের কোন প্রতিদান পাবে? দেশের ভেতর অন্য এক স্বাধীন ভূমিখণ্ড তৈরী করতে পারবে? নো, নেভার মানব! দিনের পর দিন সাধারণ ও নিরীহ মানুষের উপর যে অত্যাচার করে যাচ্ছ তার প্রতিদান নিশ্চয় পাবে। সবার উপরে ঈশ্বর আছেন মনে রেখ মানব।

জ্বালা নিয়ে হাসল মানব। কোন প্রত্যুত্তর করল না।

তার চাইতে এক কাজ কর না, বিদ্রোহ যদি করতেই চাও, তাহলে অমানুষদের প্রকৃত মানুষ রূপে গড়ে তোল না? ভালবাসার মন্ত্র নিয়ে মানুষ তৈরী করবার সংগ্রামে নেমে পড়। আর কিছু না পাও, জীবনে কিছু করতে পারার আনন্দ উপভোগ করবে।

কিংবা, যদি পার তো, সমগ্র দেশটার জন্য লড়তে শেখ। দেশটাকে অরাজকতার হাত থেকে বাঁচাতে শেখ। বর্তমানে আমাদের দেশে নেতার বড় অভাব মানব, পারলে নিজের সু নেতৃত্বের উদাহরণ দিয়ে অন্যদের উৎসাহিত করে তোল! কেবল এক গোষ্ঠির ভার নেবার বদলে, সমস্ত দেশের জন্য কিছু করবার চেষ্টা কর। তাহলে তোমার পরিশ্রম সার্থক হবে।

উত্তেজনা আয়ত্বে আনতে না পেরে অনেক কিছু বলে ফেলেছে নয়না। এখন হাঁপাচ্ছে। এসব লোকের কাছে নীতিকথা বা আদর্শের কোন মূল্য নেই, তা কি নয়না জানে না। তবুও একবার বলতে শুরু করলে থামতে পারে না। মানবের ভাষায় সত্যিই বোধ হয় এতক্ষণ বোকার মত আবোল তাবোল বকল নয়না। লজ্জা করছে নয়নার। মানব নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকায় আরো অস্বস্থি হচ্ছে। কিন্তু, মানব নীরবে দাঁড়িয়েই বা রয়েছে কেন? অবশ্য সব ব্যবস্থা করেই তো এসেছে মানব। এখন শুধু টাকা নেবার অপেক্ষা।

আত্মসমর্পনের ঘোর বিরোধী হয়েও, নয়না আত্মসমর্পন করে ফেলেছে। মানবের চাতুরী চালে নয়নার প্রতিবাদ করবার কোন সুযোগ রইল না। এখানে আসবার আগেই নয়নার আত্মসমর্পণের ব্যবস্থা করে রেখেছিল মানব। নয়না নিজের পরাজয়ের খবরটা পেল দেরীতে।

মানব নামের দানবটা, নয়নার অগোচরে নয়নাকে দাবিয়ে, পরাস্থ করে, নিজের জয় অক্ষুন্ন রেখেছে।

হঠাৎ খুব অভিমান হল নয়নার। বিশ বাইশ বছর পূর্বে হলেও, মানব, নয়নার বন্ধু ছিল। একই সঙ্গে, একই ক্লাশে পড়েছে, হাসি ঠাট্টা করেছে, একে অন্যাকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহায়তা করেছে, বন্ধুত্বকে উপভোগ করেছে। সেই মানব আজ নয়নার সাথে এত দুর্ব্যবহার করছে কি করে? এতটুকু আটকালো না মানবের? মানুষ বুঝি এমনিই, যখন, যাকে যে ভাবে প্রয়োজন, শুধু সে ভাবেই চায়। মানবতা বোধের ওপর ভিত্তি করে, মানুষের কোন সম্পর্ক আজকাল জীবিত থাকে না।

প্রচণ্ড অভিমানে নয়নাও নিঃশব্দে বসে ছিল। নয়নার মনে হচ্ছে, নয়না বৃথাই যুদ্ধে অবতীর্ণ হবার তোড়জোড় করছিল। যুদ্ধ করবার কোন প্রয়োজন ছিল না। নয়নাকে মেরে মানবের কোন লাভ হবার নয়। নয়নার টাকা চাই মানবের। তাই প্রথমবার বিধ্বস্ত করেছে নয়নার কারখানা, ভস্মিভূত করে। নয়নাকে ভয় পাইয়ে টাকা দিতে বাধ্য করবার একটা প্রক্রিয়া ছিল সেটা। দ্বিতীয় বার বিধ্বস্ত করল, আপন বুদ্ধির বলে নয়নার সব টাকা হাতিয়ে নেবার ব্যবস্থা করে। কি ভয়ানক মানব!

খুব টেনশনে রেখেছি তোমায় তাই না? নীরবতা ভঙ্গ করল মানব।

নয়না কোন জবাব দিল না।

আচ্ছা নয়না, এখনো পুলিস এলো না কেন বলত! পুলিস কি আমার ছদ্মবেশ ধরতে পারেনি? আমি আজ পুলিসের চোখে ধূলো দেবার জন্যেই এই ছদ্মবেশের আশ্রয় নিয়েছিলাম।

এবারেও নয়না কোন প্রত্যুত্তর করল না।

তাহলে আমি আসি নয়না। বিদায়।

মানবের শান্ত স্বাভাবিক গলা শুনে নয়না দৃষ্টি ওঠাল।

চিন্তা করোনা নয়না, তোমার লোককে পেয়ে যাবে। তারপর, নয়নাকে হতবাক করে দিয়ে সত্যি সত্যিই চলে গেল মানব।

হঠাৎ কি হল? মানব হঠাৎ চলে গেল কেন নয়না বুঝতে পারল না। ব্যাঙ্কের টাকা কি নয়নার অফিসে নিয়ে আসবার কথা ছিল না? তাই যদি হবে, তাহলে মানবের এখানে আসবার কি প্রয়োজন ছিল। শুধু নয়নাকে অপমান করে, নয়নার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করবার জন্যেই কি মানব এসেছিল!

সত্যিই, মানুষ কি ভাবে বদলে যায়। কিন্তু, বিকাশ বাবুকে ছেড়ে দেবে তো মানব? মস্তিষ্কের ভেতরটা ওলট পালট হয়ে খুব বিশৃংখল হয়ে গেছে, বুঝতে পারছে নয়না। আসন ছেড়ে উঠে, চোখে মুখে একটু জল দিয়ে এসে, নিজেকে একটু শান্ত হবার চেষ্টা করল নয়না।

গত দুদিনের ঘটনা দ্বারা, অশান্তি ও অস্থিরতায় নয়না কি পরিমাণ কষ্ট পেয়েছে, সেটা নয়না ছাড়া আর কেউ বুঝবে না। কেন মানুষ নয়নাকে এই সমস্ত বিপদে ফেলে? কেন মানুষ বোঝে না, এই ধরনের পরিস্থিতির মোকাবেলা করিতে খুব অসহায় বোধ করে নয়না।

পারে না নয়না এতসব কঠিন কঠিন সমস্যার সমাধান বার করতে।

ম্যাডাম, চা খাবেন?

বসাক কে দেখে নয়নার দৃষ্টি স্থির হল। বসাক অস্বস্থিতে পড়ে গেল।

ম্যাডাম?

হ্যাঁ, নিয়ে এস এক কাপ চা।

বাইরে প্রকৃতির দাপাদাপি অনেকক্ষণ বন্ধ হয়ে গেছে। নয়নারও শান্ত হয়ে যাওয়া উচিত। যুদ্ধের প্রস্তুতি ও সমাপন একসাথেই যখন সমাপ্ত হয়ে গেল। বসাক, চা আর জল এক সাথে নিয়ে এল। নয়না বসাককে বলল, তুমি খুব অদ্ভুত বসাক, জলটা তো আগে দিয়ে যেতে পারতে।

বসাক বলল, আপনি চাইলেন কোথায় ম্যাডাম? আপনার পরে প্রয়োজন হতে পারে বলে আমি নিয়ে এলাম।

তাই তো, নয়না না চাইলে নয়নার তেষ্টার কথা বসাক বুঝবে কি করে? বসাক তো অন্তর্যামী নয়।

নয়না জলটা ঢক ঢক করে খেয়ে শান্ত হল। খাওয়ার পর বুঝল, কি ভয়ানক তেষ্টা পেয়েছিল।

তার মানে, আজ নয়নার মৃত্যু যোগ ছিল না। মানব নয়নাকে বাঁচিয়ে রাখল। তার মূল্য হিসেবে নয়নাকে মেনে নিতে হল নিজের হার। হ্যাঁ, হার স্বীকার করতেই হবে নয়নাকে। মানব নামের পশুটা নয়নাকে আর এক বার নিঃস্ব করল। এবার কি হবে? নয়না ডি এ ইন্ডাস্ট্রির পুনঃনির্মাণ কি করে করবে? চাণক্যের চাইতেও, কোন বিচক্ষণ ব্যক্তি, গোপনে নয়নার বিত্ত শালায় প্রবেশ করে সব কিছু লুণ্ঠন করে নিয়েছে। পরাক্রান্তা, পরাভূতা নয়না আজ।

মানব তুমি কি আমার দুর্দশা দেখে হাসছ? কি করব বল? তোমরা পার আমাদের সর্বস্ব লুঠ করতে।

মানবের দেওয়া, দ্বিতীয় আঘাতটায় ভীষণ হতাশ হয়ে বসেছিল নয়না। হন্ত দন্ত হয়ে দুজন পুলিস অফিসার ঢুকে নয়নাকে তলব করল, কোথায়?

নয়না তো কোন খবর দেয়নি? কিসের কোথায় জিজ্ঞেস করছে, বুঝতে না পেরে নয়না বিরক্তি নিয়ে চাইল।

ম্যাডাম, আমরা শুনেছি মানব বড়ুয়া নামের এক সন্ত্রাসবাদী নেতার এখানে আসবার কথা ছিল?

শুনতে পারেন।

নয়নার নিস্তেজ ভাব দেখে পুলিস অফিসার দুজন উত্তেজিত না হয়ে, শান্ত স্বরে জিজ্ঞেস করল, মানে এসেছিল কিনা জানতে চাইছি।

এসেছিল। চলে গেছে।

সে কি? আপনি আমাদের ইনফর্ম করলেন না?

আমি অপরাধীকে দু'হাতে ধরে আটকে রেখে আপনাদের খবর দিতাম কি? তাছাড়া, সেরকম কোন সুযোগও ছিল না। মহাশয় আমার সামনের চেয়ারে বসে ছিলেন। ফোন করবারও কোন সুবিধে ছিল না।

সেই নেতার আজ আপনার কাছে আসবার কথা ছিল, এই কথা আপনি পুলিসে জানান নি। নির্দিষ্ট সময় জানা থাকলে, আমাদের সুবিধে হত।

নয়না জানত মানব বড়ুয়ার আসবার কথা, কিন্তু, এ কথা তো পুলিস কমিশনারকে জানায় নি? তাহলে, কি আন্দাজে ঢিল ছুড়ে নয়নার কাছ থেকে খবর সংগ্রহ করতে চাইছে? এখন আর গোপন করে কি করবে নয়না? তা ছাড়া, কিছু তো সংগ্রহ করেছে পুলিস! মানব বড়ুয়া নামটা তো উদ্ধার করেছে!

মানব আসবে বলে জানতেন। কখন আসবে, জানতেন না? তাহলে, সময়ে এলেন না কেন?

আমরা সকাল থেকে প্লেন ড্রেসে আপনার অফিসের সামনেই ঘুরছি।

তাহলে, আসামীকে ধরলেন না কেন? পাখী উড়ে যাবার পর খবর নিতে এসেছেন? কেন কিছু পারেন না আপনারা বলবেন? এই সমস্ত অমানুষদের অত্যাচার আর কত দিন সহ্য করব আমরা? প্লিজ বী এ্যাক্টিভ! ধরুন এদের। ধরে এমন শাস্তি দিন যাতে আর কখনো মানুষের অনিষ্ট করতে উৎসাহ না পায়। হঠাৎই খুব উত্তেজিত হয়ে উঠল নয়না।

বী রিলাক্স ম্যাডাম!

না রিলাক্স হতে পারি না আমি। জানেন, আমার কত বড় সর্বনাশ হয়েছে? ক্যান ইউ ইমাজিন? আমার কারখানা শুধু পুড়ে ছাই হয়ে যায়নি, বলতে বলতে নয়না থামল। মনে হল, সব কিছু প্রকাশ করা ঠিক হবে না। তা না হলে, আগামী কালের পত্রিকায় ফলাও করে বেরিয়ে যাবে নয়নার দ্বিতীয় বার নিঃস্ব হবার কথাটা।

আর কি ম্যাডাম?

না, মানে আরো কিছু হলেও হতে পারত।

মানব বড়ুয়া আজ যে উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছিল, তার সেই উদ্দেশ্য সফল হয়েছে কি?

একজন উগ্রপন্থীর সফল হওয়া বা অসফল হওয়া নিয়ে আপনারা চিন্তিত হয়ে উঠেছেন কেন? আপনারা নিজেরা সফল হবার চেষ্টা করুন।

নয়নার কথা শুনে দুজনেই লজ্জা পেলেন। সেই লজ্জায় নয়নাকে জিজ্ঞেস করা প্রশ্নটা চাপা পড়ল।

একজন অফিসার লজ্জা ঢাকতে বললেন, আজ আমরা অসফল হয়েছি। কিন্তু, তাই বলে প্রত্যেকবার হব না।

স্যার! আমাদের তো তাহলে অপেক্ষা করতে হবে। আপনারা কখন সফল হবেন, সেই দিন ক্ষণের আশায় বসে থাকতে হবে।

আপনি কার্লাপ্রটের এখানে আসবার কথাটা গোপন করেছিলেন। এটা আমাদের জন্য একটা মাইনাস পয়েন্ট ছিল।

সেটা আমার ইচ্ছে। নয়না নির্বিকার সুরে বলল।

আমাদের সাথে অসহযোগিতা করলে চলবে না ম্যাডাম। আপনি যদি চান অপরাধী ধরা পড়ুক, তাহলে আমাদের সাহায্য করতে হবে। খামখেয়ালীপনা করলে চলবে না। এসব আপনার বোকামী।

হতে পারে। আসলে আমি চাইছিলাম মোকাবিলা করতে।

মোকাবিলা! বড় বড় কথা বলবেন না ম্যাডাম। আজ আপনার প্রাণ রক্ষা পেয়েছে হয়ত, কিন্তু, বার বার এমন নাও হতে পারে।

এরা কি জানে নয়নার প্রাণ রক্ষার বিনিময়ে নয়নাকে কি দিতে হয়েছে? নয়না মনে মনে ভাবল।

আপনি ব্যাপারটাকে এত গুরুত্বহীন ভাবছেন কেন বলুন তো?

না, তা কেন হবে? আমি যা বলছি, সব সিরিয়াসলি বলছি।

মোকাবিলা হল দাগী উগ্রপন্থীর সাথে? এক জন ঠাট্টা করলেন।

নয়না বিস্ময় নিয়ে চাইল। নয়নার মানসিক অবস্থা কেমন, এরা বুঝি ধারণা করতে পারছে না, তাই ঠাট্টা করতে দ্বিধা করল না। নয়না জবাব দিল না।

আপনার জাত যে আলাদা ম্যাডাম, আপনি পারবেন না। আর কখনো এ ধরনের দুঃসাহসিক কাজ করবেন না। আমরা সর্বদা আপনাদের সেবার জন্য আছি। সফল হওয়া, না হওয়া, আমাদের বা আপনাদের লাক। কারণ, আমাদেরও অনেক পরিকল্পনা করে অগ্রসর হতে হয়। আজ আপনি অনেক কিছু গোপন রেখেছিলেন। সঠিক খবর পেলে, আমরাও অফিসে ওৎ পেতে বসে থাকতে পারতাম। ছদ্মবেশী তখন ধরা পড়তে বাধ্য হত।

দুটোর পর পুরন্দর এসে দেখল, ম্যাডাম খুব উদাস হয়ে বসে রয়েছেন। পুরন্দর জিজ্ঞেস করল কি হল ম্যাডাম? এত হতাশ হয়ে বসে রয়েছেন কেন?

নয়না কোন জবাব দিল না। সব কিছু শেষ হয়ে যাবার পর, নয়না উদাস না হয়ে খুশী হতে পারে কি করে!

নয়নার কাছ থেকে কোন সাড়া না পেয়ে, পুরন্দর দ্বিতীয় প্রশ্ন রাখল, ম্যাডাম, উই মাস্ট বী থ্যাঙ্ক ফুল টো দি পুলিস ফোর্স। আজ ওদের তৎপরতা ও কর্ম দক্ষতার ফলে আপনি যুদ্ধ করবার হাত থেকে বেঁচে গেলেন।

বাদ দাও তোমার পুলিসের কথা, অপরাধী বহাল তবিয়তে ফিরে যাবার পর, অপরাধী এসেছিল কিনা খবর নিতে আসেন? রাগত স্বরে বলল নয়না!

এসেছিল? কে ম্যাডাম? তাহলে আপনি? মানে, খুব অবাক বিস্ময়ে পুরন্দর নয়নার দিকে চেয়ে রইল। পুরন্দরের মধ্যেও নয়নাকে কেন্দ্র করে, একটা সম্ভাব্য ধারণার জন্ম হয়েছিল বোধহয়। তাই অপরাধীর আগমন সত্বেও, নয়না কি ভাবে অক্ষত থাকতে পারে সেই হিসেব বুঝি মেলাতে পারছিল না পুরন্দর।

পুরন্দরের বিস্ময় দেখে নয়না বলল, তুমি কি ধরেই নিয়েছিলে আজই আমি এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যাব?

ম্যাডাম! পুরন্দর টেবিলের ওপর রাখা নয়নার হাত দুটো নিজের দুহাতে চেপে ধরল। নয়নার মানসিক প্রস্তুতিটাও খুব গভীর ছিল তাই, এই স্পর্শ কাতর মুহূর্তে নিজের চক্ষুদ্বয়ের স্বাভাবিকতাকে বাধা দিতে পারল না। পুরন্দরের চোখ দুটোও ভিজে গেল। নয়না নিজের হাত ছাড়িয়ে চোখ বুজল।

পুরন্দর নিজেকে ধাতস্থ করে জিজ্ঞেস করল, কে এসেছিল ম্যাডাম?

তোমার আজকের পোষাকটাই কাল হয়েছে পুরন্দর। তোমার এই পোষাকের অনুকরণ করা খুব সহজ হয়েছে।

আমার রূপ ধরে ছদ্মবেশে এসেছিল? কি দুর্ভাগ্য আমার আমি প্রত্যক্ষ করতে পারলাম না!

তুমি থাকলে আর তোমার ছদ্মবেশ হত কি করে? ধরা পড়ে যেত না? তুমি নেই জেনেই, তোমার রূপ ধরে অফিসে প্রবেশ করেছিল।

তারপর কি হল ম্যাডাম? আগন্তুকের সাথে যুদ্ধ করলেন? জয় লাভ হল আপনার! এই তো! পুরন্দরের চেহারা উদ্ভাসিত হল।

নয়না ম্লান কণ্ঠে বলল, না, সে রকম যুদ্ধ হল কোথায়? আসলে যুদ্ধের কোন প্রয়োজন ছিল না।

এক মিনিট ম্যাডাম, আমি হিসেব মেলাতে পারছি না। এদিকেও যুদ্ধ হল না, ওদিকেও যুদ্ধ হল না, তাহলে হলটা কি?

মানব বড়ুয়া আসবার পর, যা যা হয়েছিল পুরন্দরকে জানাল নয়না।

পুরন্দর সব শুনে লাফিয়ে উঠে বলল, তাহলে তো জয় হল আমাদেরই।

কি বলছ পুরন্দর? ওরা তোমার কাছ থেকে সব টাকা নেয় নি? নয়নাও চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

না, ম্যাডাম, নেবে কি করে, আমি সব টাকা আমার ব্যাঙ্কে জমা করে দিয়েছি। বিকাশকে নিয়ে ওরা যেখানে গিয়েছিল, সেই ব্যাঙ্কে আমাদের অফিসের ব্যালেন্স ছিল মাত্র ছয় হাজার টাকা, কারণ, সকালবেলা সমীর সিমেন্ট বালি ইত্যাদির জন্য বিশ হাজার টাকা তুলে নিয়েছিল। বিকাশবাবু বলেছিল, সেই ছয় হাজার টাকার চেক লিখে দিতে পারে। ওরা বিকাশ বাবুকে ধমক দিয়ে বলেছিল, আমরা মাত্র ছয় হাজার টাকার জন্য তোমাকে এখানে নিয়ে এসেছি কে বলল তোমাকে?

তাহলে, বিকাশ বাবুকে অফিস থেকে নিয়ে যাবার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, বিকাকে দিয়ে ব্যাঙ্কের সব টাকা তুলে নেওয়া। অন্য দিকে বিকাশকে সরিয়ে নিলে, আমি একা অফিসে থাকলে মানবের সুবিধা হবে মনে করে বিকাশকে সরিয়ে নিয়েছিল। বিকাশ আর তুমি ছাড়া আজ অফিসের অন্যান্যরা অনুপস্থিত, সেটিও বোধ হয় ওরা খেয়াল রেখেছে।

হ্যাঁ ম্যাডাম, হয়ত তাই। তবে আমার একটা ভুল হয়েছে, সকালবেলা অফিসের গেটের সামনে যে ভিখারীটা বসেছিল, সে বোধহয় পুলিসের লোক ছিল না। এদের লোক ছিল, আর সেজন্যেই ওরা জানতে পারে, আমি আজ ব্যাঙ্কে সব টাকা জমা দেব। কারণ, সকালবেলা

আমি বের হবার সময়, সেই লোকটার সামনেই বিকাশ বাবুকে বলেছিলাম, সব টাকা সংগ্রহ করে ব্যাঙ্কে জমা দেব।

অত কি পারা যায় পুরন্দর? আমরা কি গোয়ন্দা? নাকি, গোয়েন্দা বিভাগের লোক?

মানব বড়ুয়া সত্যিই আমাকে আজ বধ করতে এসেছিল কিনা জানিনা। কারণ, গত রাতে আমি স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিলাম আমি টাকা দেব না। জবাবে মানব বলেছিল, যারা ওর কথার অবাধ্যতা করে, তাদের জীবিত রাখে না তারা। তোমার টাকা সংগ্রহ করবার কথা জেনে বোধহয় পরিকল্পনা পাল্টিয়েছিল। আমাকে মানবের পাহারায়, অফিসে বন্দী রেখে. আমার অগোচরে ওরা পাঁচ লাখ টাকা পেয়ে যাবার প্ল্যান করেছিল। কিন্তু, হঠাৎ মতের পরিবর্তনের কারণ কি হল?

ম্যাডাম, পুলিসের ভয়ে ওরা আর সাহস করেনি। আমাদের ব্যাঙ্কের চার পাশে প্লেন ড্রেসের পুলিস পাহারা সকাল থেকেই ছিল। বিকাশ একটু চেঁচামেঁচি করলে ওখানেও পুলিস সক্রিয় হয়ে উঠল।

চেঁচামেচি না করে ভালই হয়েছে। তাহলে বিকাশের ওপর হাঙ্গামা হত। তবে, আমাকে মেরে ফেলবার অনুকূল পরিস্থিতি ছিল আজ। মেঘলা আকাশ, মুসল ধারায় বৃষ্টি, সঙ্গে অশান্ত বায়ু স্রোত, প্রকৃতি ভয়ংকর ছিল কিছুক্ষণ। আততায়ী আর আততায়ীর শিকার মুখোমুখি। পরিবেশ ও সুযোগ দুইই ওর অনুকূলে ছিল। অনায়াসে খুন করে তোমার ছদ্ম বেশে বেরিয়ে যেতে পারত আততায়ী। কাকপক্ষীও টের পেত না।

তুমি শুনলে অবাক হবে পুরন্দর, হি ওয়াস এ ব্রিলিয়েন্ট স্টুডেন্ট, এন্ড এ ভেরী গুড ফ্রেন্ড অফ মী। বাট হি ওয়ান্টেড টু কিল মী। খুব কষ্ট পেয়েছিলাম জান, কাল রাতে ওর মুখে এই কথা শুনে।

ম্যাডাম এসব থাক। হোয়াট ইজ ওভার ইজ ওভার। লেট আস হোপ ফর দি বাস্ট।

কিন্তু, পুরন্দর এবার কোন কারণে অসফল হল হয়ত কিন্তু মানব, আবার কি এটেমপ্ট নেবে না?

ম্যাডাম এত চিন্তা করবেন না। এখন পুলিসের গোচরে অনেক কিছু এসে গেছে। অনেক গুপ্ত খবর পুলিস জেনে ফেলেছে। তাই এখন ওরাও বেশী সাহস দেখাবে না। শুধু আজ নয়, আগামী এক সপ্তাহ আপনি এই সমস্ত ব্যাপার নিয়ে একদম চিন্তা করবেন না। এই এক সপ্তাহ আপনি সম্পূর্ণ বিশ্রাম নেবেন, ডি এ ইন্ডাস্ট্রির চিন্তা আমরা করব এই এক সপ্তাহ। চলুন, আপনাকে বাড়ী পৌঁছে দি।

হাঁ, পুরন্দর তাই কর, আমি আর পারছি না।

কয়েকদিন নয়নার সাবধানে থাকা উচিত। বাসে বা অটোতে যাতায়াত করা উচিত হবে না। তাই সেদিনের জিপটা আনিয়ে নিল পুরন্দর। ম্যাডামকে পেছনে বসিয়ে নিজেও বসল।

ইজ হি রিলায়েবল? ড্রাইভারকে ইসারা করে নয়না জিজ্ঞেস কর।

হান্ড্রেড পার্সেন্ট ম্যাডাম। আমাদের গ্রামের লোক।

পুরন্দরের পকেটে একটা পিস্তল ছিল, পকেটে হাত দিয়ে যাচাই করল সেটা ঠিক আছে

কিনা। জিনিষটা নয়নার চোখে পড়ে যাওয়ায় নয়না জিজ্ঞেস করল, ওটা কি?

রাখতে হয় ম্যাডাম! প্রয়োজন হতে পারে বলে আজ থেকে রাখছি।

না পুরন্দর, এসব নিয়ে ঘুরবে না। পুলিসের চোখে পড়লে বিপদে পড়বে। উল্টে তোমাকে সন্দেহ করবে ওরা।

আমি কাউকে বুঝতে দেব কেন আমার পকেটে কি রয়েছে! শুধু, বিপদে প্রয়োজন হতে পারে বলেই রেখেছি। বিপদ হলে হবে পুরন্দর। এটা ফিরিয়ে দিও তুমি।

ঠিক আছে ম্যাডাম।

জিপে মুখোমুখি বসায়, দুজনের দুজনকে কাছ থেকে প্রত্যক্ষ করবার সুযোগ হয়েছে। পুরন্দর ম্যাডামকে দেখছিল, ম্যাডামের ব্যক্তিত্বটা অসাধারণ তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু ব্যক্তিত্ব ছাড়াও, ম্যাডামের মধ্যে এমন কিছু রয়েছে যা সব সময় শুধু চেহারায় ধরা পড়ে না। খুব ঘনিষ্ঠ ভাবে লক্ষ করলে বোঝা যায়, সাম থিং এক্সেপশেল শ্যানন ইজ দেয়ার। অন্য রকম এই মহিলা। অন্য রকম শক্তির অধিকারী। তাই তো পারেন এত সব সমস্যার সাথে যুঝতে। গত দুদিন ধরে কি কম ঝামেলা হয়েছে ম্যাডামের? ইনি বলেই হয়ত, নীরবে সব কিছুর সুরাহা করতে পেরেছেন। এক অসাধারণ ব্যক্তিত্বকে লক্ষ্য করতে করতে, অন্য একজন অসাধারণ ব্যক্তিত্বের কথা মনে পড়ে গেল। সেই ব্যক্তিত্বও কি এই মহিলার প্রতি আকর্ষিত?

নয়না অস্বস্তি নিয়ে জিজ্ঞেস করল, কি হল? কি এমন দেখছ শুনি?

ম্যাডাম, আপনি খুব পরিশ্রান্ত আজ। বাড়ী গিয়ে সম্পূর্ণ বিশ্রাম নেবেন।

তাই করতে হবে পুরন্দর। সত্যিই আমি খুব ক্লান্ত।

গাড়ী অন্তুর স্কুলের দিকে যাচ্ছিল। অন্তুর ছুটি হবার আগে পৌঁছতে হবে। তা না হলে, অন্তু না আবার দিদার বাড়ী চলে যায়। যাজকের পোষাকে পুরন্দরকে খুব স্মার্ট দেখাচ্ছে। এই ছেলেটার মধ্যে সব চাইতে আকর্ষণীয় যা, তা হল, এক অসাধারণ পৌরুষের অধিকারী এই পুরন্দর। এত তেজ দীপ্ত, এত সপ্রতিভ, ভীষণ ভাল লাগে নয়নার।

এত সামনে থেকে এই ছেলেকে কখনো লক্ষ্য করেনি নয়না। আজ লক্ষ করায় মনে হল, কোথাও যেন কারো সঙ্গে খুব সাদৃশ্য আছে পুরন্দরের। শুধু চেহারায় নয়, ব্যক্তিত্বের দিক দিয়েও দুজনের প্রচুর মিল, ফারাক শুধু বয়সের। এক জন তরুণ, অন্য জন, তরুণের উর্দ্ধে হয়েও যেন তরুণ। কিন্তু, এত মিল কেন হবে? দুজনের মধ্যে কি কোন আত্মীয়তা আছে? নয়না কি জিজ্ঞেস করবে, অমুককে চেনে কিনা! দুজনের পদবী এক, হলেও হতে পারে আত্মীয়। কিন্তু, সেরকম হলে পুরন্দর কি নয়নাকে জানাত না? অবশ্য পদবী এক হলেই যে আত্মীয় হতে হবে, সেরকম কোন কথা নেই। তবে, সেই লোক পুরন্দরের আত্মীয় হলে নয়নার একটু সুবিধে হত, পুরন্দরের সাহায্যে নয়না নয়নার অভিযোগগুলো পৌঁছাতে পারত।

ম্যাডাম অনেকক্ষণ থেকে পুরন্দরকে লক্ষ্য করেছে বুঝতে পেরে, অস্বস্তি হচ্ছিল পুরন্দরের। তাই এক ফাঁকে জিজ্ঞেস করে ফেলল, ম্যাডাম কি আমার কোন খুঁত খুঁজছেন?

খুঁত! না ভাই। তোমার মধ্যে খুঁত থাকলে, নিখুঁত কে? তুমি ভীষণ সুন্দর পুরন্দর, আমি সেটাই লক্ষ্য করছিলাম। ইয়র মেট উইল বী এ্যা লাকী ওয়ান।

পুরন্দর লাজুক স্বরে বলল, কি যে বলেন ম্যাডাম!

ঠিক বলেছি পুরন্দর, তোমার মত জীবন সাথী পাওয়াটা ভাগ্যের কথা।

ম্যাডাম, একটা কথা বলব? আপনিও ভীষণ ভাল।

ধ্যাৎ আমি যদি ভাল, তাহলে খারাপ কে? ভাল মানুষদের কি এত সমস্যা থাকে!

হ্যা, ম্যাডাম, আমার মনে হচ্ছে আজকালকার যুগে ভাল মানুষদেরই এত সব সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়।

মানব, নয়নাকে জিতিয়ে দিয়ে গেল, না হারিয়ে দিয়ে গেল, ঠিক বুঝল না নয়না। পুরন্দর এসে যা সমাচার দিয়েছিল, সেটা নয়নার জন্য খুশীর খবর ছিল। পুরন্দরের দ্বারা সংগৃহীত সব টাকা পুরন্দরের ব্যাঙ্কে জমা হয়েছে। এবং সেখানেই গচ্ছিত আছে। মানবের লোক পুরন্দরের সাথে যোগাযোগ করতে পারেনি। পুরন্দরের এ্যাকাউন্ট অন্য ব্যাঙ্কে থাকায়, মানবের লোক বিকাশকে নিয়ে নয়নার ব্যাঙ্কে কোন সুবিধে করতে পারেনি। ফলে, বিকাশের ওপর চাপ সৃষ্টি করলেও, বিকাশকে খুব একটা অপদস্ত করেনি। বিকাশ সহ, ব্যাঙ্কে পুরন্দরের অপেক্ষায় কিছুক্ষণ ছিল যখন, তখন, একজন লোক এসে কিছু খবর দিলে, ওরা বিকাশকে ছেড়ে চলে যায়। বিকাশকে কথার ফাঁসে ফাঁসিয়ে অফিস থেকে বার করে নিয়ে গিয়েছিল দুজন লোক। কাজটা ওরা এত নিখুঁত ভাবে করেছিল যে, নয়না ঘুনাক্ষরেও টের পায়নি। অন্যদিকে বসাক পর্যন্ত টের পায় নি। তবে, শেষ পর্যন্ত ওরা বিকাশকেও ছেড়ে দেয়। অন্যদিকে নয়নার টাকাও রপ্ত করতে পারে নি। এদিকে, অফিসে স্বয়ং মানব বড়ুয়া উপস্থিত হয়েও নয়নাকে অক্ষত অবস্থায় রেখে গেল। যাই হোক, সব মিলিয়ে নয়নার আর কোন অতিরিক্ত ক্ষয়ক্ষতি হয়নি।

গত দুদিন ধরে ক্রমাগত নিজের দুর্ভাগ্যকে ধৈর্য্য সহকারে সয়ে সয়ে, আজ হঠাৎ সৌভাগ্যকে প্রত্যক্ষ করল নয়না।

নয়নাকে পৌঁছে দিয়ে অফিসে চলে এল পুরন্দর। আগামী কাল বিজনের কোলকাতায় যাবার কথা। তাই, বিজন যাবার আগে সমীর, বিজন আর বিকাশকে নিয়ে আগামী কয়েক দিনের জন্য একটা পরিকল্পনা তৈরী করে নিল। এল আই সি র টাকাটা হাতে আসবার সাথে সাথে এক সঙ্গে কাজ শুরু করে দিতে পারবে। অফিসের কাজ শেষ করে এয়ার পোর্টে যেতে হবে। অনেক দিন পর চাচাজী আসছেন। এয়ার পোর্টে না গেলেও হয়। তবুও যাবে পুরন্দর। নিজের তাগিদে যাবে। চাচাজীকে ভীষণ ভালবাসে পুরন্দর। এক মাসের অদর্শন ভাল লাগছিল না পুরন্দরের।

কাজ শেষ করে, বিজন সমীরদের কিছু দিন একটু সতর্ক থাকবার জন্য অনুরোধ করে পুরন্দর চলে এল।

প্লেন্ রাইট টাইমে এসে পৌঁছল। লাঞ্জের বাইরে এসে পুরন্দরকে জড়িয়ে ধরল ইন্দর। কেইসে হো?

ঠিক হু চাচাজী। সব সমাচার কুশল?

হা রে, সব ঠিক হ্যায়।

আপ ঠিক হ্যায় চাচাজী?

বিল্কুল।

পুরন্দর মনে করেছিল, চাচাজী বোধহয় গত এক মাসের খবরের জন্য ব্যাকুল হয়ে থাকবেন, কিন্তু, না, চাচাজী ওসবের ধার কাছ দিয়েও গেলেন না। আসবার পথে গাড়ীতে, পারিবারিক কিছু আলোচনার পর, কথাবার্তার ইতি পড়েছিল।

এবারে যেন চাচাজী খুব গম্ভীর। একটু উদাসীনও বুঝি। চাচাজী নিজের থেকে কিছু জানতে না চাইলে পুরন্দর নিজের আগ্রহে কিছু জানাবে না।

পুরন্দরের মা, বেসনের লাড্ডু পাঠিয়েছেন, ইন্দরের মা, মাঠী। লাড্ডু আর মাঠী দিয়ে সন্ধে বেলার চা পর্ব্ব শেষ করল, চাচা ভাতিজা।

তুম্‌হারা কাম কেইসে চল রহা হ্যায়?

পুরন্দর বুঝতে পারল, শুধু কথা বলার উদ্দেশ্যেই চাচাজী প্রশ্নটা করলেন। পুরন্দরও কিছু খুলে না বলে সাধারণ জবাব দিল, ঠিক চলা রহা হ্যায় চাচাজী।

তেরা রেশমী খবর ভেজা।

রেশমীর নাম শুনে পুরন্দরের মন দোলা খেল। তবে, রেশমী যা লাজুক, চাচাজীর কাছে কি খবর পাঠাবে।

পুরন্দর খানিকটা লাজুক স্বরে জিজ্ঞেস করল, কেয়া খবর ভেজা?

চাচাজী, ভাতিজার কানের কাছে মুখটা এনে ফিস ফিসিয়ে বললেন, তুঝে বুলায়া।

পুরন্দর বুঝল চাচাজী ঠাট্টা করছেন। তাই, লজ্জা ছেড়ে বলল, আর কি খবর পাঠিয়েছে?

যা, এক বার ঘুম্‌কে আ যা। তেরা মা ভী খুশ হো যায়গী।

অভি নহী চাচাজী। কুছ দিন বাদ যাউঙ্গা।

কিউঁ? ইতনা কেযা কাম তেরা?

কাম হ্যায় চাচাজী। ঘর যানে কে বারে বাদ মে সোচুঙ্গা।

আরো কিছুক্ষণ ঘরোয়া আলোচনার পর বাইরে যাবার জন্য তৈরী হল পুরন্দর। চাচাজী বললেন এখন কোথায় যাচ্ছ নটা বাজতে চলল।

কাজ আছে চাচাজী। আমার দেরী হলে চিন্তা করবেন না।

পুরন্দরের জবাব শুনে চাচাজী নিজের গাম্ভীর্য নিয়ে নীরব রইলেন। পুরন্দর আর কিছু বলবার সাহস পেল না। বেরিয়ে এল। কারখানায় যাবার আগে একবার ম্যাডামের সাথে দেখা করে যাবার জন্য ম্যাডামের বাড়ীতে গেল।

নয়না অফিস থেকে এসেই ঘুমিয়ে পড়েছিল। কিছুক্ষণ হল উঠেছে। রান্নাঘরে ঢুকেছিল। অন্তুকে খেতে দিতে হবে। নিজেরও খিদে পেয়েছে। পুরন্দরকে দেখে অবাক হল। জিজ্ঞেস করল, কি ব্যাপার? আবার কোন অঘটন নয় তো!

না, ম্যাডাম অন্য কিছু নয়। আপনি কেমন আছেন দেখতে এলাম, সঙ্গে এই চিঠি দুটোও

নিয়ে এলাম। পুরন্দর চিঠি দুটো বাড়িয়ে দিল। বিকেলের ডাকে এসেছে।

নয়না চিঠি দুটো হাতে নিয়ে বলল, এখন একটু সুস্থ বোধ করছি। মনটাও হাল্কা লাগছে। গত দুদিন মনে হচ্ছিল যেন, বিরাট বোঝা ঘাড়ে চেপে বসেছে।

আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে আপনি অসুস্থ। কিছুদিন কমপ্লিট বিশ্রাম নিয়ে শরীরটা সারিয়ে তুলুন।

তা দেখাবেই পুরন্দর। গত দুদিনের টেনশন আমাকে ভীষণভাবে ভেঙ্গে ফেলেছিল। আমি এখনো বেঁচে আছি সেটাই বড় কথা। ম্যাডাম এদিকটার সম্পূর্ণ ভার আমরা নিয়ে নিয়েছি। অফিসের চিন্তা থেকে কিছুদিন আপনি মুক্ত থাকুন। আমাদের ওপর ভরোসা রাখুন।

নয়না ক্লান্ত হেসে বলল, তোমরা যখন রয়েছো, ভরোসা করব না কেন? কয়েক দিন বাড়ীতেই থাকব পুরন্দর।

সিরিয়াসলি ম্যাডাম!

নয়না হাসল। হ্যাঁ, সিরিয়াসলি বিশ্রাম নেব। তুমি আর কিছু বলবে? চা খাও এক কাপ? নাকি, কফি খাবে?

না ওসবের দরকার নেই।

তাহলে আর বসে থেকে কি করবে?

ম্যাডাম কমিশনার সাহেব জবরদস্ত পাহারার বন্দোবস্ত করেছেন। আপনার জন্যেও এসকোর্টের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বাইরে গেটের একটু দূরে, কালীবাড়ীর সিঁড়িতে একজন টাক মাথার লোক, ছেঁড়া হাপ পেন্ট পরে বসে রয়েছে।

পুলিসের লোক?

তা নয় তো কি! উনি এক জন সাব ইনস্পেকটর আমি চিনি ওনাকে।

আমি কি ভি আই পি? নাকি, কোন মারাত্মক অপরাধী?

দুটোর কোনটাই নন আপনি। তবুও, কমিশনার সাহেব আপনার প্রতি খুব সদয়। মনে হচ্ছে খুব জোরদার ইমপ্রেসড করেছেন। না ভাই, কিছুই করিনি। গত রাতে আমি খুব রেগে ও উত্তেজিত হয়ে কথা বলেছিলাম ওনার সাথে। কয়েকটা কথা পুলিসের বিরুদ্ধেও ছিল। তাছাড়া, রাগলে আমার হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। কি বলতে, কি বলে ফেলি।

না ম্যাডাম, আপনি অসম্ভব পার্ফেক্ট। রাগলেও আপনার মাত্রা জ্ঞান ঠিক থাকে।

আমার কথা জানিনা, তবে ভদ্রলোক আমার সঙ্গে খুব কোপারেশন করেছেন। আমার ঠিকানা খুঁজে বার করে ভোর পাঁচটায় এসেছিলেন এখানে।

সত্যিই তাহলে তো আপনি ভালই হাত করে ফেলেছেন পুলিস মহলকে। আমাদের আর ভয় পাবার কারণ নেই। পুলিস আমাদের সাথে রয়েছে।

নয়না হাসল। বলল, পাবলিককে বদ লোকের হাত থেকে রক্ষা করা ওদের কর্ত্তব্য।

ঠিক আছে এবারে যাও। তুমিও বিশ্রাম নাও। গত কাল তুমিও সারা রাত হাসপাতালে কাটিয়েছ পুরন্দর'।

ম্যাডাম চিঠি দুটো খুলে দেখুন। দিন আমি খুলে দিচ্ছি।

পুরন্দর বিনা ডাকের চিঠিটা খুলে নয়নার দিকে বাড়িয়ে দিল। এই বিনা ডাকের চিঠিটার জন্যেই পুরন্দরের মনে সন্দেহের উদ্রেক করেছে নয়না বুঝতে পারল।

নয়না আলতো চোখ বোলাতে অবাক হল, অন্য রকম কথা কেন? প্রেরকের নাম দেখে আরো অবাক হল।

কার চিঠি ম্যাডাম? সন্দেহ জনক কিছু কি? পুরন্দর আবার উদ্রেক প্রকাশ করল।

সম্পূর্ণ চিঠিটা না পড়লে নয়না বুঝতে পারবে না এই চিঠি নয়নাকে কেন লেখা হয়েছে। তাই, চিঠিটা কার, সেটা পুরন্দরের কাছে এখনই প্রকাশ করা উচিত নয় বিবেচনা করে বলল, আমার এক বান্ধবী লিখেছে। আমাকে অফিসে পায়নি বলে হয়ত বাক্সে ফেলে গেছে চিঠিটা।

এটা জব্বলপুরের। দ্বিতীয় চিঠিটা দেখিয়ে নয়না বলল।

পুরন্দর আশ্বস্ত হয়ে উঠে দাঁড়াল।

রামদীন কেমন আছে পুরন্দর?

কিছুটা ভাল। আরও কিছু দিন লাগবে সম্পূর্ণ সুস্থ হতে।

ওকে বলবে আমি কয়েক দিন পর ওর সাথে দেখা করব।

সেই ভাল ম্যাডাম। আপনার কিছু দিন বাইরে না যাওয়া উচিত।

পুরন্দর চলে গেলে, নয়না খাওয়া দাওয়ার পাট শেষ করে নিল। অন্তু পড়া শেষ করে ঘুমিয়ে যাবার পর, নয়না চিঠিটা নিয়ে বসল। মানব যে আর কত ঢং দেখাতে চায়! দুপুরবেলা প্রায় ঘন্টাখানেক নয়নার কামরায় ছিল মানব। তবুও, আবার চিঠি লেখার মানে কি? যা বলবার মুখে বললেই পারত! চিঠিতে কোন সম্বোধন নেই। নয়না পড়তে শুরু করল।

তোমার অফিসে বসেই এই চিঠি লিখছি। লিখতে হল। কারণ, যা লিখব তাতো বলা যেত না! আমার ওপর আজ এক বিরাট দায়িত্ব ছিল। ডি এ ইন্ডাস্ট্রির মালিকের কাছ থেকে, পাঁচ লাখ টাকা সংগ্রহ করা, কিংবা, ডি এ ইন্ডাস্ট্রির মালিককে খুন করা। আমি আমার এই ধরণের কাজে অসফল হইনি কখনো। আজ প্রথম বার ব্যর্থ হলাম। অবশ্য আমার সাথে আমার সঙ্গীরা থাকলে আমরা আজ ব্যর্থ হতাম না। ডি এ ইন্ডাস্ট্রির মালিকের দেহ রক্তাক্ত অবস্থায় লুটিয়ে পড়ত মৃত্যুর কোলে। আমরা হুকুম করে অর্থ আদায় করি। বলতে পার, আমাদের অর্থ উপার্জনের একটা পন্থা এটা। কিন্তু, ডি এ ইন্ডাস্ট্রির মালিক আমাদের নিয়মকে অমান্য করে জেদ শুরু করল। টাকা দিতে রাজী হল না। তার ফল হাতে নাতে পেয়েও, কোনও বচসা করতে রাজী হল না। তাই আমারো জেদ চেপে গেল। আজকের এই কাজ আমি একলা সম্পন্ন করবার সিদ্ধান্ত নিলাম।

কিন্তু, নয়না, তুমি কবে থেকে এত জেদী ও একরোখা হয়েছ বলবে? তোমার একটা পরিচয় এক সময় খুব বিখ্যাত ছিল। তুমি নাকি খুব ভাল, তোমার কাছে কিছু চেয়ে কেউ কখনো বিফল হয়নি। তুমি এই শহরে এসে ব্যবসা করছ, এই খবর আমাদের জন্য একটি বিরাট খবর। কারণ, তোমার চরিত্রের সেই বিশেষ গুণ ও তোমার ব্যবসাকে কেন্দ্র করে আমাদের দলের একটা নিয়মিত আয়ের সন্ধান পেলাম আমরা। তাই, তোমার সাথে এক

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করবার উদ্দেশ্যে আমি আমার এক সাথীকে নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলাম, তোমার অফিসে। সেদিন হয়ত তুমি আমাদের উদ্দেশ্যকে ঠিক মতন বুঝতে পারনি। তাই আমরা তোমার টেবিলে এক টুকরো চিঠি লিখে রেখে এসেছিলাম। তাতে লেখা ছিল, আমাদের কথায় রাজী না হলে, তোমায় অন্যভাবে বিপদে ফেলব আমরা। সঙ্গে একটা ফোন নম্বর সহ একটা কোড নম্বরও দিয়ে এসেছিলাম। যাতে অবিলম্বে তুমি, তোমার ইচ্ছা বা অনিচ্ছার কথা ব্যক্ত করতে পার। তোমার সাথে সম্পর্ক স্থাপনের একমাত্র উদ্দেশ্য, আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধি করা, সেটাও আমরা স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছিলাম। কিন্তু, তুমি ভুল করেছিলে। আমাদের দিয়ে আসা সেই কাগজের টুকরোটা মূল্যহীন কোন কাগজের টুকরো ভেবে ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছিলে বোধ হয়।

আমিও আজ মরিয়া ছিলাম নয়না। কারো জেদ আমরা বরদাস্ত করি না। সেটা প্রমাণ করবার এক অদমনীয় আকাংক্ষা নিয়ে তোমার অফিসে উপস্থিত হয়েছিলাম আমি। তুমি আমাকে গত কাল জিজ্ঞেস করেছিলে, তোমাকে মেরে আমার কি লাভ? তোমার প্রাণনাশ একটা উদাহরণ হত নয়না। আমাদের অমান্য করবার ফল কি ভয়ংকর হতে পারে, তার এক জ্বলন্ত উদাহরণ হত তোমার হত্যা। তোমার মত আরো বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অহংকারী মানুষের জন্য আমাদের দ্বারা তোমাকে বধ করাটা হত, একটা শিক্ষা। আমরা আমাদের লাভ ব্যতিরেকে, কোন কাজ, অযথা সম্পন্ন করি না। আমাদের প্ল্যান্ প্রোগ্রাম সব কিছু ঠিক ছিল। তুমি আমাকে এক পয়সাও দেবে না, আমি জানতাম। তাই, বিকল্প ব্যবস্থার জন্যেই তৈরী হয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু, হঠাৎই যেন সব কিছু ওলোট পালট হয়ে গেল। আমি যেন আমার কঠিন ব্যক্তি সত্ত্বাকে হারিয়ে ফেললাম। ভুলে গেলাম আমার বর্তমান পরিচয়। পুলিসকে ধোকা দিয়ে নির্বিঘ্নে কার্যক্ষেত্রে উপস্থিত হয়ে ছিলাম। শূন্য ঘর, নিস্তব্ধ, জনপ্রাণীহীন নিশ্চুপ পরিবেশ, ডি এ ইন্ডাস্ট্রির মালিক আর আমি, শিকার আর শিকারী মুখোমুখি। বাইরে প্রকৃতির রূপও তখন অদমনীয় উচ্ছ্বাসে ভীষণ হয়ে আমাকে আমার কার্যসিদ্ধি করতে উৎসাহ দিচ্ছিল। পিস্তলের একাংশ স্পর্শরত আমার ডান হস্ত তখন পকেটে অস্ত্রটা উঠিয়ে একটা, দুটো, কিংবা তিনটে গুলি বার করতে কোন অসুবিধে হত না। অনায়াসে হয়ে যেতে কাজটা। কিন্তু, অতর্কিতে কোন বাধা সম্মুখে এসে, তোমাকে আমার কার্যসিদ্ধি থেকে বিরত থাকতে বাধ্য করল।

ডি এ ইণ্ডাস্ট্রির মালিকের কামরায় প্রবেশ করে যাকে প্রত্যক্ষ করলাম, তিনিই কি ডি এ ইন্ডাস্ট্রির মালিক? ঠিক মনঃপূত হল না। অন্তরের কোথাও মোচড় খেলাম। চক্ষুদ্বয় সজাগ হল। অকস্মাৎ বহু দিনের পুরোন এক বান্ধবীর দর্শন মিলল বুঝি সেখানে। বিস্মৃতির অন্তরাল থেকে বেরিয়ে সেই মুখমণ্ডল কিছুটা স্পষ্ট হল, চিনতে পারলাম, এ যে নয়না! হারিয়ে যাওয়া এক অধ্যায়, সহসা আমার সম্মুখে এসে উপস্থিত হল। আমি ভীষণ উত্তেজিত হয়ে উঠলাম। মনটা অসম্ভব অশান্ত হয়ে তোলপাড় শুরু করল। আমার ভেতরের আমিটা তৎপর হয়ে নিরীক্ষণ প্রক্রিয়ায় ব্যস্ত হল। আমি তখন একটা সত্য উদঘাটনে অধীর হয়ে উঠেছিলাম, আমার সামনে উপবিষ্টা হতাশ ও দুঃখী রমনীই কি সেই নয়না? এত উদাসীন কেন? কেন

এত ক্লান্ত! অন্তরের অভ্যন্তরে এক অস্বাভাবিক ক্রিয়া শুরু হল। অবশেষে নিজেকে শান্ত করতে সমর্থ হলাম। আমি যাকে অবলোকন করছি, তিনি, সেই অতুলনীয়াই, যার অন্য নাম ছিল আমার প্রেম। হৃদয়ের আনাচে কানাচে ভয়ংকর দাপাদাপি অনুভব করলাম, একদা হাহাকারে জর্জরিত মনটা উত্তপ্ত হল, এক গুপ্ত চেতনা পুনরুজ্জীবিত হল। আমি আমার ভালবাসাকে খুঁজে পেলাম।

তুমি!! বিস্মিত মনের ভাবনাকে ব্যক্ত করা সম্ভব হলো না। শুষ্ক কণ্ঠে, কোন স্বর বার হল না।

বহু দিন পর তোমায় দেখলাম নয়না। তোমাকে আরো বহুক্ষণ দেখতে ইচ্ছে করছিল নয়না? কিন্তু, এত কিসের দুঃখ তোমার নয়না? এত কিসের কষ্ট তোমার? ক্ষণিকের জন্য মস্তিষ্কের ক্রিয়াকর্মকে নিজের আয়ত্তে রাখতে অসমর্থ হয়ে গেলাম। কি যেন হয়ে গেল আমার। বহু আকাংক্ষিত এক সুপ্ত বাসনা সজাগ হল অকস্মাৎ। আমি ভুলে গেলাম তুমি কে? কি তোমার পরিচয়, সেই মুহূর্তে আমি শুধু একটি কার্য সমাধা করবার উদ্দেশ্যে নিজেকে সচেতন করলাম। আমার প্রেমিকের দুঃখ ও হতাশা দূর করবার একমাত্র অস্ত্ররূপে আমার ওষ্ঠদ্বয় অসম্ভব তৃষিত হয়ে উঠল। তোমার সমস্ত দুঃখ কষ্টকে শুষে নিয়ে আমার মধ্যে স্থানান্তরিত করবার অস্বাভাবিক চিত্তচাঞ্চল্যে আক্রান্ত হলাম আমি।

তুমি আরম্ভ করলে তোমার বক্তৃতা। আমি নিজের অস্বাভাবিকতাকে নিয়ন্ত্রণে আনবার অবকাশ পেলাম।

এই পৃথিবীতে একটা শব্দ আছে যা কখনো পুরাতন হয় না। চিরকাল, চিরনবীন এই বিশেষ অর্থবহ শব্দ, এই পৃথিবীর মানুষকে বেঁচে থাকার প্রেরণা যুগিয়ে যাবে। 'প্রেম' শব্দটার জন্ম কখন, কোথায়, কিভাবে হয়েছিল বলতে পার! কখনো মনে হয়, বড় মর্মান্তিক বেদনা দায়ক এই শব্দ। আবার কখনো, মনে হয়, অনন্ত সুখের উৎস এই শব্দ। কখনো অন্তরাত্মা কেঁদে ওঠে, কখনো প্রাণ জুড়িয়ে যায়, এই শব্দের প্রবাহে। অন্তরে যখন এই শব্দের স্রোত বইতে থাকে, তখন, আপন সত্ত্বাকে বিলিয়েও মানুষ সুখ ধরে রাখতে পারে না। আমি এক দুর্ধর্ষ যোদ্ধা হয়েও, এই শব্দের কাছে আজ পরাস্ত হলাম নয়না। নয়না, জানি তুমি আমায় ভালবাসতে না। কারণ, তোমার ভালবাসা পাবার যোগ্যতা আমার ছিল না হয়ত। কিন্তু, তোমার জন্য আমার অন্তরে, এই শব্দের ধারা প্রবাহমান ছিল। এতকাল পরেও, আজ সেটা স্পষ্ট অনুভব করলাম। এই অপ্রকাশ্য নির্ভেজাল সত্যটা আজ তোমার কাছে রাখলাম। রাখতে হল নয়না, তা না হলে মনে শান্তি পেতাম না। জীবনের অনেকটা সময় অতিক্রম করে ফেলেছি। তবুও নয়না, পারলে তোমার অন্তরে কোথাও ঠাঁই দিও আমার মনের এই সত্যকে।

নেতা হবার যোগ্যতা কি আমার আছে? তুমি যদি আমার পাশে থাকতে, তাহলে হয়ত কিছু হলেও হতে পারতাম। তোমার কথা রাখতে পারব না নয়না। কারণ, এক অস্বাভাবিক পথকে রপ্ত করে ফেলেছি আমি। এই আমার জীবন। গোপনে, আড়ালে থেকে ধ্বংস করা। তারপর একদিন মৃত্যু বরণ।

তোমার মনে, নির্ভেজাল ও অকৃত্রিম একটা ধারা চির প্রবাহমান। সেই ধারা প্রয়োগে মানুষকে আপন করে বশ করে ফেল তুমি। তোমার মনের এই ধারার অসম্মান হলে, অমর্যাদা হলে, তুমি কষ্ট পাও, দুঃখে কাতর হয়ে ওঠ। আমার প্রেমিকের চরিত্রের এই বিশেষ দিকটা বোধ হয় আজই প্রথম বার উপলব্ধি করলাম আমি। 'পার যদি ফিরে এস' আমার জন্য ব্যবহৃত তোমার এই কথাটার সম্মান রক্ষা করতে পারব না আমি। তবে, আমার বাকী জীবনের জন্য, তোমার কথাটা, বেঁচে থাকবার প্রেরণা যোগাবে আমাকে। বুড়ো বয়সে প্রেম পত্র লিখলাম হয়ত। কিছু মনে করো না।

মানব নামের এক সুন্দর ও সপ্রতিভ যুবক, অতীতের কোন এক সময়ে নয়নার প্রিয় ছিল। সেই কত যুগ আগে, জীবনের এক আনন্দময় অধ্যায় ছিল সেটা। তখন কি দুঃখ কষ্টের সাথে পরিচিত ছিল নয়না?

তোমার মনের কথা তো আমি জানতাম না মানব। তোমার মনের এই সত্যটা যদি সময়ে জানাতে, আমার মন কি ভাবে সাড়া দিত আমি জানি না। তবে, আজ যে তুমি আমায় অনিবার্য মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচালে, তার জন্য আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ নই। কারণ, তুমি জীবিত রাখতে চাইলে তোমার ভালবাসাকে, কোন উদ্যোগের মালিককে নয়। আমি ঠিক দুঃখী নয় মানব, বড় একা। খুব ইচ্ছে করে একজন সহৃদয় সাথী পেতে। তুমি যদি স্বাভাবিক হতে মানব, তুমি না চাইলেও আমি তোমার কাছে বন্ধুত্বের ভিক্ষে চাইতাম। স্বীকৃতি দিতে না মানব!

নিজের মনে, মানবের চিঠির জবাব দিচ্ছিল নয়না। অস্তু চোখ কচলাতে কচলাতে উঠে এল। মা, অনেক রাত হয়েছে ঘুমোবে না?

নয়না নিজেকে স্বাভাবিক করে বলল, তুই আবার উঠে এলি কেন? ঘুমোচ্ছিলি তো!

তুমি চলো মা! বারোটা বাজতে চলল।

চল, যাচ্ছি।

রাত দেড়টার পর পুরন্দর ফিরল। শম্ভুদাকে বলাই ছিল, দেরী হতে পারে। পুরন্দর কাপড় জামা পাল্টিয়ে শুতে যাচ্ছিল, চাচাজী এসে পুরন্দরের ঘরে ঢুকলেন। ইয়ে কেয়া পুরন্দর? ইতনা রাত তক বাহির কিঁউ?

চাচাজী আপ শোয়ে নহী?

বাত টলো মত, মের বাত কা জবাব দো।

কাজ ছিল চাচাজী।

যব সে আয়া হুঁ, তব সে শুন রহা হুঁ, তেরা কাম হ্যায়, ইতনা কেয়া কাম তেরা? জিসকে কারণ ইতনা রাত তক বাহর রহনে পড়তা তুমকো?

কুছ ইমার্জেন্সী সোচিয়ে।

কেয়া নোকরী কা সাথ জুরা হুয়া হ্যায় সব?

হাঁ চাচাজী।

তো ছোড় দে ইয়ে কাম।

পুরন্দর ভীষণ অবাক হল চাচাজীর কথা শুনে। একদিন এই চাচাজীই, অনেক মিনতী করে পুরন্দরকে রাজী করিয়েছিল এই চাকরী নেবার জন্য। দিল্লীর অত ভাল চাকরীটা ছেড়ে এসেছিল পুরন্দর। পুরন্দরের ধারণায় চাচাজীর কোন বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল, এর পেছনে। প্রথম দিকে তার প্রমাণও পেয়েছে পুরন্দর। কিন্তু দিল্লি থেকে ফিরে আসবার পর থেকে চাচাজী যেন কেমন বদলে গেছেন। পুরন্দরের বেশ অভিমান হল, পুরন্দরকে এভাবে বলবেন কেন চাচাজী।

কাল থেকে আর অফিসে যেতে হবে না, হাজার চাকরী পাওয়া যাবে। গম্ভীর স্বরে আবার বললেন চাচাজী।

পুরন্দর চাচাজীর সাথে তর্ক করে না কখনো। তবুও, চাচাজীর কথা শুনে রাগ চড়ে গেল। বলল, চাকরী পাওয়া গেলে কি হয়েছে চাচাজী? এই চাকরীটা আমার পছন্দ।

হাউ ডেয়ার ইউ টকিং দিজ। আমি তোমাকে একদিন এই চাকরী নিতে বলেছিলাম। আজ, আমিই আবার তোমাকে এই চাকরী ছাড়তে বলছি। দ্যাটস অল।

চাচাজীর রাগত স্বর শুনে পুরন্দরের থেমে যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু, পুরন্দর আজ খুব যুক্তিবাদী হয়ে উঠেছে। তাই, চাচাজীর কথাকে মেনে নিতে পারছে না। চাচাজীর কথা শেষ হবার সাথে সাথে জবাব দিল, নহী চাচাজী, অভি ম্যা ইয়ে নোকরী ছোড় নহী সকতা। মুঝে মাপ কি জীয়ে।

রাগী, একগুঁয়ে মানুষটা পুরন্দরের অবাধ্যতা সহ্য করতে পারল না। ভীষণ উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন, ইউ মাস্ট লীভ দ্যাট জব। চাচাজীর রাগের কারণ বুঝতে পারছে না পুরন্দর। হঠাৎ, এই চাকরীর প্রতি এত বিরূপ হয়ে উঠলেন কেন চাচাজী তাও বুঝতে পারছে না?

আপ কিউ ইতনা পরেশন্ হ্যায় চাচাজী? চাকরী করবার জন্যেও লোকের মন চাই। সব চাকরীতে সবাই মন বসাতে পারে না। এবারে জবাব না দিলেও, রাগে চেহারা রক্তবর্ণ হয়ে উঠেছে চাচাজীর। চেহারা থম থম করছে। চাচাজীকে কখনো অমান্য করেনি পুরন্দর। এই চাচা, পুরন্দরের জীবনের আদর্শ। এই মানুষের জন্য পুরন্দরের শ্রদ্ধা ও ভক্তি আলাদা স্তরের। কারণ, না জানলেও পুরন্দর চাকরী ছাড়তে আপত্তি করেছে বলেই, চাচাজী ক্রোধিত হয়েছেন বুঝতে পেরে, পুরন্দর বলল, ঠিক হ্যায় চাচাজী, আপ জব ইতনা চাহতে হ্যায়, ম্যা, ইয়ে নোকরী ছোড় দুঙ্গা। লেকিন, কুছ দিন বাদ। আভি শো যাইয়ে।

এই কথায় একটু খুশী হলেন, বললেন, কেয়া শোনা? খানা নহী খাওগে?

আপনি এখনও খান নি চাচাজী?

আমি একা কখনো খেয়েছি?

চাচাজী আমার খুব খিদে পেয়েছিল, তাই আমি বাইরে খেয়ে নিয়েছি। চলুন আপনার সাথে আবার খাব।

নাম মাত্র খেয়ে দুজনে শুতে চলে গেল।

শেষ রাতে শুয়েছিল; তাই ভাল ঘুম হয় নি ইন্দরের। ভোর হতেই, উঠে বাইরে বারান্দায় এসে বসেছে ইন্দর। আনমনা হয়ে, ভোরের আকাশ, জনবিরল পথ, সূর্য রশ্মির নরম হাল্কা

উত্তাপ ও সজীব প্রকৃতির মধুর সুবাস উপভোগ করবার চেষ্টা করছিল। লোকজনদের আনাগোনা তখনও শুরু হয়নি। দু-একজন প্রাতঃভ্রমণকারী এ্যালশিসান সঙ্গে নিয়ে চলতে শুরু করেছে। আগে ইন্দরেরও এই অভ্যেসটা ছিল। অবশ্য কুকুর থাকত না সঙ্গে। কয়েক মাস থেকে কি যে হয়েছে, কিছুই ভাল লাগে না।

ফর্সা নাদুস নুদুস, একটা উনিশ-কুড়ি বছরের ছেলে সর্টস পরে খুব দ্রুত হেঁটে যাচ্ছে। ছেলেটাকে দেখার সাথে সাথে ডাব্বুর কথা মনে পড়ে গেল। গত পরশুই তো ডাব্বুর সাথে ছিল ইন্দর। ডাব্বু ও মায়ের সাথে প্রায় একমাস কাটিয়ে এসেছে বলেই হয়ত এখানে ভাল লাগছে না। ছেলেটাকে যত দূর দেখা গেল, সতৃষ্ণ নয়নে চেয়ে রইল ইন্দর। আসলে পিতৃত্বের একটা বিশেষত্ব এই, নিজের সন্তানের বয়সী সব ছেলেকেই স্নেহ করতে ইচ্ছে করে, ভাল লাগে। স্নেহ শব্দটায় বেশ জোর পেল ইন্দর। ইন্দরের মধ্যেও একজন পিতা বাস করছে। সেই পিতৃত্বের ভেতর স্নেহ মমতা আছে। স্নেহ ও মমতাই তো জীবনের এক মস্ত বড় খুঁটি। ডাব্বুর কথা চিন্তা করে, মনে শান্তি পেল ইন্দর।

ভেতরে ফোন বেজে চলেছে। পুরন্দর দেরীতে ঘুমিয়েছে বলেই হয়ত ঘুমোচ্ছে। তাই, ফোনের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে না। ইন্দরের উঠতে ইচ্ছে করছিল না। তবুও উঠল। কিন্তু শম্ভু কোথায়? শম্ভুও ফোন ওঠাতে পারে।

ইন্দর ভেতরে যেতে যেতে ফোনটা থেমে গেল। ইন্দর ফিরে আসছিল। আবার বাজতে শুরু করল ফোনটা। ইন্দর অনিচ্ছা নিয়ে ফোনটা ওঠাল।

মেয়েলী গলায় 'হ্যালো' বলল কেউ।

ইন্দর বিরক্তি নিয়ে ফোনটা উঠিয়ে ছিল। তাই কে? কার ফোন এসবের তোয়াক্কা না করেই, রাগত স্বরে বলল, হু আর ইউ ডিসটার্বিং লাইক দিজ? এতটা কঠোর হতে চায়নি ইন্দর, কিন্তু, কেমন করে যেন মনের বিরক্তি ভাব প্রকাশ হয়ে পড়ল।

অপর পক্ষের কোন সাড়া না পেয়ে ইন্দর, কিছুটা মোলায়েম স্বরে 'হ্যালো' বলল।

স্যরি, রং নম্বর।

গলাটা চেনা মনে হওয়ায়, ইন্দর সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞেস করল, কৌন?

কিন্তু, তার আগে লাইন কেটে গেল।

ইন্দর ফিরেছে, অফিসের কেউ একথা জানে না। তাই অফিসের কেউ ফোন করবে না।

ছটার পর, লেমন ফ্ল্যাবার দিয়ে শম্ভু এক কাপ ব্ল্যাক কফি নিয়ে এল। সকাল বেলা ইন্দর এটাই খায়।

ফোন বাজলে কি আমাকেই ধরতে হবে? তোমরা কেউ ওঠাতে পার না?

শম্ভু জানাল দুধ আনতে বাইরে গিয়েছিল, এখনি ফিরেছে।

পুরন্দর কোথায়? ওঠেনি এখনো?

স্যার, সে তো ভোর পাঁচটায় উঠে বেরিয়ে গেছে।

বেরিয়ে গেছে? এত সকালে?

হ্যাঁ সাহাব।

রাগ চেপে ইন্দর বলল, ঠিক আছে যাও।

কি এত কাজে ব্যস্ত পুরন্দর! দিন নেই, রাত নেই, খেটে মরছে? না, এর একটা বিহিত করতে হবে! ইন্দর চিন্তিত হয়ে বারান্দায় পায়চারি শুরু করল। নাকি আর একজন, পুরন্দরের মত দক্ষকর্মী পেয়ে, নিজের খুশী মত ব্যবহার করতে চাইছে পুরন্দরকে? পুরন্দর কি এসব বোঝে না? নাকি, এমনই বশ করেছেন উনি যার মোহে আকৃষ্ট হয়ে পড়েছে পুরন্দর! তাই এই চাকরী ছাড়তেও অনিচ্ছুক পুরন্দর। যে করেই হোক পুরন্দরকে এখান থেকে সরিয়ে নেবে এই সিদ্ধান্ত নিয়ে ভেতরে চলে এল পুরন্দর।

ভয়ংকর খরস্রোতা এক নদীতে পড়ে গিয়েছিল নয়না। অশান্ত স্রোতস্বিনীর এলোপাথারী আঘাতে ক্ষত বিক্ষত নয়না বয়ে যাচ্ছিল। অসহায় নয়না, প্রতি মুহূর্তে সংঘর্ষ করেছে। প্রতি মুহূর্তে কঠিন বাধা, দিশেহারা নয়না, এক অপরিচিত বিপর্যয়ের মাঝখানে নাস্তানাবুদ ছিল। আজ বুঝি সহসা কূল পেয়ে গেল নয়না। তীরে অবতরণ করে সকল অশান্তির সমাপ্তি হল নয়নার। মনটা আজ বড় শান্ত। গত দুদিনের মানসিক উত্তেজনার অবসান হয়েছে।

আজ কি কোন বিশেষ দিন? শান্ত স্থির মনটা কোন কিছুর প্রত্যাশায় অধীর কেন? আজ কি কোন প্রাপ্তিযোগ আছে নয়নার?

আসলে নয়নার মনটা আজ ভীষণ ভাল। নির্দিষ্ট কোন আনন্দ মধুর ক্ষণের জন্য গভীর আবেশে প্রতীক্ষা করছে নয়না। সু-উচ্চ কণ্ঠে গান গাইতে ইচ্ছে করে নয়নার। 'এ যে সুখের তরী বাইব বলেই এসেছিলেম ঘাটে।'

ভোর চারটেয় উঠে চান সেরে ফেলেছে নয়না। এক পেয়ালা চা সহযোগে, প্রকৃতির রূপ রস গন্ধ গ্রহণ পর্বও শেষ। একটা বিশেষ গতি, নয়নাকে বিশেষভাবে সঞ্চালিত করে, মুন্নির মা আসবার অনেক আগেই, নয়নার দ্বারা, অনেক কাজ সম্পন্ন করে ফেলেছে।

আটটার পর মুন্নির মা এসে অভিযোগ করল, ম্যাডাম কি আমায় ছেড়ে দিলেন?

বারে, তোমাকে ছাড়ব কেন? তোমাকে ছাড়লে আমার চলবে কেন?

তাহলে এ সব কি ম্যাডাম? সব কাজ করে ফেলেছেন যে?

নয়না হেসে জবাব দিল, সব কোথায় করলাম? কিছুটা করে রেখেছি। বাকীটা তুমি কর।

আজ কি কাউকে খেতে ডেকেছেন ম্যাডাম? এই সকাল বেলাতেই এত সুন্দর গন্ধ ছড়িয়েছে রান্নার, চারদিকের লোকেরা বুঝি খিদে সইতে পারছে না?

মুন্নির মা, তুমি কিন্তু, আজকাল খুব কথা শিখেছ।

সে তো আপনার কাছ থেকেই শেখা ম্যাডাম।

আমি তোমাকে এসব শিখিয়েছি?

মুন্নির মা হাসতে শুরু করেছে। তারপর নয়নার সাজ পোষাকের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করল, তাহলে আজ নিশ্চয় কোথায়ো পিকনিক যাচ্ছেন? আজ তো রোববার অফিস নেই আপনার।

পিকনিক নয়, একটু বাইরে যাব। তবে এখন নয়, পরে যাব। নাও তোমার কাজ সেরে ফেল।

পরে যাবেন তো এখন থেকে সেজে বসে রয়েছেন?

সেজেছি বুঝি? নয়না সংকোচ নিয়ে বলল।

সাজা মানে, আপনাকে আজ খুব সুন্দর দেখাচ্ছে ম্যাডাম। অবশ্য আপনাকে বরাবরই সুন্দর দেখায়। আজ বেশী সুন্দর দেখাচ্ছে। নয়না একগাল হেসে বলল, আসলে আমি আজ খুব খুশী মুন্নির মা। আজ আমার মেয়ে আসছে তো? এগারটার সময় ষ্টেশনে যাব ওকে আনতে।

ওহ্, তাই বলুন না কেউ আসছে। আমি ভেবেছিলুম স্যার আসছেন মুন্নির মা ঠাট্টা করল।

আচ্ছা এবার যাও। চট্ পট্ কাজ সেরে নাও। সব হয়ে গেলে দই দিয়ে একটু ময়দা মেখে রেখ, একটু বাসমতি চাল বেছে রেখ। অন্তুর কামরায় ঢুকে অন্তুকে ওঠাল নয়না।

অন্তু চোখ কচ্লে বলল, তোমার মেয়ের ট্রেন আসবে বারটায়, আমাকে ওঠাচ্ছ কেন? আজ রোববার মা।

হোক না। তুই ওঠ। মুখ ধুয়ে নাস্তা করে নে। চান কর। অনেক কাজ আছে।

তারপর আবার মুন্নির মায়ের কাজের তদারকি। মুন্নির মা, সব হয়ে গেলে একটু বাজারে চলে যেও। মুগ ডালের পাঁপড় আর একটু কচি শশা আনতে হবে।

মেয়ে আসবার খুশিতে ম্যাডাম ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। সব করে দেব চিন্তা করবেন না। মুন্নির মা পোছা দিতে দিতে বলল।

সাড়ে এগারোটার আগেই নয়না অন্তুকে নিয়ে ষ্টেশনে পৌঁছে গেল। অন্তু বার বার বলেছে, মা, এত তাড়াতাড়ি গেলে, ষ্টেশনে অপেক্ষা করতে হবে। তা ছাড়া ট্রেন লেটও হতে পারে।

না, ট্রেন লেট হবে না। নয়নার জোরালো উক্তি।

ট্রেনের জন্য প্রতীক্ষা করাটাও একটা যন্ত্রণাদায়ক প্রতীক্ষা। ঘড়ির সেকেণ্ডের কাঁটা গুলো তখন যেন খুব স্তিমিত হয়ে পড়ে। অত্যন্ত ধীর গতিতে চলতে থাকে মনে হয়। তবুও নয়না, স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, সেই মধুর ক্ষণের অপেক্ষায়। ডিম্পি আসবে, ডিম্পিকে দেখবে এই সুখের পরশ বহুদিন উপভোগ করেনি নয়না।

ম্যাডাম, ট্রেন রাইট টাইমে আসছে। পুরন্দর হঠাৎ সম্মুখে এসে দাঁড়াল।

তুমি!

এলাম ম্যাডাম। পুরন্দর লাজুক স্বরে বলল।

এরকম কথা ছিল না পুরন্দর! সেরকম পরিস্থিতি হলে না হয়, অন্য কথা ছিল। হাসছে নয়না।

পরিস্থিতি যেমনই হোক ম্যাডাম, আপনার আদেশের পরিবর্তন হয়নি। আপনার আদেশ আমার শিরোধার্য।

নয়না হেসে বলল, তুমি এসেছ খুশী হয়েছি। তবে, কষ্ট হলো তো তোমার! আজ রোববার ছিল বিশ্রাম নিতে পারতে।

কি যে বলেন ম্যাডাম! আমরা আবার কি বিশ্রাম নেব? চলুন কোথাও বসবেন। কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবেন?

থাক না। কোন কষ্ট হচ্ছে না আমার।

একটু দাঁড়ান, আমি এক্ষুণি আসছি। খানিক পরে দু'বোতল কোল্ড ড্রিংক্স নিয়ে এল পুরন্দর।

এসব আবার আনতে গেলে কেন পুরন্দর?

খান না! গরম লাগছে তো!

নয়না বোতল হাতে নিয়ে পুরন্দরকে দেখছিল, আজ যেন কোন অমিল চোখে পড়ছে না সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে। নয়না জিজ্ঞেস করল, পুরন্দর তুমি আজকাল সেখানে থাক না? মামা, না, চাচা, কার সাথে থাকতে যেন!

মামা নয়, চাচার সঙ্গেই থাকি।

আপন চাচা?

হ্যাঁ, আপন। মানে, আমার বাবার চাচার ছেলে উনি। তবে আপন চাচার চাইতেও অনেক বেশী আপন।

তত ঘনিষ্ঠ নয়, তবুও চেহারায় ও ব্যক্তিত্বে এত সাদৃশ্য হবে কেন? অদ্ভুত তো! গত কাল নয়নার মনে এই সন্দেহের উদ্রেক হয়েছিল। আজ সকালবেলা নয়নার সেই সন্দেহ সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। ফোনে গলার স্বর ঠিকই চিনতে পেরেছে নয়না। কিন্তু এত রাগত স্বরে কথা বলে কেন? খুব ভোরে ফোন করা হয়েছে তাই? পুরন্দর নিশ্চয় ঘুমোচ্ছিল, সেই কারণেই ওনাকে ফোন ওঠাতে হয়েছিল। কিন্তু সে যাই হোক, উনি এত রাগত স্বরে কথা বলেছিলেন কেন? হু আর ইউ ডিস্টার্বিং লাইক দিজ? কে ফোন করেছেন, কার ফোন, ইত্যাদি যাচাই না করে এত অভদ্র ব্যবহার করবেন কেন? নয়নার খুব খারাপ লেগেছে।

নয়না অন্য মনস্ক মনে কিছু ভাবছিল, দেখে পুরন্দর বলল, ম্যাডাম খেয়ে নিন। বোতল ফেরত দিয়ে আসব। নয়না বোতল শেষ করে পুরন্দরকে জিজ্ঞেস করল, কাল রাতে কখন ফিরলে?

ম্যাডাম, একটা বেজে গিয়েছিল।

তাই সকালে উঠতে দেরী করলে?

না ম্যাডাম, ভোর পাঁচটায় উঠে আবার সাইটে গেলাম। সমীরদের ছুটি দিতে হল।

তোমাদের এত খাটতে কে বলেছে পুরন্দর? তোমরা আমাকে অমানুষ বানিয়ে ফেলেছ। আমাদের ডি এ ইন্ডাস্ট্রি পুনরায় সক্রিয় হয়ে উঠুক, এটা আমাদের মনে হলেও, তার মানে এই দাঁড়ায় না, তোমাদের সবাইকে অমানুষের মত পরিশ্রম করতে হবে।

ম্যাডাম, আমরা সংকল্প করেছি, যে করেই হোক আগামী সপ্তাহে আমাদের কারখানাকে দাঁড় করাবই।

কিন্তু তোমরা অসুস্থ হয়ে পড়লে? শরীর খারাপ হলে? সব কিছুর একটা সীমা থাকা উচিত পুরন্দর!

ম্যাডাম, আমরা টোটেলী ফিট। তাছাড়া, আপনি কিন্তু আপনার কথা রাখছেন না। কাল তো এই কথাই হয়েছিল, যে, আগামী এক সপ্তাহ আপনি ডি এ ইন্ডাস্ট্রিকে নিয়ে কোন চিন্তা করবেন না! আপনি একটু বাড়াবাড়ি করেন ম্যাডাম। আপনি কথা না রাখলে, আমরা কিছুই করব না। থাকুক পড়ে সব কিছু! পুরন্দর অভিমান প্রকাশ করল।

ঠিক আছে বাবা, তোমাদের আর কিছু বলব না। নয়না চুপ করে গেল। কিন্তু, পুরন্দরের চাচাজী ভদ্রলোক কি নয়নার ওপর রেগে যাবেন না? উনি নিশ্চয় জানেন, নয়নার অফিসে ওনার ভাতিজা কর্মরত। সেই ভাতিজাকে নয়না দিবারাত্র খাটাচ্ছে এই খবর জানতে পেরেই কি উনি নয়নার সাথে অভদ্র ব্যবহার করলেন? নয়নার বুঝি মাথার ঠিক নেই। নয়না ফোন করেছিল বলে উনি বুঝবেন কেমন করে? নয়না তো নিজের নাম বলেনি।

অন্তু এসে জানাল আর দশ মিনিটের মধ্যে ট্রেন এসে পড়বে। পুরন্দর বোতল ফেরত দিতে চলে গেল। অন্তু জানাল বাড়ী যাবার জন্য ও একটা অটো ঠিক করেছে।

তোকে আবার এই ব্যবস্থা কে করতে বলল?

গাড়ী এসে যাবার খুব ভীড় হয় মা। তখন অটো বা ট্যাক্সি পেতে খুব অসুবিধে হয়।

দূর থেকে ট্রেনটা আসতে দেখা গেল। ঝিক্ ঝিক্ করতে করতে ট্রেনটা ক্রমশঃ এগিয়ে আসছে। চার দিক কাঁপিয়ে প্লেটফর্মে প্রবেশ করে ক্রমশঃ গতি কমিয়ে, অবশেষে থামল যন্ত্রটা।

যাত্রীরা নামতে শুরু করলে, নয়না আর অন্তু থ্রি টায়ারের বগীর দিকে এগিয়ে গেল। এক এক করে সকলে নামল, কিন্তু ডিম্পি কোথায়?

নয়নার উৎকণ্ঠা দেখে, অন্তু বলল, তুমি এক জায়গায় দাঁড়াও, আমি অন্য দিকের থ্রি টায়ারটা দেখে আসি।

কিছু দূর গিয়ে অন্তু চেঁচাল, মা, এই তো ডিম্পি! অন্তুর চিৎকার অনুসরণ করে, কিছুটা এগিয়ে গিয়ে নয়না দেখল, টু টায়ার এ. সি. কোচ থেকে ডিম্পি নামছে। নয়না ভাল করে চাইল। হ্যাঁ, ডিম্পিই তো! নয়নার সব চাইতে প্রিয় আপনজন। কি সুন্দর হয়েছে দেখতে? কি তরতাজা? অন্তরের অন্তস্থলে, এক আনন্দানুভূতি, এক পরম সুখের উত্তাপ, নয়নার প্রাণ জুড়িয়ে গেল। নয়না নামের নিঃসঙ্গ মানুষটার সুখের উৎসই তো এসবই! আনন্দাশ্রু মুছে শান্ত হল নয়না।

কিন্তু ডিম্পির পাশে দাঁড়ানো ঐ ভদ্রলোককে চিনতে পারল না নয়না। অন্তু, পরম আনন্দে ঘোষণা করল, মা, বাবাও এসেছেন।

অন্তুর কথায় সজাগ হল নয়না। ডিম্পির পাশে দণ্ডায়মান ব্যক্তিটি ডিম্পি অন্তুর পিতা? তাহলে, নয়নার চিনতে অসুবিধে হল কেন? একটু ভাল করে লক্ষ্য করায় অবশ্য চিনতে পারল, টাই স্যুটে সজ্জিত ভদ্রলোক অরিন্দম ঘোষ।

ডিম্পি সব কটা দাঁত বার করে কাছে দাঁড়াতে, নয়না, আয় বলে জড়িয়ে ধরল ডিম্পিকে।

সামান্য 'আয়' শব্দটা উচ্চারণ করতে অন্তরের সমস্ত ভালবাসা ও স্নেহ ঢেলে দিল বুঝি নয়না।

কেমন আছিস ডিম্পি ভালো তো?

হ্যাঁ, মা ভাল, বলে ডিম্পি নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে, ডিম্পির পাশে দাঁড়ানো ভদ্রলোকের সাথে চোখাচোখি হল নয়নার। এই ভদ্রলোক কি নয়নারও কিছু? সামাজিক নিয়মে ও আইনতঃ নয়নার বেশ কিছু প্রাপ্য ছিল হয়ত এই মানুষের কাছে। নয়নাকে শান্তি দেবার কথা ছিল এই মানুষের। বন্ধুত্ব, সহৃদয়তা, ভালবাসা, ভরসা, ইত্যাদি, নয়নার সব রকম, দাবী ও আকাঙ্ক্ষা মেটানোর কথা ছিল এই মানুষেরই। এক কথায়, নয়না যে ব্যক্তির নির্ভরতার চাদর গায় দিয়ে স্বচ্ছন্দে জীবন অতিবাহিত করতে পারত, ইনি সেই ব্যক্তিই। কিন্তু, নয়নার বিচারে তো দুনিয়া চলেনা। এই মানুষ নয়নাকে সহ্য করতে পারেন না। এই সত্যের উপর নির্ভর করেই নয়নাকে বাঁচতে হবে। আজকাল নয়নার চোখ দুটো এই সমস্ত ভাবনায় গলে যায় না। তাই, বুঝি রক্ষা পেল।

কি হল? চল! অন্তর তাড়ায় নয়না নিজেকে ধাতস্থ করে এগিয়ে গেল। কিন্তু, নয়নাকে যিনি সহ্য করতে পারেন না, তিনি হঠাৎ এলেন কেন? মাঝখানে তিন চার বছরের মত কেটে গেছে, একবারও তো আসে নি। যাই হোক, নয়নার বাড়ীতে যদি ওঠে অরিন্দম, নয়না নয়নার মত করে অভ্যর্থনা করবে।

অন্তর অটোটা ছেড়ে দিতে হল। পুরন্দর গাড়ী ধার করে নিয়ে এসেছিল। সেই গাড়ীতেই সকলে উঠল। নয়না অবশ্য পুরন্দরের এই কাজের জন্য খুশী হল না। বলল, শুধু শুধু কেন কষ্ট করতে গেলে।

পুরন্দর লাজুক হেসে বলল, ম্যাডাম, আমি না হয়, আজ আপনাদের পৌঁছানোর দায়িত্বভার নিলাম।

গাড়ীতে বসে, নয়না ডিম্পিকে দেখিয়ে পুরন্দরকে বলল, এই মেয়েটা আমার কন্যা পুরন্দর, তারপর অরিন্দমের দিকে ইসারা করে বলল, ইনি আমার ছেলেমেয়ের পিতা। পুরন্দরকে দেখিয়ে ডিম্পি ও অরিন্দমকে এক সাথে বলল, এ হচ্ছে পুরন্দর শর্মা, আমার অফিসের বিশেষ একজন।

পুরন্দর হাত তুলে নমস্কার করে বলল, স্যার, পথে কোন কষ্ট হয়নি তো আপনাদের?

অরিন্দম বলল, না, পথে কষ্ট হয় নি, তবে এখানে কষ্ট হচ্ছে। বড় নোংরা হয়ে গেছে এই শহর।

তা হয়তো সত্যি স্যার। এই শহর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন মানে না। কোনও হাইজেনিক কোয়ালিটি নেই এই শহরের।

অরিন্দম একটা সিগারেট ধরাল। স্ত্রীকে দেখবার এক অদ্ভুত আকুলতা এবার অরিন্দমকে এখানে নিয়ে এসেছে। কিন্তু ভদ্রমহিলা এমন ব্যবহার করছেন কেন? যেন অরিন্দমকে চেনেই না।

ডিম্পিকে জড়িয়ে ধরে বসেছে নয়না। ডিম্পিকে একটু চেপে জিজ্ঞেস করল, তোর

না বন্ধুদের সাথে আসবার কথা ছিল! বলে, অরিন্দমের দিকে এক পলক চাইল নয়না। ডিম্পির সাথে যোগাযোগ করেই নিশ্চয় এক সাথে আসবার ব্যবস্থা করেছে অরিন্দম, সেটা কেন এই ভাব নিয়েই বোধ হয় নয়না চাইল অরিন্দমের দিকে।

চোখাচোখি হওয়ায়, নয়না দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল। অরিন্দম বলল, আমার আসা কি বারণ ছিল?

এই ছেলে কেমন আছিস? কথা বল।

অন্তু পুরন্দরের পাশে বসেছিল, বাবার কথা শুনে পেছনে ফিরে চাইল। লাজুক স্বরে বলল, কি বলব?

আমরা এসেছি খুশী হোস নি?

হ্যাঁ, খুশী হব না কেন?

তাহলে অমন করে মুখ লুকোচ্ছিস কেন?

পনের মিনিটের মধ্যেই বাড়ি পৌঁছে গেল নয়নারা। মালপত্র ওপরে তুলে দিয়ে পুরন্দর বিদায় চাইল। নয়না বলল, তুমি আমাদের জন্য এতটা করলে, আমাদের সাথে লাঞ্চ করে গেলে খুব ভাল লাগত পুরন্দর।

পুরন্দর বিব্রত ভাব নিয়ে জবাব দিল, আজ পারব না ম্যাডাম। আজ রোববার তো, বাড়ীতে খাব। আমার চাচাজী আমার জন্য অপেক্ষা করবেন।

তাহলে তো তোমাকে আর আটকানো যায় না ম্যাডাম। তবে নিমন্ত্রণটা তোলা রইল, আর একদিন আসতে হবে।

নিশ্চয় ম্যাডাম।

মুন্নির মা টেবিল সাজিয়ে রেখেছিল। অরিন্দম আর ডিম্পি, চান সেরে ফ্রেস হয়ে এল, সবাই মিলে খেতে বসা হল।

আহ মা! তোমার রান্নার ঘ্রাণ কত দিন পরে পেলাম? ডিম্পি বসতে বসতে আইটেমগুলো লক্ষ করে মন্তব্য করল। অরিন্দম একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল।

মা, কোনটা আগে খাব? ছোলে বাটুরে? না, পোলাও মাংস? নাকি, মাছের ঝোল ভাত?

তোর যেটা ভাল লাগে খা! তোর জন্যই তো সব বানিয়েছি। তুই অনেক দিন পর এলি যে মামনী।

মায়ের ছল ছল চোখ লক্ষ করে ডিম্পি বলল, আমি তো কিছু দিন থাকব মা, একদিন এত কিছু বানালে কেন?

খা না, তোর যা ভাল লাগে খা। ভাল না লাগে তো খাস না।

অন্তু চেয়ার সরিয়ে উঠে দাঁড়াল।

সবাই একসঙ্গে জিজ্ঞেস করল, কি হল?

অন্তু ভীষণ গম্ভীর স্বরে ঘোষণা করল। আমার খিদে নেই খাব না।

ওমা, খিদে নেই কেন? কি হয়েছে? নয়না উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল।

তুমি তো শুধু ডিম্পির জন্য রান্না করেছ আজ।

কি ছেলে রে বাবা? এত হিসেব করবি? এতদিন পর তোর দিদি এল। ওর পছন্দের কিছু বানাব না?

সবই তো ওর পছন্দের মা।

নয়না কৃত্রিম রাগ নিয়ে অন্তুর কানটা সামান্য টেনে বলল, তুই এসব খাস না? না, পছন্দ করিস না?

তুই এত জেলাস কবে থেকে হয়েছিস রে অন্তু? ডিম্পি চেপে ধরল।

অন্তু গাম্ভীর্য ভেঙ্গে হাসতে শুরু করলে, নয়না আলতো চাঁটা মেরে বলল, হিংসুটে ছেলে, খেতে বোস!

অরিন্দম নিঃশব্দে খাচ্ছিল। অনেকদিন পর পরিবারের সবার সাথে খাচ্ছে, খুব ভাল লাগছিল অরিন্দমের।

নয়না ডিম্পি অন্তুকে মাছের ঝোল দিয়ে, অরিন্দমের পাতেও মাছ দিয়ে দিল।

আমি অনাগত অতিথি নয়না, আমার কো যত্নের প্রয়োজন নেই।

কথাটা নয়নার লাগল। নয়না কি যত্ন ও সে া করতে জানে না? কিন্তু নয়নার সেবা, যে পছন্দ করে না, তাকে তো জোর করে সেবা করতে পারে না। অভিমান চেপে সরে গেল নয়না।

অন্তু মাছ শেষ করে পোলাও মাংস নিল। ডিম্পি বটুরে আর ছোলে নিল।

নয়না ডিম্পিকে বলল, মাছ খেয়েছিস, এখন একটু পোলাও মাংস খেয়ে নে? আবার এসব নিচ্ছিস কেন?

মাংস খাব না মা? তোমার ছোলে অনেক দিন পর খাচ্ছি। খুব ভাল লাগছে। আমি এটাই খাব।

তোদের যেমন ইচ্ছে খা, বলে অরিন্দমের পাতের দিকে লক্ষ করল নয়না। পোলাও শেষ হয়ে গেছে, শুধু মাংস রয়েছে প্লেটে দেখে, নয়না একটু পোলাও দিয়ে দিল পাতে।

আহা, যা লাগবে নিয়ে নেব আমি।

পরে আর একবার নিও।

তোদের মা কি খাবেন না? বসে গেলেই পারেন? আমাদের যা লাগবে আমরা নিয়ে নিতে পারব। ডিম্পি অন্তুর দিকে চেয়ে বলল অরিন্দম। নয়নাকেই বলতে চেয়েছিল কথাটা, কিন্তু, কেমন যেন বাঁধ বাঁধ লাগল।

তাই তো মা, তুমি বসছ না কেন? আমরা কি কোন বাইরের লোক?

বাইরেব লোক না হলে কি হয়েছে। অনেকদিন পর এলি তোরা? তোরা শব্দটা মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল অরিন্দম আড় চোখে চেয়ে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল।

ডিম্পি উঠে নয়নার হাত ধরে বসিয়ে দিল। সবাই এক সঙ্গে খাব মা। তুমি বোস।

খাব রে বাবা অমন করছিস কেন? মুন্নির মাকে দিয়ে নিই।

পুরন্দর ঘরে পৌঁছে গাড়ী থেকে নামতে গিয়ে দেখল, গাড়ীতে ম্যাডামের হাত ব্যাগটা রয়েছে। সেটা ফেরত দিয়ে আবার এসেছে। সবাই ডাইনিং রুমে শুনে, পুরন্দরও সোজা

ডাইনিং রুমে চলে এল। সবাই খাওয়ায় মনোনিবেশ করায় পুরন্দরের ওপর কারো দৃষ্টি পড়েনি। পুরন্দর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, নিঃশব্দে এক সুখী পরিবারের ছবি প্রত্যক্ষ করছিল। গতকালের কথা স্মরণ করল পুরন্দর। গতকাল কি ভয়ংকর মানসিক অশান্তিতে আক্রান্ত হয়েছিলেন ম্যাডাম। ঠিক, এই সময়টাতে বুঝি, সেই জঙ্গী নেতার মুখোমুখি হয়েছিলেন ম্যাডাম। যদি সত্যি সত্যিই কাল কিছু হয়ে যেত ম্যাডামের, তাহলে আজকের এই পারিবারিক মিলনের সুখচ্ছবিটা প্রত্যক্ষ করা সম্ভব হত না। পুরন্দরের আশ্চর্য লাগছে এই ভেবে যে, গতকালের সব অশান্তি ও অস্থিরতা ভুলে আজ কি সজীব ও সপ্রতিভ হয়ে উঠেছেন ম্যাডাম। এটাও একটা ভীষণ ক্ষমতা ম্যাডামের। আজ তো দুঃখ ধরে রাখবার কোন প্রয়োজন নেই, তাই সব কষ্টকে মুছে আজ সতেজ হয়ে উঠেছেন।

নয়নারা কেউ পুরন্দরকে লক্ষ্য করছে না দেখে, মুন্নির মা পুরন্দরের উপস্থিতির কথা জানিয়ে দিল। ম্যাডাম, দাদাবাবু এসে দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

আরে তুমি? এভাবে চুপচাপ দাঁড়িয়েছিলে কেন? কিছু তো বলতে?

আপনাদের দেখছিলাম ম্যাডাম। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একটা সুখী পরিবারকে লক্ষ্য করছিলাম।

এসেছ যখন খেয়েই যাও পুরন্দর।

না ম্যাডাম, আপনার হ্যান্ড ব্যাগ গাড়িয়ে ছিল, সেটা দিতেই এলাম। হয়ত, কোন কারণে এই ব্যাগের প্রয়োজন হতে পারে ভেবে, এখনই আবার এলাম।

নয়না জোর করে দু'পিস মাংস আর একটু পোলাও দিল।

পুরন্দর টেস্ট করবার জন্য শুধু এক টুকরো মাংস খেয়ে চলে গেল।

অরিন্দম খেতে খেতে আড় চোখে নয়নাকে লক্ষ্য করছিল। অরিন্দমের জন্য কোন উৎসাহ বা সাড়া লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। অরিন্দমের ব্যাপারে খুব নির্লিপ্ত মনে হচ্ছে।

অরিন্দম অনেক দিন পর তৃপ্তি করে বিভিন্ন রকমের স্বাদিষ্ট ব্যঞ্জন সহযোগে খাচ্ছে যদিও, সঙ্গে স্ত্রীর হাসি মুখটা দেখতে পেলে আরো তুষ্ট হত অরিন্দম।

তোদের মায়ের রান্নার সঙ্গে কিন্তু আর কারো তুলনা করা চলে না। অরিন্দম, আর একবার চেষ্টা করল নয়নাকে নিজের দিকে আকর্ষিত করতে।

বাবা, মাকে তারিফ করে কোন লাভ নেই। মা, কারো প্রশংসা চায় না। অন্তু আড়চোখে মায়ের দিকে চেয়ে বলল।

আমি প্রশংসা করলাম কোথায়, যেটা সত্য সেটাই বললাম।

মুন্নির মাকে বেড়ে দিয়ে নয়না নিজেরটা নিয়ে বসল। সামান্য ভাত আর মাছের ঝোল নিল নয়না। বেশী পরিশ্রম করলে খেতে ইচ্ছে করে না নয়নার। অরিন্দম সেটা লক্ষ্য করে মন্তব্য করল, তোদের মায়ের কি ডায়েট কন্ট্রোল চলছে?

আচ্ছা, বাবা, তুমি হঠাৎ মায়ের পেছনে পড়েছ কেন বলতো?

ডিম্পির কথায় লাজুক হাসি নিয়ে নয়নার দিকে চাইল অরিন্দম। নয়নার কোন প্রতিক্রিয়া হলো না। নয়নার মাথায় তখন অন্য চিন্তা ঘুরছিল। অতিরিক্ত অতিথি যদি আজ নয়নার বাড়ীতে থাকে, তাহলে অতিরিক্ত ব্যবস্থা কিছু করতে হবে নয়নাকে। কিন্তু, অরিন্দম সত্যি

কি থাকবে এখানে? জব্বলপুরে নয়না যখন ছোট দুই বাচ্চা নিয়ে একা থাকত, তখন দু-একবার এলেও, নয়নার ঘরে থাকে নি কখনো অরিন্দম। বাচ্চা দুটোকে দেখে হোটেলে চলে যেত। অরিন্দমের এই ব্যবস্থাটা খুব খারাপ লাগত নয়নার।

একসময় খুব কষ্ট পেয়েছিল নয়না অরিন্দমের সেই ব্যবহারে। কিন্তু আজ, অরিন্দম নয়নার ঘরে না থাকলে, নয়নার কিছু এসে যাবে না। অবশ্য থাকলেও নয়না কিছু মনে করবে না। নয়না, নয়নার সাধ্য অনুযায়ী আতিথেয়তা করবে। হয়ত নয়না বৃথাই এত চিন্তা করছে। বিকেলেই হয়ত প্রিয়ব্রতদার বাড়ীতে চলে যাবে, কিংবা, আগামীকাল, আসল বাড়ী শিলিগুড়িতে চলে যাবে অরিন্দম। সেখানে মা বাবা না থাকলেও, অন্য আত্মীয় স্বজনেরা তো রয়েছেন? বহুদিন পর নিজের দেশে এসেছে অরিন্দম, নিশ্চয় সবার সাথে দেখা সাক্ষাৎ করবে।

খাওয়া দাওয়ার পর টেবিল ঠিক করে এসে নয়না দেখল, ডিম্পি অন্তু, ডিম্পির বিছানায় বসে গল্প করছে, অরিন্দম, আরাম কেদারায় গা এলিয়ে দিয়ে দোল খেতে খেতে সিগারেট খাচ্ছে।

নয়না, অন্তুর বিছানাটা দেখিয়ে দিয়ে অরিন্দমকে বলল, তুমি এখানে শুয়ে বিশ্রাম নিতে পার।

অরিন্দম জবাব দিল, আমার মত অতিথি কোন বিশেষ আতিথেয়তা আশা করে না।

আমি কাউকে বিশেষ অতিথির মর্যাদা দিই না। আমার কাছে সব অতিথি সমান।

এত কঠিন স্বরে না বলে, কথাটা ঠাট্টার ঢঙেও তো বলতে পারত নয়না! অরিন্দমের খারাপ লাগল।

নয়না কথাটা বলে আর দাঁড়াল না। ভীষণ অবসন্ন লাগছিল নয়নার। এখন একটু ঘুমোবে নয়না। গত দু'দিনের ঝড় ঝাপটা, অশান্তি, আজকের এই আনন্দানুভূতি, সব মিলে মিশে, এই মুহূর্তে নয়নাকে কেমন করে যেন নিস্তব্জ করে ফেলেছে। আজ নিদ্রাদেবী অতি স্বচ্ছন্দে নয়নার ওপর ভর করল। বহুদিন পর সহজ স্বাভাবিক নেশায় আচ্ছন্ন হল নয়না।

ডিম্পি অন্তুও গল্প করতে করতে ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘুম আসছিল না অরিন্দমের। চিত হয়ে শুয়ে চিন্তা করছিল অরিন্দম। অরিন্দম যে কামরায় শুয়ে রয়েছে, সেই কামরার অন্য বিছানায়, ডিম্পি অন্তু ঘুমোচ্ছে, পাশের কামরায় অরিন্দমের স্ত্রী, হয়ত তিনিও ঘুমোচ্ছেন। সামনে, ডাইনিং রুম সংলগ্ন ড্রয়িং রুম, অর্থাৎ বৈঠকখানা ও রন্ধনশালা। সব মিলিয়ে এই ঘর একটি সম্পূর্ণ ঘর। আজ এই ঘরে সব সদস্যরা, এক সঙ্গে উপস্থিত হয়ে, এই ঘরকে একটি সম্পূর্ণ ঘরের মর্যাদা দিয়েছে। এই সদস্যরা অরিন্দমের পরিবারের সদস্য। তবুও এই ঘরের ওপর অরিন্দমের কোন দাবী থাকতে পারে না। কারণ, এই গৃহ, এই গৃহের প্রতিটি খুঁটিনাটি বস্তু আর একজনের হাতে গড়া। কেউ যদি জিজ্ঞেস করে এই ঘর কার? এই ঘরের মালিক কে? তাহলে স্বাভাবিক ভাবেই উত্তর বলতে গিয়ে কেউ অরিন্দমের নাম বলবে না। কারণ, এই ঘর নয়না নামের এক মহিলার ঘর। অথচ, নিয়ম অনুসারে এই পরিবার-যে ঘরে বাস করবে, সেই ঘরের মালিকের নাম, অরিন্দম ঘোষ হওয়া উচিত ছিল। অন্যদিকে

অরিন্দমের বাংলো কত বিশাল। প্রচুর কামরার, আনাচে কানাচে অজস্র আসবাব পত্র ও অন্যান্য জিনীষের সহিত মিশে রয়েছে এক বিরাট অসম্পূর্ণতা। চুপচাপ শুয়ে থাকতে ভাল লাগছিল না অরিন্দমের। উঠে নয়নার কামরায় চলে এল অরিন্দম। ছোট একটি পরিচ্ছন্ন কামরা। সামান্য আসবাব পত্র দিয়ে সজ্জিত হলেও, কামরাটির শ্রী অপূর্ব মনে হলো অরিন্দমের। একপাশে ড্রেসিং টেবিল, একটা ছোট পড়ার টেবিল ও চেয়ার, দেয়াল সংলগ্ন ওয়ার্ডরোব, আর এক পাশে শুভ্র চাদরে আবৃত শয্যা। সেই শয্যায় যিনি গভীর নিদ্রায় মগ্ন, তিনি অরিন্দম ঘোষের স্ত্রী।

এই মহিলার শরীরে অদ্ভুত একটা গন্ধ আছে, মনে, ছিল। বহু দিন হল, সেই ঘ্রাণ অনুভব করেনি অরিন্দম। অরিন্দমের নাসিকা খুব সজাগ হল। পায়ে পায়ে নয়নার শয্যার দিকে এগিয়ে গেল অরিন্দম। অগুনতী অশান্ত স্রোতের ধারা বিকৃত রূপে তরঙ্গায়িত হয়ে, গতকাল পর্যন্ত যে নয়নাকে নাস্তানাবুদ করেছিল, সেই নয়না আজ পরম নিশ্চিন্তে, সমস্ত মুখমন্ডলে এক অদ্ভুত শান্তির প্রলেপ মেখে অচেতন হয়ে পড়েছিল। অরিন্দম এই নয়নাকে বুঝি কখনো প্রত্যক্ষ করেনি। অরন্দিম ঝুঁকল। এই প্রথম, ভীষণ আন্তরিক এক আকুলতা নিয়ে স্ত্রীকে দেখতে শুরু করল। কিন্তু, সেই সুন্দর মিষ্টি ঘ্রাণ কোথায়? অরিন্দম খুঁজে পাচ্ছে না তো! না, এ ঘ্রাণ সে ঘ্রাণ নয়? অরিন্দম নিজের মনে মনে বলল। এই চেহারা কি কৃত্রিম কোন উপায়ে শাণিত করা হয়েছে? এত ধারলো মনে হচ্ছে কেন? আসলে সমগ্র মুখমণ্ডল অন্য কোন রূপের দ্বারা আবৃত হয়েছে বোধহয়। নির্ভয় বা নিডর নামোক কোন তীব্র জ্যোতি বিচ্ছুরিত হচ্ছে যেন ঘুমন্ত নয়নার মুখবলয় থেকে। না, না, অরিন্দম এই নয়নাকে চেনে না। এক অটুট ব্যক্তিত্বময়ী শুয়ে রয়েছে, অরিন্দমের স্ত্রীর বেশে। এক অদ্ভুত শক্তি মূর্ত হয়ে ফুটে রয়েছে এই রমনীর ঘুমন্ত মূর্তির মধ্যে। অরিন্দম নামের ব্যক্তিত্ব এই শক্তির কাছে হেরে যাবে। মুখচ্ছবি পড়তে পড়তে, অরিন্দমের দৃষ্টি এক জায়গায় এসে থেমে গেল। এই রমনীর ওষ্ঠদ্বয় খুব আকর্ষণীয়, ভেরি আপলিং লিপ্স। অরিন্দমের শরীর ও মন উত্তেজিত হল। এই নারীর আসল পরিচয় যখন অরিন্দম ঘোষের স্ত্রী, তখন অরিন্দমের অধিকারে কোন বাধা থাকতে যাবে কেন? এই রমনীর প্রতি অরিন্দমের অধিকার অক্ষুন্ন আছে।

নিজের তৃষিত ওষ্ঠদ্বয় অবনমিত করল অরিন্দম। কিন্তু, ঠিক স্পর্শ করবার আগেই অরিন্দম নিজের গতি সংবরণ করতে বাধ্য হল। ঘুমন্ত মানুষকে স্পর্শ করে ইন্দ্রিয় সুখ গ্রহণ করা উচিত নয়। তৃষ্ণাকে আয়ত্তে এনে নিজের বিছানায় ফিরে এল অরিন্দম।

সন্ধ্যেবেলা অন্তুকে নিয়ে বাইরে গেল অরিন্দম। ঘণ্টা খানেক বাদে এক গাদা বাজার নিয়ে ফিরতে দেখে অবাক হল নয়না। নয়না মনে করেছিল অরিন্দম বোধহয় দাদা প্রিয়ব্রতের বাড়ীতে গেছে। তা না যাক, কিন্তু, এত বাজার কি হবে? তিন রকম মাছ, এলাহি সব্জি, ফল মিষ্টি কি আনেনি অরিন্দম?

নয়না বিস্মিত হয়ে বলল, এত বাজার কিসের?

অরিন্দমের বাজারকে কেন্দ্র করে হলেও নয়না অরিন্দমের সাথে সরাসরি কথা বলল, তাই খুশী হল অরিন্দম।

বলল, বাজার কেন করে মানুষ? খাবার জন্যই তো? আমিও সেই জন্যেই করেছি।

কিন্তু তাই বলে এত? তুমি মনে করেছ তুমি বাজার না করলে আমি তোমাকে খেতে দেব না?

এবারের কথাটা ভাল লাগল না অরিন্দমের। তাই রেগে গিয়ে বলল, আই নো ইউ আর এ্যা বিগ পার্সন নাউ। ইউ ক্যান এফোর্ড মেনী থিঙ্ক। কিন্তু, তাই বলে আমি আমার ছেলে মেয়ের জন্য কিছু আনতে পারব না? খরচ করতে পারব না?

অরিন্দমের রাগত স্বর শুনে নয়না শান্ত হয়ে গেল। বলল, ঠাট্টা করলাম আমি। তুমি খরচ করবে না কেন! তোমার ছেলে মেয়ের জন্য যত খুশী খরচ করতে পার তুমি।

মা জান, বাবা না এত বড় একটা ইলিশ মাছ এনেছে। অন্তু দু'হাত প্রসারিত করে মাছের আকারটা দেখাল।

পয়সা থাকলেও কেউ একদিনে এত বাজার করে না। এত জিনিষ রাখবে কোথায় নয়না? একটাই তো ফ্রিজ নয়নার। তার ওপর কাটা বাছা আজকাল এসব ভাল লাগে না নয়নার।

তুমি কি জানতে না এখানে নিত্যদিন বাজার বসে? এখানে একদিনে এত বাজার কেউ করে না।

তোমার এত লাগছে কেন শুনি? হোয়াট হার্মস ইউ?

জিনিষ নষ্ট হবে বলেই বললাম।

ডিম্পি কফি বানিয়ে এনেছে সবার জন্য। মা ও বাবার কথাবার্তা শুনে বলল, তোমরা কি জন্য ঝগড়া করছ? ঝগড়া বাদ দিয়ে কফি খাও।

নয়ন বলল, ঝগড়া নয় রে, তোর বাবা কিছু বোঝে না। এত বাজার এনেছে আমি রাখব কোথায়?

তোমাকে কিস্যু করতে হবে না, সব আমি ম্যানেজ করব, হল!

অরিন্দম ক্রমশঃ রেগে যাচ্ছে দেখে নয়না আর কথা বাড়াল না। কফি নিয়ে অন্য কামরায় চলে এলো। নয়নার রাগ করাটা স্বাভাবিক হলেও, রাগ দেখানো উচিত হয়নি। কারণ, অরিন্দম ও নয়নার সম্পর্ক তো স্বাভাবিক স্বামী স্ত্রীর মত নয়। যে অরিন্দম নয়নার বাড়িতে কখনো আসেনি, সেই অরিন্দম নয়নার বাড়ীতে এসেছে। তাই, নয়নার উচিত অরিন্দমের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করা। নয়নার কোনভাবেই উচিত নয়, অরিন্দমের সাথে অভদ্র ব্যবহার করা। অরিন্দম হয়ত ঠিক বুঝতে পারেনি, তাই বাজারটা ঠিক ঠিক মতন হয়নি। সবাই তো নয়নার মত হিসেব করে চলতে জানে না। নয়না ঠিক করল, পাশের বাড়ীতে কিছু, মুন্নির মাকে কিছু, এইভাবে অরিন্দমের আনা বাজারের সৎকার করবে।

অরিন্দমের আনা মিষ্টি ও কেক খেল সবাই। অরিন্দম গোমড়া মুখে বসেছেল। অরিন্দমকে খুশী করবার জন্য নয়নাও কিছু খেল। সন্ধ্যে পর্যন্ত হাসি ঠাট্টাও নানা রকম আলোচনা হল। ডিম্পি ওর কলেজের কথা বলল, অরিন্দম নিজের এলাকার কিছু খবর দিল। অন্তু কয়েকটা জোকস বলে সবাইকে হসাল।

নয়না সবার কথা উপভোগ করছিল যদিও, কিন্তু নিজের কিছু পেশ করেনি। সেটা লক্ষ্য করে অরিন্দম বলল, তোর মা কি আজকাল মুখে লাগাম লাগিয়েছে? কিছু বলছে না কেন?

বাবা, মা কি বলবে? মায়ের অবস্থা কি সাংঘাতিক জাননা তো?

অন্তুর কথায় ডিম্পি আর অরিন্দম দু'জনে একসঙ্গে বলল, কেন? কি হয়েছে?

অন্তু কথাটা বলেই বুঝতে পেরেছে, অন্তুর দ্বারা এই ফাঁস হওয়াটাকে মা কখনো সমর্থন করবে না। তাই ভয়ার্ত নেত্রে মায়ের দিকে চাইল।

অন্তুর কাছ থেকে উত্তর না পেয়ে ডিম্পি উৎকণ্ঠা নিয়ে নয়নাকে জিজ্ঞেস করল, কি হয়েছে মা?

গত দু'দিন নয়নার ওপর দিয়ে যা ঝড় বয়ে গেছে, সেগুলো সত্যিই খুব সাংঘাতিক হলেও, নয়না লুকোবে কেন? নয়না বা অন্তু না জানলেও কারো দ্বারা নিশ্চয় প্রকাশিত হয়ে যাবে কথাটা। নয়নার ভাগ্য নয়নাকে বিধ্বস্ত করেছে, নয়নার কোথাও দোষ ছিল না। কাজেই গোপন করবার প্রশ্ন আসে না। বিশেষ করে অরিন্দম ও ডিম্পির কাছে।

যা হয়েছে সেটা তো বলবে তোমরা? এবার অরিন্দম উদ্রেক নিয়ে জিজ্ঞাসা করল।

অন্তু মায়ের মুখের দিকে চাইল। অন্তুর ফ্যাকাশে চেহারাটা দেখে নয়নার খুব মায়া হল। বলল, তুই বল না অন্তু, তুই যখন শুরু করেছিস তুইই বল! ভয় পাবার কিছু নেই।

নয়নার কাছ থেকে নির্ভয় হবার উৎসাহ পেয়ে অন্তু বলল, মা, আসলে আজকের পত্রিকায় কারখানা পুড়ে যাবার কথাটা বেরিয়েছে কিনা, সেজন্যেই, তা না হলে আমার মনে ছিল না।

আহা পত্রিকায় দিক, না দিক, যা হয়েছিল বল ওদের। নয়না উঠে অন্য কামারায় চলে গেল।

একটু পরে মুন্নির মা এল। নয়না হাতে স্বর্গ পেল। তা না হলে এই এলাহি বাজার গুছিয়ে, কোথায় রাখবে ভেবে পাচ্ছিল না নয়না। মুন্নির মায়ের আসবার কথা ছিল না। তা সত্বেও এসেছে দেখে নয়না খুশী প্রকাশ করল। মুন্নির মা বলল, ম্যাডাম, যদি প্রয়োজন হয়, সেইজন্যেই এসেছিলাম।

খুব ভাল করেছ মুন্নির মা! নাও, এই জিনিষগুলো সামলাও এখন। তোমার সাহেবের মাথা খারাপ হয়েছে, এত গুষ্টির বাজার নিয়ে এসেছেন।

ম্যাডাম মাথা খারাপ হবে কেন? আপনাদের জন্যই এনেছেন। আপনি চিন্তা করবেন না আমি সব গুছিয়ে রাখছি। মুন্নির মা সব কাজ শেষ করে যাবার পর নয়না তিনজনের মাঝে এসে বসল। ডিম্পি বা ডিম্পির বাবা যদি গত দুদিনের ঘটনা নিয়ে কিছু বলতে চায়, তবে বলবে। নয়না শুনবে। অরিন্দম কিছুই বলল না, টি. ভি. দেখছিল, সে কাজেই ব্যস্ত রইল। ডিম্পি চোখ বড় বড় করে মায়ের দিকে চাইল। নয়না যেন খেয়াল করেনি এই ভাব করে বসে রইল।

মা, তোমার ভয় করে না মা?

কেনরে ডিম্পি, ভয় করবে কেন?

আবার বলছ ভয় করবে কেন? এত সবের পরেও তুমি আবার নতুন করে কারখানা তৈরী করবার সিদ্ধান্ত নিয়েছ?

অরিন্দম বুঝি নয়নার এই সমস্ত ব্যাপারে নির্লিপ্ত থাকতেই চেয়েছে, তাই টি. ভি.-র দিকে বেশী মনোযোগ দেবার চেষ্টা করছে।

অরিন্দমের সামনে কিছু বলতে চাইল না নয়না। ডিম্পিকে পরে বুঝিয়ে বলা যাবে, নয়নার পরিকল্পনা।

তাই বলল, এখন সব থাক ডিম্পি। আমার অন্য কিছু কথা বলি। তোর বম্বের কথা বল?

এই ডিম্পি আয় রামী খেলব। চারজন আছি আমরা, রামি জমবে ভাল। বাবা, এস রামি খেলব! অন্তু কার্ড নিয়ে এল।

অরিন্দম উঠে বলল, আমি রান্নঘরে যাচ্ছি। এখন খেলব না।

রান্না ঘরে কি করবে?

রান্না করব।

ডিম্পি হাসতে শুরু করল, বলল, তুমি কি রান্না করবে বাবা?

নয়নাও চোখ বড় করে চাইল। রান্নার কোন দরকার নেই। নয়না রান্না করে রেখেছে। ডাল, পনিরের তরকারী, মাছের ছোল। খাবার একটু আগে মাছ ভাজা করে নেবে, আর ভাতটা করে নেবে। অরিন্দম নয়নাকে কিছু বলবার সুযোগ না দিয়ে সোজা রান্না ঘরে চলে গেল।

একটু পরে রান্না ঘর থেকে চেঁচিয়ে ডিম্পিকে ডাকল।

ডিম্পি দৌড়ে গেলে অরিন্দম বলল, সরষে কোথায় তোর মাকে জিজ্ঞেস কর।

ডিম্পি মায়ের কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, মা সরষে কোথায়?

নয়না কপাল কুঞ্চিত করে বলল, সরষে দিয়ে কি হবে?

জানি না, ইট ইজ ফাদার্স হুকুম।

নয়না উঠে গিয়ে রান্নাঘরে গিয়ে দেখল, অরিন্দম কয়েক টুকরো মাছ নিয়ে ধুচ্ছে। নয়না জিজ্ঞেস করল সরষে দিয়ে কি হবে?

বাটব। ইলিশ ভাতে রাঁধব।

আজ আর রান্নার দরকার নেই। আমি সকালেই রান্না করে রেখেছি।

আমি আজ এখনই রাঁধব।

তাহলে আগে বললেই পারতে, মুন্নির মা সব তৈরী করে দিয়ে যেত।

ড্যাম ইউর মুন্নির মা। মুন্নির মা তো তোমার লোক!

এই কথায় নয়নারও রাগ হল। নয়নাতো কোন খারাপ কথা বলেনি! বলল, ওসব বাজে কথা রাখ। আজ রান্না করতে হবে না, কাল আমি রান্না করে দেব।

সরষে দেবে? নাকি দোকান থেকে আনতে হবে?

আশ্চর্য! কেন যে অরিন্দম হঠাৎ জেদ করছে বুঝতে পারছে না নয়না। রাগ চেপে বলল, তার মানে আমাকে দিয়ে এখন রান্না করাবেই?

নো নো, নেভার আমার কি সে ভাগ্য? বৌ রান্না করবে, আমি খাব?

নয়না অবাক হল। হঠাৎ এভাবে বিকৃত সুরে কথা বলছে কেন অরিন্দম। অরিন্দমের বৌ নয়না, এক সময় অরিন্দমের ঘরে নিয়মিত রেঁধেছে। কিন্তু, দু'জনে স্বামী-স্ত্রী হলেও, এখন আলাদা বাস করে, অরিন্দম নয়নার রান্না আশা করবে কেন? বৌয়ের রান্না খাবার সৌভাগ্য অরিন্দমের নেই বলে শোনাবে কেন?

নয়না কষ্ট চেপে বলল, যা করবার করছি আমি, তুমি যাও।

না ম্যাডাম, আমি কারো দয়া চাই না।

এ ধরনের কথা নয়না পছন্দ করে না। প্রচুর রান্না করেছে বলেই নয়না রান্না করতে চাইছে না। অরিন্দম যখন জেদ ধরেছে, তখন রান্না করবে। নয়না মিক্সিতে সরসে আর কাঁচা লঙ্কা ঢেলে পিশতে শুরু করল। কিন্তু, তা সত্ত্বেও অরিন্দম রান্না ঘর থেকে গেল না। গ্যাস জ্বালিয়ে কড়া বসিয়ে দিল। কড়া গরম না হতেই, এক গাদা তেল ঢালা হল, খুন্তিটা দু'বার মাটিতে ফেলা হল।

নয়না ধৈর্য নিয়ে বলল, এভাবে কাজ করবার কোন মানে হয় না। তুমি যাও।

তখন থেকে যাও যাও করছ কেন বলত? কি ভেবেছ তুমি নিজেকে।

বাহঃ সব দোষ নয়নারই? নয়নার ওপরই চোটপাট দেখানো হচ্ছে?

হঠাৎ ভীষণ অভিমান হল, কি করেছে নয়না! সব কিছু ছেড়ে এত দূরে এসে একলা বাস করছে, তা সত্ত্বেও অরিন্দম এমন করবে কেন? অরিন্দম নয়নার স্বামী তাই কি? কান্না পেয়ে গেল নয়নার।

ওহ, কড়াতে তেল ঢালাটা বোধহয় উচিত হয়নি, তাই না। আনাড়ী হাতে অরিন্দম সেই তেল আবার পাত্রে ঢেলে রাখল। এখানে কি সরষে দেব? হলুদও দিতে হবে তাই না? হলুদের কৌটো খুঁজে না পেয়ে নয়নাকে জিজ্ঞেস করল, হলুদ কোথায়? নয়না কোন জবাব দিচ্ছে না দেখে, অরিন্দম আবার উষ্ণ স্বরে বলল, তোমাকে জিজ্ঞেস করছি আমি।

আমি জানি না, কিছু জানি না। কথাটা বলতে গিয়ে কান্না চাপতে গিয়েও ফুঁপিয়ে উঠল নয়না। তারপর, মিক্সি থেকে সরষে বার করে চলে আসতে চাইল।

নয়নার আকস্মিক পরিবর্তন লক্ষ্য করে অরিন্দম বলল, স্যরি নয়না, ইলিশ খেতে ইচ্ছে করেছিল ঠিক, কিন্তু, তোমাকে কষ্ট দিতে চাই নি আমি। রেখে দিচ্ছি নয়না। কাল তুমি রেঁধে দিও।

অরিন্দমের কথায় নয়ানার অভিমান আরো তীব্র হল। নয়না আজ কতখানি ক্লান্ত ও অবসন্ন সেটা নয়না জানে। সকাল থেকে নয়না খেটেছে শুধু ডিম্পি আসবার আনন্দে, এখন শরীর সায় দিচ্ছিল না বলেই, আজ রান্না করবে না বলেছিল নয়না। অসময়ে সহানুভূতি

দেখালে তো কোন লাভ হয় না। নয়নার অভিমান এখন জেদে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। এখন শরীরের যত কষ্টই হোক, নয়না অনেক কিছু করতে পারবে, শুধু ইলিশ ভাতে কেন, নয়না এখন কুড়ি জনের রান্নাও রাঁধতে পারবে।

একটা অদ্ভুত দৃষ্টি নিয়ে কিছুক্ষণ অরিন্দমকে প্রত্যক্ষ করে গ্যাস জ্বালিয়ে শুরু করে দিল নয়না।

অরিন্দমের মধ্যে কি কোন পরিবর্তন এসেছে? এবার কি এখানে থাকবার উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছে অরিন্দম? জব্বলপুরে যখন অরিন্দম আসত, তখন তো এমন করত না, দায় সারা ভাবে ডিম্পি অন্তুর সাথে দেখা করে চলে যেত। এবার কি নয়নার সাথে স্বাভাবিক হবার ইচ্ছে নিয়ে এসেছে অরিন্দম? পরিবারের সকলের সাথে আবার আন্তরিক সম্পর্ক গড়তে চাইছে? রান্না করতে করতে নয়না এসবই চিন্তা করছিল।

রান্না শেষ হতেই, অরিন্দম টেবিল সাজিয়ে, ডিম্পি অন্তুকে ডাকল, ডটার এন্ড সন্, প্লিজ কম, ইউর ডিনার ইজ রেডি। নয়না মনে মনে ভাবল, নিশ্চয় খিদে পেয়েছে, নতুবা ইলিশের গন্ধে খিদেটা চাড়া দিয়ে উঠেছে অরিন্দমের।

বাবা, এখন খাব না, ডিম্পি অন্তু দু'জনেই আপত্তি করল।

তাড়াতাড়ি নয়, ইট ইজ নাইন থার্টি নাউ। রাইট টাইম ফর ডিনার।

তবুও বাবা, এখন খেতে ইচ্ছে করছে না।

কি আশ্চর্য, ইলিশের গন্ধে চারদিক মৌ মৌ করছে, তবুও তোরা খাবি না? তোরা বড্ড বেরসিক হয়েছিস।

নয়না বুঝল, মাছের গন্ধেই অরিন্দমের খিদে পেয়েছে বেশী। তাই, ছেলেমেয়েকে বলল, সামান্য যা খাবি খেয়ে নে। খাওয়ার পাট চুকে যাবে। ডিম্পি আর অন্তু অনিচ্ছা সত্বেও উঠে এল। অন্তু সামান্য ভাত আর সর্ষে বাটার ঝোল নিল। ডিম্পি ডাল আর মাছ ভাজা. অরিন্দম মাছের ডিম ভাজা আর ডাল দিয়ে আর্ধেক ভাত খেয়ে নিল। ডিম্পি দুপুরবেলা মাংস খায়নি, তাই নয়না মাংস গরম করছিল। ডিম্পিকে বলল, একটু নিতে। ডিম্পি আপত্তি করল। বলল, বেশী হয়ে যাবে। মিষ্টি খেয়েছি একটু আগে।

থাক তাহলে, কাল সব ফেলতে হবে।

অরিন্দম দু'পিস মাছ খেয়ে ঢেকুর তুলল। তারপর মাংসের বাটিটা নিজের দিকে টেনে নিল।

বাবা তুমি এখন আবার মাংস খাবে? ডিম্পি আঁতকে উঠল।

সবটা না, তুইও খা না!

ডিম্পি এক পিস মাংস নিয়ে বলল, টেষ্ট করবার জন্য নিলাম। মায়ের হাতের মাংস অনেক দিন খাইনি কিনা।

অন্তু তুই? অরিন্দম মাংসের বাটিটা ছেলের দিকে বাড়িয়ে দিল। অন্তু আপত্তি করল। আমি রাক্ষস নই বাবা। অলরেডি পেট ওভার হয়ে গেছে।

তাহলে আমি শেষ করে দিচ্ছি। তা না হলে তোদের মায়ের আবার পয়সা নষ্ট হবে।

নয়না মাছের ঝোল দিয়ে সামান্য ভাত নিয়েছিল। অরিন্দম বলল, তোদের মা তো ইলিশ মাছ পছন্দ করতেন? এখন খান না?

অন্তু বলল, খান তো, এখনো পছন্দ করেন।

তাহলে? বলে নয়নার দিকে চাইল অরিন্দম। তারপর, ইলিশের বাটি থেকে এক টুকরো মাছ তুলে নয়নার পাতে দিল।

এসব কি? খুব রেগে গেল নয়না। নয়নার পছন্দ করা মাছ নয়নার পাতে দিয়ে কি নয়নাকে খুশী করতে চাইছে? এখন এসবে খুশী হবার কোন আগ্রহ নেই নয়নার। বুকের ভেতরের ক্ষতটায় ঢাকনা দিয়ে রাখলেও ভোলা যায় না? নয়না নিজের মধ্যে কোন খুঁত রাখতে চায় না বলেই অরিন্দমের সাথে ভাল ব্যবহার করছে, তা না হলে এত বছরের অবহেলা ও লাঞ্ছনার পরও নয়না কেন কোন কিছুর আশা করতে যাবে? নয়না এখন অনেক দূরে সরে এসেছে। রান্না নিয়ে যা করল অরিন্দম, অরিন্দমের সাথে স্বাভাবিক সম্পর্ক থাকলে, নয়না থোড়াই আজ রান্না করত! এ বাড়ীতে, অরিন্দমকে অতিথির মর্যাদা দিতে চাইছে বলেই নয়না আজ কষ্ট করল।

অমন করছ কেন? আমি কোন অন্যায় করলাম। খুব মায়া মিশিয়ে বলল অরিন্দম।

আমি খেলে নিতে পারতাম।

সেটা না হয় আমিই দিয়ে দিলাম।

নয়না আড়চোখে চেয়ে অরিন্দমের চেহারা পড়ে নিল। অরিন্দমের দৃষ্টিতে মায়া ও স্নেহ মাখানো। আজ, এখানে আসবার পর, নয়নার জন্য অনেকবার আন্তরিক দৃষ্টি ব্যবহৃত হয়েছে। তাহলে কি সত্যিই অরিন্দমের মধ্যে পরিবর্তন আসছে?

অরিন্দমের মাংস খাওয়া দেখে ডিম্পি বলল, বাবা আর খেতে হবে না। অনেক খেয়েছ।

কেন? অনেক কি খেলাম? এই মাংসটুকুন খেতে পারব না?

পারবে না কেন, কিন্তু খাওয়া উচিত নয়।

অরিন্দম মুর্গীর পা চিবোতে চিবোতে হঠাৎ বলল, ঠোঁটে ভাত লেগে রয়েছে, মোছ।

ডিম্পি অন্তু পরস্পরের দিকে চেয়ে বুঝবার চেষ্টা করল বাবা কার জন্য বললেন কথাটা। ডিম্পি দেখল মায়ের ঠোঁটে ভাত লেগে রয়েছে। তাহলে বাবা, মায়ের জন্যই বলেছেন কথাটা। ডিম্পি নয়নাকে বলল, মা, তোমার ঠোঁটে ভাত, মোছ!

নয়না আবার রেগে গেল। এসব কি ন্যাকামী শুরু করেছে অরিন্দম? নয়না কি অরিন্দমের অতিপ্রিয় কোন আপনজন? সামান্য একফোটা ভাত ঠোঁটে লেগেছে বলে অরিন্দমের খারাপ লাগছে? নয়না কঠিন হবার চেষ্টা করল। আজকের নয়নার, এই সমস্ত লঘু প্রসঙ্গের সাথে কোন সম্পর্ক নেই। এটা বোঝাবার চেষ্টা করল।

বাবা, তুমি সত্যি সত্যিই এতগুলো মাংস খেয়ে ফেললে?

তো কি হয়েছে অন্তু? কতটুকুন আর! আড়াইশো গ্রাম হবে, তোদের মা পোলাও বার করল না। দুপুরবেলা পোলাও মাংস দারুণ জমেছিল।

ডিম্পি বলল, বাবা তুমি পোলাও খেতে চেয়েছিলে?

না, আর খাব না। তবে তোরা এমন করছিস কেন? এমন কি খেয়েছি আমি? তিন পিস মাছ, আর মাছের ডিম, আড়াইশ মাংস, দুশো গ্রাম ভাত, একশ গ্রাম ডাল, আর চার পিস শশা পেঁয়াজ। একজন সুস্থ লোক এইটুকুন খেতে পারে না?

বাবা এই যদি এই টুকুন, তাহলে বেশীটা কি? এই নিয়মে খেলে তুমি আরো মোটা হয়ে যাবে।

মোটা হয়ে গিয়েছি তাই না? তাহলে চল, কাল থেকে দু'জনে মিলে মনিং ওয়ার্কে যাব।

আমার বুঝি স্কুল নেই বাবা!

তাইতো?

নয়না হাত ধুয়ে এসে ফ্রিজের ওপর থেকে পুদিন হারার শিশিটা টেবিলে রেখে অন্তুকে বলল, যে বেশী খেয়েছে, তাকে বল এটা খেতে, হজম হয়ে যাবে।

অরিন্দম খুশী হল হজমের ওষুধ দেখে। বলল, হ্যাঁ একটু খাব। বড্ড হাস ফাস লাগছে।

নয়নাও কয়েক ফোঁটা পুদিন হারা জলে মিশিয়ে খেল। অরিন্দম বলল, তোদের মায়ের এই কাকের খাওয়াও হজম হয় না?

আমাকে আগামীকালের জন্য তৈরী থাকতে হয়। তাই প্রিকশন নিয়ে চলতে হয়। এমন তো নয় যে, আগামীকাল আমায় কোন কাজ না করলেও চলবে! নয়না শান্ত স্বরে কৈফিয়ত দিল।

কে বলেছে তোমায় এত কিছুর সঙ্গে ইনভলবড্ হোতে? হু টোল্ড ইউ টু ডু অল দিজ রাবিশ?

অরিন্দমের কথাটা এবারেও খুব আন্তরিক শোনালো। কিন্তু, নয়নার হজম করতে কষ্ট হল। ভীষণ কষ্ট হল। নয়না ফ্রিজে জিনিষ রাখতে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

এতদিন পর নয়নার জন্য এই আন্তরিকতা কেন? এখন তো নয়নার কোন প্রয়োজন নেই। প্রথম যেদিন নয়না, নিজেকে বাধ্য করেছিল, একটা কঠিন সংকল্প মানতে, সেদিন যদি অরিন্দমের অন্তর এভাবে প্রসারিত হত, তখন নয়না অরিন্দমের এই সুরকে পাত্তা দেওয়া উচিত কিনা বিবেচনা করত। নিজেকে মানিয়ে নেবার প্রয়াস করত। অরিন্দম ঘোষের মধ্যে পরিবর্তন আনবার চেষ্টা করত। প্রত্যেক সংসারে স্বামী-স্ত্রীর দৈত ভুমিকার মত, নিজের ও অরিন্দমের, দৈত ভূমিকা লাগু করবার চেষ্টা করত। কিন্তু, এখন তো কিছুই সম্ভব নয়। এখন যে নয়না ভীষণভাবে এক ভূমিকায় অভ্যস্থ হয়ে গেছে।

নিজের মাথার ওপর রাজ্যের ভার নিতে কে সেধেছিল তোমায়?

আশ্চর্য এভাবে বলছে কেন অরিন্দম? নয়নার যে কেউ ছিল না, এ খবর কি অরিন্দম জানে না? নয়নাকে, নয়না ছাড়া আর কে সাধবে? লিখিত সম্পর্কের বাইরে নয়না অরিন্দমের মধ্যে কোন আন্তরিক সম্পর্ক ছিল কোথায়? সেটাই যে নয়নার দূরে সরে যাবার কারণ তা কি জানত না অরিন্দম? তাহলে এত দিন পর হঠাৎ অন্তরের সুর বার করবার প্রয়োজন কি? নিজের ইচ্ছে মতন যখন খুশী সম্পর্ক গড়া বা ভাঙ্গা তো যায় না!

নয়না নীরবে দাঁড়িয়ে থাকায় অরিন্দম মনে করল, নয়না বোধ হয় খুশী হয়েছে অরিন্দমের কথায়। তাই আবার বলল, লীভ ওল দিজ রাবিশ নয়না। এভাবে প্রতি পদে ঠোক্কর খেয়ে বাঁচার কোন মানে হয় না। ছেড়ে দাও সব।

মানে হয় না? কিসের মানে হয় না? নয়না তো এই সবে বাঁচতে শিখল! আত্মমর্যাদা নিয়ে চলতে সক্ষম হল। নিজের জন্য সামান্য সম্মান হাসিল করতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছে নয়না। তাই, এখন আর কোন ভয় নেই নয়নার। এখন বাঁধা এলেও, সে বাঁধা অতিক্রম করতে সক্ষম নয়না। তাহলে অরিন্দম কি ছাড়তে বলছে নয়নাকে? নয়না খুব অবাক হয়ে অরিন্দমের নয়নার ভাব দেখে অরিন্দম আর উৎসাহ পেল না কথা বলবার।

অরিন্দমের যদি নয়নার ঘরে থাকবার ইচ্ছে ছিল, তাহলে আসবার আগে জানালে কি দোষ হত? অরিন্দমকে শুতে দেবে কোথায় নয়না?

অন্তু বা ডিম্পি কাউকে নিজের বিছানায় শুতে বলতে হবে। সেটাই পারছে না নয়না। অন্তু বা ডিম্পিকে এই কথা বলবার জন্য দু'বার গিয়ে ফিরে এসেছেন নয়না। অন্তু ডিম্পি বসে সিনেমা দেখছিল, সঙ্গে ওদের বাবা। নয়নার কেমন যেন লজ্জা লাগল। তৃতীয় বার এসে দেখল, অন্তু অন্তুর বিছানায় ঘুমিয়ে পড়েছে। ডিম্পি, ডিম্পির বিছানায় শুয়ে গল্পর বই পড়ছে। তাহলে অরিন্দম কোথায় শোবে? ডিম্পিকে বলা যেতে পারে ডিম্পি আমার বিছানায় চলে আয়, ওখানে তোর বাবা শোবে। নয়নার বিব্রত অবস্থা দেখে অরিন্দম নিজেই বিছানায় শুয়ে পড়ল। আজকের জন্য আর কোন চিন্তা নেই। কাল বসাককে দিয়ে একটা ফোল্ডিং খাট আনিয়ে নেবে। অরিন্দম থাকুক কিংবা না থাকুক, অরিন্দম শোবার ব্যবস্থা একটা করে রাখবে নয়না।

শুয়ে শুয়ে অরিন্দমের কথাই চিন্তা করছিল নয়না। অরিন্দম কি সত্যি সত্যিই নয়নার সাথে স্বাভাবিক হতে চাইছে? আজকাল কি নয়নাকে সহ্য করতে শিখে গেছে অরিন্দম? তাই কি? নয়নার চিন্তা করে অরিন্দম? কিন্তু, অরিন্দমের এই পরিবর্তন নয়নার জীবনে কিছু প্রতিক্রিয়া আনতে সক্ষম হবে কি? পারবে নয়না আবার পূর্বের জীবনে ফিরে যেতে? সে দেখা যাবে। এখন তো চিন্তা রহিত হয়ে ঘুমোক নয়না! কিছুটা নিশ্চিত হয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করল নয়না।

নয়না পাশ ফিরতেই খুব চমকে উঠল। নয়নার পাশে বুঝি কেউ শুয়ে রয়েছে। আর, সেই কেউটা যে ডিম্পি বা অন্তু নয়, সেটাও স্পষ্ট বুঝল নয়না। কি আশ্চর্য, অরিন্দম নয়নার পাশে এসে শুয়েছে কেন? এখানে নয়নার বিছানায় এসে শোবার অর্থ কি? প্রবল অস্বস্থি নিয়ে নিঃশব্দে বিছানায় পড়ে থাকতে চাইল নয়না। কিন্তু, অরিন্দম যদি কিছু? নয়নার বুক দুরু দুরু করতে শুরু করল। বর্তমান নয়নার মধ্যেও অনেক পরিবর্তন এসেছে। এখন তো নয়না আগের মত ঝগড়া করে অরিন্দমকে এড়াতে পারবে না! কিন্তু, এসব এড়াতেই বা যাবে কেন নয়না? অরিন্দম হঠাৎ এই পরিস্থিতির রচনাই বা করবে কেন? খুব কঠিন হয়ে উঠল নয়না। তাহলে কি অরিন্দম এতদিন পরও স্বামীর অধিকার ভুলতে

পরেনি? যাকে সহ্য করতে পারত না অরিন্দম, তার ওপর কিসের অধিকার থাকবে অরিন্দমের?

নয়নার ঘন শ্বাসধ্বনি অরিন্দমকেও সজাগ করল, হাত বাড়িয়ে নয়নার হাত স্পর্শ করল অরিন্দম। সঙ্গে সঙ্গে নয়নার শরীর কেঁপে উঠল। বহুদিন পর যে নয়না নামের অবাঞ্ছিত মানুষটা কারো স্পর্শ পেল। নয়নার বিহ্বলতা কাটতে না কাটতেই অরিন্দম নয়নাকে কাছে টেনে জড়িয়ে ধরল।

ভীষণ অস্বস্তি নিয়ে নয়না বলল, এসব কি? ছাড়! লাগছে।

না, ছাড়ব না।

অরিন্দমের ফিস ফিস গলার আওয়াজে নয়না আরো শঙ্কিত হয়ে উঠল। অন্তু ঘুমিয়ে পড়লেও, পাশের ঘরে ডিম্পি এখনো জেগে, ডিম্পি কি শুনতে পাচ্ছে না? কি মনে করবে?

নয়নার কথা গ্রাহ্য না করায় নয়না আরো ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। বেশ কঠিন স্বরে বলল, ছাড়!

না, ছাড়বার জন্যে তো ধরিনি! আজ আমি তোমায় দেখব নয়না।

এসব কি ন্যাকামী শুরু করেছে অরিন্দম? নয়নাকে দেখবে? অরিন্দম অবাস্তব বায়না ধরলে নয়না কেন সেটা মানতে যাবে!

অরিন্দম ছাড়তে না চাইলে, নয়না কি নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে পারবে না? শুরু হল ধস্তাধস্তি। একদিকে নয়নার নিজেকে বিচ্ছিন্ন করবার চেষ্টা, অন্য দিকে অরিন্দমের চেষ্টা জোর করে নিজের বাহুডোরে নয়নাকে চেপে রাখা।

নয়না বুঝতে পারছে না, নয়নাকে এভাবে আক্রমণ করবার মানে কি? পরিত্রাণ পাবার উপায় হিসেবে নয়না করুণ কণ্ঠে বলল, পাশের ঘরে ডিম্পি জেগে রয়েছে।

তাহলে দরজাটা বন্ধ করে দিচ্ছি।

দরজা বন্ধ করলে আরো শোচনীয় অবস্থা হবে নয়নার। লজ্জায় মেয়ের কাছে মুখ দেখাতে পারবে না। তাই আঁতকে উঠে বলল, না, দরজা বন্ধ করবে না।

নয়নাকে বাগে আনতে না পেরে অরিন্দম নয়নাকে ছেড়ে দিল। ছেড়ে দিলেও, নয়না স্বস্তি পাচ্ছে কোথায়? পাশে একজন পুরুষ মানুষ শুয়ে থাকলে নয়না ঘুমোবে কি করে? নয়না কি উঠে ডিম্পির পাশে গিয়ে শোবে? ডিম্পি হয়ত এতক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েছে।

তাই করল নয়না। উঠে ডিম্পির পাশে গিয়ে শুয়ে পড়ল।

স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক এক বিস্তৃত সম্পর্ক। দৈহিক আদান-প্রদানের বাইরে, আরো অনেক ধরনের সম্বন্ধ বা সম্পর্ক থাকে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে। পতি-পত্নী, একে অন্যের বন্ধু হতে পারে, প্রেমিক হতে পারে। অরিন্দম আর নয়নাও সেরকম হতে পারত। কতদিন পর অরিন্দম আর নয়নার সাক্ষাৎ হল। কত বছর বাদে দু'জনে পাশাপাশি শুয়েছে। আজকের এই রাত দু'জনের মধুর মিলনের দ্বারা, নীরবে নিভৃতে আলিঙ্গনের খেলায় মেতে থাকার রাত হতে পারত না? আকুল হয়ে সবল দু'বাহুর আড়ালে নিজেকে সঁপে দিয়ে মুক্তির আশ্বাস নিতে পারত না নয়না?

পরদিন মুসলমানদের কোন পরব উপলক্ষে ছুটির দিন থাকায় সবাই দেরীতে উঠল। নয়না অবশ্য নিজের কার্যক্রমের কোন ব্যাঘাত করেনি। যদিও অফিস যাবার কোন তাড়া নেই, তা সত্ত্বেও যথাসময়ে শয্যা ত্যাগ করে, যা যা করবার করে ফেলেছে। সকালের নাস্তা খাবার পর ডিম্পির এক বান্ধবীর ফোন এল। ডিম্পির সহপাঠী। ছুটিতে বাড়ীতে এসেছে। ডিম্পিকে ঈদের নিমন্ত্রণ করেছে। ডিম্পি নয়নাকে জিজ্ঞেস করল, মা, যাব?

তোর সত্যিকারের কোন বান্ধবী যদি তোকে ডেকেছে, তাহলে যাবি না কেন?

সত্যিকারের হবে না কেন মা? আমরা তিন বছর ধরে একসঙ্গে পড়ছি?

তাহলে যাবি। অন্তু পৌঁছে দিয়ে আসবে।

অন্তু কেন পৌঁছে দিয়ে আসবে?

তুই এখানে নতুন ডিম্পি, রাস্তাঘাট চিনিস না।

ও. কে. মাই ডিয়ার মাদার, এ্যাজ ইউ লাইক।

এগারটায় ডিম্পি আর অন্তু বেরিয়ে গেল, নয়নার অস্বস্তি শুরু হল। সকাল থেকে অরিন্দমের সঙ্গে কোন কথা হয়নি বলেই বেশী অস্বস্তি হচ্ছে নয়নার। মুন্নির মায়ের কাজ শেষ হয়ে গেলে, একসময় মুন্নির মাও চলে গেল। সকালবেলা ব্রেক ফাষ্ট খেয়ে ছেলেমেয়ের সাথে দু'একটা সাধারণ কথা বলে ইজিচেয়ারে আশ্রয় নিয়েছে অরিন্দম। সেজন্যেই নয়নার বেশী অস্বস্তি হচ্ছে। নিজেকে স্বাভাবিক সাব্যস্ত করবার জন্য ইস্ত্রি করা, বইয়ের ডেস্ক গোছানো ইত্যাদি অনাবশ্যক কয়েকটা কাজ করে ফেলল নয়না। ঘরে থাকলে দুপুরবেলা নয়নার জন্য বিশেষ কাজ থাকে না। রান্নাঘরের কাজ সকালেই সেরে ফেলে নয়না। একবার ভাবল, অফিস থেকে ঘুরে আসবে। তারপর আবার মত পাল্টাল। অতিথিকে ঘরে ফেলে বাইরে যাওয়াটা দৃষ্টিকটু দেখায়।

কয়েকটা পুরোনো ম্যাগাজিন নিয়ে এসে বিছানায় বসল। অরিন্দম স্বাভাবিক ভাবে নয়নার সাথে কথা বলল, নয়নার সাথে স্বাভাবিক আচরণ করলে, নয়না কোন অস্বচ্ছন্দ বোধ করত না। কিন্তু, অরিন্দমের গম্ভীর থাকাটাই নয়নাকে বিব্রত করছে বেশী। নয়না আর অরিন্দম আর পাঁচজোড়া স্বামী-স্ত্রীর মত স্বাভাবিক সংসার করলে অন্য কথা ছিল। কিন্তু, অরিন্দম বেরোচ্ছে না কেন। এতদিন পর এসেছে, দাদাবৌদির সাথে দেখা করবার উপলক্ষেও তো বাইরে যেতে পারে?

কিছুক্ষণ ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টানোর পর নয়না উঠল। যাই হোক, মানুষটা যখন এসেছে সরাসরি অবজ্ঞা করতেও খারাপ লাগছে। অরিন্দমের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে নয়নার অস্বস্তি হবে। রাতের পর অরিন্দমের মুখোমুখি হয়নি নয়না। তবুও উঠল নয়না। অন্য কথাবার্তা না বলুক, অরিন্দম চা কিংবা কফি খেতে চায় কি না, জিজ্ঞেস করতে পারে, চান করতে যেতে বলতে পারে ইত্যাদি দু'একটা কথা বলতে পারে। তাহলে, অরিন্দমের না হলেও, নয়নার অস্বস্তিটা লাঘব হবে।

অরিন্দম তোয়ালে জড়িয়ে গেঞ্জি গায়ে ইজিচেয়ারে বসেছিল। নয়না দরজার কাছে এসে দাঁড়ালে, একবার চেয়ে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল। নয়না দরজায় দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, চান করলে

করে নাও? নাকি, এককাপ কফি খাবে?

অস্বাভাবিক এক গাম্ভীর্য নিয়ে বসে রয়েছে কেন অরিন্দম? নয়না কি খুব বড় কোন অন্যায় করেছে?

নয়না নিজের কথার জের টেনে আর একবার জিজ্ঞেস করল, খাবে?

এবারে নয়নার ওপর সরাসরি দৃষ্টি রেখে বলল, না।

ঘরে বসে না থেকে একটু ঘুরে এলেই পার।

অরিন্দম একবার চেয়ে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল।

না বেরোলে চান করে নাও, বেলা তো হল।

নয়না ফিরে আসছিল, অরিন্দম উঠে নয়নার কাছে এসে দাঁড়াল। দৃষ্টির ভাষা পরিবর্তন দেখে নয়না কঠিন হবার চেষ্টা করল। চান করব?

কর না। নয়না খানিকটা পিছিয়ে সরে আসতে চাইল। শূন্য ঘর দেখে অরিন্দম কি মনে কোন মতলব এঁটেছে? কি করবে অরিন্দম? নয়না তো কোন বাচ্চা খুকী নয়। নয়না শক্ত থাকলে, শত অরিন্দমের জোরও নয়নাকে কিছু করতে পারবে না।

তোমাকে ভীষণ দেখতে ইচ্ছে করছে নয়না?

অরিন্দমের কথার গূঢ়ার্থ বুঝতে পেরেও, নয়না ঢোক গিলে বলল, আমাকে আবার দেখবার কি আছে। পরিশ্রান্ত ও ভেঙ্গে যাওয়া এক অসুন্দর মানুষ আমি। জীবনের অন্তিম ক্ষণের পথ চেয়ে বসে আছি।

ওসব তোমার অভিমানের কথা নয়না। ওসব ছাড়।

না, এসব আমার অভিমানের কথা নয়, এসবই সত্যি। আমি এখন শুধু অপেক্ষায়। বলবে কি নয়না? কিন্তু কেন বলবে? কেন কৈফিয়ত দেবে অরিন্দমকে?

অরিন্দম নয়নার একটা হাত চেপে ধরে বলল, তুমি এমন কেন করছ বলত?

ছাড় কি যে করো না তুমি। নয়না নিজের হাত ছাড়িয়ে নিল।

আই ওয়াণ্ট ইউ নয়না। জান আমি এখানে কেন এসেছি? শুধু তোমায় দেখব বলে এসেছি নয়না।

অরিন্দমের আকুলতা নয়নার মধ্যে কোন প্রভাব ফেলল না। নয়না অরিন্দমকে ঠেলে নিজের কামরায় চলে আসতে চাইল। অরিন্দম যেতে দিল না। এক হাতে নয়নাকে জড়িয়ে, অন্য হাতে নয়নার কাপড় সরাতে ব্যস্ত হল।

এসব কি আরম্ভ করেছ তুমি বলবে? নয়না শাড়ীর আঁচলটা টেনে নিতে চাইল।

কোন কিছু আরম্ভ করিনি নয়না। তোমাকে দেখতে চাই। বিশ্বাস কর আমার ভীষণ ইচ্ছে করছে তোমাকে দেখতে। বলে অরিন্দম নয়নার শাড়ীর প্যাঁচ খুলে ফেলতে চাইল।

নয়না তপ্ত আগুনের মত জ্বলে উঠে বলল, তুমি যা করতে চাইছ তা হবে না। আমার এসবে কোন রুচি নেই। লীভ মী।

রুচি আসবে নয়না। লেট আস ট্রাই টু মেক, আওয়ার্সেল্‌ফ ইন্টারেস্টেটেড ফর দিস স্পেশিয়েল পার্পস।

না, অরিন্দম না, তুমি চাইলেই আমিও তাতে সহযোগিতা করব ভাবলে কি করে তুমি? ডোণ্ট টাচ মী।

আমি তোমার স্বামী নয়না। আই হ্যাভ এভরি রাইট টু ডু এনিথিংগ লাইক দিজ।

নো অরিন্দম, নেভার। তুমি স্বামী বলে সব কিছু করতে পার না, দেয়ার মাস্ট বী লিমিট। আমার অনিচ্ছার ওপর দিয়ে তোমার স্বামীত্ব ফলাতে পার না তুমি।

তুমি অমন করো না নয়না। অনেকদিন পর তোমাকে কাছে পেয়েছি। আজ আমার তোমাকে চাই।

এ কি ধরনের আব্দার? মগের মুল্লুক নাকি? অরিন্দমের চাই বলে, নয়নাকে সব উন্মুক্ত করে দিতে হবে?

চল, তোমায় চান করিয়ে দিই। আজ আমি পাগল হয়ে উঠেছি নয়না।

সত্যিই, তুমি তাই হয়েছ অরিন্দম। তা না হলে এই অবাস্তব কার্যকলাপের প্রতি এত উৎসুক হয়ে উঠতে না। নয়না এক ঝটকায় নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে চাইল। কিন্তু, অরিন্দম বুঝি আজ অমানুষ হয়ে গেছে। একজন শক্তিশালী পুরুষের সাথে যুদ্ধ করবে কি করে নয়না?

অরিন্দমের জয় সুনিশ্চিত বুঝতে পেরে, নয়না কাতর অনুনয় নিয়ে বলল, আমায় তুমি ছেড়ে দাও অরিন্দম, এমন তো নয় যে আমি না হলে তোমার এসব ক্ষিদে মিটবে না? তাহলে আমাকে কেন শুধু শুধু অপ্রস্তুতে ফেলছ? কেন আমায় লজ্জায় ফেলছ।

আশ্চর্য নয়না, তুমি পারও বটে। তুমি লজ্জা পেতে যাবে কেন? আমরা স্বামী-স্ত্রী। তাও বহুদিনের পুরোন।

হলেও, আমার এসবের সাথে সম্পর্ক চুকে বুকে গেছে। কান্না পাচ্ছিল নয়নার। কান্না চেপে দাঁত কামড়িয়ে কোন মতে উচ্চারণ করল নয়না।

সে কার দোষে নয়না? তুমি কেন দূরে সরে গিয়েছিলে? বাট্ আই নীড ইউ। স্টিল আই হ্যাভ ডিসায়ার ফর ইউ।

তোমার মধ্যে যাই থাকুক অরিন্দম, আমার যখন ইচ্ছে নেই, তুমি জোর করতে পার না।

ইচ্ছে হবে নয়না, এস।

তুমি সত্যি উন্মাদ হয়ে গেছ অরিন্দম। কোন সুস্থ মানুষ এমন আচরণ করতে পারে না।

উন্মাদ হলে তোমার জন্য হয়েছি নয়না। তোমাকে পাবার প্রবল তৃষ্ণায় আমি উন্মাদ নয়না। নয়নাকে জোর করে বাথরুমে নিয়ে এল অরিন্দম।

লজ্জা, ঘৃণা, ক্রোধ, সব মিলিয়ে এক অদ্ভুত পরিবেশে, অপ্রস্তুত নয়না ভীষণ অসহায় ভাবে দাঁড়িয়ে। প্রতিদিন চান করবার সময় নিজের নিরাভরণ শরীরটা প্রত্যক্ষ করে নয়না। কিন্তু, সম্মুখে এক প্রত্যক্ষদর্শীকে রেখে দাঁড়াতে পারছিল না নয়না। লজ্জায় সংকোচে মাটির সাথে মিশে যেতে ইচ্ছে করছিল। এই চরম অপমান থেকে পরিত্রাণ পাবার একমাত্র উপায় রূপে ধরণীর বিভক্ত হবার অপেক্ষায় বুঝি নয়না।

আশ্চর্য তুমি নয়না। এমন করছ তুমি, আমি যেন কোন অপরিচিত পুরুষ তোমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছি।

কোন অপরিচিত পুরুষের সামনেও বুঝি নয়না এতটা অপমানিত বোধ করত না, যতটা এখন হচ্ছে। কেন এই মানুষের বোধ শক্তি লোপ পেয়েছে? কেন বুঝতে পারছে না অরিন্দম, অরিন্দম নয়নাকে ভীষণ অপমান করছে। অরিন্দমের হস্ত ও দৃষ্টির আচরণ অসহ্য লাগছে নয়নার, কষ্ট হচ্ছে নয়নার। নয়না কি অজ্ঞান হয়ে যাবে? না, তা কেন হবে? নয়না কেন প্রতিবাদ করবে না? নয়না এই মানুষের বিবাহিত স্ত্রী বলে নয়নাকে এত অসম্মান সহ্য করতে হচ্ছে। মুক্তি পাবার একমাত্র উপায় হিসেবে নয়না অরিন্দমের গালে, চড়ের ওপর চড় মেরে প্রতিবাদ করবার প্রয়াস করতে যেতেই, অরিন্দম নয়নাকে খুঁটিয়ে দেখা শেষ করে, নয়নার দু'হাত দেওয়ালে চেপে ধরে, নয়নার শরীরের সংলগ্ন হয়ে এল। অরিন্দম নয়নার দু'হাত চেপে রাখলে কি হয়েছে? নয়না কি পদ সঞ্চালন করতে জানে না? অরিন্দমকে পদাঘাতে সরিয়ে বেরিয়ে আসতে পারবে না কেন? নয়না, তাই করবার চেষ্টা করতে যেতেই, অরিন্দম নয়নাকে শুদ্ধ নিয়ে, ঘুরে ঠিক দরজার মুখটায় পিঠ দিয়ে দাঁড়াল।

আশ্চর্য, অরিন্দম কি নয়নার মনের কথাও বুঝতে শিখে গেছে? তাই নয়নার প্রতিবাদ করবার চেষ্টাও ধূলিসাৎ করে দিচ্ছে?

ইউ আর স্টিল ভেরী অ্যাট্রাকটিভ নয়না? মুগ্ধ নয়ন জোড়া, নয়নার নিরাভরণ সৌন্দর্যকে অবলোকন প্রক্রিয়ার ব্যস্ত রেখে বলল অরিন্দম। অরিন্দমের সন্তুষ্ট দৃষ্টির সাথে দৃষ্টি মেলাতে পারছে না নয়না। মেঝের দিকে চেয়ে. একটা প্রশ্নের উত্তর খুঁজছিল নয়না. যে লজ্জার হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার কোন উপায় নেই, সেই লজ্জার মুখোমুখি কেন হল নয়না? হঠাৎ, এতদিন পর অরিন্দম এসে নয়নাকে নতুন করে, নব পদ্ধতিতে লাঞ্ছিত করতে চাইবে কেন?

নয়নার অবনত মুখটা তুলে অরিন্দম আবার বলল, হোয়াই ডোণ্ট ইউ ওয়াণ্ট টু এনজয়? তুমি এখনো লোককে পাগল করে দিতে পার নয়না। কাম অন! বলে অরিন্দম নয়নার দুই বক্ষ মাঝে নিজের মুখমণ্ডলকে চেপে ধরল।

নয়না কি ফেটে পড়বে? নাকি, নিজেকে মেরে ফেলবে? কি করবে নয়না? অরিন্দম ভীষণ ভাবে আত্মতৃপ্তির খোঁজে মনোযোগী হয়েছে। নয়নজোড়া ও হস্তদ্বয়ের সহায়তায় নয়না নামের রমণীর রূপ রস গন্ধ ও আনুষঙ্গিক সুখ গ্রহণে মত্ত হয়ে উঠেছে। যন্ত্রণায় চোখে জল এসে গেল নয়নার। হাতজোড় করে অনুনয়ের সুরে বলল, আমাকে পশু ভেব না অরিন্দম আমি এখনো পশু হতে পারিনি। দোহাই অরিন্দম, আমায় ছেড়ে দাও।

নয়নার সত্যিই কষ্ট হচ্ছে বুঝতে পেরে, অরিন্দম বিব্রত ভঙ্গিতে একটু বেকায়দা হতে অরিন্দমকে ঠেলে দরজা খুলে বেরিয়ে এল নয়না। নিজের কামরায় ঢুকে কোন মতে একটা নাইটি নিয়ে শরীর আবৃত করবার চেষ্টা করতেই আবার এল অরিন্দম। কোন কিছুর তোয়াক্কা না করে, নয়নাকে পাঁজাকোলা করে তুলে বিছানায় নিয়ে এল।

নয়নার শরীরটা বহন করে অসম্ভব হাঁপাচ্ছিল যদিও, তবুও নিজেকে পুরোদমে সক্রিয়

রাখল অরিন্দম। অরিন্দম যত কর্মশীল হতে লাগল, নয়নার অভ্যন্তরে কোথাও কোন সুপ্ত চাহিদা, ক্রমশঃ সচকিত হতে লাগল। এক অন্য অনুভূতির আবেশে আচ্ছন্ন হয়ে ধীরে ধীরে বিবশতার কবলে আশ্রয় নিতে শুরু করল নয়না। ক্ষণিকের তরে নিজের ওপর আয়ত্ব হারিয়ে অরিন্দমকে বাধা দেবার সব রকম শক্তিও হারিয়ে ফেলল বুঝি। নয়না ও অরিন্দম এই দুই বিপরীতমুখী মানুষের শারীরিক মিলন, নর-নারীর স্বাভাবিক মিলনে রূপান্তরিত হয়ে উভয়কে এক চরম আনন্দানুভূতি প্রদান করল।

কিন্তু কতক্ষণ। নয়না তো আবার নিজের স্বাভাবিকতা ফিরে পেল! চেতনা ফিরে পেল! আত্মগ্লানিতে মরে যেতে ইচ্ছে করল নয়নার। কেন এমন হল? নয়নার আত্মসমর্পণের দ্বারা অরিন্দমের জেদ পূর্ণ হল। জয়ী হল অরিন্দম। তাহলে নয়নাই অরিন্দমের এই জয়ের কারণ? না কখনো নয়। নয়না অরিন্দমের এই কার্যকে সফল করতে চায়নি। নয়নাকে অপমানিত করে যে সফলতা, সেই সফলতাকে মান্যতা দেবে কেন নয়না? নয়না যদি এই কার্যকে মান্যতা দেয়নি, তাহলে নয়না কেন বিবশ হয়ে পড়েছিল মুহূর্তের সুখানুভূতিতে?

পারে না নয়না, অনেক কিছু পারে না। আজকাল নিজেকে শক্তিশালী মহিলাদের একজন মনে হত। আসলে তা সত্য নয়। নয়না এখনো এক দুর্বল চরিত্র। আজকের এই হার প্রমাণ করল, এখনো কত শক্তিহীন। আজকের এই ব্যর্থতায় মরমে মরে যেতে ইচ্ছে করল নয়নার।

কেন থাকে মানুষের খিদে? কেন মানুষ ক্ষুদার তাড়না সহ্য করতে পারে না? নয়নার মধ্যেও কি সেই আদিম ক্ষুদা চির বিদ্যমান? তাই ক্ষণিকের জন্য হলেও, অরিন্দমের কাছে নিজেকে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হল? এই আত্মসমর্পণের লজ্জা রাখবার যে সীমা নেই! নয়নার অভ্যন্তরের গুপ্ত কামনা, প্রকাশিত হল সেই অরিন্দমের সম্মুখে, যে অরিন্দম নয়নাকে সহ্য করতে পারত না। নয়নার গোপন বাসনা চরিতার্থ হল সেই অরিন্দমের দ্বারা, যে অরিন্দমের কাছে নয়না লাঞ্ছনা ছাড়া আর কিছুই পায়নি। অগ্রাহ্য করে যে মানুষ বাইরের বহু স্ত্রীলোকের সাথে দৈহিক সম্বন্ধ রাখত, সেই মানুষের কাছে নয়নার হ্যাংলামীটা ধরা পড়ে গেল, সেই মানুষের কাছেই নয়নার চরম হার হল।

অনেকক্ষণ ধরে চোখের জল ফেলল নয়না। নয়নার আত্মমর্যাদা ধূলোয় মিশে গেল আজ। অরিন্দম চান করে, ভাত বানিয়ে নয়নাকে ডাকতে এল।

নয়না তখনো চোখের জল ফেলে যাচ্ছে দেখে, অপরাধীর বেশে বলল, এভাবে কাঁদছ কেন বলবে? কোথায় কি অন্যায়টা হল আমায় বলবে?

অরিন্দমের কথা নয়নার ওপর কোন প্রভাব বিস্তার না করায়, অরিন্দম নয়নার থুতনী ধরে মুখটা উঁচু করে ধরে, জিজ্ঞেস করল, আমাকে তুমি কেন অপরাধী ভাবছ বলবে? নিজের স্ত্রীর কাছ থেকে মানুষ এইটুকুন আশা করতে পারে। তাছাড়া, তুমি কি মানুষ নয় নয়না? তুমি কি ষাট বছরের বুড়ী? কেন তোমার কোনও আগ্রহ থাকবে না?

নয়নার দৃষ্টি মেঝের দিকে স্থির থাকায় অরিন্দম আবার বলল, এই! একবারো চাইবে না আমার দিকে?

না, কক্ষণো চাইবে না নয়না, কেন চাইবে! ভীষণ কঠিন হয়ে উঠল নয়না।

এই নয়না। অরিন্দম, পরম স্নেহে, দু'হাতে নয়নার দুই গাল স্পর্শ করল, মাথায় হাত বুলিয়ে দিল।

নয়না তবুও দৃষ্টি ওঠাল না।

অরিন্দম বলল, তুমি এমন করছ, তাই আমার খুব খারাপ লাগছে। একটা কথা বিশ্বাস করবে? তোমার মুখ দর্শন করবার জন্য আমি অনেক দিন থেকে পাগল ছিলাম।

বহু দিনের পুঞ্জীভূত অভিমান কি উথলে উঠতে চাইল? নয়না নির্বিকার ও নির্লিপ্ত থাকতে চাইলেও অন্তর তো মানে না। সুযোগ পেলে অভিমানী মন উদ্বেলিত হবেই। নয়না তাও করবে না। অন্তরকেও দমন করে রাখে। অরিন্দমের মুখের দুটো মিষ্টি কথা শুনে অভিমান প্রকাশ করবে কেন নয়না? জুতো মেরে গরু দান প্রথায় নয়নার ভীষণ আপত্তি।

এই প্লিজ একবার চাও আমার দিকে? অমন করে না, তুমি ঠিক একটা বাচ্চা শিশুর মত রাগ দেখাচ্ছ, জেদ দেখাচ্ছ।

এতদিন পর হঠাৎ নয়নার মুখ দর্শন করবার ইচ্ছে কেন জাগল? নয়নার এই মুখ যদি আজ দর্শনের উপযুক্ত হতে পারে, তাহলে সেদিন কেন হল না! নয়নার আজকের চেহারা কি বদলে গেছে? আজ যদি নয়না অরিন্দমের আদর পাবার যোগ্য, তাহলে এতদিন কেন সেই আদর থেকে বঞ্চিত ছিল? এত বছর পর অকস্মাৎ এসে দুটো আদরের কথা বললেই কি নয়নার সব ক্ষত মুছে যাবে? না, নয়না এসবে ভুলবে না। অরিন্দম ছাড়া নিজেকে যেভাবে তৈরী করেছে, সেই পথেই চলবে নয়না। কারণ এটাই তার বর্তমান জীবন পথ। আজ আচমকা যদি নয়না নিজের মধ্যে কোন পরিবর্তন আনবার চেষ্টা করে, অরিন্দমের ও নিজের সম্পর্কে পুনরায় সক্রিয় করতে চায়, তাহলে নয়নার এত বছরের কষ্টের ও ত্যাগের কোন মূল্য থাকবে না।

তুমি কি ভাবছ আমি জানি নয়না। তুমি নিশ্চয় ভাবছ আমার মত মানুষের মুখে এই সমস্ত কথা শোভা পায় না। আমার দোষ অনেক ছিল। কিন্তু, তাই বলে আমার স্ত্রীকে দর্শন করবার, একটু কাছে পাবার অধিকার থাকবে না কেন? মাঝে মাঝে সর্বক্ষণ তোমায় কাছে পেতে ইচ্ছে করে নয়না। তোমাকে কাছে পাবার ইচ্ছে আগেও হত, কিন্তু, বলে অরিন্দম থেমে গেল।

নয়না নীরবে দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

তোমাদের প্রতি আমার কর্তব্য হয়ত ঠিক মত করতে পারিনি আমি। আমার তুলনায় তুমি আমার সংসারের ও আমার ছেলেমেয়ের দায়িত্বের বোঝা বহন করেছ বেশী। ফর দ্যাট আই অ্যাম গ্রেটফুল টু ইউ নয়না।

এনি ওয়ে, এসব কথা এখন থাক নয়না। অন্তু তো এল না। অন্তুকেও হয়ত ডিম্পির বান্ধবী রেখে দিয়েছে। চল আমরা খেয়ে নিই! যত দুঃখ কষ্ট থাক, মান অভিমান থাক, মানুষের ক্ষিদে মানুষকে রেহাই দেয় না। মানুষ জাতটা বুঝি কেবল খিদে মেটাতেই এই পৃথিবীতে এসে আশ্রয় নিয়েছে। পেটের খিদে, শরীরের খিদে, মনের খিদে। এই তিন খিদে মানুষকে ছাড়বে না। মানুষের জীবনের সাথে ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে আছে এই তিন খিদে।

এস, আগে খেয়ে নাও। তারপর তোমার এই অকর্মণ্য স্বামীর কথা ভেব।

অপমানের জ্বালা সহ্য করা কত কষ্টকর, তা নয়না ছাড়া আর কে বুঝবে। কিন্তু সেই জ্বালা যত দুর্বিষহ হোক, যত বেদনাদায়ক হোক, নয়নাকে চলতে হবে। যতদিন না মৃত্যু এসে কাছে টেনে না নেবে। তাই বোকার মত খাওয়া বন্ধ করে তো লাভ নেই। সামান্য হোক, পরিমাণ মত হোক, খাবে নয়না।

দুজনের খাবার সহ টেবিল সাজিয়ে রেখেছিল অরিন্দম। প্লেটে নুন, স্যালাড পর্যন্ত বেড়ে রাখা হয়েছে। নয়না স্বাভাবিক অবস্থায় থাকলে এসবে আপত্তি করত। কিন্তু এই পরিস্থিতিতে অন্য কিছু প্রবৃত্তি হল না। প্লেটে যা নেবার নিয়ে খেতে শুরু করল।

এই কয়দিন তুমি সম্পূর্ণ বিশ্রাম নাও নয়না। তোমার সব কাজ আমি করব। অরিন্দম নিজের প্লেটে খাবার নিতে নিতে বলল।

নয়না নীরব রইল।

আমার এখানে আসবার দ্বিতীয় কারণ কি জান? তোমার হাতের রান্না অনেকদিন খাইনি। মাঝে মধ্যে দু'একটা আইটেম বানিয়ে দাও। ব্যাস, আর কিছু করতে হবে না তোমাকে।

নয়না এবারেও নীরব রইল।

এই যে তুমি কাকরোল আর আলু দিয়ে সাধারণ একটা ঝোল বানিয়েছ, এই ঝোলের অপূর্ব স্বাদ অন্য কারো রান্নায় পাওয়া যাবে না। ইন ফ্যাক্ট তোমার এই রান্নাটা আমার খুব প্রিয়।

অরিন্দম লক্ষ করল, নয়না মাছ খাচ্ছে না, তাই একটু অভিমানী স্বরে বলল, তুমি কি ইলিশ মাছটা খাবেই না! ইলিশ মাছটা কিন্তু তোমার জন্যেই এনেছিলাম!

নয়না অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। এত কথা বলছে কেন অরিন্দম! নয়না খানিক আগে প্রতিজ্ঞা করেছিল, অরিন্দমের সাথে আর কখনো কথা বলবে না। 'আমি কি খাচ্ছি, না খাচ্ছি সেদিকে নজর নাইবা দিলে বলতে চাইল, কিন্তু বললে যে অরিন্দমের সাথে কথা বলা হয়ে যাবে। তাই, চুপ করে রইল।

প্লিজ, মাছ নাও। তুমি এমন করছ, আমার খারাপ লাগছে।

কথাটায় সচকিত হল নয়না। অরিন্দমের খারাপ লাগছে? নয়নারও তো অনেক কিছু খারাপ লাগত, খারাপ লাগে। অরিন্দমের কত কথা, কত কর্ম, কত ঘটনা নয়নারও খারাপ লাগত।

তুমি আর কোন কষ্ট করতে পারবে না। অন্তর পরীক্ষা হয়ে গেলে এখানকার পাট উঠিয়ে দিতে হবে। টেররিষ্টদের নজরে পড়লে কি কেউ পার পায়?

নয়না এবারে চাইল, নয়নার কর্মভূমিকে কেন্দ্র করে দুর্ঘটনার মুখোমুখি হয়েছে বলেই কি অরিন্দম নয়নার এখানকার পাট উঠিয়ে নেবার প্রস্তাব দিচ্ছে?

দুঃসাহস দেখানোরও একটা সীমা থাকে। অগ্নিসংযোগ করে সব পুড়িয়ে দিয়ে, আবার থ্রেটনিং দেওয়া? যদি তোমায় মেরে ফেলত? এত সব ঝামেলার মধ্যে আবার তুমি কারখানা তৈরী করবার সিদ্ধান্ত নিলে কেন সেটাই তো বুঝতে পারছি না।

নয়নার প্রতি সহানুভূতিশীল হতে চাইছে অরিন্দম? নয়নাকে যদি মেরে ফেলা হত, তাহলে অরিন্দমের কি ক্ষতি হত?

ইন ফ্যাক্ট, আমি তোমার অনেক কিছুই বুঝতে পারিনি। হঠাৎ ঘর ছেড়ে চলে যাওয়া, আলাদা থাকবার ব্যবস্থা ও আলাদা উপার্জনের বন্দোবস্ত করা ইত্যাদি ইত্যাদি। সে যাই হোক, আমি এখন এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি, তোমাকে আর কোন ঝামেলায় জড়াতে দেওয়া হবে না। ঘরের বৌ ঘরে ফিরে যাবে। ঘর সংসার করবে।

নয়না ঘরের বৌ? এতদিন পর কি অরিন্দম এই সত্যটা বুঝল?

নয়নার খাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু নয়না উঠবে কিনা সেটাই বুঝতে পারছিল না। অরিন্দম খাওয়ার চাইতে কথা বেশী বলছিল, নয়না কোন প্রত্যুত্তর না দিলেও অরিন্দম নয়নাকে কেন্দ্র করে কথাগুলো বলছে। তাই উঠতে সংকোচ হচ্ছিল।

সংসারে সুখ জিনিষটা আপনা থেকে আসে না। নিজেদের প্রচেষ্টায় রচনা করতে হয় সুখ।

নয়না মাথা নত করে হাত গুটিয়ে নিঃশব্দে বসেছিল, অরিন্দমের এই কথায় একটু নাড়া খেল। অরিন্দম এই ধরনের কথা বলতে পারে বলে জানা ছিল না নয়নার। তাইতো, সংসারে সুখ আপনা থেকে আসে না, সুখ তৈরী করে নিতে হয়। এটা তো খুব খাঁটি কথা। অরিন্দম যে রীতিমতন জ্ঞান দিতে শুরু করল! না, আর বসে থাকা উচিত নয়। নয়না উঠে বেসিনে হাত ধুয়ে নিল। তোমার বিচারে যদি আমার কোন ভুল ত্রুটি ছিল, তাহলে তুমি আমায় শোধরাতে পারতে নয়না। কিন্তু তা না করে, একটা অদ্ভুত সিদ্ধান্ত নিলে তুমি। অবাস্তব ও অনাবশ্যক একটা জেদ চাপল তোমার মাথায়। আমাকে সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করে চলে গেলে।

নয়না একটা কঠিন সিদ্ধান্ত নিয়েছিল ঠিকই কিন্তু কোথায় অরিন্দম তো তখন এই কথা বলেনি? নয়নাকে বাধা দেয়নি। সে যাই হোক, নয়নার এখন এসব শুনতে ভাল লাগছে না। টেবিল গুছিয়ে চলে যাবে নয়না। তাই এক ধার থেকে টেবিল গোছাতে শুরু করল। অরিন্দম বলল, ম্যাডাম, বললাম না, আপনাকে কিছু করতে হবে না! ইউ মে গো।

এবারে আর মুখ না খুলে পারল না নয়না। বলল তুমি তো জানই আমি কারো কথা শুনি না।

সেটাই তো তোমার সব চাইতে বড় দোষ নয়না, নিজের অহঙ্কার বজায় রাখতে গিয়ে অনেক কিছু থেকে বঞ্চিত হচ্ছ তুমি।

এবারেও নয়না খুব অবাক হল, নয়নাকে কেন্দ্র করে যা যা বলছে অরিন্দম, সবই খুব যুক্তিপূর্ণ কথা। তাহলে কি অরিন্দম সত্যিই কোন উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছে এবার? প্রথম জীবনে নিজের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত? এখন চাইছে নয়নাকে খুশী করে, ভাঙ্গা সংসারকে জোড়া লাগাতে? তাহলে অরিন্দমও আজকাল চিন্তা করে?

নয়নাই বুঝি বাড়াবাড়ি করে ঘটনাটা ঘটাল। অতিথি এসেছে ঘরে, তাই অতিথির মর্যাদা রক্ষা করবার জন্য বাইরে না গিয়ে শূন্য ঘরে অতিথিকে সঙ্গ দিতে চাইল। ভালই সঙ্গ দিল নয়না। আয় গরু আমায় মার বলে গরুর সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল নয়না। এখন আফসোস

করে আর কি করবে? বিছানায় শুয়ে ছিল নয়না। কিছুক্ষণ পর অরিন্দমও এল। বহুদিনের পরিচিত স্ত্রী পাশে স্বাভাবিক ভাবে শোবার মত, নয়নার পাশে শুয়ে, নয়নাকে একটা বালিশ চাইল। দাও, আমাকেও একটা বালিশ দাও।

নয়না মনে মনে বিরক্ত হল। অন্ততঃ এখন তো এই মানুষ অন্য বিছানায় গিয়ে শুতে পারত।

কোথায় একটা বালিশ দাও?

নয়নার মাথার তলায় দুটো বালিশ ছিল। নয়না মাথাটা সামান্য উঠিয়ে, নিঃশব্দে অরিন্দমকে বালিশ নেবার অনুমতি দিল। অরিন্দম বালিশ নিয়ে নয়নার পাশে শুয়ে পড়ল। এক হাতে সিগারেট ছিল, তাই অন্য হাতে নয়নাকে জড়িয়ে কাছে টেনে নিল অরিন্দম।

নয়না প্রতিবাদ করবার চেষ্টা করতে চাইল, কিন্তু করতে পারল না। অরিন্দমের বুকে নয়নার মুখটা লেপ্টে রয়েছে। অরিন্দম সস্নেহে নয়নার মস্তকে চুম্বন প্রদান করে আরো ঘনিষ্ঠভাবে বুকে চেপে ধরল। এর প্রত্যুত্তরে নয়নাও অরিন্দমের আরো সংলগ্ন হয়ে অরিন্দমকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরতে পারত। এসবই তো স্বামী-স্ত্রী দ্বারা রচিত সুখ, দ্বৈত ভূমিকায় সংসারের যাবতীয় দায়িত্ব পালন করবার পর, অবসর সময়ে একে অপরকে শান্তি দেবার এক প্রক্রিয়া।

কিন্তু অন্য মানুষের সংসারে যা স্বাভাবিক, নয়নার সংসারে তা স্বাভাবিক হবে কেন? নয়না নিজেই যে এক সাংঘাতিক অস্বাভাবিক। এখন এই স্বাভাবিক ব্যাপারগুলোই নয়নার অস্বাভাবিক মনে হয়। অথচ, নয়নার মধ্যে কি একটা কাঙাল মন নেই? দরিদ্র কাঙালী মনটায় কি হাহাকার নেই? নিশ্চিন্ত একটা আশ্রয়ের অভাব বোধে কি নয়না কাতর নয়?

একত্রে জীবন পথ পরিক্রমণ করতে গিয়ে, নারী পুরুষ এমন একটা সময়ে এসে উপস্থিত হয়, যখন দ্বৈত ভূমিকার দ্বারা পরিচালিত না হয়ে উভয়ের শক্তি ক্রমশঃ একক শক্তিতে রূপান্তরিত হতে থাকে। উভয়ের প্রতি উভয়ের একটা অদ্ভুত আকর্ষণের দ্বারা এই শক্তির জন্ম হয় এবং উভয়ে উভয়কে, পরম নিশ্চিন্ত নির্ভরতার আশ্বাস দিতে শুরু করে। এই আকর্ষণ সমস্ত কিছুর ঊর্ধ্বে এক অতি আবশ্যক শক্তি সঞ্চয় করে উভয়ের জীবনকে শান্তিপূর্ণ করে তোলে।

নয়নার জীবন শান্তিময় হবে কি ভাবে? অরিন্দম ও নয়নার উভয়ের মিলিত শক্তির দ্বারা? তাই কি?

ভবিষ্যত নিয়ে চিন্তা করা ছেড়ে দিয়েছে নয়না। ডিম্পি অন্তুকে মানুষ করবার পর, নয়নার যা খুশী হোক, বেঁচে থাকুক, মরে যাক, তাতে কিছু এসে যায় না।

মন থেকে কোনও সাড়া না পেলেও অরিন্দমের আলিঙ্গনটা ভাল লাগল নয়নার। এই মুহূর্তে অরিন্দমকে খুব আন্তরিক মনে হচ্ছে।

কোথায় তোমার ছেলেমেয়ে তো এলো না? অরিন্দম ছেলেমেয়ের জন্য দুশ্চিন্তা নিয়ে জিজ্ঞেস করল।

নয়না শান্ত স্বরে বলল, আসবে, চিন্তার কিছু নেই।

এখন কোন সমস্যা নেই তো?

কিসের?

কিসের আবার, তোমার বিজনেসের কথা জিজ্ঞেস করছি।

ওহ্ না, এখন সব কিছু শান্ত।

শান্ত! কয়েক লাখ টাকার জিনিষ পুড়ে ছাই হয়ে গেছে শুনলাম।

তা গেছে। যাবার ছিল গেছে। আমার এই গন্ধ ভাল লাগে না।

সিগারেটের গন্ধ?

হ্যাঁ।

নিভিয়ে নিচ্ছি। অরিন্দম হাত বাড়িয়ে মাথার কাছে টেবিলের ওপর রাখা অ্যাসট্রেতে হাতের জ্বলন্ত সিগারেটটা পিশে রেখে দিল।

কাল একবার তোমার অফিসে যাব।

কেন?

তোমার কাজগুলোর দায়িত্ব কাকে দেওয়া যায়, কিভাবে দেওয়া যায় ইত্যাদি বিষয়গুলো সেটেল করতে হবে না?

আমাকে আর কাজ করতে দেবে না?

না, তুমি আর এই সমস্ত কাজ করতে পারবে না। এভাবে কেউ বাস করে?

অরিন্দমের শেষের কথাটায় উত্তপ্ত হল নয়না। কিভাবে বাস করে নয়না? খুব বিসদৃশ ভাবে কি? তাই যদি হবে, তবে তার কারণ কি? অরিন্দম জানে না নয়না কেন এভাবে বাস করে? নয়না এভাবে বাস করে কোনো অন্যায় করছে? তাহলে কি নয়নারই সব দোষ? বেশ উত্তেজিত হল নয়না।

বহুদিনের পুরোনো একটা ঘটনা স্মরণে এল নয়নার। বিয়ের বছর দেড়েক পর, একদিন মাঝরাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে যায় নয়নার। ডিম্পি তখন কোলের। ডিম্পির কাপড় ভেজেনি দেখে নয়না আবার ঘুমোতে যাচ্ছিল। হঠাৎ খেয়াল হল, অরিন্দম বিছানায় নেই। কোথাও কোন সাড়া শব্দ না পেয়ে, নয়না অরিন্দমকে খুঁজবার জন্য উঠল। বাথরুম, ড্রয়িংরুম, রান্নাঘর ইত্যাদি কোথাও অরিন্দমকে খুঁজে পাওয়া গেল না। বাইরের দরজাও ভেতর থেকে বন্ধ থাকায় নয়না আরো শঙ্কিত হয়ে উঠেছিল। কোথায় গেল অরিন্দম? কিভাবে গেল? নয়নাকে না বলে এত রাতে কোথায় যাবে অরিন্দম? ভীষণ নার্ভাস হয়ে কিছু না ভেবেই, ড্রয়িং রুমের সংলগ্ন ছোট কামরা যেখানে কাজের মেয়ে সুমতি শুত, সেখানে গিয়ে উঁকি দেয় একবার নয়না। ষোল সতেরো বছরের সরল, নিষ্পাপ গ্রাম্য মেয়েটা চিৎ হয়ে অঘোরে ঘুমোচ্ছে। কিন্তু অরিন্দম কেন সুমতির ঘরে? অবাক বিস্ময়ে নয়না থ হয়ে গিয়েছিল। নয়না এত বিমূঢ় হয়ে গিয়েছিল যে অরিন্দম সেখানে কেন দাঁড়িয়ে রয়েছে, এই কথাটা জিজ্ঞেস করা উচিত কিনা, সেটুকুও বোধগম্য হচ্ছিল না নয়নার। ভীষণ অদ্ভুত একটা মনোভাব নিয়ে নিঃশব্দে ফিরে এসেছিল নয়না। অরিন্দম কি কোন উদ্দেশ্য নিয়ে সেখানে উপস্থিত হয়েছিল? এই অবিশ্বাস্য ধারণাটা নয়নাকে হতভম্ব করে দিয়েছিল। লাইট নিভিয়ে নীরবে শুয়ে পড়েছিল

নয়না। অরিন্দম খানিক পরে ফিরে এসে নিঃশব্দে নিজের জায়গায় শুয়ে পড়লে, এই প্রসঙ্গে অরিন্দমকে কিছু জিজ্ঞেস করবার প্রবৃত্তি হয়নি নয়নার। ফলে, অরিন্দমের এই গোপন অভিসারের কথাটা নয়নার অজানা নয়, তা আর অরিন্দমের কাছে আর প্রকাশ করা হয়নি। পরদিন বুদ্ধি করে নয়না সুমতির মাকে ডেকে বলে দিয়েছিল, ডিম্পি এখন বড় হয়ে গেছে, তাই সুমতিকে এখন আর রাত্রে থাকতে হবে না। সেদিনের ব্যাপারটায় নয়নার, অরিন্দমের ওপর ভীষণ অস্বাভাবিক এক সন্দেহ হয়েছিল শুধু। কিন্তু পরবর্তীকালে অরিন্দমের চরিত্রকে আরো গভীর ভাবে যাচাই করে নয়না বুঝতে সক্ষম হয়েছে, সেদিন সুমতির জন্যেই অরিন্দম সেই কামরায় প্রবেশ করেছিল। সুমতিকে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন দেখে, কিংবা অন্য কোন কারণে অরিন্দমের সাহস থিতিয়ে গিয়েছিল। ফলে মেয়েটা রক্ষা পেয়েছে। সেদিন যদি কিছু ঘটে যেত, নয়না লোকের কাছে মুখ দেখাত কি করে? নয়নার স্বামী অরিন্দম ঘোষের উদ্দেশ্যটা যে খুব ঘৃণ্য ছিল সেদিন। কি লজ্জা নয়নার!

না, এত বড় অপরাধের ক্ষমা নেই। ক্ষমা হতে পারে না। নয়না কার বুক ঘেঁষে আহ্লাদিনীর মত শুয়ে রয়েছে? ভীষণ উত্তেজিত অবস্থায় উঠে অন্য ঘরে গিয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল। এ কি করল নয়না? অরিন্দমের কাছে এতদিন পর হঠাৎ আত্মসমর্পণ করে ফেলল কেন? নিজের সম্মান রক্ষা করবার শক্তিটুকুও কি এখনো অর্জন করতে পারেনি? তাহলে এতদিন নয়না কি করল? সেই চিরাচরিত কামনা বাসনার বাইরে নিজেকে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়নি! তাহলে কিসের অহংকার নিয়ে ঘর ছেড়েছিল?

নয়নার মধ্যে একটা অহং বোধ আছে। এই অহংকারটাই নিঃসঙ্গ জীবনের একমাত্র সাথী। এইটুকুন বোঝে সে। কিন্তু, তার বাইরে যখন নিজেকে বিচার করতে চায়, তখন নিজের মধ্যে বিশেষ কিছু খুঁজে পায় না। কারণ, নয়নার আসল বৈশিষ্ট্য, নয়না এক সাধারণ পরিবারের মেয়ে, সাধারণ এক পরিবারে তার বিয়ে হয়েছিল। তাই নয়নার আশা আকাঙ্ক্ষা, তালিকায় কোথাও কোন অসাধারণত্ব থাকতে পারে না। ভাগ্যচক্রের হেরাফেরিতে নয়নার জীবন প্রণালী স্বাভাবিক পথে অগ্রসর হতে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে অন্য পথ অনুসরণ করেছে। এর অর্থ এই নয় যে, নয়নার মধ্যে কোন অসাধারণত্ব নিহিত রয়েছে। নয়না তো আসলে সেই নয়নাই, যে নয়না, ছোট থেকে আদর স্নেহের অভাব বোধ করত, ফলে ছোটবেলা থেকেই মা বাবার ওপর দারুণ অভিমান নিয়ে বড় হতে হয়েছে। পরবর্তীকালে, ছোটবেলার সেই অভাব দূর হবার আশা হয়েছিল মনে, যখন স্বামী নামের সাথীর সঙ্গে বাস করতে শুরু করেছিল। স্বামীর ভালবাসা ও স্নেহ প্রাচুর্যের সহযোগে সন্তান সুখ, এই ছিল নয়নার জীবনের গণ্ডি। অর্থাৎ, সেই বৃত্তরেখার অভ্যন্তরে অঙ্কিত সারমর্মও ছিল, স্বামী ও সন্তান সর্বস্ব জীবন। কাজেই নয়না নিজেকে অভিযুক্ত করতে পারে না, অরিন্দমের কাছে আত্মসমর্পণ করে নিজের মান-সম্মান খুইয়েছে বলে। যা সাধারণ ও স্বাভাবিক তাই করেছে নয়না। নয়নার চরিত্রের তীব্র অভিমানবোধ ও অহমিকা নয়নার এই কার্যকলাপের প্রতিবাদ করলেও নয়নার দ্বারা কোথাও কোন প্রকৃত বিরুদ্ধ কাজ হয়নি। এটাও সত্য। তাহলে কি করবে নয়না? দু'জনের মাঝখানের ব্যবধান সরে গিয়ে অরিন্দম নয়নার কাছে এলে, নয়না অনিচ্ছা সত্বেও আত্মসমর্পণ করবে?

কিন্তু নয়না তো অশান্তি পাচ্ছে এই ব্যবস্থায়। কারণ অরিন্দমের চরিত্রের বিশেষ বিশেষ দিকগুলোর কথা চিন্তা করলেই তার অশান্তি শুরু হয়ে যায়।

পরদিন থেকে অরিন্দম বেশ সংযত হয়ে গেল। নয়নার কামরাতেই একটা খাটিয়া এনে নিজের শোবার ব্যবস্থা করলেও, নয়নাকে সে ধরনের কোন বিরক্ত করেনি। প্রয়োজনে, কিংবা ছেলেমেয়েকে নিয়ে কথাবার্তা হচ্ছে দু'জনের মধ্যে। একদিন প্রিয়ব্রত আর অনিমা এসে অরিন্দমের কাছে নয়নার বিরুদ্ধে প্রচুর অভিযোগ করল। অরিন্দম নয়নার পক্ষ হয়ে সাফাই দেবার চেষ্টা করল। বোঝাতে চাইল, নয়না বিজনেস করতে গিয়ে অনেক অতিরিক্ত ফ্যাসাদে পড়ে গেছে, তাই আত্মীয়তা, সামাজিকতা ইত্যাদি ব্যাপারগুলোর জন্য সময় দিতে পারে না। অনিমাদি অরিন্দমকে চেপে ধরবার চেষ্টা করবার জন্য বললেন, 'তো, বিজনেস করবার প্রয়োজনটা কি শুনি, তোমায় ছেড়ে তোমার বৌয়ের এত দূরে আলাদা বাস করবার যুক্তি কোথায়?' এর সঠিক উত্তর অরিন্দম দিতে না পেরে ইতস্ততঃ করছিল। নয়না উত্তরটা জানলেও, এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর কারো কাছে দেবে না নয়না। এক, যদি কেউ আপনা থেকে এই প্রশ্নের জবাব বার করে, নয়নার কাছে স্বীকারোক্তি চাইত, তখন নয়না অস্বীকার করত না। কিন্তু নয়নার তরফের এই গুরুত্বপূর্ণ জবাব খুঁজে বার করবার জন্য কেউ আগ্রহী নয়। সবাই সোজা নয়নাকে দোষী সাব্যস্ত করে খালাস হতে চেয়েছে। আনন্দ পেতে চেয়েছে। শুধু নয়নার শ্বশুর বাড়ীর লোকের নয়, অরিন্দমকে কাছে পেয়ে, নয়নার বাপের বাড়ীর লোকেরাও নয়নাকে একই অভিযোগে অভিযুক্ত করল। নয়না যদিও সবার কাছে নিজেকে অভিযুক্তহীন রাখবার চেষ্টা করে, কিন্তু এ ক্ষেত্রে নয়না মুখ খুলবে না। নয়না নিজ মুখে স্বামীর নিন্দে করবে না। এটা কোন পক্ষপাতিত্ব নয়, নয়না চাইছে অরিন্দম নিজে, নিজের দোষ বুঝুক, নয়নার অভিমান ও কষ্টের কারণ উদঘাটন করতে সমর্থ হোক।

গত রোববার থেকে, পুরন্দরকে কেন্দ্র করে ইন্দরের ক্রোধ ও দুশ্চিন্তা বেড়েছে। সেদিনও পুরন্দর খেতে এলো নির্দিষ্ট সময়সীমা অতিক্রম করে। ইন্দর কৈফিয়ৎ চাইলে, ম্যাডামের দোহাই দিয়ে রেহাই পেতে চাইত, ইন্দরের ক্রোধ আরো বর্ধিত হয়েছিল। রাগ বাগে আনতে না পেরে, পুরন্দরকে কথা শুনিয়েছিল এইভাবে, 'একজন অনভিজ্ঞ ভদ্রমহিলা আনাড়ী হাতে একটা ব্যবসা শুরু করে, ভীষণ বিশৃংখল অবস্থার সম্মুখীন হয়ে পড়েছিলেন। সেটা জানতে পেরে আমি তোমাকে সেই ব্যবসা কেন্দ্রে পাঠাই। শুধু সেই মহিলাকে বিপদে উদ্ধার করবার জন্যে। জাষ্ট ফর হেল্প, এণ্ড নাথিং এল্‌স। কাজেই তুমি ওখানে চাকরী করছ, এটা তোমার জন্য বড় কথা নয়, আমি তোমাকে সেখানে পাঠিয়েছিলাম এটাই বড় কথা। তাই আমি যখন তোমাকে বারণ করেছি, তুমি শুনতে বাধ্য। তুমি ওখানে সর্বক্ষণ পড়ে থাকতে পার না।

পুরন্দর জানে, পুরন্দর কোন অন্যায় কাজ করছে না। তাই চাচাজীর রাগ দেখে নিজের রাগ চাপতে পারেনি। সেদিন পুরন্দরও জবাবে বলেছিল, আমি ওখানে সর্বক্ষণ পড়ে থাকি কে বলল আপনাকে? এটা আপনার ভুল ধারণা চাচাজী। আপনি আমাকে ওখানকার কাজটা নিতে বলেছিলেন, সেটাও আমি মানছি। কিন্তু ফ্রম দিজ পয়েন্ট অফ ভিউ, চাকরী করাটা

আমার জন্য বড় কথা না হলেও, আমি তো সেখানে চাকরীই করছি চাচাজী! সেই সূত্রে তিনি আমার বস্। তাই কখনো কদাচিৎ ওনার কোন বিশেষ অনুরোধ থাকলে, আমি সে অনুরোধ রক্ষা করতে বাধ্য চাচাজী। এখানে আমার কোন অন্যায় হয় বলে মনে করি না আমি।

ন্যায় অন্যায়ের প্রশ্ন নয় পুরন্দর। আমি চাইছি তুমি ঠিক সময়ে বাড়ী ফিরবে। আগামী কাল থেকে নির্দিষ্ট সময়ের এক মিনিট অতিরিক্ত সময় সেখানে বরবাদ করতে পারবে না তুমি। দিজ ইজ মাই অর্ডার।

এ আপনি কি বলছেন চাচাজী! আমি এক জায়গায় চাকরী করি, সেখানকার নিয়ম অনুসারে আমায় চলতে হবে, সেখানকার প্রয়োজন ও পরিস্থিতি অনুযায়ী আমায় কাজ করতে হবে। আপনার অর্ডার মেনে চলব কি করে?

ডোণ্ট আর্গু পুরন্দর। যা বললাম তাই করবে আগামী কাল থেকে।

চাচাজী আপনার কি ধারণা যে, ম্যাডাম আমাকে দিয়ে প্রয়োজনের বাইরে, অনেক অতিরিক্ত কাজ করিয়ে নিচ্ছেন? যদি তাই হয়ে থাকে, তাহলে সেটা আপনার ভুল ধারণা চাচাজী। উনি এত ভদ্র ও মার্জিত আপনি ধারণা করতে পারবেন না। সবচেয়ে বড় কথা, উনি এত ভাল যে, পারলে উনি আমাদের সবার কাজ নিজের হাতে করে দিতেন। এই ধরনের একজন ভদ্রমহিলার জন্য আপনার মনে এত বিরূপ ধারণা হবার কোন কারণ খুঁজে পেলাম না।

ইউ ডোণ্ট নো সি ইজ এ্যা ডিফারেণ্ট টাইপ অফ লেডি। ইউ সুড্ ফলো মী। দ্যাটস অল। রাগে ফেটে পড়েছিল ইন্দর। চাচাজীর রাগ দেখে পুরন্দর ঘাবড়ে গিয়ে বলেছিল, আর কয়েকটা দিন অপেক্ষা করুন চাচাজী। আমাকে নিয়ে আপনার আর কোনও অশান্তি হবে না। আমি এই কাজ ছেড়ে দেব।

এরপর থেকে চাচা ভাতিজার মধ্যে সহজ সম্পর্কে কোথাও চিড় খেয়েছে। পুরন্দর আবশ্যক না হলে চাচার সঙ্গে কথা বলে না। তাই ইন্দরও সহজ হতে পারে না। পুরন্দরের প্রতি ইন্দরের স্নেহ তো কম হয়ে যায়নি। যত নষ্টের গোড়া তো সেই অহঙ্কারী ভদ্রমহিলাই। পুরন্দর সেই ভদ্রমহিলার পক্ষ নিয়ে তর্ক করল বলেই না ইন্দরের মাথা গরম হয়ে গেল। পুরন্দর যতই ওর ম্যাডামের পক্ষ নিক, ইন্দর সেই মহিলার পক্ষ নিতে যাবে না কখনো। হলইবা পুরন্দর সেই মহিলার অফিসের কর্মচারী? তাই বলে কি পুরন্দরের নিজস্ব কোন নিয়মানুবর্তিতা থাকবে না? আর সব কিছু সহ্য করলেও, ইন্দর সেদিন ভোর পাঁচটায় ফোন করাটা সহ্য করেনি। এত ভোরে কেউ ফোন করে? পুরন্দরকে ভাল মানুষ পেয়ে খুব বস্ গিরি দেখাচ্ছেন!

অফিসে এসেও মন বসাতে পারল না ইন্দর। ইন্দর শর্মার জীবনে এই প্রথম অফিসের কাজে অরুচি। মনটাকে একটু শান্ত করতে কিছুক্ষণের জন্য অফিস থেকে বেরিয়ে এল। কোথায় যাবে না যাবে করে, পুলিস কমিশনার মিঃ ভার্মার অফিসে গিয়ে উপস্থিত হল। দু'জনের আদত বাড়ী উত্তর প্রদেশে। সেই সূত্রে দু'জনের মধ্যে পরিচয় হয়। দু'জনের বর্তমান

কর্মস্থলও এক জায়গায় হওয়ায়, কর্মক্ষেত্রের বাইরেও দুজনের মেলামেশা হয়, ফলে ঘনিষ্ঠতাও হয়েছে।

পুলিস কমিশনার মিঃ ভার্মা. ইন্দর শর্মাকে দেখে খুশী হলেও চিন্তিত হলেন বেশী। কারণ ইন্দর শর্মার মত মানুষ অফিস ফেলে শুধু গল্প করবার জন্য নিশ্চয় আসবেন না। বসতে বলে জিজ্ঞেস করলেন, বলুন মিঃ শর্মা কি কবর?

খবর কিছু নেই ভার্মাজী, আসলে আমি এসেছিলাম মনের অশান্তি খানিকটা দূর করতে।

মনের. অশান্তি?

হ্যাঁ, ভার্মাজী কি বলব বলুন? আমার ভাতিজা হঠাৎ আমার ওপর এত বিরূপ হয়ে উঠেছে, কি করব বুঝতে পারছি না।

ইন্দরকে খুব দুশ্চিন্তাগ্রস্থ দেখাল।

ভাতিজা মানে পুরন্দর? কেন? এত ভাল ছেলে আপনাকে এত মান্যগণ্য করে?

সেই তো ভার্মাজী। সময় বা পরিস্থিতি মানুষকে বদলাতে দেরী করে না।

দাঁড়ান মিঃ শর্মা কি হয়েছে খুলে বলুন তো? কোনও সিরিয়াস ব্যাপার বলে মনে হচ্ছে আমার।

ইন্দর মুখে হাসি এনে বলল, না না, সিরিয়াস কিছু নয়, তোমার সঙ্গে দেখা হলে একটু বুঝিয়ে বলবেন, আমি যা বলি ওর ভালর জন্যেই বলি।

এবারে মিঃ ভার্মাও হাসতে শুরু করলেন। বললেন, তাই বলুন না, কোন ব্যাপার নিয়ে বিবাদ হয়েছে দু'জনের মধ্যে! ও নিয়ে আপনি চিন্তা করবেন না। আমি আজ বিকেলেই পুরন্দরকে ফিট করে দেব।

' মিঃ ভার্মা কনস্টেবল ডেকে কফি আনিয়ে নিল। কফি শেষ করে উঠতে চাইল ইন্দর। মিঃ ভার্মা জোর করে বসালেন। আরে বসুন তো? আমাদের মাথার ওপর রাজ্যের দায়িত্ব আছে বলে কি আমাদের লেসার আওয়ার উপভোগ করবার অধিকার নেই?

একজন কনস্টেবল এসে জানাল, এক ভদ্রমহিলা দেখা করতে চান। ভার্মা সাহেব বললেন. না, এখন কারো সঙ্গে দেখা হবে না। আধঘণ্টা খানেক আমি ব্যস্ত থাকব। ইনি বসে রয়েছেন দেখতে পারছ না?

কনস্টেবল, বাইরে গিয়ে আবার ফিরে এল। স্যার উনি জানতে চাইলেন কখন আসবেন?

আচ্ছা জ্বালা তো! কি কেস জিজ্ঞেস করে এসো। তেমন সিরিয়াস কিছু না হলে ইন্সপেক্টর মোদীর সাথে কথা বলে কাজ সেরে নিতে বল।

উনি আপনার সাথেই দেখা করতে চান স্যার।

ইন্দর উঠে দাঁড়াল। আপনি আপনার কাজ করুন ভাই। আমি উঠছি। আমার জন্য মানুষকে হ্যারাস করছেন আপনি:

না, মাই মানবতাবাদী ফ্রেণ্ড, আমি কাউকে হ্যারাস করছি না। পাবলিকের স্বভাবই এই, আমার সার্বর্ডিনেটের কাছে না গিয়ে এক লাফে আমার কাছে চলে আসতে চায়। মনে করে, আমার কাছে এলে কাজটার সুরাহা তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে। অথচ সব কাজের যে একটা

নিয়ম নীতি আছে, সেসব বুঝতে চায় না। তার জন্য আপনি উঠবেন কেন বসুন তো? আমি আপনার সামনেই ডেকে পাঠাচ্ছি দেখুন কি পদের।

ঠিক আছে যাও ডেকে নিয়ে এস। ভার্মাজী কনস্টেবলকে বললেন আগন্তুককে ডেকে নিয়ে আসতে।

আপনি কাজ করবেন, আমি মাঝখানে কি করব? আমি চলি। ইন্দর শর্মা উঠতে চাইলেন।

আমি পাঁচ মিনিটেই বিদায় দেব দেখুন না? তারপর আমার বাড়ীতে চলুন, দুজনে এক সঙ্গে লাঞ্চ করব। আমার স্ত্রীও খুশী হবে।

স্যার আসব?

কেবিনের দরজায় এক সুরুচিপূর্ণ ভদ্রমহিলাকে প্রত্যক্ষ করে মিঃ ভার্মা হাতজোড় করে ব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়ালেন। মুখে হাসি নিয়ে বললেন, আরে আপনি! আসুন! আসুন!

নয়না প্রতি নমস্কার করে ভেতরে প্রবেশ করে, অন্য ব্যক্তিত্বের উপস্থিতি দেখে অস্বচ্ছন্দ বোধ করল। অস্বস্তি নিয়ে বলল, স্যার আপনি বোধহয় ব্যস্ত ছিলেন। আমি না হয় অন্য কোনদিন আসব!

না, না, ব্যস্ত নয়, ইনি আমার বন্ধু স্থানীয়, মিঃ ইন্দর শর্মা। একজন এনভারনমেণ্টালিষ্ট, একজন...

মিঃ ভার্মা কথা শেষ করবার আগেই নয়না বলল, হ্যাঁ, মিঃ ভার্মা এনার নাম শুনেছি। নয়না বলতে পারত এনাকে আমি চিনি। কিন্তু যাকে চিনি বলবে নয়না, উনিই তো অপরিচিতের মত গাম্ভীর্য নিয়ে বসে রয়েছেন। তাই নয়নাও সে ব্যাপারে ইতি টানল।

মিঃ ভার্মা তারপর যখন নয়নার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন, তখনও উনি সত্যিকারের অপরিচিতের মত হাতজোড় করায় নয়না বিস্মিত হলেও নয়নাও হাতজোড় করল।

বলুন মিসেস ঘোষ?

স্যার বলার তো কিছু নেই, আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ জানানো ছাড়া, অন বিহাফ অফ মাইসেল্‌ফ এণ্ড মাই স্টাফ, অনেক অনেক ধন্যবাদ স্যার। আপনি ও আপনার সহায়তা, আমাদের সঙ্গে না থাকলে আমরা হয়ত আর এক প্রস্থ নতুন বিপর্যয়ের স্বীকার হতাম। আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানানোর ভাষা নেই।

তা হয়ত হতেন। আর একপ্রস্থ বিপদের মুখোমুখি হলেও হতে পারতেন। কিন্তু এত ধন্যবাদের ঘটা কেন বলবেন? আপনার মধ্যে কোন একটা জিনিষের প্রাচুর্যতা খুব বেশী, তাই কি আপনি অবাধে দিয়েই যাবেন?

মিঃ ভার্মার মুখে হাসি দেখে নয়না বুঝল, মিঃ ভার্মা ঠাট্টা করছেন। তাই, মুখে স্নিগ্ধ হাসি রেখে, ঠাট্টার ঢঙে জবাব দিল, বেশী হলে ফিরিয়ে নিচ্ছি।

ফিরিয়ে নেবেন মানে? এসব শুকনো জিনিষ কি পেট ভরে? আমার আরো কিছু চাই।

বলুন না কি চাইছেন? সম্ভব হলে দেব না কেন? এবারেও নয়না মুখে হাসি নিয়ে ঠাট্টার সুরে বলল।

দুষ্কৃতী দমনে আপনার নীতি ও রীতিটা জানতে চাই।

কি রকম? আমি দুষ্কৃতীকে দমন করব কেন? আই মীন্ আপনি হঠাৎ আমায় এই প্রশ্ন করছেন কেন? নয়না একটু গম্ভীর হল। এক দাগী উগ্রপন্থী নেতা আপনাকে থ্রেটনিং দিয়েছিল, ওদের ডিমাণ্ড ফুল ফিল না হলে, আপনাকে প্রাণে মেরে ফেলা হবে।

আপনাকে জীবিত অবস্থায় প্রত্যক্ষ করে মনে হচ্ছে, এমন কোন নীতি প্রয়োগ করে দুষ্কৃতী দমন করেছেন, যার দ্বারা সাপও মরল, লাঠিও ভাঙল না। আপনার চেহারার স্নিগ্ধ ভাবমূর্তি প্রমান করছে আপনি বর্তমানে সম্পূর্ণ টেনশন ফ্রি। বলুন সেটা কি করে সম্ভব করলেন!

নয়না মস্তক নত করল।

আপনার মনে যদি এই ছিল, তাহলে শুধু শুধু আমাদের হ্যারাস করলেন কেন বলবেন? পুলিসে খবর না দিয়ে গোপনেও আপনি কাজটা পারতেন। কিন্তু আপনি তা করেননি। আপনি দু'দিকে চাল চেলেছেন।

আপনারা সমাজের রক্ষাকর্তা স্যার। তাই বিপদে পড়ে আপনাদের দ্বারস্থ হয়েছিলাম। কিন্তু তাই বলে দু'দিকে চাল চালব কেন? দিজ ইজ অবজেক্শনেবল স্যার, আপনি এই অভিযোগ করতে পারেন না।

ঠিক আছে আমাদের দিকটা বাদ দিন। আপনি কি করলেন সেটাই বলুন। যদিও অন্যায়কারীকে পুলিসের চোখের আড়ালে রাখতে সহায়তা করে যারা, তারাও অপরাধী বলে গণ্য হয়। কত টাকা দিয়েছিলেন?

নয়নাকে কেউ অযথা জেরা করলে নয়না খুব রেগে যায়। এ ক্ষেত্রে পুলিস অফিসার জেরা করছেন বলে নয়না নিজের ক্রোধকে আয়ত্তে রাখল। তবে জবাবটা ভাল করে বুঝিয়ে দিল। স্যার, আমার বর্তমান পেশা ব্যবসা হলেও, আমি কোন ধনী মানুষ নই। আমার সোর্স ইনকাম ছিল আমার কারখানাটা। সেই ইনকামও এমন কিছু আহামরি ছিল না। সেই কারখানার কি পরিণতি হয়েছে আপনার অজানা নয়। তার প্রতিক্রিয়া আমার ওপর কি হতে পারে সে বিষয়েও আপনার নিশ্চয় ধারণা আছে। তা সত্ত্বেও আপনি জিজ্ঞেস করছেন, আমি কত টাকা দিয়েছি?

তো! আপনি কি ওদের এক পয়সাও দেননি? মিঃ ভার্মার কণ্ঠে বিস্ময় ফুটে উঠল।

আমার টাকা থাকলেও আমি ওদের টাকা দিতাম না স্যার।

তাহলে আপনি আমাদের সহায়তা বিনা কিভাবে সব ট্যাকল করলেন?

কমিশনার সাহেবের গলার স্বরে বিদ্রূপ লক্ষ্য করে নয়নার মন খারাপ হয়ে গেল। জবাব না দিয়ে নিশ্চুপ রইল। কমিশনার সাহেব বললেন, হয়ত আপনি নিজেকে খুব সাহসী মনে করেন। কিন্তু এতটা দুঃসাহস দেখানো আপনার উচিত হয়নি। আপনার লাক ফেবার করেছে বলে হয়ত আপনি এবার বেঁচে গেছেন। কিন্তু নেগেটিভ কিছুও হতে পারত মিসেস ঘোষ। তাই ভবিষ্যতে কখনো এই কাজ করবেন না। পুলিসকে অবগত না করিয়ে নিজের হাতে কোন সিদ্ধান্ত নেবেন না। পুলিস অসফল হলেও, পুলিসের চেষ্টা থাকে সেখানে। ইন ফ্যাক্ট দিজ ইজ টু মাচ মিসেস ঘোষ। আপনি নিজের সিদ্ধান্তে এই ধরনের কাজ করতে পারেন

না। আমাদের দিক থেকে অবজেক্‌শন-আছে। আপনার যদি কিছু হয়ে যেত, তখন দায়ী কে হত ম্যাডাম?

আমি কোন সাহস দেখাই নি তো! আমার জন্যে ভীতি প্রদর্শন করা হলেও, আমি ভয় পাইনি স্যার। আমার ভয় শুধু এক জায়গায় ছিল। আমাদের কারখানার নব নির্মাণ কার্যে না ওরা কোন বাধার সৃষ্টি করে, এই উদ্দেশ্যেই আমি আপনার কাছে পুলিস ফোর্সের পাহারা চেয়েছিলাম। আমাদের দুর্ভাগ্য পুলিস পাহারা আসবার পূর্বেই আমাদের চৌকিদার রামদীন ওদের দ্বারা আক্রান্ত হয় এবং গুরুতর আহত অবস্থায় বর্তমানে হাসপাতালে।

এই খবরটা কিন্তু আমরা পাইনি মিসেস ঘোষ।

দেবার সুযোগ হয়নি কমিশনার সাহেব। এরপর আর কোন অঘটন ঘটেনি অবশ্য। সে যাক, যা বলছিলাম, সেই উগ্রপন্থী নেতার আমার কাছে আসবার খবরটা আপনাকে দেওয়া হয়নি, তাই আপনি আমাকে বার বার দোষী সাব্যস্ত করতে চাইছেন। এটা আমি ইচ্ছাকৃত করেছি স্যার। আমি একান্তে ঐ নেতার সঙ্গে একটা সাক্ষাৎকার চাইছিলাম।

ছেলেখেলা করতে চেয়েছিলেন?

নয়না গম্ভীর হল। বলল, আপনি যেমন ভাবে নিতে চান, নিন। তবে আমার দিক থেকে একটা উদ্দেশ্য ছিল। আমি চাইছিলাম, সেই মানুষের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে একটা প্রশ্ন করতে। ওদের এই বিদ্রোহের বা উগ্রবাদী হয়ে উঠবার কারণ ওদের ব্যক্তিগত, সামাজিক বা সরকারী যাই হোক না কেন, আমি তো কোন অংশে দায়ী ছিলাম না। ওদের দাবী পূর্ণ না হওয়াতেও আমার কোন দিক দিয়ে কোন হাত নেই, তাহলে ওরা আমাকে কেন টার্গেট বানিয়েছিল।

আপনি সিলি প্রশ্ন করছেন ম্যাডাম, ওরা যদি এত সব চিন্তা করে কাজ করত, তাহলে এতদিনে প্রত্যেক দেশদ্রোহী এক একজন বিখ্যাত মানুষ হয়ে যেত। ওরা এত মূর্খ নয় যে এত সব বড় বড় কথা চিন্তা করতে যাবে। দ্যা ওয়ান্ট মানী বাই এনি মীন্স।

বাই এনি মীন্স নয় স্যার, বাই অনলি ওয়ান মীন্স। ওরা শুধু নাশ করতে জানে। নাশকতামূলক অস্ত্র প্রয়োগ করে মানুষকে ধ্বংস করে, মানুষ হত্যা করে, টাকা আদায় করাটাই ওদের জীবন।

আপনার বেলায় কি তাই হয়েছে?

প্রথম ভীতি প্রদর্শনীটা ছিল, মারণাস্ত্র দেখিয়ে, দ্বিতীয়টা ছিল অগ্নিসংযোগ করে, তৃতীয়বার দাবী আদায়। ব্যর্থ হলে হত্যা করে শেষ করে দেবার কথা ছিল। এসব কথা আপনার অবিদিত নয় স্যার।

আপনি আগে বসুন, তাহলে বলব।

অস্বস্তি নিয়ে আবার বসল নয়না।

নয়নার এখানে আসবার উদ্দেশ্য ছিল কমিশনার সাহেবকে ধন্যবাদ জানানো। সেই কাজ হয়ে গেছে। আবার কেন বসতে বললেন ভার্মা সাহেব!

নয়নার আপত্তি সত্বেও কমিশনার সাহেব তিন কাপ কফি আনালেন। কফি খেতে খেতে

কমিশনার সাহেব বললেন, আপনাকে দেখে মনে হয় আপনি নিজস্ব বিচারকে মান্যতা দিয়ে চলতে ভালবাসেন। একদম চরম কোন বিপদে না পড়লে আপনি অন্য কারো সহায়তা নেওয়া পছন্দ করেন না। বাধ্য হয়ে অন্যের সহায়তা নেবার পরও, চেষ্টা করেন তার থেকেও কিছুটা আপনার জন্য রেখে দিতে।

অর্থাৎ, আপনি আপনার ব্যাপারে অন্যের নাক গলানো ব্যাপারটা একদম পছন্দ করেন না। তাই জিজ্ঞেস করব না সেই বিশেষ লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে, আপনাদের কি কথা হল। তবে এইটুকুন কি বলবেন, অল অফ এ সাডেন, পরিস্থিতি শান্ত হয়ে গেল কি করে? একটা ভয়ঙ্কর সমস্যা সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে চলে এলো কি করে? আই বিলিভ আপনি এক পয়সাও দেননি।

এবারে নয়নাও খানিকটা বিরক্ত নিয়ে বলল, স্যার আপনি কি আমাকে বিশ্বাস করেন না? একটু আগে আমি আপনাকে জানিয়েছি। আমি সেই লোকের সাথে কোন আর্থিক লেনদেন করিনি।

সত্যিই মিসেস ঘোষ আমি বিশ্বাস করতে পারছি না, উইদাউট মনী এণ্ড লাইফ, কাজটা কি করে সম্ভব হল? সে লোকের সঙ্গে আপনার কোনও সম্পর্ক থাকলে অন্য কথা হত। মনে করতাম সম্পর্কের খাতিরে উনি আপনাকে রেহাই দিয়ে গেছেন।

নয়না মস্তক উঠিয়ে কমিশনার সাহেবের দিকে চেয়ে কথাটার মর্মার্থ বুঝতে চাইল।

জবাব দিন মিসেস ঘোষ? আপনার বর্তমান চেহারা স্পষ্ট প্রকাশ করছে আপনি বর্তমানে সম্পূর্ণ টেনশন ফ্রী। অথচ সপ্তাহখানেক পূর্বে, ভীষণ অস্থির ও দিশেহারা হয়ে আপনি মাঝরাতে আমায় ফোন করেছিলেন। তারপর ভোরবেলা যখন আপনাকে দেখেছিলাম, তখনও আপনাকে দেখে মনে হয়েছিল, মারাত্মক কোন বিপদের সম্মুখীন হয়েছেন আপনি।

নয়না কি জবাব দেবে বুঝতে না পেরে, অপ্রস্তুত ভাব নিয়ে দৃষ্টি নামিয়ে বসে রইল।

আপনি আমাদের সহায়তা চেয়েছিলেন। কিন্তু, রিগার্ডিং দিজ প্রব্লেম, উই ডিড নাথিং! তাই জিজ্ঞেস করছি আপনি একা পরিস্থিতি আয়ত্তে নিয়ে এলেন কি করে?

মিঃ শর্মার উপস্থিতি যদি আপনাকে চুপ থাকতে বাধ্য করছে, তাহলে বলব, হি ইজ মোর পারফেক্ট দ্যান মী। আপনার এই কথা ওনার দ্বারা কোথাও সংক্রামিত হবে না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।

না না, তা ভাবিনি। আমি কোন গোপনীয়তা পালন করতে চাইছি না।

মিসেস ঘোষ, এটা আমার ব্যক্তিগত প্রশ্ন আপনার কাছে, আমি কোন পুলিস অফিসারের অধিকারে আপনাকে এই প্রশ্ন করনি।

কি বলব বলুন তো? সেদিন আমি তো ঠিক প্রকৃতিস্থ ছিলাম না! সেই লোক আমার সম্মুখে এসে দাঁড়ালে আমি কিছু বলেছিলাম সেটা ঠিক। কিন্তু কি বলেছিলাম এখন ঠিক মনে পড়ছে না। তবে একথাও সত্যি ছিল, সেই লোকের কথা অনুযায়ী আমাকে হত্যা করবার কথা ছিল সেদিন। সেটা কেন হলো না, সেটা বোধগম্য হয়নি আমারও। মনে করুন, সেদিন সেই অপরাধী আমায় দয়া করে বাঁচিয়ে রেখে গিয়েছিল।

মিঃ ভার্মা বললেন আপনি অনেক ভনিতা করছেন মিসেস ঘোষ।

না স্যার, কোন ভনিতা নয়। যা সত্য সেটাই বলবার চেষ্টা করছি আমি। আচমকা, আমাকে দয়া করবার কিম্বা করুণা করবার উপযুক্ত বলে বিবেচিত করেছিল হয়ত সে লোক। এবারে আমায় যেতে দিন।

না, আপনি যেতে পারবেন না। আমি যা জানতে চাইছি, তা না জানিয়ে আপনাকে যেতে দিতে পারি না।

নয়না লজ্জিত হাসি নিয়ে উঠে দাঁড়াল। স্যার আমার মত একজন সাধারণ মানুষের জন্য আপনি অযথা সময় নষ্ট করছেন। আপনার যদি ধারণা, সেদিন আমি কোন অসম্ভব সম্ভব করেছি, তাহলে আপনার সে ধারণা ভুল স্যার। আমি কিছু করিনি স্যার। আমার ভাগ্য আমায় যেভাবে পরিচালিত করেছে, আমি সেভাবে পরিচালিত হয়েছিলাম সেদিন।

দাবী আদায় করতে পারলে হয়ত হত্যা করে না ওরা।

করে স্যার। প্রথমবার না করলেও পরবর্তী দাবী আদায় করতে না পারলে করে, কিংবা তার পরবর্তী...হত্যা ওরা করবেই স্যার। ওরা মানুষ খেকো হয়ে উঠছে। ম্যান ইটার অফ প্রেসেণ্ট ডে।

তবে আমার ব্যাপারটা নিয়ে আলাদা এক জিজ্ঞাসা ছিল আমার। আমাকে মেরে কি লাভ হত সেটা জানতে আমি আগ্রহী ছিলাম। কারণ, ওদের দাবী আমার পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব হত না। তাই মৃত্যু অনিবার্য ছিল আমার। ওদের বিবেচনায়, এই হত্যার উদ্দেশ্য যদি জনসাধারণের কাছে দৃষ্টান্ত রাখবার জন্য হয়ে থাকে, অর্থাৎ ওদের অমান্য করলে মানুষের পরিণতি কি হতে পারে, তার উদাহরণস্বরূপ হয়, তাহলে আমি পরবর্তী প্রশ্ন রাখতাম, সেই দৃষ্টান্ত থেকে শিক্ষা গ্রহণ না করে কেউ যদি আমার মত ওদের দাবী মেটানোর দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করে, তাকেও কি প্রাণে মেরে ফেলা হবে? তারপর আবার কেউ অস্বীকার করল, তারপর আবার। এইভাবে যদি চলতে থাকে, তখন তারা কি সিদ্ধান্ত নেবে? বার বার বিফল হয়ে কি বার বার মানুষ হত্যা করবে? সেই সময়ের প্রশ্নটা তার বিবেকের জন্য রাখতাম। তার বিবেক, বার বার, প্রতিবার মানুষ হত্যার জবাব কিভাবে দিত সেটা জানতে চাইতাম। স্যার মানুষ কতটুকু অবধি নিয়ে এই পৃথিবীতে আসে? জন্ম থেকে মৃত্যু এই নির্দিষ্ট সময় কাল, সুখভোগের জন্য ব্যয় না করে, একের পর এক নরবলী দিয়ে পিশাচের ভূমিকা পালন করবার জন্য নিশ্চয় এই পৃথিবীতে কেউ আসে না।

নয়না থামলেও কমিশনার সাহেব কিছু বললেন না। তাই নিজের বাকী কথাটুকুও বলে ফেলল নয়না।

স্বাধীনতার জন্য বিদ্রোহ করে অমর হয়ে রয়েছেন ক্ষুদিরাম ও বহু স্বাধীনতা সংগ্রামী। মানুষ সদা সেই স্বাধীনতা সংগ্রামীদের জন্য শ্রদ্ধায় মস্তক অবনত করে থাকে। কিন্তু এই খুনীদের জন্য কে চিন্তা করবে স্যার? পৃথিবীতে অবস্থান কালীন সময়েও তারা মানুষের ঘৃণা পাবে, মৃত্যুর পরও তাদের জন্য ঘৃণা ছাড়া আর কিছু থাকবে না। হয়ত মৃত্যুর পর মানুষের ঘৃণা পাবারও যোগ্য থাকবে না তারা। এই সত্য কি তারা মেনে নিতে পারবে?

এই সমস্ত জবাব তার বিবেক কিভাবে দেয়, সেটা জানবার জন্য আমি আগ্রহী ছিলাম। সেজন্যেই একলা সেই লোকের মুখোমুখি হতে চেয়েছিলাম।

আপনি তাকে কি ভাবে স্বাগত করলেন? নির্ভিক সুরে বললেন, আসুন আমি ভয় পাইনি আপনাকে?

এবারের কমিশনার সাহেবের বিদ্রূপ, নয়নাকে বিচলিত করল না। বলল, কথা সেটা নয় স্যার, ভয় পাওয়া বা ভয় দেখানো। কথা হচ্ছে, একদল মানুষ দেশের শান্তি ভঙ্গ করে, অরাজকের ভূমিকায় সন্ত্রাস সৃষ্টি করে, মানুষকে ভীত করে তুলতে বাধ্য করবে। অন্যদিকে সাধারণ মানুষ, এই বিশৃংখলতার স্বীকার হয়ে পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে গিয়ে ভীত হয়ে উঠবে, তটস্থ হয়ে বাস করবে। কিংবা কখনো কখনো বাধ্য হয়ে আত্মসমর্পণ করবে কেন। কিন্তু দুনিয়া তো এভাবে চলতে পারে না স্যার। আসল ব্যাপার যেটা, সেটা হচ্ছে মানুষের মধ্যে চেতনার উদ্রেক করা, মানুষের সঠিক বিবেচনা বোধকে সামনে রেখে, যুক্তিসম্পন্ন ও যুক্তিবিরুদ্ধ এই দুয়ের যাচাই করে, সঠিক পথকে বেছে নেওয়া।

নয়না নিজেকে আয়ত্তে এনে উঠে দাঁড়াল। অনেক বলে ফেলেছে নয়না। কামরায় আর একজন বিশেষ ব্যক্তিও উপস্থিত রয়েছেন, নয়নার এবার যাওয়া উচিত।

হাতজোড় করে বলল, দুঃখিত স্যার, আপনাকে আমি সহযোগিতা করতে পারিনি। অথচ অন্যদিকে নির্লজ্জের মত আপনার কাছে সহায়তার হাত বাড়িয়েছিলাম। মাপ চাইছি স্যার।

কমিশনার সাহেব কোন প্রত্যুত্তর না করে একটা অন্য রকম দৃষ্টি নিয়ে নয়নার দিকে চেয়ে রইলেন।

নয়না অস্বস্তি নিয়ে বলল, আজে বাজে কথা বলে আপনাকে হয়ত বিরক্ত করলাম। চলি স্যার!

বসুন, কফি খান!

না, স্যার মাপ করবেন।

না, আপনাকে মাপ করতে পারি না মিসেস ঘোষ।

নয়না, কমিশনার সাহেবের মনোভাব বুঝতে চাইল।

কমিশনার সাহেব বললেন, একজন ভদ্রমহিলাকে দাঁড় করিয়ে আমরা বসে রয়েছি, আমাদের অস্বস্তি হচ্ছে না?

আর বসে কি করব স্যার? আরো কিছু জিজ্ঞাসা আছে কি আপনার?

সেদিন আমার ইচ্ছে অনুসারে তাকে কিছু প্রশ্ন করব ভেবে রাখলেও কার্যত তা হয়নি। তার বদলে আমি সেদিন বোধহয় লেকচার দিতে শুরু করেছিলাম। তাও একটু ক্ষোভ নিয়েই। আমি অযথা ভাষণ দিচ্ছি ও অর্থহীন কথা বলছি বলে, দু-একবার আমাকে বিদ্রূপ করলেও, কিছু কিছু শুনছিলেন। তারপর হঠাৎই চলে যান।

একটু থেমে নয়না আবার বলল, আসলে স্যার এই পৃথিবীর সব মানুষ আকাঙ্ক্ষা রাখে তাদের চাহিদা পূরণ হোক। নিজেদের বিভিন্ন বাসনাকে কেন্দ্র করে আমরা প্রত্যেকে আশা করি আমাদের অভিলাষ সিদ্ধ হোক। কারো কারো চাহিদা পূরণের আশা এত মারাত্মক

থাকে যে, নিজেদের কার্যসিদ্ধির জন্য তারা যে কোন পথ অবলম্বন করতে দ্বিধা বোধ করে না। সেই ভয়ংকর অবস্থায় তারা একটা জিনিষ ভুলে যায়, তাদের সেই চাহিদা পৃথিবীর কাছে, সমাজের কাছে, কিংবা সরকারের কাছে, যার কাছেই থাকুক না কেন, অপ্রত্যক্ষ ভাবে তো তারা মানুষের কাছেই নিজেদের দাবিকে উপস্থাপিত করে! অর্থাৎ আমরা যা নেব বা পাবার আশা করব, তাতো মানুষের কাছে থেকেই। আমার বিচারে বা যুক্তিতেও বলতে পারেন মানুষ সফল হতে পারে তখনই, যদি মানুষ সেই সব মানুষের অন্তরে প্রবেশ করতে পারে, যাদের কাছ থেকে কিছু পাবার মনোবাঞ্ছা করে তারা। কারণ মানুষকে ভাল না বেসে মানুষের কাছ থেকে কিছু আদায় করা সম্ভব হয় না, কোন কার্যে সফল হওয়া যায় না।

আমার সেদিনের মূল বক্তব্য অনেকটা এই ধরনের ছিল স্যার। মানে সেই লোককে এই ধরনের কিছু বলবার প্রয়াস করেছিলাম।

নয়না সামান্য অবনত হয়ে কথাগুলো বলছিল, কথা শেষ করে মুখ তুলতেই অস্বস্তি পেল, খুব অস্বস্তি পেল। শুধু কমিশনার সাহেব নয়, কামরায় উপস্থিত অন্য ভদ্রলোকও নয়নার দিকে পলকহীন ভাবে চেয়ে নয়নার কথা শুনছেন।

নয়নার অস্বস্তি দেখে দু'জনেই দৃষ্টি সরিয়ে নিলেন। কমিশনার সাহেব বললেন, তাহলে কি আপনিও ভালবেসে সফল হয়েছেন? আই মীন অন্তরে প্রবেশ করে।

নয়না লজ্জিত কণ্ঠে বলল, আমার দিক থেকে তো কোন দাবি ছিল না স্যার। আমি শুধু একটা প্রশ্ন রাখব ভেবেছিলাম। কিন্তু তার সুযোগ আসেনি। বাদ বাকী যা হয়েছিল, শুধু আমার ভাষণ বলতে পারেন। অবশ্যই কিছু পাবার আশা নিয়ে নয়।

কেন আপনি যুদ্ধ করেননি?

স্যার অত বিদ্রূপ করবেন না। আমি একজন অতি সামান্য মানুষ, ভুল হলেও হতে পারে আমার।

না মিসেস ঘোষ, বিদ্রুপ করব কেন? আপনার মধ্যেকার নির্ভীকও নির্ভেজাল মানুষটাকে চিনতে পেরে খুব ভাল লাগছে। আপনি কোন বাহ্যিক রীতি নীতিকে তোয়াক্কা না করে, একেবারে সোজা আসল স্থানে নাড়া দিয়েছেন। সেই অপরাধীকে গ্রেফতার করতে পারলে, পুলিস যে দণ্ড দিত তাকে, সেই দণ্ড তার যথার্থ দণ্ড হত না মিসেস ঘোষ। আপনি তাকে যথাযথ সাজা দিয়ে কাত করে দিয়েছেন। আত্ম-অবমাননাকে মেনে নিয়ে, আপনার প্রতি চরম কোন পদক্ষেপ না নিয়ে, নিজের পরাজয় স্বীকার করে ফিরে গেছে সে। এর অর্থ হল, সেই লোক এমন কিছুর সন্ধান পেয়েছিল সেই মুহূর্তে, যার মূল্যের পরিবর্তে সে পরাজয় স্বীকার করতেও রাজী ছিল। কাজেই যুদ্ধে জয় তো আপনারই হল। আপনার মধ্যেকার অকৃত্রিম ও যুক্তিবাদি মানুষটার জয় হয়েছে মিসেস ঘোষ। জানেন মিসেস ঘোষ আমাদের শাস্তি যত কঠোরই হোক না, অপরাধী সেই সাজাতে কাত্ হয় না। অন্য দিকে আপনার দেওয়া সাজা খুব কোমল, তা সত্ত্বেও আপনি পেরেছেন তাকে কাত্ করতে। সি দ্যা ডিফারেন্সেস।

কমিশনার সাহেবের উচ্ছ্বাস দেখে নয়না লজ্জিত হল। বলল, অত শত জানি না স্যার, আপনার মত বিচার করবার ক্ষমতা আমার নেই। এবারে যেতে দিন।

হ্যাঁ, নিশ্চয়। আর আপনাকে আটকাব না। তবে একটা অনুরোধ। একদিন আসুন আমাদের বাড়িতে। আমার মিসেস খুশী হবেন। উনি খুব ইম্প্রেসড আপনার প্রতি।

নিশ্চয় স্যার। একদিন আসব।

আর একটা কথা মিসেস ঘোষ।

নয়না নমস্কার করে পেছন ফিরেছিল, আবার জিজ্ঞাসু দৃষ্টি নিয়ে ঘুরতে হল।

একটা অভিযোগ ছিল আপনার কাছে।

নয়না বিব্রত ভাবে চাইল।

আপনি সেদিন আপনার কর্তার সাথে আমার পরিচয় করিয়ে দেন নি। এই ব্যাপারটা, আপনি আমার প্রতি অন্যায় করেছেন মনে হয়েছে আমার।

ওঃ! আসলে আমার স্বামী সেদিন ছিলেন না। মানে, উনি এখানে থাকেন না। আমি আমার ছেলেকে নিয়ে একা থাকি।

ওহ আই সি! উনি কোথায়? মানে কি করেন? আপত্তি না থাকলে জানতে পারি কি?

হোয়াই নট স্যার, আমার সম্বন্ধে যা যা জানবার প্রয়োজন, সব জিজ্ঞেস করতে পারেন আপনি।

সব চাই না। আপাতত শুধু...

নয়না মুখে হাসি এনে বলল, উনি ভারত সরকারের এক উদ্যোগে কর্মরত। বর্তমান কর্মস্থল অন্ধ্রপ্রদেশে।

নয়নার চেহারায় অসহিষ্ণুতা লক্ষ করে কমিশনার সাহেব বললেন, ঠিক আছে মিসেস ঘোষ আজ এই টুকুতেই নিজেকে সন্তুষ্ট রাখছি। নমস্কার।

কমিশনার সাহেবের ক্লায়েন্ট চলে যাবার পর, ইন্দর শর্মা অতিষ্ঠ ভাব ত্যাগ করে বললেন, এই আপনার পাঁচ মিনিটে বিদায় দেওয়া মিঃ ভার্মা?

আপনি খারাপ পেয়েছেন মিঃ শর্মা? সবাইকে কি চট করে বিদায় দেওয়া যায়?

না, তা নয়, তবে বোর হলাম তো?

সত্যি বোর হয়েছেন? এ্যা লেডি ওফ এন এক্সেপশনেল কোয়ালিটি? এত নির্ভীক মহিলা সচরাচর দেখা যায় না। তার সঙ্গে আমার কথাবার্তা শুনে আপনি বোর হলেন?

ইন্দর কিছু মন্তব্য করল না। চুপ চাপ শুনে গেল।

চিন্তা করতে পারেন, এক জন দাগি উগ্রপন্থী নেতার সাথে একলা মোকাবিলা করেছেন? যে উগ্রপন্থী নেতা মাত্র দু'দিন পূর্বে ওনার কারখানায় অগ্নি সংযোগ করে সব ভস্মে রূপান্তরিত করে দিয়েছিল। শুধু তাই নয়, তারপর মাত্র চব্বিশ ঘণ্টা পর পাঁচ লাখ টাকার দাবি করে। এবং সেই দাবি পূর্ণ না হলে প্রথমে মেরে ফেলা হবে বলে থ্রেটনিং দেওয়া হয়েছিল।

ইন্দর, মিঃ ভার্মা আর ভদ্র মহিলার প্রথম দিকের কথাবার্তা মন দিয়ে শোনে নি। কারণ, আজকাল এই ভদ্রমহিলাকে দেখেই খুব বিরক্ত হয়ে উঠত ইন্দর। ভার্মাসাহেব এখন যা বললেন, তা শুনে অবাক বিস্ময়ে চাইল ইন্দর।

ভদ্র মহিলার ক্ষমতা অন্য ধরনের। আমাদের হার মানতে হবে ওনার কাছে। আমাদের

ফোর্স নিয়ে আমরা যা পারি নি। উনি কেবল মুখের কথার দ্বারা তা সম্ভব করেছেন। এত বড় একটা সমস্যার কি করে কি করলেন সেটাই অবিশ্বাস্য লাগছে। ইন্দর হঠাৎ উঠে দাঁড়াল। আমি চলি মিঃ ভার্মা।

সে কি আমার বাড়ী যাবেন না?

আজ থাক। অন্য কোন দিন হবে। বলে ইন্দর বেরিয়ে এল।

পুরন্দর ঠিক করেছে চাচাজীর কথা রাখবে। কয়েকদিন থেকে চাচাজীকে খুব বিমর্ষ দেখাচ্ছে। এর কারণ নিঃশ্চয় পুরন্দরই। এবার দিল্লি থেকে ফেরার পর থেকে চাচজী পুন্দরের এই চাকরীর ওপর বিরুপ হয়ে উঠেছেন। চাচাজীর এই বিরূপতার সঠিক কারণ না জানলেও, পুরন্দরের উচিত চাচাজীর কথাকে মান্য করা। তাই, এই চাকরী ছেড়ে দেবার সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছে। পুরন্দর। ম্যাডামের জন্য মন খারাপ করবে পুরন্দরের, তাহলেও, পুরন্দরকে এই কাজটা করতে হবে। ম্যাডাম খুব ভাল মানুষ তাতে তো কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু, ম্যাডাম আর চাচাজীর মধ্যে একজনকে বেছে নিতে হবে পুরন্দরকে। এই ক্ষেত্রে অবশ্যই চাচাজীর পক্ষ নিতে হবে পুরন্দরকে।

অফিসে ছুটি হবার সাথে সাথে পুরন্দর বাড়ী চলে এসেছে। জামা কাপড় ছেড়ে ফ্রেশ হয়ে বারান্দায় এসে দেখে, আধো অন্ধকারে ইজি চেয়ারে, বসে রয়েছে চাচাজী। চাচাজী এই সময় বাড়ীতে ভাবা যায় না। পুরন্দর বিস্ময় নিয়ে জিজ্ঞেস করল, চাচাজী কি হয়েছে? শরীর ভালতো?

কিছু হয়নি। ইন্দর গম্ভীর স্বরে বলল।

তাহলে? এসময়ে তো বাড়ীতে আসেন না আপনি?

ইন্দর জবাব দিল না।

পুরন্দর একটা চেয়ার নিয়ে এসে বারন্দায় বসল। ইন্দির জিজ্ঞেস করল, তেরা কেয়া হুয়া আজ? কাম নহী হ্যায়? ইতনা জলদি কেইসে আ গয়া?

আচ্ছা বিপদ তো! দেরিতে এলেও চাচাজীর আপত্তি। জলদি এলেও চাচাজীর আপত্তি! পুরন্দর মনে মনে রেগে গেলেও বলল, হ্যাঁ, এসে গেলাম।

কাম্ নহী হ্যায়?

পুরন্দর আবার অসহিষ্ণু হল। গম্ভীর স্বরে বলল, কাজ থাকবে না কেন চাচাজী? কাজের কি অন্ত আছে?

তো, কাজ ফেলে তুমি কি করে বাড়ীতে এসে গেলে, সেটাই জিজ্ঞেস করছি?

চাচাজী আপনার কি ধারণা ডি. এ. ইন্ডাস্ট্রির একমাত্র সক্রিয় কর্মী আমিই? আর কেউ নেই সেখানে?

এত রেগে যাচ্ছ কেন?

না রাগ নয়, আপনি আজকাল কেমন যে অদ্ভুত অদ্ভুত প্রশ্ন করেন।

ইন্দর হাসল। অদ্ভুত! তোমাদের অফিসের কাজ হচ্ছে, অথচ তুমি এখানে। সেজন্যেই জিজ্ঞেস করা।

আপনার আজকাল ভীমরতী ধরেছে চাচাজী। কখন কি বলেন নিজেরই খেয়াল থাকে না আপনার। একদিন অর্ডার দেবেন, অফিস ছুটির পর, অতিরিক্ত এক সেকেণ্ড সময়ও অফিসে থাকা চলবে না। আর এক দিন, সময়ে অফিস থেকে ফেরার কৈফিয়ত চাইবেন!

ইন্দর বোধহয় বুঝল ইন্দরের ভুল হয়েছে, তাই চুপ করে গেল।

চাচাজীকে খুব উদাসীন দেখাচ্ছে। চাচাজীর কি হয়েছে, খুলে না বললে বুঝবে কেমন করে পুরন্দর? আজকাল চাচাজী কেমন যেন মনমরা হয়ে থাকেন সর্বক্ষণ। এবার, এখান থেকে ট্রান্সফারের জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন চাচাজী। এই শহর বোধ হয় আর ভাল লাগছে না। তাই বোধ হয় পুরন্দরকেও এখান থেকে নিয়ে যেতে চাইছেন। পুরন্দরের চাচাজীর জন্য খুব মায়া হল।

পুরন্দরকে অত্যন্ত স্নেহ করেন বলেই, নিজের বিবেচনায় পুরন্দরের জন্য যেটা ভাল মনে করেন, সেটা করেন।

পুরন্দর জিজ্ঞেস করল, চাচাজী চা খাবেন?

না, একবার খেয়েছি।

অন্য কিছু খাবেন? নাস্তা কিছু?

না, তেমন খিদে পায় নি। তুমি খেলে খাও।

না, এখন আমারো কিছু খেতে ইচ্ছে করছে না। শম্ভুদা বাজারে গেছে, এলে একটু পকোড়া বানাতে বলব।

ঠিক আছে তখন নাহয় আর একবার চা খাওয়া যাবে। এখন কি করবি? যা, দাবার বোর্ড আর গুটি নিয়ে আয়। চাচা ভাতিজা বসে বসে দাবা খেলা যাক।

পুরন্দর খুশী হল। চাচাজী নিজের থেকে খেলার প্রস্তাব দিলেন তাই। চাচাজীর কিছুক্ষণের জন্য চিন্তা মুক্ত হবে।

চাচাজী দাবা খেলতে খুব ভালবাসেন। এমন এক একটা চাল চালেন, পুরন্দর কোন দিনও জিততে পারে না। তবুও পুরন্দরের ভাল লাগে। বেশ কিছুক্ষণ কোন শক্তিশালী যোদ্ধার সাথে যুদ্ধ করবার সুযোগ মেলে তাই।

কিন্তু, খেলতে বসে চাচাজী বিশেষ মনোযোগী হতে পারলেন না। পুরন্দরের মনে হল, মনের ভেতর কোন চিন্তা চাচাজীকে উত্তপ্ত করছে। খেলতে খেলতে হঠাৎ একটা ভুল চাল চেলে পুরন্দরকে জিজ্ঞেস করলেন, রাত জেগে তোরা কি কাজ করিস শুনি?

রাত জেগে? কোথায় আজকাল তো আমি বিশেষ বাইরে যাই না চাচাজী?

এখন যাস না, কয়েক দিন আগে তো যেতিস?

পুরন্দর আবার অসহিষ্ণু হল চাচাজীর ওপর। চাচাজী এমন ত্যাছড়া ভাবে প্রশ্ন করছেন কেন? বলল, কখন কি করেছি, তা জেনে আপনি কি করবেন? আপনি যা চেয়েছিলেন তা করছি আমি। অর্থাৎ, আপনার আদেশ মানতে শুরু করে দিয়েছি।

পুরন্দর, তোমাকে যা জিজ্ঞেস করা হচ্ছে তার জবাব দাও। ইন্দরের স্বরে রাগ প্রকাশ পেল।

কি জিজ্ঞেস করছেন আপনি? আপনার আজ খেলায় মন নেই চাচাজী।

খেলায় মন ঠিকই আছে। তুমি আমার প্রশ্নের জবাব দিচ্ছ না কেন? তোমাদের অফিসে যা হয়েছে, সেসব আমাকে জানানো হয়নি কেন?

তো এই কথা? এতদিন পর ডি. এ. ইন্ডাস্ট্রির কথা জানতে চাইছেন? পুরন্দর নির্বিকার ভাবে বলল, দিন সাতেক আগে ডি. এ. ইন্ডাস্ট্রির কারখানা পুড়ে ধ্বংস হয়ে যায়। তাই কারখানার পুনর্নির্মাণ হচ্ছে।

হাতে ঘোড়া নিয়ে ইন্দর পুরন্দরের দিকে হাঁ করে চেয়ে রইল। বিস্মিত ভাব নিয়ে বলল, পুনর্নির্মাণ? এসব কি এত সহজ? আপনার যদি খেলায় মন নেই তাহলে বলুন চাচাজী। আমি বোর্ট উঠিয়ে নিচ্ছি।

ইন্দর নির্দিষ্ট স্থানে ঘোড়া বসিয়ে বলল, তোদের ম্যাডামের মাথা খারাপ হয়ে যায় নি তো? শুনলাম অগ্নি সংযোগ, বিশাল এক পরিমাণের অর্থ দাবি, ইত্যাদি সব কোন উগ্রপন্থী নেতার কর্ম ছিল? তাহলে আবার বোকার মত তিনি নতুন করে সব কিছু করতে চাইছেন কেন? আবার কোনও ফ্যাসাদে পড়ে গেলে কি করবেন?

চাচাজী যার জিনিষ, তিনি বুঝবেন। আপনি হঠাৎ মাথা ঘামাতে শুরু করলেন কেন? আপনি চাইছিলেন আপনার ভাতিজা সেখান থেকে সরে আসুক, আর কিছু দিনের মধ্যে সেটা হয়ে যাবে। ব্যাস, আপনার কাজ শেষ। পুরন্দর চাচাজীর একটা ঘুটি মেরে বলল।

ইন্সিউরেন্সের টাকা পাওয়া গেছে? পুরন্দরের কথা অগ্রাহ্য করে, ইন্দর আর একটা অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন রাখল।

চাচাজী, বললাম না, আপনি ডি. এ. ইন্ডাস্ট্রির কথা চিন্তা করবেন না।

চিন্তা নয়, আমার না হলেও, কারো তো সমস্যা এটা?

তা হোকা চাচাজী। আপনি এখন খেলুন তো।

সিকিউরিটি ছিল না? তোমরা কেউ টের পেলে না?

পুরন্দর চাচার দিকে একটু গভীরভাবে চাইল। বলল, চাচাজী এটাতো কোন টাটা বা বিড়লার কারখানা ছিল না। সাধারণ একটা কারখানা। তাই সিকিউরিটিও ছিল খুব সাধারণ। আমাদের রামদীন চৌকিদারের পাহারায় এতদিন নির্ঝঞ্ঝাটে চলেছিল আমাদের ডি. এ. ইন্ডাস্ট্রি।

তোরা কেউ টের পেলি না? চাচাজীর কণ্ঠস্বরে সহানুভূতি প্রকাশ পেল।

টের পাব কি করে চাচাজী, ওরা কি ঢাক ঢোল পিটিয়ে, প্রচার কার্য চালিয়ে এই অনিষ্ট সাধন করেছে?

তা না হোক। তবুও কোন হিন্টস ছাড়াই কি এই কার্যে অবতরণ করেছিল ওরা?

পুরন্দর বুঝল চাচাজী খেলাতে বসেছেন শুধু বোর্ডটা সামনে রাখবার জন্য। বোর্ডটা সামনে না থাকলে বোধ হয় উনি প্রশ্নগুলো করতে পারতেন না।

তো কত দূর হল তোদের নব নির্মাণ?

চাচাজী, প্রায় সমাপ্তির পথেই। আগামী কাল ইলেক্ট্রিকের কাজ হয়ে গেলে, আবার সক্রিয় হয়ে উঠবে ডি. এ. ইন্ডাস্ট্রি।

এত জলদি কি করে করা হল? তোরা তো মেশিন নোস?

তা হয়ত নয়। তবে আমাদের ম্যাডাম এমন একজন মানুষ, যে কোন অসম্ভবকে সম্ভব করবার ক্ষমতা রাখেন উনি। আমাদের ডি. এ. ইন্ডাস্ট্রিকে এত কম সময়ের মধ্যে পুনরায় সক্রিয় করে তোলার চ্যালেঞ্জটা ছিল ওনারই।

তোরা বুঝি খুব কাজ শিখিয়ে দিয়েছিস তোদের ম্যাডামকে? বিদ্রুপের হাসি নিয়ে জিজ্ঞেস করল ইন্দর।

ম্যাডামকে কিছু সেখাতে হয় না চাচাজী। উনি কারো সহায়তা নেওয়া পছন্দ করে না।

ইন্দর একটু বিরক্ত হয়ে চাইল।

চাচাজী বিরক্ত হলে কি হয়েছে, যা সত্য তা বলবে না কেন পুরন্দর? বলল, আমাকে আপনি যে উদ্দেশ্যে সেখানে পাঠিয়েছিলেন, আমি কিন্তু আপনার সেই উদ্দেশ্য সফল করতে পারিনি। আমি এত দিন সেখানে যা করেছি, তা হল শুধু একজন একনিষ্ঠ কর্মীর কাজ। বলে পুরন্দর চাচাজীর চেহারাটা দেখল। ম্যাডামের প্রশংসা শুনতে পারেন না চাচাজী। তাই প্রতিক্রিয়াটা লক্ষ্য করতে চাইল। কিন্তু, আজ যেন প্রতিক্রিয়া হল না। শুধু খেলা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন।

আর খেলবেন না চাচাজী?

না, ভাল লাগছে না। তুই বাইরে গেলে ঘুরে আয়!

চাচাজীর যখন কোন কিছুতে মন নেই, তখন পুরন্দর তো জোর করে চাচাজীর মন বসাতে পারে না? পুরন্দর চুপ করে চেয়ারে বসে রইল। চাচাজী রেলিংয়ে ভর দিয়ে কোন গভীর চিন্তায় ডুবে গেলেন যেন। চাচাজীর কিছু একটা হয়েছে। সত্যিই হয়েছে। তা নাহলে হঠাৎ চাচাজীর মধ্যে এই অভাবনীয় পরিবর্তন আসতে পারে না। যাই হয়ে থাকুক, চাচাজীর এখান থেকে সরে যাওয়াই বোধহয় মঙ্গল। পুরন্দর তাই করবে। চাচাজীকে এখান থেকে সরিয়ে নেবার চেষ্টাই করবে।

পুরন্দর জিজ্ঞেস করল, চাচাজী আপনার ট্রান্সফার হবার কথা ছিল না? সেটা কি কনফার্মড? কবে নাগাদ হবে?

হ্যাঁ, এর মধ্যেই অর্ডার এসে যাবার কথা।

পুরন্দর নিশ্চিত হল। কিছু দিনের মধ্যেই এখান থেকে চলে যেতে পারবে।

চাচাজী আপনি কি বের হবেন?

না, আমি আর বাইরে যাব না। তুই গেলে যা না।

হ্যাঁ, আমি একটু ঘুরে আসছি।

পথে পরিচিত কোন মানুষের জন্য এত উতলা হবার কোন মানে হয় না। সেটা কি ইন্দর বোঝে না? রাতারাতি পুরন্দরকে হঠাৎ দিল্লি থেকে আনিয়ে, ডি. এ. ইন্ডাস্ট্রিতে ঢোকাবার ইচ্ছেই বা হঠাৎ ইন্দরের মনে জেগেছিল কেন? কোন তৃতীয় ব্যক্তির ব্যবসা ফুলে ফেঁপে উঠুক, এই কি ছিল ইন্দরের উদ্দেশ্য? নাকি, এক দুঃখীর জন্য অপ্রত্যাশিত ভাবে সহায়তার হাত বাড়িয়েছিল ইন্দর? সেই মানুষ দুঃখী হলেও, সে তো কখনো ইন্দরের কাছে সাহায্য

চায় নি? চাইবে কেন? ইন্দর, সেই ভদ্রমহিলার কে? যার সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই, সেই মানুষের কাছে কেউ সহায়তা প্রত্যাশা করে না। তাহলে ইন্দর হঠাৎ এই কাজ করেছিল কেন?

তাই তো, ইন্দর কেমন যেন অবুঝের মত কাজ করছে আজকাল। পুরন্দর যদি ইন্দরের এই সমস্ত কার্যকলাপ নিয়ে কোন প্রশ্ন তোলে, তখন কি জবাব দেবে ইন্দর।

মানুষের মনে কোন কারণে কারো প্রতি ক্রোধ হলে, একদিক দিয়ে মানুষের লাভ হয়। সেই মানুষের সংস্পর্শ থেকে দূরে সরে থাকতে পারে মানুষ। ইন্দরও এতদিন তাই ছিল। আজ সকালবেলা থেকে আবার একটা যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছে ইন্দর। অপ্রত্যক্ষভাবে ইন্দর বুঝি কোথায় কোন অন্যায় করে ফেলেছে। কিন্তু, অন্যায়ই বা কেন হবে? রাস্তায় কোন পরিচিত পথচারীকে দেখলে মানুষ কি লিফ্‌ট দিতে চায় না। ইন্দর সেদিন লিফট দিতে গিয়ে কি অন্যায়টা করেছিল? এত একগুয়ের মত জেদ দেখাচ্ছিলেন কেন তিনি? তা ছাড়া, সেদিন যে তিনি অসুস্থ ছিলেন সেটাও খুব স্পষ্ট ছিল। তা সত্বেও কি অহংকার। কিছুতেই ইন্দরের গাড়ীতে উঠতে চাইছিলেন না। ইন্দর অপমানিত হয়নি সেদিন? ইন্দরকে অপমান করেছিল বলেই তো ইন্দরও বেপরোয়া হয়ে এখান থেকে চলে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। চলেও তো যাচ্ছে ইন্দর। কারো কোন ব্যাবসা জলে পড়ে ধ্বংস হয়ে গেলেও ইন্দরের কি? পুরন্দর ঠিকই বলেছে, ইন্দর বুঝি অযথা এই সমস্ত নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে। আশ্চর্য। ইন্দরের মত মানুষ হঠাৎ এই পাগলামী করল কেন?

খেতে বসে পুরন্দর চাচাজীকে খবরটা দিল। পুরন্দর অতি শীঘ্রই ডি. এ. ইন্ডাস্ট্রি ছেড়ে দিচ্ছে বলে। চাচাজী তেমন খুশী হলেন না যেন, যতটা পুরন্দর আশা করেছিল। বললেন, এত তাড়াহুড়ো করতে তো আমি বলিনি। এখন হয়ত তোর প্রয়োজন আছে সেখানে, নতুন করে সবকিছু তৈরী হচ্ছে। আরও কিছুদিন থেকে যা।

না, চাচাজী আর থাকবার প্রয়োজন হবে না। আসলে আমি ঠিক ছাড়ছি না। ম্যাডামই আমাকে ছাড়িয়ে দিচ্ছেন বলতে পার। ইন্দর কপাল কুঁচকে চাইল। ম্যাডাম তোকে ছাড়িয়ে দেবে মানে? তিনি হঠাৎ তোকে চাকরী থেকে বরখাস্ত করবেন কেন?

পুরন্দরের চাচাজী অত্যন্ত ভাল মানুষ, অত্যন্ত উচ্চ শ্রেণীর মানুষ, অত্যন্ত গুণী মানুষ ইত্যাদি ইত্যাদি সত্বেও পুরন্দরের চাচাজী একজন এক অহংকারী মানুষ, এই কথা আজকাল বেশ বোঝে পুরন্দর। ম্যাডামকে কতখানি জানেন, বা চেনেন চাচাজী, তা জানে না পুরন্দর। জিজ্ঞেস করবার সাহসে কুলোয় নি বলেই এই কৌতূহল মেটাতে পারেনি। তবে, ম্যাডামের কোন প্রশংসা বরদাস্ত করতে পারেন না চাচাজী। ম্যাডাম চাচাজীর ওপর দিয়ে কিছু করে ফেলেন যদি, সেটাও বোধ হয় সহ্য করতে পারেন না। এই সমস্ত বুঝতে পারে পুরন্দর। তাই, পুরন্দরকে ম্যাডাম ছাড়িয়ে দিচ্ছেন শুনে আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন রাখলেন, তিনি হঠাৎ তোকে চাকরী থেকে তোকে বরখাস্ত করবেন কেন?

থান চাচাজী। কোন মর্যাদা হানীকর ব্যাপার নয় এটা চাচাজী। আসলে, ম্যাডামের হাসবেন্ড, মিঃ ঘোষ এসে বর্তমান পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে একটা সিদ্ধান্ত নিলেন। অগ্নি-

সংযোগ, ইত্যাদি সমস্ত কিছু শুনে তিনি ম্যাডামের জিম্মায় আবার এই দায়িত্ব দিতে চাইছেন না। একবার বিপদ উদ্ধার হলেও, পরবর্তী কালে আরো ভয়ংকর কোন বিপদের সম্মুখীন হতে পারেন তিনি, এই আশংকা করে ডি. এ. ইন্ডাস্ট্রি বিক্রি করে দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এখন থেকে ম্যাডাম আর কোন দায়িত্ব নেবেন না। যদি এর মধ্যে বিক্রির ব্যবস্থা করা সম্ভব না হয়, তাহলে আপাততঃ বিকাশবাবু মানে নেকস্ট সিনিয়র যিনি, তার ওপর ইন্ডাস্ট্রি পরিচালনার ভার দেওয়া হবে। ম্যাডাম স্যারের সাথে, স্যারের কর্মস্থলে চলে যাবেন।

ইন্দর খেতে খেতে একবার বিষম খেল। তারপর জল খেয়ে বলল, তো, তোকে ছাড়িয়ে দিয়েছে বলছিস কেন?

কথাটাতো একই দাঁড়াল চাচাজী। ম্যাডাম যখন ডি. এ. ইন্ডাস্ট্রি ছাড়ছেন, তখন আমরাও অটোমেটিক্যালি বহিষ্কৃত হব, সে আমাদের ইচ্ছেতেই হোক, কিংবা ম্যাডামের ইচ্ছেতেই হোক।

ইন্দর আর কোন মন্তব্য না করে চুপ চাপ খেয়ে উঠে গেল। পুরন্দর বলল, তাহলে তো অল সেটল চাচাজী। আপনি আর আমি দু'জনেই অতি সত্ত্বর এখান থেকে পাড়ি দিচ্ছি।

ইন্দর বলল, পরিস্থিতি অনুসারে কথাটা সেরকমই দাঁড়ায়।

প্রায় এক মাস হতে চলল, অরিন্দম আর ডিম্পি আসার। নয়না আর অন্তুর ঘরে যেন খুশীর জোয়ার এসেছে। নয়নার জীবনে এই ধরণের পারিবারিক সুখ এই প্রথম উপলব্ধি করছে নয়না। অরিন্দমকে নিজের প্রতি এত আন্তরিক হতে আর কখনো দেখেনি। তাই অরিন্দমের প্রতি নয়নার রাগ বিতৃষ্ণা, অভিমান ইত্যাদি, নয়নার অনুরাগ ও স্নেহ প্রীতিতে রূপান্তরিত না হলেও, বর্তমানে নয়না অখুশী নয় অরিন্দমের ওপর। নয়না এখানে আসবার পর, সেই এক দিন ছাড়া, নয়নার ওপর স্বামীত্বের অধিকার ফলাবারও আর চেষ্টা করেনি। সেজন্যেও, অরিন্দমের প্রতি নিজের মনোভাবকে সম্পূর্ণ না হলেও, খানিকটা পরিবর্তিত করবার কথা ভাবছে নয়না।

আজকাল শুতে এসে আর কোন অস্বস্তি হয় না নয়নার। অরিন্দম নিজের বিছানায় ঘুমিয়ে থাকে। নয়না নিজের বিছানায়।

বেশ অনেক দিন পর নয়না দুপুরবেলা একটু বেরিয়েছিল। বিকেলে ফেরার পর থেকে শরীরটা খারাপ লাগছে। অন্য কিছু নয়, তলপেটে একটা চিন চিন ব্যাথা অনুভব করছে। রাত্রিবেলা শোবার পর, ব্যাথাটা বেশ ভাল করে চাড় দিয়ে উঠল। ওষুধ খাবেনা ভেবেছিল নয়না। ব্যথা সহ্য করতে না পেরে উঠে একটা বেরোলগান টেবলেট নিয়ে খেল।

অরিন্দমের বিছানায় অঘোরে ঘুমোচ্ছে অরিন্দম। এই ধরনের মানুষরাই বোধ হয় এই পৃথিবীতে সুখী। কোন চিন্তা ভাবনা নেই, নেই কোন দায়িত্বের বোঝা। খাও, পিয়, আয়েশ করো, এইই জীবন। অনেক দিন পর স্বামীর দিকে একটু গভীর ভাবে চাইল নয়না। সামান্য একটু বয়সের ছাপ ছাড়া আর কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করল না নয়না। এই মানুষটার সবই আছে, তবুও কোথাও যেন কিছু নেই। এই মানুষ নয়নার স্বামী। এই মানুষের চারিত্রিক দোষ ত্রুটি ও দুর্বলতাগুলো না থাকলে কি নয়না এই মানুষকে ভালবাসতে পারত!

জানে না নয়না। তবে, নয়নার মধ্যে এখনো বুঝি একটা খোঁজ জীবিত রয়েছে। এক

অসাধারণ ব্যক্তিত্বের সাহচর্য পেতে চায় নয়না। অরিন্দমের একটা হাত খাটের বাইরে এসে ঝুলে রয়েছে দেখে, নয়না হাতটা উঠিয়ে ঠিক করে দিল।

লাইট নিবিয়ে এসে শুয়ে পড়লেও ঘুম আসছিল না। এই ধরনের ব্যথাগুলো একদম সহ্য করতে পারে না নয়না।

ওষুধের কাজ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই। তাই চুপ করে পড়ে রইল।

অরিন্দম উঠে লাইট জ্বালিয়ে নয়নার মাথার কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, কি হয়েছে?

কিছু হয়নি। লাইট জ্বাললে কেন?

তোমার কি হয়েছে সেটা জানবার জন্যেই ম্যাডাম?

বললাম তো কিছু হয়নি। লাইট নিভিয়ে দাও।

তাহলে ওষুধ খেলে কেন?

তুমি জেগে ছিলে?

জেগেছিলাম না। তুমি জাগিয়ে দিলে। কি হয়েছে নয়না? অরিন্দমের গলায় উদ্বিগ্নতা প্রকাশ পেল।

তলপেটে ব্যথা হচ্ছে। ওষুধ খেয়েছি কমে যাবে।

বেশী রাত হয়নি, ডাক্তারকে কল দিতে হলে বল?

না, তেমন কিছু নয়।

অরিন্দম লাইট নিবিয়ে নয়নার পাশে এসে শুয়ে পড়ল। নয়নার অস্বস্তি প্রকাশ পেলে, অরিন্দম বলল, তুমি আপত্তি করলেও আমি শুনব না নয়না। আমি তোমার পাশে শুতে পারি, বলে নয়নার পেটে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলল, এখানে ব্যথা? নাকি, ব্যথা তোমার মনে! সেটা কি কোন টেবলেট খেলে কমবে?

ঘুমোতে দাও।

মালিস করে দেব?

না, আমি ঘুমোব।

এই, এখনো কি সেদিনের ব্যাপারটা নিয়ে আমার ওপর রেগে রয়েছ? আসলে আমি চাইছিলাম, তুমি এই ব্যাপারে সম্পূর্ণ সক্রিয় হয়ে ওঠ। তাই তোমার মধ্যে আগ্রহ আনবার জন্যে একটু অন্য রকম হয়েছিলাম। ফল হয়েছিল, তুমি মনে করলে আমি তোমাকে ধর্ষণ করতে চাইছি। নিজের স্ত্রীকে তার স্বামী জোর জবরদস্তি করে ধর্ষণ করেছিল? কিন্তু, আমি কি জানতাম তুমি এত রেগে যাবে? আমার দ্বারা খুব অন্যায় কিছু সিদ্ধ হয়েছে বলে মনে করবে?

ওসব থাক, তুমি তোমার জায়গায় যাও। আমাকে ঘুমোতে দাও।

তুমি অমন করলে আমার খুব খারাপ লাগে নয়না। তুমি আমাদের সব কিছুতে ভেদাভেদ রাখতে চাও কেন বলবে? তোমার এই মনোবৃত্তিটা আমাকে খুব কষ্ট দেয় নয়না। তোমার এই মনোবৃত্তি তো আজকের নয়, বহুদিন থেকে তুমি আমার সাথে এমন করছ।

নয়না আশ্চর্য হল। নয়নার এই মনোবৃত্তি খারাপ লাগছে অরিন্দমের? কিন্তু, নয়নার মনে এই ভাবনার উদয় হল কেন, সেটা চিন্তা করেনি অরিন্দম একবারও?

যেটা স্বাভাবিক, যেটা বাস্তব, সেটাই মেনে নিতে হয়। তাহলে কোন অশান্তি থাকে না।

নয়না কোন জবাব দিল না।

সেদিন অমন করেছিলে কেন বলবে? স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এই ব্যাপার অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। তুমি এমন করছিলে আমি যেন কোন পরপুরুষ জোর করে তোমায় অসম্মান করতে চাইছি।

আমার জন্য এই সমস্ত ব্যাপার অস্বাভাবিক।

শুধু কথা বলতে পার তুমি নয়না।

আমায় ঘুমোতে দাও।

আগে বল আমাকে কেন আপন ভাবনা তুমি?

এই প্রশ্নের জবাব নয়নার কাছে নেই। তাই চুপ করে রইল।

অরিন্দম নয়নাকে বুকে চেপে ধরল। এভাবে ঘুমিয়ে থাক।

না, ছাড় আমায়।

ব্যথা কমেছে?

জানি না। আমার কি নিজের সুবিধা মতন কিছু করবার অধিকার নেই?

আহা কোথায় কি ব্যাঘাত করলাম তোমাকে। আমার বুকে শুয়ে থাকলে ক্ষতি কি তোমার?

আমার ভাল লাগে না।

আমার ভাল লাগে নয়না। আমার বুকে চুপ করে শুয়ে থাক। দেখবে ব্যাথাও কমে যাবে। ঘুমও এসে যাবে। অরিন্দম খুব ঘনিষ্ঠভাবে নয়নাকে জড়িয়ে ধরল।

অরিন্দমের এই মনোরম মুহূর্তটায় নয়না একটা ঘা দিয়ে বলল, লীনার সাথে বুঝি এমনি সব কথাবার্তা হয় তোমার?

লীনার কথা নয়নার জানবার কথা নয়। অরিন্দমের বোকামীতেই লীনার নামটা নয়নার কর্ণগোচর হয়েছে। সে যাই হোক লীনাকে আড়ালে রেখে, নয়নার সাথে মধুর সম্পর্ক স্থাপন করতে চাইছে অরিন্দম, তা তো নয়। বর্তমানের অরিন্দম, লীনা ফিনাকে তোয়াক্কা না করে নিজের অন্তরের টানেই নয়নাকে নিজের করে পেতে চায়। তাই নয়নার কথায় ক্ষণিকের জন্য মিইয়ে গেলেও নিজেকে ধাতস্থ করে বলল, তোমার সাথে আর কারো তুলনা করবে কেন নয়না? লীনা ইজ ডিফারেন্ট ইউ আর ডিফারেন্ট। তুমি আমার স্ত্রী নয়না।

অনেক দিন পর নয়না খুব জ্বলে উঠল। বলল, স্ত্রী থাকা সত্বেও লীনার মতন ডিফারেন্ট মহিলাদের সাথে সম্পর্ক রাখাটা কি স্বাভাবিক ব্যাপার?

ড্যাম দ্যাট থিং নয়না। কেন শুধু শুধু অন্য কথা টেনে নিয়ে আসছ? তা ছাড়া, আমি তো বলেছি ইউ আর টু বী ব্লেম ফ্রম মাই ব্যাড হ্যাবিটস। তুমি আমার বদ আচরণ প্রত্যক্ষ করা সত্বেও, আমাকে বদলানোর কোন ব্যবস্থা করো নি।

কি আশ্চর্য! নয়না কেন অরিন্দমকে শোধরাতে যাবে? বিয়ের আগে কি সেরকম কোন চুক্তি ছিল? তাছাড়া, নয়নার কি কোন সুস্থ মানুষকে জীবন সাথী পাবার অধিকার ছিল না।?

অরিন্দমের কাছ থেকে নিজেকে সরিয়ে পাশ ফিরে শুল নয়না। একজন শিক্ষিত লোক জেনে শুনে বদ কার্যে লিপ্ত হলে সেখানে তার স্ত্রীর দায়িত্ব থাকে না তাকে শোধরানোর।

আমি হয়ত আপনা থেকেই নিজেকে পরিবর্তিত করতে সক্ষম হতাম নয়না। তুমি আমার সংস্পর্শ ছেড়ে দূরে সরে গিয়েছিলে বলেই হয়ত, সময়ে নিজেকে শোধরাতে পারি নি আমি।

না, আমাকে তুমি দোষ দিতে পার না। তুমি নোংরায় পা দিয়েছ, নোংরা ঘেটে নিজের অসম্মান করেছ, এসব অজ্ঞানতার বশে করনি তুমি। তুমি যা করেছিলে, সচেতন ভাবে করেছিলে। জেনে শুনে করেছিলে।

ঠিক আছে নয়না। সব দোষ না হয় আমারই। শান্ত হও। আসলে, আমি মানুষটা এক জায়গায় খুব দুর্বল নয়না। এখন মনে হয় কেউ যদি আমার পাশে থাকত, তাহলে আমার এতটা অবনতি হত না।

তোমার বিছানায় যাবে না যদি তাহলে চুপ করে শুয়ে থাক। আমাকে আর বিরক্ত করো না।

তোমাকে বিরক্ত করতে চাইনি নয়না। আমি এখানে আসবার পর থেকে তোমাকে যা বোঝাতে চাইছি, তা হল, এখন আমি তোমাকে ছাড়া অন্য কোন কিছু চিন্তা করি না। তোমাকে সর্বক্ষণ কাছে পাবার জন্য আকুল আমি। বর্তমান আমির সব চেয়ে বড় সত্য এটাই। নাও ঘুমোও।

অরিন্দম উঠে নিজের বিছানায় চলে গেল। খানিকক্ষণ পর জিজ্ঞেস করল। এই নয়না ব্যথা কমেছে?

উম!

ব্যথা কমেছে?

হ্যাঁ, তুমি আমাকে ঘুমাতে দিচ্ছ না কেন?

নাও ঘুমোও আর বিরক্ত করব না।

কয়েক দিনের আনন্দ খুশীতে নয়নার বাড়ী উজ্জ্বল ছিল। আর দুদিন পর নয়না আর অন্তু আবার একলা হয়ে যাবে। ডিম্পি আর ডিম্পির বাবা নিজেদের জায়গায় ফিরে যাবে। অন্তুর একটা সান্ত্বনা এই যে, আর দুমাস পর টুয়েলভের পরীক্ষা শেষ হয়ে গেলে বাবার ওখানে যেতে পারবে। নয়নাও একটা মোটামুটি সিদ্ধান্ত নিয়ে নেবার কথা ভাবছে। অরিন্দমের ব্যবস্থা মত এখানকার পাট উঠিয়ে অরিন্দমের কাছে চলে যাবে কিনা ভাবছে। আর কয়টা মাস শুধু, ব্যাস তারপর নয়নার একক জীবনের সমাপ্তি হয়ে যেতে পারে।

মিসেস বড়ুয়া খবর পাঠিয়েছেন, মহিলা সমিতির হয়ে এক সভায় নয়নাকে ভাষণ দিতে হবে। বিষয় হল, মানবিকতা। মধ্যে মধ্যে নয়নার বেশ রাগও হয় মিসেস বড়ুয়ার ওপর। মিসেস বড়ুয়া যেন মহিলা সমিতির হয়ে বক্তৃতা দেবার জন্য নয়নাকে চিরস্থায়ী ভাবে নিয়োগ করে ফেলেছেন। সব জায়গায় ভাষণ দিতে নয়নার অস্বস্তি হয়। সে কোন পেশাদার

রাজনীতিজ্ঞ বা নেতা নয়, যে নিজের পেশা বহাল রাখবার জন্য অর্থাৎ ভাষণ দেওয়ার অভ্যাসে নিজেকে অভ্যস্থ রাখব্যর উদ্দেশ্যে ভাষণ দেবার সুযোগ পেলেই খুশী হয়ে উঠবে। প্রতি বুধবারে সমাজের অশিক্ষিত মহিলাদের নিয়ে যে বৈঠক বসে, সেখানে, কিছু জ্ঞান বর্দ্ধক ভাষণ দেয় নয়না। এইটুকু পর্যন্ত ঠিক আছে। কিন্তু বড় বড় সভায় বিশিষ্ট মানুষদের সামনে ভাষণ দিতে গিয়ে বেশ অস্বচ্ছন্দ বোধ করে নয়না। মিসেস বড়ুয়া নয়নার এই অক্ষমতাকে মানতে চান না। বলেন, আপনি পারবেন মিসেস ঘোষ। আপনার মধ্যে এক অসাধারণ গুণ রয়েছে। আপনি খুব যুক্তিবাদী, আপনার প্রত্যেক কথায় সঠিক মাপকাঠি থাকে। তাই আপনি যে কোনো বিষয়কে বিশ্লেষণ করে, সমাজের সামনে, মানুষের সামনে উপস্থাপন করতে সক্ষম।

গৌহাটি শহর থেকে চল্লিশ মাইল দূরে অবস্থিত হাতিমপুর গ্রামে পূর্বাঞ্চলের প্রথম 'আশ্রয়' নির্মাণের সিদ্ধান্ত নিল ইন্দর। প্ল্যান পরিকল্পনা অনেক দিন থেকেই তৈরী ছিল। শুধু স্থান নির্বাচন করতে দেরী হচ্ছিল। পূর্বাঞ্চল ছেড়ে চলে যাবার পূর্বে, যে ভাবেই হোক আশ্রয়ের আনুষ্ঠানিক শুভারম্ভ করে যেতে চায় ইন্দর। নিজের বিশেষ কার্য দক্ষতায় শেষ পর্যন্ত এই ইচ্ছাকে কার্যকর করতে সক্ষম হয়ে, আজকের দিনটিকে সেই আনুষ্ঠানিক শুভ উদ্বোধনের দিনরূপে ধার্য করেছে ইন্দর। গত দু'মাসের অক্লান্ত প্রয়াসের দ্বারা হাতিমপুর গ্রামের তিন বিঘা আয়তন বিশিষ্ট জমি খন্ডকে একটা মোটামুটি আকারের পরিকাঠামোর রূপ দিতে সক্ষম হয়েছে। এই অফিস ভবনটির নির্মাণ সমাপ্ত করেছে প্রথমে। আশ্রয়ীদের আবাস স্থল হাসপাতাল শিক্ষাকেন্দ্র ইত্যাদির ভবন নির্মাণ কার্য এখনো অসম্পূর্ণ। তাই, আজ শুধু এই আশ্রয়ের কার্যালয়ের শুভ উদ্বোধন করা হবে। এই কেন্দ্রকে সুচারু রূপে পরিচালনা করে এক সম্পূর্ণ রূপ দেবার উদ্দেশ্যে দেশের অন্যান্য 'আশ্রয়' থেকে অভিজ্ঞ ও নিপুণ কর্মী স্থানান্তরিত করে এই কেন্দ্রে নিয়োগ করা হয়েছে।

হিউমেনিটি ডেভেলপ সোসাইটি, অর্থাৎ মানবতা বিকাশ সংঘের দ্বারা আশ্রয় নামের এই কেন্দ্র নির্মাণের প্রধান তাৎপর্য হল, দেশের এবং সমাজের প্রত্যেক শ্রেণীর মানুষ, অর্থাৎ, ধনী, গরীব, বর্ণ, সম্প্রদায় ও ভাষা নির্বিশেষে, যারা নিজেদের নিরাশ্রয়ী মনে করেন অবলম্বন হীন মনে করেন, তাদের আশ্রয় দেওয়া। এই নির্মাণ কার্যের প্রধান উদ্যোক্তা শ্রী ইন্দর শর্মা মনে করেন, এই কার্যে সফলতা আনতে হলে, সমাজের সর্বস্তরের মানুষদের সচেতন ও জাগরুক করে তোলাটাও একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ। সেই অভিসন্ধিকে সামনে রেখে আজকের এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে আমন্ত্রণ করেছেন তিনি। নিজের বক্তব্যের দ্বারা মানুষের মনকে উত্তপ্ত করে, 'মানবতা' ও 'মনুষ্যত্ব' এই দুই শব্দের মূল্যকে সর্বসাধারণের কাছে পৌঁছে দেবার অভিপ্রায়ে কয়েকজন সুবক্তাকেও আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

মিসেস বড়ুয়া, নয়না ও মিসেস ভরালীকে নিয়ে সেই নির্দিষ্ট সভায় যখন উপস্থিত হলেন, তখন সভার কার্য প্রণালী আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল। প্রধান অতিথি রাজ্যের রাজ্যপাল, দীপ প্রজ্বলিত করে উদ্বোধনের শুভারম্ভ সম্পন্ন করলে, তাকে তার নির্দিষ্ট আসনে বসবার অনুরোধ করে, আজকের এই সভার প্রধান উদ্যোক্তা, শ্রী ইন্দর শর্মা, দু'লাইনে গণ্যমান্য অতিথিদের স্বাগত করে 'আশ্রয়' নির্মাণের উদ্দেশ্যকে উপস্থাপন করলেন এই ভাবে—

এই পৃথিবীতে যারা জন্মগ্রহণ করেন, তারা প্রত্যেকেই এই ধরিত্রীর কোলে আশ্রয় পান। অর্থাৎ, এই পৃথিবী আমাদের সকলের মাতৃ। এই আশ্রয় অবলম্বন করে আমরা সম্পূর্ণ মানব জাতি, বহু যুগ ধরে পরম নিশ্চিন্তে পড়ে আছি এই মাতৃ ক্রোড়ে। কিন্তু, এই মাথা গোঁজার ঠাঁই পেয়ে কি আমরা সকলে তৃপ্ত? সন্তুষ্ট? না, তা সত্য নয়। বিশেষ করে, বর্তমান জগতের মানুষ ভীষণ এক হাহাকারে জর্জরিত, অতিষ্ঠ, দিশেহারা। ফলে, শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া নিজেদের রক্ষা করবার আর কোনও গতি পাচ্ছে না তারা, সেই সত্যটুকুও বুঝতে অক্ষম তারা। এর কারণ কি? কারণ অন্য কিছু নয়, নিজেকে বুঝতে না পারার অভাব, নিজেকে সুস্থ না রাখতে পারার অভাব। নির্দিষ্ট কোন লক্ষ্য সামনে রেখে, আমাদের কর্মক্ষমতা, আমাদের সক্রিয় রাখতে সচেষ্ট থাকে যতক্ষণ, ততক্ষণ মানুষ নিজের এই অভাব বোধে সচেতন থাকে না। কিন্তু, যেই মুহূর্তে মানুষ নিজের এই সক্রিয়তা হারিয়ে ফেলে, সেই মুহূর্তে মানুষ অস্থির হয়ে ওঠে। এই অস্থিরতার অন্য নাম, আশ্রয়হীনতা। প্রকৃত এক আশ্রয়ের অভাবে মানুষ কাতর হয়ে ওঠে। শূন্যবিত্ত শাল। নজরে আসা মাত্রেই মানুষ যেমন নিরাপত্তার অভাবে বিচলিত হতে শুরু করে। ঠিক তেমনি মনের গতি সঞ্চালন করবার ক্ষমতা হারিয়েও, মানুষ বিচলিত হয়ে ওঠে। অস্থির ভাবে পথের সন্ধান খোঁজে। পথ অন্বেষণ করতে গিয়ে, নিজের অজান্তেই যেন এই যুগের প্রতিটি মানুষ, এক এক জন যোদ্ধারূপে প্রতিবিম্বিত হচ্ছে। সকলে ব্যস্ত একটা নির্দিষ্ট কার্য সমাধা করতে। যেন তেন প্রকারে নিজের জিত হাসিল করতে চায় প্রত্যেক মানুষ। প্রতিযোগী থাক, বা না থাক। অন্য কে দাবিয়ে, নিজেকে উচ্চাসনে বসাতে উৎসাহী। নিজের গৃহে, নিজের কর্মস্থলে, বন্ধু-বান্ধব পাড়া-পড়শী, পথে-ঘাটে-মাঠে, সর্বত্র জয় হাসিল করতে আগ্রহী বর্তমান যুগের মানুষ। ফলে, মানুষের সাথে স্নেহ, প্রীতি, প্রেম-ভালবাসা ইত্যাদি সম্পর্ক স্থাপন করবার সুযোগ হারিয়ে ফেলছে মানুষ। মানুষের মনের ধন সম্পত্তি হল, মানুষের কাছ থেকে প্রাপ্ত প্রেম-ভালবাসা স্নেহ-প্রীতি। কিন্তু, নিজেদের অন্য এক লালসা ও অমানবিক স্পৃহার দ্বারা পরিচালিত হয়ে, নিজেকে সম্পূর্ণ বিপথগামী করে, ভীষণ অসহায় ও অন্তঃসারশূন্য আন্তরিকতাহীন জীবন উপলব্ধি করতে বাধ্য হচ্ছে বর্তমান যুগের মানুষ। তাই, এই যুগের প্রথম প্রয়োজন হল, মানুষের স্নেহ-প্রীতিকে পুনরায় উপলব্ধি করানোর প্রচেষ্টা করা। আমাদের এই আশ্রয় নির্মাণের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য, বর্তমান যুগের এই প্রয়োজনকে স্বীকৃতি দেওয়া। অর্থাৎ, যারা মনের তাল হারিয়ে বিপর্যস্ত হয়েছেন, তাদের সুপথে ফিরিয়ে আনবার ব্যবস্থা করা। কারণ, অসুস্থ মানুষ কখনো সুস্থ পথে চলতে সক্ষম হয় না।

বর্তমান যুগের প্ররিপ্রেক্ষিতে আমাদের সকলেরই কর্তব্য একটি সুস্থ পথের সন্ধান, যে পথে নিজেকে সুস্থির ভাবে পরিচালিত হতে সক্ষম মানুষ।

আপনারা সকলেই একটা ব্যাপারে নিশ্চয় অবগত যে, আমাদের এই বিশাল দেশটার *বহু প্রচলিত এক দুর্নাম হল, আমাদের দেশ বড় গরীব।* আমি আপনাদের জিজ্ঞেস করব, এই সত্যটা কি কেবল, দেশের আর্থিক অবস্থার দিক দিয়ে প্রযোজ্য? আপনারা যদি বলেন, হ্যাঁ। তাহলে আমি বলব, না, সেটা সত্য নয়। আমাদের দেশের বহু লোক এখনো এক

অতি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রেও অসম্ভব অনগ্রসর, অবিকশিত। আমাদের দেশের বহু লোক এখনো নির্দ্বিধায় মন খুলতে ভয় পান। তাই, প্রেম ভালবাসা. প্রীতি ইত্যাদি শব্দ সমূহকে অপ্রয়োজনীয় ও মূল্যহীন শব্দ মনে করেন এবং এই শব্দের প্রকৃত অর্থকে অন্তরে অনুভব করবার পরিবর্তে, সংকীর্ণতার শেকলে ব্যষ্টিত এক কঠিন বন্ধনে রাখেন নিজেদের। ফলে, তাদের হৃদয়ের দ্বার উন্মুক্ত হবার সুযোগ পায় না এবং মনের দরিদ্রতা নিয়ে বাস করতে শুরু করে তারা।

আমাদের দেশ শুধু গরীব, একথা যেমন সম্পূর্ণ সত্য নয়, আবার আমাদের দেশে বহু ধনী ব্যক্তিরা বাস করেন, এ কথাও মিথ্যে নয়। তেমনি অন্তরের দিক দিয়েও বহু মানুষ দীন, আবার বহু মানুষ প্রাচুর্য্যের ভারে নুইয়ে থাকেন। আমাদের দেশের উভয় শ্রেণীর ধনীদের সংখ্যা মুষ্টিমেয় হলেও, তাদের অস্তিত্বের মূল্য অতি গুরুত্বপূর্ণ। বিত্তবান এবং হৃদয়বানরা যদি স্বেচ্ছায় নিজেদের পর্যাপ্ত ধনরাশী বিতরণের ভার নিয়ে, গরিবী দূর করতে এগিয়ে আসেন, দীন-দরিদ্রকে আর্থিক সহায়তার সাথে সাথে, তাদের হৃদয়দ্বার উন্মুক্ত করবার দায়িত্ব নেন, তাহলে সমাজের উভয় শ্রেণীর দীন দরিদ্রের দুর্দশা অনেকাংশে দূর হবে এবং এই দেশটার বহুলোক সত্যিকারের উপকৃত হবেন।

অন্যদিকে সহায় সম্বলহীন দুঃস্থ নর-নারী, আর্থিকভাবে বিপন্ন নর-নারী, যারা অর্থাভাবে জীবন অতিবাহিত করতে অসমর্থ, তাদের জন্য আমাদের আশ্রয়ের দুয়ার সর্বাগ্রে খোলা থাকবে।

আমি আশা রাখব সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষ আমাদের এই উদ্দেশ্যকে সাফল্যমণ্ডিত করতে হস্ত প্রসারিত করবেন এবং আশ্রয়ের মূল্য সম্পর্কে মানব সমাজকে সচকিত করবেন।

ইন্দর শর্মা নিজের বক্তব্য শেষ করে স্ব-স্থানে ফিরে এলেন।

ইন্দর শর্মার পর আর একজন বিশিষ্ট নাগরিক রামকৃষ্ণ মঠের শ্রী সত্যেন্দ্র নন্দ মহারাজ ওনার বহু মূল্য ভাষণ দিলেন। তারপর ডাক পড়ল নাগরিক মহিলা সমিতির প্রেসিডেন্ট শ্রীমতী বড়ুয়ার। মিসেস বড়ুয়া সঙ্গে সঙ্গে নয়নাকে বললেন, মঞ্চে যেতে। নয়নার বেশ অস্বস্তি হল। যদিও মিসেস বড়ুয়া নয়নাকে বলে রেখেছিলেন, আজকের এই সভায় ভাষণ দেবার কথা। কিন্তু, নাম ঘোষণা যখন মিসেস বড়ুয়ার হল, তখন নয়না কেন ভাষণ দেবে? নয়নার আপত্তি দেখে মিসেস বড়ুয়া বললেন, আমি কিন্তু আপনার নামটাই দিয়েছিলাম মিসেস ঘোষ। এরা নাম বদল করে আমায় ডাকল কেন বুঝতে পারলাম না। যাই হোক আপনি যান। আমি কাউকে দিয়ে নাম সংশোধন করিয়ে দেব। আপনি যান। ডায়াস খালি রাখাটা দৃষ্টিকটু দেখায়। নয়নার অস্বস্তি হলেও, উঠে এগিয়ে গেল। নাম ঘোষণা করবার পর না গেলে মহিলা সমিতির অসম্মান। নয়না খানিকটা অগ্রসর হতেই ইন্দর শর্মার গলা কানে এল। ইন্দর শর্মা নিজের আসন ছেড়ে, মিসেস বড়ুয়াকে কিছু বললেন। উত্তরে মিসেস বড়ুয়া বিব্রত ভঙ্গিতে বললেন, আমাদের মহিলা সমিতির হয়ে ইনিই সর্বদা বক্তৃতা দেন। এখানেও ওনার নামটাই দেওয়া ছিল আপনাদের কোথাও কোন ভুল হয়েছে তাই ওনার বদলে আমার নাম ঘোষণা করা হয়েছে। কোন প্রবলেম হবে না মিঃ শর্মা। সী ইজ মোর ক্যাপেবল দ্যান মী।

নো নেভার, এ হতে পারে না। এ সিক উম্যান কেন নট্ স্যা এনিথিং। নয়নার কান রাঙ্গা হয়ে উঠল লজ্জায়।

নয়না খুব অবাক হয়ে পেছন ফিরে চাইল। কথাটা কার উদ্দেশ্যে বললেন মিঃ শর্মা? কার উদ্দেশ্যে আবার? নয়নাকে ছাড়া আর কারো জন্য যে নয় কথাটা, সে তো স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে। কারণ, মিসেস বড়ুয়ার সাথে কথা বললেও ভদ্রলোকের রাগত দৃষ্টি ন্যস্ত ছিল নয়নার ওপর। নয়না ডায়াসের দিকে অনেকটা এগিয়ে গিয়েছে। এখন তো ফিরে আসতে পারে না নয়না। কিন্তু, হঠাৎ নয়নাকে নিয়ে এই সমস্ত বলবার মানে কি? ইচ্ছাকৃত অপমান করা? নাকি, সত্যটা ধরিয়ে দেওয়া? কিন্তু, এই ভদ্রলোকের উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন, নয়না তো ফিরে আসতে পারে না। ভাগ্যিস মিসেস বড়ুয়া সাইডে বসেছিলেন, তাই বিশেষ কারো কানে পৌঁছলো না কথাটা।

খুব অস্বস্তি নিয়ে নয়না ডায়াসের সামনে এসে দাঁড়াল। এতটা অপ্রস্তুতে নয়না আর কখনো পড়েনি। বক্তৃতা দেবার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে কেউ এভাবে অপদস্ত করলে, নয়না কেন, কারো দ্বারাই সহজভাবে বক্তৃতা দেওয়া সম্ভব হবে না। একটু আগে ভদ্রলোক যখন ভাষণ দিচ্ছিলেন, নয়নার মনে হয়েছিল একজন সত্যিকারের মানুষের মনের উক্তিকে শুনছে নয়না। মানবিকতার কোন প্রতীক যেন সহাস্যে আপন হৃদয় দ্বার খুলে উদাত্ত কণ্ঠে মানুষকে কাছে ডাকছেন। সেই লোক নয়নার জন্য এমন মন্তব্য করবেন কেন? নয়না অসুস্থ, তাই নয়নার দ্বারা কিছু করা সম্ভব নয়। ভাষণ দিতে পারা না পারাটা অন্য কথা, কিন্তু, সেই মানুষের দৃষ্টিতে নয়না হঠাৎ অসুস্থ হতে যাবে কেন? কিন্তু, ডায়াসে এসে বোকার মত দাঁড়িয়ে থাকলে তো চলবেনা। নয়নাকে কিছু বলতে হবে। নিজেকে ধাতস্থ করতে খুব কষ্ট হলেও নয়না নিজেকে মুহূর্তের মধ্যে প্রস্তুত করে নিল।

মাননীয় প্রধান অতিথি, প্রধান উদ্যোক্তা এবং উপস্থিত ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ, আজকের এই গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানে আমাকে, আমাদের মহিলা সমিতির তরফ থেকে কিছু বলবার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। আমি কোন বিখ্যাত মানুষ নই। কোন নামী দামী পরিচয় নেই আমার। সাধারণ একজন নাগরিক আমি। তাই, সাধারণ মানুষের মতনই সামান্য কিছু বক্তব্য রাখছি।

আজকের এই শুভ উদ্বোধনের মাধ্যমে গোড়া পত্তন হল এক আশ্চর্য সুন্দর নির্মাণের। এই হাতিমপুর গ্রাম খুলে দিল দ্বার, অনেক প্রকৃত নিরাশ্রয়ীদের এক নিশ্চিন্ত আবাস, এবারে শুধু প্রবেশ করার পালা।

এই সংস্থার বিশিষ্ট উদ্যোক্তারা নিঃসন্দেহে এক অতি মহান কার্য সম্পন্ন করতে অগ্রণী হয়েছেন। মানুষের প্রতি মানুষের প্রেম ও সহৃদয়তার এক আদর্শ উদাহরণ এই আশ্রয়। আমাদের দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠান সমূহ সফলতার সাথে নিজেদের অতুলনীয় কার্য ক্ষমতার দৃষ্টান্ত দিয়ে যাচ্ছেন। এক কথায়, এই আশ্রয় সমূহ মানবিকতার এক একটি উজ্জ্বল উদাহরণ। এই আশ্রয় সমাজের উভয় শ্রেণীর নিরাশ্রয়ী, অর্থাৎ, শারীরিক এবং মানসিক এই দুই শ্রেণীর আশ্রয়াভাবে কাতর মানুষের প্রকৃত আবাস স্থলরূপে গণ্য করবার উদ্দেশ্যে

তৈরি করা হয়েছে। একজন মানুষের কাছে আশ্রয় শব্দটার মূল্য কতখানি, সেটা মানুষ সঠিকভাবে বুঝতে সক্ষম হয় তখনই, যখন, মানুষ কঠিন আশ্রয়হীনতার অসহয়তা থেকে নিজেকে মুক্ত করতে সমর্থ হয়। প্রকৃত অবস্থানের সন্ধান পাবার সাথে সাথে মানুষের অনিরাপত্তাবোধ দূর হয়ে যায়, নিজের সত্তাকে পুনরায় উপলব্ধি করতে পারে, পারে আত্মচেতনাকে পুনঃ অনুভব করতে। আপনারা সকলে নিশ্চয় এর মধ্যে বুঝতে সক্ষম হয়েছেন, আশ্রয় নামের এই প্রতিষ্ঠানের গুরত্ব কতখানি। এই সমস্ত আশ্রয় নির্মাণের পরিকল্পনা যারা করেছেন, তাদের প্রত্যেকের মধ্যে, কেবল এক উদার ও মহৎ হৃদয় বিরাজ করছে না, তারা প্রত্যেকে এক অতি কঠিন ও অসম্ভব কার্য সিদ্ধি করে মানব জাতির এক অসাধারণ কল্যাণ সাধন করে যাচ্ছেন। এই অত্যন্ত মূল্যবান সংকল্প যারা নিয়েছেন, তাদের দায়িত্বভারও এক অসম্ভব কঠিন দায়িত্ব ভার। কারণ, প্রথমাবস্থায়, শুধু মানুষের আকার নিয়েই এই কার্য শুরু করেন তারা। পরে, সেই মনুষ্যরূপী আকারকে সমাজের উপযুক্ত করে গড়ে তুলবার অসাধারণ দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। এই দায়িত্বভার সন্তান পালনের দায়িত্ব ভারের চাইতেও বিশাল, ব্যাপক এবং কষ্টকর। কারণ, পিতা মাতার নিকট সন্তানরা আসে সম্পূর্ণ নবজাতক রূপে। যে কোন আনকোরা ও নতুন নির্ভেজাল বস্তুকে নিজের মনোমত রূপদান করা অসম্ভব নয়। কিন্তু, পরিণত হতে পারে না। এই রূপান্তর প্রক্রিয়া নিঃসন্দেহে এক ভয়ংকর কঠিন প্রক্রিয়া। ফলে, সর্বশেষে যে ফল প্রাপ্ত হয়, সেটাও বলা বাহুল্য অভূতপূর্ব এবং এক অভিনব প্রয়াসের ফল। মানুষজাত বহু যুগ ধরে এই পৃথিবীতে বসবাস করছে। এই পৃথিবীর সর্ব প্রকার জীবের একমাত্র আশ্রয়স্থলও আমাদের এই পৃথিবীর মাটি। এই মাটিতে মাথা গোঁজার ঠাঁই পেয়ে মানুষ ব্যতিরেকে অন্য সকল প্রাণী তুষ্ট। কিন্তু, মানুষ তুষ্ট নয়, কারণ শুধু মাথা গোঁজার ঠাঁই পেলেই, এক জন মানুষের সম্পূর্ণ আশ্রয় মেলে না। মানুষের মন চায় আন্তরিকতার পরশ, হৃদয়ের উত্তাপ সহ আশ্রয়। এই আশ্রয়কে উপলব্ধি করবার জন্য, মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক মধুর হওয়া অত্যন্ত আবশ্যক। কিন্তু তা কি করে সম্ভব? এই পৃথিবীর অগণিত মানুষের মনকে আশ্রয় দেবে কে?

এই প্রশ্নের জবাব অতি সাধারণ, অথচ, কার্যক্ষেত্রে ভীষণ কঠিন। বিশেষ করে আজকের যুগে। এই পৃথিবীর মানুষকে আশ্রয় দেওয়া উচিত মানুষেরই। কিন্তু, কার্যক্ষেত্রে মানুষ সেটা করে উঠতে পারে না। মানুষের অন্তরে প্রবেশ করে, ভালবাসার স্পর্শে একে অন্যকে আশ্রয় দেওয়া কোন কঠিন কাজ নয়। কিন্তু, এখানেই মানুষ অক্ষম। মানুষের সঙ্গে মানুষের যে কোন সম্পর্ককে মধুর ও সক্রিয় রাখবার একটাই পথ, 'ভালবাসা নাও, ভালবাসা দাও', পারস্পরিক এই লেনদেনের সাহায্যেই রচিত হয়, সুখের সম্পর্ক, সুখের আশ্রয়। কিন্তু, দুঃখের বিষয় এই যে, পৃথিবীর বেশীর ভাগ মানুষ এই লেনদেনে অংশ গ্রহণ না করে, অযথা কষ্ট পায়, অযথা অসুখী জীবন যাপন করে। তার কারণ কি? কারণ অন্য কিছু নয়। কারণ, মানুষ সুখ চিনতে ভুল করে, সুখের সঠিক ঠিকানা খুঁজে পায় না।

আজকের এই অনুষ্ঠানের প্রধান উদ্যোক্তা মানুষের এই সমস্যাটাকে চিনেছেন এবং এই সমস্যার হাল বার করবার প্রচেষ্টা করেছেন। আশ্রয়ের নির্মাণও এই সমস্যা সমাধানের একটি

উপায় রূপে প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন। ইনি একজন দুর্ধর্ষ মানবতাবাদী। তাই তিনি মানুষের সুখ ও অসুখ নিয়ে গভীর ভাবে চিন্তা করেছেন এবং আশ্রয়ের মতন কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তিনি মানুষ ভালবাসেন বলেই এই জগতের মানুষের মধ্যে শান্তি আনবার প্রয়াস করতে চাইছেন। শুধু তিনি কেন, আপনি আমি, আমরা সকলেই আশা করব, এই দুনিয়াতে মানুষ জাতটা শান্তিতে বেঁচে থাকুক। আরো বহু যুগ ধরে সক্রিয় থাকুক মানুষ জাত এই ধরণীতে। আবির্ভাব হোক নব সভ্যতার ও নব বিকাশের। প্রচলিত হোক অভিনব সংস্কার ও সংস্কৃতির, আবিষ্কৃত হোক বিজ্ঞানের নতুন চমৎকার ও মায়াজাল। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ জীব, মানবজাত চির বিরাজমান হয়ে থাকুক এই যুগে, আগামী যুগে, যুগ হতে যুগান্তরে এই ভূমিতে। কিন্তু, নিরশ্রয়ী অবলম্বনহীন, হাহাকারে জর্জরিত মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে, শুধু শারীরিক অস্তিত্ব নিয়ে কি এই সত্যকে বহন করতে সক্ষম হতে পারবে বর্তমানের মানুষ? পারবে কি যুগ হতে যুগান্তরে এই ঐতিহ্যকে জীবিত রাখতে? অমানবিক হাতিয়ারের সহায়তায় অনবরত যে যুদ্ধক্ষেত্র তৈরী হচ্ছে, সেই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে মানুষ সমর্থ হবে আর কত দিন? অন্তর বিহীন এই জীবনকে টেনে হিচড়ে আর কত দিন কাজে লাগাতে পারবে মানুষ? থিতিয়ে যাবে না? মুখ থুবড়ে পড়ে যাবে না? আজকের যুগ কেন পরিণত হয়েছে এক ভয়ংকর ধ্বংসের যুগে? কেন অমানুষদের শিকার হচ্ছে অসহায় মানুষরা? উত্তর একটাই। ভালবাসার অভাব। আন্তরিকতার অভাব। আশ্রয় নির্মাণের প্রধান উদ্যোক্তার মতে আশ্রয় নির্মাণের একটা প্রধান উদ্দেশ্য হল, মানুষকে মানুষরূপে চিহ্নিত করা। আমি সমগ্র মানব জাতির হয়ে অশা করব, আশ্রয় স্থাপনের এই উদ্দেশ্য সফল হোক। মানুষ মানুষের প্রকৃত মর্যাদা নিয়ে এই পৃথিবীতে বাস করতে শিখুক। আশ্রয়ের উদ্দেশ্যকে সফল করে তুলতে হলে সর্বপ্রথম যা করণীয় তা হল, আশ্রয়ের উদ্যোক্তাদের যথার্থ রোগীকে চিনতে হবে। রোগ নিরাময়ের ভার যারা নেন, তাদের প্রধান কর্তব্য, যথার্থ রোগ চেনা এবং সেই অনুযায়ী চিকিৎসা করা। এই বিশেষ রোগ নির্ণয়ের পথ কিন্তু একটাই। সাধারণ অসাধারণ নির্বিশেষে সব স্তরের মানুষের সঙ্গে আন্তরিক ব্যবহারের দ্বারা সন্দেহজনক রোগীর অন্তরে প্রবেশ করে, সঠিক রোগীকে চিহ্নিত করা। তারপর সেই রোগীকে নির্দিষ্ট আবাসস্থলে প্রবেশ করানো। এই ক্ষেত্রে চিকিৎসকদের নিজের পছন্দ-অপছন্দ, কিংবা রুচি-অরুচির ওপর নির্ভর করলে চলবে না। তাদের দৃষ্টির অন্তর্গত প্রত্যেক মানুষকেই খুঁটিয়ে দেখা প্রয়োজন। কাউকে অবাঞ্ছিত প্রতিপন্ন করে, অবহেলা করে দূরে সরিয়ে রাখবার চেষ্টা করলে চলবে না। চিকিৎসকদের উদার দৃষ্টিভঙ্গি সদা সতর্ক থাকা প্রয়োজন। কারণ, এই পৃথিবীর আনাচে-কানাচে সর্বত্র রোগ পুষে রোগী ঘুরে বেড়াচ্ছে, যেখানে সেখানে বিচরণ করছে। তবে আর একটা দিকও বিচারযোগ্য যে, প্রত্যেক মানুষেরই একটা ব্যক্তিগত দিক আছে। সেই ব্যক্তিগত জীবনেও তাদের নিজস্ব কোন সমস্যা থাকতে পারে। যা এই রোগের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন হতে পারে। ব্যক্তিগত জীবনের কোন কোন কষ্ট বা দুঃখ থাকলেও মানুষের চেহারায় তার ছাপ লক্ষ্য করা যেতে পারে। কিন্তু, তার মানে এই নয় যে, সেও আশ্রয়ের আবাসিক হবার যোগ্য। তাই আমি বলব, শুধু চোখের দৃষ্টি দিয়ে

কাউকে রুগী বলে প্রতিপন্ন করাটাও উচিত নয়। আমার বক্তব্য শেষ করবার আগে, আমি আন্তরিকভাবে কামনা করছি, হাতিমপুরের এই নব নির্মিত আশ্রয়, এই প্রতিষ্ঠানের উদ্যক্তাদের উদ্দেশ্যকে সফল করে তুলবে। নমস্কার।

নয়না ফুঁসছিল। ভীষণ কান্না পাচ্ছিল নয়নার। কোন মতে ভাষণ সমাপ্ত করে ডায়াস থেকে নেমে সোজা বাইরে চলে এল। মহিলাদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে, কেবল মহিলাদের জন্য আলাদা কোন বিশেষ আশ্রয় নির্মাণ করলে অনেক নিরাশ্রয়ী মহিলা বিপথে যাওয়া থেকে উদ্ধার পেতে পারে, উপকৃত হতে পারে, ইত্যাদি বিষয় নিয়ে নয়নার কিছু বলবার কথা ছিল। নিজেকে সেরকমভাবে প্রস্তুত করে রেখেছিল। কিন্তু, সেই ভদ্রলোকের একটি কথায় নয়নার সব ওলট-পালট হয়ে গেল। নয়না যতক্ষণ ডায়াসে ছিল, ততক্ষণ, নয়নার মাথায় সেই একটি কথাই ঘুরছিল, 'এ সিক্ উম্যান কেননট স্যা এনিথিনং'। নয়না যেন এতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কেবল সেই কথারই উত্তর দিল। কেন এই ভদ্রলোক এমন? কি দোষ করেছে নয়না। সেই প্রথম দিনের, নয়নার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত কি এখনো হয়নি? নয়নার বাড়িতে গিয়ে উনি নয়নাকে যতখানি অপমান করেছিলেন, নয়না মনে করেছিল তা দিয়ে শোধ হয়ে গেছে।

ক্রমশঃ ঘরের দিকে এগোতে এগোতে নয়নার রাগ ও অভিমান অনেকটা কমে এল। কোন স্বল্প পরিচিত ব্যক্তির মন্তব্যে নয়না মন খারাপ করতে যাবে কেন? যা খুশী বলুক না সেই ভদ্রলোক, তাতে নয়নার কি? নয়না তো সেই লোকের অনুরোধে ডায়াসে যায় নি। নয়না গিয়েছিল মহিলা সমিতির প্রেসিডেন্ট মিসেস বড়ুয়ার অনুরোধ রাখতে।

ঘরে সিঁড়িতে পৌঁছে মনে পড়ল, আগামী পরশু ডিম্পি ও ডিম্পির বাবা চলে যাবে। কথাটা মনে পড়তেই মন খারাপ হয়ে গেল নয়নার। এই একমাস বেশ কাটল নয়না ও অন্তর।

এই এক মাসে ডিম্পি অন্তর বাবাকে অনেকটা গ্রহণ করে ফেলেছে যেন নয়না। অরিন্দম ঘোষ নামের ব্যক্তি ডিম্পি অন্তর পিতা ছাড়া, নয়নারও যেন কোন আপনজন। আজকাল অন্য রকম মনে হয় অরিন্দমকে। সত্যি কি তাই? নয়না অরিন্দমের অন্তরের স্পর্শ পেয়েছে?

ঘরে প্রবেশ করে দেখল প্রচুর অতিথির সমাগম হয়েছে। মা-বাবা, দাদা-বৌদি সকলে এসেছেন। ডিম্পি চলে যাবে বলে দেখা করতে এসেছেন। গতকাল মায়ের বাড়িতে নয়নাদের সবার নিমন্ত্রণ ছিল। নয়না ছাড়া সবাই গিয়েছিল নিমন্ত্রণ খেতে। সেই নিয়ে নয়নার মা-বাবা ও দাদা-বৌদি অভিযোগ তুলল। নয়না না যাবার কারণ জানতে চাইল। নয়না গতকাল, না যাবার যা কৈফিয়ৎ দিয়েছিল, সেই কৈফিয়তই দিল। আমার শরীর ভাল ছিল না বলল। দাদা বল্লেন, শরীর ভাল না থাকলে কি হয়েছে, আমাদের ওখানে গিয়ে বিশ্রাম নিতে পারতিস। মা বল্লেন, তুই নাকি অফিসও গিয়েছিলি কাল, তাহলে আমাদের ওখানে গেলি না কেন? কথাটা মিথ্যে নয়। ডিম্পিরা চলে যাবার পর নয়না দুপুরের দিকে অফিসে গিয়েছিল একবার। কিন্তু, নয়না গতকাল মায়ের বাড়ি কেন যায় নি, এই প্রশ্নের উত্তর ওরা এই সব সাধারণ কারণ বলে মনে করছে কেন সেটা বুঝতে পারছে না নয়না। মা, বাবা, দাদা, কেন একবারও

বুঝতে চাইছে না, নয়নার মনে কষ্ট হতে পারে, অভিমান হতে পারে সেজন্যই নয়না যায় নি। মাত্র মাসদেড়েক পূর্বেই নয়না কি সাংঘাতিক বিপদের সম্মুখীন হয়েছিল। সেই বিপদে, নয়নার এই আপনজনেরা সাহায্যের হাত বাড়ানো দূরের কথা, এতটুকু সহানুভূতি পর্যন্ত প্রকাশ করেনি। উল্টে তাকে ভীষণ বিকৃত ধরনের অভিযোগে অভিযুক্ত করেছিল।

নয়নার কথা বিশ্বাস না করলেও, নয়না, মা, বাবা দাদার কাছে কোন অতিরিক্ত সাফাই দেবার প্রয়োজন মনে করল না। তার সুখ দুঃখ নিয়ে যখন ওরা কেউ ভাবে না, তখন কেন এত সব কথার উত্তর দিতে যাবে। তাছাড়া, আজ সন্ধ্যাবেলা ঘরে ফেরার সময় নয়না একটা প্রতিজ্ঞা করেছে। আত্মীয়-স্বজন বা বাইরের কোন লোক যদি অযথা নয়নাকে নিয়ে কোন মন্তব্য করে, সে কোন প্রত্যুত্তর দেবে না। ঘরের এবং বাইরের অনেকে যখন ধরেই নিয়েছে যে তার নিজস্ব কোন মান সম্মান নেই, তাকে যা খুশী ভাবে অপদস্ত করা যেতে পারে, তাহলে নয়না শুধু শুধু মন খারাপ করে বা অভিমান করে কি করবে?

কিছুক্ষণ পর, দিদি জামাইবাবু ও প্রসূন শিল্পিও এলো। অরিন্দম বুঝি সবাইকে নিমন্ত্রণ করে এসেছিল। কথাটা নয়নার সঠিক জানা ছিল না। তাই হোস্টেসের ভূমিকা নিতে অস্বীকার করল নয়না। অরিন্দম হোটেল থেকে নামী দামী রকমারী খাবার নিয়ে এল অতিথি আপ্যায়ন করবার জন্য। নয়নার উদাসীনতায় সবাই দুঃখ পেল। দুঃখ পেলেও নয়না কি করবে? সে ভীষণ ক্লান্ত ছিল। সকাল থেকে কিছু কাজে ব্যস্ত ছিল।

খাওয়া দাওয়ার পাট শুরু হবার ঠিক আগে এক রিপোটার এলো নয়নার সাথে দেখা করতে। নয়না ঠিক চিনতে পারল না। তবে কোথাও দেখেছে বলে মনে হল। বলুন তো আমার সাথে কি প্রয়োজন? নয়না জিজ্ঞেস করল।

ম্যাডাম, আমি মহিন্দ্র পাল, দৈনিক পত্রিকার রিপোর্টার। আপনার কাছে একটা ব্যাপারে অনুমতি নিতে এসেছি।

অনুমতি? কিসের অনুমতি? নয়না আকাশ থেকে পড়ল।

ম্যাডাম আমাদের আগামী সপ্তাহের পত্রিকায় আপনাকে নিয়ে একটা আর্টিক্যাল লিখতে চাই।

আমাকে নিয়ে আর্টিক্যাল? আমি কি কোন ভি. আই. পি.? নাকি, দুর্নীতির সাথে জড়িত কোন রসাল ব্যক্তি? খুব বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন দুটো রাখল নয়না। মহিন্দ্র পাল সব কটা দাঁত বার করে সহাস্যে বললেন, ম্যাডাম, আপনার আদর্শ ও কর্মশীলতা নিয়ে কিছু লিখতে চাই। আমার বিশ্বাস এই লেখা সাধারণ মানুষকে মানবতাবোধে সচেতন করতে অনুপ্রাণিত করবে।

কি কথা বলছেন রিপোর্টর বাবু? আপনি নিশ্চয় ভুল ঠিকানায় এসেছেন। আপনি যাকে খুঁজছেন, তিনি নিশ্চয় আমি নই।

না, ম্যাডাম ভুল হবে কেন। আপনি নয়না ঘোষ, ডি. এ. ইন্ডাস্ট্রির মালিক, আপনার এই পরিচয় তো মিথ্যে নয়।

কি আশ্চর্য, সেই পরিচয় মিথ্যে না হলেও আমি কোন বিখ্যাত মানুষ নই। প্লিজ, আপনি আসুন। আমাকে দিয়ে আপনার বা আপনার পত্রিকার কোন লাভ হবে না।

ম্যাডাম, আসলে আমাদের লাভ তো বড় কথা নয়। আমরা চাই জনসাধারণের লাভ। আপনার জীবনের আদর্শ ও নীতি ইত্যাদির কথা আমাদের পত্রিকা মারফৎ জনসাধারণের কাছে পৌঁছতে চাই।

আশ্চর্য! কি যা তা বলছেন রিপোর্টার বাবু? আমার আদর্শ বা নীতি কি, সে সম্বন্ধে আমার নিজেরই কোন ধারণা নেই। সেসব আবার লোকের কাছে বিলোবে কি। আমি কোন বিখ্যাত মানুষ নই, বিখ্যাত হবার সাধও নেই। আপনি আসুন।

মহিন্দ্র বিব্রত ভাব নিয়ে বলল, আপনি যে কোন বিখ্যাত মানুষ নন, তা আমি জানি ম্যাডাম। আপনাকে বিখ্যাত করে তুলবার সাধও আমার নেই। আমি জানি আপনি খুব সাধারণ একজন মানুষ। আজকাল সাধারণ মানুষরাই তো বিরল। কারণ সবাই যে আজকাল বিখ্যাত হতে চাইছে।

ওসব ছাড়ুন। আপনি আসুন আমাকেও রেহাই দিন। নয়না হাত জোড় করল।

মহিন্দ্র পাল লজ্জিত ভঙ্গিতে বলল, অপরাধ নেবেন না ম্যাডাম, আপনাকে দু'একবার দেখেই আমি আপনার বিশাল হৃদয়ের সন্ধান পেয়েছি। আপনার মনের সেই ব্যাপকতার খানিকটা স্পর্শ সাধারণের জন্য বিলিয়ে দিতে চাই। কাজেই, বুঝতে পারছেন আমি ঠিক আপনাকেই চাইছি না। আমি আপনার মন্ত্রকে, মানে আপনার ভাষায়, ভালবাসার মন্ত্র বিতরণ করতে চাই।

নয়না কিছুতেই বুঝতে পারছিল না, মহিন্দ্র পাল নামের ভদ্রলোক এমন নাছোড়বান্দার মত কেন করছে। ভদ্রলোকের কাছ থেকে রেহাই পাবার জন্য শেষমেষ অরিন্দমের সাহায্য চাইল নয়না।

অরিন্দম আর নয়নার দাদা সুবিকাশের জেরায় প্রকাশ পেল, মহিন্দ্র নয়নাকে প্রথমবার জানতে পারে, নয়নাকে এক মহিলা সভায় বিশেষভাবে সমৃদ্ধ এক ভাষণ দিতে দেখে। তারপর, দ্বিতীয়বার শহরের এক ইন্ডাস্ট্রি অগ্নি সংযোগের দ্বারা পুড়ে ধ্বংস হয়ে গেলে, অগ্নি সংযোগের প্রকৃত কারণ জানবার উদ্দেশ্যে মহিন্দ্র সেই ইন্ডাস্ট্রির মালিকের সঙ্গে দেখা করতে যায়, তখন জানতে পারে, নয়না ঘোষ সেই উদ্যোগের মালিক। এইটুকু পর্যন্ত ঠিক ছিল। মহিন্দ্রের মনে নয়নাকে নিয়ে কিছু লেখার কৌতূহল তখনও জাগেনি। কিন্তু, গত পরশু, এক বিখ্যাত উগ্রবাদী পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কথাটা শুনে নয়না একটু চমকে চাইল। মানব বড়ুয়া নামের দাগা উগ্রবাদী গত পরশু আত্মসমর্পণ করেছে তা গত কালকের সব মিডিয়ার খবর ছিল। কিন্তু সেই লোক কার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আত্মসমর্পণ করেছে বলে কোন খবর ছিল না সেখানে। সেই উগ্রবাদীর মনের কিছু গোপন খবর নয়না জানে। তাই কারো দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এই আত্মসমর্পণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, কথাটা সত্য হলেও হতে পারে। কিন্তু এই ধরনের সন্দেহ, নয়না ছাড়া আর অন্য কেউ কিভাবে করবে? নয়না বলল, আপনি কিন্তু একটু বেশী বাড়াবাড়ি করছেন মিঃ সাংবাদিক। কোন উগ্রবাদীর আত্মসমর্পণের সাথে আমার কোন সম্বন্ধ থাকতে যাবে কেন?

আপনার সাথে তার কোন সম্বন্ধ আছে বলে বলিনি তো। তবে সেই টেররিস্ট কারো

কথার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে এই পথ গ্রহণ করেছেন। সেই লোক নিজ মুখে স্বীকার করেছে, আমি ভুল পথে চলছিলাম, একজন আমায় সঠিক রাস্তা দেখিয়ে দিলেন। তাই, আমার বাকী জীবনটা আমি সেই পথে চলতে চাই।

আশ্চর্য সেই লোক আমি হতে যাব কেন?

আপনি সেই লোক তাতো বলিনি। তবে, এই উগ্রবাদী সংগঠনই আপনার কারখানা ভস্মে রূপান্তরিত করেছিল, এবং এই দলই আপনাকে থ্রেটেনিং দিয়েছিল আপনার কাছ থেকে দাবির টাকা না পেলে আপনাকে প্রাণে মেরে ফেলা হবে বলেছিল। এই সমস্তের ওপর ভিত্তি করে ধারণা করেছিলাম আপনি সেই, মানে আশা করেছিলাম সত্যটা আপনার মুখ থেকেই শুনব।

রিপোর্টর বাবু অতটা ওপরে ওঠাবেন না। আমি আবার আপনাকে বলছি, আমি একজন খুব সাধারণ মানুষ।

মহিন্দ্র পাল মুখে বিব্রত হাসি নিয়ে বলল, তাহলে আপনি প্রকাশ করবেন না আসল সত্যটা!

উহঃ, আপনি কিন্তু অযথা আমায় বিরক্ত করছেন। আমার কাছে কোন অপ্রকাশিত গোপন সত্য নেই। যা আপনাদের বিদিত নয়। নয়না রেগে যাচ্ছে দেখে অরিন্দম বলল, ঠিক আছে আপনি যদি আরও কিছু জানতে চাইছেন ম্যাডামের কাছে, তাহলে জিজ্ঞেস করে ফেলুন। আমরা সবাই আজ একটু ব্যস্ত আছি।

আপনারা আমকে সেই সুযোগ দিলেন কোথায় স্যার। আমি তো ম্যাডামের কাছে কিছু জানবার জন্যই এসেছিলাম।

নয়না কোন মতে ধৈর্য নিয়ে বলল, ঠিক আছে রিপোর্টর বাবু। আপনি না হয় কাল আসুন।

না, কাল আর আসা সম্ভব হবে না। আপনি কি জানেন, আপনাকে ধরবার জন্য আমার আজ সারাটা দিন নষ্ট হয়েছে।

সে কি! আপনি আমায় এভাবে অভিযুক্ত করছেন কেন? আমি আপনার সময় নষ্ট করতে যাব কেন?

মহিন্দ্র লজ্জিত কণ্ঠে বলল, আপনি কিছু করেননি, আমি নিজেই আপনার পেছনে ছুটেছিলাম।

সে জন্য দুঃখিত মিঃ মহিন্দ্র। কিন্তু কেন? আমার পিছনে ছুটবেন কেন?

আপনাকে ধরবার জন্য। আমার সারাদিনের পরিশ্রমের ফল পেলাম এই এখন। এই সন্ধ্যেবেলা। তা সত্ত্বেও আপনি বলছেন কাল আসতে। তারপর আমার কালকের দিনটাও বরবাদ হোক আর কি।

মিঃ পাল, আপনি কিন্তু আমাকে অযথা দোষারোপ করছেন।

হ্যাঁ করছি। আমার স্বার্থে করছি। আমাদের মত রিপোর্টারদের এমনি করতে হয় খবর সংগ্রহ করবার জন্য।

কোন বিখ্যাত এ্যডেসিভ কোম্পানীর বিখ্যাত কোন প্রডাক্টের মত আঠার মত লেগে থাকতে হয় আপনাদের তাই না। নয়না ঠাট্টা করল।

মহিন্দ্র লজ্জিত হাসি নিয়ে বলল, লজ্জা দেবেন না প্লিজ। কোন কোন ক্ষেত্রে আমরা বাস্তবিকই তাই করি।

আপনি যখন আঠার মতন লেগেই রয়েছেন তাহলে এক কাপ চা খান।

না, ম্যাডাম, এমনিতেই আপনি আমার ওপর খুব ক্ষেপে রয়েছেন, আর বেশী বিরক্ত করতে চাই না।

এতে আমি বিরক্ত হব না। কারণ, আমি আজ এত ক্লান্ত, চা বানাবার উৎসাহটুকুও নেই। আমার মেয়ে আপনার জন্য এক কাপ চা বানিয়ে দিতে পারবে। আপনি আমায় রেহাই দিলেই আমি সত্যিকারের খুশী হব।

নিশ্চয় ম্যাডাম। শুধু এক মিনিট সময় আমায় দিন, আমি শুধু একটি প্রশ্ন করব। আপনি সকালবেলা কোন সময় ঘুম থেকে ওঠেন?

আপনি কি ইয়ার্কি করতে এসেছেন? আমি কখন ঘুম থেকে উঠি, না উঠি এসবও আপনাকে জানাতে হবে?

না আমি কোন জোর করছি না। ঠিক আছে। আজ আপনি কটায় লাঞ্চ করেছেন বলবেন?

নয়না ধৈর্য হারিয়ে উঠে দাঁড়াল। মনে হচ্ছে আপনি এত রাতে, সময় জ্ঞানকে অগ্রাহ্য করে, সত্যি সত্যিই আমার সঙ্গে ইয়ার্কি করতে এসেছেন। মাপ করবেন আমি আপনার এই খেলার সাথী হতে পারব না।

মহিন্দ্র শান্ত স্বরে বলল, অত রেগে যাবেন না ম্যাডাম। প্লিজ বসুন। আপনি যা মনে করছেন আমি তা নই। কিছু মনে করবেন না। আপনার আজকের রুটিনটা আমি জেনে ফেলেছি। সেই রুটিনে আপনি ভোরে কখন উঠেছেন এবং কটায় লাঞ্চ করেছেন এই দুই বিষয়ের হদিস ছিল না। অর্থাৎ আপনার আজকের সারাদিনের কর্মসূচির তালিকা আমার জানা হয়ে গেছে। আপনার আজকের কার্য তালিকা ছিল এই রকম। আপনার গৃহকর্ম ও ব্যক্তিগত কাজ সেরে, আপনি সকাল দশটায় ছেলের স্কুলে যান। সেখানে প্যারেন্টস টিচার্স্ মিটিং এটেন্ড করে, পৌনে এগারোয় আপনি অফিসে ফিরে আসেন। সেখানে আধ ঘন্টা কাজ করে, সোজা নূনমাটি চলে যান। সেখানে আজ থেকে মহিলা শিল্পীদের দ্বারা আয়োজিত কুটীর শিল্প মেলা শুরু হয়েছে। যেহেতু আপনি আঞ্চলিক মহিলা উদ্যোক্তাদের প্রেসিডেন্টের পদে রয়েছেন, সেই হেতু আপনাকে দিয়ে সেই প্রদর্শনী মেলার উদ্বোধন করানো হয়েছিল সেখানে। সেই গুরুত্বপূর্ণ কাজ সেরে বেলা সাড়ে বারটায় আপনি চলে যান আপনার কারখানায়। যার পুনর্জন্ম হয়েছিল একমাস পূর্বে।

নয়না রাগ চেপে কোন মতে শুনছিল।

ঠিক দুপুর দুটোয় আপনি আবার অফিসে ফেরেন। সেখানে কিছু কাজ শেষ করে, ঠিক তিনটে দশে আপনি গিয়েছিলেন সদর বাজারে কিছু কেনাকাটা করতে। চারটে পনেরোয় আবার কারখানায় যান। সেখানে নতুন মেশিন সমূহের কার্যপ্রণালী পরিদর্শন করে আবার

অফিসে ফিরে আসেন। অফিসে নিজের স্টাফদের সাথে এক ঘণ্টার মিটিং সেরে আপনি চলে যান হাতিমপুরের আশ্রয়ের উদ্বোধনী সভায়। সেখানে বসে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবার পর আপনি একটি মূল্যবান ভাষণ দেন। সেই ভাষণ সমাপ্ত হলে, আপনি এক সেকেন্ডের জন্যেও সেখানে দাঁড়ান নি। সোজা চলে এসেছেন। অস্বীকার করতে পারেন আমি কোথাও এক বর্ণ মিথ্যে বলেছি বলে।

কি আশ্চর্য আমার কাজ আমি করেছি। সেখানে আবার স্বীকার বা অস্বীকার করবার কি হয়েছে? নয়না খুব বিরক্তি নিয়ে বলল। অরিন্দমও ধৈর্য হারিয়ে জিজ্ঞেস করল, আপনি ঠিক কি চাইছেন বলুন তো? আমি আপনাকে বলেছি আজ আমরা খুব ব্যস্ত। আপনি নিজেও হয়ত তা বুঝতে পারছেন বাড়িতে এত লোকজন দেখে। তা সত্বেও,

দুঃখিত স্যার। খুব দুঃখিত। ঠিক আছে আমি না হয় আগামীকাল সন্ধ্যার দিকে একবার আসব। আজ চলি। ম্যাডামের এই ভরপুর শক্তির আসল উৎস কি, ম্যাডাম ভালবাসার মন্ত্রে দীক্ষিত হলেন কিভাবে, মানবতাবোধে অনুপ্রাণিত হলেন কিভাবে, ওনার মধ্যে মানুষকে সংশোধন করবার একটা আশ্চর্য ক্ষমতা রয়েছে, তা তিনি কিভাবে আয়ত্ত করলেন, ইত্যাদি প্রশ্নগুলোর সঠিক উত্তর ম্যাডামের কাছ থেকে পাব আশা করেছিলাম।

হ্যাঁ আপনি তাই করুন, আগামী কালই আসুন। এখন আর কোন প্রশ্নের উত্তর নয়। অরিন্দম ধৈর্য হারিয়ে বলল।

মনঃক্ষুন্ন হয়ে ডিম্পির দিয়ে যাওয়া চায়ের কাপটা শেষ করতে ব্যস্ত হল মহিন্দ্র পাল।

অরিন্দম বলল, ভাল ইমেজ তৈরি করে ফেলেছ তো নিজের। ঘরে মিডিয়ার লোকেরাও আসতে শুরু করেছে? নয়নার জামাইবাবু এতক্ষণ বসে বসে সব শুনছিলেন, অরিন্দমের দিকে চেয়ে মন্তব্য করলেন, অরিন্দম, আমার শালী কিন্তু সত্যিই বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী। সাংবাদিক বাবু বিনা কারণে এনার পেছনে ছুটছে বলে মনে হয় না। তারপর, নয়নার জন্য শ্রদ্ধাপূর্ণ হাসি রেখে বললেন, আমি কি এমনি এমনি এই মহিলার গুণে মুগ্ধ? সুবিকাশ বলল, তা না হয় বুঝলাম, আমার বোনের বিশেষ গুণ বা ক্ষমতা রয়েছে। কিন্তু, তাই বলে, একদিনে নাওয়া-খাওয়া বাদ দিয়ে এতগুলো কার্য সমাধা করা কি করে সম্ভব? সত্যিই কি তুই আজ এত কিছু করেছিস?

নয়না একটা অদ্ভুত দৃষ্টি নিয়ে চাইল। কোন জবাব দিল না। নিরুচ্চারে বলল, শুধু আজ কেন, বহু দিন ধরেই তো প্রায় প্রতিদিনই আমাকে বিবিধ কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকতে হচ্ছে। কাজ ভালবাসি বলে নয়। কাজই আমার জীবন তাই। তোরা এসব বুঝবি না। অভিমানী মনটা কোথাও বুঝি আটকা পড়েছিল কয়েক সেকেন্ডের জন্য নিজেকে ধাতস্থ করে বলল এসব এখন বাদ দে তোরা। আজকের পার্টি শুরু করবার আয়োজন করা যাক।

তাহলে আজ সারাদিন আপনি একফোঁটা বিশ্রাম পাননি। এমন কি কিছু খাবার সময়ও পাননি আপনি?

মহিন্দ্রের কথায় নির্লিপ্ততা মেখে নয়না বলল, হতে পারে।

হতে পারে নয়, তাই হয়েছে।

মহিন্দ্রের কণ্ঠস্বরে জোর শুনে নয়না বিস্মিত হয়ে বলল তো আপনি কি করতে চান?

কিছু করতে চাই না। শুধু জানতে চাই কেন আপনি নিজেকে এত কষ্ট দিচ্ছেন।

কি আশ্চর্য! নিজেকে কষ্ট দেব কেন? আপনি এভাবে বলছেন কেন?

স্যরি ম্যাডাম। আসলে আমি জানতে চাইছি আপনার এত পরিশ্রমের ফলটা কি? শুধু মানসিক তুষ্টি পাওয়ার উদ্দেশ্যে আপনি প্রতিদিন এত পরিশ্রম করেন?

জানিনা তো! আমি তো কোন উদ্দেশ্য নিয়ে কোন কাজ করি না। নয়নার চেহারায় বিস্ময় ফুটে উঠল।

তাহলে?

তাহলে কি? আজ হয়তো খাওয়ার সময় পাইনি। কিন্তু, প্রতিদিন যে আমি না খেয়ে থাকি তাতো নয়। জীব বিজ্ঞানের মতে আমিও যখন একজন মানুষ, তখন পেটের খিদে অগ্রাহ্য করব কি করে?

ধন্য আপনার মানবিকতা? আপনার এই অসাধারণ গুণকে আমি পুজো করি ম্যাডাম।

মানবিকতা! নয়না খুব অবাক হয়ে উচ্চারণ করল।

তা নয় তো কি? এই যে আপনি প্রতিদিন এত কষ্ট করছেন, কেন করছেন? মানুষের জন্যেই তো।

কি কথা বলছেন আপনি মহিন্দ্র বাবু, এই দুনিয়ায় কি আমি একা কাজ করছি? এই দুনিয়ায় প্রত্যেক মানুষই কোন না কোন কাজে নিজেকে ব্যস্ত রেখে জীবন অতিবাহিত করে।

তা করে। তবে আপনার মধ্যে একটু বিশেষতা আছে। এই দুনিয়ার বেশীর ভাগ মানুষ শুধু নিজের স্বার্থে কর্ম জীবন নিয়ে সক্রিয় থাকেন। আপনি আপনার কর্মের দ্বারা এক আশ্চর্য শক্তি বিতরণ করেন। আপনি মানুষের অন্তর স্পর্শ না করে কিছু করেন না। এমনকি যে মানুষ আপনাকে প্রাণে মেরে ফেলবার পরিকল্পনা করেছিল, সেই মানুষের জন্যও আপনার অন্তর কোথাও কোন কার্পণ্য করেনি।

তো! আপনি আর কি বলতে চান বলে ফেলুন। আপনি যাব যাব করেও যাচ্ছেন না তাই আমাদের খুব অসুবিধে হচ্ছে। আর যদি এখানে রাত কাটাবার ইচ্ছে নিয়ে এসেছেন তাহলেও বলে ফেলুন। সেই ব্যবস্থা করে দেব। আর কি করবার আছে বলনু?

করবার আছে মানে? আপনি তো করে যাচ্ছেন। মানুষের জন্য নিজেকে বিলিয়ে যাচ্ছেন। মানবতার প্রতীকরূপে। মানুষকে মানুষ রূপে গণ্য করে, পথ চলার চেতনাটাই তো একটা বোধ, যে বোধের অন্য নাম মানবিকতাবোধ।

অরিন্দম অতিষ্ঠ হয়ে বলল, মহিন্দ্রবাবু আপনি কিন্তু রাজী হয়েছিলেন আগামীকাল আসবার জন্য।

ওহ হ্যাঁ, এখন আমার যাওয়া উচিত তাই নয়।

অরিন্দম হাত জোড় কবল।

তাহলে আসি! নয়না হাতজোড় করল।

বাপরে বাপ, জার্নালিস্টরা এমন জোঁকের মতন হয় আমার জানা ছিল না। অরিন্দম

স্বস্তির শ্বাস নিয়ে বলল। তুমি কি যাদু করেছ বলতো? বেচারা এত চেষ্টা করেও বিশেষ কোন খবর সঠিকভাবে সংগ্রহ করতে পারল না।

নয়না হেসে বলল কোন যাদু করি নি। এই লোকটার স্বভাবই এই, নাছোড়বান্দা। খুব কথা বলেন। একবার কথা বলবার সুযোগ পেলে উঠতে চায় না। আমি কি খবর দেব বলো। কেমন আজে বাজে প্রশ্ন করছিল।

নয়না তুই কি বাস্তবিকই এত বড় বড় কাজ করিস? সুবিকাশের এই প্রশ্নটার উত্তর শোনার আগ্রহ প্রত্যেকের স্পষ্ট হল। তা লক্ষ করে নয়না বলল, জানিনা রে আমি কি করি। যা কাজ পাই করি। আমার কাজে মানুষ খুশী হলে ভাল লাগে।

নয়নার উত্তরটা অনেকের কাছে ঠিক মনোমত হল না বোধহয়। সবাই এখন রাতের খাওয়া খেয়ে ঘুমোতে চায়। তাই নয়নার কাজের প্রসঙ্গ চাপা পড়ে গেল।

অনাবশ্যক আগন্তুক চলে যাবার পর, আবার খাবার গরম করা হল। খেতে খেতে গল্প গুজবে রাত বারটা বেজে গেল। নয়না মা ও বাবাকে নিজের ঘরে রেখে দিল। এত রাতে আর যেতে দিল না। বাকিরা চলে গেলে প্রায় রাত একটার সময় নয়না একটু বিছানায় গড়াবার সুযোগ পেল।

পরদিন শরীরটা বেশ ম্যাজ ম্যাজ করল নয়নার। অরিন্দম শ্বশুর-শাশুড়ীকে পৌঁছে এসে দুপুরের রান্নার ভার নিজের হাতে তুলে নিল। মুন্নির মা আর ডিম্পি কিছু কিছু সাহায্য করল। রাত্রিবেলা নয়ানা রান্না করল। ডিম্পি পাবদা মাছের পাতলা ঝোল খেতে ভালবাসে তাই রাঁধল নয়না। সঙ্গে ডাল পটল ভাজা আর অরিন্দমের জন্য ছোট মাছের চচ্চড়ি।

পরদিন নটায় প্লেন। সকল্ল সাতটায় এয়ারপোর্টে রওনা হতে হবে। কিন্তু সন্ধে থেকে ডিম্পির স্যুটকেস গোছানো শেষ হচ্ছে না। হচ্ছে না মানে গোছানো পছন্দ হচ্ছে না। নয়নাকে সাহায্য করতেও দিচ্ছে না। অবেশেষে রাত এগারোটায় ফাইনালি বাক্স বন্ধ করে নয়নাকে রেহাই দিল ডিম্পি।

আয়, এখন খাবি তো।

হ্যাঁ, খাবনা কেন, খুব খিদে পেয়েছে মা!

তো, এত দেরী করতে কে বলেছে তোকে। আর একটু আগে বাক্স গোছনো শেষ করলেই পারতিস।

কি যে বল না মা, শেষ হলে তো শেষ করব!

যাই বল তুই কিন্তু খুব খুঁতখুঁতে হয়েছিস আজকাল।

খুঁত খুঁতে নয়, বল যে মায়ের মতন হয়েছে। সব কিছু ভীষণ পরিপাটি হওয়া চাই। অরিন্দম ঠাট্টা করল।

ওমা, আমি কোনদিন একঘণ্টা সময় নিয়ে স্যুটকেস গোছালাম।

স্যুটকেস নাইবা গোছালে, অন্যান্য ব্যাপারে তো তাই।

তো। পরিপাটি হওয়াটা কি খারাপ। তবে অযথা সময় নষ্ট করে অতিরিক্ত পরিপাটিগিরি করাটা আমি. পছন্দ করি না। শেষের কথাটা ডিম্পির দিকে চেয়ে বলল নয়না।

মা ছাড় এসব কথা। ভাত দাও, আমার খুব খিদে পেয়েছে।

চল না। নিজে দেরী করলি এখন আমাকে দুষছিস? নয়না ডিম্পিকে জড়িয়ে ধরল। এই মেয়ে আবার কখন আসবি?

নয়না অনেকক্ষণ থেকে মেয়েকে লক্ষ্য করছিল। কাল থেকে ডিম্পি থাকবে না এই ঘরে ভাবতেই ভীষণ কান্না পাচ্ছিল। আসলে নয়নার মমতাও যেন অন্য মায়েদের তুলনায় বেশী। স্বামীর সাথে ঘনিষ্ঠতা ছিল না বলেই হয়ত নয়না ছেলেমেয়েকে ভীষণ গভীরভাবে ভালাবাসে।

ডিম্পি মায়ের ছল ছল চোখ লক্ষ্য করে বলল, মা, তুমি যে কি কর না। আমি কি চিরদিনের জন্য কোথাও চলে যাব নাকি? আবার আসব না? ছুটিতে এবার আমরা সবাই আমাদের বাড়িতে মিলিত হব মা। কি মজা হবে। আমাদের বাড়ী অর্থে অরিন্দমের বাড়ী। মেয়েদের জীবনে স্বামী বা পিতাই সব, ডিম্পির আমাদের বাড়ী কথাটা বুঝি সেই কথাই প্রকাশ করল। নয়নার এই বাড়িকে ডিম্পি অন্তু কি কখনো আমাদের বাড়ী বলবে? অথচ নয়নার পরিশ্রমের পয়সায় কেনা এই বাড়ী। নয়না মনে করেছিল অরিন্দম হয়ত নয়নাকে কটাক্ষ করে ডিম্পির 'আমাদের' প্রসংগকে সায় দিয়ে কিছু বলবে। কিন্তু অরিন্দম কিছু বলল না। নয়না ঘর ছেড়ে চলে গিয়েছিল বলে অরিন্দম আজকাল আর নয়নাকে খোটা দেয় না। কারণ, অরিন্দম আজকাল নয়নাকে বুঝতে চেষ্টা করে। নিজের অপরাধ বুঝতে চেষ্টা করে। নয়নার তাই মনে হয়।

কি মা, যাবে না? ডিম্পি মায়ের কাছ থেকে কোন উত্তর না পেয়ে আবার জিজ্ঞেস করল। নয়না বল্ল, সে দেখা যাবে। আগে অন্তুর পরীক্ষা তো শেষ হোক।

সব পাট চুকিয়ে নয়না এল, অরিন্দম বিনা দ্বিধায় নিজের খাট ছেড়ে নয়নার বিছানায় নয়নার পাশে এসে শুল। নয়না কোন প্রতিবাদ করল না। অরিন্দম লাইট নেভাচ্ছিল না দেখে শুধু বলল, লাইট নিবিয়ে দাও। তা না হলে ঘুম আসবে না। অরিন্দম লাইট নিবিয়ে এসে, নয়নার একটা হাত নিজের হাতে নিয়ে বলল তোমার কি হয়েছে বলবে।

নয়না অবাক হয়ে বলল, কি হবে আমার।

কিছু হয় নি। কাল থেকে তোমাকে ভীষণ গম্ভীর দেখাচ্ছে। আমি কি কিছু করেছি?

কিছু হয় নি। নাও শুয়ে পড়।

না, তুমি বল তোমার কি হয়েছে। গত বিকেল থেকে তোমাকে লক্ষ করছি তুমি কোন কিছুতে কষ্ট পাচ্ছ।

নয়না অরিন্দমের দিকে সরাসরি দৃষ্টি রাখল, লাইট না থাকলেও পর্দার ফাঁক দিয়ে জোৎস্নার আলো এসে পড়ায় অরিন্দমের চেহারা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল নয়না। অরিন্দমকে বেশ উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছিল। তাহলে কি নয়নার দুঃখ কষ্ট নিয়ে সত্যি সত্যিই চিন্তা করে অরিন্দম!

কাল কি হয়েছিল নয়নার? হ্যাঁ, গতকাল ভাষণ দেবার জন্য ডায়াসে উঠবার সময় একজনের মন্তব্য নয়নাকে খুব আঘাত দিয়েছিল। সেই ভদ্রলোকের মন্তব্য নয়নাকে খুব কষ্ট দিয়েছে একথা সত্য। কিন্তু, এই কথা কি অরিন্দমকে বলা যাবে? না, থাক এখনো সময়

হয় নি অরিন্দমকে এসব বলবার। অরিন্দম নয়নার আরো একটু ঘনিষ্ঠ হোক। নয়নাকে আরো একটু গভীরভাবে বুঝতে শিখুক অরিন্দম। তখন নয়না বলবে। সব কথা বলবে। বলতেই তো চায় নয়না। যেদিন প্রথম নয়না অরিন্দমের ঘরে এসেছিল, সেদিন থেকেই তো সব কিছু বলে অরিন্দমকে আপন করে পেতে চেয়েছে। মাঝখানে, ঐ শর্মিলা চৌধুরী, লীনা ইত্যাদি নামগুলোই নয়নাকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল।

অরিন্দম অধীর আগ্রহ নিয়ে আর একবার শুধালো, কি হয়েছে বলবে না আমায়।

কিছু হয় নি তো কি বলব?

তাহলে কাল থেকে মুখটা ওমন করে রেখেছ কেন?

কেমন করে রেখেছি? আমার মুখ যেমন, তেমনি তো হবে। নয়না সামান্য হাসবার চেষ্টা করে বলল।

অরিন্দম নয়নাকে কাছে টেনে জড়িয়ে ধরে রাখল অনেকক্ষণ। নয়না বাধা দিল না।

আমি জানি নয়না তোমার কি হয়েছে। আসলে তুমি সেদিনের ব্যাপারটা এখনো মনে রেখেছ। আমাকেও সেদিন থেকে অপরাধী বানিয়ে রেখেছ।

নয়না নিশ্চুপ রইল।

একটু ভেবে দেখলে বুঝতে পারবে, আমি কিন্তু কোথাও কোন অন্যায় করিনি সেদিন। মাঝখানে অনেকগুলো বছর অতিক্রান্ত হয়ে যাবার পর, বহুদিন বাদে তোমাকে কাছে পেতে ইচ্ছে হয়েছিল বলে যে আমি সেদিন এমন করেছিলাম, সেটাও কিন্তু, সত্য নয়। আসলে কি হয়েছিল জান, তুমি আমার অনেক দিনের বিবাহিত স্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও, আমি তোমাকে তোমার রূপকে প্রথম অনুভব করলাম সেদিন প্রথম। এতদিন, তুমি বলতে আমি জানতাম, এক অসুখী নারীর বিরক্ত মাখা চেহারা। সেই তুমি আসল তুমি ছিলে না নয়না। তুমি তোমার আচার আচরণে, স্বভাবে ব্যবহারে, শারীরিকভাবে মানসিকভাবে, আকারে আয়তনে, সব দিক দিয়ে এক অসামান্যা, সেটা আমি বুঝতে পারলাম এত দিন পর এখানে এসে। এইবার তোমাকে কাছ থেকে প্রত্যক্ষ করবার পর, এই সত্য আমার দৃষ্টি খুলে দিয়েছে। তাই তোমাকে, মানে, সম্পূর্ণ তোমাকে খুঁটিয়ে দেখবার সাধ ও স্বাদ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করতে পারিনি। তুমি আমার, এতদিন ধরে শুধু আমারই ছিলে তুমি, এই কথাটা আমাকে ভীষণ পাগল করে তুলেছিল। তোমার সমগ্র তুমির মধ্যে একজন নিখুঁত শিল্পি বাস করছে নয়না। সেই শিল্পীর দর্শনে আমি উন্মত্ত হয়ে উঠেছিলাম। সেই উন্মত্ততায় 'তুমি আমার' এই সত্য ভীষণভাবে অনুভব করবার ইচ্ছে ছাড়া, আর কোন অন্য অভিসন্ধি ছিল না নয়না। বিশ্বাস কর আমাকে।

নয়না বুঝতে পারছে অরিন্দম কোন দিনের কথা বলছে। এখানে, নয়নার এই বাড়িতে আসবার পরের দিন ডিম্পি অন্তর অনুপস্থিতে অরিন্দম নয়নাকে নিয়ে যা করেছিল, সেই ব্যাপারটার প্রসঙ্গেই এত কিছু বলছে। সেদিন ঘটনাটা ঘটে যাবার পর নয়না খুব অখুশী ছিল সেটা ঠিক। কিন্তু, তারপর মাঝখানে এই একমাস সময় অতিবাহিত হয়েছে। ফলে অরিন্দমের অনেক অভাবনীয় পরিবর্তন নয়নার নজরে এসেছে। তাই সেদিনের রাগ বা

বিরক্তিও প্রায় ভুলে গেছে নয়না।

নয়নার কাছ থেকে জবাব না পেয়ে অরিন্দম বলল কি হল?

আমি কি বলেছি তোমার কোন অন্য অভিসন্ধি ছিল?

তাহলে সেদিন অমন করেছিলে কেন? আমি যেন তোমাকে জোর করে ধর্ষণ করবার চেষ্টা করছি। তোমার মনে এই ভাবটা খুব প্রকট ছিল।

নয়না কোন জবাব দিল না।

অরিন্দম বলল, কিছু বল নয়না! তা না হলে আমার নিজেকে অপরাধী মনে হবে। আমি ওখানে গিয়েও শান্তি পাব না। কাজে মন বসাতে পারব না।

আমাদের ছেলেমেয়ে এখন পরিণত হতে চলেছে অরিন্দম। এখন কি এই সমস্ত বিভিন্ন রসের আস্বাদ নেওয়া আমাদের মানায়? আমরা এখন বার্ধক্যের দিকে অগ্রসর হচ্ছি।

আমাদের কি মানায়, কি না মানায়, সেটা অন্য কথা নয়না। তুমি সেদিন এত আপত্তি করেছিলে কেন সেটা জানতে চাইছি।

জানি না। ঘুমোও। নয়না আহ্লাদী স্বরে বলল।

অরিন্দমের খুব মিষ্টি লাগল নয়নার কথাটা। আরো ঘনিষ্ঠভাবে নয়নাকে জড়িয়ে ধরে বলল, তোমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে আর কোনদিনও যাব না আমি, দেখে নিও। তুমি স্বেচ্ছায় যদি কোনদিন চাও, শুধু সেদিনই হবে আমাদের মিলন। দেখো, আর কখনো তোমায় কষ্ট দেব না। আমার সেদিনের অপরাধকে মার্জনা করে দাও প্লিজ!

আমার ঘুম পেয়েছে।

ঘুমোও না। আমার বুকে শুয়ে থাকতে অসুবিধে হচ্ছে কি?

নয়না কোন জবাব না দিয়ে অরিন্দমের বুকে আর একটু ঘেঁসে ঘুমোবার চেষ্টা করল।

অরিন্দম পরম স্নেহে নয়নার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলল, তোমাকে আর কোন ব্যথা দেব না নয়না। দেখে নিও। আর কোন কঠিন বেদনায় তোমাকে কাতর হতে দেব না। তুমি শুধু আমার কাছে থাকবে। আমার বুকে মাথা রেখে শুয়ে থাকবে।

তুমি কত কথা বলবে? আমাকে ঘুমোতে দাও না। নয়নার আহ্লাদি স্বর শুনে অরিন্দম বলল, আমার ভাল লাগছে নয়না তাই বলছি। আমার যা বলতে ভাললাগে, তা বলতে দিও নয়না আমাকে বাধা দিও না। তা না হলে ওখানে গিয়ে যখন মনে পড়বে তোমাকে ওমুক কথাটা বলা হয় নি, তমুক কথাটা বলা হয় নি, তখন খুব খারাপ লাগবে। আমি কষ্ট পাব।

লাগুক আমায় ঘুমোতে দাও।

কাল ভোরেই তো চলে যাব নয়না! একটু বলি না! কেন আপত্তি করছ তুমি?

ঘুমের নেশায় নয়নার চোখ জুড়িয়ে আসছিল অনেকক্ষণ থেকে। কিন্তু, অরিন্দম আবার এসব শুরু করল? নয়না যে আর এক অন্য নেশায় কাবু হতে চলেছে। সত্যি কি নয়নাকে নিজের অন্তরে পৌঁছে দিতে চাইছে অরিন্দম? নয়নাকে আপনার জন মনে করতে শুরু করেছে? বিয়ের পর থেকে এই কামনা করে এসেছে নয়না। অরিন্দমের অন্তরের পরশ

চাই নয়নার। সেই পরশের আর কোন ভাগিদার থাকবে না। শুধু নয়না একাই উপভোগ করবে সেই পরশ।

আমরা বার্ধক্যে পৌঁছেছি তোমাকে কে বলল নয়না? স্টিল উই আর ইয়ং নয়না। ছেলেমেয়েরা বড় হলে কি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সুখ রচনা হয় না? আমরা নতুন 'সুখ রচনা করব নয়না।

এ কি আরম্ভ করলে অরিন্দম? নয়নাকে কি ঘুমোতে দেবে না? এত ওভার ডোজের ওষুধ খাওয়ালে, নয়না না আবার বিগড়ে যায়! তোমায় চিনতে ভুল করেছি নয়না এই তো আমার অপরাধ? দেখো, এখন থেকে আর কোন ভুল করব না আমি। শুধু তোমাকে সুখ দেবার চেষ্টা করব।

নয়নার ধৈর্যের বাঁধ ভাঙ্গল। বলল, অদ্যই কি আমাদের শেষ রজনী? আগামী দিনগুলোর আর কোন রাতে কি আমরা জেগে থাকবার সুযোগ পাব না?

তা কেন হতে যাবে নয়না? আরো কিছু দিন পর আমরা প্রতি রাত জেগে কাটাব। অরিন্দম খুশী হয়ে নয়নাকে আরো ঘনিষ্ঠভাবে কাছে টেনে নিল।

তাহলে আজকের রাত জাগা এখানেই সীমিত থাকুক। কাল ভোরে উঠতে হবে।

অরিন্দম হেসে বলল, এই তো যাচ্ছি। শুধু একটা প্রশ্নের সঠিক জবাব দাও নয়না। গতকাল সেই জার্নালিস্ট ভদ্রলোক যা যা বলল, সত্যি কি তুমি এত সব কর? করতে পার?

তোমার কি মনে হয়?

হেয়ালি নয়, সত্যি বল নয়না।

কখনো কখনো করি।

কিছুক্ষণ নীরবে থেকে অরিন্দম বলল, তুমি নিজেকে এভাবে বাইরে বিলিয়ে দিলে কেন নয়না?

বিলিয়ে দিয়েছি কে বলল, কাজ সেরে আবার ঘরে ফিরে আসি না?

তুমি আমার সঙ্গে আমার ঘরে থাকবে তো নয়না?

যখন যাব, তখন দেখে নিও। এখন ঘুমোতে যাও। জোর করে অরিন্দমকে অরিন্দমের বিছানায় পাঠিয়ে দিল নয়না।

বসাককে বলে রেখেছিল নয়না, সকাল সাতটায় একটা ট্যাক্সি নিয়ে আসতে। বসাক সাতটার আগেই ট্যাক্সি নিয়ে এসেছে। ডিম্পি তৈরি হয়ে নাস্তা খাচ্ছে। সঙ্গে অন্তুও খাচ্ছে এয়ারপোর্টে যাবে বলে।

নয়না শোয়ার ঘরে এল অরিন্দমকে ডাকতে। অরিন্দম আয়নার সামানে দাঁড়িয়ে টাই বাঁধছিল। নয়না পেছন থেকে অরিন্দমের প্রতিবিম্ব দেখছিল আয়নাতে। পরিমার্জিত একজন সুন্দর মানুষ। ইংরেজীতে যাকে বলে এ হ্যান্ডসাম পার্সন। শুধু হ্যান্ডসাম নয়, ভেরী হ্যান্ডসাম। সত্যি সুন্দর নয়নার স্বামী। শুধু একটা খুঁত ছাড়া আর তো খুঁত ছিল না নয়নার স্বামীর!

কি দেখছ?

নয়না দৃষ্টি সরিয়ে বলল, চল কিছু খেয়ে নাও।

কি খাব? এত সকালে কিছু খেতে ইচ্ছে করে না।

ইচ্ছে না করলেও কিছু খাও। অন্ততঃ এক কাপ চা খেয়ে তো যাবে?

কিছু না খাইয়ে যেতে দেবে না আমাকে?

অরিন্দমের ঠাট্টা শুনে নয়না বলল, খুব ঠাট্টা করা শিখেছ না? তাড়াতাড়ি কর, তুমিই কিন্তু দেরী করছ। ডিম্পি কিন্তু, অনেকক্ষণ থেকে তৈরী।

নয়না ফিরে আসছিল। অরিন্দম ডাকল, শোন!

নয়না দাঁড়িয়ে বলল, কি?

অরিন্দম বাঁ গালের এক স্থানে হাত বুলোতে বুলোতে বলল, দাড়ি কাটতে গিয়ে এখানটায় কেটে গেল জান।

অরিন্দমের ফরসা গাল সেভ করবার পর খানিকটা নীলচে দেখাচ্ছে। লোসন মাখার জন্যেই হয়ত ভীষণ চক্ চক্‌ও করছিল। বা গালের নীচের দিকে কেটে সামান্য লাল দাগ দেখতে পেল নয়না।

নয়না দৃষ্টি সরিয়ে বলল, অসাবধান হলে অমনি হয়। ডেটল লাগিয়ে দাও।

তাতো দিয়েছি। তুমি একটু দেখ না?

আমি দেখতে পাচ্ছি নয়না বলল।

অত দূর থেকে দেখা যায়? কাছে এসে দেখো।

দেখতে জানলে দূর থেকেও দেখা যায়।

অরিন্দম নয়নার কথাটার অর্থ অন্য কিছু মনে করল বোধ হয়। মুখ কালো করল।

নয়নার খারাপ লাগল। নয়না ইচ্ছে করে অরিন্দমকে আঘাত দিতে চায়নি। নয়না কয়েক পা এগিয়ে এসে অরিন্দমের ক্ষতস্থানে দৃষ্টি রেখে বলল, এইটুকুন কেটেছে, তাতেই এত ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। এটা কালই শুকিয়ে যাবে।

যদি না শুকোয়? বলে অরিন্দম নয়নাকে জড়িয়ে ধরল।

একি? এমন করছ কেন? নয়না আতংকিত হয়ে চাইল। অরিন্দমের চেহারাতে গাম্ভীর্য লক্ষ করে আরো বিস্মিত হল।

এসব কি? ছাড়? ডিম্পি, অন্তু, মুন্নির মা?

এসব যা তাই।

যা তাই, বললে তো চলবে না। ছাড়।

আগে বল!

কি বলব?

আমাকে ক্ষমা করেছ কিনা?

প্রশ্নটার উত্তর চট করে খুঁজে পেল না নয়না। এতদিন প্রশ্নটা কেউ করেনি নয়নাকে। অরিন্দমকে ক্ষমা করবার পরিস্থিতির উদয় হবে কিনা সে বিষয়ে কখনো চিন্তা করে নি নয়না। কিংবা অরিন্দমের সংশ্রব ত্যাগ করে অরিন্দমের কাছ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে যেতে পারে কিনা এই সমস্ত ভাবনাও কখনো মাথায় আসে নি নয়নার। বিয়ের পর থেকে,

এখানে আসবার আগে পর্যন্ত অরিন্দমের স্বভাব অনুযায়ী, নয়না অরিন্দমকে যে ভাবে দেখেছে, জেনেছে, সে ভাবেই মেনে নিয়েছিল। অরিন্দম, এই ক্ষমা কোন নির্দিষ্ট অপরাধের জন্য চাইছে না। অরিন্দম ও নয়নার বিবাহিত জীবনের অন্তর্ভুক্ত, অরিন্দমের দ্বারা কৃত অন্যায় সমূহকে একত্রিত করে অরিন্দম এই মার্জনা চাইছে নয়না বুঝতে পারল। তাই বিব্রত বোধ করল। অরিন্দম এমনভাবে নয়নাকে ধরেছে, যেন নয়নার কাছ থেকে প্রশ্নের জবাব না পাওয়া পর্যন্ত ছাড়বে না।

বলো! অরিন্দম আবার বলল।

নয়না যদি অরিন্দমকে কখনো সত্যিকারের ক্ষমাও করে, তখনো নয়না মুখ ফুটে বলতে পারবে না, হ্যাঁ অরিন্দম আমি তোমাকে ক্ষমা করেছি। কারণ নয়নার মধ্যেকার ধার ব্যক্তিত্বটা নয়নাকে অনেক কিছুতে সহজ হতে বাধা দেয়। তাই ভীষণ অপ্রস্তুতভাবে নীরব রইল নয়না।

অরিন্দম নয়নার চেহারা লক্ষ্য করে, নয়নাকে ছেড়ে নিজের গাম্ভীর্য নিয়ে চুল ব্রাশ করতে ব্যস্ত হল।

নয়না মাথা নত করে এক পাশে দাঁড়িয়ে রইল। 'তোমাকে ক্ষমা করেছি বলতে না পারলেও', কিছু একটা বলে অরিন্দমের মন হাল্কা করতে চায় নয়না, কিন্তু কি বলবে? কি বলা উচিত?

অরিন্দমই বা হঠাৎ এই প্রশ্ন করল কেন? নয়নারও বুঝি বুদ্ধি ভ্রষ্ট হয়েছে। অরিন্দম ব্যতিরেকে আর কে করবে এই প্রশ্ন।

অরিন্দমের এখানে আসবার প্রথম দিকের কয়েকটা দিন বাদ দিয়ে, নিজের রুক্ষ অভিমানকে বশে রাখতে পারেনি নয়না।

অরিন্দমের ব্যবহারেই হোক, কিংবা বিশেষ পরিবর্তনের দ্বারাই হোক, নয়না অরিন্দমকে অগ্রাহ্য করতে পারেনি এবার। সাথে, ক্রমশঃ অরিন্দমের বর্তমানকে স্বীকৃতি দেবার ব্যবস্থাও করে এসেছে। এই একমাসে দুজনের মধ্যে একটা অলিখিত চুক্তিপত্র তৈরী হয়েছে যেন। নয়না নীরবে সেই চুক্তিতে সাক্ষর করবার সম্মতিও বুঝি প্রদান করে ফেলেছে। সেই চুক্তি পত্রের নাম কি? সেই চুক্তির নাম কি নয়নার দ্বারা অরিন্দমকে ক্ষমা করা নয়? অরিন্দম যাবার আগে সেই চুক্তিপত্রে নয়নার হস্তাক্ষর দেখতে চায়। অরিন্দম চুল ঠিক করতে করতে নিজেকে আয়ত্তে এনে স্বাভাবিক হল। নয়নাকে বলল, দাও কি খেতে দেবে।

খেতে দেবার চেয়েও বেশী গুরুত্বপূর্ণ কথাটা বলে নিল নয়না। না বললে অরিন্দমের মন শান্তি পাবে না। নয়না গলার স্বর মোলায়েম করে বলল, আমরা তোমার ওখানে যাব এ কথা তো ঠিক হয়েই আছে।

অরিন্দম নয়নার কথাটা ও চেহারাটা পড়বার চেষ্টা করল।

নয়নার চেহারা বুঝি অব্যক্তভাবে অরিন্দমের প্রশ্নের সঠিক উত্তরের কোন বিকল্প ব্যক্ত করল কথাটার মাধ্যমে।

অরিন্দমের আসল জবাব চাই। কোনও বিকল্প ব্যবস্থায় খুশী হবে কেন? সে বলল,

ক্ষমা তোমাকে করতেই হবে নয়না। তা না হলে আমি কোনদিনও শান্তি পাব না। অরিন্দমকে খুব অসহায় মনে হল।

নয়না কি বলবে বুঝতে না পেরে বিমূঢ় হয়ে চাইল।

আমি প্রতিজ্ঞা করছি নয়না। আমি আর কোন নোংরা স্পর্শ করব না।

এবারেও নয়নার কাছ থেকে কোন জবাব পেল না অরিন্দম।

অরিন্দম নিরুপায় হয়ে নয়নার হাত দুটো চেপে ধরল।

একবার স্বীকার করলেই যথেষ্ঠ, একবার প্রতিজ্ঞা করলেই যথেষ্ঠ, নয়না মানুষের মন চেনে। নয়নার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা অরিন্দম ঘোষ কোন মিথ্যে বলছে না, এইটুকু বুঝতে পারছে নয়না। কিন্তু তা সত্বেও উচ্চারণ করতে পারল না 'হাঁ অরিন্দম আমি তোমাকে ক্ষমা করেছি'। নিরুচ্চারিত সুরে বলল, 'প্রয়োজন হলে তোমাকে নিশ্চয় ক্ষমা করব অরিন্দম'। তুমি আমার ডিম্পি অন্তর পিতা। আমার স্বামী। তোমার আবেদনকে আমি সর্বাগ্রে প্রাধান্য দেব।

নয়নার কাছ থেকে কোন উৎসাহ না পেয়ে, অরিন্দম নয়নাকে ছেড়ে মুখ কালো করে সরে দাঁড়াল। অরিন্দমকে খুশী করবার জন্য বিব্রত ভাব নিয়ে বলল, তুমি এত চিন্তা করছ কেন বলতো? আমরা তো আর কয় মাস পরে তোমার ওখানে যাচ্ছিই।

সত্যি নয়না? তুমি বলছ চিন্তার কারণ নেই?

কিসের চিন্তা। আমাদের তোমার ওখানে যাবার কথা তো হয়েই রয়েছে। কথার খেলাপ করব কেন?

নয়নার কথায় অরিন্দম খুশী হল। বলল, মাঝে মাঝে না আমার কেমন যেন লাগে। মনে হয় আমার সব থেকেও আমি বড় একা। কেউ নেই আমার।

ওসব বাজে চিন্তা বাদ দিয়ে এখন খেতে এসো। তা না হলে নির্ঘাত ফ্লাইট মিস করবে।

অন্তু আর বসাক মিলে জিনিষপত্র নামিয়ে দিয়েছে। নয়না এয়ার পোর্টে যাবে না। ডিম্পিকে ছাড়তে গেলে ভীষণ কান্না পেয়ে যায়।

ডিম্পি মাকে সান্ত্বনা দিল। মা, তুমি মন খারাপ করবে না। মাত্র দুমাস পর আবার আমাদের রিইউনিয়ান হবে। এই দু মাস অন্তুও ভাল করে পড়ুক। আমিও পড়াশোনা নিয়ে থাকি। তারপর সবাই মিলে আনন্দ করব। তুমি শুধু শুধু মন খারাপ কর।

এই পাকা মেয়ে অত জ্ঞান দিতে হবে না। সাবধানে থাকিস। চিঠি দিস। ফোন করিস।

তাতো দেবই মা! তুমি চিন্তা করোনা মা। ডিম্পি মাকে জড়িয়ে ধরে আদর করল।

নয়না চোখ মুছে ডিম্পির কপালে একটা চুমু খেল।

এবার তো শুধু ডিম্পির জন্যই মন খারাপ হচ্ছে না নয়নার। এই প্রথম অন্তরের আর একটা জায়গায় একটা চিন চিন ব্যথা অনুভব করছে। এই ব্যথাই বুঝি কিছুক্ষণ পর বিরহ ব্যথায় রূপান্তরিত হয়ে নয়নার মনে নতুন যন্ত্রণা সৃষ্টি করবে।

অরিন্দম নয়নার উদ্দেশ্যে বলল, এই দু'মাস সম্পূর্ণ বিশ্রাম নাও তুমি। আর তোমার বিকাশ বাবুকে বলে দিয়েছি। তোমাকে যেন কোনভাবে বিরক্ত না করে।

বিরক্ত আবার কি, পার্টি ঠিক হলে বিক্রির বন্দোবস্ত করতে তো অন্ততঃ যেতে হবে আমাকে।

নো! নেভার। সেখানেও আমি আমার আদেশ দিয়ে দিয়েছি। সেরকম প্রয়োজন হলে আমি দু'দিনের ছুটি নিয়ে এসে সব কিছু সেটেল করে যাব। কিন্তু, তোমাকে আর কোন ঝামেলার সাথে জড়াতে পারবে না ওরা।

ঠিক আছে বাবা। তোমার আদেশ যাদের দিয়েছ তাদের ডাক পেলে তুমি নিজে এসেই সব কিছুর বন্দোবস্ত করবে। নয়না ম্লান হাসল।

আদেশ নয় নয়না। আই ওয়ান্ট টু ডু মাই ডিউটি ওনলি। চলি তাহলে খবরাখবর দিও।

তুমিও খবর দিও। নয়না ম্লান কণ্ঠে বলল।

আমি আবার কি খবর দেব। আমার সব খবর তো তুমি টিম্পুর কাছ থেকেই সংগ্রহ কর। আমার কি আবার আলাদা করে খবর দিতে হবে?

নয়নার ইচ্ছে হল বলে, টিম্পু দিলেও, তুমিও দিও। আমাকে মনে করে, আমার জন্য তোমার খবর দিও। বলা গেল না। কোথাও বুঝি স্বর আটকে গেল।

ট্যাক্সি চলে যাবার পরও নয়না ব্যালকনীতে দাঁড়িয়ে সেদিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল অনেকক্ষণ। ডিম্পি চলে গেল খুব কষ্ট হচ্ছে নয়নার। কিন্তু সঙ্গে, ডিম্পির পিতার জন্যও একটা অন্য অনুভূতি বোধ করছে যেন। আজ ঠিক চলে যাবার সময়টায়, নয়নার ভীষণ ভাল লাগছিল মানুষটাকে। এত পরিমার্জিত, এক সুপুরুষ নয়নার স্বামী, এই কথা বুঝি এতদিন অবিদিত ছিল। পুরুষের রূপে আকৃষ্ট কি নারীরা হয় না? নয়না এতদিন শুধু অরিন্দমকে দোষী ভাবত কেন? কে জানে হয়ত অরিন্দমের রূপে আকর্ষিত হয়েই, শর্মিলা বা লীনার দল অরিন্দমকে ফাঁদে ফেলেছিল। এই দুনিয়াতে কেবল নষ্ট চরিত্রের পুরুষ নেই, নষ্ট চরিত্রের নারীও রয়েছে। অরিন্দম হয়ত ঠিকই বলেছে নয়নারই উচিত ছিল অরিন্দমকে বেঁধে রাখা। তা না করে নয়না শুধু নিজের অভিমান ও আত্মমর্যাদা নিয়ে ব্যস্ত ছিল এতদিন। সবটা না হলেও কিছু অংশে অরিন্দমের অবনতির জন্য নিশ্চয় দায়ী ছিল নয়না। এখন থেকে নয়না আর অরিন্দমকে ছেড়ে দেবে না। বাইরের সংস্পর্শে বেশী ঘেঁসতে দেবে না। যতটা সম্ভব নিজের কাছে রাখবে।

তা না হয় করবে। যখন স্বামীর ঘরে স্বামীর সাথে বাস করবে তখন করবে নয়না। কিন্তু অরিন্দমরা যাবার আগে একটা কাজ সম্পূর্ণ করতে পারেনি বলে ভীষণ মন খারাপ লাগছে নয়নার। কয়েক সেকেন্ডের জন্যেও যদি, ডিম্পি অন্তু ও মুন্নির মা, নয়না ও অরিন্দমের চোখের আড়াল হত, তাহলে নয়না অরিন্দমের মাথাটা নিজের বুকে চেপে বলত, অপরাধী অপরাধ স্বীকার করলে, নিজের ভুল বুঝতে পেরে নিজেকে শোধরানোর ভার নিলে, আপনা আপনি সে ক্ষমার যোগ্য হয়ে যায় জান না!

নয়না কি সত্যিই নিজের ভবিষ্যত পরিকল্পনা করে ফেলেছে? অরিন্দমের সাথে বাকী জীবনটা কাটিয়ে দেবার? নয়নার হৃদয় কি সত্যিই অরিন্দমের স্পর্শ পেয়েছে? অরিন্দম কি এই বয়সে নয়নাকে ভালবাসতে শুরু করেছে। ভালবাসা নাই বা পেল নয়না, অরিন্দম যেচে

নয়নাকে নিজের ঘরে নিয়ে যেতে চাইছে! এটাই বা কম কিসে! অরিন্দমের মধ্যে যতখানি পরিবর্তন এসেছে সেটা অবিশ্বাস্য হলেও, সত্য। অরিন্দম ভাল না বাসলেও, আগের মতন কঠোর ও নির্দয় তো নয় নয়নার প্রতি। ভালবাসা কি সবার ভাগ্যে জোটে? ভালবাসার সুখানুভূতি কেবল সৌভাগ্যবতীরাই উপভোগ করতে পারে। কয়েকদিন নয়না আর অন্তর খুব খারাপ লাগল। কেমন যেন শূন্য শূন্য লাগল। কিছুদিন পর দু'জনে আবার পূর্বের জীবনে অভ্যস্থ হয়ে গেল। নয়না একটু অসুবিধায় পড়ল। অফিস যাওয়া বন্ধ করে ঘরে সময় কাটাবে কি করে? টি ভি দেখা, বই পড়া ইত্যাদি নিয়ে আর কত সময় কাটান যায়? কেমন যেন নির্জীব হয়ে পড়ল নয়না। মানুষের মনোবল ও শক্তি কি কেবল প্রয়োজনেই থাকে? তা না হলে নয়না হঠাৎ এতে ঝিমিয়ে পড়ল কেন? যে হেতু, অফিস আর নয়নার থাকছে না, তাই অফিসে গিয়েও নয়না তেমন উৎসাহ পায় না। মানুষের জীবনে কোন সমস্যা না থাকলে, মানুষের চিন্তা শক্তি অচল ও অকেজো হয়ে যায় বোধ হয়। চিন্তা শক্তিতে সক্রিয় থাকলে মানুষ কর্ম ব্যস্ততায় সক্রিয় থাকতে পারে, এই কয় দিন ঘরে বসে এই সত্যকেও প্রবলভাবে অনুভব করল নয়না। নয়নার জীবনটাই তো একটা সমস্যা ছিল, সেই সমস্যার সমাধান এত শীঘ্র হয়ে গেল? অরিন্দম অভিনয় করতে জানে না। অভিনয় করতে জানলে অতীতে নয়নার কাছে নিজের অনেক অপকর্ম গোপন করতে পারত। এই একমাস অরিন্দম নয়নার সাথে ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করেছে, নিজের অন্তরের তাগিদেই। এটাও খাঁটি সত্য। এই সত্যের ওপর ভিত্তি করেই নয়না আবার নিজের ঘরে ফিরে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়ে নিল। সেখানে নাই বা রইল নয়নার সমাজ সেবা ও অন্যান্য কাজ। অরিন্দমের পঞ্চশীলাতে কি কেউ সমাজ সেবা করে না? নাকি, সেসবের প্রয়োজন হয় না? এখানে যেমন অতিরিক্ত সময় মানুষের কল্যাণে ব্যয় করত নয়না, সেখানেও করবে। এসব নিয়ে দুশ্চিন্তা করবার কোন মানে হয় না। পরিবেশ অনুযায়ী ব্যবস্থা কিছু নিশ্চয় হবে।

সিদ্ধান্ত পাকা করে নয়না বেশ তৃপ্তি পেল। সুখ কে না চায়। সুখ পাওয়ার জন্যেই তো মানুষ বেঁচে থাকে। নয়নার জীবনেও সুখ লেখা ছিল। অনেক কার্য সিদ্ধ করবার জন্য মানুষকে যেমন সময়ের ওপর নির্ভর করতে হয় নয়নার সুখও তেমনি সময়ের ওপর নির্ভর করছিল। যথার্থ সময় এলো। নয়নার অদৃষ্ট খুলল। নয়নার সুখ মিলল। সামনের দু আড়াই মাস দেখতে দেখতে কেটে যাবে। অরিন্দম নয়নার জন্য যেমন ব্যবস্থা করেছে সেইভাবেই এই আড়াই মাস কাটিয়ে দেবে নয়না। নিজেকে নিয়ে দুশ্চিন্তার কোন কারণ থাকতে পারে না। ঘর ছেড়ে, ঘরের বাইরে অতিরিক্ত ঘরে একলা বাস করতে কার ভাল লাগে? নয়নার একাকিত্ব ঘোচার সময় আগত প্রায়। সব মিলিয়ে সে আজকাল বেশ খুশী। পথে একদিন বৈশালী নয়নাকে দেখে আনন্দে জড়িয়ে ধরে বলেছিল, তোকে দেখে হিংসে হয় রে। নয়না জিজ্ঞেস করেছিল কেন? বৈশালী বলেছিল, তোকে দেখলে মনে হয় এই জগতে তোর চাইতে সুখী আর কেউ নেই।

নয়না বলেছে, কি বলছিল বৈশালী, আমাকে কি নতুন দেখছিস?

নতুন দেখছি না। তোর মুখের নতুন ছাপটা আমার মনে দ্বেষ উৎপন্ন করছে। মায়ের

বাড়িতেও আজকাল বিনা অভিমানে যেতে শুরু করেছে নয়না। দাদা বলেছে কি ব্যাপার। আবার নতুন কোন ম্যাজিক বার করেছিস নাকি?

ম্যাজিক?

মানে তোর চেহারা বলছে তুই এই পৃথিবীর সেরা সুখীদের একজন। কারণটা জানাবি?

নয়না হেসেছে।

সেদিন দুপুরে এসে পুরন্দর দুঃসংবাদ দিল। দুঃসংবাদ মানে নয়নার জন্য দুঃসংবাদ। ডি. এ. ইন্ডাস্ট্রিতে পুরন্দর থাকবে না এই সত্য মেনে নিতে কষ্ট হল নয়নার। হঠাৎ কেন চলে যেতে চাইছ পুরন্দর। নয়না জিজ্ঞেস করল। আসলে ম্যাডাম, আপনিও তো থাকছেন না। অন্যদিকে আমার মাও চাইছেন বাড়ির কাছাকাছি থাকি আমি।

নয়না দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, তুমি থাকতে না চাইলে জোর করতে পারি না আমি।

ম্যাডাম। অত মন খারাপ করছেন কেন। আমারো কি খারাপ লাগছে না এখান থেকে চলে যেতে। এর আগেও আমি চাকরী করেছি, কিন্তু, এখানে কেমন একটা আপনাপন ছিল। ডি. এ. ইন্ডাস্ট্রিকে কখনো শুধু আমার কর্মক্ষেত্র মনে হত না। মনে হত আমার অন্তরের সাথে জড়িত কোন আত্মীয়।

নয়না কষ্ট চাপতে মাথা নত করল।

ম্যাডাম, আমি চাকরীর জন্য অন্যত্র গেলেও আপনার সাথে আমার যা সম্পর্ক সে সম্পর্ককে তো ভুলতে পারব না। আপনাকে কখনো ভুলতে পারব না।

তাই? দেখা যাবে। কতটা মনে রাখ আমাকে।

আমি যেখানেই থাকি না কেন ম্যাডাম, আপনার ডাক পেলে আপনার সামনে গিয়ে হাজির হব।

আমি ডাকতে যাব কেন। তুমি নিজে আমার সামনে হাজির হয়ে প্রমাণ দেবে যে তুমি আমার আপনজন।

পুরন্দর হেসে বলল, ঠিক আছে ম্যাডাম তাহলে ঠিকানাটা শুধু দিয়ে যাবেন। তারপর, আমি আমার কথা রাখি কিনা দেখবেন। ম্যাডাম আমার বিয়েতে কিন্তু আপনাকে আসতে হবে। শেষের কথাটা লাজুক ভঙ্গিতে, আব্দারের. সুরে বলল।

ওমা! বিয়েও ঠিক করে ফেলছ? কবে বিয়ে?

এখনো তারিখ পাকা হয় নি তবে কয়েক মাসের মধ্যেই হবে। আসবেন ম্যাডাম।

সুস্থ থাকলে নিশ্চয় তোমার বিয়েতে উপস্থিত থাকব।

সুস্থ থাকবেন না কেন ম্যাডাম? ওসব বাহানা আমি শুনব না। ইউ মাস্ট কাম টো এটেন্ড মাই ওয়েডিং। বাহানা নয় পুরন্দর এখন বার্ধক্যের দিকে এগোচ্ছি তো, তাই ক্রমশঃ বিভিন্ন উপসর্গ শরীরে এসে হানা দেবে। ফলে অসুস্থ থাকাটাই স্বাভাবিক।

আপনি এখনই কেন বার্ধক্যে যাবেন? আপনার কি এমন বয়েস হয়েছে?

তা বললে তো হবে না পুরন্দর। আমি তো জানি আমার বয়েস হয়েছে। তবুও কথা দিলাম যদি বেঁচে থাকি, তোমার বিয়েতে যাব।

আশ্চর্য ম্যাডাম! বেঁচে থাকবেন না কেন? তা ছাড়া ওসব ঝামেলা তো চুকে বুকে গেছে মানব বড়ুয়া ধরা পড়েছে।

নয়না মৃদু হেসে বলল, কেউ আমাকে মেরে ফেলবার দায়িত্ব না নিলে কি আমি মরতে পারি না? কোনও মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হয়ে মরে যেতে পারি, কোন দুর্ঘটনার স্বীকার হয়ে মরে যেতে পারি।

না ম্যাডাম, আপনি এত শীঘ্র মরতে পারেন না। আরো বহু বছর আয়ু থাকবে আপনার। এই পৃথিবীর মঙ্গলের জন্য আরো বহুকাল জীবিত থাকতে হবে আপনাকে। আপনার বেঁচে থাকাটা প্রয়োজন। পুরন্দর খুব জোর দিয়ে বলল।

নয়না আবার মৃদু হাসল। বলল, তাই কি?

নিশ্চয় তাই ম্যাডাম, এই পৃথিবীতে কটা লোক আছে যে আপনার মত মানুষের কথা চিন্তা করেন? এক্সেপশনাল কোয়ালিটি পূর্ণ মানুষ একজন আপনি।

নয়নার আবার হাসি পেল। বলল, না পুরন্দর, আমার মধ্যে অসাধারণ গুণ নেই। অবশ্য, অবশ্য, সত্যি কথা বলতে গেলে আমি ঠিক সাধারণও নই। সাধারণ ও অসাধারণ, এই দুইয়ের মাঝখানে একটা অস্বাভাবিক ও বেখাপ্পা মানুষ আমি। তাই মনে বাসনা থাকলেও কার্য ক্ষেত্রে কিছু করা হয়ে ওঠে না। মাঝে মাঝে মনে হয়, নিজের একাকিত্বের মাঝে একটা জড় পদার্থের মতন অবস্থান করি আমি।

না, তা কেন হতে যাবে। আপনি এই পর্যন্ত যা করেছেন তাও কি কম নাকি? ভবিষ্যতের জন্য আপনার যদি কোন পরিকল্পনা থাকে, সেই পরিকল্পনাকে কার্যকরি করবার উদ্দেশ্যে কোন সহায়তার প্রয়োজন হলে অবশ্যই আমাকে জানাবেন ম্যাডাম। আমি যেখানেই থাকি না কেন, আমার এই দুই হাত ও মস্তিষ্ক আপনার সহায়তার জন্য সদা ব্যবহৃত হবে।

মনে রাখব পুরন্দর তোমার এই উদারতা ও আন্তরিকতা। আর একটা কথা কি জান পুরন্দর? আমার মধ্যে স্বাভাবিক মানুষের সাধারণ গুণের অভাবটা খুব বেশী, তাই মানুষের অন্তরের স্পর্শ খুব সীমিত থাকে আমার জন্য।

না ম্যাডাম, এটা আপনার সঠিক উপলব্ধি নয়। আপনার সাহচর্যে যারা আসবে, তারা আপনাকে ভাল না বেসে, শ্রদ্ধা না করে থাকতে পারবেন না। আসলে আপনি মানুষটা এত ভাল যার কোন পরিভাষা হতে পারে না। আপনার মধ্যেকার অতিরিক্ত ভালত্ব দেখে অনেকে ভয় পেয়ে পিছিয়ে যেতে পারে হয়ত। সেটা অন্য কথা।

ভাল হওয়াটা কি খারাপ পুরন্দর?

নয়নার প্রশ্নটা শুনে নয়নার ওপর একটা স্থির দৃষ্টি নিয়ে নয়নাকে কিছুক্ষণ নিরীক্ষণ করে পুরন্দর বলল, সেটাই প্রমাণ করুন না ম্যাডাম, মানুষের ভাল হওয়াটা কোন বোকামী বা হাস্যকর ব্যাপার নয়, এই পৃথিবীর বদ গুণ বর্জিত হওয়াটা একান্ত আবশ্যক। মানুষের প্রয়োজনেই মানুষকে উৎকৃষ্ট হতে হয়, এই সত্যকে মানুষের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করিয়ে দিন। মানুষকে নির্ভেজাল ভাবে জীবন নির্বাহ করতে শেখান।

সেটাই তো এই দুনিয়ার সব চাইতে কঠিন কাজ পুরন্দর? মুনি ঋষিরা, বিখ্যাত মনীষীরা,

যুগে যুগে এই প্রচেষ্টা করেন নি কি? কিন্তু, আজ পর্যন্ত কি সম্পূর্ণ সফল হয়েছেন? আমি তো কোন ছার। তবে, একটা কথা আমি বিশ্বাস করি পুরন্দর, নিজেকে ত্রুটিহীন রাখবার প্রয়াস করে চলতে পারাটাও মানুষের মনে অশান্তি লাঘবের একটা সুপদ্ধতি রূপে গণ্য করা যায়।

পুরন্দর চলে যাবার পর অনেকক্ষণ উদাস হয়ে বসে রইল নয়না। নয়না ডি এ ইন্ডাস্ট্রির সাথে যুক্ত না থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সেটা অন্য। কিন্তু, ডি এ ইন্ডাস্ট্রির সুদক্ষ কর্মী পুরন্দর থাকবে না এটা মানতে অসুবিধে হচ্ছে নয়নার। পুরন্দর না থাকলে ডি এ ইন্ডাস্ট্রি সুচারুরূপে চলতে অক্ষম হবে? সক্রিয়তা হারিয়ে ফেলবে না? ডি এ ইন্ডাস্ট্রি নয়নার প্রাণ, নয়নার জীবন পুরভাবে কোথায়ো কোন গতিরোধ হোক তাতে ক্ষতি নেই। কিন্তু, নয়নার এই উদ্যোগের গতি কোনভাবে অবরোধ হতে পারবে না। অরিন্দমরা চলে যাবার পর এতদিন পর এই অফিসে এলো নয়না। কিন্তু, এস্টিমেন্টটা খারাপ হয়ে গেল।

বিকাশবাবু কিছুক্ষণ পর খুব অসন্তুষ্ট চিত্তে নয়নার কেবিনে এলো।

নয়না বলল, আসুন বিকাশবাবু। কেমন আছেন বলুন?

কেমন থাকতে পারি ধারণা করুন।

কেন? মনে হচ্ছে কোন কিছুতে কষ্ট পাচ্ছেন আপনি। কি হয়েছে বিকাশবাবু? বাড়ীতে সব ঠিক তো।

ম্যাডাম, স্যার এসব কিসের ফয়সলা করে চলে গেলেন? আপনি আমাদের সাধের ডি এ ইন্ডাস্ট্রি ছেড়ে চলে যাচ্ছেন? নয়না কষ্ট চাপতে মস্তক অবনত করল।

আপনাকে বাদ দিয়ে এই উদ্যোগ নিজের অস্তিত্ব নিয়ে বেঁচে থাকবে কি করে। মালিক বদল হলে আমাদের মধ্যেকার সদ্ভাব ও প্রীতির সব সম্পর্ক মুছে যাবে। কর্মীরা কাজের একাগ্রতা হারিয়ে ফেলবে।

এভাবে বলছেন কেন বিকাশবাবু। আমি এখানে থাকলেও সব কাজ তো আপনাদের দ্বারাই সম্পন্ন হয়। আমি কোন পেশাদার ব্যবসাদার ছিলাম না। কিছু করতে চেয়েছিলাম, শুধু এই সামান্য প্রাঙ্গণের উপর ভিত্তি করে কিছু বৃক্ষরোপন করেছিলাম মাত্র। সেই বৃক্ষে ফল মূল হচ্ছে, আশাতীতভাবেই হচ্ছে হয়ত। ফলে, এই প্রাঙ্গণকে যদি এখন বাগিচার সম্মান দেওয়া যায়, তাহলে, সেই বাগিচার মুখ্য মালীর সম্মান পাবেন আপনি। কারণ, আপনি উদ্যোগের হর্তা কর্তা ও বিধাতা। এক কথায় ডি এ ইন্ডাস্ট্রির মূল আপনি। আমি শুধু নিমিত্ত।

ওভাবে বললে তো হবে না ম্যাডাম। আমরা যা জানি তা হল, এই উদ্যোগের মালিক আপনি।

কথাটা অসত্য নয়। কিন্তু, কর্মীরা তো আপনারই। আপনাদের পরিশ্রমে চলছে এই উদ্যোগ। আমার ইচ্ছা এভাবেই চলুক এই উদ্যোগ। বিকাশবাবু এই উদ্যোগ আমার প্রাণের চাইতেও প্রিয়। তাই অন্য কারো হাতে আমার এই আদরের জিনিষকে ছেড়ে দিতে মন চায় না। তাই আমি একটা ফয়সলা নিয়েছি এই উদ্যোগের মালিকানা বদল হবে না। যেমন চলছে সেভাবেই চলবে।

সত্যি ম্যাডাম আপনি আমাদের ছেড়ে চলে যাবেন না?

ঠিক তা নয়। আমার মন এই সমস্ত কাজ থেকে রেহাই পেতে চাইছে। অন্ততঃ কিছু দিনের জন্য হলেও। তাই আমি ঠিক করেছি, কিছুদিন পর আমি চলে যাওয়ার পর এই উদ্যোগের দায়িত্বভার আপনি নেবেন।

আমি? এ কি বলছেন ম্যাডাম? সেটা কি করে সম্ভব হবে?

হবে না কেন বিকাশবাবু? আমি এই উদ্যোগের জন্মদাতা। এই উদ্যোগকে আদর সোহাগ দিয়ে, যত্ন করে এতটা বড় করেছেন আপনি। তাই এখনো পারবেন আপনি সুবিবেচনা ও সুবুদ্ধির দ্বারা এই উদ্যোগের গায়ে কোন আঁচড় না লাগিয়ে সুষ্ঠভাবে প্রতিপালন করতে।

না না ম্যাডাম, তা পারব না। এত বড় দায়িত্ব আমায় দেবেন? এতদিন এই উদ্যোগের জন্য আমি যা করেছি আপনি আমার মাথার ওপর রয়েছেন জেনে করেছি।

আমি মাঝে মাঝে এসে দেখে যাব।

না ম্যাডাম তা হয় না।

তা হবে না কেন বিকাশবাবু? হবে। এবং আপনি পারবেন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস একমাত্র আপনিই পারবেন।

ওভাবে বললে তো হবে না ম্যাডাম। আমার ক্ষমতা কতটুকু তার খবর তো আমি জানি।

আপনি পারবেন বলেই আপনাকে বলছি বিকাশবাবু। এই দায়িত্ব আপনাকে ছাড়া আর কারো উপর দিতে পারি না আমি। একটা উদ্যোগকে পরিচালনা করবার সবরকম গুণ আপনার মধ্যে রয়েছে। আপনার মধ্যে যে জিনিষের অভাব সেটা হল আত্মবিশ্বাসের অভাব। একবার নিজের কর্তব্য মনে করে কাজে অবতরণ করবার পর দেখবেন আপনার মধ্যে আত্মবিশ্বাস এসে যাবে।

আপনি শুধু মুখে বলছেন ম্যাডাম, কিন্তু, কার্যক্ষেত্রে তো আমাকেই করতে হবে। তখন আমার অক্ষমতা প্রকাশ হয়ে পড়লে আপনিই আমায় দুষবেন ম্যাডাম।

না, আপনি নিশ্চিন্তে এই কাজের ভার নিন বিকাশবাবু। কোন দুশ্চিন্তা করবেন না।

বিকাশবাবু অসন্তুষ্ট ভাব নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

আপনি যদি এমন করেন বিকাশবাবু তাহলে বাধ্য হয়ে আমাকে এই উদ্যোগের মালিক বদল করতে হবে।

আপনার কথা অগ্রাহ্য করতে পারব না ম্যাডাম কিন্তু—

কোন কিন্তু নয় বিকাশবাবু। কাল থেকে ডি এ ইন্ডাস্ট্রির সব দায়িত্ব আপনার। আমি যতদিন থাকব মাঝে মধ্যে এসে দেখে যাব।

আমি কি সব রকম সিদ্ধান্ত নিতে পারব ম্যাডাম? কোথাও কোন ভুল হয়ে গেল।

ভুল হবে কেন? আপনার তো অভিজ্ঞতা হল এই কয় বছরে। তাও যদি ভুল হয় শুধরে নেবেন। মানুষের ভুল হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়।

ঠিক আছে দেখি. কতদুর কি করতে পারি।

আর একটা কথা বিকাশবাবু। কয়েকদিনের মধ্যে পুরন্দরও চলে যাচ্ছে। ওর বিকল্প খুঁজে পাওয়া যাবে না। তবুও প্রয়াস করুন একটা ভাল ছেলে যোগাড় করবার।

পুরন্দর থাকবে না। তাহলে কি করে কি করব ম্যাডাম? খুব অসহায় ভাব নিয়ে বলল বিকাশবাবু।

একটা কথা ভুলে গেলে চলবে না বিকাশবাবু, পুরন্দরকে আমরা পেয়েছি মাত্র বছর দুয়েক আগে। এর আগেও কিন্তু আমাদের ডি এ ইন্ডাস্ট্রি সক্রিয় ছিল। পুরন্দরের দ্বারা আমরা উপকৃত হয়েছি। পুরন্দরের কাছ থেকে যা পেয়েছি, পুরন্দরের বদলে যাকে নিয়োগ করা হবে, তার কাছ থেকেও পাওয়া যেতে পারে।

ম্যাডাম সেই লোকও পুরন্দরের মত হবে বলে তো কোন গ্যারান্টি নেই। আমি নির্ঘাত সব ডুবিয়ে ফেলব।

সেইক্ষেত্রে আপনাকে নিয়তি মেনে চলতে হবে। আর একটা কথা বিকাশবাবু, আপনি ডোবাবার কথা বলছেন কেন? ডি এ ইন্ডাস্ট্রিকে আপনি ভালোবাসেন না? ভালোবাসার বস্তুকে কেউ স্বেচ্ছায় ডোবাতে পারে না। ভালোবাসার বস্তুকে শ্রদ্ধার সহিত বাঁচিয়ে রাখাটাই মানুষের স্বভাব। আপনিও তাই করবেন। সর্বদা চেষ্টা করবেন ডি এ ইন্ডাস্ট্রি সসম্মানে চির জীবিত থাকুক। অনেক বোঝানোর পর নয়নার কথায় রাজি হয়েছে বিকাশ। তবে, পুরন্দরের অভাবটা তার দ্বারা পূরণ করা সম্ভব হবে না বলেছে, সেটা যেন নয়নাই করে দিয়ে যায়। নয়না জবাব দিয়েছে, আমি চেষ্টা করব। তবে যোগ্য লোক খুঁজে বার করাটা কিন্তু আপনারই কর্তব্য। কারণ আমি অন্য কাউকে এই উদ্যোগ বিক্রি করতে চাই না। আমার কর্তা চেয়েছিলেন এই উদ্যোগ বিক্রি করে ফেলতে কিন্তু, আমি তা চাই না। আমি চাই আপনি আপনার কর্ম ক্ষমতা প্রয়োগ করে ডি এ ইন্ডাস্ট্রিকে জিইয়ে রাখুন। ডি এ ইন্ডাস্ট্রির কোন ক্ষতি হলে নয়না সহ্য করতে পারবে না। তাই পুরন্দরের ডি এ ইন্ডাস্ট্রি ছাড়বার কথায় নয়না বেশ উদ্বিগ্ন হয়েছে। অন্য দিক দিয়ে একটা ব্যাপারে নিশ্চিত হয়েছে। বিকাশবাবু এই সমস্ত দায়িত্ব নিতে রাজি হয়েছেন। একবার দায়িত্বের বোঝা কাঁধে এলে মানুষ আপনা আপনিই প্রয়োজন অনুসারে নিজের ক্ষমতাকে আয়ত্ত করে ফেলে। সব মানুষের ভেতরেই শক্তি নিহীত রয়েছে। যথার্থ সময়ে ও সঠিক পরিবেশে সেই শক্তির প্রয়োগ করবার বিবেচনা বোধটাই আসল। কিন্তু ডি এ ইন্ডাস্ট্রির ভার বিকাশবাবুর ওপর দিয়ে দিলে অরিন্দম আবার কিছু মনে করবে না তো? কেন মনে করবে? অরিন্দমের আসল উদ্দেশ্য নয়নাকে এই সমস্ত ঝামেলা থেকে দূরে সরিয়ে রাখা। তা তো হবেই। নয়না চলেই যাবে। ডি এ ইন্ডাস্ট্রির ভার অন্যের হাতে তুলে না দিয়ে নিজের লোকের হাতে থাকলে নয়না মনে শান্তি পাবে এই কথা কি অরিন্দম বুঝবে না?

মন খারাপ করে ঘরে এল নয়না। আজকাল ঘরেও ভালো লাগে না। ঘরে এলেই ডিম্পির কথা মনে হয়। ডিম্পির মা ডাকটা শোনার জন্য মন কেমন করে। কেন যে মেয়েটা দূরে থাকে। এমন কেন হয় না ডিম্পি অন্তু দু'জনেই সদা নয়নার কাছেই থাকুক। ডিম্পি

অন্তু কি শুধু নয়না নামের এক রমণীর সন্তান পরিচয় নিয়েই সারাটা জীবন কাটিয়ে দেবে? ওদের নিজস্ব কোন পরিচয় হবে না? আপন পরিচয় থাকবে না ওদের? ওদের উচ্চ শিক্ষার জন্য নয়নাকে এই ত্যাগ স্বীকার করতে হবে বৈকি!

অন্তু ঘরে ছিল না। দরজাটা ভেজান ছিল। নয়না ভারাক্রান্ত মন নিয়ে শুয়েছিল। খানিক বাদে অন্তু এলে, নয়না বকুনি দিল। তুই দরজা খোলা রেখে বাইরে গিয়েছিলি কেন? অন্য কেউ এসে যদি ঢুকত?

আমি তো ছাদেই ছিলাম মা।

তুই ছাদে ছিলি, সেটা তুই ছাড়া আর কারো তো জানবার কথা নয়। খোলা দেখে বাইরের কেউ যদি ঢুকে পড়ত?

কেউ ঢুকত না মা। তুমি শুধু শুধু চিন্তা করছ।

তর্ক করবি না অন্তু। বাইরে গেলে দরজায় তালা দিয়ে যাবি।

ঠিক আছে বাবা, এর পর থেকে বারান্দায় গেলেও তালা ঝুলিয়ে যাব।

বাজে কথা না বলে যা বললাম সেটা মনে রাখিস।

ঠিক আছে রাখব। এখন কিছু খেতে দাও।

নয়নার কিছু করতে ইচ্ছে করছিল না। তাই বলল, কি খাবি? দোকান থেকে কিছু নিয়ে আয় গিয়ে।

না, আমি এখন দোকান যাব না।

যতই শরীর ও মন খারাপ হোক, ছেলের খিদে পেয়েছে নয়নাকে উঠতে হবে। উঠে চট্ পট্ সুজি বানিয়ে নিল। সঙ্গে দু'কাপ চা। কলা ও বিস্কুটও নিয়ে এলো টেবিলে। অন্তু সুজির প্লেট নিয়ে বলল, কলা বিস্কুট আবার কেন দিলে। এসব খাব না।

ঠিক আছে, না খেলে না খাস। তোর খুব খিদে পেয়েছে ভেবে এইগুলোও নিয়ে এলাম।

নয়না অন্যমনস্ক ভাবে খাবার আর চা খাচ্ছিল। অন্তু বলল, শুধু আমার কি খিদে পেয়েছে মা? তোমারো নিশ্চয় পেয়েছে।

নয়না সামান্য হেসে বলল, তা একটু পেয়েছে। সেজন্যেই তো খাচ্ছি।

অন্য দিনও নিশ্চয় তোমার খিদে পায়!

হ্যাঁ, তা পাবে না কেন?

তাহলে তুমি কিছু খাও না কেন?

আসলে আলাদা করে কিছু করতে ইচ্ছে করে না। আজ তুই খাবার চাইলি বলেই না। অন্যদিন তোর খাবার রেখে যাই।

মা, অফিস থেকে ফিরে তোমার রান্না ঘরে যেতে কষ্ট হয় তাই না? তুমি মুন্নির মাকে বলে দিও, রোজ বিকেলে এসে আমাদের জন্য কোন খাবার তৈরি করে দেবে।

না বাবা মুন্নির মা কেন আবার আসবে? তোর যা খাবার ইচ্ছে হবে বলবি, আমি নিজেই করে দেব। কাজ করতে আমার কোন কষ্ট হয় না।

মা, আমি একটু আগে পাশের আন্টির ঘরে ধোসা খেয়েছি। আমার বিশেষ খিদে ছিল

না। আমি তোমার জন্যেই খাবার বানাতে বলেছিলাম।

অন্তুর কথা শুনে নয়না অন্তর মাথায় আলতো টোকা মেরে বলল, তাহলে তুই এখনই পাকা ছেলে হয়ে গেছিস?

অন্তু হাসল। আসলে মায়ের দিকে খেয়াল রাখবার জন্য বাবা বলে গিয়েছেন। তোর মা খাওয়া দাওয়া ঠিক মত করেন না। সারাদিন শুধু কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। তুই একটু দেখসি। সময়ে যেন খাওয়া দাওয়া করেন তিনি।

সন্ধ্যের পর মিঃ আর মিসেস বড়ুয়া এলেন। ওনারা অরিন্দম এখনো আছেন মনে করেই এসেছিলেন। অরিন্দম নেই শুনে খুব আফসোস করলেন। আপনার কর্তাটির সাথে আলাপ করবার খুব ইচ্ছে ছিল মিসেস ঘোষ।

অরিন্দম থাকতে নয়না দু-তিনবার ডেকেছিল। আসলে মিঃ বড়ুয়া ঠিক সময় পায় নি সে সময়। রাজ্য সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের সেক্রেটারী তিনি। তাই নিজের জন্য অবসর পাওয়া খুব মুস্কিল হয় কখনও কখনও। নয়না বলল, আর একবার এলে আপনার অফিসে নিয়ে গিয়ে দেখা করিয়ে আনব।

না মিসেস ঘোষ সেরকম কেন করবেন, আসলে আমরা আসব আসব করে আর হয়ে ওঠে নি। বিভিন্ন কথাবার্তার পর চা জল খাবার খেয়ে উঠলেন। যাবার সময় বললেন, কাল আমাদের ম্যারেজ এনিভার্সারী আপনাকে অবশ্যই আসতে হবে। যদিও আমরা আশা করেছিলাম আপনারা দুজনেই আসবেন।

নয়না অভিনন্দন জানিয়ে বলল, একটা কথা বলব, মিঃ ঘোষ যখন নেই তাহলে আমাকেও বাদ দিয়ে দিন। আমি না হয় অন্য কখনো যাব।

সে কি মিসেস ঘোষ আপনি না এলে আমি খুব কষ্ট পাব। মিসেস বড়ুয়া মনঃক্ষুন্ন হলেন।

আসলে এই ধরনের পার্টি তো আমার একা যেতে একটু অস্বস্তি হবে।

মিসেস ঘোষ আপনি এত বুদ্ধিমতী হয়েও মাঝে মাঝে অদ্ভুত কথা বলেন কিন্তু। আপনার স্বামী এখানে থাকেন না তা সকলেই জানে। তাহলে আবার স্বামী নেই বলে আপনি অস্বস্তি পাবেন কেন? নাকি, আপনার কর্তাটিকে বাদ দিয়ে আপনি কোথাও যান না?

নয়না রাত্রিবেলা অন্তুকে ছেড়ে কোথাও যায় না। ঘরে ছেলেকে একা রেখে নয়না একা পার্টিতে যাবে, কেমন যেন লাগে।

না, তা যাব না কেন। নয়না ইতস্তত করল।

আপনার কোনও অজুহাত শুনব না আমি। আপনাকে আমি নিজে এসে নিয়ে যাব।

না, মিসেস ঘোষ আপনাকে আসতে হবে না আমি যাব।

ঠিক আসবেন তো!

না গেলে আপনি তো মানবেন না।

ঠিক আছে তাহলে ঠিক আটটায় আমি গাড়ী পাঠিয়ে দেব।

নয়না মাথা নেড়ে সায় দিল।

মিসেস বড়ুয়া অন্তকে ডেকে বললেন আমি কাল তোমার মাকে একটু নিয়ে যাব তোমার আপত্তি নেই তো।

না আমার আপত্তি হবে কেন? মা যাবে।

এই তো ভাল ছেলে। তোমার মা তো তোমার জন্য যেতে চাইছিল না বোধহয়।

নয়না আমতা আমতা করে বলল, তা কেন হবে।

কাল আমাদের বাড়িতে একটা পার্টি আছে। সেটা শুধু বড়দের নিয়ে। তাই তোমাকে বাদ দিতে হল। তুমি কিছু মনে করলে না তো।

না না আন্টি, আমি কিছু মনে করতে যাব কেন! অন্তু কুণ্ঠিত স্বরে বলল।

আমার ছেলের জন্মদিনের পার্টিতে কিন্তু তোমাকে আসতে হবে।

অন্তু সলজ ভাবে বলল, নিশ্চয় আসব আন্টি।

এই তো সুন্দর ছেলে। তাহলে আসি।

ঠিক আটটায় নিজের বিশ্বস্ত ড্রাইভার সহ নিজের গাড়ি পাঠিয়েছিলেন মিসেস বড়ুয়া। নয়না এই বাংলোয় বিশেষ আসে নি। দূর থেকে লক্ষ করল মস্ত লন ঘিরে বিরাট প্যান্ডেল। বিয়ে বাড়ির সাজে সজ্জিত কোন ছোট খাট বিয়ে বাড়ি বুঝি। অস্থায়ী মন্ডপের ভেতর প্রবেশ করে বেশ অস্বাচ্ছন্দ্যবোধ করতে শুরু করল নয়না। রাজ্য সরকারের উচ্চ পদস্থ অফিসারেরা তো শুধু নয়, রাজ্যের বহু বিশিষ্ট ও গন্যমান্য ব্যক্তিরাও নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছেন এই ভোজসভায়। বাইরে, রাস্তায় বিভিন্ন ডিজাইনের গাড়ির সারি দেখে নয়না সেটা আন্দাজ করেছে। সব মিলিয়ে নয়নার জন্য সম্পূর্ণ এক অপরিচিত পরিবেশ। এই ধরনের উৎসবে নিজেকে ঠিক খাপ খাওয়াতে পারে না নয়না। নয়না নিঃসঙ্গ, তাই আড়ষ্টতা বেশ ভাল করেই আক্রমণ করল নয়নাকে। এই ধরনের পার্টিতে নয়নার অনুপ্রবেশ এই প্রথম। অতীতে, অরিন্দমের সাথে, কিংবা সপরিবারে ক্যাম্পাসের কারো বিয়ে বা অন্যান্য কোন পার্টিতে উপস্থিত থাকলেও সেখানে সবাই নয়নার পরিচিত জন থাকত। মনে মনে নিজের ওপর বেশ অসহিষ্ণু হল নয়না। এখন তো আগের মত যুবতী নয় নয়না। একা হলেও নানান জায়গায় আসা যাওয়া করে বর্তমানের নয়না। তাহলে এত অসহজ বোধ করছে কেন? আসলে এই ধরনের পার্টির মুখ্য উদ্দেশ্য স্বামী-স্ত্রী জোড়ে, অন্য স্বামী স্ত্রীদের সাথে মিলিত হয়ে হাসি ঠাট্টা মজা করা হয়ত। নয়নার স্বামী সহ কোন আনন্দ উৎসবে যোগ দেবার অভিজ্ঞতা নেই বলেই হয়ত অস্বস্তি পাচ্ছে। চেনা মুখ না পেলে নয়নার অসুবিধে হবে। তাই প্রথমেই কোন চেনা মুখের জন্য সন্ধানী দৃষ্টি রাখল নয়না। মিসেস বড়ুয়া নিশ্চয় কাজে ব্যস্ত। তা না হলে নয়নাকে দেখতে পেলে, কোন নিরাপদ স্থানে নিরাপদ আশ্রয়ে নয়নাকে বসিয়ে যেতেন। মহিলা সমিতির একজন সদস্যাকে দেখেতে পেয়ে নয়না তার পাশে গিয়ে বসল। মিসেস দাস, দু-একজনের সাথে আলাপ করিয়ে দেওয়ায় নয়না একটু স্বস্তি পেল।

নয়নারা যে সারিতে বসেছে, তার উল্টোদিকে গান-বাজনার ব্যবস্থা করা হয়েছে। অন্য দিকে কিছুটা দূরত্ব রেখে ড্রিংক্সের ব্যবস্থা হয়েছে। যে সঙ্গীত ভালবাসে সে সঙ্গীত উপভোগ করে নিজেকে খুশী করতে পারে। যারা পানাসক্ত, তারা সেই রসে আপ্লুত হতে পারে। নয়নারা

বসে বসে গান শুনছিল। মিনতী ডেকা স্থানীয় শিল্পী, দুটো আধুনিক গান গাইলেন। ত্রিভুবন ভুইয়াঁ নামে ভদ্রলোক ভাটিয়ালী গান পরিবেশন করলেন।

পুরুষরা ক্রমশঃ পানের তৃষ্ণা নিয়ে পানিয়ের দিকে গিয়ে একত্রিত হচ্ছেন। একজন পরিচারিকা মহিলাদের কোল্ড ড্রিঙ্কস পরিবেশন করছে। মিসেস বড়ুয়াকে দূর থেকে দেখতে পেল নয়না। ভীষণ ব্যস্ত দেখাচ্ছে মিসেস বড়ুয়াকে। নয়নাকে দেখতে পেয়ে দূর থেকে হাত নেড়ে স্বাগত করলেন। মিসেস বড়ুয়ার গায়ের রং খুব ফর্সা। খাঁটি মুগার মধ্যে লাল বুটি দেওয়া মেখলা চাদর পরেছেন। সামান্য বাদামী ঘেষা কেশরাশি আজ অতি সুন্দর কবরী বন্ধনে আবৃত। মুখ-চোখ ধারাল, সাধারণ বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা। মেচিং আভরণেও আবার এই সুন্দরী মহিলা আরো রূপময় হয়ে উঠেছে। সব মিলিয়ে মিসেস বড়ুয়াকে অপূর্ব দেখাচ্ছিল। তা দেখাবে নাই বা কেন। মিসেস বড়ুয়া দেখতে সুশ্রী বলেই যে অপরূপ দেখাচ্ছে, তাতো নয়, মিসেস বড়ুয়ার জীবনে কোন দুঃখ নেই। দুঃখহীন মানুষেরা সুন্দর হওয়াই স্বাভাবিক। নয়না লক্ষ্য করল, একটা বিশেষ কেমা ভাবের প্রাচুর্যতা যেন এই মহিলার চেহারায় উপচে পড়েছে। এই ভাবের নাম কি সব পাওয়ার আনন্দ? নয়না নিষ্পলক নেত্রে কিছুক্ষণ অবলোকন করল সেই অসামান্য সৌন্দর্যকে।

মিসেস বড়ুয়া এদিকে ওদিকে ঘুরে অতিথিদের অভ্যর্থনা করে আবার ভেতরে ফিরে যাচ্ছিলেন। নয়নাদের সঙ্গে বসা ফাইনেন্স সেক্রেটারীর স্ত্রী মিসেস নাইডু মিসেস বড়ুয়াকে হাতের ইসারায় ডাকলেন।

চেহারার অদ্ভুত স্ফুর্তি নিয়ে মিসেস বড়ুয়া সামনে এসে দাঁড়ালে, মিসেস নাইডু বললেন, কি ব্যাপার একদম পারফেক্ট কনে সেজে রয়েছেন যে। তাহলে কি আজ আর একবার সোহাগ রাত হবে?

কি যে বলেন মিসেস নাইডু! দুটো গ্রোন আপ ছেলে নেই আমাদের। মুখে আলতো রক্তচ্ছাসের আভা মেখে বললেন বড়ুয়াগিন্নি।

তা থাকলেই বা, আমরাই আপনাকে দেখে দৃষ্টি সরাতে পারছি না। তো মিঃ বড়ুয়া কি করবেন বলুন তো।

মিসেস বড়ুয়ার সমস্ত চেহারায় রক্তিম আভা আরো গাঢ় হয়ে প্রকট হল। মিসেস নাইডুর কথাটা একেবারে মিথ্যে নয়। মুখে বললেন, সোহাগ রাতের জন্য কি কোন নির্দিষ্ট দিনের অপেক্ষা করতে হয়? দুজনে চাইলে যে কোন দিন সোহাগ রাত বানানো যায়।

আপনি কিন্তু ফাজিল আছেন মিসেস বড়ুয়া। আমরা ভাবলাম আপনাকে একটু লজ্জা দিই। উল্টে আপনিই আমাদের বুদ্ধু বানাচ্ছেন। ডঃ মালবিকা সেনগুপ্ত বললেন।

বারে! কিসের বুদ্ধু বানালাম, আপনারা কি স্বামীর সোহাগ পান না? নাকি তা উপভোগ করেন না?

তা বলিনি। আপনার মত প্রতিদিন সোহাগ রাতের আনন্দ আমাদের কপালে জোটে না। কোন না কোন ফ্যাচাং থেকেই। তাই, মাসে, দু-মাসে ক্বচিৎ কখনো ঐ হয়। কিন্তু আপনি এত কাজে ব্যস্ত থাকা সত্যেও বিশেষ সুখ উপভোগ করবার সময় পান কি করে? সারাদিন

খেটে খুটে রাত্রিবেলা একটু বিশ্রাম চায় না মনটা? আমি বাবা, শরীর মন ক্লান্ত থাকলে এসবে সুখ পাই না মিসেস বড়ুয়া হাসলেন। বললেন, মিসেস মালবিকা, শরীরটাই কি সব? একবার হৃদয় রাজ্যে প্রবেশ করে ফেলবার পর শরীরটা কি গৌণ হয়ে যায় না? আসলে মনটাই সব। মন চাইলে আস্তাকুড়েও মানুষ স্বর্গ তৈরি করতে পারে। আমি আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলছি।

এই যে সবাই শুনুন, সবই মিসেস বড়ুয়ার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা! মহিলাদের মধ্যে উৎসাহ সহকারে হাসির রোল উঠল।

আপনারা আমাকে কি ভাবছেন জানি না। আমি কিন্তু সিরিয়াস কথাই বলছি।

প্লিজ, আমাদেরও একটু সিরিয়াস করে তুলুন না! বলুন, আপনার অভিজ্ঞতার কথা। মিসেস নায়ার, এক মুখ হাসি নিয়ে বললেন।

আসলে আমি যা বলতে চাইছি তা হলো, মানুষের মন সুন্দর থাকলে, জীবনে কখনো অসুখী হয় না মানুষ। আমার স্বামীকে তো আপনারা সকলেই দেখেছেন, কি অসুন্দর ও বিচ্ছিরি দেখতে আমার স্বামী। আমার স্বামীর বাহ্যিক স্বরূপতা ঢাকা পড়েছে তার আভ্যন্তরীণ সৌন্দর্যের প্রলেপে। আপনারা কেউ বিশ্বাস করবেন না হয়ত, ভাববেন আমি আমার স্বামীর গুণ গাইছি। আসলে তা নয়। আমার স্বামী ভদ্রলোকের মনটা এত সুন্দর, যার ফলে আমার কখনো ওনার চেহারা নিয়ে কোন আক্ষেপ হয় নি। আমি দৃঢ় কণ্ঠে বলতে পারি, আমাদের দাম্পত্য জীবন খুবই সুখের। উই আর মেড্ ফর ইচ আদার। আমার স্বামী আমাকে এত দেন। মধ্যে মধ্যে আমি নিজের সুখ দেখে হাঁপিয়ে উঠি।

তাহলে তো সোহাগ রাতের অনুভূতি প্রতিদিন হয় আপনার। কেউ বুঝি ঠাট্টা করল।

হ্যাঁ, অনেকটা সেরকমই হয় আমাদের।

এই তো চাই। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়াটা সঠিক হলে, দাম্পত্য প্রেমের শুভারম্ভ স্থাপন হতে দেরি হয় না। সংসারে ভালবাসা যতক্ষণ থাকবে, সুখও থাকে ততক্ষণ। আপনাদের দাম্পত্য প্রেম চিরস্থায়ী হয়ে গেছে। ডিরেক্টর, টেকনিকেল এডুকেশনের, মিসেস বসাক বোধ হয় নিজের অভিজ্ঞতা থেকে মন্তব্যটা করলেন।

মিসেস বড়ুয়া কথাগুলো বলতে বলতে একটু ভাবুক হয়ে উঠেছিলেন। এখন নিজেকে ধাতস্থ করে, সলাজ হয়ে বললেন, প্লিজ আপনারা কিছু মনে করবেন না। হঠাৎই বেরিয়ে গেল কথাগুলো।

ওমা, কিছু মনে করতে যাব কেন? আপনি খুব আনন্দের কথা শোনালেন। এই জগতে কজন মহিলা প্রকাশ্যে বলতে পারবে নিজের সুখের কথা।

নয়না বসে বসে শুনছিল সবার কথা। মিসেস বড়ুয়াকে নয়নার ভাল লাগে, এই মুহূর্তে ওনার সুখের কথা শুনে আরো ভাল লাগল। মিঃ বড়ুয়া দূর থেকে স্ত্রীকে দেখতে পেয়ে মহিলা মহলের কাছে এসে স্ত্রীকে বললেন, এই যে শুনছ রুনু!

মিসেস বড়ুয়ার নাম, রনিমা। স্বামী বোধহয় আদর করে রুনু বলে ডাকেন।

আসছি গো। একটু এদের সাথে গল্প করলাম। রুনু জবাব দিল।

বলছিলাম কি ওদিকটা নাহয় একটু তদারকি করে আসতে।

হ্যাঁ, আমি যাচ্ছি। বলে মিসেস বড়ুয়া উঠে পড়লেন। যাবার সময় নয়নাকে বলে গেলেন, আপনি আবার চট করে চলে যাবেন না মিসেস ঘোষ। আমি আপনাকে পৌঁছে দেব।

নয়না ঘড়ি দেখল প্রায় নটা বাজে এই ধরনের পার্টিতে আধঘণ্টা থাকলেই যথেষ্ট। মিসেস বড়ুয়া যদিও বলেছেন নয়নাকে পৌঁছে দেবেন। তবুও সুযোগ পেলে নয়না নিজেই চলে যাবে। না খেলেও কিছু এসে যাবে না। শুধু মিসেস বড়ুয়া কথাটা না জানলেই হল। নয়না বসে বসে লোক চরিত্র পড়তে বা অনুধাবন করতেও পারছে না। কোন সভায় গিয়ে কথা বলার লোক না পেলে, নয়না এই করে। লোকের মুখ স্বভাব কেমন বুঝতে চেষ্টা করতে। আজকের এই প্রীতি সম্মেলনে সবাই শহরের বিশিষ্ট নাগরিক এবং নয়নার অপরিচিত। তাই, দূরত্ব রেখে হলেও, কারো দিকে সহজভাবে চাইতে অস্বস্তি পাচ্ছে নয়না। যদিও, এখানে কাউকে ওয়েলিং করবার বা কাউকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্মান দেখাবার কোন দায় নেই নয়নার। তবুও, নয়না আসবার পর থেকে একটু সিঁটিয়ে রয়েছে।

মিসেস নাইডু নয়নার স্বামীর কথা জিজ্ঞেস করেছিলেন। নয়নার স্বামী এখানে থাকেন না শুনেই নয়নার মূল্য কমিয়ে দিয়েছেন যেন তিনি। নয়নার স্বামী যদি এখানে উপস্থিত নেই। তাহলে স্বামীর গাল ভরা পদবীটাও এখানে নেই। তাই নয়নার মূল্যটাও এখানে তুচ্ছ। এমনই একটা ভাব ছিল যেন মিসেস নাইডুর চেহারায়।

এখানে যে সব মহিলারা এসেছেন, সকলে স্বামী গরবে গরবিনী হয়ে এসেছেন। স্বয়ং মিসেস বড়ুয়া নাগরিক মহিলা সমিতির প্রেসিডেন্ট, তিনিও এখানে রাজ্য সরকারের এক উচ্চপদস্থ অফিসারের স্ত্রীর অহংকারকে সঙ্গে নিয়ে ঘোরাফেরা করছেন। কাজেই এই পার্টিতে একলা কোনও মহিলার কোন বিশেষত্ব নেই। নয়না কি করে? আদৌ করে কিনা, এসব নিয়ে কারো মাথা ব্যথা নেই। রাত বাড়ার সাথে সাথে ভীড়টাও বেড়েছে। নয়না খুব সতর্ক হয়ে এদিক ওদিক চাইল। মিসেস বড়ুয়ার চোখের আড়াল করে এক বার বাইরে বেরিয়ে যেতে পারলেই হবে। তারপর পথ খুঁজে, বাহন খুঁজে নিয়ে, বাড়ি চলে যেতে পারবে নয়না। মিসেস বড়ুয়াকে না জানিয়ে চলে গেলে উনি কি খুব খারাপ ভাববেন? মিসেস বড়ুয়ার সাথে নয়নার বন্ধুত্ব তো সর্বস্তরের নয়। নয়না আর মিসেস বড়ুয়া তো প্রাণের সখী নয়। মিসেস বড়ুয়ার চরিত্রের বহু দিকের একটা দিকের সাথে কেবল নয়নার যোগাযোগ হয়েছে। সেই সূত্র ধরে, একে অন্যকে যতটা জানতে পেরেছে, তা এই পার্টিতে বিশেষ একজন হয়ে, পার্টির সম্মান রক্ষার্থে সকলের সাথে হাসি ঠাট্টা বজায় রেখে, সময় স্থান হারিয়ে, অযথা উজ্জ্বল হয়ে ওঠার মত নিশ্চয়। নয়না দাঁড়াল। পেছন দিক থেকে বেরিয়ে গেলে কেউ টের পাবে না।

কিন্তু, তার আগেই মিসেস ভরালি নয়নাকে দেখে নয়নার কাছে চলে এলো। মিঃ ভরালি শহরের বিশিষ্ট বড় লোকদের একজন। বিরাট ব্যবসাদার। খেয়েছেন মিসেস ঘোষ? মিসেস ভরালি জিজ্ঞেস করলেন।

নয়না মাথা নেড়ে জানাল। খায়নি।

ওমা, এখনো খান নি? তাহলে খেয়ে নিন না।

নয়না ইতস্ততঃ ভাব নিয়ে বলল, আমি একা কি খাব মিসেস ভরালি আপনারা যখন খাবেন, তখন খাবোখন।

চলুন না এখনই খেয়ে নিই। রাত তো হল। আর কত পরে খাব। আসুন, আপনারাও আসুন! মিসেস ভরালি বাকী যারা নয়নার সাথে বসেছিলেন তাদেরও ডাকলেন। খাওয়ার কথা শুনে অনেকের চেহারায় ইতস্ততঃ ভাব এলো একটা। সেটা লক্ষ্য করে মিসেস ভরালী বল্লেন, আহা চলুন তো খেয়ে নেবেন। লজ্জার কি আছে? খেতে তো হবেই। সেই পাট চুকে গেলে তো ক্ষতি নেই। খেতেই তো এসেছি আমরা!

মিসেস ভরালি নয়নার সঙ্গে উপবিষ্ট সাতজন মহিলাকেও ডাইনিং টেবিলের দিকে নিয়ে গেলেন। সেখানেও বেশ ভীড় জমে গেছে। বুফে ব্যবস্থাটাই নয়নার ভাল লাগে। যার যা খেতে ইচ্ছে করবে। নিয়ে নেবে। কিন্তু, প্লেট হাতে নিয়ে এই ভীড়ে ঢুকতে পারবে না।

বড়ুয়া দম্পতি, একজন বিশেষ অতিথিকে বিশেষভাবে আপ্যায়ণ করতে অস্থির। ভদ্রলোক বোধ হয় কোনও মিনিষ্টার। হয়ত বড়ুয়া সাহেবের ব্স। নয়না গিয়ে দেওয়াল ঘেঁসে এক কোণায় অপেক্ষা করতে লাগল। ভীড় খানিকটা হাল্কা হলে খাবার নেবে। নয়নার অবাক লাগছে শুধু বিবাহ বার্ষিকী উপলক্ষে এত বিশাল আয়োজন? না জানি সত্যিকারের বিয়েতে আরো কত এলাহি ব্যাপার করে এরা! আসলে মিঃ বড়ুয়াদের মত অফিসারদের মাঝে মাঝে এই ধরনের পার্টি দেওয়া বোধ হয় বাঞ্ছনীয়। কারণটা কোন মুখ্য ব্যাপার নয়। যে কোন কারণকে উপলক্ষ করে পার্টি দেয় এরা।

মিসেস বড়ুয়ারা, বিশেষ অতিথিকে বিদায় দিয়ে, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে অন্যান্য অতিথিদের আপ্যায়ন করবার ভার নিল। মিসেস ভরালি, নিজের ও নয়নাদের জন্য একটু পরিসর খুঁজে নিয়ে, খাবার নেবার জন্য এগিয়ে গেলেন।। নয়না সামান্য প্লেটে সামান্য কিছু নিয়ে আবার দেওয়াল ঘেঁসে এসে দাড়াল। এত লোক দেখলে নয়নার খুব অস্বস্তি হয়। হোষ্ট স্বামী-স্ত্রী সবাইকে খুশী করতে তৎপর। মিঃ বড়ুয়া নয়নাদের সামনে এসে দাঁড়ালেন। এ কি, আপনি এই পিঁপড়ের খাবার নিয়েছেন কেন? নয়নার পাতের দিকে চেয়ে বললেন, মিঃ বড়ুয়া।

নিয়ে নেব বড়ুয়া সাহেব। নয়না হেসে জবাব দিল।

একি? আপনার হাত যে আরো মারাত্মক কৃপণ! এই মশার খাওয়া খাবেন? ওদিকে আপনার কর্তা যে গ্লাসের ওপর গ্লাস চড়িয়ে আউট হবার যোগাড়, এবারে মিসেস ভরালিকে নিয়ে মন্তব্য করলেন মিঃ বড়ুয়া।

মিসেস ভরালি বল্ললেন, তা হোক না, আউট হলে তাকে ঘরে পৌঁছে দেবার দায়িত্ব কিন্তু আপনার। আপনারা পার্টিতে পানীয় বস্তুর আয়োজন করেন কেন? পার্টিতে যখন মহিলারাও থাকছে, ঐ বিশেষ বস্তুটিকে সম্পূর্ণ বর্জন করা উচিত ছিল আপনাদের।

আহা, মিসেস ভরালি ও ভাবে বলবেন না। কষ্ট পাব। এই জল হল আমাদের জীবন।

এই জল সেবন করেই আমরা বেঁচে আছি। ভদ্রলোক এমন ভাবে বললেন, নয়নারা সবাই হেসে উঠল।

তাতে আমাদের কি? আর যাই বলুন, আমরা যেখানে থাকব সেখানে আপনাদের এই ভেজা পার্টির আয়োজন করা উচিত হয়নি। এর পর থেকে যখনই পার্টি দেবেন ড্রাই ডে-তে দেবেন।

তা দিতে আপত্তি নেই। কিন্তু, ভেজা দিনে কোন বিশেষ দিন উদযাপনের ইচ্ছে হলে! এই যেমন আজ হয়েছে?

তখনই, মিঃ ভরালি, স্ত্রীকে খুঁজতে খুঁজতে নয়নাদের কাছে এসে উপস্থিত হলেন। কি গো, তুমি একাই খেয়ে নিচ্ছ? আমার কথা একবারো ভাবলে না?

মিঃ ভরালিকে দিব্যি সুস্থ দেখাচ্ছে। তাল হারানোর কোন লক্ষণই নেই চেহারায়। সবাই বুঝল বড়ুয়া সাহেব ঠাট্টা করতে ভালোবাসেন। ওগো তুমি কয় পেগ খেয়েছ? মিসেস ভরালি ঠাট্টা মিশিয়ে আহ্লাদী কণ্ঠে স্বামীকে জিজ্ঞেস করলেন।

শূন্য পেগ প্রেয়সী! তুমি তো জানোই তোমার অনুমতি ছাড়া আমি কোনও কাজ করি না। ভরালি সাহেক নাটুকে ভঙ্গিতে বল্লেন। মিঃ বড়ুয়া অন্য দিকে যাবার উদ্যোগ করতেই মিসেস ভরালি ধরলেন, এই যে বড়ুয়া সাহেব, খুব তো নিন্দে করছিলেন আমার কর্তার, গ্লাপের ওপর গ্লাস চড়ানো হয়েছে! কোথায়?

বড়ুয়া সাহেব গাল চুলকিয়ে বললেন, আরে, যিনি জল স্পর্শ করেন না। তাকে নিয়ে আজগুবি ঠাট্টা করা যায়। কি বলেন ভরালি সাহেব? চলুন এবারে আপনাকে সত্যিকারের গলা ভিজিয়ে দেব।

মিসেস বড়ুয়া প্লেটে ফিস ফ্রাই নিয়ে সবার পাতে পরিবেশন করছিলেন। ফাঁক পেয়ে নয়নার পাতেও অতিরিক্ত একটা দিয়ে দিলেন। নয়না আতঁকে উঠে বলল, মিসেস বড়ুয়া প্রিজ আমার দিকে নজর দেবেন না। এসব জিনিষ খুব এক্টা খেতে পারি না।

খেতে পারি না আবার কি? খেতে হবে। আপনি আমার প্রাণের সখী। আপনার দিকে বিশেষ নজর দিতে বাধ্য আমি।

মিঃ বড়ুয়া, ভরালি সাহেবকে অন্য কোথায়ো স্থানান্তরিত করে এসে আবার মিসেস ভরালিকে উত্তপ্ত করলেন। দেখুন গিয়ে আপনার কর্তা আপনাকে আড়ালে রেখে কি করছে?

মিসেস ভরালিও মুখে ঠাট্টার ঢং এনে বললেন, কি করেছে? কোন সুন্দরীর বগল দাবায় প্রবেশ করে ফেলেনি তো?

না, ব্যাপারটা ঠিক তা নয়। উনি খুব উদাস হয়ে ছাদে বসে চাঁদ দেখছেন।

বড়ুয়া সাহেবের কথা বলবার ভঙ্গি, অনেকের জন্য হাসির খোরাক হল।

নয়নার খাওয়া প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। খাওয়া হয়ে গেলে আর তো এখানে থাকবার কোন প্রয়োজন নেই। মিসেস বড়ুয়া ব্যস্ত না থাকলে নয়না গল্প করতে পারত। আজ তো সেটা সম্ভব নয়। নয়না এদিক ওদিক চাইল। বড়ুয়া দম্পতি বুঝি আবার উধাও হয়ে গেলেন। খাবার রুমের আশে পাশে দেখা গেল না। নয়নার বাড়ি থেকে এই বাড়ির দূরত্ব

কম নয়। সেটা আন্দাজ করেই হয়ত মিসেস বড়ুয়া নয়নাকে বাড়ি পৌঁছে দেবার কথা বলেছিলেন। কিন্তু, এত ব্যস্ততার মধ্যে মিসেস বড়ুয়ার সে কথা মনে নাও থাকতে পারে। চেনা কারো সাথে বেরিয়ে গেলেও হয়। কিন্তু, নয়নার চেনা লোক তো এখানে অত্যন্ত সীমিত। মিসেস দাস ও মিসেস ভরালি ছাড়া কাউকে ভালো করে চেনে না নয়না। মিসেস ভরালিরা নিশ্চয় এখনই বাড়ি ফিরবেন না। ঘরে অন্তু একা, সেজন্যে নয়নার দুশ্চিন্তা হচ্ছে।

এই যে মিসেস ঘোষ, একটু আসুন তো আপনার সাথে একটু দরকার ছিল। বড়ুয়া সাহেব কিছুটা হন্ত দন্ত হয়ে নয়নার সামনে এসে সিরিয়াস ভঙ্গিতে বল্লেন।

নয়না বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করল আমার সাথে? কি ব্যাপারে বলুন তো?

আরে আসুন না আমার সাথে!

নয়না বেশ ঘাবড়ে গেল। অন্তর কিছু হয় নি তো। প্লেট রাখবার জন্য ও জল খাবার জন্য এক মিনিট সময় চেয়ে ফিরে এলো। মি বড়ুয়া অপেক্ষা করছিলেন, নয়না এলে বল্লেন, চলুন।

নয়নাকে নিয়ে পাশের কামরায় ঢুকলেন বড়ুয়া সাহেব। সেখানে আর এক প্রস্থ ভীড়। সেই ভীড় থেকে নিজেকে খানিকটা আড়াল করবার সুযোগ করে নিয়ে এক কোনে, এক ভদ্রলোক খাচ্ছিলেন। বড়ুয়া সাহেব, সেই ব্যক্তির সামনে নয়নাকে নিয়ে গেলেন।

নয়না কিছু বুঝতে পারার আগেই বড়ুয়া সাহেব বললেন, মিসেস ঘোষ, এই যে, ইনিও একা। এনারো কোন পার্টনার নেই। আপনার সাথে জমবে ভালো। তাই আপনাকে নিয়ে এলাম।

বড়ুয়া সাহেব ঠাট্টা করতে ওস্তাদ সেটা নয়না বুঝে ফেলেছে। কিন্তু, তাই বলে এই ধরনের তামসা!

বড়ুয়া সাহেবের কান্ড দেখে বিরক্ত হবার পরিবর্তে, অবাক হলেও অতটা রাগ করতে পারল না। কিন্তু, যে মুহূর্তে ভদ্রলোককে চিনতে পারল। তখন বুঝি নিজেকে সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলল নয়না। বড়ুয়া সাহেব নয়নার সাথে ঠাট্টা করবার উদ্দেশ্যে হঠাৎ এই লোককে পছন্দ করলেন কেন। শরীর যেন প্রাণহীন, সংজ্ঞাহীন, স্পন্দনহীন হয়ে গেল নয়নার। পাথরের মত দাঁড়িয়ে রইল নয়না।

বড়ুয়া সাহেব একটু তামাসা করবার অভিপ্রায় নিয়ে কাজটা করেছেন, তা সত্য। কিন্তু, বড়ুয়া সাহেবের তো জানা নেই, নয়না এই মানুষের কাছে কতখানি তিক্ত, কি ভয়ংকর অসহনীয় নয়না নামের এই মহিলা এই মানুষের কাছে। এই মানুষের সাথে নয়নার সাক্ষাৎ যত বার হয়েছে, ততবার এই মানুষ নয়নাকে অপমান করেছেন। নয়নাকে অপমানে জর্জরিত করে তৃপ্ত হয়েছেন। শুধু তো তাই নয়। যেটা নয়নার বেশী অসহ্য লাগে, সেটা হল, অযাচিত ভাবে অপমানিত করা হয় নয়নাকে। এত সবের পরও, নয়না এই মানুষের সামনে উপস্থিত হবে কেন? নয়নার এখানে কোথায়ো কোন দোষ নেই সেটা ঠিক। কিন্তু, আর এক এই মানুষের অপমান নয়না সহ্য করতে পারে না।

কি হলো মিঃ শর্মা? আমি আপনার জন্য সাথী খুঁজে নিয়ে এলাম, আপনি এমন মুখ করে দাঁড়িয়ে রইলেন কেন?

নয়না অপ্রতিভ দৃষ্টিতে একবার বড়ুয়া সাহেবের দিকে দৃকপাত করে ফিরে আসতে চাইল। তার আগেই মিসেস বড়ুয়া সেখানে উপস্থিত হওয়ায় নয়নার অপ্রস্তুত অবস্থার কিছুটা উপশম হল।

মিসেস বড়ুয়া স্বামীকে কটাক্ষ করে বললেন, এই, হচ্ছে কি? কার জন্য পার্টনার নিযুক্ত করলে শুনি?

বড়ুয়া সাহেব নয়নাকে কেন নিয়ে এসেছেন, তা জানালেন।

মিসেস বড়ুয়া বুঝলেন, ওনার স্বামী ঠাট্টা করবার পাত্র পাত্রীর নির্বাচন সঠিক হয়নি। সামান্য হাসবার চেষ্টা করে বললে, যাদের নিয়ে জোড়া বানাতে চাইছ, তারা রাজী না হলে তুমি করবেটা কি।

মিসেস বড়ুয়া, নয়না ও মিঃ শর্মা, দুজনের কঠিন চেহারা লক্ষ্য করে বললেন, প্লিজ আপনারা দুজনে কিছু মনে করবেন না। আমার স্বামীর আবার পেটে তরল পদার্থ পডলেই মনটাও সাথে সাথে তরল হয়ে যায়। তখন লঘু বাক্যালাপের আনন্দ উপভোগ করবার জন্য উৎকণ্ঠিত হয়ে যান।

এই বলো না, তুমি ওদের সঙ্গে জোক করেছিলে। মিসেস বড়ুয়া বিব্রত ভাব নিয়ে বললেন।

এই, যাও তো, তুমি একটু ওদিকটা দেখ গিয়ে। মিসেস বড়ুয়া স্বামীকে অন্য দিকে পাঠিয়ে, নয়নাকে বললেন, এই মিসেস ঘোষ, মিঃ শর্মার সঙ্গে আপনার পরিচয় আছে? সেদিন হাতিম পুরে দেখেছিলেন এনাকে। খুব বিখ্যাত মানুষ। বিভিন্ন দিকে বিভিন্ন রকম ক্ষেত্রের সাথে জড়িত ইনি। নাইনটিন সেভেনটি নাইনের ব্যাচের আই এ এস। বর্তমানে ড়িরেক্টর ওফ এনভারনমেন্ট পদে নিযুক্ত আছেন ইনি।

নয়না গোমড়া মুখে দাঁড়িয়ে রইল। হ্যাঁ, না, কিছু বলল না। কেন বলবে নয়না? মানুষ যদি তাকে সম্মান দিতে না চায়, নয়নাই বা কেন মানুষকে সম্মান দেবে।

মিঃ শর্মা, ইনি নয়না ঘোষ। আপনার মত সর্ব বিষয়ে পারদর্শী না হলেও, কিছু কিছু গুণ এনার মধ্যে আছে। তার মধ্যে একটা হল, ইনি মানুষ ভালবাসেন।

বোধ হয় মিসেস বড়ুয়ার সম্মান রাখতেই, মিসেস বড়ুয়ার কথা শুনে, হাত জোড় করে ভদ্রলোক নমস্কার করলেন। নয়নাকে যতটুকু সম্মান দেওয়া হল। নয়নাও ঠিক তত খানিই দেবে। এই লোকের জন্য নয়না এই নীতিই ঠিক করে রেখেছেন। তাই, ভদ্রলোক নমস্কার করবার সাথে সাথে নয়নাও হাত তুলে নমস্কার করল।

নয়না আর এক মুহূর্তও সেখানে থাকতে চাইল না। মিসেস বড়ুয়া আমি বরং আসি।

না, না। বসুন তো।

আপনি এত ব্যস্ত, আমি আর বসে কি করব।

ঠিক আছে আমিও জোর করছি না।

নয়না ইতস্ততঃ করে সেই কামরা থেকে বেরিয়ে এলো। পেছনে পেছনে মিসেস বড়ুয়াও এলেন।

আমি ড্রাইভারকে খবর দিয়েছি আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসবে। একটু আসুন তো নয়না। মিসেস বড়ুয়া নয়নাকে নিয়ে একটা খালি কামরায় বসিয়ে বললেন এক মিনিট বসুন। একটা কাজ বাকী আছে সেটা সেরেই আপনাকে ছেড়ে দেব।

মিসেস বড়ুয়ার উদ্দেশ্য অবধোগম্য রইল নয়নার কাছে। তাই কিছুটা অস্থিরতা নিয়ে নির্জন কক্ষে অপেক্ষা করল।

প্রায় দশ মিনিট পর মিসেস বড়ুয়া এলেন। নয়নাকে আর একবার বিপন্ন অবস্থায় ফেলে সেই মিঃ শর্মাকে নয়নার সম্মুখে এনে হাজির করলেন।

রাগ, বিরক্তি অভিমান ও আড়ষ্টতা চেহারার মধ্যে এই সব কিছুর মিশ্রণ সত্ত্বেও, আবার কি? এই প্রশ্নটাকে মুখ্যরূপে প্রকট করবার চেষ্টা করে, দুজনের দিকে একসঙ্গে দৃকপাত করল নয়না।

মিসেস বড়ুয়ার উদ্দেশ্যটা বোধ হয় মিঃ শর্মারও বোধগম্য হয়নি। মিসেস বড়ুয়া ওনাকে এনে যার সামনে হাজির করলেন, তাতে যে উনি আর এক প্রস্থ অখুশী হলেন, তা স্পষ্টই বোঝা গেল।

মিসেস বড়ুয়া, ভদ্রলোককে অবাক করে দিয়ে একটা অদ্ভুত প্রশ্ন করলেন। আপনি কি মানুষ বিদ্বেষী? নাকি নারী বিদ্বেষী?

হঠাৎ এই প্রশ্ন শুনে কড়া মাপের গাম্ভীর্যপূর্ণ ভদ্রলোক জবাব দেবার পরিবর্তে, এই পরিবেশে হঠাৎ এই প্রশ্ন কেন করা হল সেটা জানবার কৌতূহল সহ এক অর্থপূর্ণ নীরব দৃষ্টি রাখলেন মিসেস বড়ুয়ার ওপর।

মিঃ শর্মা, আপনি একজন জ্ঞানীগুণী পণ্ডিত মানুষ। তাতে কোন সন্দেহ নেই। এক কথায় বলতে গেলে, আপনি দেশ বরেণ্য মানুষ। কিন্তু, এত সব বিশেষ গুণ থাকা সত্ত্বেও, আপনি খুব অহংকারী। তাই না?

এবারেও খুব অবাক হলেন ভদ্রলোক।

আপনার কাছে একটা কৈফিয়ত চাইব মিঃ শর্মা। সেদিন আশ্রয়ের উদ্বোধনী সভায় আপনি আমাদের মহিলা সমিতির এক সদস্যার প্রতি কটু মন্তব্য করে আমাদের সমিতিকে খুব অসম্মান করেছিলেন। কেন?

মিসেস বড়ুয়ার কথাটা শেষ হতেই, শুধু মিঃ শর্মা নয়, নয়নাও অদ্ভুত একটা বিস্ময় নিয়ে চাইল। মিঃ শর্মা নিজের অটুট গাম্ভীর্য অক্ষুন্ন রেখে, চেহারায় খানিকটা থমথমে ভাব এনে নীরবে বিরত হতে চাইলেন।

অন্যদিকে সম্পূর্ণ তেজ শূন্য নয়না, ভীষণ সংকুচিত হয়ে গেল। মিসেস বড়ুয়া এত বড় একজন মানুষকে সামনাসামনি এভাবে অপদস্ত করছেন কি করে, তাও নয়নার মত একজন সাধারণ মানুষকে কেন্দ্র করে। লজ্জায়, অপমানে, নয়নার শরীর ও মস্তিষ্ক ঝাঁ ঝাঁ করতে শুরু করল।

কিছু মনে করবেন না মিঃ শর্মা। আজ আপনি আমাদের অতিথি, আপনার সেই সম্মানকে সুরক্ষিত রেখে, স্বতন্ত্র ভাবে, নিভৃতে ডেকে এনে, এই প্রশ্নটা করছি আপনাকে। কারণ, এই প্রশ্নটা করবার জন্য ভবিষ্যতে কখনো সুযোগ পাব কিনা জানি না। আজ আপনাদের দুজনকে একত্রে পেয়ে গেলাম। তাই, সেদিনের অসমাপ্ত কাজটা সমাপ্ত করে নিতে চাইলাম।

টকটকে রক্তিম বর্ণ বুঝি আরো রক্তিম হল ভদ্রলোকের। তো আমায় কি করতে হবে? অব্যক্ত তাপসহ শুধু দৃষ্টির ভাষায় নীরবে প্রশ্নটা রাখলেন যেন।

মিসেস বড়ুয়া তাৎক্ষণিক ভাবে মুখের সব আনন্দ উচ্ছ্বাস মুছে ফেলে, চেহারায় গাম্ভীর্যের প্রলেপ এটে বললেন, আপনাকে ক্ষমা চাইতে হলে মিঃ শর্মা।

এ কি ধরনের বেয়াদপী করছে মিসেস বড়ুয়া? ভদ্রলোককে এত নীচে অবতরণ করবার চেষ্টা করছেন কেন?

নয়না নিজেকে আয়ত্তে রাখতে না পেরে বলে ফেলল, মিসেস বড়ুয়া আপনি এসব কি করছেন? সেদিন উনি সামান্য একটা মন্তব্য করেছিলেন। সেটা মনে রেখে আপনি তিল কে তাল তৈরি করছেন। মাইন্ড করবার মত এমন কিছু মারাত্মক অপমানজনক কথা ছিল না সেটা।

আপনি নিশ্চুপ থাকুন মিসেস ঘোষ। আপনি ভাল মানুষ, তাই এ কথা বলছেন।

কথাটায় ইন্দর শর্মার অস্বস্তি আরো বাড়ল। প্রবল অস্থিরতার স্বীকার হলেও নিজের গাম্ভীর্যকে টলমল করলেন না।

উত্তরটা আমি অন্য কোন সময় আপনার কাছ থেকে জেনে নিতে পারতাম মিঃ শর্মা। কিন্তু, যাকে কেন্দ্র করে, যার সামনে আপনি সেই অপ্রিয় মন্তব্য করেছিলেন, আমি তার সামনেই আপনার উত্তরটা শুনতে চাই।

মিসেস বড়ুয়া আপনি অযথা ভদ্রলোককে বিব্রত করছেন। এসব বাদ দিন। ভুলে যান সেদিনের কথাটা। সঠিক বিচার করে দেখলে উনিতো কোন অন্যায় করেন নি সেদিন। একজন অসুস্থ মানুষের অক্ষমতা বুঝিয়ে দিতে চেয়েছিলেন মাত্র।

নয়নার কথা শুনে ইন্দর শর্মা আরো তিক্ত হলেন। নিরুচ্চারে নয়নার কথার জবাব দিলেন। আপনার এত অহংকার কেন বলবেন? মিসেস বড়ুয়ার মত প্রতিবাদ না করে, উল্টে নিজের ভালমানুষী দেখিয়ে আমার হয়ে সাফাই গাইছেন কেন? নিজের মহত্ব প্রকাশ করবার জন্যে? কিন্তু, আসলে আপনি তা নন। লোকের কাছে নিজেকে মহৎ বলে প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করাটাও আপনার আত্মঅহমিকা প্রকাশ করবার একটা উদাহরণ।

বলুন মিঃ শর্মা। বলুন যে সেদিন আপনি মিসেস নয়না ঘোষকে আন্ডার এস্টিমেট করেছিলেন। তাই ভুল মন্তব্য করেছিলেন!

মিসেস বড়ুয়ার কথার চাপে ইন্দর শর্মা মুখ না খুলে পারল না। নয়নার জন্য উৎপন্ন ক্রোধ চাপা দিয়ে, বললেন, হতে পরে আমার সেদিন ভুল হয়েছিল।

হতে পরে নয়, সত্যি আপনি ভুল করেছিলেন সেদিন। ভবিষ্যতে আর কখনো কাউকে আন্ডার এস্টিমেট করবেন না। সেই আশা করব। মিসেস বড়ুয়ার মুখোচ্ছবিতে একটা ছেলে

মানুষী অভিমান লক্ষ্য করে, গাম্ভীর্যের মধ্যেও মুখে সামান্য হাসি এনে উনি বললেন, আপনার কথাটা মনে রাখব।

সঙ্গে সঙ্গে মিসেস বড়ুয়ার চেহারার রং পাল্টে গেল। হিমালয় পাহাড়ের মত উঁচু মানুষদের অহংকার থাকবেই। সেই অহংকারী মানুষের কাছ থেকে এইটুকু প্রতিশ্রুতিই যথেষ্ট। অন্য কেউ হলে, মিসেস বড়ুয়া সত্যি সত্যই নয়নার কাছে ক্ষমা চাইতে বাধ্য করত তাকে। ক্ষণিক পূর্বের উচ্ছলতা ও উজ্জ্বলতা ফিরিয়ে এনে, মিসেস বড়ুয়া হাতজোড় করে, ক্ষমা চওয়ার ভঙ্গিতে বললেন, কিছু মনে করবেন না মিঃ শর্মা। আমি সেদিন খুব ফিল্ করেছিলাম। তারপর, নয়নার দিকে ইসারা করে বললেন, এই ভদ্রমহিলা আমার প্রিয়জনদের একজন। ইনি কতখানি কি বোধ করেছেন তা আমার অজানা, তবে ইট হার্টস মী এ লট্। তাই ব্যাপারটার একটা মীমাংসা করে নিলাম। প্লিজ কিছু মনে করবেন না মিঃ শর্মা।

সেকি! অভিযুক্ত করলেন আমাকে, তাহলে আপনি মাপ চাইছেন কেন?

আপনি বলুন যে আপনি কিছু মনে করেন নি। মিসেস বড়ুয়া আব্দারের সুরে বলল। জবাবে উনি সহাস্যে বল্লেন, আপনি একটু ছেলে মানুষ আছেন মিসেস বড়ুয়া। আই ডিড নট মাইন্ড এট অল। আপনাদের সমিতির প্রতি আমার দ্বারা যে অন্যায় হয়েছে, তার জন্য আমি মাপ চাইছি।

মিসেস বড়ুয়া মুখে মিটি মিটি হাসি নিয়ে বললেন, শুধু সমিতির প্রতি?

ঐ একই ব্যাপার। সমিতির কোন সদস্যা বা সমিতি। এবারে আমাকে যাবার অনুমতি দিন।

ইন্দর শর্মার মত উচ্চ কোটির মানুষ মাপ চাওয়ায় খুশী হলেন মিসেস বড়ুয়া। হ্যাঁ, চলুন আর আপনাকে বিরক্ত করব না।

নয়নাকে সেখানে বসতে বলে, মিসেস বড়ুয়া ইন্দর শর্মাকে নিয়ে চলে গেলেন।

খানিকক্ষণ পর একজন পরিচারিকা এসে জানাল, মেমসাহেব নয়নাকে বাইরে লনে অপেক্ষা করতে বলেছেন।

নয়না কয়েকজন অপরিচিত ভদ্রমহিলার পাশে প্রায় দশ মিনিটের মত বসে রইল। ড্রাইভার বা মিসেস বড়ুয়া কেউ নয়নার দৃষ্টি গোচরে এলো না।

এত উদাস কেন তুমি রমনী?

নয়না আনমনে বসেছিল। চমকে দৃষ্টি ওপরে ওঠাতে দেখতে পেল রস মালাইয়ের ছোট প্লেট নিয়ে সহাস্যে বড়ুয়া সাহেব দাঁড়িয়ে।

মিসেস বড়ুয়ার ভাষায়, সত্যিই বুঝি বড়ুয়া সাহেব এখন সম্পূর্ণ তরলায়িত করে ফেলেছেন নিজেকে।

ওহ! আপনি? নয়না অস্ফুটে বলল।

হ্যাঁ, আমি। কোথায় গা ঢাকা দিয়েছিলেন বলুন তো?

কেন?

আপনার জন্য এই মিষ্টি নিয়ে ঘুরতে ঘুরতে গলদঘর্ম হয়ে গেলাম।

আমার খাওয়া হয়ে গেছে বড়ুয়া সাহেব।

তা হোক না। সেই পিঁপড়ের খাওয়া দশবার খাওয়া যায়। এখন এই মিষ্টিটুকু খান।

না স্যার, একদম পারব না।

পারব না বললে হবে না মিসেস ঘোষ। আমার ওপর স্ট্রিক্ট ইন্সট্রাকশন ছিল, আপনার প্রতি যেন স্পেশিয়েল কেয়ার নি। আমি কিছু করিনি শুনলে আপনার বান্ধবী কুরুক্ষেত্র বাঁধিয়ে ছাড়বে।

এবারে নয়নাও একটু তরল হল। ওমা, তা কেন ভাবতে যাবে, আপনি যে বিবিধ প্রক্রিয়ায়, বিভিন্ন নমুনার আতিথেয়তা করে আমাকে খুশি করে যাচ্ছেন তাকি মিসেস বড়ুয়ার নজরে পড়েনি?

এবারে হাসলেন বড়ুয়া সাহেব। তারপর মিষ্টির প্লেটটা বাড়িয়ে বল্লেন, ধরুন, এখানে ঠাট্টা নেই। আমার আন্তরিকতা মেশানো আছে। আপনি তখন মিষ্ট খাননি তাই নিয়ে এলাম।

ভদ্রলোকের আকুতিকে অগ্রাহ্য করতে পারল না নয়না। ইচ্ছে না থাকলেও মিষ্টির প্লেটটা নিল।

আপনারা কখন খাবেন বড়ুয়া সাহেব? শুধু আমাদের খাওয়াচ্ছেন।

কি করব বলুন? হোষ্ট হলে ওমনি হয়।

আপনাদের আরো লোক আসবার বাকি আছে কি?

হ্যাঁ, এখনো অনেকে আসেননি।

তাহলে আপনাদের তো অনেক রাত হয়ে যাবে।

জানেন, আমার না আর তর সইছে না!

কিসের?

আপনিও না মিসেস ঘোষ? কিছু বোঝেন না।

নয়না একটা রহস্যময় হাসি নিয়ে বুঝিয়ে দিল, যা বোঝার বুঝে ফেলেছে।

আচ্ছা, মিসেস ঘোষ আপনার জন্য আমি পার্টনার যোগাড় করে দিলাম, আপনার কি পছন্দ হয়নি?

নয়না এবারে চেহারায় গাম্ভীর্যের প্রলেপ এটে বলল, খুব দামী পার্টনার নিয়ে এসেছিলেন বড়ুয়া সাহেব। আমার কি তা পোষায়?

তাই নাকি? আপনি দামী নন? তাহলে তো মুশকিলে ফেললেন।

নয়না হাসল।

নয়নাকে বাড়ি পৌঁছে দেওয়া নিয়ে বিভ্রাট বাঁধল। বড়ুয়া সাহেবের ড্রাইভারকে মন্ত্রী মহাশয় কোন কাজের জন্য নিয়ে গেছেন। অন্যদিকে মিসেস বড়ুয়ার ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে কার সাথে, কোথায় গেছে, কোন হদিস পাওয়া যাচ্ছে না। নয়না মনে মনে অস্থির হয়ে উঠেছিল বাড়ি যাবার জন্য। কিন্তু, মিসেস বড়ুয়া নয়নাকে একলা ছাড়তে রাজী না।

একটু সবুর করুন তো মিসেস ঘোষ। কারো না কারো গাড়ি আপনার ওদিক যাবে নিশ্চয়। কিছু একটা ব্যবস্থা হবেই।

মিসেস বড়ুয়া আপনি কিছু ভাববেন না, একটা অটো নিয়ে আমি চলে যেতে পারব।

তা পারবেন না কেন? কথাটা হল, আপনাকে পৌঁছে দেবার দায়িত্ব আমার ছিল।

এ আপনার অযথা জেদ মিসেস বড়ুয়া। আপনি আজ এত ব্যস্ত, ছোট খাট দায়িত্ব পালন না করলেও কিছু এসে যাবে না। কোন অযথা জেদ নয়। একটু অপেক্ষা করুন। কাউকে পাওয়া যাবেই। প্রয়োজন হলে আমি আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসব। একটু পরে একজন সঙ্গী পাওয়া গেল। মিঃ শর্মা যাচ্ছেন তার গাড়িতে নয়নাও যেতে পারবে। মিসেস বড়ুয়া জানালেন।

আবার সেই শর্মা নামটা শুনেও নয়না নিশ্চুপ রইল। নয়না ওনার সঙ্গে যেতে আপত্তি করলে মিসেস বড়ুয়া খারাপ ভাববেন। অন্য দিকে, সেই ছুতোয় নয়না বাইরে বেরিয়ে যাবে। তারপর, ওনার গাড়িতে না গেলেও চলবে নয়নার। বাস বা অটো নিশ্চয় পেয়ে যাবে। তা না হলে মিসেস বড়ুয়ার ড্রাইভারের আশায় থাকলে হয়ত গভীর রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হতে পারে নয়নাকে।

মিসেস বড়ুয়া নয়নাকে নিয়ে যখন শর্মা সাহেবকে অনুরোধ করলেন, কাইন্ডলি আপনি মিসেস ঘোষকে একটু পৌঁছে দেবেন!

তখন শর্মা সাহেবের বিরক্তিপূর্ণ অনিচ্ছা দেখে নয়না অবাক হল। উনি বললেন, তা তো সম্ভব হবে না মিসেস বড়ুয়া। আমি এখনই বাড়ি যাচ্ছি না। একটা আর্জেন্ট কাজ আছে আমার।

কথাটা শুনে বড়ুয়া গিন্নিও অখুশি হলেন স্পষ্ট বোঝা গেল। তা লক্ষ করে ভদ্রলোক বললেন, উনি কোন দিকে থাকেন।

এবারেও খুব আশ্চর্য হল নয়না। নয়না কোন দিকে থাকে উনি জানেন না? অবশ্য নয়না যে ওনার পরিচিত, এই কথা উনি এদের কাছে প্রকাশ করেন নি। যাই হোক কিন্তু, এই অভিনয়ই বা কেন?

বড়ুয়া গিন্নি অখুশী ভাবটা চেপে বললেন, উনি যে দিকেই থাকুন না, আপনি একজন ভদ্রমহিলাকে একটু লিফ্ট দিতে পারবেন না? এমনি .তো খুব সমাজ করে বেড়ান!

মিসেস বড়ুয়া আপনি অযথা আমাকে নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হচ্ছেন। আমার গাড়ি ছাড়া যেতে কোন অসুবিধা হবে না।

কথা সেটা নয় নয়না। আমি আপনার দায়িত্ব নিয়েছিলাম। সেটা ঠিক মত পালন করতে না পারলে আমার লজ্জা করবে।

তাতে কি হয়েছে মিসেস বড়ুয়া? মনে করুন, আজকের এই পরিস্থিতিতে সেটা সম্ভব হল না। আর সেজন্য আমি কিছু মনে করব না।

আপনি মনে না করলেও আমি করছি।

ওনার যখন অসুবিধে আছে, আমি দেখছি আর কারো গাড়ি খালি আছে কিনা, আমি না হয় পৌঁছে দিয়ে আসব মিসেস ঘোষকে।

মিঃ বড়ুয়ার কথা শুনে ভদ্রলোক বুঝি একটু নরম হলেন নয়নার প্রতি। বললেন, আমি

পুলিস পয়েন্ট পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারি তারপর, উনি ওনার গন্তব্যে চলে যেতে পারবেন।

নয়নার অভ্যেস আছে এই লোকের দ্বারা অপমানিত হবার। কিন্তু, মিসেস বড়ুয়া নিঃশ্চয় অবগত নন নয়নার প্রতি ওনার মনোভাব কতটা অরুচিকর বলে।

শর্মা সাহেবের অনিচ্ছার ধরন সহ্য করতে না পেরে, বড়ুয়া গিন্নি বললেন, আচ্ছা আপনি আজ এমন করছেন কেন বলবেন?

এমনিতে তো দশের কাজে সাত রাজ্য ঘুরে বেড়ান। আজ এই সামান্য-উপকার চাইলাম বলে রাজী হচ্ছেন না কেন বলবেন!

ইন্দর শর্মা দৃষ্টি নত করে জবাব দিলেন, আজ আমার তাড়া আছে সে কথা তো বললাম আপনাদের। উনি পুলিস পয়েন্ট অব্দি এলে আসতে পারেন আমার সঙ্গে।

আপনি আমাদের দয়া দাক্ষিণ্য দেখাচ্ছেন কি? না, নয়না আপনার সাথে যাবে না। কারো গাড়ি নিয়ে আমি ওকে পৌঁছে দিয়ে আসছি। মিসেস বড়ুয়া সত্যিকারের রাগত স্বরে বললেন।

মিসেস বড়ুয়ার রাগ দেখে, ইন্দর শর্মা আর বড়ুয়া সাহেব দুজনেই বিব্রত বোধ করলেন। অন্য দিকে নয়নার মধ্যে একটা জেদ ক্রমশঃ দৃঢ় হল।

নয়না শান্ত স্বরে মিসেস বড়ুয়ার হাত দুটি ধরে অনুনয়ের সুরে বলল, আপনারা অতিথিদের দেখুন গিয়ে যান। ওরা নিঃশ্চয় আপনাদের অভাব বোধ করছে। আমি ওনার সঙ্গে চলে যাচ্ছি। উনি আমাকে যেখানে নামিয়ে দেবেন, সেখান থেকে আমি অন্য ব্যবস্থা করে নিতে পারব।

কিন্তু, উনি আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দেবেন না কেন? এত রাতে নিজের পার্সোন্যাল কাজ ছাড়া কারো কোন আর্জেন্ট কাজ থাকতে পারে না।

বড়ুয়া গিন্নির, থমথমে স্বর ও চেহারা লক্ষ করে ইন্দর শর্মা কুণ্ঠিত ভাবে বল্লেন, আপনাকে রাগিয়ে দিলাম, তাই মাপ চাইছি ম্যাডাম। আমার দশটার আগে এক জায়গায় একটা এপয়েন্টম্যন্ট আছে কথাটা কিন্তু মিথ্যে নয়। সেজন্যেই আপনার অনুরোধ রাখতে পারছি না।

বড়ুয়া সাহেব বললেন, ঠিক আছে। তাহলে আপনাকে আর আটকাবো না শর্মা সাহেব। নয়না ম্যাডামের একটা অন্য ব্যবস্থা করে নেব। আপনি আসুন।

এবারে নয়না হাত জোড় করল। প্লিজ আপনারা আমাকে ছেড়ে ভেতরে যান। ইনি না চাইলেও আমি ওনার সাথে যাচ্ছি। বলে একবার ইন্দর শর্মার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করল।

আমার খারাপ লাগছে নয়না।

মিসেস বড়ুয়া আপনি কেন এত অবুঝের মত করছেন! খারাপ লাগবার মত কোন ব্যাপারই নয় এটা। তারপর একরকম জোর করেই দুজনকে ধন্যবাদ জানিয়ে বেরিয়ে এলো নয়না। ইন্দর শর্মাও হাতজোড় করে বিদায় জানিয়ে নয়নার পেছন পেছন বেরিয়ে এসেছেন।

গেট পেরিয়ে রাস্তায় আসবার সাথে সাথে নয়নার অভ্যন্তরের তাপ কিছুটা হ্রাস পেলেও, নয়না কিছু একটা করে ফেলবার জন্য মরীয়া হয়ে উঠল। অন্তরে পুঞ্জিভূত অপমান বিস্ফোরক

রূপে কোন বিস্ফোরণ না ঘটিয়ে নয়নাকে রেহাই দেবে না স্পষ্ট বুঝল নয়না। রাস্তায় গাড়ির সারিতে, গাড়ির সংখ্যা ছিল মাত্র তিন। সেই তিনটি গাড়ির একটি নয়নার পরিচিত। পরিচিত হলেও, নয়না, এই মুহূর্তে সেই গাড়িতে না উঠবার সিদ্ধান্ত নিল। কিছু দূর হেঁটে গেলে বড় রাস্তায় পৌঁছে যাবে। কিছু একটা বাহন পেয়ে যাবে এই আশা নিয়ে হাঁটতে শুরু করল।।

নয়নার পর বের হলেও, গাড়ির মালিক দ্রুত হেঁটে নয়নার আগে গাড়ীর সামনে পৌঁছে, নয়নার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। রাত অনেক হয়েছে। অন্তু বাড়ীতে একা। অন্যমনস্কতার দরুন অন্তুকে ফোন করে বলতে ভুলে গেছে নয়নার দেরী হলে অন্তু যেন চিন্তা না করে। আর একটা কথা এই দিকের রাস্তা ঘাট নয়না ভাল করে চেনে না। সব চাইতে বড় কথা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নয়না ঘরে পৌঁছতে চায়। ইত্যাদি কথা স্মরণে এনে ঠিক করল, গাড়িটাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করবে না নয়না। যদি গাড়ীর মালিক নয়নাকে গাড়িতে উঠতে আহ্বান জানায় তাহলে কোন দ্বিরক্তি না করে নয়না গাড়িতে উঠবে। আর যদি নয়নাকে গড়ীতে ওঠার জন্য আহ্বান না করা হয়। তাহলে নয়না সোজা হেঁটে চলে যাবে। তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করলেই হবে।

নয়না গাড়ির সামনে পৌঁছলে ইন্দর গাড়ির পেছনের দরজা খুলে দিয়ে নিজের আসনে গিয়ে বসল।

নিজের ইচ্ছেতে হোক, কিংবা অনিচ্ছাতে হোক, আজ পর্যন্ত নয়না যতবার এই গাড়িতে উঠেছে সামনে বসেছে। মানে, নয়নাকে সামনের সিটে বসানো হয়েছে। আজ এই ব্যবস্থায় নয়নার অখুশি হবার কোন কারণ না থাকলেও, নয়না নীরবে এই ব্যবস্থাকে অগ্রাহ্য করে ঘুরে গিয়ে, ড্রাইভারের পাশে গিয়ে বসল। বসতে হল। তা না হলে নয়নার উত্তাপ লাঘব হত না।

গাড়ির চালক। নিঃশব্দে গাড়ি চালিয়ে নিলে পারত, কিন্তু, তা না করে নয়নার উত্তাপকে আরো একটু প্রজ্বলিত করল। ঔর কিতনা নখরা দিখায়েঙ্গে আপ?

তাই তো! নয়নাই নখরা দেখাচ্ছে? এতক্ষণ ধরে নয়াকে অপমান করল কে?

রাগে নয়নার হাত নিসপিস করছিল।

নির্জন পথে কিছুক্ষণ চলবার পর একটা নির্দিষ্ট স্থানে এসে গাড়ি থেমে গেল। নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে বলা হল, উৎরিয়ে।

নয়না কোন জবাব না দিয়ে দাঁত চেপে বসে রইল। নয়না আজ দেখে নেবে এই মানুষ কতখানি যেতে পারে।

জলদি উতারিয়ে। ম্যারা বহুত কাম হ্যায়।

নয়নাকে কি ভেবেছে? এক অবলা চেতনাহীন জড় পদার্থ? অকারণে নয়নার ওপর একের পর এক চাপ সৃষ্টি করে যাবেন তিনি, নয়নার কোন প্রতিক্রিয়া হবে না? নয়নার প্রতি এত হীন ব্যবহারের মানে কি? একদিন নয়নাকে জোর করা সত্ত্বেও নয়না এই গাড়িতে চড়তে আপত্তি দেখিয়েছিল। সেই নয়না আজ উঠল বলেই কি সেদিনের প্রতিশোধ নেওয়া হবে? অন্ধকারে মাঝরাস্তায় নামিয়ে দিয়ে! একজন মানবতাবাদির এ কি ধরনের অমানুষিকতা?

এত রাতে মাঝপথে নয়নাকে নামিয়ে দেবেন কেন?

নয়না অনেকবার, এই মানুষের অপমান সহ্য করেছে। সেই অপমানের প্রতিক্রিয়া ছিল শুধু মন খারাপ। আজ সেইটুকুতে ক্ষান্ত থাকবে না নয়না। এই মানুষ দেখুক নয়নাও প্রতিবাদ করতে জানে। নয়না ক্রোধিত হতে পারে।

ডোন্ট ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট আই অ্যাম সেয়িং?

খুব নির্লিপ্ত গলায় নয়না জবাব দিল। মুঝে উতরনা নহী হ্যায়। মুঝে ঘর যানা হ্যায়।

ডোন্ট বী সিলি। গেট ডাউন। ইন্দরের উত্তেজিত স্বর।

আই ওন্ট।

নয়নার পাশে উপবিষ্ট ভদ্রলোক যেমন বিভিন্ন দিকে উৎকৃষ্ট, তেমন ক্রোধ ও অহংকারও উচ্চ মাপের এই মানুষের। নয়না তার প্রমাণ পেয়েছে। এবং এই মানুষের চরিত্রে এই দুই বিশেষ গুণ বৃদ্ধি পায় কিসে সেটাও নয়নার অবিদিত নয়। তা সত্ত্বেও নয়না এক রোখা জেদির মত নীরবে ইন্দরের কথা অগ্রাহ্য করে যাচ্ছে।

নয়না যদি ভেবেছিল নয়নার জেদকে মান্যতা দিয়ে এই মানুষ আবার গাড়ি স্টার্ট দেবে, তাহলে সেটা ভুল ভেবেছিল নয়না। অন্য দিকে জেদি ইন্দরের ক্রোধ আর এক প্রস্থ ওপরে চড়ে গেল।

আপনার সাথে খেলবার কোন উৎসাহ আমার নেই। প্রচণ্ড রাগ নিয়ে বলা হল।

আমি আপনার সাথে খেলছি কে বলল?

তাহলে নামুন।

আশ্চর্য এমন করছেন কেন এই মানুষ? নয়না যদি অতীতে মারাত্মক কোন দোষ করেও থাকে, তাহলেও তো এই মানুষের এমন করা উচিত নয়। এই অন্ধকার পথে নয়নাকে একলা রেখে যেতে চাইবেন কেন। আর একটু এগিয়ে নয়নাকে পৌঁছে দিলে, কোনো মহাভারত অশুদ্ধ হবে না।

কেন হেনস্থা করছেন নয়নাকে? নয়না একজন পরিণত বয়সের মহিলা। নয়নার সাথে এই ব্যবহার করা কি শোভা পাচ্ছে?

আমি আর গাড়ি চালাব না। নয়নাকে জব্দ করবার শেষ অস্ত্র প্রয়োগ করল ইন্দর।

তাহলে আপনি নেমে পড়ুন। নয়না উল্টো চাপ দিল। এই ধরনের উল্টোপাল্টা কথা একদম পছন্দ করে না ইন্দর। হ্যাঁ, তাই করবে ইন্দর। গাড়ি থেকে নেমে যাবে। এই হবে মোক্ষম ওষুধ। তারপর যতক্ষণ খুশী বসুন না ইনি।

ঠিক হ্যায় আপ বৈঠিয়ে, বলে, গণগণে আঁচ নিয়ে দরজা খুলে বাইরে এল ইন্দর।

ভীষণ কড়া অভিমানে নয়নার চক্ষুদ্বয় ভিজে গিয়েছিল। গাড়ির চালক, গাড়ি থেকে নেমে যাওয়ার সাথে সেই অভিমান ভুলে, নির্দয় মানুষটাকে জব্দ করবার স্পৃহায় মেতে উঠল হঠাৎ নয়না। ইন্দর অন্যমনস্কতা থাকায় গাড়ির চাবি নিয়ে যেতে ভুলে গিয়েছে। সেই সুযোগটা কাজে লাগাল নয়না। ইন্দরকে বাইরে রেখে, দরজা বন্ধ করে গাড়ি স্টার্ট করে দিল।

গাড়ি চালাতে জানলেই তো হল না! ড্রাইভার যে হবে, তার ট্রাফিক রুল, ও অন্যান্য নিয়ম কানুন সম্পর্কেও জ্ঞান থাকা একান্ত আবশ্যক। নয়না এই সমস্ত বিষয়ে পরিপূর্ণ অজ্ঞ। মানুষ জেদের বশে নিজের অক্ষমতাকে ভুলে যায়, ক্ষণিকের চেতনায়, কোন অলৌকিক বলে, অনেক অসম্ভব সম্ভব করে তোলে। নয়নার বেলায়ও তাই হল। অপার্থিব কোন শক্তি নয়নার সমস্ত দুর্বলতাকে নিমেষে দূর করে, নয়নার সেই মুহূর্তের কার্যসিদ্ধি করতে সহায় করল।

দশটা পনেরোয় নয়না গাড়ি নিয়ে নিজের ফ্ল্যাটে এসে পৌঁছাল। গাড়ি না হয় নিয়ে এলো, তারপর কি হবে? গাড়িটা রাখবে কোথায়? কিংবা গাড়ির মালিক যদি গাড়ির খোঁজে এসে উপস্থিত হয়, নয়নার এই বেপরোয়া কার্যকলাপের কৈফিয়ত চায়? তখন কি করবে নয়না?

সেই মুহূর্তে নয়না এসব নিয়েও মাথা ঘামাল না। গাড়ি পার্কিঙের স্থানে সারি সারি গাড়ির পাশে, সেই গাড়িকেও স্থানান্তরিত করে ভারাক্রান্ত মন নিয়ে ওপরে উঠতে চাইল।

বেপরোয়া, অনভিজ্ঞ নয়না কোন দুর্ঘটনা ঘটিয়ে ফেললেও নয়নার কোন আফসোস থাকত না। নয়না আজ সেই মানুষকে জব্দ করবার জন্য এমনই মরীয়া হয়ে উঠেছিল নয়না নিজের জেদ বজায় রেখে সেই মানুষকে একটু শিক্ষা দিতে পেরেছে, সেই তৃপ্তি নয়নাকে পরম শান্তি দিচ্ছে। কেন নয়নার সাথে এত অপ্রীতিকর আচরণ করবেন উনি? নয়না আর কত সহ্য করবে? কেন এমন হয়? সামান্য সহানুভূতি, সহযোগিতা, ইত্যাদি পাবারও কি যোগ্যতা নেই নয়নার? ঈশ্বর কি দিয়ে গড়েছিলেন নয়নাকে? কিসের অপূর্ণতা নয়নার? মানুষে কেন স্বাভাবিক ভাবে গ্রহণ করতে চায় না নয়নাকে?

অস্বাভাবিক দাম্ভিক কোনও মানুষের গাড়িতে চড়বার সাধ ছিল না নয়নার। কি মনে করেছিলেন তিনি। রাত হয়েছে বলে নয়না একা ঘরে ফিরতে পারবে না? তাই, মিসেস বড়ুয়া, নয়নাকে গাড়ি করে পৌঁছে দেবার অনুরোধ করায়, তিনি সেই সুযোগটা নিলেন! নয়নাকে আর এক প্রস্থ নতুন ভাবে অপমানিত করবার! আর এক প্রস্থ হেনস্থা করে মহা তৃপ্তি উপভোগ করবার! নয়না একা যখন এত কিছু করতে পারে, রাত্রি দশটায় ঘরে ফিরতেও পারে! তাছাড়া, এভাবে অভিনয় করবারই বা মানে কি? একজন পরিচিত মানুষ হঠাৎ অপরিচিত হয়ে যেতে পারে কি করে সেটাও নয়নার বোধগম্য হচ্ছে না। সেদিন কমিশনার সাহেবের অফিসে, আজ মিসেস বড়ুয়াদের বাড়িতে! এই মানুষের সাথে নয়নার পরিচয় না থাকলেও নয়নার কিছু এসে যায় না। তিনি নিজে নয়নার বাড়ি এসে পরিচিত হয়েছিলেন। তাহলে এখন আবার অপরিচিত সাজবার অভিপ্রায় কেন? এমন ভাব করছেন নয়নাকে যেন প্রথমবার দেখেছেন।

বেশ করেছে নয়না রাস্তায় ফেলে গাড়ি নিয়ে চলে এসেছে। এখন বুঝুক মাঝ রাস্তায় কাউকে ফেলে গেলে কেমন লাগে। অস্বাভাবিক মানুষটার খানিকটা তো টনক নড়বে!

গাড়িটা এনে ফেলবার পর আর একটা দুশ্চিন্তা বাড়ল। যদি সেই লোক গাড়ির খোঁজে নয়নার কাছে আসে তো ঠিক আছে। অন্যথায়, নয়না কি করবে? গাড়িটা সঠিক স্থানে

পাঠাবে কি করে? নিজের ফ্ল্যাটে ওঠার আগে বুদ্ধি করে আর একটা কাজ সেরে ওপরে উঠল নয়না। সিকিউরিটি গার্ডের ফোন বুথ থেকে বসাককে ফোন করে বলে দিল, সমীর বা বিজনকে যেন খবর দিয়ে দেয়, সকাল বেলা একবার নয়নার বাড়িতে আসতে। ওদের কাউকে দিয়ে গাড়িটা সেই লোকের অফিসে পৌঁছে দিলেই হবে। অপ্রত্যাশিত ভাবে, কোনও পূর্ব জ্ঞান ব্যতিত হঠাৎ এই দুঃসাহসিক কাজটা করে ফেলার পর, নিজের গুপ্ত ক্ষমতার পরিচয়ে নিজের কাজে নিজেকে অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে নয়নার। বেশ উত্তেজিত হয়ে ঘরে ঢুকল নয়না।

অন্তু টি ভি দেখছিল। মনের চাঞ্চল্যকে আয়ত্তে রেখে নয়না জিজ্ঞেস করল, ঘুমোসনি?

না, তুমি না এলে ঘুমোবো কি করে?

খুব দেরি হয়ে গেল তাই নারে।

মা, তুমি এত রাত পর্যন্ত বাইরে থেকো না।

নয়না অপ্রস্তুত ভাব নিয়ে বলে, কাল দুজনে এসে জোর করল তাই না করতে পারিনি। কথাটা রাখতে হল।

অন্তু নীরবে টি ভি দেখছিল। নয়না জিজ্ঞেস করল খুব চিন্তা হচ্ছিল তাই না রে। আসলে এত লোকজনদের মাঝে তোকে যে একটা ফোন করব তারও কোন সুযোগ হয়নি।

আন্টি ফোন করেছিল মা।

তাই বুঝি। আমি রওয়ানা হবার পর নিশ্চয়!

হ্যাঁ, আন্টি ফোন করে জানিয়ে দিয়েছেন তুমি রওয়ানা হয়ে গেছ।

নয়না, কথার ফাঁকে অন্তুর চেহারাটা লক্ষ করছিল। অন্তু কি টের পেয়েছে নয়নার এই অসীম সাহসীকতার কথা? এত দূর পথ নয়না গাড়ি চালিয়ে এসেছে! তাও অন্যের গাড়ি। না, অন্তু বোধ হয় টের পায়নি। নয়না যখন গাড়ি নিয়ে কম্পাউন্ডে ঢোকে তখন ব্যালকনীতে অন্তু ছিল না। থাকলে অন্তু নিশ্চয় নয়না ঘরে ঢোকার সাথে সাথে সেই প্রশ্ন করত, কিংবা নয়নাকে দেখেই নীচে নেমে যেত কি ব্যাপার জানবার আগ্রহ নিয়ে। সকাল বেলা যদি গাড়িটা অন্তুর চোখে পড়ে যায়? পড়লেও প্রমাণ হয় না, নয়নার কোনোও বেপরোয়া কর্ম গাড়ীটাকে এখানে এনেছে।

আর কখনো নয়না এই ধরনের পার্টিতে যাবে না, অন্তুকে এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে, অন্তুকে ঘুমোতে বলল নয়না। নিজেও ফ্রেশ হয়ে এসে ভারাক্রান্ত শরীরটা বিছানায় ফেলে স্বস্তি পেতে চাইল।

আশ্চর্য এভাবে কি মানুষ বাঁচতে পারে। প্রতিপদে অসহযোগিতা। প্রতি পদে বাধা, প্রতি মুহূর্তে সংঘর্ষ, সংগ্রাম। কেন নয়নার জন্য সব কিছু অসহজলব্ধ? নয়না কেন কারো আন্তরিক স্পর্শ নিয়ে বাঁচতে পারে না। শুধু ডিম্পি অন্তুর বাইরে আর কোথাও নয়নার আন্তরিক স্পর্শ থাকবে না কেন? আজকালকার যুগই বুঝি এই, সাধারণ মানুষের জন্য প্রেম, সদ্ভাব, প্রীতি ইত্যাদি শব্দগুলো ক্রমশঃ বিলুপ্ত হতে চলেছে। নয়নাই বুঝি বোকার মত যত্র তত্র মানুষের মনের সন্ধান করতে বসে। কিন্তু, মানবতাবাদি ইন্দর শর্মা অন্য কারো সাথে

কি এই অমানুষিকতা করেন? ফাটা কপাল নিয়ে জন্ম নিলে, তার ফল ভুগতে হবে বৈকি। এতদিন অরিন্দমকে নিমিত্ত বানিয়ে নিয়তির দ্বারা নিগৃহিত হয়নি নয়না? কিন্তু শুধু ভাগ্যের দোষটা কি সব? ইন্দর শর্মার অদ্ভুত ব্যবহারের দ্বারা আক্রান্তের কারণ নয়নার ভাগ্য হতে পারে না। নয়নার কাছে এই মানুষ রহস্যময়। কারণ এই মানুষের সাথে পরিচিত হবার পর থেকে যতবার নয়নার সাথে সাক্ষাৎ হয়েছে, প্রতিবারই যে তিনি নয়নাকে অবমাননা করেছেন তাতো নয়। কোন এক রাতে নয়না বাড়িতে একা ছিল, তাই ঘুমের ব্যঘাত হয়েছে, কিনা উদ্বিগ্ন চিত্তে সেই খবর নেবার জন্য মাঝ রাতে নয়নাকে ফোন করা ব্যাপারটা খুবই অস্বাভাবিক ও দৃষ্টিকটু হলেও, ব্যাপারটা সত্য ছিল। তারপর, রাস্তায় অপেক্ষারত নয়না ও অস্তুকে প্রবল বর্ষণের হাত থেকে রক্ষা করবার উদ্দেশ্যে লিফ্‌ট দেওয়া, অসুস্থ নয়নাকে বাড়ী পৌঁছে দেওয়া, ইত্যাদি ঘটনাগুলো নিঃসন্দেহে নয়নাকে অসম্মান করবার উদ্দেশ্যে করেন নি তিনি। তাই ইন্দর শর্মার অপমানকে ভাগ্যের দ্বারা সংঘটিত নির্যাতন বলে মনে করে না নয়না। মানুষ মানুষকে পছন্দ না করলে তার সাথে কোন সদ্ভাব গড়ে ওঠা সম্ভব নয়। একথাও তো অসত্য নয়! ইন্দর শর্মা নামের ব্যক্তি নয়নাকে অপছন্দ করবার অনেক কারণ ছিল ও আছে। হয়ত সেই কারণ সমূহ ইন্দর শর্মাকে আজকাল প্ররোচিত করে নয়না নামের রমণীর সাথে খারাপ ব্যবহার করতে। অনেকভাবে নিজেকে বোঝাবারও চেষ্টা করে, নয়না শেষ পর্যন্ত ইন্দর শর্মা প্রসংগের ইতি টানল। মনে মনে এই সিদ্ধান্ত নিল। জীবনে আর কখনো এই মানুষের মুখোমুখি হবে না নয়না। আজকের ঘটনা, কিংবা সেদিন আশ্রয়ের উদ্বোধনী সভায় নয়নার কোন দোষ ছিল না। এই দুই দিনের ঘটনার জন্য নয়না দায়ী ছিল না। কিন্তু, এই মানুষের কার্যকলাপে নয়না উত্তেজিত হবে কেন? অপমানিত বোধই বা কেন করবে? উনি যা খুশি করুন না কেন। নয়না নিজের মত থাকলেই হল। বাইরের মানুষের অপমান যত কম গায়ে মাখা যায় ততই ভাল।

সে যাই হোক, বর্তমানে নয়নার জীবনধারা অন্য পথে পরিচালিত হতে পারে এই সঙ্কেত পেয়েছে নয়না। অর্থাৎ, নয়নার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হতে চলেছে। এবার জীবনের পরিক্রমা হবে সুখের তরী বেয়ে। তাই বাইরের কোন মানুষের অদ্ভুত ব্যবহারে বা আচরণে নয়না কিছু মনে করবে না। এখন থেকে নয়না একজন বলশালী পুরুষের ছত্রছায়ায় বাস করবে। তাই বাইরের কারো মন্তব্য শুনে আহত হতে যাবে কেন?

ঘুম এলেও গাঢ় ঘুমে আচ্ছন্ন হতে পারছিল না নয়না। আজকে হঠাৎ জেদের বশে যা করল, তার জন্য বেশ অনুশোচনা বোধ হতে লাগল। কি দরকার ছিল, তেজ দেখিয়ে গাড়ি নিয়ে চলে আসা? একজন মহিলা হয়ে এত বাড়াবাড়ি করা উচিত হয়নি। নয়নার মধ্যে প্রতিশোধ স্পৃহা ছিল না। অরিন্দম নয়নাকে কত ভাবে নিপীড়ন করেছে। কিন্তু, তার প্রত্যুত্তরে নয়না কখনো প্রতিশোধ নেবার কথা চিন্তা করেনি। আজ হঠাৎ নিজের মধ্যে এই নতুন গুণের ঝলক দেখে আহত হল নয়না। কেউ নয়নার সাথে অস্বাভাবিকতা করল বলে নয়নাও তাই করবে, এই মনবৃত্তি নয়নার ছিল না। নয়না গাড়ি থেকে নেমে, যা হোক কিছু একটা ব্যবস্থা করে, ঘরে ফিরতে পারত। যা করে ফেলেছে, তা তো আর ফিরিয়ে

নেওয়া যাবে না। পরবর্তী কালে আর কখনো নিজস্ব সত্তা হারিয়ে কোন কাজ করবে না বলে প্রতিজ্ঞা করে ঘুমোবার চেষ্টা করল। নিজের কৃতকর্মহেতু ভদ্রলোকের কাছে আর মাপ চাওয়ার ঝুঁকি রাখল না। ভদ্রলোকের কাছে নয়না এক নিকৃষ্ট মানুষ। নয়নার আজকের এই হিতাহিত জ্ঞানশূন্য কার্যকলাপ দেখে নয়নাকে হয়ত আরো নিচে নামিয়ে দেবেন তিনি, তা দিক। এখন আর নয়নার কিছু এসে যাবে না।

পরদিন সকালবেলা সমীরকে দিয়ে গাড়ীটা নির্দিষ্ট অফিসে পাঠিয়ে দেবার পরও, দু একদিন অস্বস্তিতে কাটিয়েছে নয়না। দিন তিনেক পরেও যখন নয়নার জন্য কোন অলিখিত সমন এলো না। তখন এই অনাবশ্যক দুশ্চিন্তাকে ত্যাগ করে সুস্থ মনে নিজের ভবিষ্যত পরিকল্পনার কাজে ব্যস্ত হল নয়না।

বিকাশবাবুর ওপর ডি এ ইন্ডাস্ট্রির ভার ও দায়িত্ব সঁপে নয়না সম্পূর্ণ হাল্কা হয়েছে। ডি এ ইন্ডাস্ট্রিকে অচেনা কারো হাতে বিলিয়ে দেবার যন্ত্রণা থেকে রক্ষা পেয়েছে। পুরন্দর দুমাসের মধ্যে চলে গেলেও, আগামী এক বছরের জন্য সুন্দর ও উৎপাদনশীল পরিকল্পনা তৈরি করে দেবার দায়িত্ব নিয়েছে। অনাগত কালে, ডি এ ইন্ডাস্ট্রির জন্য রক্ষা কবচ প্রস্তুত করে যাবে পুরন্দর। সেটা বিকাশ, বিজন ও সমীরদের সাথে শলা পরামর্শ করে, তৈরি করে দেবে পুরন্দর। নয়না ডি এ ইন্ডাস্ট্রি ছেড়ে চলে যাবার আগে এটাও একটা সুখবর। নয়না দূরে থাকলেও, ডি এ ইন্ডাস্ট্রির জন্য চিন্তামুক্ত থাকবে। বাকী রইল অন্তর ফাইন্যাল পরীক্ষা, সেটাও নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়ে গেলে, নয়নার পতিগৃহে গমনের পথ সব দিক দিয়ে প্রশস্ত হয়ে যাবে। সাধারণ এক মেয়ে মানুষ হয়ে যখন জন্ম নিয়েছে নয়না, তখন সাধারণের বাইরে তো যেতে পারে না।

সাধারণ বাঙ্গালী মেয়েরা চিরকাল নিরাপদ ঘরের আশ্রয় ও পুরুষের ছায়ায় নিরাপত্তা পেতে অভ্যস্ত। নয়না কেন এর ব্যতিক্রম হবে।

বিয়ের পর থেকে, এখন পর্যন্ত নয়না যত রকমের সংঘাত, সংঘর্ষ ও সংগ্রাম করে এসেছে। সেগুলো নয়নার একক হস্তে লড়াই ছিল। তাই সেগুলোকে, নয়নার জীবন যুদ্ধের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভিন্ন পরিভাষা মনে করলেও, সেগুলো ছিল নিছক অভিমানের প্রকাশ। তীব্র অভিমানী মন থেকে নির্গত এক একটি ক্ষণস্থায়ী প্রতিবাদ। নয়না অন্যায়ের প্রতিবাদ করে। তবে সেগুলো এত নীরবে প্রতীয়মান হয় যে, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে নয়না ছাড়া আর কারো গোচরে আসা সম্ভব হয় না। সেই নীরব প্রতিবাদ সমূহকে পর্যবেক্ষণ করলে হয়ত নয়নার চরিত্রের বিদ্রোহী মনের কিছু আভাস পাওয়া যেতেও পারে। কিন্তু, নয়নার চরিত্রে সেই ধরনের বিদ্রোহী মনের কোন স্ফুলিংগ নজরে আসে না, যার দ্বারা একজন মানুষকে বিক্ষোভকারী রূপে ঘোষণা করা যেতে পারে। কাজেই, নয়নার অতীতের সেই যুদ্ধ ছিল, পারিবারিক সুখ ক্রয় করতে না পারার বিকল্প রূপে, অন্য জীবন যুদ্ধে জিত হাসিল করবার প্রয়াস মাত্র। নয়না যথার্থ অর্থে বিদ্রোহী নয় বলেই, উত্তর কালের পারিবারিক সুখ কামনা করেছে এবং সেই সুখের সন্ধানকে অবহেলা করবার পরিবর্তে সমাদর করা বাঞ্ছনীয় মনে করেছে। নয়না ঘোষের অনাগত কালের ছবি একজন সুখী গৃহিণী। চার সদস্য বিশিষ্ট এক

সুখী পরিবারের দায়িত্বশীল কর্ত্রী ছাড়া আর অন্য কিছু হতে পারে না। নতুন করে এই সত্যকে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছে নয়নার।

ঝুট ঝামেলা বিহীন, শান্ত নির্বিরোধী মানুষ নয়না, পরিস্থিতির চাপে কিছু কাল সুখ বৃক্ষের বৃন্তচ্যুত হয়েছিল মাত্র। এই থাকবে নয়নার জীবনের অতীত ইতিহাসের জল ছবি।

অপরাহ্নের অস্তগামী সূর্য দিনের শেষ আলোর আভা বিতরণ করে ফিরে যাবার তোড়জোড়ে ব্যস্ত। ক্ষণিকের মধ্যেই প্রকৃতি ধূসর হবে, অন্ধকারে আচ্ছন্ন হবে। আলো আঁধারের এই সন্ধিক্ষণে, কোন ঐন্দ্রজালিক শক্তি প্রকৃতিকে অতুলনীয় করে তোলে। পড়ন্ত বেলার এই অদ্ভুত মায়াময় দৃশ্য অরিন্দম বুঝি মন দিয়ে প্রত্যক্ষ করেনি কখনো। প্রকৃতিকে অন্ধকারে চাদর পড়াবার উদ্দেশ্যে সূর্যের রক্তিম দীপ্তি ক্রমশঃ নিমজ্জিত হচ্ছে। কি অপূর্ব! অরিন্দম এই অতি পরিচিত অথচ অসাধারণ দৃশ্যটি মুগ্ধ হয়ে আস্বাদন করল।

আজকাল সময় পেলেই অরিন্দম বারান্দায় এসে বসে। নিজের বাংলোর চার ধারে নিহিত সৌন্দর্য খুঁটিতে খুঁটিতে আবিষ্কার করবার চেষ্টা করে। বিশাল পৃথিবীর বৈচিত্রের তুলনা নেই, কিন্তু নিজের এই গণ্ডিবদ্ধ ভূমিখণ্ডের বৈচিত্ররও বুঝি তুলনা হয় না। অরিন্দমের সম্মুখে বারান্দার নীচে সবুজ ঘাসে আবৃত্ত মখমলী লন। লনের সামনে গোলাকার বৃত্তে এক আশ্চর্য সুন্দর বাগিচা। কিছুদিন হল, এই বাগিচার সাথে এক গাঢ় সম্পর্ক গড়েছে অরিন্দম। থাকে থাকে বিভিন্ন রকমারি পুষ্প রাশির বর্ণচ্ছটা অরিন্দমকে শুধু মুগ্ধ করে না, অরিন্দম অবাক চোখে তাকিয়ে উপলব্ধি করে এই সৃষ্টির রহস্যকে। গোলাকার বৃত্তের মাঝখানে পাতলা হরিদ্রাভ গোলাপের অলিবদ্ধ ক্ষেত্র। যেন ঘি রঙা এক খণ্ড মেঘের ছবি। দূর থেকে হঠাৎ নজরে এলে তাই মনে হয় অরিন্দমের। কাননের প্রান্ত দেশে গুচ্ছ গুচ্ছ বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত পুষ্পিত গাছের শোভার নাম জানা নেই অরিন্দমের। তবে কুঞ্জবনের ডান পাশ ঘিরে অনতি দীর্ঘ গাছগুলির নাম পপি, সেটা সম্প্রতি জেনেছে অরিন্দম। সেই গাছে অতি হাল্কা গোলাপী রঙের ফুলের রূপ অরিন্দমের মধ্যে এক অদ্ভুত মাদকতা নিয়ে আসে। এতদিন ফুল, ফল, গাছ গাছালী, প্রকৃতি নিয়ে মাথা ঘামাত না অরিন্দম। তাই এই বিষয়ে অরিন্দমের জ্ঞান খুবই সীমিত। গতকাল রোববার ছিল, তাই সকালবেলার অলস সময়টা মালির সাথে বাগান পরিচর্চা করে কাটিয়েছে।

প্রকৃতির রস গ্রহণ করতে গিয়ে নিজের মধ্যে কোনও চিত্রকরকে খুঁজে পায় যেন অরিন্দম। মনে হয়, পরিচিত রূপকে আরো মধুর ও স্বপ্নময় করে তোলা যায়, নিজের কল্পনার তুলি দিয়ে। অনায়াসে বিদেশের কোনও বিখ্যাত ছবি বানিয়ে ফেলা যায়।

সুখের বিভিন্ন দিক, ও রূপ সম্বন্ধে অরিন্দমকে জাগিয়ে তুলেছেন যিনি, তার প্রতি অসীম কৃতজ্ঞ অরিন্দম। নয়না, অরিন্দমের স্ত্রী। অরিন্দমের আপনজন। এই সত্যকে যবে থেকে মনে ঠাঁই দিয়েছে, তবে থেকে অরিন্দমের দিব্য দৃষ্টি খুলে গেছে। পরিচিত অপরিচিত সর্ব্বত্র অরিন্দম যেন সুখের সাথে ঘনিষ্ঠ হচ্ছে। বহু বছর অরিন্দমের ঘর বৌ বিহীন ছিল। গত কয়েক বছর ঘরে বৌ না থাকার কষ্ট অরিন্দমকে বেশ বিপর্যস্ত করে ফেলেছিল। এতদিন অরিন্দম বাস করত চার দেওয়াল ব্যষ্টিত এক শূন্য আবাস স্থলে। সেখানে বহু দিন গৃহের সুগন্ধ অনুভব

করেনি অরিন্দম। যাই হোক, এবার নয়নার কাছে গিয়ে, গৃহ ও গৃহিনীকে ফিরে পাবার আশাব্যঞ্জক ইঙ্গিত পেয়েছে। সবই ঠিক আছে। তবুও, কোথায় যেন হিসেবের ভুল হয়ে গেল। নয়না ও অরিন্দমের মধ্য দিবস শেষে অর্জিত, চুক্তি ও সমঝোতাকে রক্ষা করবার শক্তি না হারিয়ে ফেলে অরিন্দম! অন্য দিকে গোলাপী সৌন্দর্যকে উপেক্ষা করাও সম্ভব হচ্ছে না।

ডিম্পিকে বম্বের ফ্লাইটে উঠিয়ে সেদিনই নিজের কর্মস্থলে ফিরে আসছিল অরিন্দম। অফিসের গাড়ি হায়দ্রাবাদে এসেছিল অরিন্দমকে নিতে। হাল্কা আওয়াজে পঙ্কজ উদাসের গজল লাগিয়ে, সুরের ও গাড়ির ঝাঁকুনির আমেজ সহ আধশোয়া অবস্থায় কিছু চিন্তা করছিল অরিন্দম। এবার অরিন্দমের সংসারেও সুখ আসবে। এই চিন্তাই অরিন্দমকে আপ্লুত করছিল বেশী। জনবিরল রাস্তায় গাড়ি তেজ গতিতে চলছে। আট নয় ঘন্টার পথ। শূন্য পথ পেলে সাত ঘণ্টাতে পৌঁছে দিতে পারে। অরিন্দমকে সেই আশ্বাসই দিয়েছে ড্রাইভার। দুধারে কাজু গাছের সারি রেখে গাড়ি এগিয়ে চলেছে। ঘন্টা খানেক চলবার পর ড্রাইভার গাড়ি থামিয়ে অরিন্দমকে আড়াল করে একটু খৈনী বানিয়ে খেল। অরিন্দম ব্যাপারটা বুঝলেও কিছু বলল না। এই ধরনের নেশা ব্যতিরেকে এরা এত দূর পথ এক নাগাড়ে ড্রাইভ করতে পারে না। সাহেব কিছু না বললেও ড্রাইভার গাড়ির গতি ভঙ্গ করবার কৈফিয়ত দিতে বলল, ব্যাস, আর দাঁড়াব না। একবারে পঞ্চশীলাতে গিয়ে গাড়ি থামাব।

ষাট সত্তরের ওপর যেও না। তাহলেই হবে।

স্যার, রাস্তা যখন খালি, তাহলে মাঝে মাঝে একটু লিমিট ক্রশ করব।

আর যাই কর, আমায় প্রাণে মেরো না।

না স্যার। আমি কি অসাবধানী? কিছু হবে না।

গাড়ি চলছে তো চলছেই। গান শুনতে ভাল লাগছিল না বলে গান বন্ধ করে দিল অরিন্দম। প্রাকৃতিক শোভা দেখে আরো কিছুটা সময় অতিবাহিত করবার সিদ্ধান্ত নিয়ে সোজা হয়ে বসল অরিন্দম। শূন্য জনবিরল পথে, মাইল খানেক চলার পর, দূর থেকে অকস্মাৎ এক মানুষ দেখতে পেল অরিন্দমরা। গাছের ছায়ার নীচে স্যুটকেসে হাতে এক অপেক্ষারত এক মানবী। নির্জন পথে গাড়িটা দেখে সেই মানবীরও বুঝি ধড়ে প্রাণ এলো। দূর থেকেই হাতের ইশারায় গাড়ি থামাবার চেষ্টা করল। ড্রাইভারের শর্ত অনুযায়ী গন্তব্য ছাড়া অন্য কোথাও গাড়ি থামানো যাবে না। তাই সেই মানবীর সম্মুখে এসেও গাড়ি থামল না। অপেক্ষারত রমনীকে উপেক্ষা করে এগিয়ে এলো।

কিছুটা দুরত্বে চলে আসার পর অরিন্দম জিজ্ঞেস করল, কি হল গাড়ি থামালে না কেন?

স্যার আপনি তো হুকুম দেননি।

ঠিক আছে গাড়ি ব্যাক কর।

স্যার এ লাইনে এক দু'ঘন্টা পর পর বাস পাওয়া যায়। ড্রাইভার একটু অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলে।

তা যাক, আমরা দুই মরদ মিলে একজন ভদ্রমহিলাকে সাহায্য করতে পারি। জিজ্ঞেস করে নাও কোথায় যাবেন। আমাদের পথে হলে নিয়ে নেবে।

ড্রাইভার গাড়ি থামাতেই ভদ্রমহিলা দৌড়ে এসে বলে, ক্যান আই হ্যাভ এ্যা লিফ্‌ট প্লিজ।

কোথায় যাবেন? ড্রাইভার জিজ্ঞেস করল।

ভদ্রমহিলা গন্তব্যস্থলের নাম জানাল।

অরিন্দম খুশি হয়ে বলল, আরে আপনি পঞ্চশীলাতে যাচ্ছেন। আমরাও তো সেখানেই যাব।

তা হলে আমি কি আপনার সাথে যেতে পারি?

হোয়াই নট? প্লিজ কাম ইন। অরিন্দম নিজেই দরজা খুলে আমন্ত্রণ জানাল ভদ্রমহিলাকে। অরিন্দমের অনাবশ্যক উৎসাহ দেখে ড্রাইভার বিরক্ত হল। ভদ্রমহিলাকে বলল, আপনি এখানে আসুন। পেছনে বসলে সাহেবের অসুবিধে হবে।

আরে না না, অসুবিধে কিসের । অরিন্দম বিনা দ্বিধায় বলে।

থ্যাংক ইউ স্যার। বলে ভদ্রমহিলা বিনা বাক্যব্যয়ে সুটকেস নিয়ে অরিন্দমের পাশে বসল।

ড্রাইভার গাড়ী স্টার্ট করল। অরিন্দম জিজ্ঞেস করল এই নির্জন দুপুরে এখানে কি কারো জন্য অপেক্ষা করছিলেন?

হায়দ্রাবাদ থেকে বাসে আসছি। বাসের কন্ডাকটার এখানে নামিয়ে দিয়ে বলে, পঞ্চশীলার বাস এখানে পেয়ে যাবেন। অনেকক্ষণ থেকে অপেক্ষা করছি।

আপনি নতুন এলেন এদিকে।

হ্যাঁ নতুন এপয়েন্টমেন্ট। এই প্রজেক্টের হেলথ অফিসার।

অরিন্দম গৌহাটি যাবার আগে ফাইল দেখে গিয়েছিল, একজন নতুন ফিমেল হেলথ অফিসার জয়েন করবার কথা। ইনিই বোধহয় তিনি। অরিন্দম নামটা মিলিয়ে নেবার জন্য জিজ্ঞেস করল, ম্যা আই নো ইউর নেম প্লিজ।

ওহ্ সার্টেইনলি। আই এম ডক্টর আনন্তা সুদ ফ্রম লৌক্ষ্ণ।

আচ্ছা! ওয়েল কাম টু পঞ্চশীলা। বাই দ্যা ওয়ে, আই এ্যাম অরিন্দম ঘোষ, চিফ জেনারেল ম্যানেজার অফ দিজ প্রজেক্ট।

রিয়েলি স্যার? ইট ইজ এ্যা ডিলাইটফুল সারপ্রাইজ ফর মী। আই এ্যাম এক্সট্রিমলী স্যরি স্যার। আমি আপনাকে চিনতে পারি নি। হাতজোড় করে বললেন ভদ্রমহিলা।

চিনতে পারবেন কি করে। আপনি এখানে এর পূর্বে কখনো আসেননি।

ভদ্রমহিলাকে দেখবার সঙ্গে সঙ্গে অরিন্দম একটা জিনিষ লক্ষ্য করেছিল। ভদ্রমহিলার গণ্ডদেশ খুব ফিকে গোলাপী রঙের যা সচরাচর দেখা যায় না। সাথে ম্যাচ করা গোলাপী বস্ত্রের আবরণ। অরিন্দম ঘোষ, নারীর অনেক রূপ দেখেছে, কিন্তু, এই রূপ যেন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তাই প্রথম দর্শনেই অরিন্দম কাৎ হয়ে গেল। বলাবাহুল্য, অরিন্দমের জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট বহু নারীর মধ্যে, আর একজনরূপে প্রবেশ করলেন ইনি।

এসব ব্যাপারে শুধু অরিন্দমকে দোষ দেওয়াটাও বোধহয় যুক্তি সংগত হবে না। কারণ, অনেক ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে, অরিন্দমের চাইতে, প্রমীলাবৃন্দের উৎসাহ, মায়া ও মোহ অপেক্ষাকৃত উচ্ছল ও আগ্রহ পূর্ণ। অরিন্দম যেমন নারীর রূপে মজে। অপরপক্ষও সমানভাবে

দায়ী থাকে হৃদয় ঘটিত বা অন্য কার্যটি সংঘটিত করতে। অরিন্দমের প্রতি তাদের আকর্ষণও কোনও অংশে কম থাকে না। তাই অরিন্দমকে কেন্দ্র করে যা ঘটে, তা দুহাতের তালি সহযোগেই বাজে। এই ক্ষেত্রেও তাই হল। নতুন হেলথ অফিসার প্রথম দর্শনেই চিফ জেনারেল ম্যানেজারের প্রেমে পড়ে গেল।

লীনার পর্ব শেষ করে দেবার একটা মোটামুটি পরিকল্পনা অরিন্দমের ছিলই। ডাক্তার সুদ, ক্যাম্পাসে প্রবেশ করবার সাথে সাথে লীনার নামটা অরিন্দমের নায়িকাদের অভিধান থেকে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

পুরোনো যা, সে তো আবর্জনা। তাই তাকে ফেলে দাও ডাস্টবিনে। নব রূপে, নব আনন্দে নতুনকে আস্বাদ কর। শেষ মেষ এই নীতিকেই মেনে নিল অরিন্দম। অরিন্দম ঘোষের আর এক বৈশিষ্ট হল, যখনই কোন নারীর মোহে আকৃষ্ট হয় অরিন্দম, তখন, সংস্কার, নৈতিক জ্ঞান ইত্যাদির নাগপাশ থেকে নিজেকে মুক্ত করে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া। তাই, মন চাইলে যে কোন নারীর সংস্পর্শ লাভ করতে কুন্ঠিত বোধ করে না।

আপনার স্ত্রী, মানে পরিবার, ও ছেলে মেয়ে কি আপনার সঙ্গে থাকে না মিঃ ঘোষ? প্রথম দিন অরিন্দমের বাড়িতে এসে এই প্রশ্ন করে ডাক্তার অনীতা সুদ।

অরিন্দম তো বোকা নয়, অরিন্দম এবার স্ত্রীকে পাকাপাকি ভাবে নিয়ে আসবার বন্দোবস্ত করে ফেলেছে, সেটা জানাবে কেন। এত বড় একটা প্রজেক্টের চিফ জেনারেল ম্যানেজার, অরিন্দমকে স্যার বলে সম্বোধন না করে, মিঃ ঘোষ বললে অরিন্দমের অসম্মান হয়। তা সত্ত্বেও, মইন্ড করল না অরিন্দম। কারণ মনটা তখন এই নতুন সুন্দরীর ঘ্রাণ নিতে টল মল হয়ে উঠেছে।

বলল, আমার ঐ একটাই সমস্যা জানেন! স্ত্রী সুখ ভোগ করতে পারি না।

সেকি? কেন?

কেন আবার? হলো না। উনি ওনার নিজের রাজ্যে বাস করেন। আমি আমার রাজ্যে। উনি জনস্রোতের মাঝে নিজেকে বিলিয়ে আনন্দ পান। আমি আনন্দ পাই সুন্দরের মাঝে নিজেকে বিলিয়ে।

আপনার কষ্ট হয় না স্যার একা থাকতে?

আমার অভ্যাস হয়ে গেছে জানেন!

বলেই আড়চোখে মিস্ সুদের মুখটা দেখে বল্লে, মিস্ সুদ আপনিও তো একা! আপনার কষ্ট হয় না? সঙ্গীর অভাব বোধ করেন না?

মিস সুদ চা খেয়ে বেরিয়ে যাবার সময়, অরিন্দম আবার কথাটা তুলল, আপনি কিন্তু [redacted] জবাব দিলেন না? আপনি লোনলী ফিল করেন না?

[redacted] আমার লাক্ ভাল। এসেই আপনার মত ভালো লোকের

[redacted] কোন অসুবিধে হলে অবশ্যই আমাকে জানাবেন।

দ্বিতীয় পর্যায়ের বার্তালাপ শুরু হয় এই পদ্ধতিতে। স্যার আজ কিন্তু, আমি আশা করেছিলাম আপনি আমার ওখানে আসবেন?

এত বাড়াবাড়ি সহ্য করবে না অরিন্দম। একটা বড় শিল্প উদ্যোগের চিফ জেনালের ম্যানেজার, একজন সাধারণ ডাক্তারের ঘরে প্রেম নিবেদন করতে যাবে? সেরকম কোন ইমার্জেন্সী হলে যে যাবে না তা নয় অবশ্য। তবে প্রথম পর্যায়ে নিজের খুঁটি শক্ত রাখে অরিন্দম। নিজের হ্যাংলাপনা প্রকাশ হয়ে গেলে, নিজের কাছে নিজের ইজ্জৎ থাকে না। মুখে বলল, আমি? না, আমি খুব একটা কোথায়ো যাই না। এক কাজ করতে পারেন, ইফ ইউ উইস, ইউ ম্যা কম টু মী। আমার এখানে অবাধে চলে আসতে পারেন।

স্যার আমাকে তুমি বলে ডাকবেন। বেশ আহ্লাদি সুর ঢেলে বলা হল।

তাতে অরিন্দমের আহ্লাদও উথলে উঠল। অফকোর্স। আমিও সেটা ভাবছিলাম। মাঝখানে তুমি ডাকটা না থাকলে কোন সম্পর্ককে আপন মনে হয় না। তুমি কি আমার আপন নও?

কি যে বলেন স্যার! অনীতা সুদের লাজুক স্বর।

যা বলছি, ঠিক বলছি। তাই নয় কি? অরিন্দম সমর্থন পাবার উৎসাহ নিয়ে বলল।

লজ্জায় অবনত মস্তক খানিকটা উঠল। সংকোচ মিশ্রত আনন্দ নিয়ে বলল, রিয়েলি স্যার!

রিয়েলি। তুমিও আমায় তুমি বলে সম্বোধন করতে পার।

স্যার! অনীতা আবার আহ্লাদ ঢালল, চোখে মুখে স্বরে।

ওসব স্যার ট্যার সম্বোধনও আমার পছন্দ নয় অনীতা। ডাকতে হয় সোজা নাম ধরে ডেকো। ম্যা বী, আই এম ওল্ডার দেন ইউ! দুজনে দুজনের কাছে সহজ হয়ে গেলে, আমরা একে অপরের বন্ধু হতে পারি।

স্যার ওটা মুখে আনতে সময় লাগবে।

কোনটা?

ঐ আপনার নাম ধরে ডাকা।

ডোন্ট ওরি। টেক ইউর ওন টাইম। আই ওয়ান্ট ফ্রেন্ডলি পিপল।

অন্তরঙ্গতার পরিধি শুধু মৌখিক আলাপের মধ্যে সীমিত থাকতে পারে কি? বিশেষ করে এই দুই নারী পুরুষের? অরিন্দম ঘোষ আর অনীতা সুদের, উভয়ের জন্য উভয়ের আকর্ষণ এত প্রবল ছিল যে, চুম্বক শক্তির উত্তর মেরু আর দক্ষিণ মেরুর ঘর্ষণের প্রয়োজন হয়নি। উভয়ে, ধৈর্যের ক্ষমতায় পরীক্ষা দিতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছে। উভয়ের গতি, একে অন্যকে দাবিয়ে অগ্রাধিকার পাবার প্রয়াস করতে দিশেহারা। অরিন্দম ঘোষ, যার বয়স পঁয়তাল্লিশ বছর, এখনও এক স্বয়ং সম্পূর্ণ যুবকের ক্ষমতা রাখে কোন যুবতী নারীর হৃদয় হরণের ক্ষেত্রে। অনীতা সুদ অবশ্য ঠিক যুবতী নয়। কিন্তু, কেউ বয়স ধরিয়ে না দিলে, সে এক অপরূপা তরুণী। বয়স তেত্রিশ পার হয়েছে, কিন্তু দেখায় বাইশ বছরের এক পূর্ণাঙ্গ যুবতী। আসলে এসব ক্ষেত্রে বয়স কোন ফাক্টর হয় না। মূল কথা হল, যার সাথে যার মজে।

অরিন্দম ঘোষের এই নতুন কৃতকার্যতায় সব চাইতে মুষড়ে পড়েছে সিনিয়র ম্যানেজার ম্যাকানিকেলের মজুমদার সাহেব। কানাঘুষো শুনতে শুনতে, একদিন ঠাট্টার ছলে বলেই ফেললেন, স্যার আপনি কি সত্যিই সেই পাঞ্জাবী ডাক্তারনীকে কাত্ করে দিলেন। প্রশ্নটা শুনে অরিন্দম খুশি হল। কারণ, ইদানীং লীনা অরিন্দমকে বিশেষ গ্রাহ্য করত না। বড় বড় ঠিকাদারের দিকে নজর দিতে শুরু করেছিল। অরিন্দম আর যাই সহ্য করুক, কোন নারীর অবহেলা সহ্য করতে পারে না। তাই, সুযোগ পেয়ে একটা মোক্ষম জবাব দিয়ে দিল। কি করব বলুন? কেউ যদি আমার মত বুড়ো মানুষটাকেও পাগলের মত চাইতে শুরু করে, আমার আপত্তি করবার উপায় নেই। আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু হার্ম এনি বডি।

লীনাকে অবহেলা করে আর একজন নারীর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন স্যার। এখন তো মজুমদারের কোন কথাই শুনবেন না ঘোষ সাহেব। আব্দার বায়না, ছুটি, পক্ষপাতিত্ব ইত্যাদি কোন ফেবার আর পাবে না মজুমদার। নতুন ডাক্তারনী মজুমদার সাহেবকে খুব হাতশ করে দিল। মনে মনে নিজের স্ত্রীকে গালি গালাজ করল মজুমদার। লীনার উচিত ছিল আরো শক্ত হাতে ঘোষ সাহেবকে আঁকড়ে ধরে রাখা। লীনার প্রতি বিমুখ হলে অরিন্দম ঘোষ তো আর পাত্তাই দেবে না মজুমদারকে।

ইদানীং অরিন্দম রুটিন মেনে চলে। একটা বাঁধাধরা নিয়ম করে ফেলেছে নিজের জন্য। প্রত্যেকদিন অফিস ছুটির পর ঘরে চলে আসে অরিন্দম। খুব প্রয়োজন না হলে কোন পার্টি এটেন্ড করে না। অত্যন্ত ইমার্জেন্সী না হলে কোন মিটিংএ যায় না। অফিসের পোষাক ছেড়ে ফ্রেশ হয়ে, ঘরে বসে অপেক্ষা করে অনীতার। অনীতা কোন দিন আসে। কোনদিন আসে না। না এলেও বাগানের পপি গাছের হাল্কা গোলাপী ফুল আছে। অন্ধকার হয়ে এলেও বারান্দাতে বসে থাকে অরিন্দম।

সেদিন সকাল থেকে বৃষ্টি ছিল। এই ধরণের মেঘলা দিন খুব মন কেমন করে। বিশেষ করে সন্ধে বেলাটায় খুব অস্থির হয়ে উঠল অরিন্দম। পানাসক্ত অরিন্দমের পান করতেও ভাল লাগছিল না। আজ অন্য কিছু চাই। কোনও অপূর্ণতা পূর্ণ করতে চায় অরিন্দম।

অরিন্দমের মনের বাসনা ব্যর্থ হল না। ধপ্ ধপে ফর্সা গায়ের রঙের সাথে হাল্কা গোলাপী রঙের সালাওয়ার কুর্তা। গণ্ডদেশ ও অধর, রঙ্গে রসে টুক্ টুক্ করছিল। চকিত রসনা অনীতা কি অরিন্দমের মনের কথা বুঝবে!

ইদানীং আর একটা ব্যবস্থা করেছে অরিন্দম। অনীতা এলে ড্রয়িং রুমে না বসিয়ে সোজা গেষ্ট রুমে নিয়ে যায়। সেখানে নিরিবিলি ও নির্জন পরিবেশে অরিন্দম ও অনীতা ব্যতিত অন্য কারো প্রবেশ নিষিদ্ধ। অন্য কেউ বলতে চাকর টিম্পু বা আচমকা যদি কোন অতিথি এসে পড়ে। কিছু দিন হলো আর একটা নিয়মও প্রচলিত করেছে অরিন্দম। টিম্পুকে বলে দিয়েছে অরিন্দম আর ডাক্তার মেমসাহেব গেস্ট রুমে ঢুকে যাবার পর, টিম্পু যেন মনে করে, অরিন্দম বাড়িতে নেই। অর্থাৎ এই সময়কালটুকু অরিন্দম ঘরে অনুপস্থিত।

বুঝলি তো?

টিম্পু একটা অবিশ্বাস্য দৃষ্টি রেখে মাথা নেড়েছে।

শ্রীমতীর সাথে যেদিন প্রথম স্পর্শকেন্দ্রিক অন্তরঙ্গতা স্থাপন হয়েছিল অরিন্দমের, সেদিনও এমনি বৃষ্টির দিন ছিল।

আজ তোমার আগমন হবে জানতাম।

না মশাই। আজ আমার আসবার মোটেও ইচ্ছে ছিল না। এই বৃষ্টি মাথায় নিয়ে কি আসা যায়?

একটা ফোন করলেই পারতে গাড়ি পাঠিয়ে দিতাম।

তাই কি তুমি পার! ড্রাইভার জেনে যাবে না? লোক জানাজানি হবে না!

এখন কি হচ্ছে না?

নাও হতে পারে। আমি এই সন্ধেবেলা রেনকোট গায়ে দিয়ে কোথায়, কার বাড়ি যাচ্ছি, তা লোকের নজরে নাও পড়তে পারে। তাছাড়া আমি একজন ডাক্তার। তাই রুগীর ঘরে অবশ্যই যেতে পারি।

ওহ্! আমার কি হয়েছে যেন?

তোমার আবার কি হবে?

বারে, বললে যে, তুমি ডাক্তার তাই রুগীর ঘরে আসতে পার।

এই ঠাট্টা করো না তো। একেই তো এই বৃষ্টিতে এলাম। রেনকোট টাঙ্গিয়ে রেখে বলল অনীতা।

হ্যাঁ, কেন এলে বলত?

এই আবার ইয়ার্কি করা হচ্ছে? কেন এলাম শুনবে? তোমার দর্শন না পেলে আমার শারীর মন, আজ থেকে অনির্দিষ্ট কালের জন্য অনশন শুরু করে দিত।

বেশ করেছ এসেছ। মানুষ কি সঙ্গী ছাড়া থাকতে পারে? সঙ্গীহীন জীবনে মানুষের অনেক ইচ্ছা অপূর্ণ থেকে যায়।

অনীতা চোখ বড় বড় করে চাইল। এই মানুষকে মাত্র এক মাসের মধ্যেই অনীতা আপন করে নিয়েছে। কিন্তু, এই মানুষও কি অনীতাকে ঠিক সেই ভাবে চায়? অনীতার কেমন যেন ভয় করে মাঝে মাঝে। ইনি এত বড় পোষ্টে নিযুক্ত বলেই অনীতার বেশী ভয়। যদি বেঁকে যান।

অরিন্দমের দিকে কেউ মুগ্ধ দৃষ্টি নিয়ে চেয়ে থাকলে, অরিন্দম খুশি না হয়ে অখুশী হতে যাবে কেন? তা সত্ত্বেও জিজ্ঞেস করল, কি দেখা হচ্ছে শুনি?

অনীতা দৃষ্টি সরিয়ে জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা অরিন্দম, তুমি কি সত্যিই আমাকে চাও?

চাই মানে? এত দিনে তুমি কি কিছু বোঝনি! আমি একাই কি চাই? তুমি চাও না আমাকে?

অনীতা কি যেন ভাবল। তারপর অব্যক্ত ভাষায় অরিন্দমের প্রশ্নের হ্যাঁ বাচক জবাব দিল।

অনীতার জবাবে মনের জোর বেড়ে গেল অরিন্দমের। বলল, আমি জানি তুমি আমাকে ভীষণ ভাবে চাইতে শুরু করেছ।

অনীতা লাজুক ভাবে চাইল। অরিন্দম কিছুটা এগিয়ে এলো অনীতার দিকে।

এইক্ষণে তোমার ওষ্ঠে প্রবল তৃষ্ণা অনীতা।

অনীতা মস্তক অবনত করল। ফলে, অরিন্দম আর একপ্রস্থ অগ্রসর হবার সাহস পেল। বলল, মনে সংকোচ থাকলে তো হবে না। টেল মী দ্যা ট্রুথ। হোয়েদার আই এ্যাম রাইট অর রঙ?

অনীতাও সাহসী মেয়ে। সংকোচ কাটানোর জন্য কিছুক্ষণ সময় নিলেও, জবাব দিল, চাইলেই বা।

চাইলে তুমি পাবে। সঙ্গে, অরিন্দমের একটা অদ্ভুত দৃষ্টি, একঝাঁক আস্কারা সহ অনেক কিছু বুঝিয়ে দিল।

কাম! এসো? অরিন্দম দুহাত প্রসারিত করল। অনীতা ধীর গতিতে এগিয়ে এলে, অনীতার মুখটা দু'হাতে নিয়ে কিছুক্ষণ বিভোর হয়ে চাইল। তারপর, নিজের মুখটা অনীতার দিকে বাড়িয়ে দিল। দুই নারী পুরুষ, একে অন্যের অধরে সমর্পিত হয়ে নিজেদের আবেগ মুক্ত করতে ব্যস্ত হল। ক্ষুধার্ত এক নারী, এক লোলুপ পুরুষের শিকার হল কিনা সেটা অবোধগম্য রইল দুজনের কাছে।

কয়েক মিনিটের মিলন পর্ব সমাপ্ত হলে, তৃপ্তির উচ্ছ্বাসে দুজনে বিমূঢ় হল।

আকাংক্ষিত হলেও, অকস্মাৎ এই প্রাপ্তি ঘটিয়ে ফেলে, অরিন্দমের কথা বুঝি হারিয়ে গেল। অনীতা নারী সুলভ স্বাভাবিক লজ্জা রক্তিম চেহারা, নত চক্ষু নিয়ে কিছু সময় বসে থেকে, উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আমি বরং আজ যাই।

যাবে? ঠিক আছে যাও। প্রথম দিন এর চাইতে বেশী অগ্রসর হতে চাইল না অরিন্দম।

গৌহাটি থেকে ফিরে এসে নয়না আর অন্তুর সাথে ফোনের মাধ্যমে বেশ অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছিল অরিন্দম। আপনজনের সাথে আন্তরিক সুরে কথাবার্তা বলতে কার না ভাল লাগে! কিন্তু, ইদানীং সেই অন্তরের সুরে খানিকটা ভাটা পড়েছে। কি করবে অরিন্দম? দু'পক্ষের জন্য সমভাবে নিজেকে ব্যয় করবে কি করে? উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা, ভালবাসা, আবেগ, আগ্রহ দু'দিকে এক সাথে বিতরণ করা সম্ভব নয়। তাই অরিন্দমের ইচ্ছানুসারে পুনরায় নয়নার সাথে যে সম্পর্ক সুদৃঢ় হতে যাচ্ছিল, সেই সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন না হলেও, সেই গভীরতার ফিতে ঢিলে হয়েছে। অরিন্দম মানুষ। অরিন্দমের সাধ্য নেই দু'নৌকায় পা দিয়ে চলে।

কিন্তু, তাই বলে নয়নাকে অস্বীকার করবার স্পর্ধাও নেই অরিন্দমের। নয়নাকে আবার অবহেলা করে, সে দুঃসাহসও নেই। নয়নার সাথে সম্পর্ক আবার তিক্ত হওয়ার মত কোন মারাত্মক ঘটনা ঘটাবার মত মূর্খও নয় অরিন্দম। অন্য দিকে অনীতাকে অন্তরের বাহির করবার সাধ্যও নেই অরিন্দমের। আজ এবং আগামী এই দুয়ের মাঝে পার্থক্য আছে। আসন্নটা যখন ভবিষ্যতের আওতায় পড়ে। তখন স্বাভাবিক ভাবেই, অরিন্দম আজকে প্রাধান্য দেবে। বর্তমান সুখে বিভোর হতে চাইবে। আসন্ন সুখের চিন্তা এই মুহূর্তে না ভাবলেও চলবে। তবে, অরিন্দম

চায়, নয়না কেন্দ্রিক সুখ ভবিষ্যাতের জন্য সুরক্ষিত থাকুক। তাই, আপাততঃ নয়না প্রসঙ্গ লোহার বাক্সে গচ্ছিত রেখে তালা লাগিয়ে দিয়েছে অরিন্দম। সেখানেই সুরক্ষিত থাকবে নয়না। সময় হলে সেই বাক্স উন্মুক্ত করে নয়নাকে বের করে নেবে। অনীতাকে নিয়ে যা হচ্ছে অরিন্দমের হৃদয় বাহিরে, তা নয়নার গোচরে হচ্ছে না। এটা অরিন্দমের কাছে একটা সান্ত্বনা ও স্বস্তি।

অরিন্দমের মন স্পর্শ কাতর নয়। কিন্তু, অরিন্দমের শরীর বিশেষ কারো স্পর্শের আকাংক্ষা করে কাতর হয়। অনীতা নামটা অরিন্দমের মধ্যে ওতোপ্রতো ভাবে জড়িয়ে গেছে। তাই আজকাল অনীতা ছাড়া কিছু ভাবতে পারে না অরিন্দম।

সেদিন প্রবল বর্ষণ সত্বেও বাইক নিয়ে অনীতা এসেছিল। সন্ধ্যের পর থেকে অরিন্দম উদভ্রান্তের মত অপেক্ষা করছিল। প্রথম প্রথম অনীতাকে একবার চোখের দেখা দেখেই আশ্বস্ত হত। কিন্তু, যত দিন যাচ্ছে চাহিদা যেন তত বাড়ছে। অনীতাকে একদিন স্পর্শ না করলে অরিন্দম পাগল হয়ে যায়। প্রতিদিন অরিন্দমের ঘরে আসতে বারণ করেছে অরিন্দম নিজেই। এখন নিজের অবস্থা দেখে বুঝল, অরিন্দমের এই ব্যবস্থায় অনীতা ঠিক থাকলেও অরিন্দম বেঠিক হয়ে যাবে। তরতাজা অনীতা ঘরে ঢোকার সাথে সাথে অরিন্দম বলল, এলে? এতক্ষণে তোমার সময় হল?

ওমা, এভাবে তলব করছ কেন বলতো? আমি তো ভেবেছিলাম, এই ঝড় বাদলের দিনে কেন এলাম, তার কৈফিয়ৎ চাইবে তুমি। অরিন্দম সে কথায় কর্ণপাত না করে অনীতার কাছে এসে দুহাত ধরে অনুনয়ের সুরে বলে, না এলে আমার কি অবস্থা হত জানো?

তা জেনে আর আমার কাজ নেই। এখন একটু বস। আমায় একটু শ্বাস নিতে দাও।

না বসব পরে। আগে দাও। অরিন্দম দুর্দমনীয় আবেগে দীর্ঘ চুম্বন ক্রিয়া সমাপ্ত করে শান্ত হয়ে বসল।

অনীতা অরিন্দমের আচরণে বিরক্ত হয়ে বলল, তুমি কিন্তু কামুক হয়ে যাচ্ছ অরিন্দম।

কামুক কেন হতে যাব! এটা আমার অধিকার বা পাওনা তোমার কাছে।

কেন? তা কেন হবে?

কেন আবার কি? বিকজ আই লাভ ইউ।

অরিন্দম উঠে এলো অনিতার কাছে। পেছন থেকে বসে গলা জড়িয়ে বলে, লিসেন ডিয়ার। আমার মনটা আজ আরো অনেক কিছু চাইছে।

তোমাকে কি দেই নি বল? আর কি দেবার আছে। আমার এই হৃদয়ের সবটা জুড়ে তুমি রয়েছ।

তাকি আমি বুঝি না ডিয়ার। তাইতো মনটা উন্মাদ হয়ে ওঠে। আরো। আরো চাই আমার। তোমার এমন মনে হয় না!

অরিন্দমের ইঙ্গিত আন্দাজ করে অনীতা হাত সরিয়ে অন্য খানে গিয়ে বসল।

কি হল? আমি কোন অন্যায় করলাম?

তা নয় তো কি? তোমার এই সমস্ত আমার ভাল লাগে না।

ভাল লাগে না? আহত গলায় উচ্চারণ করল অরিন্দম।

আই মীন, তুমি এসব করে আমাকে দুর্বল করে দিচ্ছ। আই ডোণ্ট লাইক।

কেন তোমাকে দুর্বল করব কেন? তোমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে তো কিছু হচ্ছে না। যে কাজ তুমি স্ব ইচ্ছায় করবে, সেই কাজ পছন্দ করবে না কেন? তা ছাড়া, বয়সের তো একই ধর্ম আছে।

বয়সের ধর্ম আছে তা মানি। তাই বলে নীতি জ্ঞান হারালে চলবে কেন?

সিলি গার্ল, এখানে নৈতিকতার প্রশ্ন আসছে কেন? আমরা যা কিছু করছি, উই আর লাভার্স, এই কথাটার ওপর ভিত্তি করে করছি।

অনীতা হাসতে শুরু করল। লাভার্স! তা হয়ত ঠিক। কিন্তু, সেখানে তোমার একটা দায় থেকে যাচ্ছে।

শুধু আমার কেন, তোমারও দায় আছে অনীতা। আমাদের দুজনের দায়, দুজনকে খুশী করা।

সে দায়ের কথা বলছি না অরিন্দম।

তাহলে কিসের দায়?

তুমি আজ ভাবুক হয়ে গেছ অনীতা। সিলি গার্ল, এসো, লেট আজ এনজয়।

নো নেভার। বেশ উত্তেজিত স্বরে প্রতিবাদ করল অনীতা।

অরিন্দম কিছু বুঝতে না পেরে বিস্মিত হয়ে চাইল।

তোমরা সব পুরুষরা সমান। তোমরা শুধু লোভ দেখাও। কিন্তু, দায়িত্ব নেবার বেলা নেই।

কিসের দায়িত্ব বলবে কি অনীতা!

যদি বলি আমাকে বিয়ে করতে, পারবে?

বিয়ে? অরিন্দম আঁতকে উঠল।

হ্যাঁ, বিয়ে। বিবাহ হল সামাজিক বন্ধন। বিয়ে ছাড়া, নারী পুরুষের অবাধে মেলামেশা সামাজিক অপরাধ।

তুমি কি জানতে না আমি বিবাহিত।

হ্যাঁ, জানি বলেই তো জিজ্ঞেস করছি।

কোন সামাজিক বন্ধনকে প্রশ্রয় না দিয়ে কি ভালবাসা যায় না? আমাদের মধ্যে যে সম্পর্কটা রয়েছে, সেটা হয়েছে, বিটুইন এ্যা ম্যান এন্ড এ্যা উম্যান। আমি স্বাধীন চেতা অনীতা। আমি মনে করি তুমিও তাই। আমরা দুই স্বাধীন মানুষ, স্বাধীন ভাবে আমাদের সুখের খোরাক জোগাড় করতে পারব না কেন? আমরা দুজনে, দুজনের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে আমাদের এই সম্পর্ক পেতেছি। আমাদের সম্পর্কের মধ্যে সেক্স মেইন ফ্যাক্টর নয়। এখানে কোন দায়বদ্ধতার ব্যাপারও নেই। আমি তোমাকে দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম। এই কথার অর্থ এই নয় যে, আমি তোমার চিরকালের দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত সেটা প্রমাণ করেছি। আমাদের দায় সাময়িক অনীতা। আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ কেবল কিছুটা সময়ের জন্য। এখানে তোমার আমার মাঝে চিরকালের

কোনও অঙ্গীকার নেই। যুগ পাল্টেছে অনীতা।

অনিতা অরিন্দমের কথাগুলো শুনে কোন উৎসাহ পেল না। একটু উদাস হয়ে বসে রইল।

তোমার আজ কি হয়েছে বলোতো?

কি হবে কিছুই হয়নি। অরিন্দম যুগ পাল্টালে কি নিয়ম নীতিকেও অগ্রাহ্য করতে হবে?

নিয়ম নীতি থাকবে না কেন? বিষয় অনুযায়ী থাকবে।

কিন্তু, আমার মনে হয় এখানেও আমরা নীতি বিরুদ্ধ কাজ করছি। মনে হয় প্রেমের নামে আমরা সমাজের কাছে অপরাধ করছি।

কেন? বললাম না সেক্স আমাদের কাছে মেইন ফ্যাক্টর নয়।

মেইন ফ্যাক্টর না হলেও, আমরা আলটিমেটলি কামুক হয়ে যাচ্ছি। ক্রমশঃ শরীর সর্বস্ব সুখের দিকে ধাবিত হচ্ছি।

তা হলেও বা ক্ষতি কি। এই পৃথিবীর মানুষ এর বাইরে আর কোন সুখের সাথে পরিচিত বলবে? যুগে যুগে নর নারীর সুখ রচিত হয়ে আসছে, সেই আদিম খেলা খেলেই। এই সুখই নর নারীর আবেগে তৈরি এক মাত্র সত্য ও শ্রেষ্ঠ সুখ।

অত শত ব্যাখ্যা শুনে কি করব। আমার একটাই প্রশ্ন অরিন্দম, তুমি কি আমায় বিয়ে করবে?

বিয়ে ছাড়া কি আমাদের সম্পর্ক জীবিত থাকতে পারে না?

বিয়েটা হল একটা নিয়ম। নিয়মের গণ্ডিতে আবদ্ধ থেকে জীবন উপভোগে কোন অপরাধ বোধ থাকে না।

আমি মানি না।

সেটাই তো বোঝাবার চেষ্টা করছি। তোমরা পুরুষরা কেবল নারীদের ভোগ করতে চাও।

অরিন্দম জ্বলে উঠল। কেন? শুধু পুরুষের দোষ দেবে কেন? এই যে খানিক পূর্বে আমরা চুম্বন ক্রিয়ায় বিবশ হয়েছিলাম। সেখানে কি তোমার সম্মতি ছিল না।?

ছিল। একশ বার ছিল। ইউ আর ভেরি মাচ এট্রেক্টিভ অরিন্দম। আমি তোমাকে ছাড়া থাকতে পারব না।

তাহলে এত কৈফিয়ত চাইছ কেন?

চাইছি এই জন্য যে, এটাই শেষ কথা নয়। এই কথাকে কেন্দ্র করে আনুষঙ্গিক আরো ব্যাপার রয়েছে। যেগুলো আমাদের মানা উচিত। নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশার মধ্যে নিয়মের গণ্ডি আছে বলেই, এখনও নির্ভেজাল মানুষ চোখে পড়ে।

তুমি আজ খুব বড় বড় কথা বলছ অনীতা। ইফ ইউ ডোন্ট মাইন্ড, আমি একটা কথা জিজ্ঞেস করছি। আর ইউ ম্যারেড অনীতা? অর এ্যা ডিভোর্সি?

অনীতা জবাব দিল না। নত মুখে বসে রইল।

আমি এসব জানতে আগ্রহী ছিলাম না। তোমার কথা প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করতে হল। আমি

বিবাহিত হলেও তোমার কাছে আসতাম। এই ধারণা হল কেন তোমার?

সেই জবাব সেরকম পরিস্থিতি হলেই জানবার সুবিধে হয়। তবে আমার দিক থেকে আমি বলতে চাই। তুমি বিবাহিত মহিলা হলেও, সাড়া দিতে অনীতা। কারণ, আমাদের দুজনের অদ্ভুত এক আকর্ষণ শক্তির দ্বারা আমাদের মধ্যেকার এই সম্পর্কের সৃষ্টি হয়েছে। তাকে মান্যতা দিতে আমরা বাধ্য।

এই সম্পর্ককে আমরা যে ভাবেই জিইয়ে রাখি না কেন। এই সম্পর্কের সৃষ্টি হয়েছিল প্রাকৃতিক নিয়মে। কাজেই কোন অপরাধ বোধের ধার ধারতে যাওয়া বোকামী ছাড়া কিছুই নয়। বাকী রইল সমাজের কথা। আমাদের সম্পর্ক যদি কাউকে উৎপীড়িত করে, দুশ্চিন্তায় ফেলে, তাহলেও, সহ্য করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই আমাদের। অন্য দিকে নিজেদের দোষী ভাববার পরিবর্তে, ভাগ্যের লিখনকে দায়ী করতে পারি আমরা।

এবার বাকী রইল, তোমায় আমি বিয়ে করব কিনা, সেই প্রশ্নের উত্তর। উত্তর দেবার আগে বলব, তোমার মত মহিলার মুখে এই প্রশ্ন মানায় না। তুমি যদি বাইশ তেইশ বছরের আনকোরা যুবতী হতে, তবেই তোমার মুখে এই প্রশ্ন শোভা পেত। তুমি বিবাহিত কিংবা, ডাইভোর্সি কিনা আমি জানি না। যদি এই দুটোর কোনোটাই নও তুমি, তবুও, এ্যাজ এ্যান এজেড লেডি ইন থার্টিজ, তোমার মুখে এই কথা শোভা পেতে পারে না। আর তোমার মধ্যে যদি এত অপরাধ বোধের ভাবনা ছিল, তাহলে, ইউ সুড থিংক এবাউট দ্যা মেটার বিফোর মেকিং মী ইয়র পার্টনার।

এত ব্যাখ্যা শোনালে, তুমি আমায় বিয়ে করতে পারবে না বলেই তো! আমি জানতাম তুমি আমাকে বিয়ে করতে পারবে না।

হঠাৎ অরিন্দমের খুব রাগ চড়ে গেল। বলল, তুমি কি সেই আশা নিয়েই এসেছিলে?

অত রেগে যাচ্ছ কেন অরিন্দম? ঠিক আছে আজ চলি।

না এখনই যাবে কি? এই তো এলে।

তোমার কাছে কেন আসি বলবে? একটু আনন্দ পাবার জন্যেই তো? কিন্তু—

কিন্তু কি? তুমি আমার উপর রাগ করেছ অনীতা?

অনীতা জবাব দিল না। নত মুখে বসে রইল।

অরিন্দম অনীতার কাছে উঠে এসে বলল, তুমি রাগ করলে আমার মন খারাপ করে।

রাগ করবার কথা বলবে অথচ আমি রাগ করব না, তা কি হয়?

কি করলাম? এই? অরিন্দম একটু ঘাবড়ে গেল।

অনীতা রাগান্বিত ভাবে উঠে দাঁড়াল।

তুমি এভাবে যেতে পার না।

খুশী হয়ে যেতে হবে তোমাকে।

তা হয়ত আর সম্ভব হবে না।

যদি হয়?

অরিন্দম এই খেলায় ওস্তাদ। নায়িকাদের মন ঘাঁটাতে না চাইলেও, মনে কষ্টও দেয়

না কখনো। অরিন্দমের ব্যবহারে অনীতা অসন্তুষ্ট চিত্তে যেতে পারে না। প্রেমের ব্যাপারে নিজেকে অভিযুক্ত হীন রাখতে পারাটাই আসল। অরিন্দমও সেই চেষ্টাই করে। রাগ ও অভিমান ভাঙ্গানোর যত রকম পদ্ধতি জানা ছিল অরিন্দমের, সেগুলো প্রয়োগ করে, প্রায় ঘণ্টা খানেক সাধাসাধির পর, অনীতার চেহারায়, অরিন্দমের জন্য মোটামুটি একটা অনুরাগ ভরা দৃষ্টি ফিরিয়ে আনতে সমর্থ হয়েছিল অরিন্দম। অরিন্দম অনীতাকে বিয়ে করবে কিনা, এই প্রশ্নটা, ফাঁক বা সুযোগ পেয়ে কয়েক বার সেই মান ভাঙ্গানোর পালায় প্রবেশ করলেও, অরিন্দম অতি সন্তর্পণে সেই উত্তর দেওয়া থেকে নিজেকে অপসারিত করে রেখেছিল। অবশেষে, অনীতা হাসি মুখে যাবার জন্য প্রস্তুত হলে অরিন্দম বলে, এই, কাল আসবে না?

সেটা তো এখন বলতে পারব না ডিয়ার। এই মুহূর্তে আমি খুশী। তাই খুশি মনেই আমাকে যেতে দাও।

অনীতাকে খুশী করতে পেরে হাঁপ ছেড়ে বাঁচার মত স্বস্তির শ্বাস নিয়ে অনীতার পেছন পেছন এলো। ড্রয়িং রুম দিয়ে বেরোবার পথে দেখল, একজন ভদ্রলোক বসে রয়েছেন। অরিন্দমকে দেখে ভদ্রলোক হাতজোড় করে উঠে দাঁড়াল, অরিন্দম মুখে বিরক্তি ঢেলে বলে, একটু অপেক্ষা করুন আমি আসছি।

অনীতা আজ সাংঘাতিক ভাবে রুঠে গিয়েছিল। অনেক কষ্টে মান ভাঙ্গিয়েছে অরিন্দম। তাই বিদায় দেওয়ার পর্বটাও সুষ্ঠভাবে করল, যাতে অনীতা না আবার বিগড়ে যায়।

অনীতাকে বিদায় দিয়ে এসে ড্রয়িং রুমে ঢুকে টিম্পুর ওপর মনে মনে বিরক্ত হল। কারণ, টিম্পুকে বলা ছিল, অরিন্দম যখন গেষ্ট রুমে থাকবে, তখন কেউ এলে, অরিন্দম ঘরে নেই, এই কথাটা জানিয়ে দিতে।

ডাক্তার মেমসাহেব চলে যেতেই টিম্পু দৌড়ে এল। নিজেকে নিরপরাধী প্রমাণ করতে। স্যার, এই সাহেব আপনার সঙ্গে দেখা করবার জন্য সাতটা থেকে অপেক্ষা করছিলেন। স্যার আমি বলেছিলাম আপনি মিটিং এ ব্যস্ত আছেন, দেরি হবে। তা সত্ত্বেও উনি অপেক্ষা করলেন।

অরিন্দম লজ্জা পাচ্ছিল টিম্পুর কথায়। সেই সাতটা থেকে এখন নটা বেজে যাওয়ার পরও অরিন্দম কি মিটিং এ ব্যস্ত ছিল, সেই বিষয়ে কোন সন্দেহ হচ্ছে না তো ভদ্রলোকের?

অরিন্দম? টিম্পুর ওপর দোষ চাপাবার চেষ্টা করে বলে, আমি মিটিং এ ছিলাম বলে আমাকে একবার খবর দিবি না! উনি এতক্ষণ ধরে বসে রইলেন।

স্যার।

টিম্পু আরো কিছু বলতে চাইলে, অরিন্দম শুধালো, তো এনাকে চা ফা কিছু দিয়েছিলি?

দিতে চেয়েছিলাম। উনি খেতে চাইলেন না।

ঠিক আছে এখন নিয়ে আয়।

না, না, শুধু শুধু ব্যস্ত হবেন না আপনি। আপনার সাথে দু একটা কথা বলেই চলে যাব।

তা না হয় বলবেন। কফিও খাবেন। অরিন্দম টিম্পুকে কফি করতে পাঠিয়ে নিশ্চিন্ত

হয়ে বসল।

ভদ্রলোক অপরিচিত এবং খুব মার্জিত। তাই বিরক্তি চেপে স্মিত মুখে হাত জোড় করে বলল, আপনাকে তো চিনতে পারলাম না? বলুন আপনার জন্য আমি কি করতে পারি?

ভদ্রলোক বললেন আমাকে চিনবেন না। আমি আপনাদের আশে পাশের, পাহাড়ী ও জন জাতীদের কেন্দ্র করে কিছু কল্যাণমূলক কাজ করে থাকি। ছোটখাট দু-একটা উন্নয়নমূলক প্রকল্প করা হয়েছে।

সমাজ সেবা?

অনেকটা সেরকমই।

এ ব্যাপারে আমি কি করতে পারি?

আপনি এত বড় একটা প্রজেক্টের চিফ জেনারেল ম্যানেজার। আপনি অনেক কিছু করতে পারেন। আই মীন, আপনাদের কাছ থেকে ডোনেশন বা অন্য কোন রকম সাহায্যের আশা রাখতে পারি নিশ্চয়। অর্থাৎ অসহায় ও দুঃস্থদের জন্য কিছু দান করবেন।

আপনার প্রজেক্টের তরফ থেকেই হোক, কিংবা, ব্যক্তিগত ভাবেই হোক।

সহাস্যে কথা শেষ করে ভদ্রলোক থামলে, অরিন্দম লক্ষ্য করল ভদ্রলোকের চেহারাটা শুধু সুন্দর নয়। হসিটাও খুব মার্জিত এবং সুন্দর। কিন্তু, এই ধরনের একজন মানুষ ভিক্ষের ঝুলি নিয়ে এলে ঠিক মানায় না যেন।

অরিন্দমের এই সমস্ত আলোচনা করবার একটুও মুড্ নেই। বলল, এই ব্যাপারে আপনি সকালে অফিসের পার্সোন্যাল ডিপার্টমেন্টের সাথে আলোচনা করলে হয়ত উপকৃত হতেন মিঃ—

শর্মা। আমি মিঃ শর্মা। অরিন্দমের অসমাপ্ত কথাটা সমাপ্ত করে, বিব্রত ভাব নিয়ে বললেন, তা হয়ত পারতাম। আসলে কাল ভোরবেলা আমি চলে যাচ্ছি। তাই ভাবলাম, আপনি যখন প্রজেক্ট ইনচার্জ, আপনার সাথে পরিচিত হয়ে আপনার মতামত জেনে নেওয়া ঠিক হবে।

এখন, এই মুহূর্তে আমি ব্যক্তিগত ভাবে কোন মতামত দিতে পারব না। আমার ব্যক্তিগত ডোনেশন কিংবা অফিসের তরফের ডোনেশন হোক। সব পার্সোন্যাল বিভাগের থ্রু দিয়েই হবে।

তাহলে আমাকে আর একদিন আসতে হবে।

সে তো আপনার ইচ্ছে। আপনি যদি কিছু পেতে চান, অবশ্যই আপনাকে আবার আসতে হবে। এখন এই ক্ষণে তো আমাদের অফিস খোলা নেই। কিংবা আপনার সৌজন্যে খোলাও সম্ভব হবে না।

আরে না না, সেরকম হতে যাবে কেন। আমিই না হয় আর একদিন আসব।

কিছু মনে করবেন না মিঃ শর্মা। আপনি সমাজের হিতের উদ্দেশ্যে এসেছেন। ব্যাপারটা অবশ্যই প্রশংসার যোগ্য। কিন্তু, আমি আজ সেরকম কোন মুডে নেই যে আপনার সাথে এই বিষয়ে দু একটা কথা বলি।

না, কিছু মনে করবার কি আছে। আপনাকে হয়ত বিরক্ত করলাম। তাহলে আমি উঠি।

না উঠবেন কেন? কফি খেয়ে যাবেন।

আজ ওসব থাক। আবার কখনো সুযোগ হলে না হয় খাওয়া যাবে।

তা খাবেন। আজও খান।

অরিন্দমের কথা রাখতে আবার বসলেন ভদ্রলোক।

আপনি এতক্ষণ শূন্য ঘরে একলা বসেছিলেন। রিয়েলী আমি খুব লজ্জিত।

প্লিজ ক্লোজ দ্যাট চ্যাপ্টার মিঃ ঘোষ।

অরিন্দম যাচাইয়ের দৃষ্টিতে ভদ্রলোককে কিছুক্ষণ নিরীক্ষণ করে বলল, মশাই, আপনার চেহারার সাথে কিন্তু, আপনার কাজ ও কাজের ধারাকে খাপ খাওয়াতে পারছি না। সমাজ সেবকদের চেহারায় একটা মার্কা মারা ছাপ থাকে। এই যেমন, পোষাকে আসাকে তাদের বিশেষ রুচি পরিলক্ষিত হয় না। ময়লা পায়জামা পাঞ্জাবী, মুখ ভর্তি দাড়ি, কাঁধে ব্যাগ, ইত্যাদি ইত্যাদি।

আচ্ছা! তাই কি? আপনি বুঝি অনেক সমাজ সেবককে দেখেছেন এবং চেনেন!

অরিন্দম হাসল। ঠিক তা নয়। আসলে আপনাকে ঠিক একজন সমাজ সেবক রূপে মেনে নিতে পারছি না আমি।

সেটা আমার দুর্ভাগ্য। তবে সেবা করা আমার পেশা নয় বলতে পারেন, নেশা। আমার পেশা হল সরকারের নোকরী করা।

আমি ভারত সরকারের একটা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত।

আচ্ছা! কিসে বলুন তো?

এনভাইরনমেন্টাল স্টাডিজ এ আছি।

তাই বলুন না, সমাজ ও পরিবেশকে যারা দূষণমুক্ত রাখে, নিঃসন্দেহে তারাও পরিচ্ছন্ন মানুষ। আপনি তার জ্বলজ্যান্ত প্রমাণ।

সত্যিই, আপনাকে যত লক্ষ্য করছি, তত পরিচ্ছন্ন মনে হচ্ছে আপনাকে। আপনার সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্বটাই খুব চাকচিক্যময় ও পরিপাটিপূর্ণ।

ভদ্রলোক আর একবার অস্ফুটে হাসলেন। বললেন, এসব কিছু না। রেদার মাই পার্সোন্যাল লাইকন্যাস।

বাই দ্যা ওয়ে, এই মুহূর্তে কি বাড়িতে আপনি একা? কোথাও কোন সাড়া শব্দ পাচ্ছি না।

শুধু এই মুহূর্তে কেন, সব সময় আমি একাই থাকি। আমার ফ্যামেলী অর্থাৎ স্ত্রী ও ছেলেমেয়ে এখানে থাকেন না।

ওহ! আমি আবার মনে করলাম সেই ভদ্রমহিলা, যিনি একটু আগে বেরিয়ে গেলেন, উনি আপনার স্ত্রী?

না, ইনি আমার স্ত্রী নয়। এখানকার হেলথ অফিসার। একটু কাজ ছিল তাই ডেকে পাঠিয়েছিলাম। এছাড়া আর কি বলবে অরিন্দম! অরিন্দম যদি ধরা পড়েছে, তাহলে লুকোবারও কোন সুযোগ নেই।

অনীতা প্রসঙ্গ আসায় অরিন্দম খুব বিব্রত বোধ করল। প্রায় ঘণ্টা দুই ধরে এই শূন্য ঘরে, কোম্পানীর চিফ জেনারেল ম্যানেজার আর সুন্দরী হেলথ অফিসার কি মিটিং করেছে, সে সম্বন্ধে নিশ্চয় এই বুদ্ধিদীপ্ত ব্যক্তিটি এতক্ষণে আন্দাজ করে ফেলেছেন।

করলেও, কিছু করার নেই অরিন্দমের। নতুন পরিচিত এই ভদ্রলোকের কাছে অরিন্দম ঘোষের চরিত্রের একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ল। যা হবার ছিল হয়েছে। অরিন্দম যা করেছে, তাই আন্দাজ করেছেন হয়ত উনি।

একজন বিবাহিত পুরুষের, অন্য নারীর সঙ্গে সম্পর্ক রাখাটা অসম্মানের কিনা, এতটা গভীর ভাবে কখনো ভেবে দেখেনি যতটা এই মুহূর্তে ভাবতে শুরু করল অরিন্দম। মানুষের স্বভাবই বুঝি এই। নিজের তুলনায় অপেক্ষাকৃত উচ্চ শ্রেণীর মানুষকে চোখের সামনে দেখতে পেলে, হঠাৎই হীনমন্যতা রোগে আক্রান্ত হয়ে যায়। এই মানুষের তুলনায় অরিন্দম কি তুচ্ছ? অরিন্দমের সম্মুখে সোফায় উপবিষ্ট ভদ্রলোক বাস্তবিকই ভীষণ পবিত্র ও নির্ভেজাল মানুষ। অরিন্দমের মনে হল, এই কথা পৃথিবীর কেউ অস্বীকার করবে না।

টিম্পু কফি আর পকোড়া একসঙ্গে নিয়ে এলো। টিম্পুর দেরির জন্য অরিন্দম টিম্পুকে বকুনি দিল, এত সময় লাগল তোর। স্যার, এই সাহেব দু'ঘণ্টার ওপর বসেছিলেন তো। ভাবলাম নিশ্চয় ওনার খিদে পেয়েছে। তাই পকোড়া বানিয়ে নিয়ে এলাম। টিম্পুর মুখের উচ্চারিত দু'ঘণ্টার ওপর কথাটা আর একবার লজ্জা দিল অরিন্দমকে। টিম্পুকে বলল তোর তো কোনও আক্কেল নেই ভদ্রলোককে এতটা সময় বসিয়ে রেখেছিলি। আমায় একবার ডাকলে কি হত? তারপর, টিম্পু কোন জবাব দেবার আগেই ঠিক আছে তুই যা, বলে, টিম্পুকে ভেতরের পাঠিয়ে দিল।

ও নিয়ে আপনি অযথা চিন্তা করছেন। ওর সাধ্য মত আমাকে আরাম দেবার চেষ্টা করেছিল। আপনার দেরী হতে পারে, তাই আমাকে চলে যেতেও বলেছিল। কফির কাপ তুলে নিয়ে বললেন ভদ্রলোক।

একটা অকর্মা জানেন। ওর জন্য শুধু শুধু আপনি কষ্ট করলেন।

না অকর্মা কেন হবে। কি সুন্দর কফি বানিয়েছে।

ওর কোন দোষ নেই। আমি নিজের ইচ্ছেতেই বসেছিলাম। সামান্য কিছু বেশী সময় বসেছিলাম হয়ত। এ আর এমন কি?

আমার কাজটা তো হল!

কি কাজ হল বুঝতে না পেরে, অরিন্দম ভদ্রলোকের মুখের দিকে চাইল।

মানে, আপনার দেখা তো পেলাম। অরিন্দমের দৃষ্টির ভাষায় তৈরী প্রশ্নের জবাব দিলেন ভদ্রলোক।

আসলে কয়েকটা ইম্পোর্টেন্ট পয়েন্টস নিয়ে এত মাথা ঘামাতে হল। তাই আর সময়ের হিসেব রাখতে পারিনি?

কিসের?

মানে ঐ আমাদের মিটিং প্রসঙ্গে বললাম।

ওহ।

ভদ্রলোক লক্ষ করলেন। অরিন্দম এই নিয়ে অনেক বার মিটিং কেন এত দীর্ঘস্থায়ী ছিল, তার কৈফিয়ত দেবার চেষ্টা করছেন। তাই অরিন্দমের অস্থিরতা হ্রাস করবার জন্য বলল, আরে মশাই, সরকারের সিনিয়র এক্সিকিউটিভ মানেই তো সদা মিটিং-এ ব্যস্ত থাকা। একবার গুরুত্বপূর্ণ কোনও মিটিঙে বসলে কি আর সময়ের জ্ঞান থাকে? সেসব আমরা বুঝি।

কফি শেষ করে উঠে দাঁড়ালেন ভদ্রলোক। হাত জোড় করে বললেন, তাহলে আমি আসি।

অরিন্দম হাত জোড় করে বলল, আমাকে কি ভাবলেন বলুন তো।

এবারে জবাবটা একটু অন্যভাবে দিলেন ভদ্রলোক।

না, সেটা তো বলতে পারব না। আপনাকে আমি কি ভাবলাম, সেটা আমার মনেই থাকবে। আপনাকে জানানো যাবে না।

অরিন্দম অস্বস্তি পেল কথাটায়।

কাইন্ডলি আমার ব্যাপারটা একটু দেখবেন। সময় সুযোগ পেলে আমি আর একদিন আসব। বলে ভদ্রলোক বেরিয়ে গেলেন।

প্রথমে অনীতা, পরে এই সুপরিচ্ছন্ন ভদ্রলোক, অরিন্দমের মস্তিষ্কে নতুন চিন্তা ধরিয়ে দিয়ে গেল। অশান্তি নিয়ে বিছানায় শুয়ে ছিল অরিন্দম। শেষমেষ সব রাগ গিয়ে টিম্পুর ওপর পড়ল, টিম্পুকে ডেকে জিজ্ঞেস করল, তোকে যা বলা হয় তা করিস না কেন রে হতভাগা?

কোন কাজটা করিনি আপনার বলুন স্যার?

তোকে বলেছিলাম, কেউ এলে বলবি আমি ঘরে নেই। তা সত্ত্বেও তুই এই ভদ্রলোককে এতক্ষণ বসিয়ে রেখেছিলি কেন?

স্যার বলেছিলাম, উনি সঙ্গে সঙ্গে বললেন উনি বাড়িতে রয়েছেন খবর পেয়েই আমি এসেছি। যদি কোন কাজে ব্যস্ত থাকেন তাহলে আমি একটু অপেক্ষা করছি। তারপরও আমি কি করে বলি বলুন আপনি বাড়ীতে নেই।

অরিন্দমের খুব আশ্চর্য লাগল ব্যাপারটা। বাইরের একজন অপরিচিত লোক, অরিন্দম কখন কোথায় থাকে, সেটা আন্দাজ করলেন কি করে?

উনি বললেন আর তুই মেনে নিলি?

স্যার মানিনি তো? আমি বলেছিলাম আপনি অন্য সময়ে আসুন। উনি বললেন, আমি কাল চলে যাব।

তুই হয়েছিস আস্ত একটা উজবুক। বাইরের লোক এসে জোর দখল করলেই হল? আমি তোকে যা হুকুম দিয়েছি তুই সেটা শুনবি? না কি বাইরের লোকের কথা শুনবি?

স্যার আপনি আমাকে বকছেন কেন? উনি আপনাকে ঘরে ঢুকতে দেখেছেন। বের হতে দেখেন নি। তাই আমি যখন বলেছিলাম। উনি বাড়িতে নেই। তার উত্তরে উনি বলেছিলেন। তাহলে উনি কোথায়? আমি তো ওনাকে বের হতে দেখিনি।

এরপর কি আমি বলতে পারি আপনি বাড়ীতে নেই?

কি করে জানল বলতো? আমি যখন অফিস থেকে এলাম বাড়ির আসে পাশে কাউকে দেখিনি তো। উনি কি এই বাড়ীটার ওপর নজর রেখেছিলেন?

তা জানব কেমন করে। তবে উনি তো চোর-ছ্যাঁচড় নন।

চোর না হলেও অন্য কোন উদ্দেশ্য থাকতে পারে।

সে আমি জানি না স্যার। এখন থেকে এক কাজ করবেন। দারোয়ানকে বলে দেবেন। শুধু সামনের গেট নয়, পেছনের গেটেও যেন নজর রাখে। কায়দা করে দারোয়ানের চোখের আড়াল করে কেউ ঢুকে পড়লে আমার মুশকিল হয়ে যায়।

পেছন দিয়ে কেন ঢুকবে? কেউ তো আসে না পেছন দিয়ে।

স্যার আসেন। আমি একদিন ডাক্তার মেম সাহেবকে দেখেছিলাম পেছন দিয়ে ঢুকতে।

অরিন্দম লজ্জা পেয়ে চুপ হল।

স্যার আর কিছু বলবেন?

ঠিক আছে যা। এক কাপ চা করে নিয়ে আয়।

এই তো কফি খেলেন স্যার!

কফি খেলে কি চা খেতে পারি না?

একটু পরে চা নিয়ে এলো টিম্পু। চা রেখে দাঁড়িয়ে রইল।

অরিন্দম জিজ্ঞেস করল কিছু বলবি?

টিম্পু মাথা চুলকিয়ে বলল, স্যার আমার ছুটি চাই।

এখন ছুটি নিলে আমার কি করে চলবে শুনি?

সে আমি ব্যবস্থা করে যাব স্যার। আমার এক বন্ধু আপনার রান্না করে দেবে। মহেশ আর দুলাল তো রোজ সকালে আসেই। ওরা নাহয় সারা দিন থাকবে কিছুদিন।

হলেও, তুই যা পারিস, অন্যরা তা পারেনা।

পারবে স্যার। আমার চাইতে ভাল পারবে।

না তুই গেলে আমার চলবে না। এখন কোথায়ো যেতে পারবি না। যা কাজ কর গিয়ে।

টিম্পু মন খারাপ করে রান্না ঘরে চলে গেল।

সিনিয়ার পার্সোন্যাল ম্যানেজারের ফোন এলো একটু পরে। স্যার! ধরে রেখেছেন তো? আমি এখনই আসছি। অরিন্দম বিরক্তি নিয়ে বলল, কি ধরে রাখব?

আরে মশায় উনি বিরাট লোক। ভেরী ইনফ্লুয়েন্সিয়েল ম্যান। একটু হাত করতে পারলে আমাদের কোম্পানির অনেক কিছুর সুরাহা হয়ে যেতে পারে। বসিয়ে রাখুন আমি আসছি।

অরিন্দম কিছু বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করল, কার কথা বলছেন?

ভদ্রলোককে বসিয়ে রাখুন আমি আসছি।

পাগলের মত কি বলে যাচ্ছেন চৌহানজী?

পাগল আমি নই, আপনি। আমি আসছি। আপনি শুধু ওনাকে আটকে রাখুন।

আশ্চর্য! তখন থেকে কাকে ধরে রাখার কথা বলছেন একটু খুলে বলবেন?

কেন? মিঃ শর্মা কি আপনার ওখানে নেই? আমার পাওয়া ইনফর্মেশন অনুযায়ী ওনার তো আপনার ওখানে থাকবার কথা। ঘোষ সাহেব আপনি কিন্তু, বেশ লোক মশাই, এতবড় একজন ইনফ্লুয়েন্সিয়েল লোকের সাথে যে আপনার জানা শোনা আছে, সে কথা একবারও মুখ ফুটে বলেননি।

আহা, চৌহানজী, একটু ঝেড়ে কাশুন তো? মিঃ শর্মাটা কে?

স্যার! আপনার কি মাথা খারাপ হয়েছে? সন্ধ্যে সাতটা নাগাদ মিঃ শর্মা আপনার বাড়িতে যান নি? এখন জিজ্ঞেস করছেন মিঃ শর্মা কে? সম্ভবতঃ উনি এখনও আপনার ওখানে আছেন। আমি এই খবরটাও পেয়েছি।

মিঃ শর্মা? ওহ্। একজন ভদ্রলোক আমার সাথে দেখা করতে এসেছিলেন। উনিও বোধ হয় শর্মা ছিলেন। আপনি কি ওনার কথাই?

হ্যাঁ ঘোষ সাহেব। উনিই তিনি।

উনিই তো চলে গেলেন।

চলে গেলেন! আপনি যেতে দিলেন! আমাকে ডেকে একবার পরিচয় করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন, সেটাও ভাবলেন না। চৌহান সাহেব খুব হতাশ হলেন।

হতাশা চেপে বললেন, আসলে আমি খবরটা পেলাম দেরিতে। তা না হলে আমি নিজেই গিয়ে পরিচিত হয়ে আসতাম।

আসেন নি ভাল হয়েছে।

কেন? ওভাবে বলছেন কেন?

না, মানে উনি তো আর এখানে নেই।

তা, কি উদ্দেশ্যে এসেছিলেন উনি? সারা বিকেল নাকি হন্যে হয়ে আপনার খবর সংগ্রহ করেছিলেন। নিঃশ্চয় কোন বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল?

ঐ কিছু ডোনেশন চাইতে এসেছিলেন বোধ হয়। আমার শরীর ভাল ছিল না। তাই আর একদিন আসতে বলে দিয়েছি।

স্যার! একি করলেন? আমার জন্য একটু সবুর করলেন না? একজন মানুষকে এভাবে ছেড়ে দিলেন? একটু বুদ্ধি খাটাতে শিখুন স্যার।

আহা, আমি কি করে জানব উনি মূল্যবান কি মূল্যহীন ব্যক্তি।

কেন? আপনি ওনাকে জানতেন না?

না। আজই পরিচয় হল।

স্ট্রেনজ! যাই হোক, আপনি একটু মন রেখে কথা বলেছেন তো?

আমি আবার কিভাবে মন রাখব! তা ছাড়া, উনি তো নিজের তেমন কোন পরিচয় দেননি।

উচ্চ শ্রেণীর ব্যক্তিরা এমনিই হয়। আত্মপ্রচার করেন না কখনো। একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে চৌহান সাহেব ফোন রেখে দিলেন।

অন্তুর পরীক্ষার আর মাসখানেক বাকী। তাই এখন আর স্কুলে যাচ্ছে না। ঘরেই পড়াশোনা

করেছে। নয়না একটু বেলা করে বের হল। অফিসেও যাবে একবার। তারপর আরো দু একটা কাজ রয়েছে। অন্তুকে বলল, বাইরে কোথাও যাস না। ঘরেই থাকিস। কাজগুলো শেষ করেই ফিরে আসব। অন্য কোথাও যাব না।

মা, বাবাকে ফোন করব? অন্তু লাজুক স্বরে জিজ্ঞেস করল।

তো, কর না। আমার পার্মিশনের দরকার কি?

বাবা ফিরে গিয়ে প্রথম দিকে খুব ফোন করত তাই না মা? আজকাল বাবা আমাদের ভুলে গেছেন।

অন্তুর অভিমান দেখে, নয়না মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, ওভাবে বলছিস কেন। নিঃশ্চয় সময় পান না উনি। একটা প্রজেক্টের ইন চার্জ তোর বাবা। কত বড় দায়িত্বের কাজ সেটা বুঝিস? তোকে ভুলবেন কেন?

মা, সেটা অন্য কথা। কিন্তু, বাবা আজকাল আমি ফোন করলেও কথা বলতে চান না।

কি বলছিস ছেলে? একটু ভেবে চিন্তে কথা বল। তোর বাবা তোকে কত ভালবাসে জানিস না তুই? বাবাকে ওভাবে বলতে নেই। নিঃশ্চয় তোর কোথাও ভুল হয়েছে।

যা, আমার ভুল হবে কেন? টিম্পুকে জিজ্ঞেস করো? গত রোববারে আমি ফোন করতে টিম্পু জানলো বাবা বাড়ি নেই। তারপর আমার গলা চিনতে পেরে বলল, ও তুমি? দাঁড়াও সাহেবকে ডেকে দিচ্ছি। আমি জিজ্ঞেস করলাম বাবা যদি বাড়ীতে তাহলে বাড়িতে নেই বল্লে কেন।

টিম্পুটা একটু পাগলা আছে। কি শুনতে কি শুনেছে। নয়না বলল।

পুরোটা শোনো না। তখন টিম্পু বলে, ওহ্, আমার ভুল হয়ে গেছে।

আমি টিম্পুকে বকুনি দিয়ে বললাম, আমি এতদূর থেকে ফোন করছি, আর তুমি এমন ইয়ার্কি করছ কেন? বাবাকে বলব?

তখন টিম্পু কি বলে জান?

কি বলে?

আমি কিছু করছি না। সব ঐ ইমর্জেন্সি মিটিং।

মানে?

ধরো তো, দেখি সাহেবকে আনতে পারি কিনা? আমি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবার পর টিম্পু এসে জানলো, না এখন হবে না।

কি হবে না? আমি রেগে জিজ্ঞেস করলাম।

সাহেবের সাথে কথা বলা।

কেন? বাবা যদি ঘরেই আছেন,—

তুমি রাত্রিবেলা ফোন করো। টিম্পু বলেছে।

এসব নিয়ে ভাববার কিছু নেই অন্তু। টিম্পু কি ধরনের ছেলে তুই জানিস না? নিঃশ্চয় তোর বাবা তখন বাড়িতে ছিলেন না। তাই তোর গলা পেয়ে টিম্পু একটু মস্করা করেছে।

তুমি টিম্পুকে বকে দেবে তো মা। আমার এসব মস্করা ভাল লাগে না।

ঠিক আছে দেব। আসলে ওর আর তোর বয়সের তো খুব একটা ফারাক নেই। তোর চাইতে বছর দুয়েকের বড় হতে পারে।

লেখাপড়া না জানলেও তোকে ও বন্ধুর মত ভালবাসে। তাই একটু মজা করতে চায়। ওও তো ছেলেমানুষ, একটু আধটু আস্কারা দিলে কিছু হয় না।

তাই বলে আমি ফোন করেছিলাম সেটা বাবাকে জানাবে না কেন?

আশ্চর্য অন্তু, তুইও এমন অবুঝের মত করছিশ না। বাড়ীতে থাকলে তোর বাবাই নিঃশ্চয় ফোন ওঠাতেন। কিংবা, টিম্পুর হাত থেকে ফোন নিয়ে কথা বলতেন।

তাই বোধ হয় না মা। বাবা ছিলেন না সেদিন।

তারপর, সেদিন রাত্রিবেলা বাবাকে ফোন করেছিলি?

না লাইন পাইনি।

তাহলে হয়ত ওদিকের লাইনে কোন গণ্ডগোল হয়েছে। এই সাধারণ ব্যাপার নিয়ে এমন করলে চলে? রাত্রিবেলা ফোন করে নিস।

দেখিস হয়ত তোর বাবাই ফোন করবেন রাত্রিবেলা।

আজ তো রোববার। এখন করি।

তা করনা! বাবার জন্য খুব মন খারাপ করছে?

অন্তু লজ্জা পেয়ে বলল, না এমনিই।

নয়না ছেলের মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করে বলল, লজ্জা পাস কেন রে ছেলে!

নয়না বাইরের টুকিটাকি কাজ গুলো সেরে অফিসে ঢুকল। বিকাশ বাবু খবর পাঠিয়েছিলেন। কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নয়নার সাথে একটু আলোচনা করতে চায়। বিকাশবাবু কোন কাজে বাইরে গেছেন। আজ রোববার তাই বসাক ছাড়া অন্য কেউ অফিসে আসেনি।

নয়না বসে বসে অন্তুর কথাটাই চিন্তা করছিল। সতিই, অরিন্দম এখান থেকে যাবার পর, প্রথম দিকে খুব ঘন ঘন ফোন করত। এখন সেই ঘনত্ব কমে গেছে। অনেক দিন থেকেই বুঝি কমে গেছে। বেশীর ভাগ অন্তুই ফোন করে খবর দেওয়া নেওয়া করে আজকাল। অন্তুর পরীক্ষা এগিয়ে আসছে। সেই জন্য বোধ হয় যাবার জন্য মন কেমন করছে অন্তুর। বাবার মুখে, পরীক্ষা ভাল করে দিস, পড়াশোনা কেমন করছিস, ইত্যাদি কথাগুলোও নিঃশ্চয় আনন্দ দেবে, পড়বার উৎসাহ জোগাবে অন্তুকে। অরিন্দম একটা বিরাট দায়িত্বপূর্ণ কাজে অধিষ্ঠিত আছে এটা সত্য। তাই বলে, যে ছেলের পরীক্ষা আসন্ন, তার সঙ্গে একটু উৎসাহবর্ধক কথা বলবে না কেন?

নয়না অরিন্দমের ঘরের নম্বরে ডায়েল করল। টিম্পু ফোন ওঠালো। নয়না বলল, আমি ম্যাডাম বলছি, গৌহাটি থেকে।

সমঝ গিয়া ম্যাডাম। নমস্তে ম্যাডাম।

নমস্তে। কেমন আছিস টিম্পু? তোর সাহেব কেমন আছেন?

ভালো ম্যাডাম। আপ কেইসে হ্যায় ম্যাডাম? অন্তুবাবু কেইসে হ্যায়?

আমরা ভালো আছি। তোর সাহেবকে একটু ডেকে দে।

সাহেব বাড়ীতে নেই ম্যাডাম। ফিরতে দেরী হবে। কিছু বলতে হবে?

না তেমন কিছু নয়। হ্যারে টিম্পু, গত রোববারেও কি তোর সাহেব বাড়িতে ছিলেন না? অন্তু যখন ফোন করেছিল।

হাঁ। মেমসাহেব, সাহেব বাহর থে।

তবে, তুই অন্তুর সাথে অমন ঠাট্টা করছিলি কেন? অন্তু কি তোর ঠাট্টার পাত্র? জানিস আরো কয়েক মাস পর ও কলেজে যাবে।

আর কখনো অমন করিস না। ও পছন্দ করে না। যা বলবি সোজাসুজি বলবি।

জী মেম সাহেব।

মেম সাহেব আপনি কখন আসবেন?

আসব। আরো কিছুদিন লাগবে।

আর কি খবর? রান্না বান্না করছিস ঠিক মত?

হ্যাঁ, ম্যাডাম। ওসব ঠিক আছে।

সাহেবের যত্ন করিস তো ঠিক মত।

হাঁ জী, ইয়ে ভী ঠিক সে করতা হুঁ।

তবে কোনটা ঠিক নেই?

আপ ইহাঁ আতে কিউ নহি?

কেন? কি হল? আমার জন্য খুব মন খারাপ করছে.বুঝি? নয়না ঠাট্টা করল।

হ্যাঁ মেম সাহেব। আপ আ যাইয়ে। মিটিং কে লিয়ে পড়েশান হু ম্যা।

মিটিং? কিসের মিটিং?

নহী। কুছ নহি। লাজুক স্বরে বলল টিম্পু।

কি কুছ নহি? আবার গুল্তানি মারছিস টিম্পু? মারব এক চাঁটা।

কিসের মিটিং?

কুছ নহী মেম সাহেব।

মিথ্যে বলছিস?

মা কসম মিথ্যে বলছি না।

ওসব কসম টসম খাবি না টিম্পু। যা বলবি একেবারে সত্যটা বলবি, তাহলে আমিও একেবারে বিশ্বাস করব।

আমি সত্যি বলি মেমসাহেব। সাহেব আমাকে,

সাহেব কি?

সেদিন অন্তু বাবু ফোন করেছিল আমি সেটা সাহেবকে বলিনি।

কেন? কি হয়েছিল তোর?

মেম সাহেব, অন্তু বাবু যখন ফোন করেছিলেন, তখন ডাক্তার মেমসাহেবের সাথে মিটিংএ ছিলেন সাহেব। তাই বলতে পারিনি।

ডাক্তার মেম সাহেবের সাথে মিটিং? কোন ডাক্তার? সেজন্য অন্তু বাবুর ফোনের কথা বলতে পারবি না কেন?

নতুন ডাক্তরনী এলে সাহেব গ্যাষ্ট রুমে মিটিং করেন। তখন সাহেব বাড়িতে থাকেন না।

নয়না কিছু বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করল, ডাক্তারনীটি কে? কোথায় থাকেন?

আস্পাতালের ডাক্তারনী।

সাহেব বাড়িতে থাকেন না মানে? ডাক্তারনী এলে সাহেব কি বেরিয়ে যান? তাহলে আবার মিটিং কিসের?

না, মেমসাহেব বেরিয়ে যান না, ঘরেই থাকেন। নিজেকে ছিপাবার জন্য সাহেব ঝুঠ্ বলেন।

ঝুঠ্ বলেন? ডাক্তার কেন আসেন? সাহেবের কি অসুখ? কোথায়, সাহেব তো আমাদের কিছু বলেনি।

না, মেমসাহেব, সাহেবের বিমার না আছে। ডাক্তার মেমসাহেব এমনি আসেন।

কেন? কেন আসেন? আর কে কে আসেন? জিজ্ঞেস করে নয়না অপ্রস্তুতে পড়ে গেল।

টিম্পু ওর সরল বুদ্ধি দিয়ে আর একবার বলল, একলা আসেন। সাহেবের সাথে মিটিং করতে। সঙ্গে আর কেউ আসেন না।

নয়নার মাথায় কিছু ঢুকছিল না। তাই, পরে আবার ফোন করব বলে ফোন রেখে দিল।

মোটা হওয়াটা নাকি সুখের লক্ষণ। নয়না কিছুদিন যাবৎ লক্ষ করেছে অতিরিক্ত কোনও প্রলেপ শরীরটাকে বেশ স্ফীত করে দিয়েছে। ফলে, নয়নাকে আজকাল আগের তুলনায় বেশ মোটা দেখায়। সেই অতিরিক্ত ওজনের জন্য নয়নার কোন আক্ষেপ নেই। এই বয়সে শরীর ক্ষীণ বা স্থুল যাই হোক না কেন, তাতে কিছু এসে যায় না। আসল কথা শরীর রোগমুক্ত থাকলেই হল। এই অতিরিক্ত প্রাপ্তির আর একটা মুখ্য কারণ, নিঃসন্দেহে নয়নার মধ্যে স্থিত অশান্তির অসংখ্য জীবাণুসমূহ অতি দ্রুত গতিতে নয়নাকে পরিত্যাগ করে, মোটামুটি ভাবে নয়নাকে অব্যাহতি দেবার ব্যবস্থা করে ফেলেছে। তাই, নয়না ইদানীং নিজেকে পৃথিবীর সুখী মানুষদের সমগোত্র বলে ভাবতে শুরু করলেও কোন দোষের হবে না।

কিন্তু, নয়না যেন বিশ্বাস করতে পারে না। সত্যি সত্যিই নয়নার জীবনের দুঃখময় কালের সমাপ্তি হতে চলেছে বলে। নয়নার অদৃষ্ট এভাবে বদলে যেতে পারে বলে। কোথাও যেন একটা সন্দেহ, আড়াল থেকে নয়নার এই অবিশ্বাসকে আরো দৃঢ় করতে চাইত। টিম্পুর সাথে কথা বলবার পর, দুপুর থেকে সেই সন্দেহটা নয়নার মনে উঁকি ঝুঁকি দিচ্ছিল। তিনটে খানিকে ঘরে ফিরল সেই সন্দেহটা নিয়েই। অন্তু তখনো না খেয়ে বসেছিল। নয়না এসে বকুনি দিল। কি রে এত বেলা অব্দি না খেয়ে বসে রয়েছিস?

তো কি হল? তুমিও তো খাও নি? তোমার সঙ্গে খাব।

নয়না হাত মুখ ধুয়ে তাড়াতাড়ি ভাত দেবার ব্যবস্থা করল।

খেতে খেতে নয়না জিজ্ঞেস করল, বাবাকে ফোন করেছিলি?

না, করিনি।

কেন?

রোজ কি আমরাই ফোন করব মা? গত মাসে বাবা একবারও ফোন করেন নি। আমি এখান থেকে খবর নিয়েছি। বাবার ও তো একটা দায়িত্ব আছে? বাবার ফ্যামেলী এখানে।

নয়না মুখের গ্রাস হাতে নিয়ে অন্তুর উত্তেজিত স্বর ও ভঙ্গি দেখল। বলল, তুই কি বাবার সাথে রেষারেষি করবি?

না, তা বলিনি তো! অন্তু থতমত খেয়ে বলল।

উনি তোর বাবা। গুরুজন। উনি কোথায় কি দোষ করলেন সেটা দেখবার চেয়েও বড় কথা হচ্ছে, তুই তোর কর্তব্য ঠিক মতন করছিস কিনা সেটা দেখা।

মায়ের নির্লিপ্ত কণ্ঠস্বর শুনে অন্তু বুঝল, অন্তু ভুল করেছে। বলল, আমি ফোন করব না তো বলিনি। রাত্রিবেলাও তো ফোন করা যায়।

হ্যাঁ, রাত্রিবেলা ফোন করে জেনে নিস। কেমন আছেন তোর বাবা।

খাওয়া-দাওয়ার পর অন্তু ঘুমিয়ে পড়লে নয়না বিছানায় আরাম করে বসে প্রথমে সেই ধাঁধাটার উত্তর খুঁজতে বসল, যেটা গত রোববারে টিম্পু অন্তুকে বলেছিল। অন্তু ফোন করার পর টিম্পু একবার বলেছিল সাহেব ঘরে নেই। পরক্ষণেই আবার বলেছিল, না সাহেব ঘরে আছেন। এই দুই রকমের উত্তর শুনে অন্তু জিজ্ঞেস করেছিল, টিম্পু এমন করেছে কেন, তখন টিম্পু জবাব দিয়েছিল, ও কিছু করছে না। ইমার্জেন্সী মিটিং সব করাচ্ছে।

নয়না এই ইমার্জেন্সী মিটিঙের রহস্য উন্মুক্তকরণে ব্যস্ত হল। অবশ্য, ক্লু ধার করল, আজ দুপুরে নয়না ও টিম্পুর কথোপকথন থেকেই। ডাক্তারনী এলে সাহেব ডাক্তারনীকে নিয়ে মিটিং রাখেন। সেই সময় সাহেব বাড়িতে থাকেন না। মানে ঝুঠ্ বলেন। টিম্পুর ভাষায়, নিজেকে ছিপাবার জন্য ঝুঠ্ বলেন। অর্থাৎ ডাক্তার্নী আর টিম্পুর সাহেব যখন বাড়িতে মিটিং করেন। সেই সময় টিম্পুকে বাইরের লোককে বলতে হয় সাহেব বাড়িতে নেই। সেদিন অন্তুকেও তাই বলেছে। কিন্তু, বলবার পরেই হয়ত মনে হয়েছে অন্তু বাবু তো নিজের লোক তাই অন্তুকে সত্যিটা বলা উচিত। তাই, সাহেব বাড়িতে আছেন বলেও, পিতা পুত্রের যোগাযোগ করিয়ে দিতে পারেনি। কারণ সেই মিটিং এ টিম্পুর প্রবেশ নিষিদ্ধ। আবার, এই মিটিংয়ের কথা টিম্পু যদি কাউকে বলে দেয় সেদিক দিয়েও টিম্পু অপরাধী হবে। তাই, সেদিন বাড়ীতে থাকলেও অন্তুর সাথে সাহেবের যোগাযোগ করিয়ে দিতে পারেনি। নিজেকে নিরপরাধী সাব্যস্ত করতে বলেছিল আমি কিছু করছি না। ইমার্জেন্সি মিটিং সব করছে। এই শব্দ দুটোর অর্থ টিম্পুর জানবার কথা নয়। নিঃসন্দেহে সাহেবের আদেশ অনুযায়ী, শুনে, কাজে লাগাচ্ছে।

ধাঁধাটা সকালবেলা অন্তুর মুখে শুনে শক্ত মনে হয়েছিল নয়নার। কিন্তু, ক্লু পাবার পর অতি সহজেই মিটিং এর গূঢ় রহস্য বুঝে ফেলেছে নয়না। বুঝতে পারার সাথে সাথে আর একটা নতুন সমস্যা দেখতে পেল নয়না। অতি সত্ত্বর নয়নার একটি চুক্তি পত্রে স্বাক্ষর করবার

কথা। মানুষের সহিত মানুষের, কিংবা, দেশের সহিত দেশের যৌথ উদ্যোগে কোন কার্য সমাধা করবার অভিপ্রায় নিয়ে যদি কোন চুক্তিপত্র লিখিত হয়, তার উদ্দেশ্য থাকে একটি, কার্যটির সমাধা হবে শান্তিপূর্ণ ভাবে। প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ, যে ভাবে হোক, উভয়ের মধ্যে শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্য নিয়েই এই ধরনের সমঝোতা পত্র স্বাক্ষরিত করা হয়।

এতদ্দ্বারা ঘোষণা করা যাইতেছে যে, আমরা উভয়ে নির্দিষ্ট বিষয়টিকে উপলক্ষ করিয়া, একে অপরের কোনও অনিষ্ট সাধন করিব না, অশান্তির কারণ হইতে দিব না, মনোকষ্ট উৎপন্ন হইবার কোন সুযোগ রাখিব না। ইত্যাদি, ইত্যাদি সহযোগে এই পত্র আমাদের উভয়ের জীবনে পরম শান্তি বাহকরূপে চিরকাল চিহ্নিত থাকিবে। নয়না ও অরিন্দমের চুক্তিপত্র অলিখিত হলেও, সেই পত্রের ভাষা অনেকটা এই রকমই হওয়া উচিত। নয়না এই চুক্তিপত্রে সাক্ষর করবার সম্মতি প্রায় দিয়ে দিয়েছে। কিন্তু অরিন্দম যদি সময়ের পূর্বেই সেই শর্ত ভঙ্গ করে, তাহলে নয়নার পক্ষে সেই চুক্তিতে স্বাক্ষর করা সম্ভব হবে না।

নয়না শান্তিপ্রিয় মানুষ। অতি শৈশবকাল থেকে সাধারণ অসাধারণ, নয়নার জীবনের প্রতিটি লড়াইয়ের উদ্দেশ্য ছিল শান্তি স্থাপন করা। এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকবার জন্য মানুষের যে অহরহ লড়াই, সেই লড়াইয়ের অভিপ্রায় কি? অবশ্যই নিজের ও দশের শান্তি কামনা। জীবন পথ পরিক্রমা করবার কালে, মানুষের সাথে মানুষের ছোটখাটো অজস্র চুক্তিপত্র লেখা হয়। কিন্তু, সেই চুক্তির দায়বদ্ধতা সম্পর্কে অনেক মানুষ অসচেতন, নির্জীব ও অমনোযোগী থাকে। তাই শান্তি ক্রয় করতে অপারক হয়ে যায় তারা। অনেক পরিশ্রমের ফলকেও ব্যর্থ বলে স্বীকার করতে হয় তাদের। কিন্তু, যারা সচেতন ও সজাগ, নিজের কর্তব্যকে নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে চায়, মানুষের সুকৃতিকে মর্যাদা দিতে চায়, তাদের পক্ষে কোন বেপরোয়া ও দায়িত্বহীন মানুষের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হওয়া সম্ভব নয়! চাকরীর বাইরে অরিন্দমের দৈনন্দিন কার্যপ্রণালী কি, বা কেমন, সে সম্বন্ধে নয়নার কোন আগ্রহ থাকবার কথা নয়। অরিন্দমের স্বভাব চরিত্র যাচাই করবারও ইচ্ছে নয়নার মধ্যে কখনো ছিল না। কিন্তু, বর্তমান পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে অরিন্দমকে যাচাই করা জরুরী মনে হল নয়নার। অরিন্দমের ইমার্জেন্সী মিটিং এর পরিভাষা যদি নয়না ও অরিন্দমের আসন্ন সন্ধি স্থাপনে কোন বিঘ্ন ঘটায়, তাহলে, নয়না এই সন্ধি করতে রাজী হবে কেন? অরিন্দমের ব্যবহারে নয়নার জন্য যথার্থ সম্মানের অভাব পরিলক্ষিত হলে, নয়না পিছিয়ে আসতে বাধ্য হবে বৈকি।

টিম্পু অপরিণত বয়সের ছেলে এবং অশিক্ষিত। তাই টিম্পুর কথার ওপর ভিত্তি করে নয়না কোন চূড়ান্ত ফয়সলা করতে যাবে না। তবে টিম্পু বোকা ছেলে নয় অবশ্য। সব কাজ বুদ্ধি রেখেই করে। তবুও, টিম্পুর কথার সত্যতা যাচাই করতে হবে। কিন্তু, কিভাবে করবে? যেহেতু নয়না অরিন্দমের সাথে স্থায়ী ভাবে বাস করত না, তাই, দু-একজন মুখ চেনা ছাড়া, পঞ্চশীলার আর কারো সাথে পরিচয় নেই নয়নার। পঞ্চশীলা নয়নার কাছে বন্ধু বর্জিত জায়গা। কোনও গোপন খবর সংগ্রহ করবার মত কেউ নেই সেখানে। অরিন্দম ও পঞ্চশীলার একমাত্র খবর সরবরাহকারী টিম্পু ছাড়া আর কাউকে জানে না নয়না।

অনেক ভেবে চিন্তে ঠিক করল, টিম্পুকে জিজ্ঞেস করেই প্রকৃত সত্য উদঘাটনের চেষ্টা করবে নয়না।

রাত্রে খেতে বসে অন্তু জিজ্ঞেস করল, মা তোমার কি হয়েছে?

কি হবে?

তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তুমি কোনও টেনশন নিয়ে অস্থির।

নয়না, সে কথার জবাব না দিয়ে বলল, আমার কথা না ভেবে তোর নিজের কাজে মন দে। বেশী দেরী নেই পরীক্ষার।

পড়ছি তো মা!

রেজাল্ট ভাল হওয়া চাই।

সেটা লোকের কথা মা। আজকাল সবাই ভাল মা। তাই খুব টাফ কম্পিটিশন।

নয়না সে কথারও জবাব দিল না। অন্যমনস্ক ভাবে কিছু চিন্তা করে খেতে লাগল।

সেটা লক্ষ্য করে অন্তু বলল, তোমার কিছু একটা হয়েছে মা।

কি আশ্চর্য! কি হবে রে?

আজকাল তোমাকে খুব ফ্রেশ দেখাত মা। কিন্তু, আজ সকাল থেকে তোমাকে খুব চিন্তিত দেখাচ্ছে।

মাথা যখন একটা রয়েছে, কোনও না কোনো চিন্তা নিয়ে ব্যস্ত থাকবেই।

অন্তু বুঝল, যাই হয়ে থাকুক, সেটা অন্তুকে খুলে বলতে চাইছে না মা।

বুদ্ধি করে কয়েকটা প্রশ্ন তৈরী করে নয়না পর দিন আবার টিম্পুকে ফোন করল। যাতে করে, নয়না টিম্পুর কাছে অপ্রস্তুতে না পড়ে, কিংবা, টিম্পু যেন বুঝতে না পারে, নয়না চাকরের কাছ থেকে মনিবের কিছু গোপন খবর সংগ্রহ করবার চেষ্টা করছে। অন্যদিকে নয়নার উদ্দেশ্যটা যেন সার্থক হয়। আসল সত্য বার করতে না পারলে নয়নার অস্থিরতা কমবে না। সন্দেহ দূর হবে।

তারপর কায়দা করে যা জানবার জেনে নিল নয়না।

এগারটা খানিকে অরিন্দম অফিসে থাকে। সেই সময় নয়না ফোন করে।

টিম্পু ফোন ওঠালে নয়না জিজ্ঞেস করল, কি করছিলি টিম্পু?

মেম সাহেব আপনি?

হ্যাঁ, কি করছিলি?

রান্না করছি।

কি রান্না করলি শুনি?

ডাল, পোস্ত বড়া আর ফুল কপির তরকারী।

আর কিছু করিসনি?

না, সাহেব বলেছেন ভেজিটারিয়ান রান্না করতে।

ঠিক আছে। তোর শরীরও তো ভাল না, আর কত রাঁধবি।

আমার শরীর ভাল মেমসাহেব।

কাল বলেছিলি না তোর শরীর খারাপ? পড়েশানী হচ্ছে তোর?

শরীর খারাপ না। সাহেব আমাকে ঝুঠ্ বলতে বলেন, তাই পড়েশানী হয়।

শোন টিম্পু, মানুষ কোনও কাজে ব্যস্ত থাকলে, তখন যদি কেউ এসে বিরক্ত করে, তখন অসুবিধে হয় না? সাহেব তোকে ঠিক ঝুঠ বলতে বলেন না। আসলে, অন্য কেউ এসে যাতে সাহেবকে বিরক্ত না করে। সেজন্যেই তোকে শিখিয়ে রেখেছেন, কেউ এলে বলবি, সাহেব বাড়িতে নেই। নিজের কোন জরুরী কাজে কোন বাধা না আসবার জন্য এমনি একটু আধটু ঝুঠ সবাই বলে। এই যেমন তুইও এখন রান্না ঘর নিয়ে ব্যস্ত আছিস। কেউ এসে যদি গল্প করতে বসে তুই বিরক্ত হবি না? রোজ রোজ বিরক্ত হলে, তুইও কাউকে শিখিয়ে দিবি কেউ এলে বলতে, তুই বাড়ি নেই।

টিম্পু বিস্মিত হয়ে বলল, কিন্তু, মেম সাহেব, সাহেব তো কোনও কাজ, মানে, জরুরী কাজ—

নয়না, টিম্পুকে থামিয়ে দিয়ে বলল, টিম্পু, ডাক্তার মেম সাহেবের ওপর তুই খুব রেগে গিয়েছিস মনে হচ্ছে। আসলে উনি ততটা খারাপ নয়, তুই যতটা ভাবছিস।

আপ উনকো পহচান্‌তে হ্যা মেম সাহেব? আবার টিম্পুর বিস্মিত স্বর।

মনে তো হচ্ছে। দেখতে হবে খুবসুরত তাই না?

হ্যা, খুবসুরত। বহুত গোরি।

ওনার পতির নামটা বলতো?

পতি নেই মেমসাহেব। ওকেলী রহেতী হ্যা।

আচ্ছা উনকে বেটা কা নাম তো পতা হোগা!

নহী মেম হাসেব। ইয়ে মেম সাহেব নয়ী আয়ী হ্যা। বিল্কুল ওকেলী রহতী।

আচ্ছা। ওনার নামটা কি লীনা?

এবার টিম্পু হাসল। বোধহয়, ওর ধারনায় নয়না খুব বোকার মত একটা প্রশ্ন করেছে বলে। নয়নার তাই মনে হল। মেম সাহেব, ইয়ে লীনা মেম সাহেব নহী হ্যা। লীনা মেম সাহেব পহেলে আতিথী। অভি ইয়ে ডাক্তার মেমসাহাব আতী হ্যায়। কিউ কি সাহেব অভি ইনকো পছন্দ করতে হ্যায়।

টিম্পুর কথাগুলো ঢাই ঢাই করে লাগল নয়নার বুকে। কিন্তু, কি করবে? নয়নার তো আর উপায় ছিল না। কিন্তু, টিম্পু কি কথাগুলো সরল মনে বলল? নাকি, ইচ্ছে করে নয়নাকে সচেতন করবার জন্য বলল? নাকি, সাহেবের স্ত্রী হয়ে নয়না সাহেবের কাছে থাকে না বলেই, সাহেব অন্য জেনানাদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখেন, এই সত্যটা নয়নাকে ধরিয়ে দিতে চাইল? ইচ্ছে করে নয়নাকে অপ্রস্তুতে ফেলে? হলেও হতে পারে। কারণ, টিম্পুর বুদ্ধি যে কম নয় সেটা ওর সাথে কথাবার্তা বললেই আন্দাজ করা যায়।

হয়ে গেছে নয়নার। যা জানতে চেয়েছিল জানা হয়ে গেছে।

এবার এলে তোর বাগানের সব্জি খাব টিম্পু।

মেম সাহেব আপনি সত্যিই আসবেন?

তো। কালও তো বললাম আমি আসব। আজকেও বললাম।

আপনি মুখে বলেন। সত্যি কারের তো আসেন না।

এবারে আসব টিম্পু।

রাখি।

জী মেমসাহেব। আপনি ফোন করলে খুব ভাল লাগে।

আচ্ছা। এবার গিয়ে দেখব আমাকে তোর কতখানি ভাল লাগে।

রাখলাম রে টিম্পু।

লীনা কে, বা কেমন, এই নিয়ে কোন মাথা ব্যাথা নেই নয়নার। একদিন অরিন্দমের সাথে ফোনে কথা বলার সময়, অরিন্দমের অসাবধানতায় লীনার নামটা বেরিয়ে গিয়েছিল। অরিন্দম নয়নাকে লীনা মনে করে, কোনও কারণে নিজের অসন্তুষ্ট ভাব প্রকট করছিল। সে নিয়ে নয়না কখনো কোনও জিজ্ঞেসা রাখেনি অরিন্দমের কাছে। অরিন্দম এবার এখানে আসবার পর নয়নার সাথে আন্তরিক ব্যবহার কথাবার্তা শুরু করে। নয়নার প্রতি অরিন্দমের আন্তরিক মুহূর্তগুলোর সময় একবার হঠাৎ নয়নার ইচ্ছে করে, এই মানুষের কাছে লীনা নামের রমনীর অস্তিত্বের গুরুত্ব কতখানি সেটা একটু যাচাই করে। তাই অরিন্দমকে জিজ্ঞেস করেছিল, লীনার সাথেও বুঝি এই ধরনের কথাবার্তা হয়। আচমকা নয়নার এই প্রশ্নে অরিন্দম চমকে উঠলেও, নয়নার প্রশ্নের জবার দিয়েছিল, তুমি আলাদা। লীনা আলাদা। তোমার সাথে লীনার কোন তুলনা কোর না।

এরপর নয়না আরো কিছু জিজ্ঞেস করেছিল কিনা নয়নার মনে নেই। তবে লীনার প্রতি নয়নার কোন আগ্রহ সেদিনো ছিল না। আজও নেই। গতকাল টিম্পুর মুখে ডাক্তারনীর কথা শুনেও, নয়নার ভাবতে ইচ্ছে করেনি লীনা বা ডাক্তারনী, এই দুজন এক বা পৃথক কিনা। কারণ, লীনা বা ডাক্তারনী এই পৃথিবীতে দুই আলাদা অস্তিত্ব হলেও নয়নার কিছু এসে যায় না। আবার এই দুই নাম একজনের হলেও, নয়নার কিছু যায় আসে না। নয়নার কিছু আসত তখন, অরিন্দম যদি এই কয়েক মাস অর্থাৎ গৌহাটি থেকে ফিরে গিয়ে সম্পূর্ণ নারী বর্জিত জীবন যাপন করত। নয়নার ও অরিন্দমের সংসারে সুখ ফিরে আসত। ডিম্পি অন্তত ওদের পিতৃমাতৃরূপে দুজন সুখী মানুষের প্রতিচ্ছবি প্রত্যক্ষ করত। অরিন্দম ঘোষ চিফ জেনারেল ম্যানেজারের ঘর শান্তির অত্যাশ্চর্য প্রলেপে, প্রশান্ত নিলয়ে রূপান্তরিত হত।

অরিন্দমের সঙ্গিনীদের নাম ও সংখ্যা জেনে নয়নার কি লাভ? নয়নার কোন লাভ নেই। নয়না আগে নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত ছিল। এখনো তাই থাকবে।

এবারে অরিন্দম এসে, যেচে, নয়নার সাথে সন্ধি করবার প্রস্তাব দিয়েছিল। শর্ত সমেত এক চুক্তি পত্র তৈরি করে, তাতে উভয়ের স্বাক্ষর রেখে নতুন করে কিছু গড়বার ইচ্ছে প্রকাশ করেছিল। অরিন্দমের চরিত্রের অভাবনীয় পরিবর্তন লক্ষ করে, প্রস্তাবটাকে গ্রহণ করবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল নয়না। কিন্তু, পেছন ফেরার পর যদি অরিন্দম রূপ পাল্টায় নয়না কি করতে পারে?

বেচারা টিম্পুর জন্য মন খারাপ করছে নয়নার। অরিন্দমের এই নতুন পরিকল্পনা

ওকে সত্যি পড়েশানীতে ফেলেছে। এক তো সাহেবের এই অস্বাভাবিক মিটিং করাটা ও বরদাস্ত করতে পারছে না। তাই বার বার নয়নাকে ডাকছে। ওর ধারণা নয়নার সম্মুখে এই ধরনের নীতিহীন কার্যকলাপ করা সাহেবের পক্ষে সম্ভব হত না। দুই, বেচারাকে জোর করে ঝুঠ বলতে হচ্ছে। নয়নার কাছে নালিশ করল, যদিও, কিন্তু, নয়না কি সান্ত্বনা দেবে? নয়নার দিক দিয়ে বিচার করলে তো নয়নার নিজেরই কোন সান্ত্বনা নেই। সারাজীবন নয়না স্বামীর নৈতিক অধঃপতন দেখে দগ্ধ হয়েছে। অবশ্য এসব কথা টিম্পুর বোঝা বা জানার কথা নয়। তবুও, যতটুকু পেরেছে বলেছে নয়না। ডাক্তারানীর প্রতি যে তিক্তভাব জন্মেছে, সেটা খানিকটা দূর করবার চেষ্টা করেছে নয়না। কারো মনে অকারণে ঘৃণা উৎপন্ন করে তার মনটা বিষিয়ে দেওয়াও তো উচিত নয়।

তবে, দুঃখ হচ্ছে এই ভেবে যে, টিম্পুর মত লেখাপড়া না জানা ছেলেটাও নৈতিক জ্ঞানে টৈটুম্বুর। কিন্তু, টিম্পুর মনিব, যিনি এক জন অতিশিক্ষিত, অতি উচ্চপদে অধিষ্ঠিত, অতি সুন্দর মার্জিত একজন পুরুষ, তিনি শুধু বিশেষ একটা ক্ষেত্রে ন্যায় নীতিকে বিসর্জন দিলেন কেন? কেন সমাজের কাছে ও নিজের কাছে, নিজেকে একজন অবিচেক ও অমানুষ বলে প্রতিপন্ন করলেন? নাকি, মানুষের মধ্যে স্থিত, মৌলিক উপাদানে গঠিত প্রচলিত স্বভাবটাই আসল। চির পরিচিত স্ব—ভাবকে পরিবর্তন করতে অক্ষম মানুষ। চিরাচরিত অভ্যাসের বাইরে যাবার কি কোন উপায় থাকে না মানুষের? নিজেকে অভ্যাসের দাস প্রমাণ করতে গিয়ে নিজের মান-মর্যাদা, বিবেক-বুদ্ধি সব জলাঞ্জলি দিতে হয়?

সত্যি কি অরিন্দম ঘোষের চরিত্র, নীতি জ্ঞানের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখে না? নাকি, এটা যুগের একটা নতুন হওয়া। স্বাধীন ভাবে নিজের ইচ্ছেতে জীবন অতিবাহিত করবার এক নব পদ্ধতি? লীভ এ্যাজ ইউ লাইক! আপন ছন্দে নাচো, গাও, আয়েশ কর। আপন তালে চলো। কারো দিকে চাইবার প্রয়োজনটা কি! কারো স্বাধীনতায় কারো হস্তক্ষেপ করবার কোন অধিকার থাকতে পারে না। এই কি অরিন্দমের নীতি? অরিন্দমের কীর্তি কলাপ যদি দোষের, তাহলে অরিন্দমের সাথে জড়িত রমনীরাও নির্দোষী হতে পারে না। কিন্তু, সেই রমনীরা কি নিজেদের দোষ সম্পর্কে সচেতন? হয়ত না। হয়ত হ্যাঁ। হয়ত এরাও নিজেদের লাইফ স্টাইল বদলেছে। হয়ত, যুগের হাওয়া, লীভ এ্যাজ ইউ লাইকের সদস্য এরাও।

জীবন পথ পরিক্রমার মাঝে সর্বদা নীতি জ্ঞানকে প্রাধান্য দিয়ে চলা সম্ভব নয়। মনের গতি, আবেগ পছন্দ, রুচি ইত্যাদি মানুষকে অনেক ক্ষেত্রে অন্যের দ্বারা পরিচালিত হতে বাধা দেয়। নয়নাও কি স্বাধীনচেতা নয়? আগে না থাকলেও, বর্তমানের নয়না নিজের ইচ্ছেতে, খায়, বসে চলে। সেখানে কোন নীতি মানতে বাধ্য নয় নয়না। তেমনি প্রত্যেকে, নিজের নিজের প্রকৃতিগত প্রবৃত্তির কোন এক দিকে স্বতন্ত্র হতে চায়। তেমনি বর্তমান যুগের অনেক, নারী বা পুরুষ, যারা একাধিক পুরুষ বা নারীর সাথে সম্বন্ধ রাখে, তারাও নিশ্চয় রীতি বা নীতির তোয়াক্কা করে না। নিজের একান্ত আকাংক্ষিত আনন্দ ও সুখের মাঝে অযথা নীতি নামক কোন অপ্রাসঙ্গিক ব্যবস্থাকে পাত্তা দেয় না। ফলে, মানুষের সমালোচনার স্বীকার হলেও গায়ে মাখে না তারা। কানে শোনে না তারা। স্বাধীন চেতাদের স্বতন্ত্র আন্দোলনে,

নো বডি কেয়ার্স নো বডি'স কমেন্ট।

ভোগ বিলাসী অরিন্দম, নারী সুখের শৌখিনতায় নিজের বিভিন্ন সঙ্গিনীদের নিয়ে বিভোর থাকুক। জীবন শৈলীকে অত্যাধুনিক ধারায় পরিচালিত করবার তরে উন্মত্ত হয়ে উঠুক। উন্মাদ হয়ে যাক নতুন নেশার জোয়ারে। সুখদায়ক আমেজে বুঁদ হয়ে অন্য পার্থিব প্রয়োজনকে ভুলে যাক। নিজের শুচিতা ও শুদ্ধতাকে হারিয়ে ফেলুক। ভুলে যাক দুই সন্তানের কথা। নয়না কোন জিজ্ঞাসা রাখবে না। নয়না প্রতিবাদ করবে না। কিন্তু, স্ত্রীর অধিকার সম্বন্ধে কি অরিন্দম চিরকাল অজ্ঞানী, চিন্তারহিত থাকবে!

পক্ষান্তরে আদর্শহীন, নীতি বিহীন, বেহিসেবী এই সুখের মুল্যের জন্য সর্বাপেক্ষা মূলহীন হতে হল কাকে? সে কথা কি কোনো দিনও চিন্তা করবে না অরিন্দম? অরিন্দম ঘোষ নামের এই সুন্দর ব্যক্তির কাছে নয়নার কোন মূল্য রইল না কেন? এই প্রশ্নগুলো কি কেবল নয়নাকেই অস্থির করবে? অরিন্দমকে কখনো কাতর করবে না এই সমস্ত প্রশ্ন?

নয়না বুঝি বোকার মত প্রশ্নগুলো তৈরি করছে। কারণ, এই সব প্রশ্নের উত্তর কি কখনো দেবে অরিন্দম?

অরিন্দম ঘোষ যে বিবাহিত। নয়না নামের রমনী যে এই ব্যক্তির পত্নী। এই কথা কি অস্বীকার করতে চায় অরিন্দম? অস্বীকার না করে নয়নাকে অধিকার চ্যুত করবার কোনও যুক্তি থাকতে পারে না যে।

অনেকক্ষণ থেকে একটা প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে নয়না। কোন উঁচু ঢিবিতে উঠবার চেষ্টা করছে বুঝি। কিন্তু, এ তো সুউচ্চ পাহাড়! এটা সামান্য ঢিবি হতে যাবে কেন? তাই তো? নয়না বুঝি এই পাহাড়ের চূড়োয় উঠবার প্রযত্ন করছিল। অথচ, সফল হচ্ছে না। বার বার ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসছে। কিন্তু, কেন? নয়না প্রতিবার অসফল হচ্ছে কেন? কি দোষ নয়নার? নয়নার কি শক্তি নেই? নয়না কি দুর্বল? আর পাঁচজন সাধারণ মানুষের মত স্বাভাবিক নয় নয়না? নয়নার মধ্যে কিসের অভাব? কেন বার বার পিছলে পড়ে যাবে নয়না?

হঠাৎ, কোন জিনিসের ওপর থেকে নীচে পড়ার শব্দ হল। নয়না ধড়ফড় করে উঠে বসল। চোখ কচলে বুঝতে চাইল ব্যাপারটা কি। নয়না কি কোন স্বপ্ন দেখছিল? নিজেকে চিমটি দিয়ে দেখল। না স্বপ্ন কেন হবে? নয়না তো জেগে রয়েছে। তাহলে? কিসের চিন্তায় এত মশগুল ছিল নয়না? যার জন্য নিজের সংবিৎ হারিয়ে ফেলেছিল নয়না!

শান্ত হয়ে নিজের চেতনাকে ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করল।

নয়নার মনে হল, খানিক পূর্বে কোন বস্তুর আচমকা নিম্নগামী হয়ে পতিত হওয়ার যে সংকেতে পেয়েছিল, তা বোধ হয় সম্পূর্ণ মিথ্যে নয়। বাস্তবিকই নয়নার মনে হচ্ছে সেরকম কিছু ঘটেছে। এবং ঘটিয়েছে স্বয়ং নয়না।

আনন্দ ও শান্তির সংমিশ্রণে নির্মিত, কঠিন ও দুরূহ পথ বিশিষ্ট, সুখময় এক সুউচ্চ চূড়োয় উঠবার তোড়জোড় শুরু করেছিল নয়না। মনোবল ও আত্মবিশ্বাসের সহায়তায় কিছুটা উচ্চতা অতিক্রম করলেও, অকস্মাৎ কোন পরাক্রমশালী বাধা নয়নার পথ অবরোধ করে। ফলে, নয়নার ঊর্ধ্ব গমন সম্ভব হলো না। উল্টে, নিম্নে অবতরণ করবার সঠিক গতি হারিয়ে

ধপাস করে নীচে পড়ে গেল।

অরিন্দম প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারবে না। এ কথা অরিন্দম নিজমুখে ঘোষণা করেনি। 'আমি জীবনে আর কখনো নোংরা স্পর্শ করব না।' আমাকে তোমায় ক্ষমা করতেই হবে নয়না'। যাবার সময় নয়নাকে বলে যাওয়া ইত্যাদি কথাগুলোর মধ্যে অরিন্দমের কোন অভিনয় ছিল বলে মনে করে না নয়না। নয়নার বিশ্বাস, কথাগুলো খুব আন্তরিক ভাবেই বলেছিল অরিন্দম। মানুষের মন বড় বিচিত্র। মানুষের মন সর্বদা নিজের বশে থাকে না। সেটাও মানে নয়না। কিন্তু, কোনও প্রতিশ্রুতি দিয়ে তার মর্যাদা রক্ষা করতে না পারলে, তার প্রতিক্রিয়া হবে বৈকি। নয়না অপেক্ষা করবে অরিন্দমের নিজ উক্তি শোনার জন্য।

অরিন্দম, জনৈকা ডাক্তারের সাথে যে প্রেম লীলা শুরু করেছে, সেই বিষয়টা নয়নার গোচরেও প্রবেশ করেছে। এই কথা নিশ্চয় অরিন্দম জানে না। এমনও হতে পারে, অরিন্দম মনে করেছে। গাছেরও খাবে, তলারও কুড়োবে। নয়নার সাথে যখন কথা হয়ে গেছে, নয়না অরিন্দমের ঘরে ফিরে যাচ্ছে। তখন নয়না তো রইলই। নয়নার ব্যাপারে অরিন্দম নিশ্চিন্ত।

অরিন্দম যদি এই সংকল্প করে থাকে, তাহলে, অরিন্দমের চরিত্রের আর একটা বিশেষ দিক নয়নার সামনে উন্মুক্ত হবে। স্ত্রীর নিকট বিভিন্ন অপরাধে অপরাধী অরিন্দম ঘোষ, নিজেকে নব প্রক্রিয়ায় প্রতারক রূপে প্রতিপন্ন করবে। সে যাক, পরিস্থিতি যেমন হবে সেই অনুযায়ী মোকাবেলা করে যাবে নয়না।

মূল কথা হল, অরিন্দম নিজের মধ্যে কোন পরিবর্তন আনতে সমর্থ হয়নি। অরিন্দম যদি বদ অভ্যাসগুলো বর্জন করে নয়নাকে সসম্মানে ঘরে নিয়ে যেত। নয়নার অরাজী হবার কোন কারণ ছিল না। অরিন্দম যদি সেই পূর্বের মত নিজেকে অন্য একজনের সাথেও বেঁধে রাখতে চায়। তাহলে নয়নার নতুন করে ঘরে যাবার প্রশ্নই ওঠে না।

তাহলে নয়না এখন কি করবে? মন খারাপ করে বসে থাকবে? টিম্পুর সাথে কথা বলার পর কি নতুন কোন দুঃখের জন্ম হল?

নিজের মনেই হাসল নয়না। নয়না আবার নতুন করে দুঃখ পেতে যাবে কেন? এক সময় বিবাহিত জীবনের প্রথম অবস্থায় নয়না অনেক কষ্ট পেয়েছে। আনকোরা মনে অনেক আঘাত পেয়েছে। বর্তমানের শক্ত নয়না এখন অনেক কিছু হজম করতে সক্ষম হয়েছে। অরিন্দম নামের মানুষটা আগে যেমন ছিল, এখনো তেমনি। তাই টিম্পু মারফৎ যা অবগত হলো, তার দ্বারা নয়না তেমন প্রতিহত হল না। এসব, নতুন কিছু তো নয় নয়নার জন্য। অন্যদিকে, নয়না তো আর সেই আগের নয়না নেই! বর্তমানের নয়না এক শক্ত ব্যক্তিত্বময়ী। আপনাকে আপনি পরিচালিত করবার মত যথেষ্ঠ ক্ষমতা রাখে এই রমনী। তাই নিজেকে নিয়ে বিশেষ বিব্রত হলো না। কয়েক দিন সুখের চিন্তায় বিভোর হয়ে নির্বিঘ্নে ও স্বস্তিতে দিন কাটাল মাত্র।

নয়না একা। চিরকাল একা। কিছুদিনের জন্য সেই একাকিত্বের ঢাকনা তোড়জোড় আরম্ভ করেছিল। এখন আবার সেই পুনরাবৃত্তি করবে। আবার নিজেকে নিজের স্বাভাবিক ভূমিকায় উপস্থাপন করতে হবে। নয়না তো কোথাও হারিয়ে যায়নি। নয়না, নয়নার মাঝেই নিহিত

ছিল। তাই, টিম্পুর মারফতে পাওয়া খরবটা নয়নার মনে গভীর কোন ক্ষত চিহ্ন তৈরি করতে পারে নি। শুধু, নিজের স্বাভাবিকত্ব ফিরিয়ে আনতে কিছুটা সময় নিল।

রাত্রে খেতে বসে অন্তু জিজ্ঞেস করল, মা তোমার শরীর ভাল হয়েছে?

আমার শরীর তো খারাপ ছিল না।

তাহলে মন খারাপ ছিল?

না, কিছুই ছিল না। আমি যেমন, তেমনই ছিলাম। আছি।

অন্তু হাসল।

মা বাবাকে ফোন করেছিলাম। বাবা বলেছে, পরীক্ষা হয়ে গেলে চলে যেতে।

পরীক্ষা হয়ে গেলে কি করে যাবি? তোকে এন্ট্রেস পরীক্ষাগুলো দিতে হবে না?

বাবা বলেছে, ওখানে গিয়েও দেওয়া যাবে।

না, সব কিছু এখান থেকেই শেষ করে যাবি তুই।

কেন মা? ওখান থেকে দিলেও তো হয়!

অনেক কিছুই তো অনেক ভাবে হয় অন্তু। তবুও, মানুষ নিজের পছন্দ অনুযায়ী সব কিছু করে। আমার ইচ্ছে বা পছন্দ, তুই, কলেজে ঢোকার আগে যা যা করবার ওসব ওখান থেকেই করবি।

মায়ের কঠিন নির্লিপ্ত স্বর অনেক দিন পর শুনে বুঝল। কোথাও কিছু একটা ঘটেছে বুঝতে পারল। তাই মায়ের কথার ওপর কথা বলল না।

মানুষের মন সত্যিই বড় বিচিত্র। হঠাৎ আচমকা মনের আবেগ সম্পূর্ণ পাল্টে যায়। কল্পিত জীবন ধারা নিমেষে পথ পরিবর্তন করে ভিন্ন পথে অগ্রসর হতে আরম্ভ করে। আজকের সত্যি, আগামী কাল মিথ্যায় পরিণত হয়ে যায়। মানুষের মন মানুষের আয়ত্তে থাকে না। মনের গতি কখন কি ভাবে সুস্থ জীবন পথ পরিক্রমণে ব্যাঘাত ঘটাবে তা মানুষের অজ্ঞাত। আশা থাকে মনে। কিন্তু, কার্যক্ষেত্রে সেই আশা ধূলিস্মাৎ হয়ে যেতে সময় লাগে না। কোন মানুষের সাধ্য নেই, আগামী কালের সত্যকে সময়ের পূর্বে সত্য বলে ঘোষণা করা। কারণ ভবিষ্যত সর্বদা অনিশ্চয়তার ওপর নির্ভরশীল। আচমকা ভবিষ্যত জীবন প্রণালীর পরিকল্পনাটা অকেজো হয়ে হতভম্ব করে দিতে পারে মানুষকে। এই সত্য মেনে চলতে হবে নয়নাকে।

নয়না নিজের অন্যান্য প্ল্যান পরিকল্পনাকে পরিবর্তন করল না। ডি এ ইন্ডাস্ট্রির দায়িত্ব ভার বিকাশবাবুর ওপর দিয়ে নয়নার এখান থেকে চলে যাবার কথা ছিল। নয়না তাই যাবে। কিছুটা সময় নিয়ে সব কিছু সুস্থির করে যাবে। তাই পুরন্দরকে আরো কিছুটা সময় থেকে যেতে অনুরোধ করেছে নয়না।

অন্তু চলে যাবার পর নয়না এখানে মন বসাতে পারবে না। এটা ঠিক, ডি এ ইন্ডাস্ট্রি ছিল নয়নার জন্য একটা আশ্রয়। নয়নার ব্যস্ততা, কার্যক্ষমতা, ডি এ ইন্ডাস্ট্রিকে কেন্দ্র করে নয়নাকে চলমান রেখেছে এতদিন। কিন্তু, সঙ্গে একটা ঘরও ছিল নয়নার। সেই ঘরে অন্তু নামের একটা পরম ধনকে বুকে আগলে রাখত নয়না। এই ধনকে কেন্দ্র করে নয়নার অন্তরের

স্নেহ ও মমতা অবাধে বর্ষণ হত। সেই ধন যখন আলগা হয়ে নয়নার বুক খালি করে দিচ্ছে, তখন সেই শূন্য ঘরে কি ভাবে বাস করবে নয়না?

নিজের ভবিষ্যত চিন্তা নিয়ে নয়না কাতর নয়। অন্তু কলেজে ভর্ত্তি হয়ে যাবার পর নিজের কথা চিন্তা করবে।

অনেক দিন পর নিজের পুরনো সক্রিয়তাকে সঙ্গে করে অফিসে এসেছে আজ নয়না। পুরন্দরের কোন ব্যক্তিগত কাজের জন্য পুরন্দর এগারটাতে বেরিয়ে গেছে। যাবার সময় নয়নাকে নতুন পরিকল্পনাটার নক্সাটা দিয়ে গেছে। ম্যাডাম, দেখুন কোথাও কোন ভুল আছে কিনা।

নয়না হেসে জবাব দিয়েছে ঠাট্টা করছ পুরন্দর!

ঠাট্টা কেন হবে ম্যাডাম? এটা তো আমার কর্তব্য। আপনি আমাকে একটা কাজ দিয়েছিলেন, সেটা নির্ভুল হয়েছে কিনা সেটা যাচাই করবেন না!

আমার কি সে ক্ষমতা আছে পুরন্দর!

আছে ম্যাডাম। সবার মধ্যে ক্ষমতার অফুরন্ত ভাণ্ডার থাকে ম্যাডাম। শুধু, সময়ে ও প্রয়োজনে কার্যক্ষেত্রে সেই ক্ষমতার উপযোগ হওয়া চাই।

পুরন্দরের সাথে কথায় পারবে না বলে, নয়না মৃদু হেসে থেমে গেল।

কয়েকটা টুকিটাকি কাজ সেরে নয়না পুরন্দরের প্ল্যানটা নিয়ে বসল। দুপুর দেড়টা বেজে গেছে। রিমা আর বাসবীর ব্যাংকে যাবার কথা ছিল। নয়নাকে সকলেই বলে রেখেছিল লাঞ্চে ওরা দুজনে বাইরে যাবে। বিকাশবাবু কারখানায়। বসাক, নয়নাকে এক কাপ চা আর দুটো বিস্কুট দিয়ে, একটু আসছি বলে বাইরে গেছে। সব মিলিয়ে এখন নয়না সম্পূর্ণ একা অফিসে। তাই, মন দিয়ে পুরন্দরের প্ল্যানটা পড়বার চেষ্টা করল। এত নিখুঁত, এত সিস্টেমেটিক, নয়নার মত মানুষ কি খুঁত খুঁজে বার করবে? নয়না মুগ্ধ হয়ে দুচোখ বোলাতে লাগল। নয়না অত ডিটেইলস বুঝতে না পারলেও, যতটা বোধগোম্য হল, তাতেই অভিভুত হয়ে গেল। পুরন্দরের মত পারদর্শী ছেলে কোনো উদ্যোগে থাকলে, সেই উদ্যোগ তর তর্ করে উপরে উঠে যাবে, কোথাও প্রতিহত হবার সুযোগ পাবে না। এখন কথা হচ্ছে পুরন্দর চলে যাবার প: বিকাশ বাবু এই পরিকল্পনাকে বাস্তব রূপ দিতে সক্ষম হবে কিনা! নয়না মনে মনে চিন্তা করল কেন পারবেন না? বিকাশ বাবুরও বিদ্যা উৎসাহ উদ্দীপনা কম নেই। কেন পরবেন না। এখন থেকে ডি এ ইন্ডাস্ট্রির সম্পূর্ণ দয়িত্ব ভার বিকাশ বাবুর উপর থাকবে। তাই, এই উদ্যোগের উন্নতির জন্য আরো বেশী আগ্রহ নিয়ে কাজ করবেন নিশ্চয় বিকাশবাবু।

আসব! অস্ফুটে একটা আওয়াজ হল। নয়না খেয়াল করল না। দুপুরের এই অবসরটুকুতে নয়নার বেশ আলস্য লাগে।

আসব! ম্যা আই কাম ইন?

এবারে স্পষ্ট গলার স্বর শুনতে পেল নয়না। নয়না সজাগ হয়ে চাইল। কেবিনের দরজা আধখোলা অবস্থায় রেখে একজন ভদ্রলোক উদগ্রীব হয়ে দাঁড়িয়ে।.

নয়না বিস্মিত হয়ে চাইল। অবিশ্বাস্য ভাবটা কাটিয়ে উঠে তটস্থ হয়ে উঠে দাঁড়াল। অপ্রত্যাশিত ভাবে যে ব্যক্তিকে সম্মুখে অবলোকন করছে, তিনি কি নয়নার পরিচিত ব্যক্তি? নাকি, অপরিচিত? অর্থাৎ, ভদ্রলোক কি আজ নয়নার পরিচিত জন হয়ে কাছে এসেছেন নাকি? অপরিচিত অজ্ঞাত কূলশীল রুপে? পরিচিত কিংবা অপরিচিত যে ভূমিকা নিয়েই হোক, নয়নার সম্মুখে কেন?

নয়না তো এই লোকের কাছে নিকৃষ্ট এক তুচ্ছ জীব. লোকের অবমাননা ছাড়া সেই জীবটার এই পৃথিবীতে আর অন্য কিছু প্রাপ্য থাকতে পারে না। এই অশ্রেষ্ঠ মানুষটার সম্মুখে এই শ্রেষ্ঠ মানুষ সশরীরে উপস্থিত কেন? কি প্রয়োজনে এসেছেন? নয়নাকে ধরাশায়ী করবার উদ্দেশ্যে নিশ্চয় নয়। কিন্তু, নয়নাকে অপদস্থ করা ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্যও তো থাকে না ওনার।

অবশ্য নয়নাকে যে শুধু হেনস্থাই করেন উনি তা তো নয়, নয়না অনেকদিন অনেক ভাবে উপকৃত হয়েছে এই মানুষের দ্বারা। নয়না যদি এই মানুষের অপমান ও উপকার দাঁড়ি পাল্লা দিয়ে মাপে তাহলে স্বাভাবিক ভাবেই, উপকারের পাল্লাটা ভারী হয়ে তলার দিকে ধাবিত হবে। সেই সূত্রে নয়নার কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ গচ্ছিত আছে যা এখনো এই ভদ্রলোককে জানানো হয়নি।

ভদ্রমহিলার এই ভঙ্গিটা ইন্দরকে খুব অস্বস্থিতে ফেলে। বন্ধ কপাট খোলার পরও, মাথায় নীরব অস্থির চিন্তাসহ স্থির চিত্রের মত দুয়ার মুখে প্রবেশ নিষিদ্ধ ভঙ্গি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা। বন্ধ কপাটের মত একটা ব্যক্তিত্ব আছে এই ভদ্রমহিলার। সেই ধার ব্যক্তিত্ব অনেকের সমীহ পাবার যোগ্য। কিন্তু, এই আধ খোলা দুয়ার খুব অসুবিধায় ফেলে ইন্দরকে।

সুড আই কাম ইন? স্থির চিত্রে ধাক্কা দিল ইন্দর।

তাই তো নয়না ভদ্রলোককে দাঁড় করিয়ে রেখে, ওনার আগমনের হেতু আন্দাজ করতে আগ্রহী হচ্ছে কেন? নয়নাকে অপমান করেছিল বলে নয়নাও কি ভদ্রলোকে দাঁড় করিয়ে রেখে অবহেলা দেখাবে?

নয়না গাম্ভীর্য অক্ষুণ্ণ রেখে বলল, যদি আমার কাছেই এসেছেন, তাহলে আসুন।

নয়নার ওপর অনুনয় পূর্ণ দৃষ্টি বুলিয়ে ধীর পায়ে, টেবিলের কাছে এসে দাঁড়ালেন।

নয়না আর একপ্রস্থ বিস্মিত হল। এই মানুষের বেশভূষার অকল্পনীয় পরিবর্তন দেখে। সার্টের বোতাম ঠিক মত লাগানো হয়নি। চুলে কোন বিশেষ পরিপাটি নেই। এক হাতের আস্তিন গোটানো। যে মানুষ সদা নিখুঁত পরিপাটি সাজে সজ্জিত থাকেন, সেই মানুষের এই অস্বাভাবিক রূপ কেন?

নয়নার সম্মুখে টেবিলের পর, বসবার জন্য তিনটে চেয়ার রয়েছে। সেই আসনের অনতি দূরে দণ্ডায়মান রইলেন।

নয়না শান্ত কণ্ঠে বলল, বসুন।

নয়নার কথার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ সামান্য এগিয়ে টেবিলের কাছে চলে এলেন। বসলেন না।

নয়না কিছুই বুঝতে পারছে না। আজ কি কোন নতুন অভিসন্ধি নিয়ে এসেছেন ইনি? কিন্তু, নয়না কি অপরাধ করেছে?

নয়না কি অপেক্ষা করবে ইনি কিজন্য এসেছেন তা শোনার জন্য? কিন্তু, এভাবে বিব্রত ভঙ্গিতে দণ্ডায়মান থাকলে নয়নাই বা কতক্ষণ ধৈর্য ধরে রাখবে?

অদ্ভুত ভাবে নয়নাকে অবলোকন করছেন, আবার নজর ফিরিয়ে নিম্নগামী করছেন। কোথায়ো কি কোন অসুবিধে হচ্ছে ওনার? কোনও অস্বস্তি কি ওনাকে সহজ হতে বাধা দিচ্ছে? ওনার এই আগমন নিশ্চয় প্রয়োজনরহিত নয়। কোনো কারণ নিশ্চয় নয়নার মত মূল্যহীন মানুষের সামনে এনে হাজির করেছে এই মানুষকে!

নয়নার ধৈর্যের বাঁধ ভাঙ্গল। শান্ত স্বরে বলল, কুছ বোলেঙ্গে আপ?

একটু ইতস্তত ভাব নিয়ে বললেন, মেরা গাড়ি বিগড় কে রখা আপনে! খানিকটা অভিমান মাখা চেহারায়।

গাড়ি বিগড়েছে নয়না? নয়না আকাশ থেকে পড়তে গিয়েও মাঝ রাস্তায় থেমে গেল। সেদিনের দুঃসাহসিক কার্যের কথা বেমালুম ভুলে গিয়েছিল নয়না। গাড়ির মালিককে বাইরে ফেলে মালিকের সামনে খুব অভদ্র ভাবে ও বেপরোয়া ভঙ্গিতে গাড়ি নিয়ে উধাও হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে গিয়েছিল বুঝি। স্মরণে আসার সাথে সাথে খুব সংকোচ হল নয়নার। বাস্তবিকই, নয়না সেদিন খুব জঘন্য একটা কাজ করেছিল হয়ত। কিন্তু, শুধু নয়নাই কি অরুচিকর ব্যবহার করেছিল সেদিন? ইনি খারাপ ব্যবহার করেন নি? নিজের আচরণ ভুলে নয়নারটা মনে রেখে নতুন পদ্ধতিতে হেনস্থা করতে এসেছেন?

নয়না গাড়ি বিগড়ে দিয়েছে? তাই যদি হয়েছে তো গাড়ি গ্যারেজে নিয়ে যান উনি। নয়না কি করবে? নয়নার কাছ থেকে কি ক্ষতি পূরণ চাইতে এসেছেন? রক্ত গরম হল নয়নার কি ভেবেছেন উনি? সামান্য একটু লিফট্ দেওয়া নিয়ে এত?

রাগ চাপতে পারল না নয়না। কণ্ঠে উষ্মা নিয়ে বলল, তো, কেয়া করনে চাহতে হ্যাঁ আপ? শূলী পে চড়াইয়ে, হাত কড়া পহানাইয়ে, যো সাজা দেনে চাহতে হেয় দিজিয়ে মুঝে।

নয়নার মুখ থেকে উচ্চারিত প্রতিটি শব্দ পৃথক ভাবে শুনে, কিছু বুঝবার প্রয়াস করে, নয়নার ওপর পরিপূর্ণ দৃষ্টি রেখে বললেন, ও হি তো করনে আয়া হু।

যেন কোন বাচ্চা ছেলে নিজের আব্দারকে কুণ্ঠার সঙ্গে জাহির করছে। নয়নার রাগ আরো বৃদ্ধি পেল। একি ধরনের কথা বলছেন? নয়নার সাথে কি ইয়ার্কি করছেন?

রেগে গেলেও নিজেকে আয়ত্তে রাখবার চেষ্টা করল নয়না। নয়না এই মানুষের দ্বারা একাধিক বার অপদস্থ হলেও, নয়নার মনে, এই মানুষের জন্য একটা আলাদা মূল্য আছে। নয়নার মধ্যে একজন বিচারক বাস করে। সেটা অন্যরা অমান্য করলেও, নয়না মানে। সেই বিচারকের বিচারে পৃথিবীর গোনা গুনতী ভাল মানুষদের তালিকায় এই মানুষও পড়ে। ছোট বেলা থেকে নয়না হাহাকার নিয়ে মানুষ খুঁজত, এত দিন পর নয়নার সে খোঁজ ও বিচার একসঙ্গে এই মানুষে এসে থেমেছে শ্রেষ্ঠ মানুষের উদাহরণ রূপে। মাঝে মাঝে এই মানুষের দ্বারা নয়না অপমানিত হয় সেটা ঠিক। কিন্তু, তাই বলে নয়নার বিচার বদলে যেতে পারে

না। এই ভদ্রলোক অকারণে নয়নাকে অসম্মান করলেও, নয়না অভদ্র আচরণ করবে না।

ইনি যে উদ্দেশ্য নিয়েই এখানে এসে থাকুন, ইনি একজন মূল্যবান মানুষ। এ কথা ভুলবে না নয়না।

সেদিনের গাড়ির ঘটনাটায় আমি খুব লজ্জিত। হঠাৎ কেন এমন করলাম সেটা আমিও ঠিক মতন বুঝিনি। আই ওয়াস আউট অফ মাই কন্ট্রোল। নয়না দৃষ্টি নত করে বলল।

নয়নার কথাগুলো এই পক্ষের ওপর কোন প্রভাব ফেলল না। আপন কাজে ব্যস্ত রইলেন। অবলোকন প্রক্রিয়ার এক বিশেষ পদ্ধতি প্রয়োগে নয়না নামের ভদ্রমহিলাকে আবদ্ধ করবার প্রয়াস চালাচ্ছেন যেন। নয়নারও অস্বস্তি শুরু হল। আজ কি মৌখিক ভাষার প্রয়োগ বারণ। কেবল দৃষ্টির ভাষা নিয়ে নয়নাকে কাৎ করতে চাইছেন? কিন্তু, সেই ভাষায় অদ্ভুত এক মায়া জাল মেশানো কেন? এই পরিবর্তনের কারণ কি? প্রবল অস্বস্তিতে নয়না নিজের গাম্ভীর্য রক্ষা করতে পারছে না বুঝি।

নয়নার নীরব অস্বাচ্ছন্দ্য লক্ষ্য করে দৃষ্টি সরিয়ে বললেন, ম্যারা ট্রান্সফার হো গয়া। অর্ডার আ চুকা হ্যায়।

নয়না এবারেও বিস্ময় ধরে রাখতে পারল না। অবাক জিজ্ঞাসু দৃষ্টি নিয়ে চেয়ে রইল। এই ব্যক্তির ট্রান্সফারের সাথে নয়নার কি সম্পর্ক? অসহিষ্ণু ভাব চেপে বলল, তো, জো সাজা দেনে চাহতে হ্যায়, দেকর যাইয়ে।

আপনে মুঝে বিগড় দিয়া, কেউসে যাঁউ? ইউ হ্যাব স্পয়েল্ট মী।

এবারে নয়না সত্যি কারের হাঁ হয়ে গেল। পাগলের মত কি বলছেন উনি? নয়না এনাকে বিগড়ে দিয়েছে? নষ্ট করেছে? এসব কি অভিনব কোন নতুন পন্থা নয়নাকে দাবানোর? কিন্তু, নয়না করেছেটা কি? হঠাৎ অফিসে এসে তাকে এইভাবে মিথ্যে অভিযোগে অভিযুক্ত করবার অর্থ কি? কি চান ইনি? কেন নয়নার পেছনে লেগেছেন? ভীষণ অভিমান হল নয়নার।

আপনার আর কত অভিযোগ আছে বলবেন? আপনার গাড়ি খারাপ করেছি, আপনাকে খারাপ করেছি! আর কি কি করেছি বলবেন।

অভিযোগ আছে আমার। হাজার অভিযোগ আছে! সম্পূর্ণ ভিন্ন স্বরে তীব্র অভিমান নিয়ে ঘোষণা করা হল।

নয়না ঘাবড়ে গেল। সম্মুখের অভিমানী মূর্তির সমস্যাটা কি, আন্দাজ করতে ভদ্রলোককে নিরীক্ষণ করতে শুরু করল।

কোন বেশে, কোন ভাবে বিভোর এই দণ্ডায়মান ব্যক্তিটি। সদা নিঁখুত সাজে সজ্জিত, পরিপাটি ব্যক্তিটি আজ সাজ বদল করেছেন কেন? কি উদ্দেশ্যে এসেছেন উনি? ভিন্ন আভরণে শোভিত অনবদ্য এক শৈলী কোন কলাকারের নৈপুণ্যে প্রকাশ করছে? এই বিশেষ সুবিন্যাসের কারণ কি?

এই অসামঞ্জস্যপূর্ণ অবিন্যস্ত সৌষ্ঠব, নিঃসন্দেহে স্বতন্ত্র এক প্রতীকের আকৃতি—এক মূর্তিমান প্রেমিকের রূপ। এই অসামান্য আয়োজনের হেতু কি? নয়নার সম্মুখে এই ব্যবস্থা